

সংস্কৃত বুক ডিপো

বইঘর
পুস্তক ও ধর্মগ্রন্থ বিক্রেতা
নবদ্বীপ, নদীয়া
মোঃ- ৮৬৪২৮৮৪৮৭৩

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের পরিমিষ্ট

পূজ্যপাদ

শ্রীলকৃষ্ণদাসকবিরাজগোস্বামি-বিরচিত

কুমিল্লা-ভিক্টোরিয়া-কলেজের এবং পরে চৌমুহনী-কলেজের

ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ

শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ

কর্তৃক সম্পাদিত

এবং

তৎকর্তৃক লিখিত শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের কৃপায় স্মুরিত

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা-সম্বলিত

সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত

চতুর্থ সংস্করণ



সংস্কৃত বুক ডিপো

২৮/১, বিধান সরণী

কলকাতা-৭০০ ০০৬

বইঘর

পুস্তক ও ধর্মগ্রন্থ বিক্রেতা

নবদ্বীপ, নদীয়া

মোঃ- ৮৬৪২৮৮৪৮৭৩

প্রকাশক :

শ্রীঅভয় বর্মন

সংস্কৃত বুক ডিপো

২৮/১, বিধান সরণী

কলকাতা-৭০০ ০০৬

প্রথম প্রকাশ : শুভ ১লা বৈশাখ, ১৪২২ খ্রীষ্টাব্দ।

মূল্য : ৪০০ টাকা

রাষ্ট্রপতি

জাতীয় পুস্তকালয়, কলকাতা

পরিচালক, পুস্তকালয়

১০১, বঙ্গবন্ধু সড়ক - কলকাতা

মুদ্রণে :

দি নিউ জয়কালী প্রেস

১/১, দীনবন্ধু লেন

কলকাতা-৭০০ ০০৬

শ্রীশ্রীগুরু-বৈষ্ণব-প্রীতয়ে রসরাজ-মহাভাব-স্বরূপায়
শ্রীশ্রীগৌরাসুন্দরায় সমর্পণমস্ত

BAIGHAK
Book Seller
Santosh Kr Saha
Poramatala Road, Nabadwip
(Near Mahapravu Para)
Mob-97438741

BAIGHAN
Book Seller
Bantoli, K. 2nd
Panchsala Road, Noida
(Near Mahanagar 2nd)
Mohan Nagar, Noida

নিবেদন

শ্রীমদমহাপ্রভুর রূপায় এবং ভক্তবৃন্দের আশীর্বাদে গৌর-রূপা-তরঙ্গিণী টীকা-সম্বলিত শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত তৃতীয় সংস্করণের পরিশিষ্ট প্রকাশিত হইল। অনিবার্য কারণে পরিশিষ্ট-প্রকাশে অনেক বিলম্ব হইয়াছে। তজ্জগৎ সহস্র পাঠকবৃন্দের নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অমূল্যলনকারীদিগের সর্ববিধ সুবিধার দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই পরিশিষ্ট-রচনার চেষ্টা করা হইয়াছে। শ্লোকসূচী-পয়ারসূচী দেখিয়া শ্রীগ্রন্থের যে-কোনও শ্লোক—বা পয়ার-পাঠক অনায়াসে বাহির করিতে পারিবেন। কোনও একটা বিষয়সম্বন্ধে শ্রীগ্রন্থের বিভিন্ন স্থানে বর্ণনা আছে। মূলগ্রন্থের বিষয়-সূচীতে প্রত্যেক বর্ণিত বিষয়ই পয়ারাঙ্কের সহিত একইস্থানে সংকলিত হইয়াছে এবং বর্ণনার বিভিন্ন স্তর সূত্রাকারে উল্লিখিত হইয়া এইরূপ ধারাবাহিক ভাবে বিস্তৃত হইয়াছে, যাহাতে মূলগ্রন্থের আলোচনা ব্যতীতই আলোচ্য বিষয়টির সম্বন্ধে মোটামোটি ধারণা জন্মিতে পারে। গৌররূপা-তরঙ্গিণী টীকাতে যে-সকল বিষয় বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে, মূলগ্রন্থের বিষয়সূচীর অনুরূপ ভাবে সে-সমস্ত বিষয়ও পৃথক্ এক সূচীতে সংকলিত হইয়াছে।

পাত্রসূচী এবং স্থানাদি-সূচী তো দেওয়া হইয়াছেই, পৃথক্ ভাবে স্থানাদির ভৌগোলিক পরিচয় এবং একশত ছাব্বিশ জন গৌর-পার্শ্বদের চরিত্রও পরিশিষ্টে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

পারিভাষিক শব্দের সূচী এবং প্রাদেশিক ও বিশেষার্থবাচক-শব্দসমূহের অর্থ এবং সূচীও পরিশিষ্টে সন্নিবেশিত হইয়াছে। আরও কোনও কোনও জ্ঞাতব্য বিষয়ের সূচীও দেওয়া হইয়াছে।

কোনও কোনও পয়ারের এবং শ্লোকের টীকাতে কিছু অতিরিক্ত বিষয় সংযোজিত করার প্রয়োজন অনুভূত হওয়ায় একটা টীকা-পরিশিষ্টও সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে।

কয়েকটা নূতন প্রবন্ধও সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে।

শ্রীল বিখ্যাত চক্রবর্তীর টীকাসম্বন্ধে এস্থলে দুই একটা কথা বলিতে ইচ্ছা করি। ১৩১৫ বাংলা সালে কলিকাতা-স্থিত ৯৮নং রাধাবাজার ষ্ট্রীট হইতে চন্দ্র এণ্ড ব্রাদার্স কর্তৃক শ্রীল মাধনলাল ভাগবতভূষণ মহোদয়ের সম্পাদিত শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের একটা সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল। এই সংস্করণে ভাগবতভূষণ মহাশয়ের নিজের একটা টীকা এবং তদতিরিক্ত একটা সংস্কৃত-টীকাও সন্নিবেশিত হইয়াছিল। ভাগবতভূষণ মহাশয় লিখিয়াছেন—এই সংস্কৃত টীকাটা “শ্রীবিখ্যাত চক্রবর্তীর কৃত”। কিন্তু তিনি টীকাকার শ্রীবিখ্যাত চক্রবর্তীর কোনও পরিচয় দেন নাই। এই টীকার কোনও কোনও অংশ আমরা গৌর-রূপা-তরঙ্গিণী টীকাতেও চক্রবর্তিপাদের নামোল্লেখ-পূর্বক গ্রহণ করিয়াছি। যাহাহউক, “বিখ্যাত চক্রবর্তী” শুনিলেই বৈষ্ণব-সমাজে প্রায় সকলের মনেই শ্রীমদভাগবতাদি বহুগ্রন্থের টীকাকার সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীপাদ বিখ্যাত চক্রবর্তীর কথাই জাগে। তাই কেহ কেহ মনে করেন, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের সংস্কৃত-টীকাকারও তিনিই; আবার কেহ কেহ তাহা স্বীকার করেন না। বস্তুতঃ শ্রীগ্রন্থের সংস্কৃত-টীকাটা দেখিলে ইহা সুপ্রসিদ্ধ চক্রবর্তিপাদের টীকা নহে বলিয়া মনে করার যথেষ্ট কারণ যে নাই, তাহা বলা যায় না। ভাগবতভূষণ মহাশয়ও এই টীকার সকল অংশের অনুসরণ করেন নাই। চক্রবর্তিপাদের শ্রীমদভাগবতাদিগ্রন্থের টীকাতে প্রারম্ভে মঙ্গলাচরণাদি এবং উপসংহারেও বিশেষ উক্তি কিছু দৃষ্ট হয়; কিন্তু এই টীকায় সে-সমস্ত কিছু নাই। দু'য়েক স্থলে এমন কথাও আছে, যাহা চক্রবর্তিপাদের সর্বজন বিদিত সিদ্ধান্তের প্রতিকূল। আরও কয়েকটা কারণে মনে হয়, এই সংস্কৃত-টীকা হয়তো অপর কোনও বিখ্যাত চক্রবর্তীর লিখিত। সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য্য চক্রবর্তিপাদের টীকা মনে করিয়া কোনও কোনও ভক্ত পরিশিষ্টে এই সংস্কৃত-টীকাটা সন্নিবিষ্ট করার জন্ম ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। তদনুসারে আমরা মুদ্রণের উদ্দেশ্যে এই টীকার প্রতিলিপিও করিয়াছিলাম।

কিন্তু উল্লিখিত কারণে, বিশেষতঃ গ্রন্থ-কলেবর-বৃদ্ধির আশঙ্কায় এবং কোনও কোনও ভক্তের পরামর্শে, তাহা মুদ্রিত হইল না।

১৩৫৪ বাংলা সনের ২২শে অগ্রহায়ণ তারিখে মুদ্রণের জন্ত সর্বপ্রথম শ্রীগ্রন্থ ছাপাখানায় প্রেরিত হয়; পৌষমাসের ২ই তারিখে মুদ্রণকার্য আরম্ভ হয়। ১৩৬০ সনের ভাদ্রমাসে সম্পূর্ণ গ্রন্থের মুদ্রণ-কার্য শেষ হইল। প্রায় পোঁনে ছয় বৎসর লাগিল। গ্রন্থের কলেবরের কথা চিন্তা করিলে গ্রন্থমুদ্রণাদির ব্যাপারসম্বন্ধে ঐহাদের অভিজ্ঞতা আছে, তাঁহাদের নিকটে ইহা অপ্রত্যাশিতরূপে অধিক সময় বলিয়া বিবেচিত হইবে বলিয়া মনে হয় না। কেবল একটা কাজ লইয়াই মুদ্রায়ত্ত ব্যাপৃত থাকিতে পারে না; সময় সময় আবার অপ্রত্যাশিত আকস্মিক ব্যাপারের জন্তও বিঘ্ন জন্মে। মুদ্রায়ন্ত্রের অধ্যক্ষ এবং পরিচালকদের আগ্রহ, উৎসাহ ও সহানুভূতি না থাকিলে এই সময়ের মধ্যেও এই বিরাট-কায় গ্রন্থের প্রকাশ সম্ভব হইত না। তজ্জন্ত তাঁহাদের নিকটে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

দ্রষ্টব্য—ভূমিকা ও আদিলীলা প্রায় শেষ হইয়া গিয়াছে; অল্প কয়েক খণ্ড মাত্র আছে। ঐহারা নূতন গ্রাহক হইতে ইচ্ছুক, তাঁহারা শীঘ্রই গ্রন্থ নিবেন, ইহাই প্রার্থনা; বিলম্বে গ্রন্থপ্রাপ্তি-সম্বন্ধে অসুবিধা হইতে পারে। নূতন গ্রাহকগণ একসঙ্গেই সমগ্র গ্রন্থ নিবেন, ইহাই বাঞ্ছনীয়। অগত্যা ঐহারা একাধিকবারে নিতে ইচ্ছা করেন, সমগ্র গ্রন্থ নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলে তাঁহাদিগকে ক্রমশঃও দেওয়া যাইতে পারে; কিন্তু ভূমিকা ও আদিলীলা একসঙ্গে, সমগ্র মধ্যলীলা একসঙ্গে এবং অন্ত্যলীলা ও পরিশিষ্ট একসঙ্গে নিতে হইবে।

শ্রীগ্রন্থের গ্রাহকবৃন্দের এবং সমগ্র ভক্তবৃন্দের চরণে দণ্ডবৎ-প্রাণপাত জ্ঞাপন করিতেছি। তাঁহারা কৃপা করিয়া আমাদের অপরাধ ক্ষমা করিবেন, ইহাই তাঁহাদের চরণে প্রার্থনা।

৪৬, রসারোড ইষ্ট ফাষ্ট লেন

টালিগঞ্জ, কলিকাতা ৩৩

১৯শে ভাদ্র, শুক্রবার, ১৩৬০ সন

শ্রীশ্রীহরিবাসর

}

ভক্ত-পদরজঃপ্রার্থী

শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
গ্রন্থপরিচয়	১
আকর-গ্রন্থ	৫
শ্লোক-সূচী	৬
পয়ার-সূচী	২১
ভগবৎস্বরূপ-বিগ্রহ-পরিকর-সূচী	২৩১
প্রাচীন ঋষি-কবি-রাজেন্দ্রবর্গসূচী	২৩৮
পাত্রসূচী	২৪০
প্রপঞ্চ-ব্রহ্মাণ্ডাভিত ভগবদ্ধাম-সূচী	২৪৪
স্থান-নদ-নদী-পর্বতাদি-সূচী	২৫৫
পারিভাষিক-শব্দ-সূচী	২৫৭
প্রাদেশিক ও বিশেষার্থক শব্দের অর্থ ও সূচী	২৬৫
মূলগ্রন্থের বিষয়-সূচী	২৭২
টীকাতে বিশেষভাবে আলোচিত বিষয়ের সূচী	৩৫৫
পাত্র-পরিচয়	৩৮৫
স্থান-নদ-নদী-পর্বতাদির পরিচয়	৪৪২
মুক্তি (প্রবন্ধ)	৪৫৭
অন্তশিক্ষিত সিদ্ধদেহ (প্রবন্ধ)	৪৭৭
শ্রীশ্রীগৌর-তত্ত্ব সম্বন্ধে (প্রবন্ধ)	৪৯৩
গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্ম ও সম্মাস (প্রবন্ধ)	৪৯৮

পরিশিষ্টের সূচীপত্র সমাপ্ত

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের পরিশিষ্ট

গ্রন্থ-পরিচয়

শ্রীল কৃষ্ণদাস-কবিরাজগোস্বামি-বিরচিত শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-গ্রন্থখানি হইতেছে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-দেবের লীলাকথা। শ্রীমন্মহাপ্রভু আটচল্লিশ বৎসর প্রকট ছিলেন; তন্মধ্যে চব্বিশ বৎসর গৃহস্থাশ্রমে এবং চব্বিশ বৎসর সন্ন্যাসাশ্রমে। কবিরাজগোস্বামী গৃহস্থাশ্রমের চব্বিশ বৎসরের লীলার নাম দিয়াছেন—আদি-লীলা; আর সন্ন্যাসাশ্রমের চব্বিশ বৎসরের লীলার নাম দিয়াছেন—শেষ-লীলা। শেষ-লীলাকে তিনি আবার দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন—মধ্য-লীলা ও অন্ত্য-লীলা। সন্ন্যাসের প্রথম ছয় বৎসরের লীলার নাম মধ্য-লীলা এবং শেষ আঠার বৎসরের লীলার নাম অন্ত্য-লীলা। সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া প্রভু নীলাচলেই বাস করেন; প্রথম ছয় বৎসর কেবল নীলাচলেই ছিলেন না—একবার দাক্ষিণাত্যে গিয়াছিলেন, একবার গোঁড়ে আসিয়াছিলেন এবং একবার ঝারিখণ্ড-পথে বারাণসী হইয়া বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন; ইহাতে ছয় বৎসর অতিবাহিত হয়; এই ছয় বৎসরের লীলার একটা পৃথক্ নাম দেওয়া হইয়াছে। শেষ আঠার বৎসর প্রভু নীলাচল ছাড়িয়া কোথাও যান নাই।

এইরূপে দেখা গেল সমগ্র গ্রন্থ তিন ভাগে বিভক্ত—আদি-লীলা, মধ্য-লীলা এবং অন্ত্য-লীলা। আদি-লীলায় মোট সতরটি, মধ্য-লীলায় পঁচিশটি এবং অন্ত্য-লীলায় বিশটি পরিচ্ছেদ আছে; সমগ্র গ্রন্থে মোট বাষট্টিটি পরিচ্ছেদ।

১। বিভিন্ন পরিচ্ছেদে বর্ণিত বিষয়। কোন্ পরিচ্ছেদে কোন্ কোন্ বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, নিম্নে তাহা সূত্রাকারে উল্লিখিত হইল।

আদি প্রথম পরিচ্ছেদ। মঙ্গলাচরণ; মঙ্গলাচরণ-শ্লোক-বিরুতি-প্রসঙ্গে দীক্ষাগুরু-তত্ত্ব, শিক্ষাগুরু-তত্ত্ব, ভক্ত-তত্ত্ব, অবতার-তত্ত্ব, প্রকাশ ও বিলাস, ঈশ্বরের শক্তি; গৌর-নিত্যানন্দের অবতরণে জগতের তমোনাশ; অজ্ঞান-তমঃ; প্রোজ্জ্বলিত-কৈতব পরম-ধর্ম।

আদি দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ। বস্তুনির্দেশরূপ মঙ্গলাচরণ-শ্লোকের বিরুতি-প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের পরতত্ত্ব; শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব; ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান্ এই তিন রূপে শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ; শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংভগবান্, মূলনারায়ণ; শ্রীকৃষ্ণের শক্তি-বৈভব; শ্রীকৃষ্ণই শ্রীচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ।

আদি তৃতীয় পরিচ্ছেদ। শ্রীচৈতন্যাবতারের সামান্য কারণ—নাম-প্রেম-বিতরণ; ভগবদবতারের প্রকার; শ্রীকৃষ্ণাবতারের জন্ম শ্রীঅদ্বৈতের আরাধনা।

আদি চতুর্থ পরিচ্ছেদ। শ্রীচৈতন্যাবতারের মূল কারণ—ব্রজলীলার তিনটি অপূর্ণ-বাসনার পূরণ; প্রসঙ্গ-ক্রমে শ্রীকৃষ্ণাবতারের মূল ও আনুষঙ্গিক কারণ; ব্রজগোপীদের প্রেমের কামগন্ধহীনতা; শ্রীরাধার শ্রীকৃষ্ণ-প্রেয়সী-শিরোমণিত্ব; শক্তি ও শক্তিমানের ভিন্নাভিন্নত্ব; রাধাভাবহ্যতি স্তবলিত কৃষ্ণই গৌর।

আদি পঞ্চম পরিচ্ছেদ। শ্রীনিত্যানন্দ-তত্ত্ব; ব্রজের বলরামই নববীপের নিত্যানন্দ। ভগবদ্ধামসমূহ ও ব্রহ্মাণ্ড-সমূহের সংস্থান। ব্রহ্মাণ্ড-সৃষ্টির নিমিত্ত-কারণ ও উপাদান-কারণ শ্রীকৃষ্ণ; প্রকৃতি গোণ-কারণ। নিত্যানন্দ-তত্ত্ব-বর্ণন-প্রসঙ্গে সঙ্কর্ষণ-তত্ত্ব, তিন পুরুষ-তত্ত্ব, সৃষ্টিলীলায় তিনপুরুষের সম্বন্ধ।

আদি ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ। শ্রীঅদ্বৈত-তত্ত্ব-মহাবিষ্ণুর অবতার, জগতের উপাদান-কারণ; শ্রীঅদ্বৈতকর্তৃক শ্রীকৃষ্ণদাস-অভিমানের মহাত্ম্য-খ্যাপন।

আদি সপ্তম পরিচ্ছেদ। পঞ্চ-তত্ত্ব-বর্ণন; পঞ্চতত্ত্ব-কর্তৃক প্রেমদান; প্রভুর সন্ন্যাস-গ্রহণের হেতু—পটুয়া-পাষাণী-কর্ম্ম-নিন্দকাদির উদ্ধার; কালীতে-সশিষ্ট প্রকাশানন্দ সরস্বতীর উদ্ধার; শঙ্করাচার্য্যকৃত বেদান্তভাষ্যের খণ্ডন।

আদি অষ্টম পরিচ্ছেদ। শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভজনীয়ত্ব বিচার; শ্রীচৈতন্যভাগবতের মহিমা-কীর্তন; শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত রচনার জন্ত কবিরাজগোস্বামীর প্রতি বৃন্দাবনবাসী বৈষ্ণববৃন্দের আদেশ এবং শ্রীমদনগোপালের আজ্ঞামালা।

আদি নবম পরিচ্ছেদ। ভক্তিকল্পতরুর বর্ণন। পর-উপকারের মহিমা।

আদি দশম পরিচ্ছেদ। ভক্তিকল্পতরুর শ্রীচৈতন্যশাখারূপ মুখ্যশাখার বিবরণ।

আদি একাদশ পরিচ্ছেদ। ভক্তিকল্পতরুর শ্রীনিত্যানন্দ-শাখার বর্ণন।

আদি দ্বাদশ পরিচ্ছেদ। ভক্তিকল্পতরুর শ্রীঅষ্টৈত-শাখার বর্ণন।

আদি ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ। ফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথিতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মলীলা বর্ণন।

আদি চতুর্দশ পরিচ্ছেদ। মহাপ্রভুর ঈশ-চেষ্টা-গর্ভা বাল্যলীলার বর্ণন।

আদি পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ। প্রভুর পৌগণ্ড-লীলা; অধ্যয়ন-লীলা; প্রভুর প্রথম বিবাহ।

আদি ষোড়শ পরিচ্ছেদ। প্রভুর কৈশোরলীলা বর্ণন; অধ্যাপন-লীলা; প্রভুর পূর্ববঙ্গে গমন, পূর্ববঙ্গে নামসঙ্কীর্ণন-প্রচার; তপনমিশ্রের প্রতি কৃপা; প্রভুর প্রথমা পত্নী লক্ষ্মীদেবীর অন্তর্ধান; পূর্ববঙ্গ হইতে নবদ্বীপে প্রত্যাবর্তন; বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর সহিত পরিণয়; দিগ্বিজয়ী-জয়।

আদি সপ্তদশ পরিচ্ছেদ। প্রভুর যৌবন-লীলার বর্ণনা; বিদ্যোদ্ধত্য; বায়ুব্যাধিচ্ছলে প্রেম-প্রকাশ; গম্ভীর গমন; দীক্ষালীলা; নবদ্বীপে প্রত্যাবর্তন; মহাপ্রকাশ; শ্রীবাস-অঙ্গনে কীর্তন; নগর-সঙ্কীর্ণন; কাজীদমন; গোপী-ভাবের বৈশিষ্ট্য বর্ণন।

মধ্য প্রথম পরিচ্ছেদ। মধ্য-লীলা ও অন্ত্য-লীলার সূত্র; প্রসঙ্গক্রমে শ্রীরাধার কুরুক্ষেত্র-মিলনের ভাবে রথাগ্রে প্রভুর “যঃ কোমারহরঃ”-শ্লোকাবৃতি, শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক তাহার অর্থ প্রকাশ।

মধ্য দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ। বাধাভাবাবেশে প্রভুর কয়েকটা প্রলাপ।

মধ্য তৃতীয় পরিচ্ছেদ। প্রভুর সম্যাসগ্রহণ, প্রেমাবেশে তিন দিন রাত্র-ভ্রমণ, শান্তিপুত্রে শ্রীঅষ্টৈতগৃহে বিলাসাদি।

মধ্য চতুর্থ পরিচ্ছেদ। শান্তিপুত্রে হইতে প্রভুর নীলাচল-গমন-পথে রেমুণাতে মাধবেন্দ্রপুরীর এবং ক্ষীরচোরা গোপীনাথের বিবরণ।

মধ্য পঞ্চম পরিচ্ছেদ। সাক্ষীগোপালের বিবরণ; প্রভুর দণ্ডভঙ্গলীলা।

মধ্য ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ। প্রভুর নীলাচলে উপস্থিতি, সার্কীভোমের প্রতি কৃপা—বেদান্তবিচারাদি; সার্কীভোমের উদ্ধার।

মধ্য সপ্তম পরিচ্ছেদ। প্রভুর দক্ষিণাত্য-গমন; বাহুদেবোদ্ধার।

মধ্য অষ্টম পরিচ্ছেদ। রায়রামানন্দের সহিত প্রভুর মিলন, সাধ্য-সাধন-তত্ত্বের আলোচনা; রামানন্দের সাক্ষাতে গোবরার স্বীয় স্বরূপ প্রকাশ।

মধ্য নবম পরিচ্ছেদ। প্রভুর দক্ষিণদেশ-ভ্রমণ, বেক্টভট্টের সহিত মিলন, দক্ষিণদেশবাসী নানামতাবলম্বী লোকগণের বৈষ্ণব-মত গ্রহণ, প্রভুর নীলাচলে প্রত্যাবর্তন।

মধ্য দশম পরিচ্ছেদ। প্রভুর সহিত মিলনের জন্ত রাজা প্রতাপরুদ্রের উৎকণ্ঠা; নানাস্থান হইতে আগত ভক্তদের সহিত প্রভুর মিলন; গোড়ীয় ভক্তদের নীলাচলে আগমনের উত্তোগ।

মধ্য একাদশ পরিচ্ছেদ। প্রতাপরুদ্রকে দর্শন দেওয়ার নিমিত্ত প্রভুর নিকটে ভক্তগণের অহ্ননয়; রামানন্দের নীলাচলে আগমন; গোড়ীয় ভক্তগণের নীলাচলে আগমন, তাঁহাদের সঙ্গে জগন্নাথ-মন্দিরে প্রভুর বৈদ্যকীর্তন।

মধ্য দ্বাদশ পরিচ্ছেদ। প্রতাপরুদ্রের পুত্রের সহিত প্রভুর মিলন; গুণ্ডিচামার্কিন; ভক্তবৃন্দের সহিত উত্থান-ভোজন।

মধ্য ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ। বধাগ্রে প্রভুর নৃত্য-কীর্তন, কুরুক্ষেত্র-মিলনে শ্রীরাধার ভাবের আবেশে প্রভুর নীলা, প্রেমাবেশে উত্থানে বিশ্রামাদি।

মধ্য চতুর্দশ পরিচ্ছেদ। প্রতাপরুদ্রের প্রতি প্রভুর কৃপা; লক্ষ্মীদেবীর বিজয়োৎসব; ব্রজমানের বৈশিষ্ট্য।

মধ্য পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ। শ্রীঅর্জুনে ও প্রভু এতদুভয়ের পরস্পর পূজা; কৃষ্ণজন্মোৎসব-নীলা; আবির্ভাবে শচীমাতার গৃহে প্রভুর ভোজন, গোড়ীয় ভক্তদের বিদায়; সার্কভোমগৃহে প্রভুর ভোজন; অমোঘের প্রতি কৃপা।

মধ্য ষোড়শ পরিচ্ছেদ। বৃন্দাবন-গমনচ্ছলে প্রভুর গোড়ে গমন; রামকেলিতে রূপ-সনাতনের সহিত মিলন; কানাইর নাটশালা হইতে প্রত্যাবর্তন; শান্তিপুরে ভক্তবৃন্দের সহিত ও রঘুনাথদাসের সহিত মিলন।

মধ্য সপ্তদশ পরিচ্ছেদ। বনপথে প্রভুর বৃন্দাবন-গমন; ঝারিখণ্ডে পার্কত্যজাতিকে এবং বন্য-স্বাবর-জঙ্গমাদিকে প্রেমদান; কাশীতে তপনমিশ্রাদির সহিত মিলন; বৃন্দাবন-ভ্রমণাদি।

মধ্য অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ। প্রভুর বৃন্দাবন-ভ্রমণ; শ্যামকুণ্ড-রাধাকুণ্ডের আবিষ্কার, নন্দীশ্বরে নন্দযশোদা-সম্মিত শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহের আবিষ্কার, গোপাল-দর্শন, বৃন্দাবন হইতে প্রয়াগে গমন—পথে শ্লেচ্ছ-পাঠানগণের উদ্ধার।

মধ্য উনবিংশ পরিচ্ছেদ। প্রয়াগে প্রভুর সহিত শ্রীরূপগোস্বামীর মিলন, বনভট্টের গৃহে প্রভুর গমন শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রভুর শিক্ষা—জীবতত্ত্ব, ভক্তিরস; প্রভুর কাশীতে প্রত্যাবর্তন।

মধ্য বিংশ পরিচ্ছেদ। কাশীতে প্রভুর সহিত শ্রীসনাতনের মিলন, শ্রীসনাতনের প্রতি প্রভুর শিক্ষা—সংক্ষেপে, সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজনতত্ত্ব; বাহুল্যে সম্বন্ধতত্ত্ব—শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব।

মধ্য একবিংশ পরিচ্ছেদ। সম্বন্ধতত্ত্ব-প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্যাদি-বর্ণন।

মধ্য দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ। অভিধেয়-তত্ত্বের বিস্তৃত বিবরণ—বৈধী ও রাগাঙ্গুগা ভক্তি।

মধ্য ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ। প্রয়োজন-তত্ত্ব-প্রেম; পঞ্চবিধা কৃষ্ণরতি; গুঢ় ভাগবত-সিদ্ধান্ত।

মধ্য চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ। আত্মারাম-শ্লোকের ব্যাখ্যা।

মধ্য পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ। কাশীবাসী সন্ন্যাসিগণের বৈষ্ণবীকরণ; শ্রীমদভাগবতের বেদান্ত-ভাষ্য-স্থাপন; প্রভুর নীলাচলে প্রত্যাবর্তন।

অন্ত্য প্রথম পরিচ্ছেদ। শিবানন্দসেনের কুকুর-প্রসঙ্গ; নীলাচলে শ্রীকৃষ্ণের সহিত প্রভুর মিলন; শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক নাটক-লিখন-প্রসঙ্গ, ভক্তবৃন্দের সহিত প্রভুকর্তৃক নাটকের আশ্বাদন; শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনে প্রত্যাবর্তন।

অন্ত্য দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ। নকুল ব্রহ্মচারীর দেহে প্রভুর আবেশ; নৃসিংহানন্দের সাক্ষাতে আবির্ভাব; ছোট-হরিদাসের বর্জন।

অন্ত্য তৃতীয় পরিচ্ছেদ। প্রভুর প্রতি দামোদরের বাক্যদণ্ড; হরিদাস-ঠাকুরের বিবরণ।

অন্ত্য চতুর্থ পরিচ্ছেদ। মথুরা হইতে শ্রীসনাতনের নীলাচলে আগমন, দেহত্যাগ হইতে সনাতনের রক্ষণ, জ্যোষ্ঠমাসের রৌদ্রে সনাতনের পরীক্ষাদি।

অন্ত্য পঞ্চম পরিচ্ছেদ। রামানন্দরায়ের নিকটে প্রহ্মা মিশ্রের কৃষ্ণকথা-শ্রবণ, প্রভুকর্তৃক রামানন্দের মহিমাবর্ণন, বঙ্গদেশীয় কবির নাটক-প্রসঙ্গ।

অন্ত্য ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ। শ্রীরঘুনাথদাসগোস্বামীর চরিত্র-বর্ণন; তাঁহার নীলাচলে আগমন, প্রভুকর্তৃক তাঁহার স্বরূপের হস্তে অর্পণ, তাঁহার বৈরাগ্য ও ভজন।

অন্ত্য সপ্তম পরিচ্ছেদ। নীলাচলে প্রভুর সহিত বনভট্টের মিলন, ভট্টের গর্ভনাশ, ভট্টের প্রতি কৃপাদি।

অন্ত্য অষ্টম পরিচ্ছেদ। শ্রীরামচন্দ্রপুরীর চরিত্রকথন; প্রভুর ভিক্ষা-সঙ্কোচন।

অন্ত্য নবম পরিচ্ছেদ। গোপীনাথ-পটনায়কোদ্ধার।

অন্ত্য দশম পরিচ্ছেদ। রাঘবের ঝালির বর্ণনা; ভক্তবৃন্দের সহিত নরেন্দ্রসরোবরে প্রভুর জনকেলি; বেদা-সঙ্কীৰ্ত্তন; প্রভুর ভৃত্য গোবিন্দের সেবা-বৈশিষ্ট্য; প্রভুকর্তৃক ভক্তদত্তদ্রব্য ভোজন; ভক্তগণকর্তৃক প্রভুর নিমন্ত্রণাদি।

অন্ত্য একাদশ পরিচ্ছেদ। শ্রীহরিদাস ঠাকুরের নির্যাতন।

অন্ত্য দ্বাদশ পরিচ্ছেদ। সঙ্গীক গোড়ীয় ভক্তগণের নীলাচলে আগমন; জগদানন্দের তৈলানয়ন-প্রসঙ্গ; তৈল-ভাণ্ড-ভঞ্জনাদি।

অন্ত্য ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ। প্রভুর কৃষ্ণ-বিচ্ছেদ-দুঃখ; জগদানন্দের বৃন্দাবন-গমন; প্রভুকর্তৃক দেবদাসীর গীত শ্রবণ; রঘুনাথভট্টের প্রতি প্রভুর কৃপা।

অন্ত্য চতুর্দশ পরিচ্ছেদ। প্রভুর দিব্যোন্মাদ-চেষ্টা, উড়িয়া স্ত্রীলোকের জগন্নাথ-দর্শন প্রসঙ্গ; প্রভুর অস্থি-গ্রন্থির শিথিলতা।

অন্ত্য পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ। প্রভুর দিব্যোন্মাদ চেষ্টা।

অন্ত্য ষোড়শ পরিচ্ছেদ। কালিদাসের বৈষ্ণবোচ্ছিষ্টে নিষ্ঠা-প্রসঙ্গ; সপ্তমবর্ষ বয়সে পুরীদাসকর্তৃক কৃষ্ণবর্ণনাঙ্ক শ্লোক রচনা; মহাপ্রসাদগুণ বর্ণনা; প্রভুর দিব্যোন্মাদ প্রলাপাদি।

অন্ত্য সপ্তদশ পরিচ্ছেদ। প্রেমাবেশে প্রভুর সিংহদ্বারে পতন, প্রভুর কৃষ্ণাকৃতি ধারণ; দিব্যোন্মাদ-প্রলাপাদি।

অন্ত্য অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ। জলকেলি-লীলার আবেশে প্রভুর সমুদ্রে পতন, প্রভুর অলৌকিক দীর্ঘাকারত্বাদি।

অন্ত্য ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ। প্রভুর মাতৃভক্তি, দিব্যোন্মাদ-প্রলাপ, গঙ্গীরার ভিত্তিতে মুখ সংবর্ষণ ইত্যাদি; কৃষ্ণদগন্ধ-স্মৃতি।

অন্ত্য বিংশ পরিচ্ছেদ। প্রভুকর্তৃক স্বরচিত শিক্ষাষ্টক শ্লোকের আব্বাদন, তৎপ্রসঙ্গে নাম-সঙ্কীৰ্ত্তন-মাহাত্ম্য এবং রাধাকৃষ্ণের বৈশিষ্ট্য-খ্যাপন।

২। গ্রন্থের সংস্কৃত-শ্লোক-সংখ্যা। আদি-লীলায় ২০২, মধ্য-লীলায় ৬১৮, অন্ত্য-লীলায় ১৮০ এবং উপসংহারে ৪, সর্বসমষ্টি ১০১১। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি শ্লোক একাধিকবার উদ্ধৃত হইয়াছে; তাহাদের প্রত্যেকটিকে এক একবার মাত্র করিয়া গণনা করিলে-বিভিন্ন শ্লোকের মোট সংখ্যা হইবে ৭৭৭। বিভিন্ন পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত শ্লোকের সংখ্যা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

আদি-লীলা—২০২। তন্মধ্যে প্রথম পরিচ্ছেদে ৩৮, দ্বিতীয়ে ১৭, তৃতীয়ে ২০, চতুর্থে ৪৮, পঞ্চমে ২৩, ষষ্ঠে ১৪, সপ্তমে ৭, অষ্টমে ৫, নবমে ৫, দশমে ২, একাদশে ২, দ্বাদশে ২, ত্রয়োদশে ৩, চতুর্দশে ৪, পঞ্চদশে ৩, ষোড়শে ৬ এবং সপ্তদশে ১০।

মধ্য-লীলা—৬১৮। তন্মধ্যে প্রথম পরিচ্ছেদে ১৩, দ্বিতীয়ে ১১, তৃতীয়ে ৩, চতুর্থে ২, পঞ্চমে ১, ষষ্ঠে ২৩, সপ্তমে ৪, অষ্টমে ৫৩, নবমে ২৬, দশমে ৬, একাদশে ১৪, দ্বাদশে ১, ত্রয়োদশে ২, চতুর্দশে ১৫, পঞ্চদশে ৮, ষোড়শে ৩, সপ্তদশে ১৫, অষ্টাদশে ১০, ঊনবিংশে ৩২, বিংশে ৬৬, একবিংশে ২২, দ্বাবিংশে ৭২, ত্রয়োবিংশে ৫৮, চতুর্বিংশে ২৭ এবং পঞ্চবিংশে ৪২।

অন্ত্য-লীলা—১৮০। তন্মধ্যে প্রথম পরিচ্ছেদে ৫৬, দ্বিতীয়ে ২, তৃতীয়ে ১৩, চতুর্থে ২, পঞ্চমে ২, ষষ্ঠে ৮, সপ্তমে ১৩, অষ্টমে ৭, নবমে ২, দশমে ২, একাদশে ১, দ্বাদশে ১, ত্রয়োদশে ১, চতুর্দশে ৭, পঞ্চদশে ১৩, ষোড়শে ১১, সপ্তদশে ৫, অষ্টাদশে ৩, ঊনবিংশে ৭ এবং বিংশে ১০।

উপসংহার শ্লোক—৪।

৩। গ্রন্থের পয়ার ও ত্রিপদীর সংখ্যা। আদি-লীলায় ২০৯৫, মধ্য-লীলায় ৫৩৮৭ এবং অন্ত্য-লীলায় ৩০৪২ ; সর্বসমষ্টি ১০৫২৪। বিভিন্ন পরিচ্ছেদের পয়ার ও ত্রিপদীর সংখ্যা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

আদি-লীলা—২০৯৫। তন্মধ্যে প্রথম পরিচ্ছেদে ৬৭, দ্বিতীয়ে ১০৩, তৃতীয়ে ২২, চতুর্থে ২৩০, পঞ্চমে ২১১, ষষ্ঠে ১০৬, সপ্তমে ১৬৪, অষ্টমে ৮০, নবমে ৫০, দশমে ১৬২, একাদশে ৫৮, দ্বাদশে ৯৪, ত্রয়োদশে ১২৩, চতুর্দশে ৯৩, পঞ্চদশে ৩১, ষোড়শে ১০৫ এবং সপ্তদশে ৩২৬।

মধ্য-লীলা—৫৩৮৭। তন্মধ্যে প্রথম পরিচ্ছেদে ২৭৩, দ্বিতীয়ে ৮৪, তৃতীয়ে ২১৬, চতুর্থে ২১০, পঞ্চমে ১৬০, ষষ্ঠে ২৫৮, সপ্তমে ১৫১, অষ্টমে ২৬৪, নবমে ৩৩৭, দশমে ১৮৩, একাদশে ২২৬, দ্বাদশে ২১২, ত্রয়োদশে ২০০, চতুর্দশে ২৪২, পঞ্চদশে ২২৬, ষোড়শে ২৮৭, সপ্তদশে ২২০, অষ্টাদশে ২১২, উনবিংশে ২১৫, বিংশে ৩৩৭, একবিংশে ১২৭, দ্বাবিংশে ৯৭, ত্রয়োবিংশে ৬৯, চতুর্বিংশে ২৬৪ এবং পঞ্চবিংশে ২৩৩।

অন্ত্য-লীলা—৩০৪২। তন্মধ্যে প্রথম পরিচ্ছেদে ১৬৭, দ্বিতীয়ে ১৭০, তৃতীয়ে ২৫৯, চতুর্থে ২৩০, পঞ্চমে ১৫৫, ষষ্ঠে ৩২১, সপ্তমে ১৫৭, অষ্টমে ৯৬, নবমে ১৫১, দশমে ১৫২, একাদশে ১০৭, দ্বাদশে ১৫৪, ত্রয়োদশে ১৩৮, চতুর্দশে ১১৬, পঞ্চদশে ৮৬, ষোড়শে ১৪১, সপ্তদশে ৬৮, অষ্টাদশে ১১৮, উনবিংশে ১০৫ এবং বিংশে ১৪৪।

ডাক্তার দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় লিখিয়াছেন—শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মোট শ্লোকসংখ্যা ১৫০৫০ ; তন্মধ্যে আদি-লীলায় ২৫০০, মধ্য ৬০৫০ এবং অন্ত্য ৬৫০০ (Bengali Language & Literature, 1st edition, P. 483) এ-স্থলে শ্লোকশব্দে তিনি পয়ার ও ত্রিপদীই বোধ হয় মনে করেন। আমরা গণনা করিয়া যাহা পাইয়াছি তাহাই উপরে লিখিত হইয়াছে।

আকর-গ্রন্থ

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে যে-সমস্ত গ্রন্থের প্রমাণ-বচন উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাদের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

(১) অভিজ্ঞান-শকুন্তল-নাটক, (২) অমরকোষ, (৩) অনাদিব্যবহারসিদ্ধ প্রাচীন বাক্য, (৪) আদি পুরাণ, (৫) আখ্যানশতক, (৬) উজ্জলনীলমণি, (৭) উত্তরচরিত, (৮) উদাহতব, (৯) উপপুরাণ, (১০) একাদশীতব, (১১) কাত্যায়নসংহিতা, (১২) কাব্যপ্রকাশ, (১৩) কুর্খপুরাণ (১৪) কৃষ্ণকর্ণামৃত, (১৫) গরুড়পুরাণ, (১৬) গীতগোবিন্দ, (১৭) গোপীপ্রেমামৃত, (১৮) গোবিন্দলীলামৃত, (১৯) গৌরান্বিতবক্সতরু, (২০) চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক, (২১) জগন্নাথ-বলভ নাটক, (২২) দানকলি কৌমুদী, (২৩) দিগ্বিজয়ী বাক্য, (২৪) নাটকচন্দ্রিকা, (২৫) নাম কৌমুদী, (২৬) নারদ পঞ্চরাত্র, (২৭) নৃসিংহপুরাণ, (২৮) নৈষধীয়, (২৯) ন্যায়শাস্ত্র, (৩০) পঞ্চদশী, (৩১) পদ্মাবলী, (৩২) পদ্মপুরাণ, (৩৩) পাণিনি, (৩৪) বঙ্গদেশীয় বিপ্রকাব্য, (৩৫) বাসনা ভাষ্য, (৩৬) বিদগ্ধমাধব-নাটক, (৩৭) বিশ্বপ্রকাশ, (৩৮) বিষ্ণুধর্মোত্তর, (৩৯) বিষ্ণুপুরাণ, (৪০) বৃহদগৌতমীয়তন্ত্র, (৪১) বৃহন্নারদীয় পুরাণ, (৪২) বৈষ্ণবতোষণী, (৪৩) ব্রহ্মসূত্র, (৪৪) ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ, (৪৫) ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, (৪৬) ব্রহ্মসংহিতা, (৪৭) ভরতমুনীবাণ্য, (৪৮) ভক্তিরসামৃতসিদ্ধি, (৪৯) ভাগবতসন্দর্ভ, (৫০) ভাবার্থ দীপিকা, (৫১) ভারবী, (৫২) মহাসংহিতা, (৫৩) মহাপ্রভুবাণ্য, (৫৪) মহাভারত, (৫৫) মহোপনিষৎ, (৫৬) মুকুন্দমালা, (৫৭) যমুনাচার্য্যাকৃত শ্লোক, (৫৮) যামলতন্ত্র, (৫৯) রঘুবংশ, (৬০) লঘুভাগবতামৃত, (৬১) ললিতমাধব নাটক, (৬২) শিক্ষাষ্টক-শ্লোক, (৬৩) শ্রীমদভগবদ্গীতা, (৬৪) শ্রীমদভাগবত, (৬৫) শ্রীকৃষ্ণগোষ্ঠাম্বী-বাণ্য, (৬৬) শ্রীকৃষ্ণদামোদরের কড়চা, (৬৭) স্বন্দপুরাণ, (৬৮) স্তবমালা, (৬৯) স্তবাবলী, (৭০) স্তোত্ররত্ন, (৭১) সাবিত তন্ত্র, (৭২) সামুদ্রিকশাস্ত্র, (৭৩) সাহিত্যদর্পণ, (৭৪) সিদ্ধান্তকৌমুদী, (৭৫) হরিভক্তিবিনাস, (৭৬) হরিভক্তিসুধোদয়।

এতরাতীত বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ, ষড়দর্শনাদি গ্রন্থেরও অনেক স্থানের মর্ম কবিরাজগোষ্ঠাম্বী তাঁহার গ্রন্থে প্রকাশ করিয়াছেন, অবশ্য এ-সমস্ত গ্রন্থ হইতে কোনও প্রমাণবাণ্য তত্ত্ব-স্থলে উদ্ধৃত করা হয় নাই।

সংস্কৃত শ্লোকসমূহের প্রথম ও তৃতীয় চরণের বর্ণানুক্রমিক সূচী

(লীলা। পরিচ্ছেদ। শ্লোক)

অ

অ

অ

অ

অংহ সংহরদখিলং ৩৩১০ ; অকামঃ সৰ্বকামো বা ২১২১১৩ ; ২১২৪১২৮ ; ২১২৪১৭২ ; অকারুণ্যঃ কৃষ্ণো যদি
 ৩১১২৫ ; অকুরন্তভিবদনে কপিপতিঃ ২১২২১৫৮ ; অক্লেশাং কমলভুবঃ ২১২৪১৩৬ ; অখিলবসামৃতমূর্তিঃ ২১৮১৩১ ;
 অগজগদোকসামখিল ২১১৫১৪ ; অগণ্যধনুচৈতন্য ৩৩১১ ; অগত্যেকগতিং নম্রা ১১৭১১ ; ২১২১১১ ; অগ্রে বীক্ষ্য
 শিখণ্ডমথণ্ডম্ ৩১১২৪ ; অঘানাং লবিদ্রী ২১৩৩ ; অঙ্গ চন্দনশীতলম্ ১১৪১৪৫ ; অঙ্গস্তম্ভারস্তম্ভস্তম্ভস্তম্ভ ১১৪১৩২ ;
 অঙ্গীকূৰ্মন শ্মুটং চক্রে ২১১৫১১ ; অচিন্ত্যঃ খলু যে ভাবাঃ ১১১৭১১০ ; অচিরাদেব সৰ্বার্থঃ ২১২০৭ ; ২১২৪১৫৭ ;
 অজনি চ যন্ময়ং ২১২১১৮ ; অজাতশত্রবঃ শাস্তাঃ ২১২২১৩৪ ; অজানতা মহিয়ানং ২১২১২৮ ; অজামিলোহপ্যাগাদ্বায়
 ৩৩৫ ; ৩৩১১১ ; অটতি যদভবানহি ১১৪১২১ ; ২১২১২১ ; অত আত্যস্তিকং ক্ষেপং ২১২২১৩৭ ; অতঃ লীকৃষ্ণনামাদি ;
 ২১১৭১৬ ; অতুল্যমধুরপ্রেম ২১২৩৩৫ ; অতুদগুং তাণ্ডবং গৌরচন্দ্রঃ ২১১১১ ; অতো হেতোরহেতোশ্চ ২১৮২৮ ;
 ২১৪১৪ ; অত্র সর্গো বিসর্গশ্চ ১১২১৫ ; অর্চনং বন্দনং দাস্ত্যং ২১২১৮ ; অর্চনামেব হরয়ে ২১২২১৩২ ; অথ পঞ্চগুণা
 যে স্থাঃ ২১২৩৩২ ; অথ বৃন্দাবনেশ্বৰ্যাঃ ২১২৩৩২ ; অথবা বহুতেনৈন ১১২১৭ ; ২১২০২৪ ; ২১২০৬২ ;
 অথাসক্তিস্ততো ভাবঃ ২১২৩৬ ; অথোচ্যন্তে গুণাঃ পঞ্চ ২১২৩৩৪ ; অর্থোহয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং ২১২৫১৩৫ অদর্শনীয়ানপি
 নীচজাতীন্ ২১১১১২ ; অদ্বৈতা সৰ্বভূতানাং ২১২৩৫০ ; অদ্বৈতং হরিণাদ্বৈতাং ১১১১১৩ ; ১১৬৩ ; অদ্বৈতবীথীপথিকৈক-
 পাশ্চাত্যঃ ২১১০৬ ; ২১২৪১৪২ ; অদ্বৈতাণ্ড্যজ্ঞানং স্তান্ ১১২১১ ; অধাগাম্যহদাথ্যান্ ২১২৪১৩৫ ; অনন্তমমতা বিষ্ণু
 ২১২৩৪ ; অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষঃ ২১২৩৫৩ ; অনয়ারাধিতো নুনং ১১৪১১৪ ; ২১৮১২৫ ; অনর্পিতচরীং চিরায়ং ১১১১৪ ;
 ১১৩২ ; ৩১১১৬ ; অনাথবন্ধো করুণৈকসিন্দ্রো ২১২৮ ; অনাদিরাতি গোবিন্দঃ ১১২১৭ ; ২১৮১২২ ; ২১২০১২ ;
 ২১২১৮ ; অনাকরুক্ষবে শৈলং ২১৮১৪ ; অনাসক্তশ্চ বিষয়ান্ ২১২৩৪২ ; অনিকেতঃ স্থিরমতিঃ ২১২৩৫৬ ; অনিষ্টা-
 শঙ্কিনী বন্ধুহৃদয়ানি ৩১৮১৩ ; অমুক্ত্য রুতৈর্জন্তু ১১৫১১৭ ; অমুগ্রহায় ভক্তানাং ১১৪১৪ ; অমুদ্বাট্য দ্বারত্রয়ং
 ৩১১৭৫ ; অমুবাদমমুক্ত্য তু ১১২১১৪ ; ১১৬৪৪ ; অনেকত্র প্রকটতা ১১১৩৪ ; অনেনাপি ন দন্তম্ ৩৩৬৬ ; অন্তঃকৃষ্ণ
 বহির্গোবৎ ১১৩১৪ ; অন্তঃক্লেশকলকিতাঃ ৩১১৩১ ; অন্তঃশ্বেদতয়োজ্জ্বলা ২১১৪৬ ; অন্তর্গতঃ স্ববিবরণ ২১১৭১২ ;
 ২১২৪১১০ ; ২১২৪১৩৪ ; ২১২৫১৪৬ ; অন্তর্কাণীভিরপ্যস্ত ২১২৩১২ ; ৩১২১৭ ; অন্তর্ভুক্তিরসেন পূর্ণহৃদয়ো ২১২৪১৩৩ ;
 অমামুদ্রুপাং তমুদ্রুপশ্চিং ৩১১১০ ; অমৃতা বিশ্বমোহোহপি ২১১৭১৫ ; অমৃদব্যতিরেকাভ্যাং ১১১২৬ ; ২১২৫১২২
 অমৃদভূতেষু বিলক্ষণস্ত ২১২০৩৩ ; অমৃদমান ইহ বস্তুরবঃ ৩১৫১৭ ; অম্বে চ সংস্কৃতাত্মানো ২১২০২৬ ; অম্বে বেদ
 ন চাত্ত্বং ২১২১২ ; অপরিবলিতপূর্ষঃ ১১৪১২০ ; ২১৮৩৫ ; ২১২০২৮ ; অপরিমিতা ধ্রুবস্তম্ভভূতো ২১২১১৮ ;
 অপরেয়মিতস্তম্ভাং ১১৭১৬ ; ২১৬১২২ ; ২১২০১০ ; অপরে হতপাপানঃ ১১৬১৭ ; অপারং কস্তাপি ১১৪১৭ ; ১১৪১৪৭ ;
 অপি বত মধুপুর্ণ্যাম ১১৬১২ ; অপি সম্ভাবনা-প্রশ্ন ২১২৪১২০ ; অপোণপত্ন্যুপগতঃ ৩১৫১৪৬ ; অপ্রমত্তা শুচিঃ স্নিগ্ধা
 ২১১৫১৬ ; অপ্ৰাণস্তেব দেহস্ত ২১২১৭ ; অপ্ৰাণাতীতনষ্টাধান্ ২১২৪১৬৫ ; অবজানন্তি মাং মৃতাঃ ২১২৫১৭ ; অবতারা-
 বলীবীজং ২১২৩৩৪ ; অবতারাহসংখ্যয়া ২১২০৩০ ; অবকৃহ গিরেঃ কৃষ্ণো ২১৮১৪ ; অবচিন্ত্যমহাশক্তিঃ ২১২৩৩৪ ;
 অবিহা কর্ণসংজ্ঞা ১১৭১৭ ; ২১৬১০ ; ২১৮৩৬ ; ২১২০১২ ; ২১২৪১৮৮ ; অভয়ং সৰ্বদা তস্মৈ ২১২১১২ ; অভবিষ্যদিত্য
 বৃথা ১১৪১১৭ ; অভিব্যক্তা মন্তঃ প্রকৃতিস্বরূপাং ৩১১২০ ; অমানিনা মানদেন ১১১৭১৪ ; ৩৩৬৩ ; ৩২০১৫ ; অমৃ-
 দ্ভাষানি দিনান্তরাণি ২১২৮ ; অমৃতং শাশ্বতং নিত্যং ২১২১১৪ ; অমৃতমধুনি জাতং ১১৬৬৬ ; অয়ং নয়নদণ্ডিতপ্রবর
 ৩১১৪০ ; অয়ং নেতা স্বরম্যাসঃ ২১২৩২৪ ; অয়ং হি ভগবান্ দুষ্টঃ ৩৩১৭ ; অয়মহমপি হস্ত প্রেক্ষ্য ১১৪১২০ ; ২১৮৩৫

২২০২৮; অগ্নি দীনদয়ার্জনাথ ২৪১২; ৩৮২; অগ্নি নন্দতলুজ কিঙ্করং ৩২০১৭; অরণ্যজপরিষ্কিয়াদ ৩১৪০; অশ্বখবৃক্ষাশ্চ বটবৃক্ষাশ্চ ২২৪৮ অশ্বমেধং গবালন্তং ১১৭১৭; অসমানোদ্ধিরূপশ্চী ২২৩৩৬; অসর্কব্যঙ্ককঃ পূর্ণতরং ২২০১৬; অস্ত্বেবমঙ্গ ভগবান্ ১৮১৩; অস্পন্দনং গতিমতাং ২২৪১৭৬; অস্মাভির্ধনুষ্ঠেয়ং ২১৫১৭; অস্মিন্ সম্পূর্ণিতে ৩১৩১; অস্মিন্ স্বথযনমূর্তৌ ২২৪১৩২; অহং তরিষ্যামি ছরন্তপারং ২৩২; অহং ত্বাং সর্কপাপেভ্যা ২৮১৭; ২৯২২; ২২২১৪৪; অহং সর্কশ্চ প্রভবো ২২৪১৬৮; অহমিহ নন্দং বন্দে ২১২৮৮; অহমেব কচিদ্ ব্রহ্মন্ ১৩১১৫; অহমেবাসমেবাগ্রে ১১১২৩; ২২৪২৩; ২২৫২০; অহহ চটুলৈক্ংসর্পভি ৩১৫৩; অহেরিব গতিঃ প্রেমঃ ২৮২৮; ২১৪৪৪; অহৈতুক্যব্যবহিতা ১৪১৩৫; ২১২২৩; অহো এষাং বরং জন্ম ১৯৫; অহো ধন্তোহসি দেবর্ষে ২২৪৮৪; অহো বকীয়ং স্তনকালকূটং ২২২৪৬; অহো বত স্বপচোহতো ২১১১৪; ২১২৫; ৩১৬৪; অহো বিধাত স্তব ৩১২৩; অহো বিরক্তানাং সন্ন্যাসিনাং ৩৮৩; অহো ভাগ্যমহো ভাগ্যং ২৬২; অহো মহাত্মন বহদৌষদুষ্ঠৌ ২২৪১৩৮; অক্ষত্যাং ফলমিদং ১৪১২৩; অক্লোঃ ফলং তাদৃশদর্শনং ২২০৫।

আ

আ

আ

আ

আকর্ণ্য বেণুরণিতং ২১৭১২; আকারাদপি ভেতব্যং ২১১১৩; আকৃষ্টিঃ কৃতচেতসাং ২১৫১২; আচার্য্যং মাং বিজানীয়াৎ ১১১১৮; আচার্য্যো যদুনন্দনঃ ৩৬৪; আজ্ঞায়ৈবং গুণান্ দোষান্ ২৮৬; ২৯২১; আততত্বাক মাতৃহাদ্ ২২৪১২৪; আত্মনিষ্কপকার্পণ্যে ২২২৪৭; আত্মা দেহমনোব্রহ্ম ২২৪১৩; আত্মানং চেদ্ বিজানীয়াৎ ৩৬৭; আত্মানঞ্চ তদালোকাৎ ২১৮১১; আত্মবাস্তমিদং সর্কং ২২৫১১৭; আত্মারামগণাকর্ষী ২২৩৩৪; আত্মারামভয়া মে ২২৪১৩২; আত্মারামশ্চ তস্তেমা ১৬১১৩; আত্মারামাশ্চ মুনয়ো ২৬১১৫; ২১৭১৮; ২২৪১২; ২২৪১৭৩; ২২৫১৪৭; আত্মারামেতি পঞ্চার্ক ২২৪১১; আত্মেচ্ছাহুগতাবাত্মা ২২৫১২৮; আদরঃ পরিচর্যায়াং ২১১১৫; আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ ২২৩৫; আদোহবতারঃ পুরুষঃ ১৫১১২; ২২০৩৫; আদত্ত বীৰ্য্যং সাস্থত ২২০৩৭; আনন্দচিন্ময়স ১৪১১২; ২৮৩২; আনন্দাস্বধিবর্দ্ধনং ৩২০৩; আত্মকূল্য সঙ্কল্প ২২২৪৭; আপামরং যো বিততার ২২৩১; আপায়য়তি গোবিন্দ ২২৪১৮০; আবিলু'তস্তস্ত পাদারবিন্দে ২৬২১; আবিক্করোতি পিণ্ডনেষপি ৩১১১২; আবিক্করীতি বৈষ্ণবীম্ ১১৭১৮; ২৯১১৪; আবুঃ শ্রিয়ং যশোধর্ম্মং ২১৫১৮; ২২৫১১৫; আরজ্যদ্রবসনাং কিলাদ্রবপুটে ১৪১৬৬; আরাদনানাং সর্কেষাং ২১১১৭; আকরুক্ষোমূর্নেষোং ২২৪১৫৩; আকরুক্ষুণ পরং পদং ২২২১০; ২২৪১৪০; ২২৪১৪৭; ২২৫১৩; আকরু য়ে জন্মভূজান্ ২২৪১৬০; আর্তো জিজ্ঞাস্বরথার্থী ২২৪১২২; আলিলিঙ্গ পরিষায়তদোর্ত্যাং ২২৪১২৪; আশাবন্ধঃ সমুৎকর্ষী ২২৩৮; আশ্রিত বা পাদরতাং ৩২০১০; আসক্তিস্তদগুণাখ্যানে ২২৩২; আসন্ বর্ণাশ্রয়োহশ্চ ১৩৬; ২৬৩; ২২০১৪৮; আসামহো চরণবেরু ৩৭১২২; আশ্বাশ্বাদয়ন্ ভক্তান্ ৩১৬১; আহুশ্চ তে নলিননাভ ২১৮; ২১৩৭; আক্ষিপ্তঃ কালসামোন ৩১১১৭।

ই

ই

ই

ই

ইতররাগবিশ্মারণং নৃণাং ৩১৬৯; ইতস্তত্ত্বামহুহত্য রাধিকাং ২৮২৭; ইতি কেন সদা শ্রিয়োজ্জ্বলং ৩১৪৫; ইতি দ্বাপর উর্কীশ ১৩৯; ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ২৯১২; ইতি ক্রবাং বিদ্রব ৩১২৪; ইতি মত্বা ভজন্তে মাং ২২৪১৬৮; ইতি রামপদেনার্মৌ ২৯৩; ইতীদৃক্ স্বনীলাভিরানন্দ ২১২৩২; ইতো নৃসিংহঃ পরতো ৩১৬৬; ইং সতাং ব্রহ্মস্বখামুভূত্যা ২৮১১৪; ৩৭১৬; ইত্যসাধারণং প্রোক্তং ২২৩৩৭; ইত্যস্তা হৃদয়ং লোকে ২২০১৬; ইত্যাদয়োহুভাবাঃ স্ত্যঃ ২২৩২; ইত্যুদ্বাদয়োহপ্যোতম্ ১৪১২৫; ২৮১৬; ইন্দ্রাব্যাকুলং লোকং ১২১৩; ১৫১১১; ২৯১২২; ২২০১২০; ২২৫১২২; ইয়ং সখি স্তুতঃসাধা ৩১২২২; ইষ্টে স্বারসিকী রাগঃ ২২২৬৬; ইষ্টোহসি দুঃখমতি ২২২২৩।

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

ঐশ্বর্য যন্ত্রিভিহীনং ১১২১০ ; ঐশ্বর্য পৰমঃ কৃষ্ণঃ ১১২১৭ ; ১১৮২২ ; ১১২০১২ ; ১১২১৮ ; ঐশ্বরে তদধীনেষু
১১২২৩১ ।

উ

উ

উ

উ

উক্তার্থানামপ্রয়োগঃ ১১২৪৫০ ; ১১২৪৮৫ ; উক্তাপি মুক্তিমাপ্নোতি ৩৩২ ; উগ্রোহপাত্তগ্র এবায়াং ১১৮২ ;
উচ্চৈরনিন্দানন্দম্ ১১৪৩৩ ; উচ্ছিষ্টভোজিনোদাসাঃ ১১৫১৫ ; উত্তুঙ্গং যত্পূরসঙ্গমায় ১১২৪৩৬ ; উৎসীদেয়ুস্মিমে
লোকাঃ ১১৩৩ ; উৎসৃজ্যতানথ যত্পতে ১১২২৩ ; উদরমুপাসতে য ১১২৪৫৫ ; ১১২৪৭২ ; উদগীর্ণাভুতমাধুরীপরিমল
১১২০২৭ ; উদ্যুর্ণা চিত্রজন্মাণা ৩১৪১২ ; উদ্বাপঃ পুণ্ডরীকাক্ষ ১১২৩১৮ ; উপগীয়মানমাহায়াং ১১২৩৩১ ; ৩১৭৮ ;
উপাস্তাঞ্চ শ্রীহর্ষমখিল ১১৩১১ ; উপেতা পথি স্কন্দরীততিভিঃ ১১৪৩১ ; উবাহ কৃষ্ণে ভগবান্ ১১২৩৩৩ ; উরুক্রম
এব ভক্তিমেব ১১২৪৮৭ ; উরো গুণাহারং প্রিয়মপি ৩৩৮ ; উরোহম্বরতটস্থ চাভরণ ৩১১৫৪ ; উল্লজ্জিতত্রিবিধসীম
১১৩১৭ ; ৩৩৮ ।

উ

উ

উ

উ

উক্কম্ভাববৃত্তেন্দোঃ ১১১১২ ।

ঋ

ঋ

ঋ

ঋ

ঋতেহর্থং যৎ প্রতীয়েত ১১১২৪ ; ১১২৫২১ ; ঋদ্ধা সিদ্ধিব্রজবিজয়িতা ১১২২২০ ।

এ

এ

এ

এ

একদেশস্থিতস্তায়ে ১১২০৮ ; একস্ত মহতঃ স্রষ্ট ১১৫১০ ; একস্ত স্রুতমেব ৩১১২১ ; একাবৃত্তা তু কৃষ্ণস্ত ১১২৩ ;
একোহথ বাপ্যচ্যুত ১১২২২২ ; এতদীশনমীশস্ত ১১২১১ ; ১১৫১৪ ; এতস্ত মোহনাথাস্ত ৩১৪১২ ; এতান্ স স্নাস্থায়
পরাস্থনিষ্ঠা ১১৩২ ; এতাদৃশী তব কৃপা ৩১২০৪ ; এতাবজ্জন্মসাক্ষ্যং ১১৩৩ ; এতাবদেব জিজ্ঞাস্ত ১১১২৬ ;
১১২৫২২ ; এতে চাংশঃ কলাঃ পুংসঃ ১১২১৩ ; ১১৫১১ ; ১১২১২ ; ১১২০২০ ; ১১২৫১২ ; এতে নহুতুতা ব্যাধ ১১২২৩৫ ;
১১২৪৮৩ ; এতেহলিনস্তব যশ ১১২৪৩১ ; এতৌ হি বিশ্বস্ত বীজযোনী ১১২০৩৩ ; এবং গুণাস্ততুর্ভেদা ১১২৩৩৮ ;
এবং মদর্থোজ্জ্বিতলোকবেদ ১১৪২৭ ; এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়ান্যকীর্ত্যা ১১৭১৪ ; ১১২২০ ; ১১২৩২০ ; ১১২৫১৩৪ ; ৩৩২ ;
এবং শশাঙ্কান্তবিরাজিতা নিশা ১১৪১৩ ; এবং হরৌ ভগবতি ১১২৪৫২ ; এবমুক্তঃ প্রিয়ামাহ ১১২৩৩৪ ; এষ স্নিগ্ধঘনদ্রুতি
ধনসি মে ৩১১২১ ।

ও

ও

ও

ও

ওতং প্রোতমিদং যস্মিন্ ১১৩৩৩ ।

ঔ

ঔ

ঔ

ঔ

ঔৎকর্ধ্যাপ্পকলয়া ১১২৪৫২ ; ঔৎস্ক্যাবলিভির্কলিং চটুলয়ন্ ৩১৩৩২ ।

ক

ক

ক

ক

কং প্রতি কথয়িতুমীশে ১১২২২ ; কংসারাতেরীজনে যেন ১১৪৩২ ; কংসারিরপি সংসারবাসনা ১১৪৪২ ;
১১৮২৬ ; কঃ পণ্ডিতস্তদপরাং শরণং ১১২২৪৫ ; কই অব রহিঅং পেয়াং ১১২৫ ; কচ্চিহ্নুলসী কল্যাণি ৩১৫১৪ ;
কথঞ্চন স্মৃতে যস্মিন্ ১১৪১১ ; কথঞ্চিদাশ্রয়াদ্ যেবাং ১১০১১ ; কথা গানং নাট্যং গমনং ১১৪১১৪ ; কদাহং
যমুনাতীরে ১১২৩১৮ ; কদাহমৈকান্তিক নিত্যকিঙ্করঃ ১১১১২ ; ১১৮১৩ ; ককর্ণানিকুরষকোমলে ১১২১১১ ; করৌ
হরৈর্মন্দিরমার্জনাদিষু ১১২২৫২ ; কর্ণানন্দিকলধ্বনির্বহতু ১১২২ ; কর্ণণা মনসা বাচা ১১২৪ ; কর্ণণ্যস্মিন্ননাথাসে

২২৪৮০; কৰ্মভিত্তিম্যাপান্নাং ১৬৬; কৰ্মানি নির্দহতি কিন্তু চ ২১৫১০; কৰ্ম বেদ্ব্যনৈর্গোপীঃ ১১১১৭, ২১১৫; ৩১১৫; কলাবতীর্ণাববনেত্বরাহ্মান ২৮৩০; কলাবপাতিগুণেয় ২২২১১; কনিং সভাজয়ন্তার্যা ২২০৫৭; কলেদৌষনিধে ২২০৫৪; কলৌ নষ্টদৃশ্যমেধ ২২৪১২২; কলৌ নাস্ত্যেব ১১১১০; ১১১১০; ২৬১২; কলৌ যং বিদ্বাসং ১৩১১১; কলৌ মকীর্তনাঠেঃ স্ম ১৩১১৪; কস্তাশুভাবোহস্ত ন দেব ২৮৩০৪; ২১২১৭; ২২৪১১৫; কস্তান্তয়া বত গুরোর্বিবমা ৩১৩০৭; কস্তাদ্ বৃন্দে প্রিয়সখি ১৪১১৮; কা কৃষ্ণ প্রণয়জনিভূঃ ২৮৪০; কাচং বিচিন্নিব ২২২১৫; ২২৪১৮২; কান্তাসঙ্গকুচকুম ৩১৫৬; কান্তায়াঃ কিলকিকিতাকিত ২১৪১৭; কামঞ্চ দাস্তে ন তু কামকাম্যতয়া ২২২১৬১; কাম্যদিনাং কতি ন ২২২১০; কালবৃন্তা তু মায়্যাং ২২০১৮; কালারষ্টে ভক্তিমোগং নিজং ২৬২১; কালেন যৈর্বা বিমিতা ২২১১০; কালেন বৃন্দাবনকেলিবর্তা ২১২১১১; ২২৪১২৫; কাষ্ট্রাঙ্গ তে কলপদামৃত ২২৪১১৬; ৩১১১২; কিং কাব্যেন কবেস্তস্ত ৩১৫৫; কিং পুনর্দর্শনস্পর্শ ৩১১২; কিং বা পামরকাম-কাশ্মুক ৩১১২৮; কিং বিধন্তে কিমাচষ্টে ২২০১৬; কিং ভদ্রং কিমভদ্রং বা ৩৪১৬; কিন্তু প্রোত্নিখিলপরমানন্দ ২১৩১৫; কিমর্থময়মাগচ্ছতি ৩৬৬; কিমিচ্ছিন্ কস্ত বাহেতো ৩৬৭; কিমিহ কুণ্ঠঃ ১১১১৪; কিরাতহৃগ্নাঙ্ক-পুলিন্দপুঙ্কসা ২২৪১৬৪; ২২৪১৭৮; কীর্তনাদেব কৃষ্ণস্ত ২২০৫৪; কীর্তমানং যশো যস্ত ২২৪১৩০; কুটিলকুন্তলং শ্রীমুখঞ্চ ১৪১২১; ২২১১২১; কৃতঃ পুনঃ শব্দভদ্রং ২২২১৪; কুমনাঃ স্তম্ভং হি ১১৫১১; কুরঙ্গমদজিৎ বপু ৩১১১৬; কুররি মিলপসি স্ত ২২৩১২১; কুর্কস্তু চৈবাং মুহ ২৬৬; কুর্কস্তুহৈতুকী ভক্তিং ২৬১৫; ২১১১৮; ২২৪১২; ২২৪১৭৩; ২২৪১৪৭; কুলবরতস্থ ধর্মগ্রাববৃন্দানি ৩১৪২২; কৃতসংবন্দনৌ পুত্রৌ ২১২১২৭; কৃতান্তাপঃ স কলিন্দ-নন্দিনী ২৮২৭; কৃতান্দোলং মন্দোন্নতিভিঃ ৩১৩০৩; কৃত্য যত্র চিকিৎসাপি ৩১১২২; কৃতিসাধ্যা ভবেৎ সাধ্যা ২২২১৫০; কৃতে যদ্যায়তো বিষ্ণু ২২০৫৫; কৃতে শুক্ল শতরূপাহ ২২০৪২; কৃপয়া তব পাদপঙ্কজ ৩২০১৭; কৃপাশুণৈ ষ্ণ স্তগৃহাঙ্কপাদ ৩৬১; কৃপাম্বতেনাভিষিষেচ দেব ২১২১১১; ২২৪১২৫; কৃপারিণা বিমুচ্যতান্ ২১২১; কৃপাস্থাসরিদ্ যস্ত ১১৬১১; কৃষিভূবাচকঃ শক্লো ২১২১৪; কৃষ্ণ মর্তম্প্রাশিত্য ৩৫১২; কৃষ্ণ স্মরন্ জনকান্ত ২২২১৭০; কৃষ্ণঃ স্ময়ং সমভবৎ ১৫১২১; কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ ২১১১০; কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব ২১১১০; ২১২১২; কৃষ্ণনাম্নো কৃষ্ণিরিতি ৩১১১০; কৃষ্ণপ্রিয়াবলীমুখ্যা ২২৩৪৩; কৃষ্ণবর্ণং ত্রিষাকৃষ্ণ ১৩১১০; ২৬৪৪; ২১১১১০; ২২০৫৩; ৩২০১২; কৃষ্ণবিচ্ছেদজাতার্ত্যা ৩১৩১১; কৃষ্ণবিচ্ছেদবিদ্রাস্ত্যা ৩১৪১১; কৃষ্ণভক্তিরসভাবিতা মতিঃ ২৮১১১; কৃষ্ণমেনমবেহি স্ত ২২০১২৩; কৃষ্ণস্বরূপমার্থো ২২০১৬; কৃষ্ণস্ত পূর্ণতমতা ২২০১৬৬; কৃষ্ণাজিনোপবিতাকান্ ২২০১৪২; কৃষ্ণদন্তঃ কোবা ১৩৫; ৩১১১০; কৃষ্ণাদিভি বিভাবাঠে ২২৩৪৭; কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে ২১২১৩; কৃষ্ণে স্বধামোপগতে ২২৪১২২; কৃষ্ণোৎকীর্তনগাননর্ভন ১২১২; কৃষ্ণোহস্তো যত্নস্তুতো ৩১৬; কেচিং স্বদেহান্ত ২২৪১৫১; কেয়ং বা কৃত আয়াতা ১৫১১২; কেশরীব স্বপোতান্নাং ২৮২; কেশাশ্রিতভাগস্ত ২১২১১৫; কো বেক্তি ভূমন্ ২২১১২; কচিং কৃষ্ণবৃন্তি ৩১৫১১৩; কচিং ক্রীড়াপরিপ্রাস্ত ১৫১১৮; কচিদপি স কথং ১৬১২; কচিদ্বারশালী ৩১৩০৫; কচিদ্ ভূঙ্গীগীতং ৩১৩০৫; কচিমিত্রাবাসে ব্রজপতি ৩১৪১৫; কন্দকুলচন্দমাঃ ৩১২১২; ক মে কান্তঃ কৃষ্ণ ৩১৬৮; ক রাসরসতাণ্ডবী ৩১২১২; কাহং তমোমহদহম্ ১৫১২; কাহং দরিত্রঃ পাপীয়ান্ ১১১১৩; ২১১১৪; কাহো কথং বা কতি বা ২২১১২; কেদৃগ্ বিধাবিগণিতাণ্ড ১৫১২; ক্রমঃ শক্লৌ পরিপাট্যাং ২২৪১৭; ক্রিয়েত ভগবতাক্ষা ২১২১২; ক্রীড়াকন্দুকতাং যেন ২১৮৬।

খ

খ

খ

খ

খ ইব রজাংসি বাস্তি ২২১১৫।

গ

গ

গ

গ

গচ্ছন্ বৃন্দাবনং গোবঃ ২১১১১; গতিবিদস্তবোদগীতমোহিতাঃ ২১২১৩৫; ৩১১১০; গতিস্থানাসনাদীনং ২১৪১৮; গন্ধর্বপালিভিরহুদ্রত ৩১৮১২; গন্ধাভিলাষকুদিত ২১৪১৫; গা গোপকৈরহবনং ২২৪১৭৬;

গায়ত্রীভাষ্যরূপহসৌ ২২৫৩৫; গায়ন্ গুণান্ দশশতানন ২২১১৪; গায়ন্ত্য উচ্চৈরম্মেব ২২৫২৬; গিরিধর-
চরণাঙ্কোজ—উপসং ৩; গুণাশ্বনন্তেহপি গুণান্ ২২১১৩; গুণালিসম্পং কবিতা ২১৭১৩৩; গুরুর্গণিত-গুরুস্নেহা
২২৩৪৩; গৃৎগ্রহা কচিরয়া ৩১১১৮; গৃহান্তঃ খেলন্তো ৩১১৩০; গৃহীতকাপালিক-ধর্মকো ৩১৪১৩; গৃহীতচেতা রাজর্ষে
২২৪১১১; ২২৫৪৫; গৃহেষু দ্ব্যষ্টসাহস্রম্ ১১১৩২; ২২০২৫; গোকুল প্রেমবসতি ২২৩৪২; গোপতিনয়াকুলে
২১২১২; গোপাল-গোবিন্দ ২২৫১০; গোপাঃ কিমাচরদয়ং ৩১৬১১; গোপাশ্চ কৃষ্ণমূলভা ১৪২২২; গোপান্তপঃ
কিমচরন্ ১৪২২৪; ২২১১১২; গোপিকালুখলে দাম্মা ২১২১৩২; গোপীনাং পদ্মপেঙ্গ ১১৭১৮; ২২১১৪; গোবিন্দ-
প্রেক্ষণাক্ষেপি ১৪১৩৩; গোবিন্দাখ্যং হরিতহুমিতঃ ১৫২২০; গোলোক এব নিবসত্যখিল ১৪১১২; ২১৮১৩২;
নিজধামি ২২১১১ গোড়ারামং গৌরমেঘঃ ২১৬১১; গোড়েন্দ্রশ্চ সভাবিভূষণমি ২২৪১৩৩; গোড়োদয়ে পুষ্পবন্তৌ
গোলোকনামি ১১১২; ২১১২; গৌরঃ পশুশ্চাত্তবৃন্দৈঃ ২১৪১১; গৌরশ্চ কৃষ্ণবিচ্ছেদ ২২১১; গৌরাক্ষিরেতৈরম্মনা
২১৮১১; গৌরেণ হরিণা প্রেম ৩১৫১১; গ্রন্থোদনেহথ সন্দর্ভে ২২৪১৫; গ্রন্থোহষ্টাদশসাহস্রঃ ২২৫১৩৬।

ঘ

ঘ

ঘ

ঘ

ভ্রাণক তৎপাদসরোজসৌরভে ২২২১৬০।

চ

চ

চ

চ

চত্বারো জজ্ঞিরে বর্ণা ২২২১৮; ২২২১৫২; ২২৪১৪৮; চত্বারো বাসুদেবাত্মা ২২০২২২; চতুর্বিধা ভজন্তে
মাং ২২৪১২২; চতুর্ভুজং কঙ্করথাঙ্গশ্চ ২২৪১৫১; চরিতমমৃতমেতৎ—উপসং ১১; চলন্তারং স্ফারং ২১৪১২; চক্ৰস্ত যঃ
স্বরহসা ২২৪১৬; চাঘাচয়ে সমাহারে ২২৪১১২; চাক্সৌভাগ্যবৈখাণ্ড্য ২২৩১৪০; চিত্রং বৈততদেবকেন
১১১৩২; ২২০২৫; চিত্রায় স্বয়মধরঞ্জয়দিহ ২১৮১৩৩; চিদানন্দভানোঃ ২১৩৩; চিন্তাত্রজাগরোদ্যোগৌ ৩১৪১৪;
চিন্তামণির্জয়তি ১১১২৭; চিন্তামণিপ্রকরসদৃশ ১৫১৪; চিন্তামণি শ্ররণভূষণ ২১৪১১৫; চিন্ত্যতাং চিন্ত্যতাং ৩১২১১;
চিরমখিলহৃদকোর ৩১৪১৭; চিরাদদন্ত নিজগুণবিস্তং ২২৩১১ চীরাণি কিং পথি ২২৩১৫৮; চূতপিয়ালপনসামন
৩১৫১৩; চেতঃকেলিকুতূহলো ২২০২৭; চেতঃপ্রাঙ্গণসঙ্গিনী ৩১১১১; ৩১১১৪; চেতোদর্পণমার্জ্জনং ৩২০১৩;
চৈতন্যচরণাঙ্কোজ ৩৭১১; চৈতন্যপিতমশ্বেতৎ ২২৫১৪২; উপসং ১২; চৈতন্যখ্যং প্রকটমধুনা ১১১৫; ১৪১৮;
চৈতন্য মার্ণয়িতুম্মত ১৬১১১।

জ

জ

জ

জ

জই হোই কস্ম বিবহ ২২১৫; জগন্তমো জহারাখ্যং ২২৪১১; জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় ২১৩১২; জগদ্ধিতায় সোহ-
পাত্র ২২০২৩; জগমোহন পরিমুণ্ডা ৩১০১৩; জগৃহে পৌকষং রূপং ১৫১১৩; ২২০১৩৪; জজ্ঞাধস্তটসঙ্গি ৩১৪১১;
জন্মাত্ত যতোহম্মাদ ২১৮১৫১; ২২০১৫২; ২২৫১৩২; জয় জয় জহজামজিত ২১৫১৪; জয়তাং স্বরতো পদৌ
১১১১৫; ২১১৩; ৩১১৩; জয়তি জননিবাসো ২১৩১৪; জয়তি জয়তি কৃষ্ণো ২১৩১৩; জয়তি জয়তি দেবো; ২১৩১৩;
জয়তি জয়তি পৃথ্বী ২১৩১৩; জয়তি জয়তি মেঘশ্রামলঃ ২১৩১৩; জয়তি ব্রজরাজনন্দনে ২২১১১১; জহৌ যুবেব
যলবৎ ২২৩১২২; ৩১৩২; জানন্ত এব জানন্ত ২২১১৬; ২২১১১৬; জানন্তি গোপিকা পার্শ্ব ১৪১৩২; জানাতি তদ্বৎ
ভগবন্ ২১৩২; ২১১১১১; জিহ্বাক্ষরং দ্বাদশকীর্তনং ২২০১৫; জীবঃ স্বস্বরূপোহয়ং ২১২১১৫; জীবনীভূতগোবিন্দ
২২৩১৪৫; জীবমুক্তা অপি পুনঃ ২২৫১১১; জীবভূতাং মহাবাহো ১৭১৬; ২১৬১২; ২২০১১০; জীবেষেতে
বসন্তোহপি ২২৩১৩১; জীয়াং কৈশোরচৈতন্যঃ ১১৬১২; জৈকং কেশে দৃশি ২১৮১০; জ্ঞানং পরমগুহ্যং মে ১১১২১;
২২৫১১৮; জ্ঞানতঃ স্থলভা বৃত্তিঃ ১১৮১২; জ্ঞানবিক্রানতৃপ্তাত্মা ৩৪১৮; জ্ঞানশক্তাদিকলয়া ২২০১৬০; জ্ঞানিনাঞ্চাস্ব-
ভূতানাং ২১৮১২২; ২১১১১; ২২৪১২৬; ৩৭১৪; জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাত্ত ২১৮১২।

ত

ত

ত

ত

তং স্মৃতিঃ প্রতিভকলতং ১৪১৮; তং নির্ব্যাজ ভজ্ঞ ৩৩৪; তং মধ্যমজমব্যক্তং ২১২৩২; তং বন্দে
 কৃষ্ণচৈতন্যং ৩৮১; তং বন্দে গৌরজলদং ২১০১১; তং মোপযাতং প্রতিযন্ত ২২৩১০; তং শ্রীমৎকৃষ্ণচৈতন্যদেবং
 ১২১১; তং সনাতনমুপাগতং ২২৪২৪; তং আবেশা নিগন্তু ২২০৬০; তচ্চেদেহদ্রবিশ ৩৩৩; তচ্ছোষণাদাশ্বপর্ব
 ১১১২২; ২২২৩৮; ২২৩১৭; তত উদগাদনস্ত ২২৪১৫৫; ২২৪১৭২; ততো গঙ্গা বনোদ্রোহ ২১২৩৪; ততো
 দুঃসঙ্গমুৎসজ্জা ১১১২৮; ততোহনর্থনিবৃত্তিঃ স্মৃৎ ২২৩৫; তৎকর্ণিকারং তন্ময় ২২০৩২; তৎ কিং করোমি ২২২২;
 ২২৩১৫; তত্ত্বকথারতচ্চাসৌ ২২২১৭০; তত্ত্বদেবাবগচ্ছ স্ব ২২০৬১; তত্ত্বদভাবাদিমাধুর্যো ২২২৩৮; তত্ত্বং
 সনাতনায়োশ ২২০৬; তৎপাদাশ্বজসর্কস্বৈঃ ২২৩৪৮; তৎপ্রকাশাংস্ত তচ্ছক্তিঃ ১১১১; তৎস্থানমাপ্রিতস্তথা
 ২২২৪৮; তত্ত্বেহত্বকম্পাং ২৬২২; ৩২২; তত্র লৌল্যমপি ২৮১১১; তত্রাতিশুভে তাভিঃ ২৮২৩; তত্রাপি
 গোপিকাঃ পার্থ ১৪৪১; তত্রাস্মাভিচ্চটুল ২১১২; তথাপি তে দেব ২৬২২; ২১১১১১; তথাপ্যন্তঃখেলন ২১১৭;
 ৩১১৮; ৩১১৩; তথা মদবিষয়া ভক্তি ২২৪১৮; তথা যুক্তপদার্থেষু ২২৪২০; তথৈব তদ্বিজ্ঞান ১১১২২;
 ২২৫১২; তদপি ভজসি ৩১১৩৮ তদমলপাদপদ্মে—উপসং। ১; তদশ্মসারং হৃদয়ং ১৮১৪; তদামৃতং প্রতিপত্ত
 ২৪১২; ২২২৪২; তদ্বিদ্যতিরহস্তং ২২৫৪২; তদীয়েশিতজ্জেষু ভক্তৈ ২১২৩২; তদেবাস্বাদয়ত্যন্ত ২১১১৩;
 তদ্বন্ধোহচ্ছিত্রকেলি ১৪১১৬; ২৮১২২; তদ্বা ইদং ভুবনমঙ্গল ২২৫৬; ২৫১৭; তদ্বিছাদাশ্বনো মায়ার ১১১২৪;
 ২২৫২১; তদ্ব্রহ্মকৃষ্ণয়োরৈক্যাং ১৫১৫; তদ্ব্রহ্ম নিকলমনস্তম্ ১২১৫; ২২০২২; তদ্বাবলিপুত্রনা কার্য্যা ২২২৬২;
 তদ্রসামৃততৃপ্তস্ত ২২৫৩৮; তন্নয়ী যা ভবেদভক্তিঃ ২২২৬৬; তন্নায়মাতো বুদ্ধ ২২০১১; ২২৪৪৪; ২২৫৩২;
 তন্নিষ্ঠা দুর্ঘটা বুদ্ধে ২১২৩৬; তনুগুৎসকোচাং কন্ঠ ৩১৭৫; তপশ্চরন্তীমাজ্জায় ১৬১২২; তপস্বিনো দানপরা
 ২২২৫; তব কথামৃতং ২১৪১২; তব যদুরস্বরকণ্ঠী ২২৩১৬; তবাস্মীতি বদন বাচা ২২২৪৮; তমালশ্রামলম্বি
 ৩৭১১৩; তমালস্ত স্বন্ধে ৩১২৫; তমিমমহমজং ১২১৮; তন্না হি সহিতঃ সর্কান্ ১১৫৩; তয়োৰপ্যভয়োর্মধ্যে
 ১৪১১১; ২৮৩৮; তয়োৰৈক্যাং পরং ব্রহ্ম ২২৪৪; তয়োর্মধ্যে হীরোজ্জলবিমলঃ ৩১৩৬; তবগিরিব তিমিরজনধি
 ৩৩১০; তবেরন্নাম্যতগ্রাহ ১২১১; তর্কোহপ্রতিষ্ঠঃ শ্রুতয়ো ২১৭১১; ২২৫২; তলভ্যতে দুঃখবদন্ততঃ ২২৪৫৬;
 তল্লীলারবর্ণনে যোগ্যঃ ১১৩১১; তন্মাত্ৰ পরতরং দেবি ২১১১৭; তন্মাদ ভারত সর্কাস্থা ২২২৫১; তন্মাম্নদভক্তিযুক্তস্ত
 ২২২৬৪; তন্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং ২১২২; ২২০৩; ৩১৬২; তন্মৈ নমো ভগবতে ২২৫৬; ৩৫১৭; তস্ত
 তীর্থপদঃ কিংবা ২৮১২২; তস্ত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ১১১১২; তস্ত হরেঃ পদকমলং ২১২১৪; ৩১৫৬; তস্তাবতার এবায়
 ১১১২২; ১৬২২; তস্তাবলিন্দনয়নস্ত পদাবলিন্দ ২১৭১২; ২২৪১০; ২২৪৩৪; ২২৫৪৬; তস্তাঃ পারে পরব্যোম
 ২২১১৪; তস্তাঃ স্নহুঃখভয়শোক ২১২৩০; তস্তৈব হেতোঃ প্রযতে ২২৪৫৬; তহ তহ কৃষ্ণসি ৩১২৩; তাং
 জহার দশগ্রীবঃ ২২১৬; তাংশাকুতার্থান্ বিয়ুনধ্য ৩১২৩; তাংকালিকস্ত বৈশিষ্ট্যং ২১৪৮; তানহং দ্বিষতঃ
 ক্রুরান্ ২২৫৮; তাবৎ কন্ধ্যাণি কুর্কীত ২২২৩; ২২২২৫; তাবদ্বক্তিস্থখস্তাত্ৰ ২১২২৬; তাভিযুতঃ শ্রমমপোহিতুং
 ৩১৮২; তাভ্যঃ পরং ন মে পার্থ ১৪৩০; তাসামাবিরভুচ্ছোরিঃ ১৫২২; ২৮১৮; ২৮৩০; তাসাং তৎসৌভগমদং
 ৩১৫১১; তিতিক্ষবঃ কারুণিকাঃ ২২২৩৪; তিতিক্ষা দুঃখসম্বোধো ২১২৩৭; তীত্রেণ ভক্তিযোগেন ২২২১৩;
 ২২৪২৮; ২২৪১২; তীর্থীকুর্কস্তু তীর্থানি ১১৩১১; ২১০২; ২২০২; তুণ্ডে তাণ্ডবিনী ৩১১১১; ৩১১৪;
 তুল্যাম লবেনাপি ২২২২২; তুলসীদলমাত্রেন ১৩১২; তুল্যানিন্দাস্ততির্মোনী ২২৩৫৬; তুণাদপি স্ননীচেন ১১৭১৪;
 ৩৬৩; ৩২০৫; তৃতীয় সর্বভূতস্বঃ ১৫১০; ২২০৩১; তেজোবাবিষদাং যথা ২৮৫১; ২২০৫২; ২২৫৩২;
 তে তে প্রভাবনিচয়া ২২১১২; তে হস্তরামতিতরস্তু ২৬১৮; তেন ত্যক্তেন ভূজীথা ২২৫১৭; তেনাটবীমটসি
 ১৪২৬; ২৮৪৭; ২১৮৭; ৩৭১২; তেপু স্তপস্তে জুহুঃ ২১১১৪; ২১২৫; ৩১৬৪; তে বৈ বিদন্ত্যতিতরস্তু
 ২২৪৬২; তেবামসৌ ক্লেশ ২২২৬; ২২৪৪৬; ২২৫২; তেষাং সততযুক্তান্ ১১২০; ২২৪৫২; ২২৪৭০;

তেষশাস্ত্রেষু মূঢ়েষু ২২২১৪১; তৈ স্তৈরতুল্যাতিশয়ৈঃ ২২০১৫৮; অং পাসি নস্ত্রিভুবনঞ্চ ২২০১৪০; অং ভক্তি-
যোগপরিভাবিত ১৩২২০; অষ্টৈশবং ত্রিভুবনাদুতং ২২২১২; ২২২৩১৫; অংসাক্ষাৎকরণাহ্লাদ ১১৭১৫; ২২২৪২;
৩৩১১৩; অয়াপি লক্ষ্যং ২১১১১৩; অয়োপযুক্তশ্রুগন্ধ ২১৫১৫; অং শীলরূপচরিতৈঃ ১৩১১৬; অয়াচোপনিষদ্বিস্তিচ
২১২১৩১; ৩১৭৮; ত্রিজগন্মানসাকর্ষি ২২২৩৩৬; ত্রিপাদবিভূতৈর্ধামহাং ২২১১১৫; ত্রিভুজঃ পৃথুগন্তীঃ ১১৪১৩;
ত্রৈতয়াং রক্তবর্ণোহসৌ ২২০১৫০; ত্রৈলোক্যে পৃথিবী ধৃত্বা ১৪১৪১; ত্রৈলোক্যসৌভগ ২২৪১১৬; ২২৪১১৭;
৩১৭১২।

দ

দ

দ

দ

দাষ্ট্রিদংষ্ট্রা হতো স্নেহ ৩৩২; দত্তাভয়ঞ্চ ভুজদণ্ড ২২৪১১৩; ৩১৫১২; দদামি বুদ্ধিযোগং তং ১১১২০;
২২৪১৫২; ২২৪১৭০; দধতে ফুল্লতাং ভাবৈ ৩১৩১১; দধদ্ভিতৌ শ্বশদ্বদনবিধু ৩১২১৫; দশমশ্রু বিদ্যুৎকার্যং ১২১১৫;
দশমে দশমং লক্ষ্যং ১২১১৬; ২২০১১৮; দশাং কষ্টামষ্টাপদমপি ৩১৪৪৪; দক্ষিণে বিনয়ী শ্রীমান্ ২২২৩২৮; দাতা
ভোক্তা তৎফলানাং ১২২২; দাস্ত্রান্তে রূপণায়া মে ১৩১১০; দিষ্টা যদাসীন্নংস্নেহো ১৪১৩; ২১৮২০; ২১৩১৮;
দীপাচ্চিরেব হি দশান্তরং ২২০১৪৬; দীব্যাদব্দারণ্য কল্পজমাধঃ ১১১১৬; ২১১১৪; ৩১১৪; দীপমানং ন গুরুস্তি
১৪১৩৬; ২১৩২৩; ২২২২৪; ২১২২২৪; ৩৩১১২; দ্রাপা হস্ততপসঃ ২১১১৮; দ্রুহাভুতবীর্যোহশ্বিন্ ২২২১৫৭;
২২৪১৭১; দূর্গমে কৃষ্ণভাবাকৌ ৩১৫১১; দূর্গমে পথি মেহক্ষশ্রু ৩১২২; দ্রাপতয় এব তে ২২১১৫; দূর্গভিঃ পিবন্তা
১৪১২৪; ২২১১১২ দূর্গভির্দীকৃতমনঃ ১৪১২২; দৃষ্টং শ্রুতং ভূতভবদ্ ২২৫১৫; দেবকী বহুদেবচ্ ২১২২২৭;
দেববর্ণে স্ততোৎপত্তিঃ ১১৭১৭; দেবর্ষিভূতান্ননৃণাং ২২২১৬২; দেবী কৃষ্ণময়ী ১৪১১৩; ২২৩২২৩; দেশং যযৌ
বিপ্রকৃতে ২১৫১১; দেশকালস্থপাত্রজ্ঞঃ ২২৩২২৬; দেহদেহিবিভাগোহয়ং ৩১৫১৫; দেহপাতাদবন্ ৩৪১১; দেহচ্চ
বিক্রবধিয়ঃ ২১২১৩০; দৈর্ঘ্যার্বে নিমগ্নঃ ৩১৫১১; দৈবাং ক্ষুভিত-ধর্মিণ্যাং ২২০১৩৭; দৈবী ছেবা গুণময়ী ২২০১১২;
২২২১৭; ২২৪৪৪৫; দোষেণ ক্ষয়িতাং ৩১২২৭; দ্বাদশক্ষয়ুক্তোহয়ং ২২৫১৩৬; দ্বাপরে পরিচর্য্যায় ২২০১৫৫;
দ্বাপরে ভগবান্ শ্রামঃ ১৩১৭; ২২০১৫১; দ্বিজাত্যজা মে যুবয়ো ২১৮১৩৩; দ্বিজোপস্থঃ কৃহকঃ ২২৩১১০; দ্বিতীয়
শ্রীলক্ষ্মীরিব ১১৬১৩; দ্বৈতব্রহ্মেনোপাখিল ৩৩১৭; দ্বৌ ভূতসর্গৌ ১৩১১৮; দ্রব্যং বিকারো ১১৫১১২; ২২০১৩৫;
দ্রুতং গচ্ছ দ্রষ্টুং ৩১৬১৮।

ধ

ধ

ধ

ধ

ধন্যং তং নোমি চৈতন্যং ২১৭১১; ধন্যস্তায়ং নবপ্রোমা ২১৩১১২; ৩১২১৭; ধন্যাঃ স্ম মূঢ়গতয়োঃ ২১৭১২;
ধন্যেয়মগ্ন ধরণী ২২৪১৭৫; ধরিঅ পরিচ্ছন্দগুণং ৩১২২৩; ধর্ম্যঃ প্রোজ্জ্বলিতকৈতবঃ ১১১৩৭; ২২৪১৩১; ২২৫১৪০;
ধর্ম্যঃ সোহপি মহান্ ৩১২২২; ধর্ম্যঃ স্বহৃষ্টিতঃ পুংসাং ৩১৫১২; ধর্ম্যসংস্থাপনার্থায় ১৩২২; ধর্ম্যস্ত তৎ নিহিতং ২১৭১১১;
২২৫১২; ধর্ম্যান্ সন্ত্যজ্য যঃ সর্বান্ ২১৮১৬; ২২২২০; ধর্ম্যা কিশোর এবাত্র ২২০১৬৩; ধৃতরথচরণো ২১৬১২; ধৃতিঃ
স্তাং পূর্ণতাজ্ঞান ২২৪১৬৫; ধ্যায়ন্ ক্রুতে যজন্ ২২০১৫৬।

ন

ন

ন

ন

ন কহিচিন্মৎপরাঃ ২২২১৭১; ন গৃহং গৃহমিত্যাহঃ ১১৫১৩; ন চ সঙ্কষণো ন শ্রীঃ ১৩১১৪ ন চাতি স্বপ্নশীলশ্রু
৩৮১৪; ন চৈবং বিশ্বয়ো ৩৩১৬; ন ছন্দসা নৈঃ জলায়ি ২২২১২০; নটতা কিরাতরাজ্য ৩১৪২২; ন তথা মে
প্রিয়তমঃ ১৩১১৪; ন তথাস্ত্র ভবেম্মোহো ২২২১৩২; ন তদ্ভক্তেষু চাত্রেষু ২২২১৩২; নদজ্জলদনিষননঃ ৩১৭১৩;
ন দেশনিয়মস্তত্র ২১৬১৭; নটোহত্রয়ঃ খগমুগাঃ ২২৪১৭৫; ন ধনং ন জনং ৩২০১৬; নন্দঃ কিম্করোদ্ ২১৮১৫;
৩১৭১৭; ন নির্ঝিল্লো নাতিসন্তো ২২২১১২; ন পারয়েহহং চলিতুং ২১২১৩৪; ন পারয়েহহং নিরবগ্গসংযুজ্য ১৪১২২;
২১৮২২; ৩১৭১১; ন প্রেমগন্ধোহস্তি দয়াপি ২২২১৬; ন প্রেমা শ্রবণাদিভক্তি ২২৩১১৪; নবাস্থদলসদ্যুতিঃ ৩১৫১৮;

ন বিক্রেয়েতাথ যদা ১৮৮৪ ; ন ভজন্ত্যবজ্ঞানন্তি ২২২২২ ; ২২২২২৩ ; ন মর্ত্যাবুদ্ধ্যাবস্থয়েত ১১১১৮ ; নমস্তে নরসিংহায়
 ৩১৬৫ ; নমস্তে বাহুদেবায় ২২০৫২ ; নমামি হরিদাসং তং ৩১১১১ ; ন মৃষা পরমার্থমেব মে ২১১১১ ; ন মেহ
 ভক্তচতুর্বেদী ২১২২২ ; ২২২০৩ ; ৩১৬২ ; নমো ব্রহ্মদেবায় ২১৩২২ ; নমো মহাবদাচ্যায় ২১২২৩ ; ন যত্র মায়া
 ২২২০৩৬ ; নয়নং গলদক্ষধারয়া ৩২০০৮ ; ন যুজ্যতে সদাঋত্বে ১২১১১ ; ১৫১১৪ ; ন শৌরিচিন্তাবিমুখ ২২২২৪২ ;
 নষ্টকৃষ্ণ রূপপুষ্টি ২১১১১ ; ন সাধয়তি মাং যোগো ১১১১৫ ; ২২২১১৩ ; ২২২৫৩১ ; ৩৪১২ ; ন স্বাধ্যায়ন্তপন্ত্যাগো
 ১১১১৫ ; ২২২০১৩ ; ২২২৫১১ ; ৩৪১২ ; নহলকাস্পদং কিঞ্চিৎ ১২১১৪ ; ১১৬৪ ; ন জ্ঞানং ন চ বৈরাগ্যং ২২২২৬৪ ;
 নস্বাখিলান্ তেষু মূখ্যাঃ ১১১১১ ; নাভঃ পরং পরম যদ ২২২৫৪ ; ৩৫১৬ ; নাভামতোহপি যোগোহস্তি ৩৮৪ ;
 নাভ শাস্ত্রং ন যুক্তিক ২২২২৬৮ ; নানাতন্ত্রবিধানেন ১৩০২ ; নানোপচারকৃতপূজনং ২৮১১০ ; নানাভাবলঙ্কৃত্যঃ
 ২১১১১ ; নানামতাগ্রহন্তান্ ২২২১১ ; নাস্তং বিদ্যামাহময়ী ২২২১৪ ; নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণ ২১১১৫ ; নাম-সদ্বীৰ্ত্তনং
 শ্রীমন্ ২২২২৫৬ ; নাম্মাকারি বহুধা ৩২০১৪ ; নার্মৈকং যত্র বাচি ৩৩৩৩ ; নারকানাং শিরোরত্নং ২২২২২২ ;
 নায়ং শ্রিয়োহঙ্ক উ ২৮১১৭ ; ২৮১৫০ ; ২২২২ ; ৩১১৫ ; নায়ং স্বখাপো ২৮১৪২ ; ২২২১১ ; ২২২৪২৬ ; ৩১১৪ ;
 নারায়ণকলাঃ শাস্তাঃ ২২২৪৩৭ ; নারায়ণোহঙ্ক ১২২২ ; ১৩১১৩ ; ১৬১৪ ; নারায়ণপরাঃ সর্কে ২২২২৬ ;
 ২১২২৩৮ ; নারায়ণন্তং ন হি সর্ক ১২২২ ; ১৩১১৩ ; ১৬১৪ ; নারায়ণমনোহারী ২২২২২২ ; নাহং বিশ্রো ন চ
 ২১২৩৫ ; ন্যাসং বিধায়োং ২৩১১ ; নিগমকল্পতরোর্গলিতং ২২২৪৪১ ; নিজপ্রণয়িতাং ৩১১৪৮ ; নিজাক্ষমপি যা
 গোপাঃ ১৪১৩০ ; নিজাক্ষরূপে প্রভুরেকরূপে ২১২২১৩ ; নিত্যসিদ্ধস্ত ভাবস্ত ২২২২৫০ ; নিত্যানন্দ-পদাক্ষোভ
 ১১১১১ ; নিত্যোৎসবং ন তত্পু ২২২১২০ ; নিত্বেহবদ্বজনস্বাস্ত ৩২২১ ; নিত্বে যুগেন্ত ইব ১৬১১১ ; নিভূতমক্সনোক্ষ
 ২৮১৪৮ ; ২২২১০ ; নিমগ্নো মুচ্ছালঃ ৩১৮১১ ; নিমজ্জতোহনন্ত ২১১১১৩ ; নিধুতামৃতমাধুরী ১৪১৪৫ ; নির্নিশ্চয়ে
 নিষ্কর্মার্থে ২২২৪৪ ; নির্বন্ধঃ কৃষ্ণস্বদে ২২২৩৪২ ; নির্মমো নিরহঙ্কারো ২২২৩৫০ ; নিঃশ্রেয়সায় ভগবন্ ২৮১৩ ;
 নিশ্চিন্তো ধীরললিতঃ ২৮১৪১ ; নিষ্কিঞ্চনস্ত ভগবদ্ ২১১১২ ; নীচুগৈব সদা ভাতি ১১৬১১ ; নীচোহপি যৎ প্রসাদাৎ
 ২২২০১ ; নীচোহপ্যাপুলকো ২২২৪৮৪ ; নৃত্যন্ত্যমী শিখিন ২২২৪৬২ ; নেচ্ছন্তি সেবয়া পূর্ণাঃ ১৪১৩৭ ; ২২২৪৬৬ ;
 নেমং বিরিক্ষো ন ভবো ২৮১১৬ ; নৈচ্ছন্ রূপ তদুচিতং ২২২২৫ ; নৈতচ্চিত্রং ভগবতি ১১৩৩৩ ; নৈবোপর্যন্ত্যপচিতিং
 ১১১১২ ; ২২২১১৮ ; নৈবাং মতিস্তাবদ্রু ২২২২২১ ; ২২২৫১৬ ; নৈক্স্যমপ্যচ্যুত ২২২২৪ ; নোচেদ্বয়ং বিরহজা
 ৩৪১৪ ; নো জানে জনয়ন্ ৩১২২৪ ; নো দীক্ষাং ন চ ২১২৫২ ; নোৎপাদয়েদ্ যদি রতিং ৩৫২ ; নোমি তং
 গৌরচন্দ্রং ২৬১১ ; গুপ্ত স্বরূপে বিদধে ৩৬১১ ।

প

প

প

প

পঙ্ক লজ্জয়তে শৈলং ৩১১১ ; পঞ্চতত্ত্বাত্মকং কৃষ্ণং ১১১১৪ ; ১১১২ ; পঞ্চদীর্ঘঃ পঞ্চমুদ্রঃ ১১৪১৩ ; পতিপুত্র-
 স্তহদভ্রাতৃ ২২২১৭২ ; পতিস্তত্বায়ভ্রাতৃবান্ধবান্ ২১২২৩৫ ; ৩১১১০ ; পদানি ভগতর্থানি ৩১১৫০ ; পদালন্তঃ কং বা
 ১৩১১২ ; পদ্ম্যং চলন্ যঃ ২৫১১ ; পপ্রচ্ছুরাকানবদন্তরং ২২২২২৬ ; পয়োরশেষ্তীরে ৩১৫১৩ ; পরং ভাবমজ্ঞানস্তো
 ২২২৫১৭ ; পরবাসিনী নারী ২১১১৩ ; পরস্বভাবকর্ম্মাণি ৩৮১৬ ; পরস্ত ব্রহ্মণঃ শক্তিঃ ২২২০৮ ; পরস্ত হৃদয়ে লগ্নং
 ৩১১৫৫ ; পরামৃষ্টাধুষ্ঠত্রয়ম্ ৩১১৩৬ ; পরিভ্রাণায় সাধুনাং ১৩২২ ; পরিনিষ্ঠিতোহপি ২২২৪১১ ; ২২২৪৪৫ ; পরিপূর্ণতয়া
 ভাস্তি ২২২৩৩১ ; পরিমলবাসিতভুবনং—উপসং ১৩ ; পরিহারেহপি মে লজ্জা ২১১১০ ; পরীক্ষাসময়ে বহিঃ ২২২১৭ ;
 পশাদহং যদেতচ্চ ১১১২৩ ; ২২২৪২৩ ; ২২২৫২০ ; পশ্যামি বিশ্বস্রজ ২২২৫৪ ; ৩৫১৬ ; পাণিরোধমবিরোধিত
 ২১৪১১৩ ; পাদসংবাহনককুঃ ১৬১৭ ; পাদৌ হরেঃ ক্ষেত্রপদা ২২২২৬১ ; পাষণ্ডস্তক্ষেদন ২২২৩ ; পিবত ভাগবতং
 ২২২৫৪১ ; পীড়াভি নবকালকূট ২২২১৭ ; ৩১১২৬ ; পীতাম্বরধরঃ স্বয়ী ১৫১২২ ; ২৮১১৮ ; ২৮১৩০ ; পুনর্ধর্ম্মশ্রদ্ধে
 ক্ষমপি ২২২৪ ; পুরঃ কৃষ্ণালোকাৎ ২১৪১২ ; পুরাণাত্মা যে বা ২২২২২ ; পুরাণানাং সামরূপঃ ২২২৫৩৬ ; পুরুষোত্তম-
 ভূতেন ২২২০৩৮ ; পূর্তকৈ নির্চিত্রং অ২০৮ ; পূর্তিন্দোনাগ্নিঃ ৩১১২০ ; পূর্তানি চ ক্ষীতমধু ৩১১৩৪ ; পূর্ণঃ শুদ্ধো

নিত্যমুক্তো ২১৭৭৫; পূর্ণতা পূর্ণতরতা ২২০৬৬; পূর্বাপরয়োর্মধ্যে ৩৮৭; পৌগণ্ডলীলা চৈতন্য ১১৫১২; প্রকাশিতাখিলগুণঃ ২২০৬৫; প্রকৃতিজড়মশেষং ৩৫১৪; প্রকৃতিভ্যঃ পরং যচ্চ ১১৭১১০; প্রথাতদৈবপরমার্থবিদাং ১৩১৬; প্রণতভারবিটপা ২৮৫৩; ২২৪১৭৭; প্রণয়রশনয়া ধৃত্যভিষ্পন্নঃ ২২৫১২৪; প্রতাপী কীর্তিমান্ ২২৩২২; প্রতীদৃশমিব নৈকধার্ক ১২৮; প্রত্যগ্রহীদগ্রজশাসনং ২১০১৪; প্রত্যাশ্রয়ানিরুদ্ধায় ২২০৫২; প্রধানপরব্যো-
ম্মোরস্তরে ২২১২৩; প্রবর্ততে যত্র রজস্তম ২২০৬৬; প্রবহতি রসপুষ্টিং ২৮৪৪; প্রবিষ্টাচ্চ প্রবিষ্টানি ১১২২৫; ২২৫১২৩; প্রবিষ্টেন গৃহীতানাং ১১১৩৩; প্রমদরসতরঙ্গম্বের ৩১৪৬; প্রয়োজনক্ৰান্তবতাবে ১৪৪৮; প্রলপ্য
মুখসংঘর্ষী ৩১২১১; প্রলাপো ব্যাধিরুদ্ভাদো ৩১৪৪; প্রশমেন মোক্ষাভিসন্ধিঃ ১১১৩৮; প্রশমায় প্রসাদায় ৩১৫১১; প্রসভং নর্ত্যতে চিত্রং ১৮১১; প্রসাদং লেভিরে গোপী ২৮১১৬; প্রহষ্টরোমা ভগবৎকথায় ৩১২১৪; প্রাণিনামূপ-
কারায় ১২১৪; প্রাণৈরর্থৈর্ধিয়া ১২১৩; প্রাণোপহারাক্ষ ২২২১২৬; প্রাপ্তপ্রণষ্টাচ্যুতবিত্ত ৩১৪১৩; প্রাপ্তমগ্নং জ্ঞাতং ২৬১৭; প্রাপ্তমাত্রোণ ভোক্তব্যং ২৬১৬; প্রায়েণাত্মসমং শক্ত্যা ১১১৩৫; প্রায়ো অমী মূনিগণা ২২৪৬১; প্রায়ো
বতাস ২২৪৬০; প্রায়ো মায়ান্ত মে ভর্তৃঃ ১৫১১২; প্রিয়ঃ সোহয়ং কৃষ্ণঃ ২১১৭; ৩১১৮; ৩১১১৩; প্রিয়প্রোমোদ-
সোল্লসিত ২২৪১১; প্রিয়স্বরূপে দয়িত ২১২১১৩; প্রিয়েণ সংপ্রথা ৩১০১২; প্রীতিং বো জনয়ন্ ৩১৫১৫; প্রেম-
চ্ছেদরুজোহবগচ্ছতি ২২১২; প্রেমনাম-প্রদানৈশ্চ ১১৭১২; প্রেমমৈত্রীকূপোপেক্ষা ২২২১৩১; প্রেমাস্তরঙ্গভূতানি
২২৩৪৫; প্রেমালপৈর্দুর্ভূতর ২১২১১২; প্রেমা সুন্দরি নন্দনন্দনপরো ২২১৭; ৩১২৬; প্রেমাস্মিন্ বত বাধিকেব
২১৮১৩; প্রেমৈব গোপরামাণাং ১৪১২৫; ২৮৪৬; প্রেমোদভাবিতহর্ষেণো ৩২০১১; প্রেমোন্নত্যাং সহোন্নত্যান্
২১৭১১; প্রোচরন্তঃকরণকুহরে ৩৩৪; প্রৌঢ়প্রকোহধিকারী ২২২১২৭; প্রৌঢ়ানন্দচমৎকার ২২৩৪৭১।

ফ

ফ

ফ

ফ

ফলেন ফলকারণম্ ৩২১২।

ব

ব

ব

ব

বক্তৃং ব্রজেশহৃতয়োঃ ১৪১২৩; বজ্রাদপি কঠোরানি ২৭১২; বদন্তি তত্তত্ত্ববিদঃ ১২১৪; ১২১১২; ২২০১২১; ২২৪১২২; ২২৪১২৫; ২২৫১২৭; বদাত্তো ধার্মিকঃ ২২৩১২৭; বনলতাতরব আশ্রয়নি ২৮৫৩; ২২৪১৭৭; বন্দে
গুরুনীশভক্তান্ ১১১১; বন্দে চৈতন্যকৃষ্ণ ১১৪১২; বন্দে চৈতন্যদেবং তং ১৮১১; বন্দে তং কৃষ্ণচৈতন্যং ৩১২১১; বন্দে তং শ্রীমদ্বৈতাচার্য্যং ১৬১১; বন্দেহনস্তাদভূতৈশ্বর্য্যং শ্রীচৈতন্য ২২০১১; বন্দেহনস্তাদভূতৈশ্বর্য্যং শ্রীনিত্যানন্দ
১৫১১; বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যং কৃষ্ণভাবা ৩১৬১১; বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যং ভক্তানুগ্রহ ৩১০১১; বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবং
২২২১১; বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনিত্যানন্দো ১১১২; ২১১২; বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-প্রেমামর ১১০১২; বন্দে স্বৈরাঙ্কুতেহং
তং ১১৭১১; বন্দেহং শ্রীগুরোঃ ৩২১১; ৩৩১১; বয়ং নেতুং যুক্তাঃ ৩১১৩০; বয়ঃ কৈশোরকং ২১২১১০; বয়স্ত ন বিভূপায় ২২৫১৪২; বয়মিব সখি কচিদ্ ২২৩১২১; বয়সো বিবিধেহপি ২২০৬৩; বয়ং ছতবহুজ্ঞানা
২২২১৪২; বরীয়ান্ ঈশ্বরচেতি ২২৩৩০; বর্ণয়ন্তি মহাত্মানঃ ১২১১৫; বর্ণাশ্রমাচারবতা ২৮১৪; বলবানিস্ত্রিয়-
গ্রামো ৩২১২; বলাদক্কো লক্ষ্মীঃ ৩১৪৪; বলিং হরন্তি ২২১১৭; বহিঃ ক্রোধো ২১৪১১২; বহিন্ সিংহো হৃদয়ে
৩১৬৬; বহিঃ সীতাং সমানীয় ২২১১৭; বহনা কিং গুণান্তত্যাঃ ২২৩৪৩; বংশীং কুটুমলিতে ৩১৪১১; বংশীধারী
জগন্নারী ২১৭১১৪; বংশীবিলাস্তাননলোকনং ২২১৬; বাগ্ভিত্তবস্তো মনসা ২২৩১১১; বাচালং বালিশং ৩৫১২; বাচা
সুচিতশরীরী ১৪১১৬; ২৮১৪২; বাচোদিতং তদনৃতং ৩৪১৬; বাচোহভিধায়িনী ১৬১৫; বাবদুকঃ স্থপাণ্ডিতাঃ
২২৩১২৫; বামস্তামরসাক্ষ ২১৮১৬; বাল্যপ্রশস্তভাগন্ত ২১২১১৬; বালোহপি কুরুতে শাস্ত্রং ১৪১১১; বাম্প-
ব্যাকুলিতাকুণা ২১৪১৭; বাহুং প্রিয়াংস উপধায় ৩১৫১৭; বিকচকমলনেত্রে ৩৫১৪; বিকর্ম যচ্ছোৎপতিতং
২২২১৬৩; বিক্রীড়িতং ব্রজবধুভি ৩৫১৩; বিক্রীণিতে স্বমাত্মনং ১৩১১২; বিচারযোগে সতি হস্ত ২৬১৮; বিচ্ছেদাব-
গ্রহস্থান ২১০১১; বিচ্ছেদেহস্মিন্ ২২১১; বিদম্ভচতুরো ২২৩১২৬; বিদম্ভো নবতাকুণ্যঃ ২৮১৪১; বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে

৩৪১৭; বিদ্যারম্ভস্থাপাণি ১১৫১২; বিদ্যাসৌন্দর্য্যসম্বন্ধে ১১৭১২; বিধুরেতি দিবা ৩১৪৫; বিনাচ্যুতাদ্ বস্তুতরং ২২৫১৫; বিনির্ধ্যাসঃ প্রেমঃ ১৪১৬; বিনীতা করুণাপূর্ণা ২২৩৪১; বিদ্যাসভঙ্গিরঙ্গানং ২১৪১১০; বিদ্যাদ্বি-
ষড়্গুণযুতাদ্ ২২০১৪; ৩৪১৫; ৩১৬৩; বিবিধানভূতভাষাবিৎ ২২৩২৫; বিভূতিমায়িকী সর্মা ২২১১১৫;
বিভুরতিস্থরূপঃ ২১৮৪৪ বিভূরপি কলয়ন্ ১৪১১২; বিমোহিতা বিকথন্তে ২২২১১১; বিরাজন্তীমভিব্যক্তং
২২২১৬৭; বিরাট্ হিরণ্যগর্ভস্ত ১২১১০; বিলজ্জমানয়া যন্ত ২২২১১১; বিশ্বমেকাত্মকং পশুন্ ৩৮১৬; বিশ্বং পুরুষ-
রূপেণ ২২০১৪৭; ২২১১২; বিশ্বমামহুর্জনেন ১৪১৪৩; ২১৮৩২; বিষ্টভ্যাহমিদং কুংস্র ১২১৭; ২২০১২৪; ২২০১৬২;
বিষ্ণুভক্তঃ স্মৃতো দৈবঃ ১৩১১৮; বিষ্ণু র্মহান্ স ইহ ১৫১৮; ২২০১৩২; ২২১১১০; বিষ্ণুরাধাতে পশ্য ২১৮৪;
বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ১৭১৭; ২৬১১০; ২১৮৩৬; ২২০১২; ২২৪১৮৮; বিষ্ণোহু' বীর্ধ্যগণনাং ২২৪১৬; বিষ্ণোস্ত
ত্রীণি রূপাণি ১৫১১০; ২২০১৩১; বিস্ময়তি হৃদয়ং ন ২২৫১২৪; বিস্মাপনং স্বস্ত চ ২২১১১৮; বিস্মৃতে বিপরীতং
স্তাৎ ২১৪১১; বিহারস্বরদীর্ঘিকা মম ৩১৫৪; বিহারী গোপনারীভিঃ ২১৭১১৪; বীক্ষ্যলকাবৃতমুখং ২২৪১১৩;
৩১৫১২; বৃন্দাবনরমণীনাং ৩১৬১৭; বৃন্দাবনং দিব্যলতাপরিতং ৩১৩৪; বৃন্দাবনং পরিতাজ্য ৩১৬৬; বৃন্দাবনাং
পুনঃ প্রাপ্তং ৩৪১১; বৃন্দাবনীয়াং রসকেলিবার্তাং ২১২১১; বৃন্দাবনে ব্রজধনং ২১৪১১৫; বৃন্দাবনে স্থিরচরান্ ২১৮১১;
বৃষভং ভদ্রসেনস্ত ২১২১৩৩; বৃষায়মাণৌ নন্দস্তৌ ১৫১১৭; বৃহত্তাদ্ বৃহৎস্মাক ২২৪১২১; বেদাঙ্গবেদজনিতে ২২১১১৩;
বেণীমুজো হু মম ২২১১১; বৈকারিকস্তৈজসস্ত ২২০১৪৪; বৈশ্বণ্যকীটকলিতঃ ৩৫১১; বৈরাগ্যবিদ্যা নিজ্জভক্তি
২৬১২০; বৈষ্ণবীকৃত্য সন্ন্যাসিমুখান্ ২২৫১১; বাতন্তুত রূপয়া ২১৭১৭; ২২৪১১২; ব্যামোহায় চরাচরস্ত ২২০১১৫;
ব্রজজনান্ধিহ্ন বীর ১৬৬৮; ব্রজস্বামীতুল্য প্রমদ ৩১৪১৭; ব্রজবাসদৃশাং ন ৩১৫২; ব্রজাতুলকুলাঙ্গনে ৩১৬১১০;
ব্রহ্মবন্ধুরিতি ১১৭১৬; ২১৭১৪; ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ২১৮৮; ২২৪১৪১; ২২৫১৪৩; ব্রহ্মাখ্যং ধাম তে ১২৬৬;
ব্রহ্মা ভবোহমপি ১৫১২০; ২২০১৪২; ব্রহ্মা য এব ২২০১৪১; ব্রহ্মেতি পরমাশ্চেতি ১২১৪; ১২১১২; ২২০১২১;
২২৪১২২; ২২৪১২৫; ২২৫১২৭; ক্রহি যোগেশ্বরে কৃষ্ণে ২২৪১২১।

ভ

ভ

ভ

ভ

ভক্তানামুদগাদনর্গল ৩১১১২; ভক্তাঃ শ্রবণেব্রজনাঃ ২২৩১১১; ভক্তাবতারং ভক্তাখ্যং ১১১১৪; ১৭১২;
ভক্তাবতারমীশং তং ১১১১৩; ১৬৬৩; ভক্তানাং হৃদি রাজস্টি ২২৩৪৬; ভক্তিং পরাং ভগবতি ৩৫৬৩; ভক্তিঃ
পুনাতি মন্দিরা ২২০১১৪; ২২৫১৩০; ভক্তিরিত্যুচ্যতে ভীষ্ম ২২৩৪৪; ভক্তির্নির্ধৃতদোষাণাং ২২৩৪৪৪; ভক্ত্যা ভাগবতং
গ্রাহ্যং ২২৪১২০; ভক্ত্যা সঙ্গাতয়া ভক্ত্যা ২২৫১৩৩; ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ ২২০১১৪; ২২৫১৩০; ভগবৎসঙ্গিসঙ্গস্ত
২২২১২২; ভগবদুভক্তিহীনস্ত ২১২১৭; ভগবানেক আসেদমগ্রো ২২৫১২৮; ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়াঃ ১৪১৪;
ভজ সখে ভবৎকিঙ্করীঃ ১৬৬৮; ভজে যেষাং প্রসাদেন ৩৭১১; ভবদ্বিধা ভাগবতাঃ ১১১৩১; ২১০১২; ২২০১২;
ভবন্তমেবামুচয়ন্ ২১১১২; ২১৮১৩৩; ভবান্নিদ্দগ্ধজনতা ২১৬১১; ভবাপবর্গো ভ্রমতো ২২২১১৭; ২২২১৩৬; ভয়ং
দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ ২২০১১১; ২২৪১৪৪; ২২৫১৩২; ভর্তৃমিথঃ স্মৃশসঃ ২২৪১২৭; ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ
২১২১১৬; ভাবঃ স এব সাদ্রাস্ত্রা ২২৩৩; ভাবান্ যথাস্থকলেষু ২২০১৪১; ভিক্ষামটরমিপুরে ২২৩১১৩; ভুক্তি-
মুক্তিস্পৃহা যাবৎ ২১২১২৬; ভুক্তিতে স্বয়ং যদবশিষ্টরসং ৩১৬১১১; ভূতানি ভগবত্যাশ্র ২১৮৫২; ২২২১৩০; ২২৫১২৫;
ভূতান্ত পশুতি গুরুনপি ৩১১১২; ভেজে সর্ববপুর্হিষা ২২৫১১২; ভ্রমাভা কাপি বৈচিত্রী ৩১৪১২।

ম

ম

ম

ম

মঙ্গলাচরণং কৃষ্ণ ১৪১৪৮; মঙ্গলাচরিতৈর্দগানৈঃ ১৬৬৬; মণিধ্বাভিভাগেন ২২১১৫; মৎকথাশ্রবণাদৌ
২২২১৩; ২২২১২৫; মন্তুল্যো নাস্তি পাপাত্মা ২১১১০; মৎসর্গপদান্তোজৌ ১১১১৫; ২১৩৩; ৩১৩৩;
মৎস্তাশ্বকচ্ছপবরাহ ২২০১৪০; মৎসেবয়া প্রতীতং তে ১৪১৩৭; ২২৪১৬৬; মদকলচলভূদী ৩১৪৬৬; মদন্তুস্তে ন

জানন্তি ১১১০০; মদর্থেষ্মচেষ্টা চ ১১১১৬; মদেকবর্জ্ঞঃ রূপমিচ্ছাতি ১১১১২; মদেন্দুবরচন্দনাঙ্কুর ৩১২১৬;
 মদগুণশ্রুতিমাত্রণ ১১১৩৪; ১১২১২২; মদভক্তপূজাভাধিকা ১১১১৫; মদভক্তানাং যে ভক্তা ১১১১৪; মধুগন্ধি
 মধুশ্রুতি ১১২১২২; ১১২৩১৭; মধুরং মধুরং বপুশ্চ ১১২১২২; ১১২৩১৭; মধুর মধুরম্মেরাকারে ৩১৭১৪; মধুরেয়ং
 নববয়া ১১২৩৩২; মধো রমণীনাং হৈমানাং ১১২৩৩; মনসো বপুসো বাচো ১১২১৬; ১১২১১৬; মনসো বৃত্তয়ো
 নঃ স্থাঃ ১১৬৫; মনোগতিরবিচ্ছিন্না ১১১৩৪; ১১২১২২; মনস্তরেশানুকথা ১১২১৫; মন্যনা ভব মদভক্তো ১১২২২৪;
 মন্যাহত্যাং মৎসপর্ধ্যাং ১১১৩২; মন্ত্রে মদর্পিতমনো ১১২০১৪; ৩১৪৫; ৩১৬৩; মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ৩১২০১৬;
 মম বস্তুভূবর্ত্তন্তে ১১৪১২; ১১৪২৮; ১১৮২১; ময়াভূমোদিতঃ সোহসৌ ১১৪১৪; ময়া পরোক্ষং ভজতা ১১৪২৭;
 ময়ি ভক্তির্হি ভূতানাং ১১৪৩; ১১৮২০; ১১১৩৮; ময়ূরদলভূষিতঃ ৩১৫১৮; ময়ৈব বিহিতং দেবি ১১৬১৪;
 ময়্যর্পিতমনোবুদ্ধি ১১২৩৫১; মর্ত্তো যদা তাক্তসমস্ত ১১২২৪২; ৩১৪৪২; মহতা হি প্রযত্নেন ১১৫১৭; মহত্বং
 গঙ্গায়াঃ ১১৬৩; মহদ্বিচলনং নৃণাং ১১৮৩; মহৎসেবাং দ্বারমাহর্ষিমুক্তে ১১২২৩৫; মহাস্তন্ত্রে সমচিত্তাঃ ১১২২৩৫;
 মহাবিশ্ব জগৎকর্ত্তা ১১১১২; ১১৬২; মহাভাবস্বরূপেয়ং ১১৪১১; ১১৮৩৮; মহাসম্পদাবাদপি ৩১৬৮; মহীয়স্যাং
 পাদরজো ১১২২২১; ১১২৫১৬; মহেন্দ্রমণিমণ্ডলীভূতি ৩১৪৩; মাং গোপয় যেন স্ত্রাং ১১৬১৩; মাত্ৰা স্বশ্রা
 হুহিতা ৩১২২; মা দ্রাক্ষীঃ ক্ষীণপুণ্যান্ ১১২২৪৩; মাধবশ্চ কুরুতে ১১৪১৩; মানং তনোতি সহগোগণয়ো
 ১১৮৫; ৩১৪৬; মাং বিধন্তেহভিধন্তে ১১২০১৭; মামেব যে প্রপত্তন্তে ১১২০১২; ১১২১৭; ১১২৪৪৫; মামেবৈষ্যসি
 সতাংতে ১১২২২৪; মায়াং মদীয়ামুদগৃহ ১১৬৭; মায়াভীতে ব্যাপি ১১১৮; ১১৫৩; মায়াবলেন ভবতাপি
 ১১৩১৭; ৩৩৮; মায়াবাদমসচ্ছাত্তং ১১৬১৪; মায়াভর্ত্তাজাওসজ্জাশ্রয়াজ ১১১২; মায়াশ্রিতানাং নরদারকণ
 ১১৮১৪; মারঃ স্বয়ং হু ১১২১১১; মালত্যাংশি বঃ কচ্চিন্ ৩১৫১৫; মালাকারঃ স্বয়ং কৃষ্ণঃ ১১২১২; মিতঞ্চ সারঞ্চ
 ১১১৩২; মিত্রাগীবাজিতাবাস ১১৭১৩; মুকুন্দলিঙ্গালয়দর্শনে দিশৌ ১১২২৬০; মুক্তা অপি লীলয়া ১১২৪৩৩;
 ১১২৪৪২; ১১২৫৪৪; মুক্তির্হি ত্যাগথারূপং; ১১২৪৪৩; মুখবাহুরূপাদেভ্যঃ ১১২২৮; ১১২২৫২; ১১২৪৪৮; মুনয়ো
 বাতবসনা ১১২৬; মুম্বকো ঘোররূপান্ ১১২৪৩৭; মুরভিদি তদ্বিপরীতং ১১৬৬; মুহুরূপচিত্তবক্রিমাপ ১১৪১২;
 মুকং করোতি বাচালং ১১৭১৪; মৈবং মমাধমস্যাপি ১১২২১৬; ম্রিয়মাণো হরেন্নাম ৩৩৫; ৩৩১১।”

য

য

য

য

যঃ কোমাহরঃ ১১১৬; ১১৩৬; ৩১১৭; যঃ প্রাগেব প্রিয়গুণগণৈঃ ১১২১২২; যঃ শাস্ত্রাদিশনিপুণঃ
 ১১২২২৮; যঃ শম্ভুতামপি তথা ১১২০৪৩; যঃ সর্বলোকৈকমনোভি ৩৩৫; য এষাং পুরুষং সাক্ষাৎ ১১২২২;
 ১১২২৫৩; যচ্চ ব্রহ্মন্তানিমিষান্ ১১২৪২৭; যচ্চাবহাসার্থমসং ১১২১২২; যচ্ছক্তয়ো বদতাং ১১৬৬; যচ্ছৃতাং রসজ্ঞানাং
 ১১২৫৪২; যজন্তি ত্বয়্যাস্তাং বৈ ১১২০২৬; যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ণনপ্রায়ৈঃ ১৩১০; ১১৬৪; ১১১১১০; ১১২০৫৩;
 ৩১০২; যৎ করোষি যদশাসি ১১৮৫; যৎরূপা তমহং বন্দে কৃষ্ণচৈতন্য ৩১১১; যৎরূপা তমহং বন্দে পরমানন্দ
 ১১৭১৪; যন্তপশ্চসি কৌন্তেয় ১১৮৫; যন্তে স্জাত ১১৪২৬; ১১৮৪৭; ১১৮১৭; ৩১৭২; যত্নান্তরে তথাপাদ
 ১১২৪১২; যৎপাদকল্পতরুপলব ১১১২৭; যৎপাদসেবাভিকৃতি ১১২৪৮১; যত্র নিত্যতয়া সর্বৈ ১১২৩২২; যত্র
 নৈসর্গদুর্ভেদাঃ ১১৭১৩; যত্র সঙ্কীর্ণনেনৈব ১১২০৫৭; যত্র স্বল্পোহপি সম্বন্ধঃ ১১২২৫৭; ১১২৪৭১; যত্রায়মারোপিত
 ৩৩৫; যত্রোপগীয়তে নিত্যং ১১১১৮; যথায়িঃ হুসম্বন্ধার্চিঃ ১১২৪১৮; যথা তথা বা বিদধাতু ৩১২০১০; যথা
 তরোমূলনিষেচনেন ১১২২২৬; যথাবিদ্যাসিনঃ কুল্যাঃ ১১২০৩০; যথা মহাস্তি ভূতানি ১১১২৫; ১১২৫২৩ যথা
 রাধা প্রিয়া বিষ্ণোঃ ১১৪৪০; ১১৮২৪; ১১৮২২; যথাহে মনসঃ ক্ষোভঃ ১১১১৩; যথোত্তরমসৌ ১১৪৫; ১১৮১২;
 যদরীণাং প্রিয়াণাং ১১৫৫; যদাপ্নোতি তদাপ্নোতি ১১২০৫৬; যদা যমহুগৃহীতি ১১১১২২; যদা যাতো দৈবান্
 ১১২১৪; যদাহি নেদ্রিয়ার্থেষু ১১২৪৫৪; যদি মে ন দয়িষ্যসে ১১১১১; যদৃচ্ছায়া মৎকথাদৌ ১১২২১২; যদৈষতং
 ব্রহ্মোপনিষদি ১১১৩; ১১২৩; যদ্বাহুয়া শ্রীললনা ১১৮৩৪; ১১২১৭; ১১২৪১৫; যদ্যদাচরতি শ্রেয়ান্ ১৩৪৪;

২১৭১১০ ; যদ্যদ্বিদ্ধিয়া ত উরুগায় ১৩২০ ; যদ্যদ্য বিভূতিমং ২২০১৬১ ; যদ্যদ্যবাস্ত গৌরান্দ ৩১৪১১ ; যন্তদভূতক্রম
২২৪১৬২ ; যন্তচিন্ত্যমহাশক্তৌ ২২৫১১১ ; যন্তো বিহায় গোবিন্দঃ ১৪১১৪ ; ২১৮২৫ ; যন্মামধেয়শ্রবণাহু ২১৬৩৩ ;
২১৮১১০ ; যন্মামশ্রুতিমাত্রেন ২১৮১১২ ; যন্মার্জালীলৌপয়িকং ২২১১১৮ ; যন্মিত্রং পরমানন্দং ২১৬২ ; যবনাঃ স্তম্ভনায়ন্তে
১১৭১১ ; যর্হাষুজাফ ন লভেয় ৩৪৩ ; যশোদা বা মহাভাগা ২১৮১৫ ; ৩৭১৭ ; যস্তাদৃগেব হি ২২০১৪৬ ; যন্ত
নারায়ণং দেবং ২১৮১২ ; ২২৫১১৩ ; যন্তিল্লগোপ ২১৫১৩ ; যন্ত প্রভা প্রভবতঃ ১২১৫ ; ২২০১২২ ; যন্ত প্রসাদা-
দজ্ঞোহপি ১৬১১ ; যন্তাংশঃ শ্রীল গর্ভোদ ১১১১০ ; ১৫১১৫ ; যন্তাংশাংশাংশঃ ১১১১১ ; ১৫১১৬ ; যন্তাংশ শ্রীকৃষ্ণ-
চৈতন্যো ১১১৩২ ; যস্যাপ্তিষ্পদকজরজঃস্রপনং ৩৪৩ ; যস্যাপ্তিষ্পদকজরজোহখিল ১৫১২০ ; ২২০১৪২ ; যস্তাননং
মকরকুণ্ডল ২২১১২০ ; যস্তানুকম্পয়া স্বাপি ১২১১ ; যস্যাবতার জায়ন্তে ২২০১৫৮ ; যস্যাস্তি ভক্তি ভগবত্য ১৮১৫ ;
২২২১৩৩ ; যন্তেচ্ছয়া তৎস্বরূপম্ ১৫১১ ; যন্তেকনিধিসিত ১৫১৮ ; ২২০১৩২ ; ২২১১১০ ; যন্ত্যেকাংশঃ শ্রীপূমান্
১১১১২ ; ১৫১৭ ; যন্তোৎসঙ্গস্থখাশয়া ৩১২২ ; যন্ত্যম্নোদবিজ্ঞতে ২২৩১৫২ ; যন্তৈ দাতুং চোরয়ন্ ২৪১১ ; যা তে
লীলারস ২১১১২ ; যা দুস্ত্যজং স্বজন ৩৭১১২ ; যাবৎ প্রেম্যং মধুরিপু ২১২১২০ ; যাবৎ ক্ষুদ্রস্তি জঠরে ২১৮১০
যাবানহং যথাভাবঃ ১১১২২ ; ২২৫১১২ ; যা মাভজন ১৪১২২ ; ২১৮২২ ; ৩৭১১১ ; যা যা শ্রুতির্জল্লভি ২১৬৮ ;
যুক্ত ইত্যুচ্যতে ৩৪১৮ ; যুক্তঞ্চ সন্তি সর্বত্র ২১৬৭ ; যুক্তস্বপ্নাবোধস্ত ৩৮১৫ ; যুক্তাহারবিহারস্ত ৩৮১৫ ;
যুগপদয়মপূর্বঃ ৩১১৪২ ; যুগায়িতং নিমেষেণ ৩২০১২ ; যে তু ধর্ম্মামৃতমিদং ২২৩১৫৭ ; যে ধ্যায়ন্তি সদোদযুক্তা
২২২১৭২ ; যেন কেনাপি সন্তুষ্টং ৩১০১১ ; যেনাতিব্রজ্য ত্রিগুণান্ ২১২১২৫ ; যেনানীজ্জগতাং চিত্রং ২১৩১১ ;
যেহন্তে চ পাপা ২৪১৬৪ ; ২২৪১৭৮ ; যেহন্তে পরার্থভবকা ৩১৫১৩ ; যেহন্তে হরবিন্দাফ ২২২১১০ ; ২২৪১৪০ ;
২২৪১৪৭ ; ২২৫১৩ ; যে মে ভক্তজনাঃ ২১১১৪ ; যে যথা মাং ১৪১২ ; ১৪১২৮ ; ২১৮২১ ; যেবাং স এবং
ভগবান্ ২১৬১৮ ; যেবাং সংস্রবণং ৩৭১২ ; যেবামহং প্রিয় আত্মা ২২২১৭১ ; যৈর্দৃষ্টং তনুখাং ৩১৭১১ ; যোগারুণ্য
তশ্চৈব ২২৪১৫৩ ; যোগেশ্বরেণ কৃষ্ণেণ ১১১৩৩ ; যোগেশ্বরেণৈব কৃষ্ণে ৩৩৬ ; যোগয়ন্তি পদৈরনৈ ৩১৫০ ;
যোহজ্ঞানমন্তং ২১২১৪ ; যো দুস্ত্যজান্ দারস্থান ২২৩১২২ ; ৩৬১২ ; যো দুস্ত্যজান্ কিত্তিস্ত ২১২২৫ ; যো ন
হৃদয়তি ন দ্বেষ্টি ২২৩১৫৪ ; যোহস্তর্বিহি তনুভূতাং ১১১১২ ; ২২২১৮ ; যো ভবেৎ কোমলশ্রবঃ ২২২১২২ ;
যোষিৎসঙ্গাদ যথা ২২২১৩২ ।

র

র

র

র

রত্নানন্দরূপৈব ২২৩১৪৬ ; রতির্বাসনয়া স্বামী ১৪১৫ ; ২১৮১২ ; রথারুঢ়ম্যারাদধি ২১৩১২ ; রমন্তে যোগি-
নোহনন্তে ২১৩ ; রমাদিকবরাদ্ধনা ৩১৭১৩ ; রসালঙ্কারবৎকাব্যং ১১৬১৫ ; রসেনোৎকৃষ্টতে কৃষ্ণ ২১৬৮ ; ২১৬১৩ ;
রহুগণৈতত্তপসা ন ২২২১২০ ; রক্ষিত্বীতি বিশ্বাসো ২২২১৪৭ ; রাগাত্মিকামনুষ্যতা ২২২১৬৭ ; রাজন্ পতিগুরুবলং
১৮১৩ ; রাঢ়ে ভ্রমন্ ২৩১১ ; রাত্রাবত্র ঐক্ষব ৩৮১৩ ; রাধা কৃষ্ণপ্রণয়-বিকৃতি ১১১৫ ; ১৪১৮ ; রাধামাধায় হৃদয়ে
১৪১৪২ ; ২১৮২৬ ; রাধায়াঃ প্রণয়স্ত হস্ত ১১৭১২ ; রাধায়া ভবতচ্চ ২১৮৪৩ ; রাধাসঙ্গে যদা ভাতি ২১৭১১৫ ; রাম
রাঘব রাম রাঘব ২১৭১৩ ; ২১৬২ ; রাম রামেতি ২১৬৫ ; রামাদি-মূর্তিষু ১৫১২১ ; রাসারক্তবিধৌ ১১৭১২ ; রাসে হরি-
রিহ ৩১৫১১২ ; রাসোৎসবঃ সংপ্রবৃত্তঃ ১১১৩৩ ; রাসোৎসবেহস্ত ভুজদণ্ড ২১৮১১৭ ; ২১৮৫০ ; ২১৬২ ; ৩৭১৫ ; রুচং স্বামা-
বত্রে ১৪১৭ ; ১৪১৪৭ ; রুচিভিচ্চিত্তমাশ্রয়া ২২৩১২ ; রুচিরন্তেজসা যুক্তো ২২৩১২৪ ; রুদ্ধা গুহাঃ ২২৩১৫৮ ; রুদ্ধায়াঃ
পথি মাধবেন ২১৪১৬ ; রুদ্ধমবুভূত ৩১৩১২ ; রূপং দৃশ্যং দৃশ্যমিত্যং ২২৪১১৪ ; রূপং যন্তোদ্ভাতি ১১১৮ ; ১৫১৩ ;
রূপভেদমবাপ্নোতি ২১৬১৫ ; রূপে কংসহরস্ত ১৪১৪৬ ; রেমে জীবন্তকৃষ্ণঃ ১৪১১৫ ; রোদনবিন্দু মকরন্দ ২২৩১১৬ ।

ল

ল

ল

ল

লজ্জাশীলা স্তম্ভ্যাদা ২২৩১৪১ ; লপিতং গৌরচন্দ্রস্ত ৩২০১১ ; লক্ষণং ভক্তির্যোগস্ত ১৪১৩৫ ; ২১৬১২৩ ;
লক্ষ্মীসহস্রশতসম্বন্ধ ১৫১৪ ; লক্ষ্ম্যর্চিতোহথ বাগ্দ্বেদ্যা ১১৬১২ ; লিখ্যতে শ্রীলগৌরেন্দো ৩১৭১১ ; লীলাপ্রেম

শ্রীরাধিকায় ২২৩৩৭; লুঠন ভূমো কাকা ৩১৪৫; লেভে কৃষ্ণার্ণব ৩১৩২; লেভে গতিং ধাক্কাচিতাং ২২২৪৬; লেভে চত্বরতাক ৩১১২; লোকশ্রুতঃ স্মৃতিকাদাম ১১১০; ১৫১৫; লোকোত্তরাণাং চেতাংসি ২১৭২; লৌকিকাহারতঃ স্বং যো ৩৮১; লৌকিকীমপি তামীশ ১১৪২।

শ

শ

শ

শ

শঠেন কেনাপি বয়ং হঠেন ২১০৬; ২২৪৪২; শমো দমো ভগশ্চেতি ২২২৪০; শমো মমিষ্ঠতা বুদ্ধেরিতি ২১২৩৬; শমো মমিষ্ঠতা বুদ্ধেদম ২১২৩৭; শরজ্জ্যাংস্বাসিন্দো ৩১৮১; শব্দভক্তি বিনোদয়া ২১০৩; শাকে সিন্ধু উপসং। ৪; শাখারূপান্ ভক্তগণান্ ১১০২; শাস্ত্রে যুক্তো চ ২২২২৭; শিবঃ শক্তিযুতঃ ২২০৪৪; শীতোষ্ণস্বথদুঃথেষু ২২৩৫৫; শীলং সর্বজনানু ২১৭১২; শুক্লোরক্তস্তথা ১৩৬; ২৬৩; ২২০৪৮; শুচিঃ সদ্ভক্তিদীপ্তায় ২১২৬; শুদ্ধস্ববিশেষাত্মা ২২৩২; শুনি চৈব স্বপাকে চ ৩৪৭; শুভাশুভপরিভাগী ২২৩৫৪; শুক্লং পূর্যসিতং ২৬১৬; শূন্যমিতং জগৎ সর্বং ৩২০২; শেষশ্চ যন্তাংশকলাঃ ১১১৭; ১৫১২; স্বপাকোহপি বুদ্ধেঃ ২১২৬; স্বাদোহপি সত্ত্বঃ ২১৬৩; ২১৮১০; শ্রামমেব পরং রূপং ২১২১০; শ্রদ্ধাদানং মৎপরমা ২২৩৫৭; শ্রদ্ধা বিশেষতঃ ২২২৫৫; শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ ২২১৮; শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং ২১৪২; শ্রবসোঃ কুবলয় ৩১৬৭; শ্রিয়ঃ কান্তাঃ কান্তঃ ২১৪১৪; শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-শরীরধারী ২৬২০; শ্রীকৃষ্ণরূপাদিনিবেষণং ২২৩০; শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরং ধাম ১১২১৬; ২২০১৮; শ্রীগুণ্ডিচামন্দিরমাশ্র ২১২১১; শ্রীগোপালঃ প্রাহুরাসীৎ ২৪১১; শ্রীচৈতন্যং লিখামাস্ত ২২১১; শ্রীচৈতন্যং লিখ্যতেহস্ত ১৭১১; শ্রীচৈতন্যরূপাতিরেক ৩৬৪; শ্রীচৈতন্যপদাঙ্কোজ ১১০১; শ্রীচৈতন্যপ্রভুং বন্দে বালোহপি ১২১১; শ্রীচৈতন্যপ্রভুং বন্দে যৎপাদা ১৩১; শ্রীচৈতন্যপ্রসাদেন ১৪১১; শ্রীচৈতন্যমরতরোঃ ১১২২; শ্রীবৎসাদিভিরঙ্কশ ১৩৭; ২২০৫১; শ্রীবিষ্ণোঃ শ্রবণে ২২২৫৮; শ্রীভাগবতরক্তানং ২২৩৪৪; শ্রীমদধৈতচন্দ্রস্ত ১১২২; শ্রীমদ্ভাগবতার্থানং ২২২৫৫; শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনিরুতে ১১৩৭; ২২৪৩১; ২২৫৪০; শ্রীমদ্ভাষাশ্রীল ১১১৬; ২১১৪; ৩১৪; শ্রীমদনগোপাল ২২৫৪৮; উপসং। ১২; শ্রীমান্ রাসরসারসী ১১১৭; ২১১৫; ৩১১৫; শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা ১১১৬; ১৪৪৪; শ্রীরাধিকায়ঃ প্রিয়তা ২১৭১৩; শ্রীরাধেব হরেন্দ্রদীপ ২১৮৩; শ্রী গুণান্ ভুবনসুন্দর ২২৪১৪; শ্রী গোপীরসোন্নাসং ৩১৪১; শ্রী নিষ্ঠুরতাং মমেন্দু ৩১২৮; শ্রীতিমপরে স্মৃতিমিতরে ২১২৮; শ্রীতিমাতা পৃষ্ঠা দিশতি ২২২২; শ্রীয়াতাং শ্রীয়াতাং ৩১২১; শ্রীয়াঃস্মৃতিং ভক্তিমুদস্ত ২২২৬; ২২৪৪৬; ২২৫২; শ্রেষ্ঠমধ্যাদিভিঃ সর্বৈঃ ২২০৬৪; শ্রোতব্যঃ কীর্তিতব্যশ্চ ২২২৫১।

ষ

ষ

ষ

ষ

ষড়ৈশ্বর্যৈঃ পূর্ণো য ১১৩০; ১২৩১।

স

স

স

স

সংগৃহাত্যাকরত্নাতাং ১৩১; সংসাররূপপতিতো ২১৮; ২১৩৭; সংসারেহস্মিন্ কৃণার্দোহপি ২২২৩৭; সংস্থিতামপি যমুর্জিৎ ৩১১১; স এব ধৈর্যমাপ্নোতি ২২৪৬৭; স এব ভক্তিয়োগাখ্য ২১২২৫; স কৃদেব প্রপন্নো ২২২১২; সখি মুরলি বিশাল ৩১৩৮; সখি স্থিরকুলাঙ্গনা ৩১৪৩; সখেতি যদ্বা প্রসভং ২১২২৮; সখ্যঃ শ্রীরাধিকায় ২৮৪৫; সখ্যোপেতাগ্রহীৎ ১৬১২; সক্তিদানন্দসাম্রাজ্যঃ ২২৩৩৩; স জহাতি মতিং লোকে ২১১১২; স জীয়াৎ কৃষ্ণচৈতন্যঃ ২১৩১; স কবন্ত চ কর্তা শ্রাম ১৩৩; স কৰ্ষণঃ কারণতোয়শায়ী ১১১৭; ১৫১২; স কবীরকরণং হর্ষাৎ ২১৪৫; স ক্রমো বিদিতঃ সাধ্যাঃ ১১৪৪; স ক্রং ন কুর্ধ্যাচ্ছোচ্যে ২২২৪১; স ক্রীতপ্রসরাভিজ্ঞা ২২৩৪০; স কণাধ্য রামাভিধ ২৮১; স কণাধ্য রূপে ব্যক্তনোং ২১২১; সংসক্কাখ্যেন ২২৪৩৮; সংসক্কাখ্যুক্তঃ সঙ্কো ২২৪৩০; সংসক্কাখ্যোহি ২২২১৭; ২২২৩৬; সত্যং প্রসক্কাখ্যম ১১২২; ২২২৩৮; ২২৩৭; সত্যং বিত্তকং বহুদেব ১৪১০; সত্বে চ তস্মিন্ ১৪১০; সত্যং দিশতীতি ২২২১৪; ২২৪৩২; ২২৪৭৪; সত্যং বদামি তে

পার্থ ১৪৮৩ ; সত্য শৌচং দয়া ২২২৪০ ; সদাশ্বরূপসংপ্রাপ্তঃ ২২৩৩২ ; সদ্ধর্মশ্রাববোধায় ২২০১৭ ; ২২৪৪৫৭ ;
 সৎশতন্তবজনিঃ ৩১৩৩৭ ; সত্ত্বঃ ক্রীণোত্যাহমেধতী ২২৪৮১ ; সনাতনঃ স্বসংস্কৃত্য ২২৫১১ ; সন্ত এবান্ত হিন্দুস্তি
 ১১১২৮ ; সন্তুষ্টঃ সত্যং যোগী ২২৩৫১ ; সন্তুষ্টাংহলৌপা ২১৫১৬ ; সন্তবতারা বহবঃ ১৩০৫ ; ৩৭১৩ ; সন্দর্শনং
 বিয়গিণামথ ২১১১২ ; সন্ন্যাসকৃচ্ছমঃ শান্তঃ ১৩০৮ ; ২৬৫ ; ২১০১৫ ; স প্রসীদতু চৈতন্য ১১৩৩১ ; স বৈ ভগবতঃ
 ২২৫১১২ ; স বৈ মনঃ কৃষ্ণ ২২২৫২ ; সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে ২২৩৫৫ ; সমঃ সর্বেষু ভূতেষু ২৮৮৮ ; ২২৪৪৪১ ;
 ২২৫৪৪৩ ; সমত্বেনৈব বীক্ষেত ২১৮৮২ ; ২২৫১১৩ ; সমস্তাং সন্তাপোদগম ৩১১১৫ ; সময়ে তেন বিধেয়ং ৩১৪৪২ ;
 সমীপে নীলাদ্রে ৩১৪৪৭ ; সমুদ্রা ইব পঞ্চাশৎ ২২৩৩০ ; সমুত্তম বোড়শকলং ১৫১১৩ ; ২১০১৩৪ ; সমগ্ণমস্থগিত-
 স্বাস্তো ২২৩৩৩ ; স যৎ প্রমাণং ১৩০৪ ; ২১৭১১০ ; সরসি সারসহংস ২২৪৪৬৩ ; সরহস্তং তদঙ্গক ১১১২১ ; ২২৫১১৮ ;
 সরূপাণামেকশেষ ২২৪৪৫০ ; ২২৪৪৮৫ ; সর্কগুহ্যতমং ভূয়ঃ ২২২২২৩ ; সর্কগোপীষু সৈবৈকা ১৪৪৪০ ; ২৮২২৪ ;
 ২১৮৮২ ; সর্কথা তৎস্বরূপৈব ১১১৩৪ ; সর্কথৈব দুরূহোহয়ম্ ২২৩৪৮ ; সর্কভূতেষু যঃ পশ্চেদ ২৮৫২ ; ২২২৩০ ;
 ২২৫২২৫ ; সর্কলক্ষ্মীময়ী ১৪৪১৩ ; ২২৩২২৩ ; সর্কসঙ্কল্পসন্ন্যাসী ২২৪৪৫৪ ; সর্কসঙ্কল্পনিবৃত্ত্যাক্তা ১৬১১৩ ; সর্কধর্ম্মানু
 পরিত্যজ্য ২৮৮৭ ; ২৮২২২ ; ২২২৪৪৪ ; সর্কবেদান্তসারং হি ২২৫১৩৮ ; সর্কবেদেতিহাসান্য ২২৫১৩৭ ; সর্কসদ-
 গুণপূর্ণাং তাং ১১৩৩২ ; সর্কান্বনা যঃ শরণং ২২২২৬২ ; সর্কাত্ততমংকারি ২২৩৩৫ ; সর্কানু দদাতি স্বহৃদো
 ২২২৪৫ ; সর্কারন্ত-পরিত্যাগী ২২৩৫৩ ; সর্কৈ বিধিনিষেধাঃ ২২২৫৪ ; সর্কোপাধিবিনিমুক্তং ২১২২২০ ;
 স লুক্কিততম ৩১৪৮ ; স শুশ্রুবানু মাতরি ২১০১৪ ; স শ্রীচৈতন্যদেবো ২১১১ ; স সর্কদুগুণপ্রভা ২২০১৫ ; সহচরি
 নিরাতঙ্কঃ ৩১৫৩ ; সহ স্থালিকুলে ৩১৫৪ ; সহসং গায়ন্তি ২১৩৩২ ; সহস্রনামভি স্থলাং ২২৫ ; সহস্রনামাং পুণ্যানাং
 ২২৬ ; সহস্রপত্রং কমলং ২২০৩২ ; সহায়ী গুরবঃ ১৪৮৩ ; সা চৈবাম্মি তথাপি ২১৬ ; ২১৩৬ ; ৩১৭ ;
 সা জয়তি নিষ্কটার্থী ৩১৫১ ; সাইত্তৎ সাবধূতং ৩২১ ; ৩৩১ ; সাধকানাময়ং প্রেমঃ ২২৩৬ ; সাধনোঘৈরনাসর্কৈ
 ২২৪৪৫৮ ; সাধবো হৃদয়ং ১১৩০ ; সার্কভোমঃ সর্কভূমা ২৬১ ; সার্কভোমগৃহে ভুঞ্জন্ ২১৫১১ ; সালোক্যসাষ্টি
 ১৪৮৬ ; ২৬২৩ ; ২২২২৪ ; ২১২২৪ ; ৩৩১২ ; সিক্তায়াং কৃষ্ণলীলায়ত ২৮৪৫ ; সিক্তাং নন্দদধায়ত ৩৪৪ ;
 সিদ্ধলোকস্ত তমসঃ ১৫১৬ ; সিদ্ধা ব্রহ্মস্থে ১৫১৬ ; সিদ্ধান্ততত্ত্বভেদেপি ২২৮ ; ২২১৩ ; সিদ্ধান্তে পুনরেক
 ২২০১৫ ; সিষেব আশ্রয়বরু ২১৪৩ ; সীতয়া রাধিতো বহিঃ ২২১৬ ; স্বকুমার ভবেদযত্র ২১৪১০ ; স্থানি
 গোম্পদায়ন্তে ১৭৫ ; ২২৪২ ; ৩৩১৩ ; স্থাী ভক্তস্বয়ং ২২৩২৮ ; স্থগচ্ছো মাকন্দ ৩১৩৩ ; স্বজনশ্চেব যেষাং বৈ
 ১২৫ ; স্বহৃদভঃ প্রশান্তাত্মা ২১২১২ ; ২২৫১৪ ; স্বধাজ্জিহিবল্লিকা ৩১৬১০ ; স্বধাংসুহরিচন্দনোৎ ৩১৫১০ ;
 স্বধানাং চান্দ্রীণামপি ৩১১৫ ; স্ববর্ণবর্ণোহেমাঙ্গঃ ১৩০৮ ; ২৬৫ ; ২১০১৫ ; স্ববিলাসা মহাভাব ২২৩৪২ ;
 স্বমনোহর্ষণমাত্রেণ ১১৫১১ ; স্বরতবর্দ্ধনং শোক ৩১৬২ ; স্বররিপুহৃদশামু ৩১৪৭ ; স্বরেশানাং হৃগং গতিঃ ১৪৬ ;
 স্বত্কেষ্ট কোকিলগণা ২২৪৬২ ; স্বর্ঘ্যেহস্থাসিতপঞ্চম্যাং উপসং ১৪ ; স্বস্মাণামপাহং জীবঃ ২১২১৭ ; স্বজামি
 তন্নিযুক্তোহহং ২২০৪৭ ; ২২১২ ; সেবা সাধকরূপেণ ২২২৬২ ; সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদো ২১৭৬ ; সেয়ং
 সাধনসাহস্রৈঃ ১৮২ ; সোহপি কৈশোরকবয়ঃ ১৪১৫ ; সোহয়ং বসন্তসময়ঃ ৩১১৮ ; সৌখ্যং চান্তা মদহুবতঃ
 ১১৬ ; ১৪৪ সৌন্দর্য্যং ললনালি ২১৭১২ ; সৌন্দর্য্যায়তসিদ্ধুভঙ্গ ৩১৫২ ; সৌরভায়তসংপ্রবৃত্ত ৩১৫২ ;
 স্তনস্তবকসঙ্করন ১৪৩১ ; স্তনাধরাদিগ্রহণে ২১৪১২ ; স্ত্রিয় উরগেজ্জভোগ ২৮৪৮ ; ২২১০ ; স্তোত্রং যত্র
 তচ্ছতাং ৩১২৭ ; স্থানস্থিতাঃ প্রতিগতাং ২৮২ ; স্থানাভিলাষী তপসি ২২২১৫ ; ২২৪৮২ ; স্থিরচরবৃজিনয়ঃ
 ২১৩৪ ; স্থিরো দান্তঃ ২২৩২৭ ; স্বকীয়শ্র প্রাণার্কদ ৩১২৫ ; স্বকুপাযষ্টি দানেন ৩১২ ; স্বচিন্তবচ্ছীতলমুচ্ছলক
 ২১২১১ ; স্বচ্ছন্দঃ ব্রহ্মস্বরূপিণি ১৪৪৩ ; ২৮৩২ ; স্বজাতীয়াশয়ে শিখে ২২২৫৬ ; স্বনিগমমপহায় ২১৬২ ;
 স্বপাদমূল ভজতঃ ২২২৬৩ ; স্বপ্রেমসম্পৎস্বয়য়া ২১২৪ ; স্বয়ং বিধন্তে ভজতাং ২২২১৪ ; ২২৪৩২ ; ২২৪৭৪ ;
 স্বয়ং বিশ্রাময়ত্যাং ১৫১৮ ; স্বয়ংসাম্যাতিশয় ২২১৭ ; স্বরিতজিতঃ ২২৪৮ ; স্বরূপমত্তাকারং যৎ ১১৩৫ ;
 স্বর্গাপগাহেময়গালিনী ৩১১০ ; স্বর্গাপবর্গনয়কেষপি ২২২৬ ; ২১২৩৮ ; স্বস্থনিভূতচেতা ২১৭৭ ; ২২৪১২ ;

স্বা কাষ্ঠামধুনোপেতে ২১২৪১১; স্বাগমৈ: কল্লিতৈ ২১৬১৩; স্বাবিভাসংবৃত্তো জীব: ২১১৮৮; ৩৫৮; স্ববস্ত:
স্বায়ত্ত্ব ২১২৫১৩৩; স্বৰ্গব্য: সততং বিষ্ণু: ২১২১৫৪; স্মিতালোক: শোকং ১৩১১২; স্মেরাং ভঙ্গীভয় ১৫১২২,
স্বাদ্বপু: স্বন্দরমপি ১১৬১৫; স্রজং ন কাচিদ্বিজহৌ ৩১০১২।

হ

হ

হ

হ

হস্তায়মদ্রিবলা ২১৮১৫; ৩১৪১৬; হস্তি শ্ৰেয়াংসি ২১৫১৮; ২১২৫১১৫; হয়গ্রীবো মহাক্রোড়ো ২১২০১২২;
হরয়ে নম: কৃষ্ণ ২১২৫১১০; হরাবভক্তস্ত কুতো ১৮১৫; ২১২২১৩৩; হরি: পুরটস্থন্দর ১১১১৪; ১৩১২; ১৩১১৬;
হরি: পূৰ্ণতম: ২১২০১৬৪; হরিণা চাখদেয়েতি ২১২৪১৫৮; হরিগ্ৰনিকবাটিকা ৩১৫১১০; হরির্হি নিগুণ: সাক্ষাৎ
২১২০১৪৫; হরিভক্তিং গ্রাহয়ামি ১৩১১৫; হরিভক্তৌ প্রবৃত্তা যে ২১২২১৬৫; ২১২৪১৮৩; হরিমুদিশতে রজোভর:
৩১১৫২; হরিমুপাসত তে ২১২৪১৬৩; হরিরেষ ন চেদবাতরিয়ান্ ১৪১১৭; হরেণ্ডণাক্ষিপ্তমতি ২১২৪১৩৫; হরেনাম
হরেনাম ১১৭১৩; ১১৭১৩; ২১৬১২; হরৌ রতিং বহ্নেবো ২১২৩১৩৩; হৰ্ষামৰ্ধভয়োদ্বৈগৈ ২১২৩৫২; হস্তাত্মা
বোদিতি ১১৭১৪; ২১২২০; ২১২৩২০; ২১২৫১৩৪; ৩৩১২; হা নাথ রমণ ১৬১১০; হিমা দূরে পথি ৩১৩১২;
হিমা সারান্ সারভূত: ১১২১১; হরিণ্যকশিপোর্বক: ৩১৬১৫; হিরণ্যকেশস্তম্বায়া ২১২০১৫০; হীনার্থাধিকসাধকে
২১২৩১১৪; হৃদবাগ্ৰপুন্ডি ২১৬১২২; ৩১২১২; হৃদয়ং স্বদলোককাতরং ২১৪১২; ৩১৮১২; হৃদি যন্ত প্রেরণয়া ২১২৩১১৪;
৩১১৫৬; হৃদীকেশ হৃদীকেশ ২১২৩১২০; হৃদীকেশে হৃদীকানি ২১২৪১৬৭; হে দেব হে দয়িত ২১২১১০; হে নাথ
হে রমণ ২১২১১০; হেলোকু নিতথেন্দয়া ২১১০১৩; হ্রিয়মবগৃহ গৃহেভ্য: ৩১১৩১; হ্রিয়মাণ: কালনজ্ঞা ২১২২১১৬;
হ্রিয়া তিৰ্য্যগ্ গ্রীবাচরণ ২১২৪১১১; হ্লাদতাপকরী ১৪১১২; ২১৬১১১; ২১৮১৩৭; হ্লাদিনী সন্ধিনী সন্ধিং ১৪১১২;
২১৬১১১; ২১৮১৩৭; হ্লাদিত্তা সংবিদান্নিষ্ট: ২১১৮১৮; ৩৫১৮।

ক্ষ

ক্ষ

ক্ষ

ক্ষ

ক্ষতিরিয়মিহ কা মে ২১২৫১৪২; ক্ষান্তিরব্যর্থকালত্বং ২১২৩১৮; ক্ষিপ্যমাজসমগুভান্ ২১২৫১৮; ক্ষীরং যথা
দধিবিচার ২১২০১৪৩; ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মা পুরুষ: ২১২৪১৮২; ক্ষেমং ন বিন্দন্তি ২১২২১৫; ক্ষৌণীভর্তা যৎকলা ১১১১১১;
১৫১১৬।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের পয়ার-সূচী

(লীলা। পরিচ্ছেদ। পয়ার)

অ

অ

অ

অ

অংশ অবতার আর ১১১৩২; অংশ অবতার পুরুষ ১১১৩৩; অংশ না কহিয়া কেনে ১১১২১; অংশ শক্ত্যাবেশ ১১১৮১; অংশ হৈতে অঙ্গ যাতে ১১১২১; অংশাশিরূপে শাস্ত্রে ১১১১৩৩; অংশিনী রাধা হৈতে ১১১১৬৬; অংশী-অংশে দেখি ১১১৮৫; অংশের অংশ যেই ১১১৬৩।

অকপটে কহে প্রভু ২১৮২২৪; অকপটে রাজা এই ৩১১১৬; অকরণে দোষ ২১৪১২৫৪; অকলঙ্ক গৌরচন্দ্র ১১১৩১১; অকলঙ্ক পূর্ণকল ৩১৫১৫২; অকাম অনীহ স্থির ২১২১৪৬; অকাম মোক্ষকাম ২১২৪৬৩; অকিঞ্চন প্রভুর প্রিয় ১১১০৬৪; অকিঞ্চন হৃৎ লয় ২১২২৫০; অকৃষ্ণবরণে কহে ১১৩৪৫; অকৈতব কৃষ্ণপ্রেম ২১১৩৮; অকুর করে তোমার দোষ ৩১২১৪৬; অকুর বলি প্রভু যারে ১১০১৭৪; অকুরের লোক আইসে ২১১৮১২।

অখিল ব্রহ্মাণ্ড দেখুক ২১১১২১।

অগণ্য অনন্ত যত ১১৫১৫২; অগাধ ঈশ্বরলীলা ২১১১৪৩; অগ্নি-উজ্জ্বল মোর মুখে ১১১১১৮২; অগ্নি জলে প্রবেশিয়া ২১১১৭২; অগ্নি-জ্বালাতে যৈছে ১১৪৮৪; অগ্নি-পরীক্ষা দিতে ২১১১২০; অগ্নি যৈছে নিজ ধাম ২১১২৪; অগ্নি শক্ত্যে লৌহ ১১৫১২; অগ্রে নৃত্যগীত ২১২১৬৮; অগ্রে মহাপ্রভু চলিলা ৩১১১৬২।

অঙ্কুর পুলক মধু ২১১১১২০; অঙ্কুরের ঘায়ে হস্তী ২১১৪৫১; অঙ্কে লৈয়া শচী তারে ১১১৪৮।

অঙ্গ উষাড়িয়া ৩৩১০৩; অঙ্গ উপাঙ্গ নাম ১৩১৪৭; অঙ্গপ্রভা অংশ ১১২১৩; অঙ্গমলা দূর করি ২১৪১৫২; অঙ্গ মোছে মুখ চুষে ২১৩১৩২; অঙ্গ শব্দে অংশ করি ১৩১১২; অঙ্গশব্দে অংশ কহে শাস্ত্র ১৩১৫৪; অঙ্গশব্দে অংশ কহে সেহো ১৩১৫৬; অঙ্গ শব্দের অর্থ ১৩১৫৩; অঙ্গসেবা গোবিন্দেরে ১১০১১৩২; অঙ্গ হৈতে সেই কীড়া ২১১১৩৪; অঙ্গনে আরম্ভিল প্রভু ৩১১১৪৭; অঙ্গনে আসিয়া তেঁহো না কৈল ১১৫১৪৭; অঙ্গনে আসিয়া তেঁহো যবে ৩৩১৬১; অঙ্গনেতে আসি প্রেমে ২১২১৫৩; অঙ্গনে দূরে রহি করেন ৩৩১৮৮; অঙ্গনে নাচেন প্রভু ৩১১১৫৮; অঙ্গনে বসিলা সব ৩১১৫১; অঙ্গনেতে মহাপ্রভু ২১১৪৬১; অঙ্গীকার করি প্রভু ২১১৬৭; অঙ্গীকার কৈল প্রভু ৩১১১৮; অঙ্গীকার জানি আচার্য্য ২১১৬৩০; অঙ্গুলীতে দ্রুত হবে ২১৩১২৫৮; অঙ্গে কাঁটা লাগিল ৩১৩৮১; অঙ্গে বসা লাগে ৩৪১২২; অঙ্গের অবয়ব উপাঙ্গ ১৩১৫৪; অঙ্গের অবয়বগণ ১৩১৫৭; অঙ্গের সৌরভে যুগ ২১১১১৮৮; অঙ্গোপাঙ্গ অস্ত্র ১৩১৫২; অঙ্গোপাঙ্গ তীক্ষ্ণ অস্ত্র ১৩১৫৮।

অজিৎ পদ্মস্থধা কহে ২১৮১৮২।

অচিন্ত্য অদ্ভুত কৃষ্ণ ১১১১২৪৭; অচিন্ত্য ঈশ্বর্য্য এই ১১৫১৭৫; অচিন্ত্য চরিত্র প্রভুর ১১১১২২৫; অচিন্ত্য প্রভাব তিনের ২১৩১৭৭; অচিন্ত্য শক্ত্যে ঈশ্বর ২১৩১৫৪; অচিন্ত্য শক্ত্যে কর তুমি ২১৩৬৬৬।

অচিরাতে আমা সহ ২১২১৫৩; অচিরাতে কৃষ্ণ তোমা ২১১১৪৪; অচিরাতে কৃষ্ণ তোমায় ২১১২০১; ২১১৬২৩৭; অচিরাতে পাইবারে ২১২১৪; অচিরাতে পাবে তবে ৩৪১৬১; ৩৩১২২; ৩১১২২১; অচিরাতে পাবে তুমি ৩৩১২৮২; অচিরাতে পায় সেই চৈতন্য চরণ ২১৩২৫৭; ২১৫১২২৫; ২১২৫১২১; অচিরাতে পায় সেই কৃষ্ণ ২১২১২৬; অচিরাতে মিলয়ে তারে কৃষ্ণ ২১৩২১৫; অচিরাতে মিলে তারে কৃষ্ণ ২১২৩৬৮; অচিরাতে মিলে তারে চৈতন্য ২১১১৪৮; অচিরাতে মিলে তারে তোমার ৩১১৭৫; অচিরে করিবে কৃষ্ণ ২১৩২৬২; অচিরে করিবেন কৃপা ৩১৩১২০; অচিরে তোমারে কৃপা ২১৫১২৭১; অচিরে নির্ঝিয়ে পাবে ৩৩১৪১; অচিরে পাইবে কৃষ্ণ ২১৫১৫২; অচিরে মিলয়ে তারে চৈতন্য ২১৩১৪৭; অচিরে মিলিবে তারে ১১১১৩২২; অচিরে হইবে তাঁ-সভার

৩১১১২২; অচেতন দেহ নাসায় ৩১৪৮০; অচেতন পড়ি আছে ৩১৭১৬; অচেতন বথ তার ২১৪১৩২; অচেতন হঞা তেঁহো ২১২১৪১; অচেতন হঞা প্রভু ২১৮১৫২; অচ্যুত গদাপদ্ম ২১২০২০২; অচ্যুতানন্দ নাচে তাঁহা ২১৩৮৪; অচ্যুতানন্দ প্রায় চৈতন্য ১১২১৭৪; অচ্যুতানন্দ বড় শাখা ১১২১১১; অচ্যুতের যেই মত ১১২১৭২।

অজাগলন্তন-নায় ২১৪৮৬; অজাত-রতি সাধক ২১৪১২১১; অজামিল পুল বোলায় ৩৩৫৫; অজিতেন্দ্রিয় হঞা করে ৩৩৮৬; অজ্ঞ অপরাধ ক্ষমা ২১২১২৬; অজ্ঞ জীব নিজ হিতে ৩৭১০৩; অজ্ঞ মূর্থ সেই ৩৩১২৫; অজ্ঞানে কিছু নহে ২১৬৭৮; অজ্ঞ হঞা শ্রদ্ধায় ৩৫১৫২; অজ্ঞান তমের ১১১৫০; অজ্ঞানেও হয় যদি ২১২১৮১।

অঝর নয়নে সভে ৩১২১৭৪।

অঞ্জলি অঞ্জলি ভরি ১১২১৮।

অট্ট অট্ট হাসি গোসাঞি ৩৩১৪৬; অট্ট অট্ট হাসে করে ১১৭১৭৩; অট্টালি চড়িয়া দেখে ২১১১২১২।

অতঃপর আর না করিহ ৩১৬৮৪; অতঃপর মহাপ্রভু বিষয় ৩১২১৩; অতএব অংশী কৃষ্ণ ১৬৮৫; অতএব অধৈত আচার্য্য ৩৭১৫; অতএব অধৈত হয়েন ১৬১৭; অতএব অধীশ্বর ১১২৩২; অতএব অপ্রাকৃত ব্রহ্মের ২১৬১৩৭; অতএব অবশ্য আমি ১১৭১২৫৮; অতএব আকর্ষয়ে ২১৭১৩২; অতএব আচার্য্য তাঁরে ২১৬১২২৩; অতএব আত্মপর্য্যন্ত ২৮১১২; অতএব আদিথণ্ডে ১১৩১৭; অতএব আপন স্বত্বের ২১২৫৭৬; অতএব আপনে প্রভু ১১৭১২২৪; অতএব আমার দেখা ৩১৪৮৬; অতএব আর সব ১৬৭১; অতএব আমি আজ্ঞা ১১৩৮৪; অতএব ইহাঁ কহিল ২৭১৩০; অতএব ইহাঁ তার ২১৬১২১৩; অতএব ঈশ্বরতত্ত্ব ২১৬৮৪; অতএব ঈশী হয় ২৮৭১; অতএব এইরূপ ২৮১২৩৭; অতএব এই লীলার ১১৪১২২; অতএব ঐশ্বর্য্য হৈতে ৩৭১২৭; অতএব কল্পনা করি ২১৬১৬৪; অতএব কহি কিছু ১৪১১৮২; অতএব কাম প্রেম ১৪১১৪৭; অতএব কৃষ্ণ কহে ৩৭১৩২; অতএব কৃষ্ণনাম না ২১৭১৩৪; অতএব কৃষ্ণ মূল ১৫১৫৩; অতএব কৃষ্ণশব্দ ১১২৬৮; অতএব কৃষ্ণের করে ২১৪১৫৫; অতএব কৃষ্ণের নাম ২১৭১২২২; অতএব কৃষ্ণের প্রকট ২১৪১২২৪; অতএব গুঢ় অর্থ ৩৩৪৭; অতএব গোপীগণ ১৪১১৪৮; অতএব গোপীভাব করি ২৮১১৮৩; অতএব গোবধ করে ১১৭১৫২; অতএব গোবধ কেহো ১১৭১৫৭; অতএব গোলোকস্থানে ২১২০৩৩১; অতএব চৈতন্যগোসাঞি ১১২১২২; অতএব জগন্নাথের রূপায় ২১৩১৬; অতএব জরদগব ১১৭১৫৫; অতএব জানহ তুমি ২১৬৫৫; অতএব জানিল তোমায় ৩৮৭০; অতএব তটে রহি ১১২১২৩; অতএব তার আমি স্ত্রীমাত্র ২১১৪; অতএব তাঁর পায়ে ২৪৮৮; অতএব তার মুখে ২১৭১২২৬; অতএব তাঁরে আমি করি পরিহাস ৩৬১২৪; অতএব তাঁরে আমি করিয়ে ৩৪১৬৪; অতএব তাঁ সভার বন্দিয়ে ১১২১২১; অতএব তাঁ সভারে করি ১১০১৫; অতএব তাহা বর্ণিলে ২৪১৫; অতএব তাঁহা সনে না ২১২৫১৬৪; অতএব তুমি আমি ২৮১২৪২; অতএব তুমি সব ২৭১২৭; অতএব তুমি হও ১১২১০; অতএব তোমায় আমি ২৫১২২; অতএব ত্রিযুগ করি কহে তাঁর ২১৬২৭; অতএব ত্রিযুগ করি কহি বিষ্ণু ২১৬২৩; অতএব দণ্ড করি ১১২১৩৩; অতএব দাস্তরসের হয় ২১১৮০; অতএব দিঙমাত্র ইহাঁ ১১৫১৩০; অতএব দুইগণে দৌহার ১১১১১২; অতএব নাম তাঁর ১৬১২৫; অতএব নাম মাত্র ২১১৫; অতএব নাম লয় ৩৭১২২; অতএব নাম হৈল ২৪১১২; অতএব নায়ক ২১১২৬; অতএব নিস্তারিলা ১৫১৮৭; অতএব পুনঃ কেহো ১৮১১২; অতএব প্রভু ইহাঁরে ২১১১৭০; অতএব প্রভু কিছু ৩৫১২৫; অতএব প্রভু ভাল ২১৬১১২; অতএব প্রভুর তত্ত্ব ২১১২২; অতএব প্রভুর তেঁহো ১১৩০৭৫; অতএব বড় সম্প্রদায় ২১৬৭২; অতএব বিপ্র আগে ১১২৬৪; অতএব বিষ্ণুরূপ নাম ১১৩০৭৪; অতএব বিষ্ণু তখন ১৪১১২; অতএব বেদে কহে ২১২১৮০; অতএব ব্রহ্মবাক্যে ১১২৪৭; অতএব ভক্তগণ মুক্তি ৩৩১৮৪; অতএব ভক্তগণে করি ১৪১১২৪; অতএব ভক্ত লোক ১৮১৩২; অতএব ভক্তি কৃষ্ণপ্রাপ্তোর ২১২০১২২; অতএব ভাগবতে এই ২১২৫১০৫; অতএব ভাগবত করহ ২১২৫১১১; অতএব ভাগবত স্বত্বের ২১২৫১০৮; অতএব মধুর রস কহি ১৪১৪১; অতএব মধুর রসে হয় ২১১১২০; অতএব মায়া তাঁরে ২১২০১০৪;

অতএব মুনীগণ ২১২২৪; অতএব মোর সঙ্গে ২১১১১৩৩; অতএব যার মুখে ২১৫১১১১; অতএব যাই তাই ৩১১১১২; অতএব রঘু পিতা ২১৫১১১৬; অতএব রাধিকা নাম ১৪১৭৫; অতএব লক্ষ্মী-আগের ২১১১৩১; অতএব লক্ষ্মীর কক্ষে ২১১১৩২; অতএব শব্দ অলঙ্কার ১১৬১৭০; অতএব শাস্ত কৃষ্ণভক্ত ২১২১১৭৪; অতএব শুকব্যাস ৩১৭১২৬; অতএব শুদ্ধভক্তির ২১২১১৪৭; অতএব শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ১৫১১১৬; অতএব শ্রুতি-কহে ব্রহ্ম ২৬১১৪১; অতএব সংক্ষেপ করি ২১২১১৪৭; অতএব সখ্যরসে বশ ২১২১১৮৪; অতএব সখ্যরসের তিন ২১২১১৮৩; অতএব সব শাস্ত্র করয়ে ২১২৫১৪০; অতএব সমস্তের ১৪১৮২; অতএব সন্নে ফল দেহ ১১১৩৭; অতএব সর্বপূজ্যা ১৪১৭৬; অতএব স্বত্বের ভাঙ্গ ২১২৫১৮৪; অতএব সূর্য্য তাঁর ১১২১১২; অতএব সেই ভাব ১৪১৪৫; অতএব সেই স্থখে ১৪১১৬৬; অতএব সে-সব লীলা ৩২০১৬৬; অতএব স্বরূপ আগে ২১০১১১২; অতএব স্বরূপশক্তি ২১৮১১১৮; অতএব স্বাদাধিক্যে ২১২১১২২; অতএব হও তুমি ১১২১৩৩; অতএব হরি ভঞ্জে ২১২৪১৬৬; অতএব হরি হরি ১১৩১২২; অতএব হিন্দুয়াত্রে ১১৭১১৫৩; অতএব হৈল তাঁর নাম ১১৩১২৩; অতএব তব বর্ণে ৩৫১১১৬; অতি উচ্চ টুঙ্গী হৈতে ২১৫১১২৩; অতি উচ্চ নাসা ৩৩১২৬; অতি উচ্চ স্থবিস্তার ৩১৫১৬৫; অতি কাল দেখি মিশ্র ৩৫১৩০; অতিকাল হৈল ২১৭৮১; অতিগুরুভোজনে ৩১০১১৪৪; অতি গৃঢ় হেতু ১৪১২১; অতিথি বিপ্রেয় ১১৪১৩৪; অতি স্বরায় করিব ৩২১৫৬; অতি দীর্ঘ শিখিল ৩১৮১৬২; অতি দৈন্ত্যে পুনঃ ৩২০১২৫; অতি নিভৃত সেই গৃহে ২১১১১৭৭; অতি বাহুল্য ভয়ে ৩১৭১১০; অতি বৃদ্ধ অতি স্থূল ২১২১২৮৪; অতিশয়োক্তি বিরোধাত্মক ৩১৮১২৬; অতিশ্রুতি হয় এই ২১০১১৭৫; অতিহীন জানে ১৪১২১; অতি ক্ষুদ্র জীব মুক্তি ২১২০১২১; অতি ক্ষুদ্র তাতে তোমার ২১২১১৬৮; অতৃপ্ত হইয়া করে ১৪১১৩১; অত্যন্ত নিগূঢ় ১৪১১৩৭; অত্যন্ত নিবিড় কুণ্ড ২১৪১৪৮; অত্যন্ত বিরক্ত সদা ১১১১২৮; অত্যন্ত বিস্তার কথা ২১২১২১৩; অত্যন্ত রহস্য স্তন ২১৮১৬১।

অথবা কৃষ্ণকে তেঁহো ১৩১৪২; অথবা ভক্তের বাক্য ১৫১১১০।

অদর্শনে পোড়ে মন ২১২৫২; অদৃশ্য অস্পৃশ্য সেই ২৬১৫১; অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব কৃষ্ণ ২১২২৫; অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব বস্তু ১২১৫৩; অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব ব্রঞ্জে ২১২০১৩১; অদ্বয়বাদ সেই ২১৮১১৭৭; অদ্বিতীয় নন্দাত্মজ ১১৭১৫; অদ্বৈত অবধূত কিছু ৩১২১৭৭; অদ্বৈত অবধূত গোসাক্ষি ২১৬১৩৮; অদ্বৈত আচার্য্য আর প্রভু ২১২১১৫৩; ২১৩১৩০; ৩১০১৫৭; অদ্বৈত আচার্য্য আর পণ্ডিত ১১৩১৫৩; অদ্বৈত আচার্য্য ঈশ্বরের ১৬১২২; অদ্বৈত আচার্য্য কোটি ১৬১১৮; অদ্বৈত গোসাক্ষি সাক্ষাৎ ১৩১৫২; ১৫১১২৬; ১৬১৩; ৩১১১৪; অদ্বৈত আচার্য্য গোসাক্ষি ভক্ত ১১৭১২৮২; অদ্বৈত আচার্য্য গোসাক্ষির মহিমা ১৬১২২; অদ্বৈত আচার্য্য গোসাক্ষি সর্ব ৩১০১৩; অদ্বৈত আচার্য্য গৃহে ২১০১৭৬; অদ্বৈত আচার্য্য তাঁরে ৩৬১২৪২; অদ্বৈত আচার্য্য তাই ২১৩১৩৭; অদ্বৈত আচার্য্য নাচে ২১১১২১০; অদ্বৈত আচার্য্য নিত্যানন্দ দুই অঙ্গ ১৫১১২৫; অদ্বৈত আচার্য্য নিত্যানন্দ শ্রীনিবাস ১৪১১৮৫; অদ্বৈত আচার্য্য প্রকট ১৩১৭৫; অদ্বৈত আচার্য্য প্রভুর ১১১২১; অদ্বৈত আচার্য্য ভাষা ১১৩১১১০; অদ্বৈত আচার্য্য মহাবিষ্ণু ১১৭১৩০২; অদ্বৈত আচার্য্য স্থানে ১১৩১৬১; অদ্বৈত আচার্য্যের তেঁহো ৩৬১৬০; অদ্বৈত আলিঙ্গন করি ৩৩১২০২; অদ্বৈত আসিয়া করে ২১৫১৬; অদ্বৈত করিল প্রভুর ২১১১১১৩; অদ্বৈত কহে অবধূত ২১২১১৮৬; অদ্বৈত কহে ঈশ্বরের ২১১১১২১; অদ্বৈত কহে সত্য কহি ২১৫১২৩; অদ্বৈত গৃহে প্রভুর ২৩১২১৫; অদ্বৈত নিত্যানন্দ করে ২১৪১৭৭; অদ্বৈত নিত্যানন্দ চৈতন্যের ১৩১৫৭; অদ্বৈত নিত্যানন্দ দুই ৩১৭১৫০; অদ্বৈত নিত্যানন্দ প্রভু ৩১৫১১; অদ্বৈত নিত্যানন্দ বসিয়াছেন ২১২১১৮৫; অদ্বৈত নিত্যানন্দ মুকুন্দ ২১১২৪১; অদ্বৈত নিত্যানন্দ শেষ ১৬১২১; অদ্বৈত নিত্যানন্দ শ্রীবাস ৩৪১১০৩; অদ্বৈত নিত্যানন্দ হরিদাস ৩১৭১৮৮; অদ্বৈত নিত্যানন্দাদি যত ২১৬১২৪৩; অদ্বৈত নিত্যানন্দাদি সঙ্গে ২১৩১৬; অদ্বৈত নিত্যানন্দাদি সব ৩১১১৫২; অদ্বৈত নিত্যানন্দের ২১০১১১৫; অদ্বৈত পাইল বিস্বরূপ ১১৭১৮; অদ্বৈত প্রসাদে লোক ১৬১১০০; অদ্বৈত মহিমানন্ত ১৬১১০১; অদ্বৈত রূপে উপাদান ১৬১১৩; অদ্বৈত রূপে করে ১৬১১৭; অদ্বৈত শ্রীবাসাদি ২১০১৬৭; অদ্বৈত-সিদ্ধান্তে বাধে ২১২১১২০; অদ্বৈতাদি গেলা ২১১১১৮১; অদ্বৈতাদি বৈষ্ণব ২১০১৭০; অদ্বৈতাদি ভক্তগণ ২১৪১৬৪; অদ্বৈতের হাতে প্রভুর ২১১২৪৭; অদ্বৈতের প্রভু কহে

২১১১২০; অদ্ভুত অনন্ত ১৪১২০; অদ্ভুত গুণা এই ১১৬৬২; অদ্ভুত চৈতন্যলীলায় ১১৭১২২; অদ্ভুত দয়ালু চৈতন্য ৩১৭৬৪; অদ্ভুত নিগূঢ় প্রেমের ৩১৭৬৩; অতাপি তাঁর সেবা করে ২১২৩১; অতাপি যাহার রূপা ১১১৮; অতাপিহ এতক্ষণ ৩১০৮২; অতাপিহ গায় যাহা ৩১০২২; অতাপিহ তাঁর সেবা গোবর্দ্ধনে ২১৭১৫২; অতাপিহ দেখ চৈতন্য ১৮১২১।

অধম কাকেরে কৈলা ২১৭৭৬; অধম জীব মুক্তি ২১৭৭৪; অধম জীবেরে চড়াইল ১৫১৩৬; অধম পতিত পাপী ২১১৮৫; অধম পামর মুক্তি ৩১১২৭; অধম যবন কুলে ২১৬১৭২; অধরায়ত নিজ স্বরে ৩১৬১১৮; অধরের এই রীতি ৩১৬১২১; অধরের গুণ সব ৩১৬১০৫; অধর্ম অগ্নায় যত ৩৪১২৭; অধিক আনিলে আমা ৩৮৫১; অধিক লাভ পাইয়ে ২১১১০; অধিকারী ভেদে রতি ২১২৩২৫; অধিকৃত ভাব যার ২১৬১২; অধিকৃত ভাবে দিব্যো ৩১৪১১৪; অধিকৃত মহাভাব দুই ত ২১২৩৩৮; অধিকৃত মহাভাব সদা ২১৪১১৬১; অধীরা নিষ্ঠুর বাক্যে ২১৪১১৪৫; অধীশ্বর শব্দের অর্থ ২১২১৭৩; অধোক্ষজ পদ্মগদা ২১২০২০৪; অধ্যয়নলীলা প্রভুর ১১৫১৫।

অনন্ত অপার তার কে জানিবে ২১১৮০; অনন্ত অপার তার নাহিক ১৫১৪৪; অনন্ত আচার্য্য কবিচন্দ্র ১১২১৭২; অনন্ত ঐশ্বর্য্য কৃষ্ণের ২১৫১১৭৪; অনন্ত ঐশ্বর্য্য তাঁর ২১২০২৩২; অনন্ত কহিতে নারে ইহার ২১২০৩৩৪; অনন্ত কহিতে নারে মহিমা ১৫১৪০; অনন্ত কামধেনু যাহাঁ ২১৪১২১০; অনন্ত কৃষ্ণের গুণ ২১২০৪৬; অনন্ত কৃষ্ণের লীলা ২১৪১১৮২; অনন্ত গুণ রঘুনাথের ৩১৬৩০৩; অনন্ত গুণ শ্রীরাধিকার ২১৩৪৭; অনন্ত চতুর্ভুজগণের ২১২০১৫৮; অনন্ত চৈতন্যকথা ২১২৩৩১; অনন্ত চৈতন্যভক্ত ১১০১১১২; অনন্ত চৈতন্যলীলা না যায় ৩১৫১৮৫; অনন্ত চৈতন্যলীলা ক্ষুদ্রজীব ১১৩০৪২; অনন্ত তাহার ফল ৩১১০৬; অনন্তদাস কাহ্নপণ্ডিত ১১২১৫২; অনন্ত নিত্যানন্দগুণ ১১১১৫৪; অনন্ত পদ্মনাভ ২১২২২৪; অনন্ত পুরুষোত্তম ২১১১০৬; অনন্ত প্রকাশ কৃষ্ণের ২১২০১৪৪; অনন্ত বৈকুণ্ঠ আর অনন্ত ২১৮১০৭; অনন্ত বৈকুণ্ঠ এক ২১২১৫; অনন্ত বৈকুণ্ঠ পরব্যোম ২১২১৬; অনন্ত বৈকুণ্ঠ ব্রহ্মাণ্ড ১১৭১২২; অনন্ত বৈকুণ্ঠ ব্রহ্মাণ্ডে ২১২১৬; অনন্ত বৈকুণ্ঠ যাহাঁ ২১২১৩৭; অনন্ত বৈকুণ্ঠাবরণ ২১২১৭৬; অনন্ত বৈভব তাঁর ১৫১২৮; অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে ইহাসভার ২১৮১০৭; অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড তার নাহিক ২১২০২৩৬; ২১২০৩১৬; অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড বহু ১১২৩৪; অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যার ২১২০২৩৭; অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যাহা ২১২১৩৮; অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি ১১৬৫; অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে ঐছে ২১২০২৭৩; অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে-রুদ্র ১১৬৬৬; অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের যত ২১২১৪৩; অনন্তরূপে এক রূপ ১১২৮৩; অনন্ত শক্তিমধ্যে ২১২০২১৮; অনন্ত শয্যাতে তাহাঁ ১৫১৮৪; অনন্ত ফটিকে ১১২১৩; অনন্ত স্বরূপ কৃষ্ণের ২১২০৩৩৫; অনন্ত স্বরূপ যাহাঁ ২১২১৩৬; অনন্তাবতার কৃষ্ণের ২১২০২১৬; অনবসরে করে প্রভুর ২১১০৬২; অনবসরে জগন্নাথের ২১১১১৩; অনর্গল প্রেমভক্তি ২১৫১৪৩; অনর্গল প্রেমা সভার ১১১১৫৬; অনর্গল রসবেত্তা ৩১৭১২৮; অনর্থনিবৃত্তি হৈতে ২১২৩৭; অনায়াসে পাইবে প্রেম ৩১৮২৫; অনায়াসে পাইল সেই ১১২১৭৩; অনায়াসে ভবক্ষয় ১১৮২৪; অনায়াসে হয় ১১১৪; অনিকেতন দৌহে ২১২১১৫; অনিপুণা বাণী ৩১২০১৪০; অনিবেদিত তাগ ২১২৪১২০; অনিমগ্ন ভিক্ষা ৩১৮৩৭; অনিমিষ নেত্রে ২১৩১২৪; অনিরুদ্ধ চক্রগদা ২১২০১২৪; অনিরুদ্ধমূর্ত্তি ২১২০১৬৬; অনিরুদ্ধের বিলাস ২১২০১৭৫; অনিষ্ট আশঙ্কা ৩১৮৩৭; অমুকুল বাতে যদি ১৪১২১০; অমুদিন বাঢ়ল ২১৮১৫২; অমুনয় করি প্রভুকে ৩১১৩২; অমুপম গুণগণ ২১৮১৪২; অমুপম জীব রাজেন্দ্রাদি ১১০১৮৩; অমুপম বল্লভ শ্রীরূপ ১১০১৮২; অমুপম মল্লিক তাঁর ২১২১৩৫; অমুপম লাগি তাঁর ৩১১১৪; অমুপমের গঙ্গাপ্রাপ্তি ৩১১৪৭; অমুবাদ কহি তারে ১১২৬২; অমুবাদ কহি পাছে ১১২১৪; অমুবাদ কৈলে পাই ৩১২০২৩; অমুবাদ কৈলে হয় ২১২৫১২৪; অমুবাদ না কহিয়া ১১২৬১; অমুবাদ হৈতে স্বরে ৩১২০১৩১; অমুভাব স্মিত নৃত্য ২১২৩৩১; অমুমান প্রমাণ নহে ২১৬৮১; অমুরাগের লক্ষণ এই ৩১০১৫; অমুসন্ধান বিনা রূপা ২১৪১১৩; অনেক করিল তবু ২১২১১৪৪; অনেক করিল যত্ন ৩১৭১১৮; অনেক কহিল তার ২১৮১২৪৪; অনেক ঘট ভরি দিল ২৪১৭৫; অনেক দিন তুমি মোরে ২১৩১১৪; অনেক দেখিছ মুক্তি ২১৮১১২২; অনেক দেখিল তার ২১২০১১; অনেক দৈত্যাদি করি ২১২৫১৩; অনেক নাচাইলে মোরে ৩১১১২২; অনেক পণ্ডিত সভায় ৩১৩৬৬; অনেক প্রকার

স্নেহে ২১৭১২০ ; অনেক প্রকারে বিলাপ ২১৭১৩৭ ; অনেক প্রকাশ ১১৭১৩৮ ; অনেক প্রসাদ করি ৩১৭১৬০ ; অনেক
 প্রসাদ দিল ৩৬১১৪৭ ; অনেক যত্ন কৈলু যাইতে ৩৬১১২৮ ; অনেক লোকজন সঙ্গে ৩৩১১৪৩ ; অনেক লোকের বাহা
 ৩২০১১৩ ; অনেক সম্মান ভক্তি ৩২১৩১ ; অনেক সামগ্রী দিয়া ২১৬১১২০ ; অনেক সামগ্রী যত্ন ২৪১১৬৬ ; অনেক সিদ্ধ
 পুরুষ ২১৬১১৬১ ; অনেক শুরুতে ইহার ৩১৬১১০৭ ; অনেক কণে মহাপ্রভু ৩১৭১১২ ; অন্তঃপুর গোলোক ২২১১৩৩ ;
 অন্তরঙ্গ পূর্ণার্থ ২২১১৭৫ ; অন্তরঙ্গ ভক্ত করি ১৭১১৫ ; অন্তরঙ্গ ভক্ত জানে ২১১১৫৩ ; অন্তরঙ্গ ভক্ত লয় ৩১৬১৪১ ;
 অন্তরঙ্গ ভূতা করি ৩৬১১৪০ ; অন্তরঙ্গ সেবা করে ৩৬১২৩৮ ; অন্তরঙ্গ চিহ্নিত ২৬১১৪৬ ; অন্তরঙ্গ বহিরঙ্গ ২৮১১১৭ ;
 অন্তরঙ্গ স্বরূপশক্তি ২৮১১১৭ ; অন্তরাত্মা রূপে তাঁর ১৫১৭১ ; অন্তরীক্ষে দেবগণ ১১৩১১০৫ ; অন্তরে অহুগ্রহ
 বাহে ৩৭১১৫২ ; অন্তরে অভিমান ৩৭১১০১ ; অন্তরে আনন্দ আশাদ ৩১৫১৫১ ; অন্তরে আনন্দ রাধা ২১৪১১৮৬ ;
 অন্তরে ঈশ্বর চেষ্টা ১১১১৭ ; অন্তরে উল্লাস রাধা ২১৪১১৮৪ ; অন্তরে কৃষ্ণপ্রেম ইহার ২১৫১১২০ ; অন্তরে গরগর
 প্রেম ২১২১৬০ ; অন্তরে জানিলা প্রভু ১১৬১৩০ ; অন্তরে দুঃখী মুন্দ ২৭১২৩ ; অন্তরে বাহিরে কৃষ্ণবিরহ ৩২১৪ ;
 অন্তরে বিস্মিতা শচী ১১৪১২৭ ; অন্তরে মানয়ে সুখ ২১৫১৬৬ ; অন্তরে মুমুক্ষু তৈহো ৩১৩১১০২ ; অন্তরে সব জানে
 প্রভু ২১৪১১৮ ; অন্তরে সন্তোষ গোসাঞি ৩৩১১৭ ; অন্তরে সন্তোষ তাবো ৩৩১৮৩ ; অন্তরে স্থখী হৈলা প্রভু
 ৩১২১৫২ ; অন্তর্দর্শার কিছু ঘোর ৩১৮১৭৫ ; অন্তর্দর্শা বাহদশা ৩১৮১৭৫ ; অন্তর্দান করি মনে ১৩১১১ ; অন্তর্দান
 কৈল কেহো ২২১৫৭ ; অন্তর্দান কৈল প্রভু নিষ্ঠর ৩১৮১৩৬ ; অন্তর্দান কৈল প্রভু নিজগণ ১৫১১৭৪ ; অন্তর্দান
 কৈল সঙ্কেত ১১৭১২৭৪ ; অন্তর্নিষ্ঠা কর বাহে ২১৬১২৩৭ ; অন্তর্যামি উপাসক ২২৪১১০৫ ; অন্তর্যামী ঈশ্বরের
 ২৮১২১২ ; অন্তর্যামী প্রভু অবশ্য ৩৭১৮২ ; অন্তর্যামী প্রভু মনে ৩২১৮২ ; অন্তর্যামী ভক্তশ্রেষ্ঠ ১১১২৮ ; অন্তা
 কোনো কোনো ৩১১৬ ; অন্তালীলার বর্ণন কিছু ৩১১৪ ; অন্তালীলার সূত্র এবে ২১১২৩৪ ; অন্তালীলার সূত্রের করি
 ২১১২৭২ ; অম্বুট করে সভে ২৪১৮২ ; অম্বুট নাম গ্রামে ২১৮১২২ ; অম্বু থাইবে পীঠে ২১৫১২৩৩ ; অম্বু স্বত
 দধি দুগ্ধ ২৪১২২ ; অম্বু জল ত্যাগ কৈল ১১০১২৬ ; অম্বদোষে সন্ন্যাসীর ২১২১১৮৭ ; অম্ব প্রশংসিয়া প্রভু ৩২১১১১ ;
 অম্বব্যঞ্জন উপরে দিল ২৩১৫৩ ; ৩১২১১২৫ ; অম্বব্যঞ্জন উপরে দেন ২১৫১২১৮ ; অম্বব্যঞ্জন পূর্ণ দেখি ২১৫১৬৩ ;
 অম্বব্যঞ্জন সব রহে ২৪১৭০ ; অম্ব লঞা এক গ্রামের ২৪১২১ ; অম্বাদি দেখিয়া প্রভু ২১৫১২২২ ; অম্বের সৌরভ বর্ণ
 ২১৫১২২৭ ; অম্বেষণ করি কিরে ২১৭১২১ ; অম্বেষিতে আইলা তাঁহা ১১৭১২৭৫ ; অম্ব অবতার ঐছে ২২০১৩০০ ;
 অম্ব অবতারে সব ১৩১৫১ ; অম্ব আছু জগন্নাথের ২১৩১২৩ ; অম্ব উত্তানে কিবা ৩১৮১৩৩ ; অম্ব ঐছে হয় আমার
 ৩১৬১২৬ ; অম্ব কথা অম্ব মন ৩১৭১৩৫ ; অম্বকামী যদি করে ২২২১২৪ ; অম্ব গ্রাম নিস্তারয়ে ২২১৭ ; অম্বগ্রামী
 আসি তাঁরে ২৭১১০০ ; অম্ব গ্রামের লোক যেই ২৪১৮৪ ; অম্বজন কাঁহা লিখি ২২১২১ ; অম্ব ঠাঞি নাহি যায়
 ২১৩১৫২ ; অম্ব তাজি ভজে তাতে ২২২১৫২ ; অম্বথা এই অর্থ কারো ৩১৭১২ ; অম্বথা না রহে মোর ২১৬১২৩০ ;
 অম্বথা যে না মানে ১১৭১২২ ; অম্ব দেব অম্ব শাস্ত্র ২২২১৬৫ ; অম্ব দেশে প্রেম উছলে ২১৭১২১৪ ; অম্বদেহে না
 পাইয়ে ২২১১২৬ ; অম্ব বাহা অম্ব পূজা ২১২১১৪৮ ; অম্ববাগাদির ধনি ২১৩১৪২ ; অম্ব যত সাধ্যসাধন ২৬১১৭৮ ;
 অম্ব লোক নাহি জানে ১১৭১৮১ ; অম্ব সন্ন্যাসীর বস্ত্র ৩১৩১৫৬ ; অম্ব হৈতে নহে ২৪১১০৬ ; অম্বাপেক্ষা
 হৈলে প্রেমের ২৮১৭৭ ; অম্বের আছুক কার্য ১৬১২৩ ; অম্বের কা কথা আপনি ৩৩১২৫২ ; অম্বের কা কথা
 জগন্নাথ ২১৩১১০ ; অম্বের কা কথা ব্রজে ১৬১৫১ ; অম্বের দুর্ভাগ প্রসাদ ৩১৬১৪৬ ; অম্বের প্রসাদ নিমন্ত্রণে
 ৩১০১১৫২ ; অম্বের ভিক্ষার স্থিতির ৩৮১৩৭ ; অম্বের যে দুঃখ মনে ২২১২১ ; অম্বের হৃদয় মন ২১৩১১৩০ ; অম্বেরে
 অম্ব কহ ২১০১১৫২ ; অম্বোত্তম সঙ্গমে ১৪১২১৫ ; অম্বোত্তম খটমটি ৩৭১১২৭ ; অম্বোত্তম দুর্ভাগ জন ৩১২১৪৪ ; অম্বোত্তম
 দৌহার দৌহা ২১১৪৫ ; অম্বোত্তম বিনসে ১৪১৪২ , অম্বোত্তম বিমুক্ত প্রেম ২৮১১৭৩ ; অম্বোত্তম মিলিয়া দৌহে
 ২৮১১২৭ ; অম্বোত্তম লোকের মুখে ২৬১২৪ ; অম্বোপদেশে পণ্ডিত ৩৩১১০ ।

অপত্যবিরহে মিশ্রের ১১৩১৭১ ; অপবিত্র অম্ব এক ২২১৪৭ ; অপবিত্র স্থানে বৈস ১৭১৬১ ; অপমান
 করি সর্ব ৩৭১১১১ ; অপরাধ যাত্র-গোসাঞি ১১০১১৪০ ; অপরাধ কৈলু ক্ষম ৩৭১১১৪ ; অপরাধ ছাড়ি কর

৩৭।১২১; অপরাধ নাহি কৈলে ১।১৭।২১; অপরাধ নাহি সদা ২।১৫।২৭২; অপরাধ ভয়ে তেঁহো ৩।৪।১৪৩; অপরাধ হউক কিবা ৩।১০।২২; অপরাধ হয় মোর ৩।৪।১৩৪; অপরাধ হস্তী যৈছে ২।১২।১৩২; অপরাধ ক্ষম মোরে করহ ১।২।২৪; অপরাধ ক্ষম মোর প্রভু ২।১৫।২৭৪; অপরাধ ক্ষমাইতে ১।২।২২; অপরাধ ক্ষমাইল ১।৭।৩৫; অপরাধ ক্ষমি তারে ২।১।১৪৪; অপরাধে আসি কৈল ২।১৪।২২; অপরিচিত শত্রুর মিত্র ৩।১৮।২৫; অপানিপাদ ঋতি ২।৬।১৪০; অপাদান করণা ২।৬।১৩৫; অপার ঐশ্বর্য্য কৃষ্ণের ২।২।১২৪; অপার সৌন্দর্য্য হরে ৩।১৫।৪২; অপি শব্দ অবধারণে ২।২৪।২২২; অপি শব্দের মুখ্য অর্থ ২।২৪।৫১; অপূর্ব্ব অমৃত নদী বহে ২।৮।৭৬; অপূর্ব্ব মাধুরী কৃষ্ণের ১।৪।১৩৪; অপূর্ব্ব মোচার ঘট ২।২।২৬৮; অপ্রাকৃত দেহ তোমার ৩।৪।১৬৮; অপ্রাকৃত দেহ ভক্তের ৩।৪।১৮৩; অপ্রাকৃত দেহে তাঁর ৩।৪।১৮৫; অপ্রাকৃত বস্তু নহে ২।২।১৭২।

অবগাহিতে নারিল ২।২।১৮১; অবজ্ঞাতে নাম লয় ২।১৭।১২৩; অবলার শরীরে ২।২।২০; অবসর জানি আমি ২।১৩।১৮০; অবসর না পায় লোক ২।১৮।১২২; অবসর নাহি হয় ২।১৫।৮১; অবশেষে পাত্র তুমি ৩।৮।১১; অবশেষে রাধা কৃষ্ণে ২।১৩।১২০; অব সোই বিরাগ ২।৮।১৫৬; অবহি চৈতন্য পাব ২।১৮।১৬০; অবতরি এবে তুমি ৩।৩।৭৭; অবতরি করে প্রেমরস ৩।৩।২৫২; অবতরি কৈল এবে ১।৬।২৩; অবতরি চৈতন্য কৈল ২।১।১৮৭; অবতরি প্রভু ১।৪।৮২; অবতার অবতারী ১।৫।১১১; অবতার কার্য্য প্রভুর ৩।৪।২৫; অবতার কালে দৌহে ১।৫।১৩২; অবতারকালে হয় জগতে ২।২০।৩০১; অবতারগণের ভক্তভাবে ১।৬।২৭; অবতার নাহি কহে ২।২০।২৪; অবতার সব ১।২।৫৭; অবতার হয় কৃষ্ণের ২।২০।২১৩; অবতারী কৃষ্ণ যৈছে ১।৪।৬৬; অবতারী নারায়ণ ১।২।৫০; অবতারীর দেহে ১।২।২৪; অবতারের আর এক ১।৪।২০; অবতারের এই বাঞ্ছা ১।৪।১৮০; অবতীর্ণ হঞা তাহা ২।২।১৬২; অবতীর্ণ হয়্যা করেন ১।৩।৪; অবতীর্ণ হৈতে মনে ১।১৩।৫০; অবতীর্ণ হৈলা কৃষ্ণ ১।৩।২২; অবতীর্ণ হৈলা গৌর ১।৩।২১; অবধূত গোসাঁঞির ১।৫।১৩২; অবধূতের বুটা ২।৩।২৩; অবধ্য বধ করি ৩।৩।১৫২; অবশ্য করিব আমি তাঁর ২।৭।৪৩; অবশ্য করিব আমি তোমারে ৩।৩।১১২; অবশ্য করিবেন কৃপা ২।১।১৪২; অবশ্য করিবে মোর ২।৭।৬০; অবশ্য কহিবে কৃষ্ণের ৩।১৫।৩৪; অবশ্য চলিব দৌহে ২।১৬।৮৮; অবশ্য পাইবে তবে ১।১৭।২২; অবশ্য পূরাবে প্রভু ৩।১।১৪১; অবশ্য মো অধমে প্রভু ৩।১।১৩৮; অবশ্য মোর বাক্য ২।৫।৭৮; অবিকারী হয়েন তেঁহো ২।৭।৬১; অবিচার কবিত্তে অবশ্য ১।১৬।৭২; অবিচারে দেহ দোষ ১।১৪।২৬; অবিচারে প্রাণ লহ ৩।২।৫২; অবিচিন্ত্য শক্তিয়ুক্ত ১।৭।১১৭; অবিদগ্ধ বিধি ১।৪।১৩১; অবিদ্যানাশক বন্ধুহন ৩।৫।১৩৬; অবিমৃষ্ট-বিধেয়াংশ এই ১।১৬।৫৭; অবিমৃষ্ট-বিধেয়াংশ দুই ১।১৬।৫২; অবিশ্বাস ছাড়ি যেই ৩।২।৩০; অবৈষ্ণব জগৎ কৈছে ৩।৩।২১০; অবৈষ্ণব সঙ্গ বহু শিষ্ট ২।২২।৬৪।

অভক্ত উষ্টের ইথে ১।৪।১২২; অভয়দান দেহ তবে ২।১।১২; অভাগিয়া জ্ঞানী ২।৮।২১৩; অভিধারিত ছাড়ি ২।৬।১২৬; অভিধেয় নাম ভক্তি ২।২০।১১০; অভিধেয় বলি তারে ২।২০।১২২; অভিধেয় সাধন ভক্তির গুনহ ২।২৫।২২; অভিধেয় সাধনভক্তি গুনে ২।২২।২৬; অভিমান ছাড়ি ভজ ৩।৭।১২০; অভিমান পক্ষ ধূঞা ৩।৭।১৫১; অভিষ্টদেবের ঋতি ৩।১।১৩৫; অভোজ্যায় বিপ্র যদি ৩।৮।৮১; অভ্যস্তরে গেলা লোকের ২।১।২৬৮; অভ্যুত্থান অহুত্রজা ২।২২।৬৮।

অমানী মানদ কৃষ্ণনাম ৩।৬।২৩৫; অমুক এই দিয়াছেন ৩।১০।১০৭; অমৃত কপূর আদি ৩।১০।২৪; অমৃতগুটিকা আদি ক্ষীরসা ২।১৪।২৬; অমৃতগোটিকা আদি পানাদি ৩।১০।১২২; অমৃতগুটিকা পিঠাপানা ২।১৫।২১২; অমৃত ছাড়ি বিষ ২।২২।২৫; অমৃত নিন্দক পঞ্চবিধ ২।৩।৪৩; অমৃত নিন্দয়ে ঐছে ৩।৬।১০২; অমৃতমণ্ডা ছানা বড়া ২।১৪।২৭; অমৃতলিঙ্গ শিব আসি ২।২।৭০; অমৃত হৈতে তাঁর পাক ৩।৬।১১৫; অমৃতের ধারা চন্দ্রবিশ্বে ২।১৩।১০৪; অমোঘ আসি অন্ন ২।১৫।২৪৪; অমোঘ পণ্ডিত হস্তিগোপাল ১।১২।৮৬; অমোঘ মরেন শুনি ২।১৫।২৬৩; অমোঘেরে কহে তার ২।১৫।২৬৭; অমরীষাদি ভক্তের ২।২২।৭৮।

অযাচক জনে আমি ২।৪।২৮; অযাচিত বৃত্তি কিম্বা ১।১৭।২৬; অযাচিত বৃত্তি পুরী ২।৪।১২২; অযাচিত পাইলে খান ২।৪।১২২; অযাচিত ক্ষীর প্রসাদ ২।৪।১১২; অযোগ্য মুক্তি নিবেদন ৩।৬।১৩১; অযোগ্য

হুগা তাহা কেহো ৩১৬১২৮ অযোগ্যে দেয়ায় ৩১৬১২৯ ; অমন-শব্দেতে ১২১২৯ ; অগ্নি দীন অগ্নি দীন ২৪১১২৮ ;
অয়ে অয়ে কৃষ্ণদাস ১৫১১৭৩।

অরণ্যে রোদিত হৈল ৩৩২৩৩ ; অরমজ্জ কাক চুষে ২৩২১২ ; অকণবস্ত্র কাস্তি ২৩১১০৭ ; অকণোদয়-
কালে হৈল ২৩১১২৯ ; অরে বিধি অকরুণ ৩১২১৪৫ ; অরে বিধি তাঁ বড় ৩১২১৪৪ ; অরে মৃত লোক স্তন ১৩১২২ ;
অর্জুনের রথে কৃষ্ণ ২১২১২৩ ; অর্জুনেরে কহিতেছেন ২১২১২৪ ; অর্থ আশ্বাদিতে স্থখে ২১২১২৬ ; অর্থভূমি গ্রাম দিয়া
২১৬১২১৭ ; অর্থ লাগাইতে ১৪১৩ ; অর্থ স্তনি সনাতন ২১২৪১২২৮ ; অর্থভিজ্ঞতা স্বরূপশব্দে ২১২০১২২৯ ; অর্ধ অর্ধ
থাগা প্রভু ২৩১৮৫ ; অর্ধকুক্কটীর গায় ১৫১১৫৪ ; অর্ধপথে রঘুনাথ ৩৬১১৬৬ ; অর্ধ পেট না ভরিবে ২৩১৭৭ ;
অর্ধবাহে ইতি উতি ৩১৮১৭৩ ; অর্ধবাহে কহে প্রভু ৩১৮১৭৬ ; অর্ধ মারা কর কেনে ২১২৪১১৬৩ ; অর্ধ মারা
জীব যদি ২১২৪১১৬৫ ; অর্ধ মারিলে কিবা হয় ২১২৪১১৭০ ; অর্ধ রাত্রি গোড়াইল ৩১৭১৩ ; অর্ধ রাত্রে দুই ভাই
২১১১১৭৩ ; অর্ধ স্বরূপ না মানিলে ১৭১১৩৩ ; অর্ধাশন করে প্রভু ৩৬১৫৭ ; অর্ধেক মানিল দধি ৩৬১৫৬।

অলঙ্কার নাহি পড় ১১৬১৮৬ ; অলঙ্কিতে যাই সিদ্ধ ৩১৮১২৬ ; অলঙ্কিতে রহি তোমার ২১৫১৪৫ ; অলাত-
চক্রবৎ সেই লীলা ২১২০১৩২৭ ; অলাতচক্রের প্রায় লগুড় ২১৫১২৬ ; অলৌকিক আচার তোমার ৩৩১২০৭ ;
অলৌকিক এই সব ২১৫১২২৩ ; অলৌকিক ঐছে প্রভুর ১১০১৫৭ ; অলৌকিক ঐশ্বর্য সঙ্গে ২১৪১১২২ ; অলৌকিক
কথা শুনি ২১৭১১১০ ; অলৌকিক কর্ম ১৩১৬৮ ; অলৌকিক কৃষ্ণ করে ১৩১৩০ ; অলৌকিক কৃষ্ণলীলা ৩১২১২৭ ;
অলৌকিক গন্ধস্বাদ ৩১৬১১০৬ ; অলৌকিক গৃঢ় প্রেমের ৩১৭১৬২ ; অলৌকিক প্রকৃতি তোমার ২১৮১১১১ ;
অলৌকিক প্রভুর চেষ্টা ৩১২১২২ ; অলৌকিক প্রেম চিন্তে ২৪১১৭৬ ; অলৌকিক প্রেম তাঁর ১১১১২১ ; অলৌকিক
বাক্যচেষ্টা ২১৭১৬৫ ; অলৌকিক রূপ রস ২১২৪১৩৫ ; অলৌকিক লীলা এই ২৩১২৬০ ; অলৌকিক লীলা করে
২১৬১১২৮ ; অলৌকিক লীলা গৌর ২১৩১৬৫ ; অলৌকিক লীলা প্রভুর ২১৮২১১৫ ; অলৌকিক লীলাতে যার
২১৭১১০৮ ; অলৌকিক শক্তিগুণে ২১২৪১৩১ ; অলৌকিক শক্তি তোমার ২১৮১১১৫ ; অলৌকিকাবাদে সভার
৩১৬১১০০ ; অল্ল অল্ল না আইসে ২১১১১৮৪ ; অল্ল অপরাধ প্রভু ৩২১১২১ ; অল্ল অক্ষরে কহে ২১২১২৩ ; অল্ল কবি
আনি ২৩১৩৫ ; অল্লকালে হৈল পঙ্কী ১১৫১৪ ; অল্লদিনে দ্বাদশ ফলা ১১৪১২০ ; অল্ল বয়স তার ২১৮১১২৮ ; অল্ল সেবা
বহু মানে ৩১১২৬ ; অল্ল স্বল্পমূল্য পাইলে ২১৭১১৩৬।

অশুভ পড়েন ২১২১৮৮ ; অশেষ বিশেষে কৈল ১৪১১৮৩ ; অশেষ বৈকুণ্ঠাজাগু ২১১১১২ ; অশোকের তলে
কৃষ্ণ ৩১২১৮০ ; অশ্রু কম্প গদগদ ৩১৩১২৬ ; অশ্রু কম্প পুলক প্রেমে ২১৭১১২৫ ; অশ্রু কম্প পুলকস্বন্দ ২৩১১২০ ;
অশ্রু কম্প স্তম্ভ স্বন্দ ৩২১১৮ ; অশ্রু কম্প স্বরভঙ্গে ২১৫১১৬৪ ; অশ্রু গঙ্গা নেত্রে বহে ৩১৪১৩৪ ; অশ্রু ধারায় ভিজ
লোক ২১৫১৫৮ ; অশ্রু পুলক কম্প ২১১১২০৫ ; অশ্রু স্তম্ভ পুলক ২৬১১৮৮।

অষ্ট কণা ক্রমে হৈল ১১৩১৭০ ; অষ্ট কোড়ির খাজা ৩৬১২২৮ ; অষ্ট চল্লিশ বৎসর ১১৩১৭৭ ; অষ্ট দিকে অষ্টমূল
১৩১১৪ ; অষ্টগ্রহর কৃষ্ণ ভজন ২১২১১১৮ ; অষ্টগ্রহর রামচন্দ্র ৩১৩১২২ ; অষ্ট ভাব সম্মিলনে ২১৪১১৭০ ; অষ্ট মৃদঙ্গ
বাজে ২১১১২০০ ; অষ্ট মোহর হয় তোমার ২১২১২৮ ; অষ্টম দিবসে তাঁরে ২৬১১১৬ ; অষ্টম শ্লোকের কৈল ১৫১৪২ ;
অষ্টমাস বহি পুন ৩১৩১১৮ ; অষ্টমাস বহি প্রভু ৩১৩১১১ ; অষ্টমাস রহিল ভিক্ষা ১১০১১৫৪ ; অষ্টমে চৈতন্যলীলা
১১৭১৩১১ ; অষ্টমে রামচন্দ্র পুরীর ৩২০১১০৬ ; অষ্টমে রামানন্দ ২১২১২০১ ; অষ্ট সাধিক অঙ্গে প্রকট ৩১৫১৭৪ ; অষ্ট
সাধিক ভাবোদয় ২১৩১২৬ ; অষ্ট সাধিক হর্ষাদি ২১৪১১৬৩ ; অষ্টাংশ বঙ্গল নাহি ১১৭১৭২।

অষ্টাদশ অর্থ কৈল ২৬১১৭৬ ; অষ্টাদশ পরিচ্ছেদে সমুদ্রে ৩২০১২২৫ ; অষ্টাদশ বৎসর রহিলা ১১৩১১২ ;
অষ্টাদশ বর্ষ কেবল ২১১১১৭ ; অষ্টাদশ মাতা আর ২১৫১২৩৭ ; অষ্টাদশ লীলাচন্দ ২১১৩৫ ; অষ্টাদশাধ্যায় পড়ে ২১৩১৮৮ ;
অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রে ১৫১১২৮ ; অষ্টাদশে বৃন্দাবন ২১২১২০৮ ; অষ্টাবিংশ চতুর্য়ুগে ১৩১৮।

অসংখ্য অদ্বৈত শাখা ১১২১৬৩; অসংখ্য অনন্তগণ ১১১১৪; অসংখ্য আইসে নিত্য ২১৪১২২; অসংখ্য গণন তার ২১২০১৬৯; অসংখ্য নিজ ভক্তের করাণা ১১৩০৬০; অসংখ্য বৈষ্ণব তাই ২১১১১১৭; অসংখ্য ব্রহ্মার গণ ২১২১১৫১; অসংখ্য লোকের ঘটা ৩১২২৫; অসংখ্য সংখ্যা তার ২১২০১২৮।

অসংস্কৃত্যোগ এই ২১২১৪২; অসংস্কৃত্যোগ শ্রীভাগবত ২১২৪১২৫১; অসংস্কৃত্যোগ না করিহ ৩১১১৪২; অসংস্কৃত্যোগ নহে কৃষ্ণ ২১১১১৬৮; অসংস্কৃত্যোগ মাধুর্য ১১৪১১২২; অসংস্কৃত্যোগ কহ কেনে ২১১১২০; অসংস্কৃত্যোগ নহে সত্য ১১২১২৬; ১১১১১৩; অসংস্কৃত্যোগ বেদনা দুঃখে ১১১১১৪২।

অসারের নামে ইহা ১১২১২।

অসুর সংহার আনুষ্ক ১১৪১৩২; অসুর-স্বভাবে কৃষ্ণ ১১৩১৭১।

অস্তবাস্ত লিখন সেই ৩১১১১৮; অস্তবাস্ত সেই স্ত্রী ৩১৪১২৫।

অস্তবাস্ত ভেদে ধরে ২১২০১১৭৬; অস্তবাস্ত ভেদ ২১২০১১২০; অস্তবাস্ত ভেদ নাম ভেদ ২১২০১১৬০।

অস্থিগ্রহি ত্যাগ অস্থিভাবের ৩১২০১১৫; অস্থিগ্রহি ভিন্ন ৩১৪১৬১; অস্থিগ্রহি ছাড়ে হয় ৩১৮১৬৭; অস্থিগ্রহি ছুটিল ৩১৮১৫০।

অস্পৃশ্য অদৃশ্য মোরে ৩১১১২৭; অস্পৃশ্য পামর মুক্তি ২১১১৬৩; অস্পৃশ্য স্পর্শিলে ২১৮১৩২। অস্পৃশ্যের ছদ্ম করি ২১১১১৪; অস্পৃশ্য বনে বৃক্ষা ২১২৪১২৮।

অহঙ্কারের অধিষ্ঠাতা ২১২০১২২২; অহমেব অহমেব শ্লোকে ২১২৪১২৪; অহৈতুকী ভক্তি করে ২১২৪১১৩; অহোবল নৃসিংহাদি ২১১১২৭; অহোবল নৃসিংহেরে ২১১১৪; অহো ভাগ্যবতী এই ৩১৪১২৮; অহোভাগ্য যমুনার ২১৩১২৫; অহো স্তন গোপীগণ ৩১৬১১১৬।

অক্ষর দেখিয়া প্রভুর ৩১৮৬।

আ

আ

আ

আ

আই দেখিতে যাব আমি ২১৬১৩৪; আই দেখিতে যৈছে ৩১৩০৩১; আই টোটা আইলা প্রভু ২১৪১৮২; আই টোটা আসি কৈল ৩১১৫৭; আই টোটা আসি প্রভু ২১৪১৬৩; আই তাঁরে ভিক্ষা দিল ২১০১২০; আইকে কহিবে যাই ২১০১৬৬; আইর চরণ যাই ৩১২১৮৬; আইর মন্দিরে স্থখে ২১০১২০; আইল সকল লোক ২১১১০৮; আইলা নূতন কোপীন ২১৩১২৭; আইস তুমি মোর সঙ্গে ৩১৬১৭৬; আইসে যায় লোক ২১৩১০৮।

আউলার সর্ব অঙ্গ ১১৮২০।

আকর্ষণ গুরিয়া সভার ৩১১১৮৭; আকর্ষণ বপু জলে পৈশে ৩১৮১৮২; আকর্ষণ তার মাথে ৩১৬১৭৭।

আকার না দেখি তার ৩১২১৫৫; আকার বর্ণ অস্ত্রভেদে ২১২০১১৪৪; আকার স্বভাবভেদে ১১৪১৬৮; আকারে ত ভেদ ১১৩০৬; আকাশ অনন্ত তাতে ৩১২০১৭০; আকাশদির গুণ যেন ২১৮১৬৮; ২১১১১২১; আকাশে উড়িতাম ১১০১১৮; আকাশে কহেন সব ৩১৮১৭৬; আকাশের শব্দগুণ ২১১১১৭৬।

আকৃতি প্রকৃতি এই ২১২০১২২৬; আকৃতি তোমাকে দেখি ২১৮১১০২; আকৃতি প্রকৃতি তোমার ২১৮১৪০।

আঁখি বৃদ্ধি প্রভু প্রেমে ২১৪১৬; আঁখি মুদি কাঁপি আমি ১১১১১৭৫।

আগম শাস্ত্রের বিধি ৩১২১২৪; আগু বাড়ি পাঠাইল ২১৬১৪০।

আগ্রহ করিয়া তাঁরে ৩১৮১২২; আগ্রহ করিয়া পণ্ডিত ৩১২১৩৫; আগ্রহ করিয়া পুঁথি ২১২১৭৮; আগ্রহ করিয়া পুনঃ ৩১৮১৩১।

আগে অহুবাদ ১১২১৬১; আগে অবতারিলা ১১৩১৫১; আগে আর কিছু শুনিবার ২১৮১২০; আগে আসি রহিলা ২১৩১২৮; আগে ইহা বিবরিব ১১৪১২৮; আগে কহ প্রভু বাক্যে ২১২১৮২; আগে কানীশ্বর যায় ২১২১২০৪; আগে কেনে ইহা মাতা ১১৪১৩০; আগে চলিবারে সেই ২১৬১১৫৫; আগে ত করিব স্তন ১১৮১৮৮; আগে

আগে ত কহিব তাহা ২১৭৫২; আগে তাঁরে মিলি ২১১১২৪; আগে তের অর্থ কৈল ২১২৪১৩৬; আগে দেখি হাসি কৃষ্ণ ৩১২৮১; আগে নৃত্য করি চলে ২১৩১১০; আগে নৃত্য করে গৌর ২১৩১৮৭; আগে পাইল কৃষ্ণ ৩১২৮২; আগে পাছে গান করে ২১১১২০৪; আগে পাছে দুই পার্শ্বে ২১৩১২২; আগে বিস্তারিয়া তাহা ১১০১১০২; আগে বৃক্ষগণ দেখে ৩১৫১৪৩; আগে মন নাহি চলে ২১১১৫০; আগে মৃগীগণ দেখি ৩১৫১৩৮; আগে যত যত অর্থ ২১২৪১৭৪; আগে যদি কৃষ্ণ দেন ২১০১১৭৩; আগে লোকভীড় সব ২১০১১৭২; আগে স্তন জগন্নাথের ২১৩১৬২; আগে সম্ভ্রদায়ের নৃত্য ১১৭১১৩০; আগে সাবধান যাবে ৩১৩১৩৩।

আচণ্ডালাদি করিহ ২১৫১৪২; আচণ্ডালে প্রেমভক্তি ২১১২৩৭; আচমন করাইয়া ২১৫১২৫১; আচমন কৈলে নিন্দা ৩৮১১৩; আচমন দিয়া দিল ২১৪১৭২; আচমন দিয়া পুনঃ ২১৪১৬৪; আচরিত অবস্থা যাইব ৩২১৪১; আচরিতে আসি পিয়াও ২১৪১১৫; আচরিতে উঠে প্রভু করিয়া গর্জন ২১৩১২৬; আচরিতে উঠে প্রভু করি হৃদয় ৩১০১৬৮; আচরিতে এক গোপ ২১৮১১৫১; আচরিতে গোসাক্ষিষ্ঠাঙ্গি ২১২১১৭; আচরিতে নৃসিংহানন্দ ৩২১৪৭; আচরিতে প্রভু দেখি ২১২১২০৪; আচরিতে মহাপ্রভুর হৈল ৩১৮৮৪; আচরিতে স্তনে প্রভু ৩১৭১২; আচরিতে ক্ষুরে কৃষ্ণের ৩১২১৩১; আচল পাতিয়া প্রসাদ ৩১১১৭২; আচ্ছন্ন করিল শ্রেষ্ঠ ১৭১১১৩।

আচার প্রচার নামের ৩৪১২৮; আচার্য আজ্ঞাতে মানে ৩৬১১৬০; আচার্য আসিয়াছে ভিক্ষার ২১১১১৮৮; আচার্য উঠাইল প্রভুকে ২৩১১১২; আচার্য করিতে চাহে ২৩১০০২; আচার্য করিল তাই ২১৬১২৭; আচার্য কল্পনা করে ২১২৫১২৫; আচার্য কল্পিত অর্থ ইহা নভে ১৭১১২২; আচার্য কল্পিত অর্থ পণ্ডিত যে ২১২৫১২৬; আচার্য কহে অহুয়ানে ২৬১৮০; আচার্য কহে আগে ৩৭১৮২; আচার্য কহে আমাসভার ৩২১২৬; আচার্য কহে আমি ২৩১৬৪; আচার্য কহে ইহাকে কেন ১১২১৪৫; আচার্য কহে ইহার নাম ২১১১৭২; আচার্য কহে উপবাস ২১৫১২৬৬; আচার্য কহে ছাড় তুমি ২৩১৬৮; আচার্য কহেন তুমি না করিহ ৩৩১২০৮; আচার্য কহে তুমি যাহা ২৩১৩০; আচার্য কহে তুমি যেই কহ ২১২১৪৭; আচার্য কহে তুমি হও তৈরিক ২৩১৭৮; আচার্য কহে না করিব ২৩১২৮; আচার্য কহে নীলাচলে ২৩১৭২; আচার্য কহে বর্ণাশ্রমধর্ম ২১২১২৮; আচার্য কহে বস্ত্রবিষয়ে ২৬১৮৭; আচার্য কহে বিজ্ঞমত ২৬১৭২; আচার্য কহে বৈস দোহে ২৩১৬৬; আচার্য কহে মাধবীদেবী ৩২১১০২; আচার্য কহে মিথ্যা নহে ২৩১৩২; আচার্য কহে যে দিয়াছি ২৩১৮৮; আচার্য কান্দেন কান্দে ২১২১১৪৪; আচার্যগোসাক্ষি আইসেন ৩১২১৬২; আচার্যগোসাক্ষি আসি ২৩১৫৬; আচার্যগোসাক্ষি কৈল ২১০১৮৪; আচার্যগোসাক্ষি চৈতন্তের ১৬১৩৩; আচার্যগোসাক্ষি তবে ২৩১৩০২; আচার্যগোসাক্ষি প্রভুর কৈল ২১৬১৫৪; আচার্যগোসাক্ষি প্রভুকে সন্দেশ ৩১২১১৬; আচার্যগোসাক্ষি প্রভুর ভক্ত ১৩১৭২; আচার্যগোসাক্ষি যারে ১১০১৪২; আচার্যগোসাক্ষিকে প্রভু কহে ঠারে ২১৬১৫২; আচার্যগোসাক্ষির গুণ ১৬১৩২; আচার্যগোসাক্ষির তত্ত্ব ১৫১১২৭; আচার্যগোসাক্ষির পুত্র ২১২১১৪০; আচার্যগোসাক্ষির ভাগ্য ২৩১১৫৬; আচার্যগোসাক্ষির মনে ১১২১৫১; আচার্যগোসাক্ষির শিষ্য ১৮১৬৫; আচার্যগোসাক্ষিরে প্রভু করে গুরু ১১৭১৬২; আচার্যগোসাক্ষিরে প্রভু গুরু ১৬১৩৬; আচার্য-চরণে মোর ১৬১১০২; আচার্য তর্জনা পড়ে কেহো ২১৬১৫২; আচার্য তাঁহারে প্রভু ৩২১৮২; আচার্য দেখি বোলে ২৩১২৮; আচার্য নাচেন প্রভু ২৩১১০২; আচার্যনিধি আর পণ্ডিত ২১০১৮০; আচার্যনিধি বিজ্ঞানিধি ১১৩১৫৩; আচার্যনিধির এই ৩১০১১১৭; আচার্য-প্রসাদে পাইলা ২১৬১২২৪; আচার্য বচন প্রভু ২৩১১২৬; আচার্য বৈষ্ণবানন্দ ১১১১৩২; আচার্য বোলে অকপটে ২৩১৭০; আচার্য ভগিনীপতি ২৬১১০৪; আচার্যরত্ন আচার্যনিধি পণ্ডিত ৩৭১৩৭; আচার্যরত্ন আচার্যনিধি নন্দন ৩১০১১৩৬; আচার্যরত্ন আচার্যনিধি শ্রীবাস গদাধর ২১২১১৫৪; আচার্যরত্ন আচার্যনিধি শ্রীবাসাদি ধন্য ৩১০১৩; আচার্যরত্ন আদি যত ২১৬১৫৭; আচার্যরত্ন আর পণ্ডিত ২১০১৮০; আচার্যরত্ন ইহো ২১১১৭৩; আচার্যরত্ন নাম ধরে ১১০১১০; আচার্যরত্ন বিজ্ঞানিধি পণ্ডিত ২১১১১৪৪; আচার্যরত্ন বিজ্ঞানিধি শ্রীবাস ২১৬১১৫; আচার্যরত্ন শ্রীবাস জগন্নাথ ১১৩১১০৭; আচার্যরত্ন শ্রীবাস হৈল ১১৩১১০১; আচার্যরত্ন সন্দেশে তাঁহার ২১৬১২৩;

আচার্য্যরত্নের এইসব ৩১০।১১৭; আচার্য্যরত্নের নাম ১১০।১১১; আচার্য্যরত্নের সঙ্গে ৩১২।১০; আচার্য্যরত্নেরে কহে ২।৩।১৮; আচার্য্য-ভাণ্ডার প্রেম ১।৭।২২; আচার্য্য-মন্দির হৈল ২।৩।১৫৩; আচার্য্য মিলিয়া কৈল ৩।৩।২০২; আচার্য্য মিলিতে তবে ৩।১২।২৬; আচার্য্য শিবানন্দসনে ৩।১।১০; আচার্য্য শেখর তার ১।১৭।১১২; আচার্য্য সম্বন্ধে বাহে ৩।২।২০; আচার্য্যস্থানে মাতার ১।১৭।৬৭; আচার্য্য হইল সেই ২।১৮।১১৩; আচার্য্য হরিদাস বলে ২।৩।১২৮; আচার্য্য হারিয়া পাছে ২।১৪।৭৭; আচার্য্য-হুক্মারে পাপ ১।৩।৬১।

আচার্য্যাদি আগে ভট্ট ৩।৭।৮৬; আচার্য্যাদি প্রভুর সব ২।১৫।২২; আচার্য্যাদি বৈষ্ণবেরে দিল বাসা ৩।১২।৩১; আচার্য্যাদি বৈষ্ণবেরে মহাপ্রসাদ ৩।৩।৪২; আচার্য্যাদি ভক্তগণ করে ২।১২।৬৭; আচার্য্যাদি ভক্তগণে মিলিলা ৩।১২।১৫; আচার্য্যাদি মহাশয় ৩।১০।১১।

আচার্য্যে প্রবোধি কহে ২।৩।২১০; আচার্য্যে প্রসাদ দিয়া ২।১০।৭৭; আচার্য্যের অভিপ্রায় ১।১২।৫২; আচার্য্যের আগ্রহ অদ্বৈত ২।২৫।৩২; আচার্য্যের আঞ্জা পাঞা ১।১৩।১১০; আচার্য্যের আর পুত্র ১।১২।২৫; আচার্য্যের ইচ্ছা প্রভু ২।৩।৮২; আচার্য্যের এই পৈড় ৩।১০।১১৫; আচার্য্যের কৈল সভে ২।১০।৮৪; আচার্য্যের ঘর ইহার ৩।৬।১৬৫; আচার্য্যের ঘরে নিত্য ৩।৩।২০৪; আচার্য্যের ঘরে যৈছে ২।২৫।১২৭; আচার্য্যের ঠাঞি আইলা ২।১০।৮৮; আচার্য্যের ঠাঞি গিয়া ৩।১২।১৬; আচার্য্যের দোষ নাহি ২।৬।১৬৪; আচার্য্যের নিমন্ত্রণ আশ্চর্য্য ২।১৫।১২; আচার্য্যের নিমন্ত্রণে করিল ২।১৪।২০; আচার্য্যে ব্যবহার তাঁহার ১।১২।২৬; আচার্য্যের যত যেই ১।১২।৮; আচার্য্যের মনঃকথা ২।৩।৬৩; আচার্য্যের লজ্জাধর্ম্ম ১।১২।৪৭; আচার্য্যের শ্রদ্ধাভক্তি ২।৩।২০০; আচার্য্যের সিদ্ধান্তে ২।৬।১০৫; আচার্য্যেরে আঞ্জা দিলা ২।১৫।৪২; আচার্য্যেরে করিলা প্রভু ২।১১।১১৩; আচার্য্যেরে স্থাপিয়াছে ১।১২।৩২।

আছাড় খাইয়া পড়ি ২।১৩।৮০; আছাড়ের কালে ধরে ২।১১।২০৪; আছুক নারীর কাজ ৩।১৬।১১৪; আছে দুই চারিজন ২।১৩।১৪২।

আজ্ঞ আপনি যাঞা ৩।১৩।৮; আজ্ঞ আঞ্জাকারী তেঁহো ১।১০।৭২; আজ্ঞ করিল আমি ২।১০।১৬২; আজ্ঞ কৃষ্ণকীর্তন ৩।২।১৫৬; আজ্ঞ না দিল জিহ্বায় ৩।৬।৩০৫; আজ্ঞ নিয়ম নিত্য ১।১১।৩৬; আজ্ঞ সেবিলা তিঁহো ১।১২।১১।

আজ্ঞাহুলধিতভুজ কমল-লোচন ১।৩।৩৫; আজ্ঞাহুলধিতভুজ কমল-নয়ন ২।১৭।১০৩।

আজি আমি অঙ্গীকার ৩।৩।১১০; আমি আমার এথা ৩।১৩।১০২; আজি আমি আছিলাঙ ২।১৮।১৩০; আজি আমি পূর্ণ হৈলাঙ ২।১১।১২০; আজি আমি ক্ষমা করি ১।১৭।১২১; আজি উপবাস হৈল ২।৩।৭৭; আজি কালি করি উঠায় ২।১৬।২; আজি কৃষ্ণপ্রাপ্তি যোগ্য ২।৬।২১২; আজি ছাড়াইমু তোমা ৩।৬।২২; আজি ছিন্ন কৈলে তুমি ২।৬।২১১; আজি তারে জগন্নাথ ৩।২।৬৪; আজি তাঁরে নিবেদিব ১।১৬।২০; আজি দিন ভাল ১।১৪।১৫; আজিহ নহিল মোরে ৩।৪।১৫২; আজি নিরুপটে তুমি ২।৬।২১০; আজি পাইলুঁ কৃষ্ণভক্তি ৩।১২।২২; আজি পারণা করিতে ২।৩।৭৬; আজি বাসা যাহ কালি ১।১৬।২৮; আজি ভিক্ষা দিবে মোরে ৩।১২।১২১; আজি মুক্তি অনায়াসে ২।৬।২০৮; আজি মুক্তি করিলু ২।৬।২০৮; আজি মোর ঘরে ভিক্ষা চল মোর ২।৩।৩৫; আজি মোর ঘরে ভিক্ষা কর অঙ্গীকার ২।২।১২৮; আজি মোর পূর্ণ হৈল ২।৬।২০২; আজি মোরে ভৃত্য করি ৩।১২।২৬; আজি মোর শ্লাঘ্য হৈল ২।৭।১২২; আজি মোর সফল হৈল ৩।১২।২২; আজি যে রাখিল সেই ৩।২।৭৭; আজি যে হইল আমার ২।৬।৬০; আজি রাত্রে পলাহ ২।১৮।২৪; আজি রাত্রে রাম মোর ২।১৫।১৪৬; আজি লাগি পাইয়াছো ৩।৬।৪২; আজি সফল হৈল মোর ২।৮।৩১; আজি সব মহাপ্রসাদ ২।৬।৪৪; আজি সমাপ্তি হইবে ৩।৩।১১৭; আজি যে খণ্ডিত তোমার ২।৬।২১১; আজি হৈতে এই মোর ৩।২।১১২; আজি হৈতে দিল তোমায় ৩।২।১০৪; আজি হৈতে দৌহার-নাম ২।১।১২৫; আজি হৈতে না পারিব ২।১০।১৫৫; আজি হৈতে ভিক্ষা মোর ৩।৮।৫০।

আজ্ঞা কর সঙ্গে চল ২১৭১১১; আজ্ঞা কর কাঁহা করে ৩৫২৮; আজ্ঞা দিল শীঘ্র তুমি ৩৪২২৫; আজ্ঞা দিল হরি বলি ৩৩৮৫; আজ্ঞা দেহ অবশ্য আমি ২৭১৪৪; আজ্ঞা দেহ আজি সব ২১২১৭৪; আজ্ঞা দেহ গোড়দেশে ২১০৬২; আজ্ঞা নহে তবু করিহ ২১১১০৮; আজ্ঞা দেহ নীনাচলে ২৩১৮৮; আজ্ঞা দেহ বৈষ্ণবের ২১১১১৫৬; আজ্ঞা দেহ ব্রাহ্মণ ঘরে ৩১৬১২; আজ্ঞা দেহ মথুরা দেখি ৩১৩৩০; আজ্ঞা দেহ যে লাগিয়া ৩৫৫২; আজ্ঞা পাঞা মিশ্র কৈল ১১৬১৫; আজ্ঞা পাঞা মোর ১৮১৭২; আজ্ঞা মালা পাঞা হর্ষে ২৭১৫৬; আজ্ঞা পালনে কৃষ্ণের ৩১০৭৭; আজ্ঞা পালন লাগি ২৪১৪৫; আজ্ঞা দেহ যদি চাঙ্গে ৩২২৭; আজ্ঞা দেহ যদি তাঁরে ২১০১৪৭; আজ্ঞা দেহ যাই করি ২১৮১২২; আজ্ঞা দেহ যাই দেখি ২১৬২৩০; আজ্ঞা দেহ বথ দেখি ৩৪১৫০; আজ্ঞা মাগি গেলা ২৬৪৬; আজ্ঞা মাগি গোড়দেশে ২৪১০৮; আজ্ঞা লজ্জি আইসেন ৩১২৬৮; আজ্ঞা হয় আইসোঁ মুক্তি ২১২১২৭।

আটান চ-কারের সব ২২৪১২১৭; আটানবার আশ্বারাম ২২৪১২১৫।

আঠার নানাকে আইলা ২১৬৩৭; আঠার নানাতে আসি ২২৫১৭৬; আঠার বর্ষ তাই বাস ২১২৩৫; আঠি চোকা সেই ৩১৬৩৩।

আঠেড়নের ঘাটে তবে ২১২৭৬।

আত্ম-ইচ্ছা মতে বৃক্ষ ১২৩৬; আত্মকণ্ঠা দিব ২৫৭০; আত্মকৃষ্ণসঙ্গ হৈতে ২৮১৭২; আত্মনিন্দা করি লৈল ২৬১৮২; আত্মপবিত্রতা হেতু ১১১৫৪; আত্মবৃত্তি করি করে ১১০৪৮; আত্ম মধ্যে গোষ্ঠী করে ২২৫২১; আত্ম লুকাইতে প্রভু ১১৪১০০; আত্মভূত শব্দে কহে ৩৭২৪; আত্মসাৎ করি তাঁরে ২১০৩১; আত্মস্থ-দুঃখ ১৪১৪২; আত্মকৃষ্ণ নাহি ৩১৫১৩; আত্মবৃত্তি নাহি কাঁহা ৩৫৬২।

আত্মান্তর্যামী ধারে ১২১২২; আত্মা বৈ জায়তে পুত্র ২১২১৫৩; আত্মার আত্মা হয় কৃষ্ণ ২২০১৩৬; আত্মারাম এব হৃণ ২২৪১৩২; আত্মারামগণের আগে ২২৪১০; আত্মারাম জীব যত ২২৪১২২; আত্মারাম পর্যন্ত করে ২৬১৬৭; আত্মারামা অপি অপি ২২৪১৪৭; আত্মারামা অপি ভজে ২২৪১৪৬; আত্মারামাশ অপি করে ২২৪১৮; আত্মারামাশ আত্মারামাশ আটান ২২৪১২৬; আত্মারামাশ আত্মারামাশ করি ২২৪১০১; আত্মারামাশ মনয়শ কৃষ্ণেরে ২২৪১০৩; ২২৪১৪৩; আত্মারামাশ মনয়শ নির্গম্যশ ২২৪১২১; আত্মারামাদি ন্নোকে ২৬১৭৫; আত্মারামাশ সমুচ্চয়ে ২২৪১২১; আত্মারামের মন হরে ২১৭১৩৩; আত্মা-শব্দে কহে কৃষ্ণ ২২৪১৫৬; আত্মা-শব্দে কহে সর্ক ২২৪১২০৫; আত্মা-শব্দে কহে ক্ষেত্রজ ২২৪১২২৪; আত্মাশব্দে দেহ কহে ২২৪১৩৭; আত্মা-শব্দে ধৃতি কহে ২২৪১১৬; আত্মাশব্দে বুদ্ধি কহে ২২৪১২১; আত্মাশব্দে ব্রহ্ম, দেহ ২২৪১২; আত্মাশব্দে মন কহে ২২৪১১২; আত্মাশব্দে যত্ন কহে ২২৪১১৪; আত্মাশব্দে স্বভাব কহে ২২৪১২২; আত্মা সমর্পিল আমি ২১০৫৩; আত্মা হৈতে কৃষ্ণ ১৬৮৮; আত্মা হৈতে কৃষ্ণের ১৬৮৭;

আত্মীয় জ্ঞান করি ২১০৫৫।

আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা ১৪১৪১।

আদা লবণ লেবু দুগ্ধ ৩১০১৩৪।

আদি চতুর্সূত্র ইহার ২২০১৫৮; আদিবশ্য এই স্ত্রীকে ৩১৪২৪; আদিলীলা মধ্যলীলা অন্ত্যলীলা ২১১৬; আদিলীলার মধ্যে প্রভুর ১১৩১৪; আদিলীলার সূত্র লিখি ১১৩৪২।

আদৌ তুমি শুন ৩৫২৭; আদৌ প্রকট করায় ২২০৩১৪; আদৌ মালা অর্ঘ্যেতরে ২১১৬৭।

আত্ম অবতার করে ১৫৪৮; আত্ম অবতার মহাপুরুষ ১৫৭০; আত্ম এব পরোবস ২১৫২৫; আত্ম কায়বুহ ১৫৪৪; আত্মোপাস্ত চৈতন্যলীলা ২১৮২১৬; আত্মোপাস্ত সব কথা ২২০৬০।

আধুনিক আমার শাস্ত্র ১১৭১৬২; আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রে ২২২১১।

আন কথা না শুনে কান ২২১১২২।

আনন্দ আর মদন ২১২৩৩ ; আনন্দ উদ্ভাদনা ২১৩১৬৩ ; আনন্দ কোলাহলে লোক ২১৮১৩৪ ; আনন্দচিন্ময়-
রস প্রেমের ২১৮১২২ ; আনন্দ বাঢ়য়ে মনে ২১৪১৮৬ ; আনন্দ-সমুদ্রে ভাসে ২১২৫১৮৩ ; আনন্দ-সমুদ্রে মন ১৪১২১১ ;
আনন্দ সহিত অঙ্গ ২১৭১১৩৮ ।

আনন্দাংশে হ্লাদিনী সদংশে ১৪১৫৫ ; ২১৬১৪৫ ; ২১৮১১২ ; আনন্দারণ্যে বাহুদেব ২১২০১৮৫ ।

আনন্দিত বন্ধু যেন ২১৭১১২২ ; আনন্দিত ভক্তগণ ২১৬২৫১ ; আনন্দিত রঘুনাথ ৩৬২৮ ; আনন্দিত
শিবানন্দ করে ৩২১১৩১ ; আনন্দিত হঞা নিজ ২১২২০৪ ; আনন্দিত হঞা ভট্ট ২১২১৭৮ ; আনন্দিত হঞা রঘুনাথ
৩৬২১০ ; আনন্দিত হৈয়া আইলা ১১২১৪১ ; আনন্দিত হৈয়া শচী ২১৩১২২ ; আনন্দিত হৈয়া সন্তে ১১২১২৪ ;
আনন্দিত হৈল শিবাই ৩১২১২৪ ; আনন্দিত হৈলা আচার্য্য ২১৩১২৭ ; আনন্দিত হৈলা জগন্নাথ ২১২১২০২ ।

আনন্দে আরম্ভিল প্রভু ২১৪১৬১ ; আনন্দে আসিয়া কৈল ২১২২২১ ; আনন্দে আসিয়া লোক ২১৭১৮৬ ;
আনন্দে উদ্ভও নৃত্য ২১২১১৩৮ ; আনন্দে করিলা জগন্নাথ ২১৬১১০ ; আনন্দে কৃষ্ণমাধুর্য্যে ৩৫১৪৫ ; আনন্দে চন্দন
লাগি ২১৪১৪২ ; আনন্দে চলিলা কৃষ্ণকীর্তন ৩১২১১৩ ; আনন্দে দক্ষিণ দেশে ২১৭১৫৬ ; আনন্দে দেখিতে আইল
২১২২২৫ ; আনন্দে নাচয়ে সন্তে ২১৩১৫৩ ; আনন্দে বিহ্বল আমি ১৫১১৭২ ; আনন্দে বিহ্বল নাহি ৩৭১৬১ ;
আনন্দে বিহ্বল প্রহ্লাদ ৩২১৬২ ; আনন্দে বিহ্বল ভক্ত ২১২৫১৭৮ ; আনন্দে বিহ্বল মন ১১৩১১০১ ; আনন্দে ভক্তসঙ্গে
সদা ২১১২৩৩ ; আনন্দে মধুর নৃত্য ২১৩১১০২ ; আনন্দেতে মহাপ্রভুর প্রেম ২১৪১৬২ ; আনন্দে মহাপ্রভুর বর্ষা
২১৬২৩৩ ; আনন্দে রঘুনাথ সেবা ৩৬২২২২ ; আনন্দে রঘুনাথের বাহু ৩৬৩০২ ; আনন্দে রাখিলেন ঘরে ৩১২১২৭ ;
আনন্দে সকল বৈষ্ণব ৩১৪১২৬ ; আনন্দে সার্কর্ভোম লৈল ২১৬৩৭ ; আনন্দে ষাঠীর মাতা ২১৫১২২২ ।

আনি করে তোমার দাসী ৩১৬১১১২ ; আনিব প্রভুরে এহৌ ৩২১৫১ ; আনিয়া কৃষ্ণেরে ১৩৩৮২ ; আনিয়া
নৈবেদ্য তারা ১১৪১৫৭ ।

আনুকূল্যে সর্কেন্দ্রিয়ে ২১২১১৪৮ ; আনুষঙ্গ্য কর্ম ১৪১১৩ ; আনুষঙ্গ্য ফলে করে ২১৫১১১০ ; আনুষঙ্গিক ফল
নামের ৩৩১৭১ ; আনুষঙ্গ্যে কৈল ১৪১১৮২ ; আনুষঙ্গ্যে প্রেমময় ২১৮১২৩১ ।

আনের কা কথা আমি ২১৮১৪২ ; আনের কি কথা তুমি ৩৫১৫৮ ; আনের কি কথা বলদেব ১৬৬৩ ; আনের
বৈভবসত্তা ২১২১১০১ ।

আপন ইচ্ছায় কৈল ১১৭১৮৩ ; আপন ইচ্ছায় চল বহ ২১৬২৮০ ; আপন ইচ্ছায় চলে করিতে ২১৩১১২ ;
আপন ইচ্ছায় প্রভুর ২১৭১১৬৬ ; আপন ইচ্ছায় বলুন ২১১১৬০ ; আপন ঈশ্বর মূর্তি ২১১২২ ; আপন উদ্ধার এই
৩৬৩১২ ; আপন উত্তোগে নাচাইল ২১৩১৭০ ; আপন কারুণ্য লোকে ৩২১১৬৬ ; আপন কৃপাতে কহ ২১২০২৫ ;
আপন হৃৎথে মরোঁ ৩৮১২২ ; আপন নিকটে প্রভু সভারে ২১১১১৮ ; আপন প্রারঞ্জে বসি ২১৭১২১ ; আপন বাসার
চালে ২১১৫৫ ; আপন বিশ্বাস প্রভুস্থানে ২১৬১১৬৭ ; আপন মনের বার্তা ৩১৪১৩৮ ; আপন মাধুর্য্য পানে ১৬২৩ ;
আপন মাধুর্য্যে হরে ২১৮১১৪ ; আপন মিলন লাগি ২১২১৩৭ ; আপন শ্রীঅঙ্গসেবায় ২১০১১৪২ ; আপন শ্রীহস্তে
বালু ৩১১১৬৭ ; আপন সঙ্গে লঞা দ্বাদশ ২১২৫১৫২ ; আপন সমান মোরে ২১৩২৫ ; আপন হৃদয় কাজ ২১২৩২ ;
আপন হৃদয় যেন ২১২১১০৩ ।

আপনা অযোগ্য দেখি ২১১১২২ ; আপনা আশ্বাদিতে কৃষ্ণ করে ভক্তভার ১৭১২ ; আপনা আশ্বাদিতে কৃষ্ণ
করেন যতন ১৪১১২২ ; আপনা জানাইতে আমি ৩৭১১০৭ ; আপনা নিন্দিয়া কিছু ২১৫১২৫৭ ; আপনা পবিত্র কৈল
৩৫১২২ ; আপনা পাসরে সন্তে ৩১২১২৮ ; আপনা বিহু অত মাধুর্য্য ৩১৬১১০৪ ; আপনা লুকাইতে ১৩৭০ ; আপনা
শোধিতে করি ১১১১১৪ ; আপনা শোধিতে তার ৩১৮১২২ ।

আপনাকে করেন তাঁর ১৬৬৮ ; আপনাকে করে সংসার জীব ৩২০১২৫ ; আপনাকে পালকজ্ঞান ২১২১১৮৭ ;
আপনাকে বড় মানে ১৪১২০ ; আপনাকে ভূত করি ১৫১১২০ ; আপনাকে হয় মোর ৩৪১১৭৭ ; আপনাকে
হীনবুদ্ধি ২১১১০৫ ।

আপনার আগে মোর ৩১১৩১ ; আপনার এক অংশে ১৫৪৭ ; আপনার এক কণে ২২১১১৭ ; আপনার কথা পর মুণ্ডে ৩৪১৭৪ ; আপনার কথা লিখি ১৫২০২ ; আপনার কৃত্য লাগি ৩৬২২৬ ; আপনার কর্মদোষ ৩১২৪৭ ; আপনার গণ সহিত ৩৬২৮ ; আপনার গুণ নাহি ৩৫৭৫ ; আপনার ঘর আইলা তাঁরে ৩২১৩২ ; আপনার ঘর আইলা বহু ধন ২১২৫ ; আপনার দুঃখ কিছু ২১৮১৩৬ ; আপনার দুঃখস্থ ২৩১৮২ ; আপনার দুর্দৈবে পুন ৩১৫৬২ ; আপনার দৌভাগ্যের ৩৪১৫৭ ; আপনার বলে করে ২২৪৩০ ; আপনার মুণ্ডে আপনি ২১৮২১৭ ; আপনার সুখদুঃখে হয় ৩২১৭৪ ; আপনার হাসি লাগি ৩১৬১২৪ ; আপনার হিতাহিত ২২০২৪ ।

আপনি আচরি ভক্তি করিল ১৪১৩৭ ; আপনি আচরি ভক্তি শিখাইমু ১৩১৮ ; আপনি আচরি জীবে ২১১১৭ ; আপনি আশ্বাদি প্রভু ৩১৭১৬৩ ; আপনি আশ্বাদি ভক্তি ২২৫২১৬ ; আপনি করিব ভক্তভাব ১৩১৮ ; আপনি চন্দন পরি ১১৪১৪৮ ; আপনি না কৈলে ধর্ম ১৩১২ ; আপনি নিরভিমानी ১১৭১২৩ ; আপনি পরিবেশে প্রভু ৩১১৮০ ; আপনি প্রভুকে লঞা ২১৬১১১ ; আপনি মহাপ্রভু ধার ২১২৪৩ ; আপনি শোধয় প্রভু ২১২৮১ ; আপনি শ্রীমুখে মোর ৩৬২৩০ ; আপনি স্বগৃহে করে ২১২১৫ ।

আপনে আইলে মোরে ২৮২৩২ ; আপনে আগ্রহ করি ৩৮১২ ; আপনে আচরি ভক্তি করেন প্রচার ১৩৭২ ; আপনে আচরে কেহো ৩৪২৭ ; আপনে আপনা চাহে ২৮১১৪ ; আপনে আমাকে বোলায় ৩২২৩ ; আপনে আসিয়া প্রভু ২১৬৪২ ; আপনে আসিয়া ভূতো ২১৭১০ ; আপনে আশ্বাদে প্রেম ১৪১৩৫ ; আপন ইচ্ছায় বহু ২১১১৬২ ; আপনে ঈশ্বর তবে ২২০২৬১ ; আপনে করহ যদি ২২৪২৩৮ ; আপনে করি আশ্বাদন ২২১৭০ ; আপনে করিবে কৃপা ৩৭১৪২ ; আপনে করিল প্রভুর ২১২৭৮ ; আপনে করিলা বরাণসী ২১২২২ ; আপনে করেন কৃষ্ণ ১৫১৭ ; আপনে রহে এক পৈছার ২২৫১৫৭ ; আপনে কালীমিশ্র আইলা ৩১১৮৫ ; আপনে থাইব কৃষ্ণ ৩১২১৩১ ; আপনে গায়ন নাচে ২১৩৬২ ; আপনে চলয়ে রথ ২১৪৫৪ ; আপনে চৈতন্যমালী ১২২ ; আপনে চৈতন্যরূপে ১২২১ ; আপনে তাহার উপর ২১৪৮৭ ; আপনে দক্ষিণদেশ ১৭১৫২ ; আপনে দুই ভাই হৈলা ১১৭১২২ ; আপনে নাচয়ে তিনে ৩১৮১৭ ; আপনে নাচিতে তবে ৩১০৬৩ ; আপনে নাচিতে যবে ২১৩৭১ ; আপনে না জানে পুতলী ৩৪৮০ ; আপনে নামিয়া রাজা ২১৫১২৪ ; আপনে পুরুষ বিশ্বের ১৬১৩ ; আপনে প্রকাশানন্দ ১৭১৬৩ ; আপনে প্রতাপরুদ্র আর ২১৫২১ ; আপনে প্রতাপরুদ্র নিবারিল ২১৩২১ ; আপনে প্রতাপরুদ্র লঞা ২১৩৫ ; আপনে প্রহ্মমিশ্রসহ ৩৫৮২ ; আপনে প্রভুর প্রসাদ ৩১২১৪৮ ; আপনে প্রসন্ন করি পাছে ৩৫৬১ ; আপনে প্রসাদ মাগি ৩১১১০৩ ; আপনে প্রসাদ লয়েন ৩১২১২৮ ; আপনে বর্গেন যদি ২১৪১৮৮ ; আপনে বসিয়া মাঝে ২১২১২৮ ; আপনে বসিল সব ২১১১২১ ; আপনে বহুত অন্ন ২৪১০ ; আপনে বৈরাগ্য দুঃখ ২৭১২২ ; আপনে বৈসহ প্রভু ভোজন ২১৪৩২ ; আপনে ভট্ট করেন প্রভুর ২১২৮৩ ; আপনে ভট্টাচার্য্য করে ২১৫২০১ ; আপনে মহাপ্রভু করে ২২০২১ ; আপনে মহাপ্রভু গায় ১১০১৬ ; আপনে মহাপ্রভু তার ২১৬১৭৩ ; আপনে মহাপ্রভু যদি ৩৭১৬ ; আপনে মাধবপুরী ২৪৫৮ ; আপনে মিলিবে তাঁরে ২১২২৪ ; আপনে রথের পাছে ২১৪৫৩ ; আপনে লাগিলা রথ ২১৪৪৭ ; আপনে গুলিল সব ২২৫২০১ ; আপনে শ্রীকৃষ্ণ যদি ১৩৭২ ; আপনে শ্রীমুখে প্রভু ৩৫১৫১ ; আপনে শ্রীহস্তে সভায় ২১১১১৮ ; আপনে সকল ভক্তে ২১৪৭৪ ; আপনে সার্কভৌম করে ২১৩২৫ ; আপনে স্বহস্তে তাঁরে ৩১১১০৩ ।

আবরণরূপে চতুর্দিকে ২২০১৬২ ; আবরণ দূর করি ২৪৫১ ।

আবালবৃদ্ধ গ্রামের ২৪৮২ ।

আবির্ভাব হঞা আমি ২৫২১ ; আবিষ্ট করিয়া করে ২১৩১৫৬ ; আবিষ্ট হইয়া কৈল ২৫৫ ; আবিষ্ট হইয়া গীতা ২১৮২ ।

আবেশ করয়ে কাঁহা ৩২৩ ; আবেশে আপন ভাব ১৪২৬ ; আবেশে করিলা পুরী ২৪১৩৭ ; আবেশে চলিলা প্রভু ২৬২ ; আবেশে তার গায়ে প্রভুর ২১৭২৭ ; আবেশে নিত্যানন্দ ২১৩১৭৫ ; আবেশে প্রভুর

হৈল ২।৩২৪ ; আবেশে বিলাইল ঘরে ২।১৫।৩০ ; আবেশে ব্রহ্মচারী কহে ৩।২২৬ ; আবেশে শ্রীবাসে প্রভু ১।১৭।২২৬ ।

আভিজাত্যে পণ্ডিত নারে ৩।৭।৮১ ।

আমরা ধর্মভয় করি ৩।১৬।১১৮ ; আমলী তলাতে রাম ২।২২০৭ ; আমলীতলায় গোসাঞি ২।১৮।৭৬ ; আমসী আম্রখণ্ড ৩।১০।১৫ ।

আমা ইহা লঞা আইলা ৩।১৭।২৬ ; আমা উদ্ধারিতে বলী ২।১।১৮৮ ; আমা উদ্ধারিয়া যদি ২।১।১৮৯ ; আমা উদ্ধারিলে তুমি ২।৬।১২৩ ; আমা দত্ত প্রসাদ প্রভুকে ৩।১০।১০২ ; আমা দেখি লুকাইলা ১।১৭।১৩২ ; আমা দৌহা সঙ্গে তেঁহো ৩।৪।৩১ ; আমা দৌহার গৌরবে ৩।৪।৩৫ ; আমা দ্রবাইলে তুমি ২।৬।১২৪ ; আমা নিস্তারিতে তোমার ২।৮।৩৬ ; আমা পরীক্ষিতে ইহা ৩।৪।১৮৬ ; আমা পাইতে সাধনভক্তি ২।২৫।৮৬ ; আমা প্রতি ভট্টাচার্য্যের ২।৬।১০৮ ; আমা বই জগতে আর ২।২১।৫০ ; আমা বিনা অন্তে ১।৩।২০ ; আমা লঞা পুন লীলা ২।১৩।১২৫ ; আমা সঙ্গে আইস সব ২।১৬।২৭৩ ; আমা সঙ্গে যাইহ ২।৬।৩১ ; আমা সভা অধমে যে ৩।৪।১৭৪ ; আমা সভার কৃষ্ণভক্তি ২।১৫।১১৬ ; আমা সভা ছাড়ি আগে ২।৬।২৩ ; আমা সভা জীবের হয় ২।২০।২২৩ ; আমা সভার নাহি দেহ ৩।৬।৩১৩ ; আমা সভার পক্ষে ইহা ১।১৪।৫০ ; আমা সভার মন ভাঙ ৩।২।২৬ ; আমা সভার মনে তবে ২।১৭।২ ; আমা সভা সঙ্গে কৃষ্ণকথা ৩।৪।৩২ ; আমা স্মৃতি হৈল অশ্র ৩।৩।৩২ ; আমা হেন এক কীট ৩।১১।৪০ ; আমা হেন যেন কেহো ২।২৪।২৩৫ ; আমা হৈতে আনন্দিত ১।৪।১২৬ ; আমা হৈতে কিছু নহে ৩।২।১৪৬ ; আমা হৈতে কোটিগুণ ১।৪।১১৫ ; আমা হৈতে গুণী ১।৪।১২৮ ; আমা হৈতে প্রসাদপাত্র ১।১২।৪২ ; আমা হৈতে যার হয় ১।৪।১২৭ ; আমা হৈতে যে না হয় ৩।৩।২৩ ; আমা হৈতে রাধা পায় ১।৪।২১৭ ।

আমাকে আনন্দ দিবে ১।৪।১২৬ ; আমাকে করিলে দণ্ড ৩।৩।২৩ ; আমাকে খাট তুলি গাঙ ৩।১৩।১৪ ; আমাকে ত যে যে ভক্ত ১।৪।১৮ ; আমাকে দুঃখ দেন ৩।২।৬৩ ; আমাকে প্রণতি করে ১।১৭।২৫৬ ; আমাকেই যাতে তুমি ৩।৩।২১ ; আমাকেহ বুঝাইতে ধর ৩।৪।১৬৩ ।

আমাতে যে প্রীতি ২।২৫।১০২ ; আমাতে সঞ্চারি পূর্বে ৩।১।১০৩ ।

আমায় দুঃখ দেহ তুমি ২।২।২৩ ; আমায় দোষ লাগাইয়া ৩।১৩।২২ ।

আমার অবশেষপাত্র তারা ৩।২।৫২ ; আমার আগে আজি তুমি ৩।২।১৪০ ; আমার আজ্ঞায় গুরু ২।৭।১২৫ ; আমার আজ্ঞায় রঘুনাথ ৩।১৩।১১২ ; আমার আনয়ে ১।৫।১৪০ ; আমার ইষ্টমন্ত্র জানি ৩।২।২৩ ; আমার উদ্ধার হেতু ২।২০।৫২ ; আমার উপদেষ্টা তুমি ৩।৪।১৫৫ ; আমার এই বাক্য তবে ৩।৬।২৩৩ ; আমার এই দেহ প্রভুর ৩।৪।২৩ ; আমার কৃপাতে নাটক ৩।১।৩৭ ; আমার কৃপায় ক্ষুরক ২।২৫।২০ ; আমার গৌরবে কিছু ২।১৫।১৪৩ ; আমার গ্রামেতে কেহো ২।৪।২৭ ; আমার ঘোড়া গ্রীবা ৩।২।২৫ ; আমার ঠাকুর কৃষ্ণ ২।২।১০৬ ; আমার ঠাকুরাণী বৈসে ২।১৪।২০১ ; আমার ঠাঞি আইলা রূপ ২।১৬।২৫৮ ; আমার তার এক স্থানে ৩।১৩।৩২ ; আমার দর্শনে কৃষ্ণ ১।৪।১৬২ ; আমার দর্শনে রাধা ১।৪।২০৭ ; আমার দুর্দৈব নামে ৩।২০।১৫ ; আমার দুষ্কর কর্ম ২।১৬।৬৪ ; আমার নাটক পৃথক ৩।১।৩৭ ; আমার নামে গণ সহিত ২।৬।১০২ ; আমার নামে পাদপদ্ম ৩।১২।৫ ; আমার নাম লঞা তাঁর ৩।৩।৩২ ; আমার নিকটে এই ২।১১।১৬০ ; আমার পুত্রে তুমি ৩।৬।১৭৮ ; আমার পিতাজ্যেষ্ঠা হয় ৩।৬।২৪ ; আমার প্রাণ রক্ষা কর ২।২০।৩১ ; আমার বচনে তাঁরে ২।৭।৬২ ; আমার বচনে তোমার ২।১৫।১৫৩ ; আমার বহু প্রীতি বাড়ে ২।৬।৬৮ ; আমার বাতুল চেষ্টা ২।৮।২৪১ ; আমার ব্রজের রস ১।৪।২১৪ ; আমার ব্রাহ্মণে তুমি ২।২।২১২ ; আমার ভঙ্গীতে তোমার ৩।৭।১৪৬ ; আমার ভাগ্যে নাহি তুমি ২।১৩।২২ ; আমার ভাগ্যের সীমা ২।৭।১২২ ; আমার মহিমা দেখ ১।১৭।৩৮ ; আমার মাতৃঙ্গসা গৃহ ২।৬।৬৪ ; আমার মাধুর্য্য নিত্য ১।৪।১১৫ ; আমার মাধুর্য্যামৃত ১।৪।১২১ ; আমার মাধুর্য্যের নাহি ১।৪।১২৩ ; আমার মোহিনী

রাধা ১৪১২১৬; আমার যে কিছু কার্য ২১২১২০; আমার লক্ষীর দেখ ২১৪১১২০; আমার লক্ষীর সম্পদ ২১৪১২০০; আমার লিখন যেন ১৮১৭৩; আমার শক্তি তারে ৩১১১২৪; আমার শপথ যদি ২১৬১১৪০; আমার শরীর কাষ্ঠপুতলী ৩২০৮৩; আমার সঙ্গমে ১৪১২১২; আমার সঙ্গে ব্রাহ্মণাদি ২৮১৩৮; আমার সঙ্গে রহিতে চাহ ২১৬১১৩২; আমার সন্ন্যাসধর্ম ২৬১১০২; আমার সম্বন্ধে যেন ৩৩১২৪; আমার সর্বনাশ তোমা ৩১২১১১২; আমার সর্বনাশ হয় ২২৫১৬৩; আমার হিত করেন ইহো ৩৭১১০৮; আমার হৃদয় হৈতে গেলা ১১৩১৮৫; আমারি ব্রহ্মাণ্ডে কৃষ্ণ ২১২১৬৩।

আমারে ঈশ্বর মানে ১৪১১৭; আমারে কহেন আমি ২১৫১১৪৪; আমারে দেখিলে আমি ২১৫১২৭; আমারে পূজিলে পাবে ১১৪১৬৩; আমারে ভাসায় যৈছে ৩৩২৪৫; আমারে মিলিবা আমি ২১১২২১; আমারে মিলিবে নীলা ২১২১১২২; আমারেহ কভু য়েই ১১২১৪৩।

আমি অকুলীন ২১৫১২১; আমি অঙ্গ জীব ৩৭১১১০; আমি অঙ্গ হিতস্থানে ৩৭১১১২; আমি অতি ক্ষুদ্র জীব ৩২০৮১; আমি আর রূপ তাঁর ৩৪১৩১; আমি ইহাঁ সভা লক্ষা ৩১১১৮২; আমি এই নীলাচলে ৩১২১৭১; আমি এক বাতুল ২৮১২৪২; আমি কহিল আমা ২১১১১৫; আমি কহি আমার অনাথ ১১৫১১৭; আমি কাহো নাহি চিনি ২১১১৬১; আমি কি করিব মন ২১১১২২; আমি কোন্ ক্ষুদ্র জীব ২১২১২৪; আমি কৃষ্ণপদদাসী ৩২০৮৩২; আমি থাইএ দেখি ৩৩৩৩; আমি গোপ তুমি ১১২১২৫; আমি গোড় হৈতে তৈল ৩১২১১১৭; আমি চালাইল তোমা ৩৭১১৪৫; আমি ছার যোগ্য নহি ২১১১১২; আমি জরাগ্রস্ত নিকট ৩১১৬; আমি জিতি এই গর্ভ ৩৭১১০৬; আমি জীব ক্ষুদ্রবুদ্ধি ২১২১১৫; আমি ত আনিব তাঁরে ৩২১৫০; আমি ত করিব তোমা ১১৫১১৩; আমি ত জগতে বসি ১১৫১৭৪; আমি ত বাউল আন ২১২১১২৪; আমি ত ভিক্ষুক বিপ্র ৩৫১৫৮; আমি ত সন্ন্যাসী আপনা ৩৫১৩৩; আমি ত সন্ন্যাসী আমার ৩৪১১৭১; আমি ত সন্ন্যাসী তৈল ৩১২১১১৫; আমি ত সন্ন্যাসী দামোদর ২১৭১২৪; আমি তত নাহি জানি ৩৬১২৩২; আমি তার পুত্র ২১৫১১১৫; আমি তাহা কাহাঁ পাব ২১৩৮৩; আমি তীর্থ করি তাহাঁ ২৮১২৪৮; আমি তুষ্ট হৈয়া তবে ২১৬১২৬১; আমি তোমার না ইহি ২১২৫৬২; আমি তোমার পালা ৩৬১২৬; আমি তোমায় বহু অন্ন ২১২৪১৮৪; আমি দুই ভাই চলিলাম ২১২১৩২; আমি দুই ইহি তোমার ২১১১১৬৩; আমি না লওয়াইলে ভক্তি ১১৭১২৫৪; আমি না শিখাইলে ১১৪১৮৩; আমি নীচ জাতি আমার ৩১৬১২৬; আমি নীচ জাতি তুমি অতিথি ৩১৬১১৮; আমি নীচ জাতি তুমি স্বেচ্ছন ৩১৬১২৩; আমি পরতন্ত্র আমার ৩৭১১৩৫; আমি বড় ওঝা ৩১৮১৫৮; আমি বড় জ্ঞানী এই ২১৮১১২৩; আমি বহি জগতে ২১১১৮০; আমি বালক সন্ন্যাসী ভাল মন্দ ২৬১৫৮; আমি বালক সন্ন্যাসের কিবা ১১৫১১৭; আমি বিজ্ঞ এই মূর্খ ২১২১২৬; আমি বিরক্ত সন্ন্যাসী ৩১৩০৪; আমি বৃদ্ধ জরাতুর ২১২১৭২; আমি বৃন্দাবনে তুমি ২১৩১২২; আমি বোঝা বহিব ২১২৫১২৩; আমি ভাগ্যবান্ ইহার ২১৫১২২৮; আমি মায়া করিতে আইলাঙ ৩৩২৩৭; আমি যবে যাই তবে ৩৬১২৫৭; আমি যাই ভোজন করি ৩১২১২১; আমি যৈছে পরস্পর ১৪১১১০; আমি যৈছে পিতার তৈছে ৩৬১২৬; আমি রাজপথে আইলাঙ ৩১৪১৬; আমি লিখি এহো মিথ্যা ৩২০৮৩; আমি লোকাপেক্ষা কভু ২১৭১২৬; আমি সংহারিব আজি ১১৭১১২৪; আমি সঙ্গে চলি প্রভু ২১৭১১৬; আমি সব আসিয়াছি ২৬১২০; আমি সব কহি যবে ২১২১১৩; আমি সব কেবলমাত্র ৩১২১১৩৩; আমি সব জানি তোমার ২১৩৬৮; আমি সব না জানি ৩২১১৩৪; আমি সব পাছে আইলাঙ ২৬১২৩; আমি সব পাছে যাব ২১৫১১৫৪; আমি সম্বন্ধতত্ত্ব ২১২৫১৮৬; আমি স্মৃতি পাই এই ৩৬১৭৪; আমি সে বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত ৩৭১৪১; আমি সে ভাগবত-অর্থ ৩৭১৪১; আমি সেতুবন্ধ হৈতে ২১১১৫৬; আমি সেই বিপ্রে সাধি ৩৬১১৬৬।

আমিহ আসিতেছি কহিয় ৩১৩৩২; আমিহ আসিতেছি রহিতে ৩১৩৩৪; আমিহ তোমার স্পর্শে ২৮১৪২; আমিহ না জানি ১৪১২৭; আমিহ ভাগী আমারে ৩৬১৩১; আমিহ রায়ের কাছে ৩৫১৪২; আমিহো দেখিতে তাহাঁ ৩১১১৬৩; আমিহো বুঝিতে নারি ৩১২১২৭।

আমুয়া মলুকে হয় ৩২।১৫।

আম্রকান্ধী আদা ৩১।১৪ ; আম্র পনস পিয়াল ৩১।৫৩০ ; আম্র ফল লঞা তেঁহো ৩১।৬১৪ ; আম্র ভেট
দিয়া তাঁর ৩১।৬১৫ ; আম্র-মহোৎসব প্রভু ১।১৭।৮২।

আয় আয় আজি তোর ৩।৬৪৬ ; আয়ামবিস্তার ১।৫।৮১।

আর অদ্ভুত চিত্তগুহার ১।১।৫২ ; আর অর্থ শুন যাহা ২।২৪।২০৪ ; আর অর্থ শুন যৈছে ২।২৪।১৪৮ ;
আর অর্থালঙ্কার আছে ১।১৬।৭৩ ; আর অর্ধে কৈল ১।৫।৮২ ; আর অর্ধেক ঘনাবর্ত ৩।৬।৫৭ ; আর অষ্ট সম্মাসীর
২।১৫।১২৪ ; আর আর গ্রাম হৈতে ৩।৬।৫৪ ; আর এক অঙ্গ তাঁর ১।৬।৩৩ ; আর এক অদ্ভুত ১।৪।১৫৬ ; আর
এক অর্থ কহে ২।২৪।১০০ ; আর এক অর্থ শুন ২।২৪।২২৩ ; আর এক অলৌকিক ৩।৩।২১৪ ; আর এক এক মূর্ত্যে
১।৬।১৮ ; আর এক কথা রায় ৩।৫।৬২ ; আর এক করিয়াছ পরম ৩।৫।১১৭ ; আর এক কহি ১।৫।১৫৭ ; আর এক
গোপী প্রেমের ১।৪।১৬৭ ; আর এক জন দিয়া ২।১২।২২ ; আর এক দান আমি ২।২৪।১৬৮ ; আর এক দোষ আছে
১।১৬।৫৭ ; আর এক পাঠান তার ২।১৮।১২৭ ; আর এক প্রশ্ন করি ১।১৭।১৬৫ ; আর এক বিপ্র আইল ১।১৭।৫৬ ;
আর এক ভেদ শুন ২।২৪।২১৪ ; আর এক শক্তি প্রভু ২।১৩।৫১ ; আর এক শুন তাঁর ১।৫।১৩৬ ; আর এক শুন
তুমি ২।১০।১৬৮ ; আর এক শুন ভাগবতের ১।২।৫৪ ; আর এক শ্লোক শুন ১।২।৭৬ ; আর এক শ্লোকে পঞ্চতত্ত্বের
১।১।১১ ; আর এক স্বভাব গোবের ৩।৫।৮০ ; আর এক হয় তেঁহো ৩।২।০৮২ ; আর এক হেতু শুন আছে ১।৪।৫ ; আর
কথো দূরে এক ২।২৪।১৫৪ ; আর কিছু আছে বলি ৩।১০।১২৪ ; আর কিছু সঙ্গে নাহি ২।৭।৩৫ ; আর কেহ নাহি
জানে ২।১৩।৫৭ ; আর কেহ সঙ্গে নাহি ২।৫।৫২ ; আর কোন উপায় নাই ১।১৭।২৬০ ; আর গুহ্য কথা তাঁরে
৩।৩।২৮ ; আর গ্রাস লৈতে স্বরূপ ৩।৬।৩১৬ ; আর ঘর মহাপ্রভুর ভিকার ২।১৫।২০৩ ; আর জনা হুই দেহ ২।৪।১৬৫ ;
আর তাতে বান্ধ এঁছে ৩।২।৭৮ ; আর তিন অর্থ শুন ২।২৪।১৪২ ; আর তিন কুণ্ডিকায় ৩।৬।২৪ ; আর তিন যুগে
ধ্যানাদিকে ২।২।২৮৭ ; আর দিন আইলা প্রভু ২।১৮।৬৪ ; আর দিন আইলা স্বরূপ ২।১০।১০০ ; আর দিন
আজ্ঞা মাগি ২।৫।১০০ ; আর দিন আসি কৈল ২।১৪।২৩ ; আর দিন এক ভিক্ষুক ১।১৭।২৫ ; আর দিন কেহো তার
৩।১।২৭ ; আর দিন গেলা প্রভু ১।৭।৫৬ ; আর দিন গোপালেবো ৩।২।২২ ; আর দিন গোপীনাথ ২।৬।৬৬ ;
আর দিন গোঁড়েশ্বর ২।১২।১৭ ; আর দিন গ্রামের লোক ২।৫।৫২ ; আর দিন চলিলা প্রভু ২।২৫।১৩০ ; আর
দিন চৈতন্যদাস ৩।১০।১৪৫ ; আর দিন জগদানন্দ ৩।৪।১৩০ ; আর দিন জগন্নাথের নেত্রোৎসব ২।১২।২০২ ; আর
দিন দামোদর ৩।৩।১২ ; আর দিন দুঃখী হৈয়া ২।৭।২২ ; আর দিন পাঁচ সাত ৩।২।৭৬ ; আর দিন প্রভাতে
প্রভু ২।১২।৭৬ ; আর দিন প্রভু আসি ৩।৬।১১৪ ; আর দিন প্রভু কহে পঢ় পুরীদাস ৩।১৬।৬৮ ; আর দিন
প্রভু কহে সব ভক্তগণে ২।৩।২০৩ ; আর দিন প্রভু গেলা ২।৬।১২৬ ; আর দিন প্রভু ঠাঞি ২।১০।৬২ ; আর
দিন প্রভু যদি ৩।১০।১২৬ ; আর দিন প্রভু রূপে ৩।১।৬০ ; আর দিন প্রভুকে কহে নির্কেদ ৩।১০।১১০ ;
আর দিন প্রভুরে কহে গঙ্গায় ১।১৭।৫৭ ; আর দিন বসিলা আসি ৩।৭।২৬ ; আর দিন ভক্তগণসহে ৩।৮।৬৬ ;
আর দিন ভট্টাচার্য্য ২।৬।২১৬ ; আর দিন মধ্যাহ্ন করি ২।২৫।১৪ ; আর দিন মহাপ্রভু করে নদী ২।১৭।২২ ;
আর দিন মহাপ্রভু ভট্টাচার্য্য সঙ্গে ২।১০।২৭ ; আর দিন মহাপ্রভু ভট্টাচার্য্য সনে ২।৬।১১০ ; আর দিন মহাপ্রভু
মিলিতে ৩।৪।১৪০ ; আর দিন মহাপ্রভু তাঁর ঠাঞি ৩।১।২০ ; আর দিন মহাপ্রভু দেখি ৩।১।২২ ; আর দিন
মহাপ্রভু নিজ ৩।১০।৫৫ ; আর দিন মহাপ্রভু সব ৩।১।৪২ ; আর দিন মহাপ্রভু হঞা ২।১৩।৩ ; আর দিন
মিশ্র আইল ৩।৫।৩১ ; আর দিন মুকুন্দ দত্ত ২।১০।১৪৬ ; আর দিন রঘুনাথ ৩।৬।২২৬ ; আর দিন রাজি হৈল
৩।৩।১১১ ; আর দিন রায় পাশে ২।৮।২৪৭ ; আর দিন লঘু বিপ্র ২।৫।৪৭ ; আর দিন শিবভক্ত ১।১৭।২৩ ;
আর দিন সন্ধ্যা হৈতে ৩।৩।১১২ ; আর দিন সব বৈষ্ণব ৩।৭।৪৬ ; আর দিন সভা লঞা ৩।৩।১৫৪ ; আর দিন সন্তে
পরমানন্দ ৩।২।১২৬ ; আর দিন সন্তে যেলি ৩।২।১২০ ; আর দিন সার্কর্ভোয় কহে ২।১।১২ ; আর দিন সার্কর্ভোয়াদি
২।১০।১২৭ ; আর দিন সে বালক ৩।৩।৮ ; আর দিন হৈতে পুষ্প ৩।৬।২১২ ; আর দিন হৈতে ভোজন ৩।১২।১৩৫ ;

আর দিনে জগন্নাথের ভিতর বিজয় ২১৪১২২২; আর দিনে জ্যোতিব্ধক ১১৭১২৭; আর দুই বৎসর চাহে ২১৬৮৪; আর দুই রথে চড়ে ২১৩২১; আর দুই স্নোকে ১১১১১; আর দ্রব্য রহ স্তন ২১৫১৭১; আর দ্রব্যের মুদ্রতি ৩২৫৩; আর নানা দেশের লোক ৩২৮; আর নাম হৈতে কৃষ্ণ ২২৫১৫২; আর পঞ্চজন দিল ২১৩৩৫; আর পঞ্চ স্নোকে ১১১১০; আর পুত্রস্বরূপ শাখা ১১২২২৫; আর পৈছা বাণিয়া স্থানে ২২৫১৫৭; আর বৎসর যদি গৌড়ের ৩৭২; আর বার আসি আমি ২৪১৩০; আর বার ঐছে না থাইহ ৩২১০৪; আর বিপ্র যুবা ২৫১৫; আর বিশেষণে তার ১৩৪৪; আর ভক্তগণ অবসর ২১৪১৬৬; আর ভক্তগণ চাতুর্মাস্ত ২১৪১৬৫; আর ভক্তগণ প্রভুকে ২১৫১১৩; আর ভাগবত ভক্ত ১১১৫৭; আর স্নেহ কহে স্তন ১১৭১২২৪; আর স্নেহ কহে হিন্দু ১১৭১১৮৭; আর যত গ্রন্থ কৈল ৩৪২২১৩; আর যত চৈতন্যকৃষ্ণের ১৪১১৮৬; আর যত দেখ সব ১৭১৬; আর যত পিঠা কৈল ২১৫২২৪; আর যত বৃন্দাবনবাসী ১৮৬৬; আর যত ভক্তগণ গোড়ে অবতরি ৩৭১৩৮; আর যত ভক্তগণ গোড়-দেশবাসী ১১০১২২৬; আর যত মত সব হৈল ছারখার ১১২১৭২; আর যত মত সেই সব ছারখার ২২৫১৩৭; আর যত লোক সব ৩৬৬৫; আর যত সব তাঁর ১৬৭০; আর যদি কীর্তন করিতে ১১৭১২২২; আর যেই স্তনে তার ১৭১০৯; আর যে যে কহে কিছু ২৬১৬৩; আর শত শত জন ২১২১২২; আর শুদ্ধ ভক্ত কৃষ্ণপ্রেম ১৪১১৭২; আর সব অবতার ১৪১২; আর সব অর্থে মোর ৩৭৭১; আর সব কড়চাকর্তা ৩১৪১৭; আর সব গোপীগণ ১৪১১৭৭; আর সব গোবিন্দের আঁচলে ৩১৬৮৫; আর সব পারিষদ ১৫১২২২; আর সব প্রকাশে ২২১১২৮; আর সব বস্ত্র ভরে ৩১০১৩৪; আর সব ভক্ত প্রভুর ২২৫১৮২; আর সব স্বরূপ পূর্ণ ২২০১৩৩৩; আর সম্প্রদায় চারিদিকে ২১৩১৭৪; আর সম্প্রদায়ে নাচে নিত্যানন্দ ২১১১২১০; আর সম্প্রদায়ে নাচে পণ্ডিত ২১১১২১১; আর মাত ভাব আসি ২১৪১১৭০।

আরতি করিয়া কৃষ্ণ ২৩৫৬; আরতি করিয়া কৈল ২৪৬৫; আরতি দেখিয়া পুরী ২৪১২২১; আরতি করিল লোকে ২৪১৭২; আরতিকালে দুই প্রভু ২৩৫৫।

আরস্তিয়া ছিলা এবে ৩১১১১১; আরস্তিল জলকৈলি ৩১৮৮২।

আরাটিক মহোৎসব ২২২১৭০; আরাম আবাস ১৫১০৬।

আরটি গ্রামে আসি ২১৮২; আরটি রাধাকুণ্ড বার্তা ২১৮৩।

আরে অধম মোর ভগ্নী ২৫৫১; আরে পাণী ভক্তদেবী ১১৭১৪৭; আরে মূখ আপনার ৩৫১১৩৩।

আর্জ অর্থার্থী দুই ২২৪৬৭; আর্জকোপান ছাড়ি ২৩৩৪; আর্জ কোপীন দূর করি ৩১৮১৭০; আর্ধ্য সরল তুমি ২১৭১৫৬; আর্ধ্য সরল বিপ্রেয় ২২২১০; আর্ধ্য বিজ্ঞবাক্যে ১২১৭২।

আলালনাথ আসি ২২৩১০; আলালনাথে গেলা প্রভু ২১১১৫২; আলালনাথ যাই তাঁহা ৩২২১।

আলিঙ্গন করি কহে ২১৬৮৬; আলিঙ্গন করি তাঁরে ১১০১৩০; আলিঙ্গন করি তেঁহো ৩৮৮; আলিঙ্গন করিবেন তোমায় ২১১১৪৭; আলিঙ্গন করি প্রভু কৈল ২৮২৩৬; আলিঙ্গন করি প্রভু তাঁরে ২১৬৬১; আলিঙ্গন করি প্রভু বিদায় ৩১৩১১৪; আলিঙ্গন করি সভারে ২৭৬; আলিঙ্গন কৈল প্রভু ২২২২২; আলিঙ্গন কৈল সর্বশক্তি ২১৬৭; আলিঙ্গিয়া কৈল তারে ৩৪১৮২।

আশপাশ গ্রামের লোক ২৪৮৮; আশপাশ ব্রজভূমির ২৪২৬; আশপাশ লোক সব ২১৩১০০।

আশ্চর্য্য তরুণী স্পর্শে ৩৫৩২; আশ্চর্য্য তেজ এই বড় ২১১১৭১; আশ্চর্য্য স্তনিয়া মোর ২২৪১৪; আশ্চর্য্য স্তনি সব লোক ২৭১১২২; আশ্চর্য্য সাদিক দেখি ৩১৪২৩; আশ্বাসিয়া কহে তুমি ২১৬১৮৪; আশ্বিনে পদ্মনাভ ২২০১৭০; আশ্রয় করিল আমি ৩১৩১২৪; আশ্রয় জাতীয় স্থখ ১৪১১৬; আশ্রয় জানিতে কহি ১২১৭৭।

আসক্তি হৈতে চিন্তে জন্মে ২২৩৮; আসন দিয়া মহাপ্রভুর ৩৬৮৩; আসন হৈতে উঠি মোরে ২১১১৬৬।

আসি আগে ধরি কিছু ২৪২৩; আসি উত্তরীলা হরিদাস ৩১৪০; আসি কহে গেলুঁ মুক্তি ১১৭১৮২; আসি কহে হিন্দুর ধর্ম ১১৭১২৭; আসি জগন্নাথের কৈলা ২১১১৮২; আসি তেঁহো কৈল প্রভুর ২১২৮৬; আসি

নিবেদন কৈল ১৭৭৫১; আসি প্রভু পদে পড়ি ২১৭৭৮২; আসি বিজ্ঞাচম্পতি ২১৭১৪০; আসি রূপশনাতনের ১১০১২৩; আসি সব ব্রহ্মা কৃষ্ণ ২১২১৫৫; আসি মভে ভট্টাচার্য্যে ২১৭৭৫৭; আসি সেই দুর্গামণ্ডপে ৩৩১৫২; আসিতে যাইতে দুঃখ ৩১২১৬৬; আসিতে লাগিল লোক ৩৩৫৩; আসিব আজ্ঞা দিল ৩২১৪২; আসিবেক পাচ সাত ২১৬৭৭৫; আসিয়া করিল দণ্ডবৎ ২১৮১৭৭; আসিয়া করিল প্রভুর ২১১১৫৪; আসিয়া কহিল সব ২১২১২২; আসিয়া তুলসীকে সেই ৩৩২২২১; আসিয়া দেখিল মভে ৩১২২৩; আসিয়া পরম ভক্ত্যে ২১৫১৪৮; আসিয়া বন্দিল ভট্ট ৩৭৭৪; আসিয়া বসিল দুর্গা ৩৩১৪২; আসিয়া রহিল বলরাম ৩৩১৫৭; আসিয়া শ্রীকৃষ্ণগোসাঞির ১১০১৫৫; আসিছু নদীতীর আর ১১০৭৮৫।

আন্তেবাস্তে আচার্য্যগোসাঞি ২১২১৪২; আন্তেবাস্তে আমি গিয়া ৩৩৩৩; আন্তেবাস্তে আসি কৈল ২১৬২০১; আন্তেবাস্তে কোলে করি ২১৪১২৬; আন্তেবাস্তে গোবিন্দ তাঁর ৩১৩৮১; আন্তেবাস্তে ধাত্রী আইসে ২১৪১২২; আন্তেবাস্তে পিতামাতা ১১৫১১৫; আন্তেবাস্তে পুরীগোসাঞি ৩২১৩২; আন্তেবাস্তে ভক্তগণ ১১৭৭২৪৪; আন্তেবাস্তে ভট্টাচার্য্য ২১৭৭১৪১; আন্তেবাস্তে মহাপ্রভুর ২১৭৭২০৬; আন্তেবাস্তে মভে ধরি ২১২১৭৩; আন্তেবাস্তে সেই বিপ্র ২১২১৬২।

আশ্বাদ করিয়া দেখ ৩১৬১০৩; আশ্বাদন দূরে রহ যার গন্ধে মন ৩১৬১৮৩; আশ্বাদ দূরে রহ যার গন্ধে মাতে ৩১৬১০৪; আশ্বাদিতে প্রেমে মত্ত ৩১৬১০৮; আশ্বাদিতে লোভ হয় ১১৪১২৬; আশ্বাদিয়া পূর্ণ কৈল ১১৩৮১; আশ্বাদিল এই সব রস ১১০৭৫৮; আশ্বাদেন রামানন্দ স্বরূপ ১১৩৮০।

আহার নিজা চারি দণ্ড ৩১৩০৪।

ই

ই

ই

ই

ইচ্ছা জানি লীলাশক্তি ২১৩৬৪; ইচ্ছা-জ্ঞান-ক্রিয়া বিনা ২১২০২২০; ইচ্ছা নাই তবু তথা ২১৭৭২৬; ইচ্ছা নাহি তবু বোলে ১১৭৭১২৩; ইচ্ছামাত্র কৈল নিজ ৩১১১২৫; ইচ্ছাশক্তি জ্ঞানশক্তি ২১২০২১৮; ইচ্ছাশক্তি প্রধান কৃষ্ণ ২১২০২১২।

ইচ্ছায় অনন্ত মূর্তি ১৬৬; ইচ্ছায় জগৎ রূপে ১৭৭১১৭।

ইতর লোকের তাতে ৩১৪৭৭; ইতরেরতর চ দিয়া ২১৪১২১৫; ইতস্ততঃ ভ্রমি কাঁহা রাধা ২১৮৮৭; ইতি উতি অধেষিয়া ৩১৭৭১৪; ইতিমধ্যে চন্দ্রশেখর ১৭৭৪৭; ইত্যাদিক পূর্বসঙ্গী ১১০১২২৫; ইত্যাদিক ভেদ এই ২১২০২০৮।

ইথস্তুত গুণশব্দের ২১৪১২৮; ইথস্তুত শব্দের অর্থ ২১৪১২২; ইথং শব্দের ভিন্ন অর্থ ২১৪১২৮।

ইধি লাগি আগে ১৪৭৫১।

ইথে অপরাধ মোর ২৭৭১৫০; ইথে কিছু অপরাধ ১৬১০২; ইথে তর্ক করি কেহো ১১৭৭২২৬; ইথে দোষ নাহি ১১২১৩২; ইথে ভক্তভাব ধরে ১৭৭১০; ইথে যত জীব ১২১৩৫।

ইদং শব্দে অনুবাদ ১১৬৭৫৩; ইদানীং দ্বাপরে ১৩৩০।

ইন্দ্র আসি কৈল যবে ২১২৩৫৮; ইন্দ্রগণ আইলা লক্ষ ২১২১৫৩; ইন্দ্র বোলে মুক্তি কৃষ্ণের ৩৫১৩০; ইন্দ্র যেন কৃষ্ণনিন্দা ৩৭৭১১২; ইন্দ্রদ্বয় সরোবরে ২১৪৭৭৩; ইন্দ্রদ্বয় শিখিপাথা ৩১৫৭৫৮; ইন্দ্রসম ঐশ্বর্য্য স্ত্রী ৩৬৩৮; ইন্দ্রসাবর্ণে বৃহদ্ভাস ২১২০২৭৮।

ইন্দ্রিয় চরাঞ্চা বুলে ৩২১১৮; ইন্দ্রিয় দমনে হৈল ৩৩১৩৩; ইন্দ্রিয়ে না করি ঘোষ ৩১৫১১৬।

ইষ্ট না পাইলে নিজ ২১২১২৮; ইষ্টগোষ্ঠি কথোক্ষণ ৩১৬১৭; ইষ্টগোষ্ঠি করি প্রভুর ২১২১২০৫; ইষ্টগোষ্ঠি কৃষ্ণকথা কহি কথোক্ষণ ২১৮১২৬; ইষ্টগোষ্ঠি কৃষ্ণকথা কহে কথোক্ষণে ৩৪৭৫১; ইষ্টগোষ্ঠি দুঃহাসনে করি ৩১৫৫৫; ইষ্টগোষ্ঠি বিচার করি ২১৬২১; ইষ্টগোষ্ঠি সভা লক্ষা ৩১০৭২।

ইষ্টদেব করি মালা ৩১৩২৩ ; ইষ্টদেব নৃসিংহ লাগি ৩২৬০ ; ইষ্টদেব রাম তাঁর ২৯২২ ।

ইষ্টে আবিষ্টতা এই ২২২৮৬ ; ইষ্টে গাঢ়ত্ব রাগ ২২২৮৬ ।

ইহলোক পরলোক তার হয় ২১১০৮ ; ইহলোক পরলোক দুইলোক ৩৪১২৬ ।

ইহা অল্পভব কৈল ২৪১৭৭ ; ইহা আশ্বাদিতে আর ২৪১২৩ ; ইহা খাইলে কৈছে ২৩৬৭ ; ইহা ছাড়ি কৃষ্ণ যদি ২১৭১২৭৩ ; ইহা জানিবারে প্রহ্মমের ৩২৬৭ ; ইহা দেখি করিবে ডোরী ২১৪১২৩৫ ; ইহা দেখি ব্রহ্মা হৈলা ২২১১২ ; ইহা নাহি জানি আমি ২২০২৬ ; ইহা নাহি জানে এহো ২১৪১২ ; ইহা বই কিবা স্থখ ১৪১২৩ ; ইহা বই মহাভাগ্য ৩৫৫৫ ; ইহা বই শ্লোকের আছে ২৬১৭৩ ; ইহা বহি আর অধিক ৩৮৫১ ; ইহা বিস্তারিয়াছেন ১১৪১২১ ; ইহা মধ্যে মরি যবে ২২৮০ ; ইহা যেই নাহি শুনে ৩১৭১৪৫ ; ইহা যেই পড়ে শুনে ২২০১৩৬ ; ইহা যেই শুনে জানে ৩৩৮২ ; ইহা যেই শুনে তার খণ্ডে ২১৭১২১২ ; ইহা যেই শুনে তার জুড়ায় ৩১৭১৬২ ; ইহা যেই শুনে পায় কৃষ্ণপ্রেম ৩১৪১১৫ ; ইহা যেই শুনে পায় চৈতন্য ২১০১৮২ ; ৩১১৬৬ ; ৩১৮১১৭ ; ইহা যেই শুনে শুদ্ধভক্তি ১১৭১৩০০ ; ইহা যেই শুনে সেই ২১৩১২২ ; ইহা যেই শ্রদ্ধা করি ২৬২৫৬ ; ২২৫১২১ ; ইহা যেন অবশ্য ভক্ষণ ৩১০১০৫ ; ইহা যৈছে ক্রমে নির্মল ২২৩২৪ ; ইহা লক্ষ্য ধর্ম দেখি ২২০২৬ ; ইহা শুনি তাসভার ১১৪১৫৬ ; ইহা শুনি দিগ্বিজয়ী ১১৬৮২ ; ইহা শুনি দুই ভাই ২২৫১৬১ ; ইহা শুনি বোলে সর্ব ১৭১৮ ; ইহা শুনি মহাপ্রভু ১১৬৮৭ ; ইহা শুনি মাতাকে ১১৪১১ ; ইহা শুনি রহে প্রভু ১৭১৫০ ; ইহা শুনি রামদাসের ১৫১১৫২ ; ইহা হৈতে কৃষ্ণ নাগে ১২২২ ; ইহা হৈতে পাবে সূত্র ২২৫১১১ ; ইহা হৈতে হবে দুই ১১৩১৪ ।

ইহাকে আপন সেবা ২১০১৪০ ; ইহাকে কহিয়ে কৃষ্ণ দূত ১৪১৪৬ ; ইহাকে কহিয়ে কৃষ্ণের মুখ ১১১৩৭ ; ইহাকে কহিয়ে শুদ্ধ ৩৩১৮ ; ইহাকে বুটা কহিলে ২৩২৬ ; ইহাঞ্ছি রহিব আমি ২৫১০৬ ।

ইহাতে কি দোষ ২২১১১ ; ইহাতে তোমার কিবা ২১৫১২৫৪ ; ইহাতে দৃষ্টান্ত যৈছে ২২০১১২ ; ইহাতে বিরোধ নাহি ১১৬৭৬ ; ইহাতে সংশয় যার ৩৬১২৪ ; ইহাতে সন্তোষ হও ২৩৭২ ; ইহাতেই অল্পমানি ২৮৮৮ ; ইহাতেই তুষ্ট হবেন ১১৫১৮ ।

ইহার আশীর্বাদে তোমার ২১১৬৭ ; ইহার কারণ মোরে ২১৭১২৪ ; ইহার কি দোষ এই ২৬১০১ ; ইহার ঠাঞ্ছি স্ববর্ণের ২২০১৮ ; ইহার প্রমাণ শুন ১৬৫০ ; ইহার প্রসাদে আছে ৩১৪১২৮ ; ইহার প্রসাদে পাবে কৃষ্ণতত্ত্ব ২২৫১২২২ ; ইহার প্রসাদে পাবে চৈতন্য ২২৫১২২১ ; ইহার বিচার নাহি ১২২৭ ; ইহার বিস্তার মনে ২১২১২৩ ; ইহার মধ্যে কারো ২২০১৮২ ; ইহার মধ্যে যাহার হয় ২২০১৭৭ ; ইহার মধ্যে মানি পাছে ১১২৬৫ ; ইহার মধ্যে রাধার প্রেম ২৮৭৫ ; ইহার যে এই গতি ২১৬১৮৩ ; ইহার শ্রবণে ভক্ত ২২৪১২৬২ ; ইহার শ্রবণে হয় ১৭১৬১ ; ইহার শ্লোকগীতে প্রভুর ৩১৫১২৫ ; ইহার সঙ্কোচে আমি ৩৬২৭৫ ; ইহার সত্যত্বে প্রমাণ ৩১২১০০ ; ইহার সেবা কর তুমি ৩৬২৮৮ ; ইহারে উঠাইয়া তবে ২১৫১৫২ ; ইহারে নারিল কৃষ্ণনাম ৩১৬৬৫ ।

ইহাসভার কি প্রকারে ৩৩৬২ ; ইহা সভার কোন মতে ৩৩৫০ ; ইহা সভায় দিতে চাহি ৩১২১৪২ ; ইহা সভার মুখ ঢাক ২১২৬৫ ; ইহা সভাকারে মুক্তি ৩২১১৮ ; ইহা সভা লৈয়া প্রভু ২১৫১২২ ।

ইহা আইলাম প্রভু দেখি ৩৪১৩২ ; ইহা আইস ইহা আইস ১৭১৬১ ; ইহা আনি মোরে জগন্নাথ ২১৭৮ ; ইহা আনিয়াছে বহু ৩১২১০৬ ; ইহা উৎসব কর ঘরে ৩৬৭২ ; ইহা কেনে তোমরা সব ৩১৮১০৮ ; ইহা জগন্নাথের রথ ২১৪১৪৫ ; ইহা দু'হার উল্টা স্থিতি ৩১৮২৪ ; ইহা না স্পর্শিহ ইহো ২১২৬৫ ; ইহা প্রভু একত্র করি ২১৬২৪৩ ; ইহা প্রভুর শক্ত্যে প্রশ্ন ২২০২১ ; ইহা বিষ্ণুপাদপদ্মে ১১৬৭৫ ; ইহা মালী সেবে নিত্য ২১২১৩৭ ; ইহা যদি মহাপ্রভু ৩২৪৪ ; ইহা যদি রহে তবে ২১৫১০৪ ; ইহা যে বিশেষ কিছু ২১১৭ ; ইহা রহিতে নারি আমি ৩২৫২ ; ইহা

রহি সেবা কর ২১৬১৩২; ইহা রাজবেশ সব সঙ্গে ২১২১২৩; ইহা রামচন্দ্রখান্ ৩৩১৪২; ইহা লোকারণ্য হাথি ২১৩১২২; ইহা শ্লোক দুই চারি ২১২১১১; ইহা সঙ্গীর্ণ স্থান ৩৩১৪৫; ইহা স্বরূপাদিগণ ৩১৮১৩১; ইহা হৈতে আজি মুক্তি ৩১৪১১০০; ইহা হৈতে গোড়ে গেলা ৩৪১২৫; ইহা হৈতে চল প্রভু ২১১২০৮।

ইহা দেখি সেই দশা ২১০১১১; ইহা বিহু আর সব ২১২১১০৬; ইহা সঙ্গে করি লহ ২১১১৩৮; ইহা সঙ্গে লহ যদি ২১১১১১।

ইহাকে চন্দন দিলে গোপাল ২৪১১৬৩; ইহাকে চন্দন দিলে হবে মোর ২৪১১৫২; ইহাকে পুছিয়া তবে ২১৮১১৬১।

ইহার অগ্রেতে আমি ২১১২৫; ইহার ইচ্ছা আছে সর্ব ২১১১১৫; ইহার রূপাতে হয় ২১০১১১৪; ইহার কৃষ্ণসেবার কথা ২১৫১১০; ইহার গুণে ইহাতে আমার ৩১১১৪২; ইহার ঘরের আয়বায় ২১৫১২১; ইহার দুঃখ দেখি আমার ২১১২৩; ইহার দৈন্ত্য শুনি মোর ২১৫১১৫১; ইহার পুণ্যে কৃষ্ণে আনি ২১৫১৮৪; ইহার প্রথম পুত্র ২১০১৪৮; ইহার বচনে কেনে ৩৮১১৬; ইহার বাপ জ্যোষ্ঠা হয় ৩৬১১২৫; ইহার যে জ্যোষ্ঠা ভ্রাতা ৩১১১৪৫; ইহার বিষয়-সুখ ৩৬১১৩৩; ইহার শরীরে সব ঈশ্বর ২১৬১৮৮; ইহার সঙ্গে আছে বিপ্র ২১১১১৬; ইহার সহ আমার তায় ২১০১১৬২; ইহার স্বভাব ইহা ৩৮১১৫।

ইহারে দেখি সম্যাসিগণ ২১২৫১৮; ইহারে না ভায় স্বতন্ত্র ২১১২৫; ইহারে পুছ ইহো ৩১১৮২।

ইহা সভার আছে ভিক্ষা ৩১০১১৫০; ইহা সভার চরণরূপায় ৩২০১৮২; ইহা সভার চরণ বন্দো ৩৪১২২১; ইহা সভার পৃথক বৈকুণ্ঠ ২১২০১৮০; ইহা সভার বশ প্রভু ২১১২৮; ইহা সভার যৈছে হৈল ১১০১১০২; ইহা সভার শ্রীচরণ ১১৩১১২৩; ইহা সভার সঙ্গে কৃষ্ণ ৩১১১৩২।

ইহো কৃষ্ণ নহে ১১১১২১২; ইহো কেনে দণ্ড ভাঙ্গে ২১৫১১৫৬; ইহো গৌর কভু দ্বিজ ১১১১২২৩; ইহো ত দ্বিজ ১১২২১; ইহো ত সাক্ষাৎ কৃষ্ণ ২১৬১৮১; ইহো পথে করিবেন ২১১১১৬; ইহো বেণু ধরে ১১২২১; ইহো মোরে কণ্ঠা দিতে ২১৫১৫৪; ইহো সব রহ কৃষ্ণ ২১১১১৩৩; ইহো সর্বশক্তি নিজ ২১৪১১৩১।

ঈ

ঈ

ঈ

ঈ

ঈশান কহে এক মোহর ২১২০১৩৪; ঈশান কহে মোর ঠাকুরি ২১২০২৩; ঈশান দ্বারায় পুনঃ ২১৫১৬৪।

ঈশ্বর অচিন্ত্য শক্ত্যে ১১৬১১৬; ঈশ্বর-চরিত্র কিছু ৩১২১৮৪; ঈশ্বর-চরিত্র প্রভুর ৩৮১৮৮; ঈশ্বর-জগন্নাথ ধার ৩২১৪৩; ঈশ্বর-জ্ঞান সম্রম ২১২১১১২; ঈশ্বর তুমি যে করাহ ২১২৪১২৩২; ঈশ্বর দর্শনে প্রভু ২১৬১২৫; ঈশ্বর দেখি আসি কালি ৩১১১৪২; ঈশ্বর না দেখি আগে ২১১১২১; ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ ২১৮১১০৬; ঈশ্বরপুরীগোসাক্ষি করে ৩৮১২১; ঈশ্বরপুরীর ভূতা ২১০১২১২; ঈশ্বরপুরীর শিষ্টা ১১০১১৩৬; ঈশ্বরপুরীর সঙ্গে তথাই ১১১১১৬; ঈশ্বরপুরীর সম্বন্ধ ২১২১৬৪; ঈশ্বরপুরীর সেবক ২১১১৬২; ঈশ্বর-প্রেমসী সীতা ২১২১১৬; ঈশ্বর-বন্দিরে মোর ২১২১১২৩; ঈশ্বর-মায়ায় করে ২১৬১৮২; ঈশ্বর-সাক্ষ্য পায় ১১৬১২৮; ঈশ্বর-সেবক তোমার ভক্ত ২১২১৪২; ঈশ্বর-সেবক পুছে প্রভু ৩১৬১৮২; ঈশ্বর-সেবক মালা ২১৬১৩৪ ঈশ্বর-স্বভাব এই করে ৩১১১০৬; ঈশ্বর-স্বভাব ঈশ্বর্য ৩৩১৮৪; ঈশ্বর-স্বভাব তোমার ২১১৮১১০; ঈশ্বর-স্বভাব ভক্তের ৩১১২৬; ঈশ্বর-স্বরূপ প্রণব ১১১১২১; ঈশ্বর-স্বরূপ ভক্ত ১১১৩০; ঈশ্বর হইয়া কহায় ১১১১৬।

ঈশ্বরত্বে আচার্য্যেরে ১১২১২২; ঈশ্বরত্বে ভেদ মানিলে ২১২১৪০।

ঈশ্বরে নাহিক কভু ৩১৫১১৮; ঈশ্বরেচ্ছায় চলে রথ ২১৩১২১; ঈশ্বরেতে অপরাধ ২১৫১২৬৪; ঈশ্বরের অঙ্গ অংশ ১১৬১২০; ঈশ্বরের অচিন্ত্যশক্তি ১১১১২০; ঈশ্বরের অনবসরে ২১১১৫১; ঈশ্বরের অবতার ১১১৩২; ঈশ্বরের

অভেদ হৈতে ১৬২২; ঈশ্বরের রূপা জাতি কুলাদি ২১০১৩৫; ঈশ্বরের রূপা নহে ২১০১৩৪; ঈশ্বরের রূপালেশ নাহিক ২১৬৮৪; ঈশ্বরের রূপালেশ হয়ত ২১৬৮২; ঈশ্বরের তত্ত্ব যেন ১১৭১১১; ঈশ্বরের দৈন্ত্য করি ১১২১৩৩; ঈশ্বরের পরোক্ষ আজ্ঞা ২১১১১০০; ঈশ্বরের বাক্যে নাহি ১১৭১০২; ঈশ্বরের লীলা কোটি ২১১১১৪; ঈশ্বরের শক্তি হয় ১১১৪০; ঈশ্বরের শক্ত্যে তবে ১১৬১১৬; ঈশ্বরের শক্ত্যে সৃষ্টি ২১২১২২৬; ঈশ্বরের শ্রীবিগ্রহ ২১৬১১৪০; ঈশ্বরের সেবা বিনা ১১৫১১০৩; ঈশ্বরের স্বতন্ত্র ইচ্ছা ২১১১১৪১।

ঈশ্বৎ জ্ঞোষ করি কিছু ২১৫১১৫১; ঈশ্বৎ চলয়ে তুলা ২১৬১২; ঈশ্বৎ হসিত কাস্তি ২১২১২১০; ঈশ্বৎ হাসিয়া করে ২১৪১১৮৭; ঈশ্বৎ হাসিয়া তবে স্বরূপ ২১৪১১১৪; ঈশ্বৎ হাসিয়া প্রভু ৩১৭১১৪৪।

ঈশ্ব্য উৎকর্ষা দৈন্ত্য ৩২০১৩৫।

উ

উ

উ

উ

উষাড় অঙ্গে পড়িয়া ৩১১১৬৮।

উচ্চ করি করে কৃষ্ণ ৩১৪১৫৫; উচ্চ করি করে সতে ২১৬১৩৬; উচ্চ করি কৃষ্ণনাম ৩১৮১৭১; উচ্চ করি গায় গীত ১১৭১২০০; উচ্চ করি শ্রবণে করে ৩১৭১১২; উচ্চ দৃঢ় তুলি সব ২১৩১১০; উচ্চ মুখে বার বার ৩১১১২৩; উচ্চ সঙ্গীর্জন করে প্রভুর ৩১৪১২৪; উচ্চ সঙ্গীর্জন তাতে ৩৩৭১১।

উচ্ছিষ্ট গর্তে ত্যক্ত ১১৪১৬২; উচ্ছিষ্ট দিয়া নারায়ণীর ১১৭১২২৩; উচ্ছিষ্ট মার্জন আর ১১০১১৫৩।

উচ্ছৃঙ্খল লোক সঙ্গে ২১৭১১১৭।

উছলিত কর যবে তার ২১৪১৮৩।

উজ্জীৱে কহিয়া বধুনাথে ৩১৬১৩০।

উজ্জ্বল নীলমণি আর ২১১১৩৩; উজ্জ্বল নীলমণি নাম গ্রন্থ ৩৪১২১৫; উজ্জ্বল মধুর প্রেম ৩১৫১৪৫।

উঝালি ফেলিল ২১৩১১১।

উঠ উঠ বলি মোর ১১৫১১৬১; উঠ উঠ রূপ আইস ২১২১৪৭; উঠ উঠ শ্রীপাদ ২১২১৪১; উঠ স্থান করি দেখ ২১৫১২৮২; উঠ অমোঘ তুমি ২১৫১২৭১; উঠ গোপাল কৈল বোল ১১২১২৩; উঠ গোপাল বলি উচ্চ ২১২১১৪৫; উঠ পণ্ডিত করি ৩১২১১২০; উঠ পূজারী ২১৪১২৬।

উঠাইয়া প্রভু তাঁরে ৩১১১২৬; উঠাইয়া প্রভু স্তোত্রে ৩১০১৪৩; উঠাইয়া মহাপ্রভু ২১০১১১৭; উঠাইয়া সেই কীড়া ২১৭১৩৪।

উঠি তাঁরে নাথি মাইল ৩১২১২৩; উঠি তাঁর রূপ দেখি ১১৫১১৬১; উঠি দুই ভাই তবে ২১১১৭৭; উঠি ধায় ব্রজজন ৩১২১৪০; উঠি প্রভু কহে উঠ ২১৮১১৮; উঠি প্রভু রূপায় তাঁরে ৩১৬১৮২; উঠি প্রেমাবেশে প্রভু আলিঙ্গন ২১৪১১২; উঠি প্রেমাবেশে প্রভু নাচিতে ৩১৫১৭৩; উঠি মহাপ্রভু তাঁরে কৈল ২১৬১১০৪; উঠি মহাপ্রভু তাঁরে চাপড় ২১১১৬২; উঠি মহাপ্রভু বিম্বিত ৩১৪১২৭; উঠি শিরানন্দে কৈল ৩১২১৩০; উঠিতেই অস্থি সব ৩১৮১৭৩।

উঠিয়া চলিলা ঠাকুর ৩৩১১৩০; উঠিয়া চলিলা প্রভু ২১৬১১২৪; উঠিয়া চলিলা প্রেমে ২১৩১৩১; উঠিয়া চৌদিকে প্রভু ৩১৫১৫২; উঠিয়া বসিয়া প্রভু ৩১৭১২১।

উঠিল পদ্মমণ্ডল ৩১৮১২২; উঠিল গোপাল প্রভুর ১১২১২৪; উঠিল নানা ভাবাবেগ ২১২১৫০; উঠিল সহ বক্তোৎপল ৩১৮১২৩; উঠিল বিবাদ দৈন্ত্য ৩২০১১২; উঠিল বৈষ্ণব সব ১১৭১১২৬; উঠিল ভাব চাপল ২১২১৫২; উঠিল মঙ্গল শ্রনি চৌদিগ্ ৩১৪১২৬; উঠিল মঙ্গলশ্রনি স্বর্গ ২১২১৫৫; উঠিল শ্রীহরিশ্রনি ২১১১৬২; উঠিল সন্ন্যাসিগণ ১১৭১৫২।

উড়িয়া এক স্ত্রী ভিড়ে ৩১৪১২২; উড়িয়া কটক আইল ২১৬১১৫২; উড়িয়া দেশে সত্যভামা ৩১৩১৩৫; উড়িয়া নাবিক কুস্কর ৩১১১৩৩; উড়িয়া পদ মহাপ্রভু ৩১০১৬৫; উড়িয়া পড়িতে চাহে ১১৪১২১০; উড়িয়া ভক্তগণে প্রভু ২১৬১২৬; উড়িয়া ভক্তগণ সঙ্গে ২১৬১২৫।

উড়ু পুরুষ দেখি তাঁহা ২।২।২৮ ; উড়ুঘর বৃক্ষে যৈছে ১।২।২৩।

উৎকট বিয়োগ হুংথ ৩।৬।৪ ; উৎকর্ষাতে অর্থ করে ৩।৬।১৩১ ; উৎকর্ষায় গেলা জগন্নাথের ২।১২।২০৬ ; উৎকর্ষায় চলি সভে ৩।১।২০ ; উৎকর্ষাতে প্রতাপরত্ন ২।১২।৪২ ; উৎকর্ষিত হৈয়া আছে ২।১০।৩৭ ; উৎকর্ষিত হঞা তোমা ২।১।১৪ ; উৎকলের দানী রাখে ২।৪।১৮১ ; উৎকলের রাজা ২।৫।১১২।

উত্তম অধম কিছু ১।৫।১৮৬ ; উত্তম অধিকারী সেই ২।২২।৩২ ; উত্তম অন্ন এ তথুল ৩।২।১০২ ; উত্তম অন্ন পাক ২।৫।১০১ ; উত্তম উত্তম প্রসাদ ২।৬।২২৫ ; উত্তম প্রকারে প্রভুকে ২।৫।২০০ ; উত্তম বস্তু ভেট লঞা ৩।১।৫।১০ ; উত্তম ব্রাহ্মণ এক ২।১৭।১০ ; উত্তম ভোগ লাগে ২।৪।১১৩ ; উত্তম মধ্যম কনিষ্ঠ ২।২২।৩৮ ; উত্তম শয্যাতে লঞা ২।৩।২২ ; উত্তম সংস্কার করি ৩।১৮।১০০ ; উত্তম হঞা আপনাকে ৩।২০।১৭ ; উত্তম হঞা বৈষ্ণব ৩।২০।২০ ; উত্তম হইয়া রাজা ২।১৩।১৬ ; উত্তম হইঞা হীন করি ২।১৬।২৬২।

উত্তর না আইসে মুখে ২।১৮।১৭৮ ; উত্তর না পাইয়া পুন করে ৩।১।৩২ ; উত্তর না পাইয়া পুন ভাবেন ৩।১।৩৭ ; উত্তরে খুদিলে আছে ২।২০।১১২।

উত্থান দ্বাদশী যাত্রা ২।১৫।৩৭।

উৎপন্নরতি সাধক ২।২৪।২১০ ; উৎসবাস্তে গেলা ১।১৫।১৫০।

উথলিল প্রেমবল্লা ১।৭।২৩।

উদয় করয়ে যদি ২।১।৭৪ ; উদয় না হৈতে আরম্ভে ৩।৩।১৭৩ ; উদয় হৈলে কৃষ্ণপদে ৩।৩।১৭৫ ; উদয় হৈলে ধর্ম কর্ম ৩।৩।১৭৪।

উদারা মহতী যার ২।২৪।১২৭।

উদ্গ্রাহাদি প্রায় করে ৩।৭।৮৪।

উদ্ঘাতক নাম এই ৩।১।১৩৬ ; উদ্ঘর্গা চিত্রজন্ম ২।২৩।৩২ ; উদ্ঘর্গা দশা হৈল ৩।২।৩১ ; উদ্ঘর্গা প্রলাপ তৈছে ২।১।৭৮ ; উদ্ঘর্গা বিবশ চেষ্টা ২।২৩।৪১।

উদ্গু নৃত্যে প্রভু করিয়া ২।১৩।৭৭ ; উদ্গু নৃত্যে প্রভুর অদ্ভুত ২।১৩।২৬ ; উদ্গু নৃত্যে প্রভুর হৈল ২।৩।১৩০ ; উদ্গু নৃত্যে যবে প্রভুর ২।১৩।৭৩।

উদ্দেশ করিতে করি ২।১।৮১ ; ২।১৭।২১৮ ; উদ্দেশ कहিয়ে ইহা ২।২৫।৫।

উদ্ধত লোক ভাসে ১।১৭।১৩৬ ; উদ্ধব দর্শনে যৈছে ৩।১৪।১২ ; উদ্ধারণ দস্ত আদি যত ৩।৬।৬২।

উদ্ভিগ্ন হইল প্রাণ ২।১৮।১৪১ ; উদ্বেগ দ্বাদশ হাথে ৩।১৪।৪২ ; উদ্বেগ বিবাদ দৈন্তে ৩।২০।৩০ ; উদ্বেগ বিবাদ মতি ৩।১৭।৪৬ ; উদ্বেগে দিবস না যায় ৩।২০।৩১।

উত্তানে আসিয়া করেন ২।১৪।২২৮ ; উত্তানে উত্তানে ভ্রমে ৩।১৮।৪ ; উত্তানে বসিল প্রভু ২।১২।১৫০ ; উত্তান ভরি বৈসে ভক্ত ২।১২।১৫৬ ; উত্তোগ বিনা মহাপ্রভু ৩।২।১৪৮।

উন্নত হইয়া নাচে ১।৭।৮৫ ; উন্নতের প্রায় কভু ৩।১৪।৩৭ ; উন্নাদ চেষ্টিত তাতে ৩।১৭।৬৬ ; উন্নাদ চেষ্টিত হয় ৩।১৭।৫২ ; উন্নাদ ঝঞ্জাবায়ু ২।১৩।১৬২ ; উন্নাদ দশায় প্রভুর ৩।২৩।৬২ ; উন্নাদ প্রলাপ করে ৩।২৩।২ ; উন্নাদ প্রলাপ চেষ্টা ৩।২৩।৩০ ; উন্নাদ বিবাদ ধৈর্য ১।৭।৮৬ ; উন্নাদে করিল তেঁহো ২।১০।১০৫ ; উন্নাদের চেষ্টা প্রলাপ ৩।১৭।২ ; উন্নাদের চেষ্টা করে ১।১৩।৩৮ ; উন্নাদের লক্ষণ ২।২।৫৬ ; উন্নাদের সামর্থ্য ৩।১৭।৪৭।

উপজিল প্রেমাসুর ২।২।১৭ ; উপজিয়া বাচে লতা ২।২৩।১৩৫।

উপদেশ কৈল তারে ৩।৫।১২২ ; উপদেশ পাঞা যায় ৩।২২।৪৭ ; উপদেশ লঞা করে ২।২৫।২০।

উপনিষদ্ কহে ১।২।৮ ; উপনিষদ্ শব্দের যেই ২।৬।১২৫ ; উপনিষৎ সহিত সূত্র ১।৭।১০৩ ; উপনিষদের করে মূখ্যার্থ ২।২৫।২৪।

উপপুরাণেহ শুনি ১।৩।৬৬

উপবনে কৈল প্রভু ২।১১৩৪ ; উপবনোচ্ছান দেখি ২।২১২ ; উপবাসী দেখি গোপ ৩।১১৭৩।

উপমা দিবারে নাহি ৩।১১০৩ ; উপমালঙ্কার গুণ কিছু ১।১৬৪৩।

উপরি উপরি শাখা ১।১১৫ ; উপরেহ এক টাটি ২।৪৮১ ; উপরে দেখিয়ে যাতে ২।১৫২২৫ ; উপরে পতাকাশত ২।১৩১২ ; উপরে বসিলা সব ৩।৬৬২ ; উপরোধে প্রভু মোর ৩।২৭১ ; উপর্যোধো ব্যাপি ১।৫১৫।

উপল ভোগ দেখিয়া প্রভু নিজরাসা ৩।১৬২৪ ; উপলভোগ দেখি প্রভু হরিদাস ৩।১৪২ ; উপলভোগ লাগিলে ২।১৫৫।

উপাড়ে বা হিণ্ডে তার ২।১২১৩৮ ; উপাদান অশেষ করেন ১।৬১৪ ; উপাসনা ভেদে জানি ১।২১২২ ; উপাসনা লাগি দেবের ৩।১২২৫ ; উপাস্ত্রের মধ্যে কোন্ ২।৮২১০।

উপেক্ষা করিয়া কারো ১।৭১৪১ ; উপেক্ষা করিয়া কৈল ১।৭১৪২।

উল্লক্রম্ অহৈতুকী কাহাঁ ২।২৪১১০ ; উল্লক্রম শব্দের এই ২।২৪১১৮ ; উল্লক্রম শব্দে কহে ২।২৪১১৫।

উলটি আমাকে তুমি ২।৫১২৭ ; উলটিয়া চাহে পাছে ৩।৬১৬২ ; উল্লাসের বশে লিখি ১।৫১১৩৮ ; উল্কে না দেখে ১।৩৬২।

উঁহার বাম্বে উঠে কৃষ্ণের ২।২৪১১৫২।

উ

উ

উ

উ

উনবিংশত অর্থ হৈল ২।২৪১১৩৬ ; উনবিংশে ভিত্তো প্রভুর ৩।২০১২৭ ; উনবিংশে মথুরা হৈতে ২।২৫১২০২।

উর্দ্ধ অধ ভিত্তি ২।১২১২৪ ; উর্দ্ধবাহ করি কহি ১।১৭১২৮ ; উর্দ্ধবাহ করি বোলে ২।১২১৪১ ; উর্দ্ধবাহ নৃত্যকরে বস্ত্র ২।২৪১১২৭ ; উর্দ্ধমুখে স্তুতি করে ২।১৩৭৫ ; উর্দ্ধহস্তে বসিয়া রহিলা ২।১১১৮৫।

উষর ভূমিতে যেন ২।৬২২।

ঋ

ঋ

ঋ

ঋ

ঋণ শোধিবারে চাহি ১।১২১৩০ ; ঋষভ পর্বত চলি ২।২১৫১ ; ঋতুমুখ পর্বতে ২।২২৮৩।

এ

এ

এ

এ

এ অগ্নি গোবিন্দ নহে ২।২০১৬৫ ; এ অমৃত কর পান ২।২৫২৩১ ; এ অর্থ না জানি মূর্খ ১।২১৪২ ; এ ঋণ শোধিতে আমি ৩।১৩৮৫ ; এ কেনে কহিবে কৃষ্ণের ৩।৫১৩৩ ; এ চৌদ্দ একদিনে ২।২০২৭১ ; এ ত কৃষ্ণদাসী ভয়ে ৩।৫১৩৭ ; এ ত নারী রহ দূরে ৩।৬১৩৭ ; এ তিন ঠাকুর গোড়িয়াকে ১।১২ ; এ তিনে লাগিল মন ২।২১১১৪ ; এ তিনে সব ছাড়ায় ২।২৪১৭৩ ; এ তিনের চরণ বন্দো ১।১২ ; এ দর্পণের আগে ১।৪১২২৩ ; এ ছই অধম নহে ২।২২৬৭ ; এ দেহ দর্শন-স্পর্শে ১।৪১৫৫ ; এ নবের উৎপত্তি হেতু ১।২১৭৭ ; এ বৎসর তাহাঁ আমি ৩।২১৪০ ; এ বৎসর তুমি ইহাঁ ৩।৪১২২১ ; এ বস্ত্রায় যে না ভাসে ৩।৩২৪২ ; এ বর্ষ নীলাদ্রি কেহো ২।৬২২৪৫ ; এ বার না যাবেন প্রভু ২।১১৫১ ; এ বিপত্তো রাশি প্রভু ৩।১২২৮ ; এ বিরোধের এক এই ১।৪১১৬০ ; এ বৃক্ষের অঙ্গ হয় ১।২১৩১ ; এ বেণু অযোগ্য অতি ৩।৬১৩৪ ; এ মত অগ্নি নাহি ২।২১২৩ ; এ মত কৃষ্ণেরে করাইল ১।৩৩৮৮ ; এ মত স্বরূপগণ ১।২১৮৭ ; এ মাধুর্যায়ত পান ১।৪১১৩০ ; এ যতি আমার গুরু ২।১৮১৫২ ; এ রূপ এ প্রেম লৌকিক ২।১৭১৫২ ; এ শরীর ধরিবারে ২।২১৭৪ ; এ শরীরে সাধিব আমি ৩।৪১৭৩ ; এ সখি সে সব ২।৮১৫৪ ; এ সঙ্কটে রাখ কৃষ্ণ ৩।৭৮১ ; এ সঙ্গে বসিতে যোগ্য ২।২১১৫৮ ; এ সব কথাতে কারো ৩।৩২৪৭ ; এ সব কহিব আগে ২।১৬২ ; এ সব কৃষ্ণের শুদ্ধ ১।৪১৫৭ ; এ সব ছাড়িয়া আর ২।২২১৫০ ; এ সব জীবের অবশ্য

১১৭১২৫৭; এ সব তোমার কুটিনাট ৩১৬১২৪; এ সব দুর্জনের কৈছে ১১৭১২৫৫; এ সব না মানে যেই পণ্ডিত ১৮৫; এ সব না মানে যেবা করে কৃষ্ণভক্তি ১৮৬; এ সব পণ্ডিত লোক ১৬৪৬; এ সব পার্শ্বভীর তবে ১১৭১২৬০; এ সব পুরুষজাতি ৩১৫১৩২; এ সব প্রসাদে লিখি ১২৮৪; ৩১১১২; এ সব বাঙ্কিতে যারি নারিলেক ৩৬৩৮; এ সব বৃন্তান্ত শুনি ২১৫৫০; এ সব লীলা বর্ণিয়াছেন ১১৬১১০৩; এ সব শিখাইল মোরে ৩৭১২৮; এ সব শুনিয়া প্রভু ১৭১৪১; এ সব সিদ্ধান্ত গুণ ১৪১১৮৮; এ সব সিদ্ধান্ত তবে ২৬১১০০; এ সব সিদ্ধান্ত তুমি ১২১২০; এ সব সিদ্ধান্ত-রস ১৪১১২১; এ সব সিদ্ধান্ত শুন ১২১২৮; এ সব সিদ্ধান্ত শুনি ২১১১২৩; এ সব সিদ্ধান্ত সেই ১৪১১২০; এ সভার দর্শনেতে ১২১৪৩; এ সভার বন্দন ১১১৪৩; এ সভাকে শাস্ত্রে কহে ১৬৮৪; এ সামান্য ত্রাধীশ্বরের ২১১২২; এ সৌভাগ্য লাগি আগে ৩১১১০৪; এ স্ত্রী জাতি লতা ৩১৫১৩৩।

এই অহুসন্ধান তেঁহো ৩৮৭১; এই অহুসারে হবে ৩২০৬৭; এই অন্তালীলা সার ২১৮০; এই অমে তৃপ্ত হয় ২১৫১২৪৫; এই অপরাধ তুমি না ৩১২১২; এই অপরাধ প্রভু ক্ষমা ২১৫১২৫৩; এই অপরাধে মোর কাঁই ২১২১২২৪; এই অপরাধে মোর হবে ৩৪১১৪২; এই অমৃত অহুক্ষণ ২১৫১২২৮; এই অমৃতগোটিকা মণ্ডা ৩১০১১১৫; এই অর্থ আমার শ্বশুর ২১৫১৮১; এই অর্থ মাত্র আমি ৩৭৭১; এই অর্থ শ্লোকে দেখি ১২১৫২।

এই আগে আইল প্রভু ২১৬১২৭২; এই আজ্ঞা কৈল যবে ১২১৪২; এই আজ্ঞা পাঞা নাম ১৭৭৭৪; এই আজ্ঞাবলে ভক্তের ২১২১৩৬; এই আদি লীলার কৈল ১১৭১২৬৭; এই আমি মাগি তুমি ২১৬১৬২; এই আর তিন অর্থ ২১২৪১২০৩।

এই ইচ্ছায় লজ্জা পাঞা ২৪১১২০; এই ইহার মনঃকথা ৩১৬১৬৭।

এই উপায় কর প্রভু ২১১১৪৩।

এই উনষষ্টি অর্থ ২১২৪১২২০; এই উনিশ অর্থ কৈল ২১২৪১১৩৭।

এই ঋণ আমি নারিব ২১৮১১৪৩।

এই এক শুন আর লোভের ১৪১১১২; এই এক হেতু শুন দ্বিতীয় ১২১৩০; এই একাদশ জন রাখে ২১৬১২২৮; এই একাদশ পদের ২১২৪১৫২।

এই কথা গোবিন্দ ৩১২১১০২; এই কথা শুনি মহাস্তের ২১২১১২০; এই কলিকালে আর ২১২১৩৩৪; এই কলিকালে বিষ্ণু ২৬১২২; এই কর্ম করি কহায় ২১৪১১২৫; এই কহে নামাভাসে ৩৩১৮২; এই কথা লোক গিয়া ২১১১১৫৩; এই কান্তাভাবের নাম ২১৪১১৮২; এই রূপা কর যে তোমাতে ১১৭১২১৩; এই কৃষ্ণদাসে দিব গোড়ো ২১০১৬৮; এই কৃষ্ণমহাপ্রেমের ২৬১১০; এই কৃষ্ণের বিরহে ৩১৭১৪৮।

এই গুণে কৃষ্ণ তারে ২১১১২৩; এই গুণে ভাবসিন্ধু ২১২১৭১; এই গুণে লেখায় মোরে ১৮১৭৩।

এই ঘরে আমি তুমি ৩৩১২৮; এই ঘরে রহ ইঁহা ৩৪১৪৭; এই ঘাটে অকুর বৈকুণ্ঠ ২১৮১১২৬।

এই চক্ৰবর্তী দুই ১১১৬০; এই চক্ৰিশ মূর্তি প্রাভব ২১২০১৭৬; এই চক্ৰিশ মূর্তি শব্দ ২১২০১২০৫; এই চাদেক বড় নাট ২১২১১০২; এই চারি অর্থ সহ ২১২৪১৪২; এই চারি জনে আচার্য্য ২৩১২০৭; এই চারি জনের বিলাস ২১২০১৭২; এই চারি ঠাকুর প্রভুর ৩২১৩৪; এই চারি দয়্য করি ২১৮১১৭৪; এই চারি বাটোয়ার ২১৮১১৫৫; এই চারি মাস কর ২১৬১২৭৮; এই চাকি মিলি তোমার ২১৮১১৭২; এই চারি লীলাভেদে ৩১২১২৪; এই চারি স্কৃতী হয়ে ২১২৪৬৮; এই চারি সেবা হয় ২১২১৭১; এই চারি হৈতে চক্ৰিশ ২১২০১৬০; এই চৌদ্দ সমস্তের চৌদ্দ ২১২০১২৭৮; এই চৌদ্দ শ্লোকে ১১১১২২।

এই ছয় আশ্রয়াম ২১২৪১৭; এই ছয় গুরু করোঁ ৩১১২; এই ছয় গুরু শিক্ষা ১১১১২২; এই ছয় তথের ১১১১৩; এই ছয় তেঁহো যৈছে ১১১২৫; এই ছয় যোগী শাধু ২১২৪১০৮; এই ছয় রূপে হয় ১১১৮৩; এই ছয়

শ্লোকে ১১১১০; এই ছলে আঞ্জা মাগি ৩৬১৬৭; এই ছলে চাহে ভক্তগণের ২১১২২৭; এই ছার মুখে তোমার ২১১২৭৫।

এই জানি কঠিন মোর ২১৮৪৩; এই জালিয়া জালে করি ৩১৮১১০।

এই ঠাকুর তোমার ২১১১১৭২।

এই ত আখ্যানে কহি ২১৪২০৮; এই ত আচার করে ১১৭১২৭; এই ত আসনে বসি ২১৫১২৩২।

এই ত করিবে বৈষ্ণবধর্মের ১১৪১১৪; এই ত করিল এক ২১২৪২৩৪; এই ত কল্পিত অর্থ ২১২৫১৩৪।

এই ত কহিল অভিধেয় ২১২১২৫; এই ত কহিল আচার্য্যগোসাঞির ১১২১৭৫; এই ত কহিল কৃষ্ণকৃতি ৩১৭১৬৬; এই ত কহিল গৌরের ৩১২৮২; এই ত কহিল গ্রন্থারম্ভে ১১৩১৫; এই ত কহিল তাতে চৈতন্যের ৩১৩১৩৪; এই ত কহিল তাঁর সেবক ১৫১১৫৭; এই ত কহিল তোমায় ২১২৪২০২; এই ত কহিল দামোদরের ৩১৩৪৫; এই ত কহিল নিত্যানন্দের ৩৬১২২; এই ত কহিল পঞ্চতয়ের ১৭১১৬১; এই ত কহিল পুন রূপের ৩১১১৬৬; এই ত কহিল পুন সনাতন ৩৪১২২৮; এই ত কহিল প্রথম ২১২০১২৪১; এই ত কহিল প্রহ্লাদমিশ্র ৩৫১১৫০; এই ত কহিল প্রভু দেখি ২১২৫১২০; এই ত কহিল প্রভুর অদ্ভুত ৩১৪১৭৫; এই ত কহিল প্রভুর উত্তান ৩১৫১৮৩; এই ত কহিল প্রভুর কীর্তন ২১১১২২৫; এই ত কহিল প্রভুর দিব্যোন্মাদ ৩১৪১১২২; এই ত কহিল প্রভুর প্রথম ২১৭১১৪৭; এই ত কহিল প্রভুর বৈষ্ণব ২১০১১৮২; এই ত কহিল প্রভুর ভিক্ষা ৩১০১১৫৫; এই ত কহিল প্রভুর মহাসকীর্তন ২১৩১১২৭; এই ত কহিল প্রভুর সনাতনে ২১২৪২৫৮; এই ত কহিল প্রভুর সমুদ্র ৩১৮১১১৭; এই ত কহিল প্রেমফল ১১২৪২; এই ত কহিল বল্লভ-ভট্টের ৩৭১১৫৬; এই ত কহিল মধ্যলীলার ২১১২৭২; এই ত কহিল রঘুনাথের ৩৬১৩২০; এই ত কহিল শক্ত্যবেশ ২১২০১৩২; এই ত কহিল শ্লোকের ২১২৪২২৩; এই কহিল ষষ্ঠ ১৪১২২৮; এই ত কহিল সনাতনে ২১২৪২৬০; এই ত কহিল সম্বন্ধতয়ের ২১২২১২; এই ত কহিল হরিদাসের ৩১১১১০০।

এই ত কৈশোর-লীলার সূত্র ১১৬১২।

এই ত গীতার অর্থ ১৫১৭৫।

এই ত জানিয়ে তোমায় ৩১২১১৩০।

এই ত তর্জার অর্থ ৩১২১২৩।

এই ত দ্বিতীয় পুরুষ ২১২০১২৫১; এই ত দ্বিতীয় সূত্র ১৫১১৪৮; এই ত দ্বিতীয় হেতুর ১৪১১৩৬।

এই ত নবম শ্লোকের ১৫১৭৭; এই ত নিশ্চয় করি আইলা ১১০১২৩; এই ত নিশ্চয় করি নীলাচলে ৩৪১১২।

এই ত পঞ্চম শ্লোকের অর্থ ১৪১৮৭; এই ত পঞ্চম শ্লোকের কহিল ১৪১৪৮; এই ত পরম ফল ২১৩১১৪৬; এই ত পৌগণ্ডলীলার ১১৫১২৮; এই ত প্রস্তাবে আছে ১১২১৫৩; এই ত প্রস্তাবে শ্রীকবিকর্ণপুর ৩৬১২৫২।

এই ত বৈষ্ণবের নহে ২১২২৪৫; এই ত ব্রহ্মাণ্ড তবে ৩৩৭১২; এই ত ব্রহ্মাণ্ড ভরি ২১২১২২৫।

এই ত মহিমা তোমার ২১৮১১১৬।

এই ত সংক্ষেপে আমি ৩৬১২৩৬; এই ত সম্রাসীর তেজ ২১৮১২৪; এই ত সম্বন্ধ স্তন ২১২৫১০৬; এই ত সাধন ভক্তি দুই ২১২২৫৮; এই ত সাক্ষাৎ কৃষ্ণ ভট্টের ৩৭১৬৩; এই ত সিদ্ধান্ত গীতা ১৩১১২; এই ত স্বভাব তাঁর ৩৮১১৬।

এই তাঁর গরু প্রভু ২১২১২২; এই তাঁর গাড় প্রেম ২১৪১১৮৫; এই তাঁর বাক্য আমি ১৭১২১।

এই তিন অর্থ সর্বস্বত্রে ১১৭১৩২; এই তিন কার্য্য সদা ২১৫১৩২; এই তিন গীতে করে ২১০১১৩; এই তিন গুরু আর ৩৪২২৭; এই তিন ঠাকুর সব গোড়িয়ার ৩২০১৩৪; এই তিন তত্ত্ব আমি ২১২৫৮৮; এই তিন তত্ত্ব সবে ১১৭১১১; এই তিন সর্কারাধ্য ১১৭১১৩; এই তিন তৃষ্ণা ১৪১২২১; এই তিন ধামের হয়ে ২১২১৪০; এই তিন ভেদে কেহো ২১২৪১৪১; এই তিন মধ্যে যবে যাকে ২১১৫২; এই তিন লোকে কৃষ্ণ কেবল ১৫১২১; এই তিন লোকে কৃষ্ণের সহজ নিত্য ২১২১৭৪; এই তিন শাখা বৃক্ষের ১১০৮২; এই তিন সর্কারায় ২১২১৩১; এই তিন সেবা হৈতে ৩১৬৫৬; এই তিন স্বক্কে কৈল ১১২১৮২; এই তিন স্থল স্মৃষ্ণ ২১২১৩০; এই তিনে হয়ে সিদ্ধ ২১৬১৭৮; এই ত্রিজগত ভরি ৩১৭১৩২; এই তীর্থে শঙ্করায়ণের ২১২১৭২; এই তের অর্থ কৈল ২১২৪১১০; এই তোমার বর হইতে ২১২৩৬৫; এই দশ জন প্রভুর ২১৩১৭৪; এই দশ দশায় প্রভু ৩১৪১৫০; এই দীক্ষা করিয়াছি ৩৩১১১৬; এই দুঃখে জলে দেহ ২১২১৭৪; এই দুই আসি কৈল ১১২১৮০; এই দুই কড়াতে এ লীলা ৩১৪১৬; এই দুই গুণ শৈল ২১৪১৮৪; এই দুই গুণ ব্যাপে ২১২১১৭৬; এই দুই ঘরে প্রভু ১১০১৬২; এই দুই জনার সৌভাগ্য ৩১১০; এই দুই জনের স্ত্র দেখিয়া ১১৩১৩৬; এই দুই দ্বারে শিক্ষাইল ৩১৮১৩১; এই দুই নাম ধরে ২১২০২০২; এই দুই পুথি সেই সব ২১২১২৬; এই দুই ভাই আমি ৩১১১৪৭; এই দুই ভাবের স্বরূপ ২১২৩৪; এই দুই মেলি ছাব্বিশ ২১২৪২০৩; এই দুই লক্ষণে কেহো ২১২০১৩০১; এই দুই লক্ষণে বস্তু ২১২০২২৫; এই দুই শ্লোকের অর্থ ২১৮১৮১; এই দুই শ্লোকের আমি ১৪১২২২; এই দুই শ্লোকে কৈল ১১১৬২; এই দুই শ্লোক ভক্তকণ্ঠে ২১৬২৩০; এই দুই হেতু হৈতে ১৪১১৫; এই দৃঢ় যুক্তি করি ১১৭১২৬১; এই দৃষ্টান্তে জানিহ ৩২০১৮২; এই দৃষ্টে ভাগবতের ২১২৪২৩৫; এই দেখ কৃষ্ণের ভিতর ১১৭১২৭৬; এই দেখ চৈতন্যের রূপা ২১৪১১৪; এই দেখ তোমার গোড়িয়ার ২১২১২২২; এই দেখ নখচিহ্ন ১১৭১১৭২; এই দেখ কৈলু আমি ১৪১১৫৪; এই দ্রব্যে এত স্বাদু ৩১৬১৮৭; এই দ্বাদশ নামে স্পর্শে ২১২০১৭১; এই দ্বারে করিব ১৪১২২।

এই ধূয়া উচ্চস্বরে গায় ২১৩১১০২; এই ধূয়া গানে নাচেন ২১১৫১; এই ধ্যান এই জপ ২১৬২৩২।

এই নব প্রীত্যঙ্কুর ঘর ২১২৩১১; এই নবমূল নিকসিল ১২১১৩; এই নবমূলে বৃক্ষ ১২১১৩।

এই নিন্দা করি কহে ৩১৮৪৩; এই নিবেদন তাঁর চরণে ৩১২১১৮; এই নিবেদন মোর কর ৩১১১৩৪; এই নিমন্ত্রণে দেখি ৩১৬২৭০।

এই নীচ দেহ মোর পড়ে ৩১১১৩৫।

এই পঞ্চতত্ত্ব মিলি ১১৭১১৮; এই পঞ্চতত্ত্বরূপে ১১৭১১৬৬; এই পঞ্চদোষে শ্লোক ১১৬১৬৪; এই পঞ্চ পুত্র তোমার ১১০১১৩২; এই পঞ্চ মধ্যে এক স্বল্প ২১২৪১২৬; এই পঞ্চ স্থায়িত্ব ২১২৩২৬।

এই পট্টভোরীর তুমি ২১৪১২৩৪; এই পট্টভোরীতে হয় ২১৪১২৩৬।

এই পদ গাই হর্ষে ২১৩১১২; এই পদ গায় মুকুন্দ ২১৩১২৩; এই পদে নৃত্য করে ৩১০১৬৬।

এই পাপ আসি সভার ৩১৮৫৩; এই পাপে নবদীপ ১১৭১২০৪; এই পাপ যায় মোর ২১২৪১৭৬।

এই পিতার বাক্য শুনি ১১২১১২।

এই প্রতিজ্ঞা করি জানি ২১১১৩৭; এই প্রেমদ্বারে নিত্য ১৪১১২১; এই প্রেমার অমুরূপ ২১৮১৭১; এই প্রেমার আশ্বাদন ২১২৪৫; এই প্রেমা সদা জাগে ৩১২১২৮; এই প্রেমের বশ কৃষ্ণ ২১৮১৬২।

এই বড় আজ্ঞা এই ২১৬১১৮৮; এই বড় পাপ সত্য ২১২৫১৩২; এই বস্তু মাতাকে দিহ ২১৫১৪৮।

এই বাক্যে কৃষ্ণনামের ২১২১২৮; এই বাক্যে বিকাইল ২১৫১১০১; এই বাক্যে সাক্ষী মোর ২১৫১৭৫; এই বাহ্য যৈছে কৃষ্ণ ১৪১৩২; এই বাহ্য লাগি মোর ৩১১১৩৫; এই বাণীনাথ রহিবে ২১০১৫৪; এই বাত কাঁই না ২১২১০০; এই বাহুদেব দত্ত এই ২১১১৭৬; এই বাহু প্রতারণা ৩৪১১৭৩।

এই বিজয়াদশমীতে হৈল ২১৫১৬৭; এই বিপ্র বহি নিবে ২১৭১১৮; এই বিপ্র মোর সেবায় ২১৫১৬৪; এই বিপ্র সত্য বাক্য ২১৫১৮২।

এই বুদ্ধো দুই জনা ২১৫১৭২; এই বুদ্ধো মহাপ্রভুর ৩১৬১৮৮।

এই বৈশ দূর কর যাহ ২১২০১৬৪।

এই ব্রজের রমণী ৩১২১৩৬।

এই ভক্তি ভক্তপ্রিয় ২১৪১১৮; এই ভক্তিরসের কৈল ২১২১১২৩; এই ভয়ে রাজিশেষে ২১৪১১৪১।

এই ভাবে করে যেই ১৪১১২; এই ভাবে নৃত্য মধ্যে ২১১৫২; এই ভাবযুক্ত দেখি ২১৪১১৭৪; এই ভাল এই মন্দ ৩৪১১৭০।

এই ভিক্ষা মাগো ২১৩১৮৬।

এই ভূঞা কেনে মোরে ২১২০১২২; এই ভূত নৃসিংহ-মন্ডে ৩১৮১৫৫।

এই ভোট লঞা এই ২১২০১৮০; এই ভোগে কৈছে হয় ৩১৮১৪২।

এই মত অদ্বৈতগৃহে ২১৩১২০২; এই মত অদ্ভুত ভাব ২১২১১৩; এই মত অমুভব ১৪১২০৬; এই মত অন্যান্য করেন ২১৫১১১; এই মত অভ্যস্তর ২১২১৮২; এই মত অর্দ্ধরাত্রি ৩১৪১৫৩; এই মত অষ্টমঙ্গরী ৩১২১২১।

এই মত আবেশে ৩১২১১৪; এই মত আর সব ২১৪১১৮৮।

এইমত কথোদিন অকুরে ২১৮১১১৮; এইমত কথো দিন করেন ৩১২১২৭; এইমত কথোক্ষণ করাইল ৩১০১৬৩; এইমত কথোক্ষণ করি বনলীলা ২১৪১১০০; এইমত কথোক্ষণ নৃত্য ২১২১১৩২; এইমত করে যেন ২১২১২৩; এইমত কলা আশ্র ২১৫১৮৭; এইমত কর্ণপূর লিখে ২১২১১১০; এইমত কল্লনাভাষ্যে ২১৬১১৬০; এইমত কহি তারে ২১৬১১৪৫; এইমত কীর্তন করি ১১৭১১৩৩; এইমত কীর্তন প্রভু ২১৩১১০; এই মত কৃষ্ণের দিব্য ২১২১১৮; এইমত কৈলা যাবৎ ২১৭১১০৫; এইমত কোলাহল ২১৪১৫৭; এইমত ক্রীড়া প্রভু ২১৪১২২৮।

এইমত গায় নাচে ১৬১৪৭; এইমত গীতাভেদে ১৫১৭৩; এইমত গোড়াইল পাঁচ ২১২১২৬৫; এইমত গোপালের ২১৮১৩৬; এইমত গৌরচন্দ্র নিজ ভক্ত ৩১৮১৫; এইমত গৌরচন্দ্র ভক্তগণ ৩১২১২; এইমত গৌর প্রভু ৩১৫১২৩; এইমত গৌর রায় ৩১২১৫০; এইমত গৌর লীলা ২১৬১২৮৫; এইমত গৌরশ্যাম ২১৩১১১৪; এই মত গৌর হরি ৩১২১২৩।

এইমত চলি চলি আইলা ২১১২১৮; এইমত চলি চলি কটক ২১৬১৩৪; এইমত চলি প্রভু প্রয়াগ ২১৮১২১২; এইমত চলি প্রভু রেমুণা ২১৬১১৫১; এইমত চলি বিপ্র ২১৫১১০২; এইমত চাপলা সব ১১৪১১৫৮; এই মত চিন্তিতেই দৈবে ৩১৬১১৫৭; এইমত চৈতন্য কৃষ্ণ ১৪১৩৩; এইমত চৈতন্যগোসাঞি ১৫১১২২।

এইমত জগতের স্থখে ১৪১২০৫; এইমত জগদানন্দ ৩১২১২৪; এইমত জগন্নাথ ২১৪১৩৪; এইমত জলক্রীড়া ২১৪১৮২; এইমত জানিবে প্রভুর ২১৭১১৩০; এইমত জানিহ যাবৎ ২১৭১১০২।

এইমত তাণ্ডব নৃত্য ২১৩১১০৬; এইমত তার উচ্ছিষ্ট ৩১৬১১৩; এইমত তাঁর ঘরে গরু ২১২১২৫১; এইমত তাসভার ১৭১১৪৩; এইমত তিন দিন করে ৩১২১৩২; এইমত তিন দিন গোপাল ২১৮১৩৩; এইমত তিন দিন প্রয়াগে ২১৭১১৪২; এইমত তিন বৎসর শিলা ৩১২১৮৭; এইমত তিন রাত্রি ২১৮১৮২; এইমত তোমা দেখি ২১৮১২২৪; এইমত ত্রিজগৎ ৩১২১১১।

এইমত দশ দিন প্রয়াগে ২১২১১২২; এইমত দশ দিন ভোজন ২১৩১৩৩; এইমত দশা প্রভুর ২১২১৩; এইমত দাস্তে দাস ২১২১৪২; এইমত দিনে দিনে ২১২১৪৪; এইমত দুই কৈল ওড়ন ৩১৩১১৮; এইমত দুই জনে ইষ্টগোষ্ঠী ২১২১২৭৪; এইমত দুইজন করে ২১২১১৭৩; এইমত দুইজন কৃষ্ণকথা রসে ৩১১১৫৭; এইমত দুইজন

কৃষ্ণকথা রসে ২৮১২১৪; এইমত দুইজনে করে বোলা ২১২১২৩; এইমত দুইজন নানাকথা ৩৪১২২, এইমত দুই ভাই জীবের ১১১৪২; এইমত দোহার কথা ১১১৭১৪৫; এইমত দোহে স্থতি ২৮১৪৪।

এইমত নানা অর্থ ২৬১১৭২; এইমত নানা গ্রন্থ ২১১৪০; এইমত নানা ছন্দে ১১৪১৩৩; এইমত নানা রঙ্গে চাতুর্মাশ ২১৫১১৭; এইমত নানা রঙ্গে দিন কথো ২১২১৬৮; এইমত নানা রঙ্গে মে রাত্রি ২১৫১৩৮; এইমত নানা লীলা করে ১১৫১২০; এইমত নানা লীলায় চাতুর্মাশ ৩১২১৬৪; এইমত নানা শ্লোক ২৮১৫; এইমত নানা স্থখে ২১১৭১৮; এইমত নিত্যানন্দ ফিরায় ২১৫১২৭; এইমত নিত্যানন্দ বেড়ায় ৩৬১৮০; এইমত নিমন্ত্রণ করে ৩১০১৩৭; এইমত নিমন্ত্রণ বর্ষ ৩৬২১৬৬; এইমত নৃত্য প্রভু ৩১১১৬০; এইমত নৃত্য যদি ৩১৫১৭৭; এইমত নৃত্য হৈল ১১১৭১১৪।

এইমত পঞ্চদিন ২১২৫১৩০; এইমত পথে যাইতে ২১৭১০২; এইমত পরম্পরায় ২১৭১১৫; এইমত পরম্পর ১৪১১৬৪; এইমত পিঠাপানা ২১৫১২০; এইমত পুনঃ পুনঃ ২৮১৮৬; এইমত পুরদ্বার ২১২১১৩২; এইমত পুরুষোত্তমবাসী ২১০১২২; এইমত পূর্বে কৃষ্ণ ১৪১১০৩; এইমত প্রতিদিন করেন ২১৭১২২; এইমত প্রতিদিন প্রভুর ৩১১৫৬; এইমত প্রতিদিন ফলে ১১১৭১৮০; এইমত প্রতিস্থ্যে করেন ১৭১১২৭; এইমত প্রতিস্থ্যে সহস্রার্থ ১৭১১২৬; এইমত প্রত্যক্ষ আইসে ২১৬১৮১; এইমত প্রত্যাহ দ্বয় ২৪১১৬৬; এইমত প্রভু আছে ২১৪১৩; এইমত প্রভু তোমার ২১৬১১৪৪; এইমত প্রভু তস্তদ ৩২০১৫৪; এইমত প্রভু নৃত্য ২১৩১৭২; এইমত প্রভু সঙ্গে ৩১৩১০৪; এইমত প্রহরেক ২৩১১২২; এইমত প্রেম ফাবৎ ২১৭১২১৬; এইমত প্রেম সেবা ২১৫১২২; এইমত প্রেমাবেশে ২৮১১৮৮।

এইমত বঙ্গে প্রভু ১১৬১১৮; এইমত বঙ্গের লোকের ১১৬১১৭; এইমত বলভদ্র করেন ২১৭১৭৭; এইমত বহু বেগি ৩১৪১২৫; এইমত বার বার করাইহ ৩৩৩৩২; এইমত বার বার করিয়ে ৩৩৩৩৭; এইমত বার বার কহি দুই ৩৪৩৩৫; এইমত বার বার পালায় ৩৬৩৩৬; এইমত বার বার গুনিয়া ২১৫১১৪৩; এইমত বার মাস কীর্তন ১১৭১৮২; এইমত বিদায় দিল ২১৬১৬৭; এইমত বিদ্যানগরে ২১৫১১৮; এইমত বিপ্রগণ ভাবে ২৮১২৬; এইমত বিপ্রচিন্তে ২১৫১৭৭; এইমত বিলপিতে ৩১২১৫২; এইমত বিলসে প্রভু ৩৭১৩; এইমত বিলাপ করে ২২১১৬; এইমত বিহরে গৌর ৩৬১১১; এইমত বৈষ্ণব করে ১১৭১২৬; এইমত বৈষ্ণব কৈল সব দেশ ২১৮১২১০; এইমত বৈষ্ণব কৈল সব নিজ ২১৭১২৮; এইমত বৈষ্ণবগণ করে ২১৫১১৫; এইমত বৈষ্ণব প্রভু কৈল ২১৩৩২; এইমত বৈষ্ণব সব নীলাচলে ৩১০১৩২; এইমত বৈষ্ণব হৈল সব ২১৭১০১; এইমত ব্যঙ্গনের শাক ২১৫১৮২; এইমত ব্রহ্মাও মধ্যে ২১২০১৮৭।

এইমত ভক্তগণ করি ২১২১৮৬; এইমত ভক্তগণ রহিলা ২১৬১৪৬; এইমত ভক্তগণ যাত্রা ২১৪১২৪০; এইমত ভক্তততি ১১৩১০২; এইমত ভক্তভাব ১৪৩৩৭; এইমত ভক্তিবক্ষে ১১২১২৩; এইমত ভট্টের কথোদিন ৩৭১৩৭; এইমত ভাগবত শ্লোক ২১২১৮৪ (ক); এইমত ভাল কর্ম ২১২১১৪।

এইমত মধুরে সব ২১২১১২২; এইমত মহাদুঃখে ৩৮১৫২; এইমত মহাপ্রভু অচিন্ত্য ৩২১৩২; এইমত মহাপ্রভু করি ২১৩১৬৭; এইমত মহাপ্রভু কৃষ্ণ ৩১২১২; এইমত মহাপ্রভু দুই ভৃত্যের ২১৭১২৬; এইমত মহাপ্রভু দুইমাস ২১২১২; এইমত মহাপ্রভু নাচিতে ২১৮১২; এইমত মহাপ্রভু দেখি ২১১৭৬; এইমত মহাপ্রভু বৈসে ৩২০১২; এইমত মহাপ্রভু ভক্তগণ লঞা ৩১৮১৭; এইমত মহাপ্রভু ভক্তগণ সঙ্গে ২১২১৬৬; ২১৫১৩; ৩১০১৩০; এইমত মহাপ্রভু সমিতে ৩১৮১২৪; এইমত মহাপ্রভু রহে ৩১৬১২; এইমত মহাপ্রভু রাত্রিদ্বিসে ৩১৫১৩; ৩১৭১২; ৩১২১৭২; এইমত মহাপ্রভু লঞা নিজগণ ৩১০১১০০; এইমত মহাপ্রভু লঞা ভক্তগণ ২১২১২১৩; এইমত মহাপ্রভুর চারি বৎসর ২১৬১৮৩; এইমত মহাপ্রভুর নিমন্ত্রণ ২১৪১৬৭; এইমত মহাপ্রভুর নীলাচলে ৩১১১১০; এইমত মহাপ্রভুর প্রতি ৩১৭১৫২; এইমত মহাপ্রভুর স্থখে ৩১১১১২; এইমত মাস গেল ৩২১৪৬; এইমত মাস দুই ৩১৩১৬৩; এইমত মোর ইচ্ছা ৩১১১৩৩।

এইমত যত বৈষ্ণব ৩১৩৩৫ ; এইমত যবে করে উত্তম ২১৫১৬৫ ; এইমত যাইতে যাইতে ২১১১১০ ; এইমত যার ঘরে ২১১১২৭ ; এইমত যার প্রভুর ৩১১১১ ।

এইমত রঘুনাথ আইলা ৩১৩১২২ ; এইমত রঘুনাথ করেন ৩১২২২৪ ; এইমত রঘুনাথের বৎসরের ৩১৩৩৪ ; এইমত রথযাত্রা আর ২১৫১৩৭ ; এইমত রথযাত্রা সকলে ৩১১১৬৪ ; এইমত রহে তেঁহো ৩১২২১১ ; এইমত রাসলীলার হয় ৩১৮৮ ; এইমত রাসের শ্লোক ৩১৮১২৩ ।

এইমত লীলা করি দৌহে ১১৪১৬৬ ; এইমত লীলা করে গোরাঙ্গসুন্দর ২১৫১৩২ ; এইমত লীলা করে শচীর নন্দন ২১১১২২৩ ; ৩১২১৬৫ ; এইমত লীলা কৈল ২১১২৭১ ; এইমত লীলা প্রভু ২১৩১৬২ ; এইমত লোকে চৈতন্যভক্তি ২১১২৫ ।

এইমত শচীদেবী ২১৩১৬৪ ; এইমত শচীগৃহে সতত ৩১২১৭৮ ; এইমত শিশুপাল ৩১১১৩৭ ; এইমত শিশু লীলা ১১৪১৮২ ; এইমত শেষ লীলা ২১১১৭২ ।

এইমত ঘড়ৈরখ্যা স্থান ২১২১৭১ ।

এইমত সংখ্যাতীত ১১০১৫৭ ; এইমত সনাতন বৃন্দাবনে রহিলা ২১২৫১৬৮ ; এইমত সনাতন রহে ৩১৪১৫০ ; ৩১৪১২৭ ; এইমত সম্বা পর্য্যন্ত ২১৭১৮৭ ; এইমত সব পুরী ২১২১১৩০ ; এইমত সব বৈষ্ণব ২১৬১৭৫ ; এইমত সব ভক্তের ২১৫১১৭২ ; এইমত সব লীলা যেন ২১২০৩১৭ ; এইমত সব শাখার ১১০১১৪ ; এইমত সব স্ত্রের ১১৭১১৪০ ; এইমত সম্মানিল ২১৫১২৩ ; এইমত সর্বকাল আছে ৩১২১১৫ ; এইমত সর্ব রাত্রি করেন ২১৫১১৪৭ ; এইমত সার্বভৌমের ২১৭১২ ; এইমত সেই রাত্রি কথা ২১৮১২৮ ; এইমত সেই রাত্রি তাইহি ২১৭১৩১ ; এইমত সেবকের প্রীতি ২১৫১১৫৪ ; এইমত স্তুতি করে ২১৮১১০ ।

এইমত হঞা যেই ৩১২০২১ ; এইমত হস্তরসে ২১৩১৮৫ ; এইমত হৈল কৃষ্ণের ২১৩১৬৮ ।

এইমতে কাজীরে প্রভু ২১৭১২১২ ; এইমতে কোতুক করে ২১২৫৭ ; এইমতে চিড়া লুডুম ২১৫১৮২ ; এইমতে দুই ভাই গোড়দেশে ৩১৩২ ; এইমতে দৌহে করে ১১৪১৮৬ ; এইমতে নানা প্রসাদ ৩১১১৭৮ ; এইমতে নানা ভাবে ৩১৭১৭ ; এইমতে নানারূপে ১১২৫১ ; এইমতে নিজ ঘরে ১১৬১২২ ; এইমতে নীলাচলে ৩১৩১৭৬ ; এইমতে ভট্টগৃহে ২১২১০২ ; এইমতে মহাপ্রভু নীলাচলে ৩১৮১২ ; এইমতে মহাপ্রভু পাইয়া ৩১২১২৬ ; এইমতে রঘুনাথে বার বার ৩১৩১৮ ; এইমতে রামচন্দ্রপুরী ৩১৮১৮২ ; এইমতে সনাতন বৃন্দাবনে ৩১২০৪ ; এইমতে সেবক প্রভু ৩১১১৩০ ; এইমতে হরিদাসের ৩১১১৪৩ ।

এই মধ্যলীলা নাম ১১৩১৩৫ ; এই মস্ত্রে দ্বাপরে করে ২১২০২৮৪ ; এই মর্যাদা প্রভু ৩১২১২৪ ; এই মহাত্মা ইহা ৩১২১০ ; এই মহাপ্রভুর লীলা ২১৬১২৬ ; এই মহাপ্রসাদ অন্ন ২১২১১৭১ ; এই মহাভাগবত ২১২১৫৮ ; এই মহারাজ মহাপণ্ডিত ২১৮১২৫ ।

এই মাঘসংক্রান্ত্যে ৩১৩১১ ; এই মাত্র কৈল ইহার ৩১২১৪৭ ; এই মালিকার খায় ১১২১৬ ; এই মালীর এই বৃষ্ণের ১১০১২ ; এই মাসে পূত্র হৈবে ১১৩১৮৮ ।

এই মধ্যবেশাবতার ২১২০৩০৮ ; এই মুক্তি তাঁহারে ছাড়িল ৩১২১৮ ; এই মুরারিগুপ্ত এই ২১১১৭৫ ।

এই মৃত্যু গিয়া যদি ২১৫১২৩ ।

এই মোর মনের কথা ২১১১২২ ।

এই যতিপাশ ছিল ২১৮১১৫৪ ; এই যতি ব্যাধিতে কভু ২১৮১১৬০ ; এই যাই নাহি তাই ২১২১২২ ; এই যে তোমার অনন্ত ২১২১২১ ; এই যে মাধবেন্দ্র শ্রীপাদ ৩১৮১২৫ ।

এই রঘুনাথে আমি ৩১২১০০ ; এই রঙ্গ লীলা করে ২১২১৫০ ; এই রঙ্গ সেই দিন ২১৮১৬৭ ; এই রস অল্পভবে যৈছে ২১২০৫০ ; এই রস জ্ঞানবাদ নাহি ২১২০৫১ ; এই রসে ময় প্রভু ২১৪১৭২ ; এই রাগমার্গে আছে

২।১১২২; এই রাধার বচন ৩২।৫২; এইরূপ রতন ২২।৮৫; এইরূপ দশ রাত্রি ২।৮২৪৩; এইরূপে তাঁসভারে ২।৮।৩২; এইরূপে নিত্যানন্দ ১।৫।১১৭; এইরূপে নৃত্য আগে ২।৭।৮০; এইরূপে পালি আমি ২।২।১৭০; এইরূপে সাক্ষাৎ কৃষ্ণে ২।৩।৫৪; এইরূপে সেই ঠাঞি ২।৭।৮৮।

এই লক্ষ্য পাঞা প্রভু ৩।৭।১৩০; এই লাগি করে দেহের ১।৪।১৫৫; এই লাগি কৃপার্দ্র প্রভু ১।৮।২; এই লাগি গীতাপাঠ ২।২।২৫; এই লাগি তোমা ত্যাগ ৩।৪।১৭২; এই লাগি পুছিলেন ২।৪।১১৫; এই লাগি প্রভু মোরে ৩।৩।২৭; এই লাগি শ্লোকের অর্থ ১।১৬।৫৪; এই লাগি সাক্ষিগোপাল ২।৫।১৩২; এই লাগি স্থখভোগ ২।২।১০৭।

এই লীলা কহিব আগে ১।৭।১৫৫; এই লীলা নিজ গ্রন্থে রঘুনাথ ৩।১৬।৮০; এই লীলা বর্ণিয়াছেন ২।১২।১৪৭; এই লীলাভঙ্গী তোমার ৩।৪।১২৫; এই লীলা মহাপ্রভুর ৩।১৪।৬৮; ৩।১২।৭১; এই লীলা স্বগ্রন্থে রঘুনাথ ৩।১৭।৬৭।

এই শব্দামৃত চারি ৩।১৭।৪৫; এই শিলার কর তুমি ৩।৬।২৮২; এইশিশু অঙ্গে দেখি ১।১৪।১২; এই শিশু সব লোকের ১।১৪।১৩; এই শিক্ষা সভাকারে ১।১২।৫১; এই শুদ্ধ ভক্ত লঞা ১।৪।২৪; এই শুদ্ধ ভক্তি ইহা ১।১২।১৪২।

এই শ্লোক করিয়াছ পাইয়া ৩।৫।১২৬; এই শ্লোক কহিয়াছেন ২।৪।১২২; এই শ্লোক জীবগোসাঞি ১।৩।৬৫; এই শ্লোক তত্ত্বলক্ষণ ভাগবত ১।২।৪৮; এই শ্লোক পঢ়ি অন্ন ২।৬।২০৪; এই শ্লোক পঢ়ি তেঁহো ৩।৮।৩২; এই শ্লোক পঢ়ি দৌহারে ২।১২।৪২; এই শ্লোক পঢ়ি নাচে ২।১৮।৩২; এই শ্লোক পঢ়ি পথে ২।৭।২৪; এই শ্লোক পঢ়ি প্রভু চলে ৩।১৪।৮১; এই শ্লোক পঢ়ি প্রভু ভাবের ২।২।৪; এই শ্লোক পঢ়িতে প্রভু হইলা ২।৪।১২৫; এই শ্লোক পথে পঢ়ি ২।২।১২; এই শ্লোক মহাপ্রভু ২।১৩।১১৬; এই শ্লোক শুনি প্রভু ৩।১৬।১৩১; এই শ্লোকার্থ আচার্য্য ১।৩।৮৪; এই শ্লোকে উবাড়িল ২।৪।২০০; এই শ্লোকে কহে তাঁর ১।৩।৪১; এই শ্লোকে কৃষ্ণপ্রেম ৩।৮।৩৩; এই শ্লোকে পর-শব্দে ২।২০।২২৮; এই শ্লোকে শ্রীধরস্বামী ২।২৪।৭১; এই শ্লোকের অর্থ কর পণ্ডিতের ৩।৩।১৭২; এই শ্লোকের অর্থ কর প্রভু যদি ১।১৬।৩২; এই শ্লোকের অর্থ করি সংক্ষেপের ১।৩।২০; এই শ্লোকের অর্থ জানে ২।১।৫৩; এই শ্লোকের অর্থে তুমি হৈলা ১।২।৫৪; এই শ্লোকের অর্থ পূর্বে ২।১৩।১১৭; এই শ্লোকের অর্থ প্রভু ২।২৫।১১৪; এই শ্লোকের অর্থ শুনাইল ২।৬।২১২; এই শ্লোকের অর্থ শুনিতে ২।৬।১৬৮; এই শ্লোকের সংক্ষেপার্থ ২।১।৭০; এই শ্লোকের হয় অতি ৩।২।৩৮।

এই সংক্ষেপে হুত্র কৈল ২।২৪।২৫৭; এই সত্য হয় শ্রীকৃষ্ণ ২।২৫।৩৬; এই সপ্তদশ প্রকার ১।১৭।৩১৮; এই সব অর্থ প্রভু ২।১৩।১৫৩; এই সব কার্য্য তাঁর ২।২০।৩০০; এই সব কৃষ্ণভক্তি-রসের ২।১২।১৫৪; এই সব গুণ তাঁর ৩।৫।৭৮; এই সব গুণ লঞা ১।৩।৩৮; এই সব গুণ হয় বৈষ্ণব ২।২২।৪৪; এই সব গ্রন্থ কৈল গোসাঞি ২।১।০১; এই সব চন্দ্রোদয়ে ১।১৩।৩; এই সব নামের ইহো ১।১০।১৬৫; এই সব প্রকাশিতে কৈল ৩।১০।২৮; এই সব বৈষ্ণব এই ক্ষেত্রের ২।১০।৪৫; এই সব ভাবভূষণ ২।৮।১৩৫; এই সব মহাপ্রভু ২।৪।২; এই সব মহাশাখা ১।১০।৭৭; এই সব মুখ্যভক্ত ২।১৮।৪৭; এই সব মোর নিন্দা অপরাধ ১।১৭।২৫৪; এই সব রসনির্ঘাস ১।৪।২২; এই সব লঞা চৈতন্য ১।৬।৩৫; এই সব লীলা করে ১।১৭।৮১; এই সব লীলা প্রভুর ২।৪।৩; এই সব লৈল্যা করে ১।৬।৩৫; এই সব লোক প্রভু ২।১০।৩৭; এই সব শব্দে হয় ২।২৫।২৬; এই সব শাস্ত যবে ২।২৪।১১১; এই সব শাস্ত্রগম ১।৩।৩০; এই সব শ্লোকের করি ১।১।১৩; এই সব সঙ্গে প্রভু ২।১৫।১৮৩; এই সব সাধনের অতি ২।২২।১৫; এই সব স্থানে কিলকিঞ্চিত ২।১৪।১৬২; এই সব হয় ভক্তিশাস্ত্রের ৩।১০।২৭; এই সব হয় শ্রীকৃষ্ণের ১।৬।৮৩।

এই সভের প্রভু সঙ্গে ১।১০।১৪২; এই সভের বিদ্বাত্যাগ ২।২৪।২৫৪।

এই সম্বন্ধতত্ত্ব কহিল ২।২৫।২৮; এই সূর্যশাখা পূর্ণ ১।১১।৫৫।

এই স্বভাবগুণে যাতে ২।২৪।৩২।

এই সাত অর্থ প্রথম ২২৪১০৪ ; এই সাতের বয়ে যেই ৩২৪১০ ; এই সাত স্বর্ণমোহর ২২০২৬ ।

এই স্থখ লাগি আমি ৩১২১১২ ; এই স্থখে গোপীর ১৪১১৬২ ; এই স্থখে মহাপ্রভুর ২১৪১৩৪ ।

এই স্থানে আছে ধন ২২০১১১ ; এই স্থানে রহ কর ২১১১১৮ ; এই স্থে মনে ভাবি ৩১০১১২ ।

এই হয় কৃষ্ণভক্তের ২২২২৩৮ ; এই হরি ভট্ট এই ২১১১১৬ ; এই হেতু গোপী-প্রেমে ১৪১১৬৬ ।

এক অঙ্গাভাসে করে ১১১১৮ ; এক অঙ্গে জাভ ১১১১৪৪ ; এক অঙ্গে সিদ্ধি পাইল ২২২১১১ ; এক অষ্টমত নাম ১১১১২ ; এক অদ্ভুত সমকালে ১১১১৫২ ; এক অশ্ব এক ক্ষণে ৩১১১১৫ ।

এক আজ্ঞা দেহ সেবা ২১৬১১৮ ; এক আত্মারাম-শব্দ অবশেষ ২২৪১১০২ ; এক আত্মারাম-শব্দে আটান্ন ২২৪১২১ ; এক আত্মারাম-শব্দে ছয় জনে ২২৪১১০২ ; এক আত্মবীজ প্রভু ১১১১১৪ ।

এক উড়ুদর বৃক্ষে ২১১১১১ ।

এক এক গুণ শুনি ২২৩১৪৬ ; এক এক গোপ করে ২২১১১৫ ; এক এক জনে দশ দোনা ৩১৪১৩৫ ; এক এক তিন ভেদে ২২৪১১০৬ ; এক এক দস্তের কপ্প ২১৩১২৮ ; এক এক দস্ত যেন ৩১০১১১ ; এক এক দিন করি ২১৪১৬৫ ; এক এক দিনে চাতুর্মাস্ত ২২২১৮৬ ; এক এক দিনে সন্ডে ২২২১৮৫ ; এক এক বস্ত্র পরি ২২৪১১৮১ ; এক এক বারে অন্ন ২১৩১১২ ; এক এক বৃক্ষ তলে ২১৪১২১ ; এক এক মূর্ত্ত্যে করে ১৩১৬ ।

এক কণ স্পর্শি মাত্র ১১১১৩৫ ; এক কলস স্তগন্ধি তৈল ৩১২১১০৬ ; এক কালে বৈশাখের ৩১২১১৩ ; এক কালে সন্ডে টানে ৩১১১১৫ ; এক কালে সাত ঠাণ্ডি ২১৩১৫১ ; একটি কুজুর চলে ৩১১১২ ; এক কুজা জল আর ৩১২২০ ; এক কুঞ্জ লক্ষ্য গেলা ২১৪১৩৪ ; এক কৃষ্ণ দেহ হৈতে ২২১১১৮ ; এক কৃষ্ণনামে করে সর্বপাপ নাশ ১১৮১২২ ; এক কৃষ্ণনামে করে সর্বপাপক্ষয় ২১১১১০৮ ; এক কৃষ্ণনামের ফলে ১১৮১২৪ ; এক কৃষ্ণনামের মহামহিমা ১১১১৩১১ ; এক কৃষ্ণ ব্রজে পূর্ণতম ২২০১৩৩৩ ; এক কৃষ্ণলোক হয় ত্রিবিধ ২২০১১৮৩ ; এক কৃষ্ণ সর্ব সেবা ১১৬১১০ ; এক কোপীন নাহি ২১৩১২৬ ।

এক খানি ঘর আছে ২১১১১৬০ ।

এক গুটি পট্ট ডোরী ২১৪১২৩১ ; এক গোড়িয়া কাহ্না ধূষণ ২২০১১২ ; এক গ্রাস মাধুকরী ২১১১২৪০ ।

এক ঘরে শালগ্রামের ২১১১২০২ ।

এক চৌঠা ধন দিল ২১২১৬ ; এক চৌঠা ভাত পাঁচ ৩১৮১৫৪ ।

এক জন আসি রাত্রো ২১৮১২৩ ; এক জনে নিলে আনের ২১১১১২ ; এক জনে যাই কহে ২১০১১১ ; এক জনের উদর পূরে ১১১১১১ ; এক জনের দোষে সব ৩১৩১৫৬ ।

এক টোটা হৈতে সমুদ্র ৩১৮১২৪ ।

এক ঠাণ্ডি কহিল ২১১১১১ ; এক ঠাণ্ডি তপ্ত ছুখে ৩১৬১৫৬ ।

এক তুলী গাণ্ড গোবিন্দের ৩১৩১১ ; এক তুলী হৈতে আর তুলী ২১৩১১০ ।

এক দিগে বৈসে সন্ডে ৩১১১৪২ ।

এক দিন অকুর ঘাটের ২১৮১১২৫ ; এক দিন অন্ন আনে ২২৪১১৮২ ; এক দিন আচার্য প্রভুকে ৩১১১০০ ; এক দিন আসি প্রভু ৩১৪১৫৩ ; এক দিন করে প্রভু জগন্নাথ ৩১১১৬ ; এক দিন কহিল নারদ ২২৪১১২০ ; এক দিন গোবিন্দ মহাপ্রসাদ ৩১১১১৫ ; এক দিন গোপীভাবে ১১১১২৪০ ; এক দিন জগদানন্দ স্বরূপ ৩১১১৫১ ; এক দিন তবে এক ৩১১১৩ ; এক দিন দশ বিশ ২১৮১১২১ ; এক দিন দশ ফল ২১১১৮ ; এক দিন দ্বারকাতে ২২২১৪৪ ; এক দিন নিজ লোক ২১১১৩৬ ; এক দিন নিমন্ত্রণ করে ২১৪১৬১ ; এক দিন নৈবেদ্য তাবুল ১১১১১৪ ; এক দিন পথে ব্যাঘ্র ২১১১২১ ; এক দিন পুন মোর ৩১১১২২ ; এক দিন পুরীগোসাঞি ২১৪১১০৪ ; এক দিন প্রহ্মায় মিল ৩১১৩ ; এক দিন প্রভু গেলা ৩১৬১১৪ ; এক দিন প্রভু তথা ২১৬১২০২ ; এক দিন প্রভু তাঁহা ৩১৬১৪২ ; এক দিন প্রভু পাশে ২১১১১৮৪ ; এক দিন প্রভু বিষ্ণুমণ্ডে ১১১১১০২ ; এক দিন প্রভু যমেশ্বর ৩১৩১১১ ; এক দিন প্রভু

এক দিন প্রভু শ্রীবাসের ১১৭৮৪; এক দিন প্রভু সব ১১৭৭৩; এক দিন প্রভু স্বরূপ ৩১৭১৩; এক দিন প্রভু হরিদাসের ৩৩৮৮; এক দিন প্রাতঃকালে ৩৮৮৬; এক দিন বলরাম ৩৩১৬৪; এক দিন বলভাচার্যের কণা ১১৮১২; এক দিন বিপ্র নাম ১১৭১৩৩; এক দিন বোলে কিছু ১১৭১৪৩; এক দিন ভট্ট পুছিল ৩৭৮৭; এক দিন মথুরার লোক ২১৮৮৫; এক দিন মহাপ্রভু করিয়াছেন ৩১৮১৫; এক দিন মহাপ্রভু নিত্যানন্দ ২১৫১৩৮; এক দিন মহাপ্রভু নৃত্য ১১৭১২৩৬; এক দিন মহাপ্রভু পুছিল ৩২১৪৮; এক দিন মহাপ্রভু সমুদ্রতীরে ৩১৫১২৬; এক দিন মহাপ্রভু সমুদ্র যাইতে ৩১৮১৭২; এক দিন মাতার করি ১১৫১৬; এক দিন মিশ্র পুত্রের ১১৮১৭২; এক দিন স্বেচ্ছ রাজার ২১৫১২১; এক দিন যদি উপরি ৩৭১২৪; এক দিন রূপ করে নাটক ৩১৮৪; এক দিন লোক আসি ৩২১২; এক দিন শচী থৈ ১১৮১২১; এক দিন শচীদেবী পুত্রের ১১৮১৬৮; এক দিন শাল্যব্যাঞ্জন ২১৫১৫৫; এক দিন শিবানন্দ ৩১১৫; এক দিন শ্রীনারদ দেখি ২১৮১৫২; এক দিন শ্রীবাসাদি ২১১২৫৫; এক দিন শ্রীবাসের মন্দিরে ১১৭১২২০; এক দিন সব লোক ৩১২১৬; এক দিন সনাতনে পণ্ডিত ৩১৩৮৮; এক দিন সভাতে প্রভু ৩২১৭৫; এক দিন সার্কভৌম ২১৬২৩৩; এক দিন স্বরূপ তাহা ৩৩৩১২; এক দিন হরিদাস ৩৩২১৬; এক দিনে যত হয় ৩১৭১৬০; এক দিনের উত্তোগে ২১৮১৭৮; এক দিনের লীলার তভু নাহি পায় অন্ত ৩১৮১১২; এক দিনের লীলার তভু নাহি পায় শেষ ৩১৮১১৩।

এক দুই তিন ক্রমে ২১২১২১; এক দুই তিন চারি ২১০১৩২৪; এক দুই ভেদে করি ২১৮১১৪০; এক দুই সঙ্গে চলুক ২১৭১৫।

এক দোষে সব অলঙ্কার ১১৬১৬৫।

এক নবীন নৌকা ২১৬১২৩; এক নব্য নৌকা আনি ২১৬১১৩; এক নামাভাসে তোমার ২১৫১৫২; এক নারিকেল নানা ৩১৮১০১; এক নিত্যমুক্ত একের ২১২১৮; এক নিত্যানন্দ বিহু ১১৫১৮৫; এক নিবেদন যদি ২১৭১২; এক নৃসিংহমূর্তি আছে ৩১৬১৪৭।

এক পদ্যু আছিল ১১৭১২৪১; এক পদ না চলে রথ ২১৮১৪২; এক পরিচ্ছেদে তিন ৩১৩১৩৬; এক পাদ বিভূতি ইহার ২১২১৭১; এক পাদ বিভূতির গুনহ ২১২১৪২; এক পাদে নাহি এই ১১৬১৬৩; এক পাশ হও মোরে ৩১০১৮৩; এক পিপীলিকা মৈলে ৩১১১৪০।

এক ফল খাইলে রসে ১১৭১৭২; এক ফলের মূল্য করি ১১২১২৬।

এক বৎসর তেঁহো ৩২১৩৭; এক বৎসর রূপ গোসাক্ষির ৩৪১২০৫; এক বন্দী ছাড়ে যদি ২১২০৫; এক বপু বহু রূপ যৈছে ২১২০১৪০; এক বস্তু বিনা সেই ২১২১২১; এক বস্তু মাগৌ দেহ ১৭১৫১; এক বহির্কাস তেঁহো ৩১৩১৪২; এক বহির্কাস যদি ২১২১৩১।

একবাক্যতা নাহি তাতে ৩৭১২৮; এক বাহা হয় মোর ৩১১১৩০; এক বাহা হয় যদি ৩১৬১২২; এক বার ইহা পাঠাইও ৩১১১৬১; একবার দেখি করি ২১০১১৬; একবার প্রতাপরুদ্রে দেখাহ ২১২১৪৩; একবার যার নয়নে লাগে ৩১২১৩৮; একবার যারে স্পর্শে ৩১৫১৬৭; একবার যে দেখিল ৩২১৬; একবার যেই শুনে ৩১৭১৪০; এক বারাগসী ছিল ২১৫১২৫; এক ব্রাহ্মণী আসি ১১৭১২৩৬।

এককিশে কৃষ্ণৈশ্বর্য ২১৫১২১১; এক বিতস্তি দুই বস্ত্র ৩৬১২২৩; এক বিপ্র এক সেবক ২৪১১৫১; এক বিপ্র দেখি আছিল ১১৭১১০১; এক বিপ্র পড়ে প্রভুর ১১৭১১৪২; এক বিপ্র প্রভুর নাটক ৩১৫১২৬; এক বিপ্র প্রভু লাগি ৩৬১৫৫।

এক বৈধী ভক্তি রাগানুগা ২১২১৫৮।

এক ভক্ত ব্যাধের কথা ২১২১১৫১; এক ভাগবত বড় ১১১৫৭; এক ভাবে চক্ৰিশ গ্রহর ১১০১১৫; এক ভিক্ষা মাগি যোরে ২১২১২০৭; এক ভুক্তি কহে ভোগ ২১২১২১; এক ভৃত্য সঙ্গে রায় ২১৮১৫২।

এক মঠ করি তাই ২১৮৩৭ ; এক মন পঞ্চ দিগে ৩১৫৮ ; এক মন হুণ্ডা শুন ৩২২২ ; এক মনস্তবাবতারের ২২০২৭৪ ; এক মহাধনী ক্ষত্রিয় ২৪১১০০ ; এক মহাপ্রভু আর ১৭১১২ ; এক মানাকার আমি কত ১২৩৫ ; এক মাস দর্শন কৈল ২১৮১৪২ ; এক মাস রহি গোপাল ২১৮১৪৮ ; এক মাস রহিল ২১৮১৪১ ; এক মুখ্যত্ব তিন ১২১৫২ ; এক মুষ্টি অন্ন ২৩৩৩৬ ; এক মূর্ত্ত্যে বলদেব ২২০১৫৭ ।

এক বঞ্চ লক্ষা তার ৩১১১২ ; এক রাজপুত্র ঘোড়ার ৩২২১ ; এক রাজি সেই গ্রামে ৩১৩৫ ; এক রামানন্দ রায় ২২৩২২ ; এক রামানন্দের হয় ৩৫১৪০ ; এক রূপ করি কৈল ২৩১৩৩ ।

এক লক্ষীগণ পুরে ১১১৪০ ; ১১১৬৩ ; এক লীলায় করে প্রভু ৩২১১৬৭ ; এক লীলাপ্রবাহে বহে ৩৫১৫৩ ; এক লীলায় বহে গঙ্গার ৩৭১১৪২ ।

এক শত মুদ্রা আর ৩৬১৫১ ; এক শিলা আলিঙ্গিয়া ২১৮১২৩ ; এক শেত কুষ্ঠে ১১৬৬৬ ; এক শ্লোক করি তেঁহো ৩১৬৬৮ ; এক শ্লোক দেখায়া কৈল ২২৫৮৪ (ক) ; এক শ্লোক পড়িতে ফিরায় ৩১৩১২৭ ; এক শ্লোকের অর্থ যদি ১১৬৩৭ ; এক শ্লোকের আঠার অর্থ ২২৪৩৩ ।

একবষ্টি অর্থ তবে ২২৪২২৭ ।

এক সংশয় মনে তাহা ২২১১৪২ ; এক সংশয় মোর ২৮২২০ ; এক সমী সমীগণে ৩১৮১৭২ ; এক সঙ্গে দুইজন ক্ষেত্রে ২১২১৩২ ; এক সন্ন্যাসী আইল ২১৬১৬১ ; ২১৭১০২ ; এক সন্ন্যাসী আমি ২৬১১৪ ; এক সাধনভক্তি প্রেমভক্তি ২২৪২৩ ; এক সের অন্ন রাঙ্কি ২৫১২২ ; এক স্বয়ং ভগবান্ আর ২২৪২০৫ ।

এক ক্ষণ প্রভুর যদি ৩২২৩৩ ।

একই ঈশ্বর ভক্তের ধ্যান ২২১১৪১ ; একই বিগ্রহ কিন্তু আকার বিভেদ ১২২২০ ; একই বিগ্রহ কিন্তু আকার হয় আন ১১১৩৮ ; একই বিগ্রহ তাঁর অনন্ত ২২০১৩৭ ; একই বিগ্রহ যদি ১১১৩৬ ; একই বিগ্রহে করে নানাকার ২২১১৪১ ; একই চিহ্নিত তাঁর ১৪১৫৪ ; একই স্বরূপ দুই ভিন্নমাত্র ১৫১৪ ; একই স্বরূপ তার নাহি দুই ১৫১৬ ।

একত্র মিলনে কেহো ২২১১৬৪ ; একত্র মিলিলা সবে ৩১২২৮ ; একত্র লিখিল সর্বত্র ২১৭১২১৬ ।

একথা শুনিয়া প্রভুর ২১৪১৫২ ; একথা শুনিয়া সবে ২১২১১৫ ।

একলা উঠাঞা দিবে ১২৩৩৩ ; একলা তোমার আমি ৩৩২৩৮ ; একলা বৈষ্ণব-বেশে ২১৪১৪ ; একলা মানাকার আমি কাঁহা ১২৩২২ ; একলা রহিব তাই ৩২১৩০ ; একলি রাধাতে তাহা ১৪১১২৮ ; একলে আইলা তাঁর ২১৫২২০ ; একলে ঈশ্বর কৃষ্ণ ১৫১২২১ ; একলে ঈশ্বরত্ব চৈতন্য ১৭১৮ ; একলে করেন প্রেমে ২১২১১১ ; একলে গিয়া মহাপ্রভু ২১১১৪৬ ; একলে প্রভুকে লক্ষা ৩২১৮৬ ; একলে বা কত ফল ১২৩২২ ।

একা রাত্রে বুলি ৩১৮১৫৪ ; একাকী ভ্রমিবেন তীর্থ ২১৭১৩১ ; একাকী যাইব কাহো সঙ্গে না ২১৭১০ ; ২১৭১৪ ; একাকী যাইব কিবা ২১২১৬ ; ২১৬২৬৮ ; একাকী যাইবে তুমি কে ২১৭১৪ ; একাঙ্গলি দুই অঙ্গলি ৩১৬৪৩ ; একান্তর চতুর্গুণে ১৩৩৬ ; একাদশ পদ এই শ্লোকে ২২৪১৮ ; একাদশ শ্লোকের অর্থ ১৫১২২ ; একাদশ স্বন্ধে তার করিয়াছে ২২২১৪২ ; একাদশ স্বন্ধে তার ভক্তি ২২৪১৫ ; একাদশী জন্মাষ্টমী ২২৪২৫৩ ; একাদশে নিত্যানন্দশাখা ১১৭১৩১৪ ; একাদশে শ্রীমন্দিরে ২২৫২০৩ ; একাদশে হরিন্দাস ঠাকুরের ৩২০১১০ ; একান্ত আশ্রয় কর ৩৫১২৩ ; একান্ত ভাবে আশ্রিয়াছে ৩২১৮৫ ; একান্ত ভাবে চিন্তে বিপ্র ২৫১৪৫ ; একান্ত ভাবে ভঞ্জে সবে ২১০১৪৫ ; একান্তে অক্রুর তীর্থে ২১৮১৩৩ ।

একিবারে শূরে প্রভুর ৩১৫১৭ ।

একে একে মিলিলা ২৩২৪৮ ; একে একে সব ভঞ্জে ২১১১১৬ ; একে একে সভার নাম ৩১২১৬৮ ।

একে ত প্রকাশ ১১১৩৫ ; একেতে বিশ্বাস ১৫১৫৪ ।

একে দেবদাসী আরে ৩৫১৩৬ ; একে দুই চিড়া আরে ৩৬১৬৪ ; একে নীচ অধম আরে ৩৪১১৯ ; একে প্রেম আরে ভয় ৩১৮১৬০ ; একে মানি আরে ১৫১১৫৫ ; একেলা সম্যাসী করে ২১৫১২৪৫ ।

একেক জনেরে দুই দুই ৩৬১৬৬ ; একেক দিন একেক জন ২১৫১১২৪ ; একেক দিন একেক ভক্ত ২১৫১১৪ ; একেক দ্রব্যের একেক ৩১১১৭৭ ; একেক নর্তকের প্রেমে ৩৭১৬০ ; একেক পদ পুনঃ পুনঃ ৩১৫১৭৬ ; একেক পরিচ্ছেদের কথা ৩২০১৩২ ; একেক পাতে পাঁচ জনার ৩১১১৮১ ; একেক ফলের মূল্য ২১৫১৭৩ ; একেক বিতস্তি ভিন্ন ৩১৪১৬২ ; একেক বৃক্ষের তলে ২১২১১১৫ ; একেক ভোগের অন্ন ২১৫১২৩৬ ; একেক হস্তপদ দীর্ঘ ৩১৪১৬১ ; একেক হাথ পাদ তার ৩১৮১৪২ ।

একেক দিন একেক গ্রামের ২৪১৮২ ; একেক দিন সভে করে ২৪১২৬ ; একেক বৈকুণ্ঠের বিস্তার ২২১১৩ ; একেক ব্রজবাসী ২৪১১০১ ; একেক রূপে প্রবেশিলা ২২০১২৪২ ; একেক শাখাতে উপশাখা ১২১১৭ ; একেক শাখাতে লাগে ১১০১১৫৮ ; একেক শাখার শক্তি ১১০১১৬০ ।

এখনি আসিবে সব ২১৮১১৬৪ ; এখন যে দিয়ে তার ২৩১৮৮ ।

এত অহুমানি পুছে ৩১৫১৩৪ ; এত অন্ন খাও ৩৮১৬২ ; এত অন্ন না পাঠাও ২১২৪১২০০ ।

এত আর্গি জগন্নাথ ৩১৪১২৬ ।

এত করি দুইজন চলিলা ২৫১৩৩ ।

এত কহি আচার্য্য তাঁরে ১১২১৪১ ; এত কহি আপন কৃত ২৮১১৫১ ; এত কহি আশ্রি যবে ২১৬১২৬৩ ।

এত কহি উঠিয়া চলিলা ২২৫১১১৭ ।

এত কহি কহে প্রভু ২১২০১৫৭ ; এত কহি ক্রোধাবেশে ৩১৭১৩৭ ।

এত কহি গৌরপ্রভু ৩১৬১১১১ ; এত কহি গৌরহরি ৩১৫১২২ ।

এত কহি জগন্নাথের ৩৩১৪০ ।

এত কহি তাঁরে রাখিল ২১০১৬৮ ; এত কহি তায়ে লঞা ৩৫১৫৬ ; এত কহি তিনজন অট্টালি ২১১১৬২ ।

এত কহি দুইজন ২১১১১৬৪ ।

এত কহি পড়ে প্রভু ২৪১১৮২ ; এত কহি প্রভু তার গর্ব ২২১১৩৭ ।

এত কহি বিপ্র প্রভুর ২২১৩১ ; এত কহি বিবর্তবাদ ১৭১১৭৫ ।

এত কহি মহাপ্রভু আইলা ২৬১২১৩ ; এত কহি মহাপ্রভু করিলা ৩১২১১৪৪ ; এত কহি মহাপ্রভু তাঁরে বিদায় ২১৬১২৪০ ; এত কহি মহাপ্রভু মধ্যাহ্নে ৩১৬১২ ; এত কহি মহাপ্রভু মৌন ৩৭১১০০ ; ৩১৪১৫১ ; এত কহি মাতার মনে ৩৩১২৮ ।

এত কহি রঘুনাথে পুন ৩৬১২০৩ ; এত কহি রঘুনাথে লইয়া ৩৬১১৬৪ ; এত কহি রঘুনাথের হস্ত ৩৬১২০২ ; এত কহি রাজা গেলা ২১১১৭১ ; এত কহি রাজা রহে ২১০১২০ ; এত কহি রাত্রিকালে ৩৪১৩৭ ; এত কহি রূপে কৈল ৩১১৭৬ ।

এত কহি শচীহৃত ২১২৩২ ।

এত কহি সবে গেলা ২১২১১৫ ; এত কহি সন্ধ্যাকালে ১১৭১১২২ ; এত কহি সিংহ গেল ১১৭১১৭২ ; এত কহি সেই করে ২১২৫১৩৮ ; এত কহি সেই চর ২১৬১১৬৬ ।

এত কাল কেহ নাহি কৈল ১১৭১১২০ ।

এত চিন্তি গেলা গঙ্গায় ২১২০৭২ ; এত চিন্তি নমস্করি ২৫১১২৭ ; এত চিন্তি নিবেদিলু ১৭১৭৭ ; এত চিন্তি নিমন্ত্রিল ২১২৫১০ ; এত চিন্তি পাকপাত্র ২১৫১৬২ ; এত চিন্তি পূর্বমুখে ৩৬১১৬২ ; এত চিন্তি প্রাতে আসি ৩৭১১০২ ; এত চিন্তি প্রাতঃকালে ২১১২১৭ ; এত চিন্তি বিবাহ করিতে ১১৫১২৪ ; এত চিন্তি ভট্টাচার্য্য ২৬১১৩ ;

এত চিন্তি রঘুনাথ প্রেমে ৩৬২২৫ ; এত চিন্তি রহে কৃষ্ণ ১৪১১৮ ; এত চিন্তি লৈল প্রভু ১৩৩৬ ; এত চিন্তি শিবানন্দ ৩২২৪ ; এত চিন্তি সনাতন ২২০২২ ; এত চিন্তি সেই বিপ্র ২৫১০৫ ।

এত জানি তার ভিক্ষা ২১২২১০ ; এত জানি তুমি সাক্ষী ২৫১৮২ ; এত জানি মাতা মোরে ২১৫১৫১ ; এত জানি রাহু কৈল ১১৩২২ ।

এত তব মোর চিন্তে ২৮২১৮ ; এত তারে কহি কৃষ্ণ ২১৩১৫২ ।

এত দিন নাহি জানি ২৮১৭৪ ।

এত পড়ি পুনরপি ২১৩১৭৬ ।

এত বলি অন্ন দিল ২২০২০ ।

এত বলি আচার্য্য ২৩১১৫ ; এত বলি আগে চলে ৩১৫১৪৮ ; এত বলি আপন গালে ২১৫১২৭৫ ।

এত বলি এক গ্রাস করিল ৩৬৩১৫ ; এত বলি এক গ্রাস ভাত হাতে ২৩২১ ; এত বলি এক শ্লোক ১১৭১৭৩ ; ১১৭২০ ।

এত বলি কণ্ঠমালা ৩১৩১১৩ ; এত বলি করেন তেঁহো ৩৩২৩০ ; এত বলি কাজি গেল ১১৭১২২৩ ; এত বলি কাজি নিজ ১১৭১১৮০ ; এত বলি কাঁধা লইল ২২০১৮৩ ; এত বলি কাশীমিশ্র ৩৩১৭৮ ; এত বলি কিছু আগে ২১২১১৭২ ; এত বলি ক্রোধে গোসাঞি ৩৩১৪৮ ।

এত বলি গেলা গৃহকর্ম্মাদি ১১৪২২ ; এত বলি গেলা প্রভু ঈশ্বরদর্শনে ২১৫১২৮২ ; এত বলি গেলা প্রভু করিতে ১১৭১৫০ ; এত বলি গোবিন্দে ২১০১১৩৮ ; এত বলি গোপাল গেলা ২৪১১৬১ ।

এত বলি ঘরে গেলা ২১৫১১৪৫ ; এত বলি ঘর হৈতে ৩১২১১৮ ; এত বলি ঘোড়া আনি ৩৩২০ ।

এত বলি চরণ বন্দি ২১২১২২ ; এত বলি চলিলা প্রভু ২২৫১১৩৭ ; এত বলি চলে প্রভু ২৩৮ ।

এত বলি জগদানন্দ ৩১৩৪০ ; এত বলি জগমোহন ৩১৬৭৭ ; এত বলি জননীর কোলে ত ১১৪১৩২ ; এত বলি জল দিল ২৩৭৫ ।

এত বলি ঝাঁপ দিল ২১৮১২২৭ ; এত বলি ঝালি বহে ৩১৩২৮ ।

এত বলি তাঁর ঠাঞি ২৩১১৫৮ ; এত বলি তারে নাম ৩৩১৩০ ; এত বলি তাঁরে নিল ২৩২৪ ; এত বলি তাঁরে বহ ২১৩৬ ; এত বলি তাঁরে লঞা ২১১১১৭৭ ; এত বলি তাঁরে সবে ১১৭১২৭২ ; এত বলি তাঁরে স্থান ৩২১১৩২ ; এত বলি তিন তব ২২৫১২০ ।

এত বলি দধিভাত ৩১০১৪৮ ; এত বলি দামোদর ৩৩১৭ ; এত বলি দিলা তারে ২১৪১২৩৫ ; এত বলি দুইজনে করাইল ২৩২২ ; এত বলি দুইজনে কৈল ২২৪১২০১ ; এত বলি দৌহে নিজ কার্য্যে ৩৪১১৪০ ; এত বলি দৌহে নিজ নিজ কার্য্যে ২৮১১২৬ ; এত বলি দৌহে রহে ১১৩৩৬ ; এত বলি দৌহার শিরে ২১১২০২ ।

এত বলি নমস্করি কৈল গঙ্গাস্নান ২৩২৬ ; এত বলি নমস্করি গেলা গোপীগণ ১১৭১২৮১ ; এত বলি নমস্করি গেলা সে ব্রাহ্মণ ২৪১১৩৭ ; এত বলি নাচে গায় করয়ে ১৫১১৪২ ; এত বলি নাচে গায় হুকার ১৬১৭৪ ; এত বলি নানা ভাব ৩৩২২৫ ; এত বলি নান্দীশ্লোক ৩১১২৮ ; এত বলি নেউটি প্রভু ৩১৩৩৮৭ ; এত বলি নেতধটা ৩৩১০৫ ; এত বলি নৌকায় চড়াই ২৩৩৭ ।

এত বলি পড়ে দুই ২১৫১২৬৪ ; এত বলি পড়ে মহাপ্রভুর ২১৮১২৪ ; এত বলি পণ্ডিত গোসাঞি ২১৬১১৩৫ ; এত বলি পণ্ডিত প্রভুর ৩১১১৪৩ ; এত বলি পিঠাপানা ২৬৪৫ ; এত বলি পুন তারে কৈল ২১২১৫২ ; ৩৪১২২ ; এত বলি পুন তাঁরে প্রসাদ ৩৬২৮১ ; এত বলি পুনঃ পুনঃ ২৩১৪৬ ; এত বলি পুরী গোসাঞি ৩২১৩৫ ; এত বলি প্রভু আইলা ২১৫১২৭২ ; এত বলি প্রভু গেলা ৩১২১২২ ; এত বলি প্রভু গোবিন্দে ৩২১৩১ ; এত বলি প্রভু তাঁরে আলিঙ্গন ৩৪১২৮ ; ৩১৩১২১ ; এত বলি প্রভু তারে করি ২৩২১২১ ; ২১৩১১৪৩ ;

এত বলি প্রভু তাঁরে কৈল ২১০৫৮ ; ২১০৫৯ ; ৩১১৬৪ ; এত বলি প্রভু তাঁসভারে ৩১৬২৪ ; এত বলি প্রভু ধরি ৩১৪১১ ; এত বলি প্রভু পাশ ৩১২২৩ ; এত বলি প্রভু মধ্যাহ্ন ৩৬২০৭ ; এত বলি প্রভু লঞা করিল ২১০১০২ ; এত বলি প্রভু লঞা তাইহি ২১২৫১১ ; এত বলি প্রভুকে উঠাইয়া ২১২৬৩ ; এত বলি প্রেমাবেশে ২১৪৪৪ এত বলি প্রেরিলা মোরে ১৫১১৭৪ ।

এত বলি ফল ফেলে ২১৫৮৫ ।

এত বলি বন্দিল হরিদাসের ৩৩২৪৬ ; এত বলি বালক গেল ২১৪৩১ ; এত বলি বিদায় দিল ২১১১১০২ ; এত বলি বিশ্বাসে ২১৬১১৭৪ ।

এত বলি ভট্ট পড়ে ২১০১৪৭ ; এত বলি ভট্টাচার্য্য ২১৮১৪৭ ; এত বলি ভারতী গোসাঞি ১১১১২৬৫ ; এত বলি ভারতী লঞা ২১০১১৭৬ ।

এত বলি মনে কিছু ১১১৩১ ; এত বলি মহাপ্রভু অভ্যস্তরে ৩২১১২ ; এত বলি মহাপ্রভু উঠিয়া ৩১৪৪২ ; এত বলি মহাপ্রভু করিলা গমন ২১৭৬২ ; এত বলি মহাপ্রভু করেন ক্রন্দন ৩১৪১০৬ ; এত বলি মহাপ্রভু চলিলা ২১৫১২৫৫ ; এত বলি মহাপ্রভু নাচেন ৩১১২৭ ; এত বলি মহাপ্রভু নৌকাতে ২১৬১৪১ ; এত বলি মহাপ্রভু বসিলা ৩১০১১৪ ; এত বলি মহাপ্রভু সর ২১০১৪৮ ; এত বলি মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ ৩১০১৪২ ; এত বলি মহাপ্রসাদ করিল ৩১১১২ ; এত বলি মহালক্ষ্মীর ২১৪১২৬ ; এত বলি মিশ্রে নমস্করি ৩১১০২ ।

এত বলি যমুনা ২১২২৫ ।

এত বলি রাঘবে ২১৫১২৩ ; এত বলি রামানন্দে ২১৮২৫০ ।

এত বলি লোকে করি ২১১২৬৮ ।

এত বলি শ্রাদ্ধপাত্র ৩৩২০২ ; এত বলি শ্রীকান্ত বালক ৩১২৩৫ ; এত বলি শ্রীনিবাস করিল ১১১১২২ ; এত বলি শ্লোক পড়ে ২১২১৬ ।

এত বলি সভাকারে দ্বৈত ২১৩১৮২ ; এত বলি সভারে প্রভু ৩১১৪২ ; এত বলি সভে বুলে ৩১৮৩৫ ; এত বলি স্থখে বিপ্র ২১২০০ ; এত বলি সে বালক ২১৪৪৩ ; এত বলি সেই বিপ্রে আজ্ঞাসা ২১১১৩৭ ; এত বলি সেই বিপ্রে কৈল ২১২৭ ; এত বলি সেই শ্লোক ২১৪১১ ।

এত বলি হাতে ধরি ২১৩৬৬ ।

এত বিচারিয়া নিমন্ত্রণ ৩৬২৭২ ; এত বিচারিয়া প্রভু ৩৩১২১ ।

এত ভাব এক ঠাকুর ৩২০৩৫ ; এত ভাবভূষায় ভূষিত ২১৪১৬৫ ; এত ভাব ছিল রাধায় ২১৪১৮০ ; এত ভাবি আচার্য্য ১৩৮৬ ; এত ভাবি কলিকালে ১৩২২ ; এত ভাবি কহে শুন ১১৬৮৫ ; এত ভাবি গোড়দেশে ২১১৭৬২ ; এতভাবে প্রেমা ভক্ত ১১৭৮৭ ; এত ভাবে রাধার মন ৩২০৩৬ ।

এতমাত্র গোবিন্দ সবে ৩৮৫৫ ; এত মনে করি কৈল ২১৬২৫৫ ; এত মনে করি প্রভু ২১৮২১ ; এত মহাপ্রসাদ বা ২১১১২৬ ; এত মূর্ত্তিভেদ করি ১৫১০৭ ।

এত রূপে লীলা করে ২১২১১৫ ।

এত লঞা সঙ্গে পুরুষ ১৬১০ ; এত লাভ ছাড়ি কোন্ ২১১১০২ ; এত লিখি দুই ভাই ২১২৩৪ ।

এত শুনি আমি মনে ২১৫১২২ ।

এত শুনি কহে রাজা ৩১২২ ; এত শুনি কাজীর দুই ১১১২১২ ; এত শুনি কৃষ্ণদাস ২১০১৬৪ ।

এত শুনি গুরু হাসি ১১১৭২ ; এত শুনি গোপীনাথ ২৬২৮ ; এত শুনি গোড়েশ্বর ২১২১৬ ।

এত শুনি জগদানন্দ ৩১২২১ ।

এত শুনি তার পুত্র ২১৫৭ ; এত শুনি তাসভারে ১১১১২৬ ।

এত শুনি দ্বিজ গেল ১১৪৮৭ ।

এত শুনি পুরী গোসাক্ষি ২৪।১৩৪ ; এত শুনি প্রহরমিশ্র ৩৫।৫১ ; এত শুনি প্রভু আগে ২৫।১৫৫ ; এত শুনি প্রভু তারে ২৮।১৮৭ ; এত শুনি প্রভু মনে ৩৩।৮২ ; এত শুনি প্রভু হৈলা আনন্দিত ২১৪।১৭৫ ; এত শুনি প্রভুর হৈল বিষয় ২।১৭।২০২ ।

এত শুনি বাঢ়ে প্রভুর ২।১৪।১৬০ ; এত শুনি বিপ্রেয় চিন্তিত ২।৫।৪৫ ।

এত শুনি ভট্টাচার্য্য হইলা ২।১১।৪০ ।

এত শুনি মহাপাত্র ২।১৬।১৮১ ; এত শুনি মহাপ্রভু সরোষ ৩৪।১৫২ ; এত শুনি মহাপ্রভু হাসিতে ১।১২।৪৪ ; এত শুনি মহাপ্রভু হাসিয়া ১।১৭।২০২ ; এত শুনি মহাপ্রভু হৈলা ১।১৭।৪৬ ; এত শুনি মহাপ্রভুর চিত্ত ২।৫।১৬৪ ।

এত শুনি যবনের ২।১৬।১৬৭ ।

এত শুনি রঘুনাথ ৩।৬।২৩৭ ; এত শুনি রামচন্দ্র ৩।৮।৬৫ ; এত শুনি রায় কহে ৩।১।১৩৮ ।

এত শুনি লোকের মনে ২।৫।৬২ ।

এত শুনি সনাতনের ৩।৪।৬৭ ; এত শুনি সবলোক ২।৫।৮৫ ; এত শুনি সন্তে নিজ ৩।২।২৪ ; এত শুনি স্বরূপ-গোসাক্ষি ৩।১৮।৫৭ ; এত শুনি সার্বভৌম ২।১০।১৩৩ ; এত শুনি সেই বিপ্র মহাত্মা ২।১৭।১১৮ ; এত শুনি সেই বিপ্র রহে মৌন ২।৫।৫০ ; এত শুনি সেই বেণ্ডা ৩।৩।১০৮ ; এত শুনি সেই মহম্মদ ৩।৬।২৫৪ ; এত শুনি সেই স্নেহের ৩।৬।২৮ ।

এত শুনি হরিদাস ৩।৩।১২০ ; এত শুনি হাসি প্রভু বলিলা বচন ১।৭।২৭ ; এত শুনি হাসি প্রভু বসিলা ভোজনে ২।১৫।২৪১ ।

এত সব কর্ম আমি ৩।৪।৭৮ ; এত সব মনে করি ৩।১০।২৪ ।

এত সম্পত্তি ছাড়ি ২।১৪।১২৩ ।

এতাদৃশ তুমি ইহারে ৩।৪।৮৬ ; এতাবত বাঞ্ছাপূর্ণ ৩।১৬।৪৪ ।

এতে শব্দে অবতারের ১।২।৬৬ ; এতেক কহিয়া প্রভু অন্তর্দান ২।৭।১৪৫ ; এতেক কহিতে প্রভু বিহ্বল ২।১৫।৬৮ ; এতেক কহিতে প্রভুর কেবল ৩।৮।১০৭ ; এতেক চিন্তিতে রাধার ৩।২।৩৪ ; এতেক প্রলাপ করি প্রেমাবেশে গৌরহরি এই অর্থে ৩।১৫।৬৮ ; এতেক প্রলাপ করি প্রেমাবেশে গৌরহরি সঙ্গে লৈয়া ৩।১৬।১৪০ ; এতেক বিলাপ করি ২।২।২৫ ।

এথা আচার্য্য ঘরে ২।৩।২০৮ ; এথা কৃষ্ণ রাধাসনে ৩।৮।২০ ; এথা গোবিন্দ মহাপ্রভুর ৩।১৭।১২ ; এথা গোড়দেশে প্রভুর ৩।২।১৬ ; এথা গোড়ে সনাতন ২।২।১২ ; এথা তপনমিশ্রের পুত্র ৩।১৩।৮৮ ; এথা তাঁর সেবক রক্ষক ৩।৬।১৭৪ ; এথা তুমি বসি রহ ৩।২।৭৬ ; এথা তুমি মোর সর্ব ২।১২।২৪ ; এথা নবদীপে লক্ষ্মী ১।১৬।১৮ ; এথা নিত্যানন্দ প্রভু ১।৫।১৪১ ; এথা নীলাচল হৈতে ২।১২।২২ ; এথা পূজারী করাইল ২।৪।১২৪ ; এথা প্রভু আজ্ঞায় রূপ ৩।১।২২ ; এথা প্রভু সেই মহুগ্নে ৩।২।৫৪ ; এথা মহাপ্রভু যদি ২।২৫।১৭৪ ; এথা রঘুনাথদাস ৩।৬।১৮২ ; এথা শ্রীকৃষ্ণগোসাক্ষি ২।২৫।১৩২ ; এথা সনাতন গোসাক্ষি প্রয়াগে ২।২৫।১৬২ ; এথা সনাতন গোসাক্ষি ভাবে ২।১২।১২ ; এথা সব বৈষ্ণবগণ ৩।২।৪০ ; এথা হৈতে বিষ্ণুরূপ ১।১৫।১৬ ; এথাহো তাহার পিতা ৩।২।৭০ ।

এবে অন্ত্যলীলা গণের ৩।২।২০ ; এবে অন্ন সংখ্যা করি ৩।১।২৫ ; এবে অহঙ্কার মোর ২।৭।১৪২ ; এবে আজ্ঞা দেহ অবশ্য ৩।১৩।২৪ ; এবে আজ্ঞা না দেন ৩।১৩।২৭ ; এবে আমায় করি রোষ ৩।১৭।৩৪ ; এবে আমায় বড় ভাই ২।১১।১৩৪ ; এবে আমি ইহা আনি ২।১০।৬৩ ; এবে আমি একা যাব ২।২৫।১৩৪ ; এবে কণ্ঠা নাহি দেন ২।৫।৫৪ ; এবে কপট কর তোমার ২।৮।২৩২ ; এবে করি সেই লোকের ১।৪।৪৮ ; এবে কহি চৈতন্যলীলার ১।১৩।৩৫ ; এবে কহি প্রভুর দক্ষিণ ২।৭।৫২ ; এবে কহি বাল্যলীলা ১।১৪।৩০ ; এবে কহি স্তন অভিধেয়ের ২।২।১৩ ; এবে কহি শেষ লীলার ২।১।৫ ; এবে কার্য্য নাহি ১।৪।২৮ ; এবে কিছু নাহি কহ ২।৫।৪২ ; এবে কেনে নিরন্তর

২১২২ : এবে কেনে প্রভুর মোতে ৩৭১০৫ ; এবে গোসাক্ষির গুণ যশ ৩৩১১ ; এবে ঘর যাহ যবে ৩৬২৫৮ ; এবে তুমি শান্ত হৈলে ১১৭১৪১ ; এবে তো জানিহু আর ১২৪১৩২ ; এবে তোমা দেখি মুক্তি ২৮২২১ ; এবে তোমা পাদাঙ্কে মোর ২২৫১৭০ ; এবে তোমার যে হইবে ৩১২৪৬ ; এবে প্রভুর নিমন্ত্রণের ২১৫১৮৫ ; এবে বৈষ্ণব হৈল তার ২১৫২৮৬ ; এবে ভয় গেল তোমার ৩১৮৬৪ ; এবে মধ্যলীলার কিছু ২১১১৬ ; এবে মুক্তি গ্রামে ২৫১১০৩ ; এবে মোর ঘরে ভিক্ষা ২১৫১৮৬ ; এবে যত কৈল প্রভুর ৩১৪১১৪ ; এবে যদি মহাপ্রভু ২১৬২২২ ; এবে যদি স্ত্রী দেখি ৩১৪১৩১ ; এবে যে উত্তম চালাও ১১৭১২০ ; এবে যে না কর মানা ১১৭১৬৭ ; এবে যদি যাই প্রয়াগে ২১৮১৪০ ; এবে স্তন প্রভুর যৈছে ৩২৩২ ; এবে স্তন প্রেম যৈহ ২২৫১০৭ ; এবে স্তন ফলদাতা ১২৪৪২ ; এবে স্তন ভক্তগণ রঘুনাথ ৩৬১১ ; এবে স্তন ভক্তিফল ২২৩২ ; এবে স্তন মুখ্য শাখা ১১০১২ ; এবে শিক্ষা হৈল না ৩২১২২১ ; এবে শ্লোকার্থ করি ২২৪১৫২ ; এবে শ্লোকের করি মূল ২২৪১৭৫ ; এবে সংক্ষেপে কহি স্তন ২৮১১৫ ; এবে সব বৈষ্ণব গোড়ে ২১৫১৮৫ ; এবে সভাস্থানে মুক্তি ২১৭১২ ; এবে সাধন-ভক্তিলক্ষণ ২২২১৫৫ ; এবে সাক্ষাৎ স্তনিলেন ৩৮৪৭ ; এবে সে জানিল কৃষ্ণভক্তি ২২১১৪৬ ; এবে সে জানিল সেব্যসাধ্যের ২৮২০ ।

এমন রূপালু নাহি ২১৬১২০ ; এমন নিয়ম মোরে ১৫১৮৫ ; এমন মাধুর্য কেহো ৩১১০৮ ।

এলাচি মিলনে যৈছে ২১৪১৭৩ ।

এহো অর্থমধ্যম ২২১১০২ ; এহো এক লীলা করয়ে ২১২১৭৩ ; এহো কৃষ্ণগুণাকৃষ্ট মহামুনি ২২৪১১৩ ; এহো বাহু হেতু ১৪৮২ ; এহো ব্রজেন্দ্রনন্দন ৩১৬১৩২ ; এহো ভাগ্য তোমার ৩৫১৪৫ ; এহো মহৎশ্রী পুরুষ ২২০১৩৭ ; এহো মাটি সেহো মাটি ১১৪১২৫ ; এহো শুক বৈরাগ্য ৩৮৬২ ; এহো সব কলা অংশ ২২১১৩১ ।

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

বড়ত লীলা ২১৪১৪৪ ; ঐছে অচিন্ত্য ভগবানের ২৩১৬৭ ; ঐছে অন্ন যে কৃষ্ণের ২৩৬২ ; ঐছে অবতরে কৃষ্ণ ১৪১১১ ; ঐছে অমৃত অন্ন ৩১২১৩২ ; ঐছে আর নানামূর্তি ২২০১৮৬ ; ঐছে আর শাখা উপশাখার ১১২১৮৭ ; ঐছে উৎসব কর যৈছে ২১৪১০৫ ; ঐছে এক অণু নাশে ২১৫১৭৬ ; ঐছে এক শব্দক দেখে ২২৪১৫৫ ; ঐছে কবিত্ব বিহু নহে ৩১১৪৩ ; ঐছে কর্ম এথা কৈল ১১৭১৩২ ; ঐছে কর্ম না করিহ ১১২১৫০ ; ঐছে রূপালু কৃষ্ণ ২২৪১৪৭ ; ঐছে কৃষ্ণলীলা মণ্ডল ২২০১২৫ ; ঐছে গ্রন্থ করি তৈহো ১৮১৩৬ ; ঐছে ঘর যাই কর ২১১১৩০ ; ঐছে চলি আইলা প্রভু ২২১১৫৬ ; ঐছে চিত্র ক্রীড়া করি ৩১৮১২৭ ; ঐছে চিত্র লীলা করে ২১৫১২২১ ; ঐছে চৈতন্যনিষ্ঠা যোগ্য ৩১৩১৫৮ ; ঐছে তাঁহারে রূপা ২১৬১০৭ ; ঐছে দয়ালু অবতার ২২১৭১ ; ঐছে দয়ালু দাতা ৩১৭১৬৪ ; ঐছে দিবা লীলা করে ৩১১২৮ ; ঐছে দেবের বরে কেহো ১১৬১৪১ ; ঐছে নানা ভক্ত্যদ্রব্য ৩১০১৩১ ; ঐছে নির্গম করি দেহ ২১০১২৮ ; ঐছে পবিত্র প্রেমসেবা ২১৫১৮৫ ; ঐছে প্রভু শচীঘরে ১১৩১২২১ ; ঐছে প্রবোধের কৈল ২১২১৪৬ ; ঐছে প্রেম ঐছে নৃত্য ২১১১৮৫ ; ঐছে স্নাত কহ কেনে ২১৭১২৬২ ; ঐছে বাত পুনরপি ২১১১২ ; ঐছে বাত মুখে তুমি ২৩৩৭ ; ঐছে বেদপুরাণ স্বীকারে ২২০১১৪ ; ঐছে ভট্ট গৃহে করে ২১৫১২২২ ; ঐছে মহাপ্রভুর ভক্ত ২১০১২৮ ; ঐছে মহাপ্রভুর লীলা ৩২০১৭১ ; ঐছে মেঘস্বরে গোপাল ২১৮১২৭ ; ঐছে মোহন বিত্তা ২১৭১১৪ ; ঐছে যদি পুত্র কব ১১৭১৭৮ ; ঐছে যবে পাই তবে ২১৭১১৩ ; ঐছে লীলা করে প্রভু ২১৮১২৩ ; ঐছে শচী জগন্নাথ ২১৩১১৮ ; ঐছে শান্ত কহে কর্ম ২২০১২২১ ; ঐছে শ্লোক করে শ্লোকের ৩১৬১৬২ ; ঐছে সভার নাম লক্ষ্মী ৩১০১২২১ ; ঐছে স্বাহ আর কোন ৩৬১৩১৭ ।

ঐশ্বর্য্য কহিতে প্রভুর কৃষ্ণকৃষ্টি ২২১৮২; ঐশ্বর্য্য কহিতে ক্ষুরিল কৃষ্ণের ২২১৮৫; ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে জার ৩৭১২২; ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে দৌহার মনে ২১২১৬২; ঐশ্বর্য্যজ্ঞান নাহি নিজ সম্বন্ধ ২১২১২০; ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে না পাই ৩৭১২৩; ঐশ্বর্য্যজ্ঞান-প্রাধান্তে ২১২১৬৭; ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে বিধি-ভঞ্জন ১৩১৫; ঐশ্বর্য্যজ্ঞান মিশ্রা কেবলা ২১২১৬৫; ঐশ্বর্য্যজ্ঞান যুক্ত কেবলা ৩৭১২৩; ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে লক্ষী ৩৭১২৪; ঐশ্বর্য্যজ্ঞানেতে সব জগত ১৩১৪; ১৪১১৬; ঐশ্বর্য্যজ্ঞান হীন কেবল ১৬৫৬; ঐশ্বর্য্যজ্ঞান হইতে কেবলা ৩৭১৩৩; ঐশ্বর্য্য দেখিলেও নিজ ২১২১৭২; ঐশ্বর্য্য দেখিলেহো শুদ্ধের ৩৭১২৭; ঐশ্বর্য্য ভায় তোমার ২১৪১২০৪; ঐশ্বর্য্যমদে মন্ত ইন্দ্র ৩৫১২২২; ঐশ্বর্য্যমধুর্য্য কাকণ্য ২২৪১৩৪; ঐশ্বর্য্য-শিখিল প্রেমে ১৩১৪; ১৪১১৬; ঐশ্বর্য্যস্বভাব গুট ৩৫৮০।

ঐশ্বর্য্য কপূর মরিচ ৩১৬১০১।

ও

ও

ও

ও

ওঝা ঠাঞি যাইছ ৩১৮৫৩; ওড়ন যষ্টীর দিনে ২১৬৭৭; ওঝা না যাইছ ৩১৮৫৬; ওঝাইয়া চালু একমান ৩২১০২।

ও

ও

ও

ও

ওৎসুক্য দৈঘ্য চাপলা ২২১৫৪; ওৎসুক্যের প্রাবীণ্যে ৩১৭১৫৪; ওত্মে সত্যসেন ২২০২৭৫; ওদ্ধতা করিতে হৈল ২১২৫৭।

ক

ক

ক

ক

কংসারি পরমানন্দ ১১৩১৫৫; কংসারিসেন রায়সেন ১১১১৪৮।

কটক আইলা শাক্ষীগোপাল ২১৫৪; কটক আসি প্রভু তাঁরে ২১৬১৩৫; কটক আসিয়া কৈল ২১৬১২২; কটক ডাহিনে করি ২১৭১২৩; কটক হৈতে পত্নী দিল ২১২১৪; কটকে গোপাল সেবা ২১৫১২৩; কটিতটে বন্ধ দৃঢ় ২১৬১২; কটিবস্ত্রে বান্ধি আনে ২১৪১২৬।

কড়ুয়া করিয়া কিছু ৩১৩১; কড়ার চন্দনডোর ২১৬১২৪।

কত উপহার আনে ৩৬১১৪; কত কত ভাবাবেশ ৩৬৮৪; কত ঠাঞি বুঝাইয়াছ ৩৪১৬৩; কত নাম লৈব যত নবদ্বীপ ২৩১৫২; কত নাম লৈব শত প্রকার ৩১০২২; কত বঞ্চনা করিব ৩১০১১২; কতক দয়িতা করে স্বদ্ধ ২১৩৮; কতক দয়িতা ধরে শ্রীপদ্ম ২১৩৮; কতক ব্রাহ্মণ ভিক্ষার ২১৮৬; কতক কহিব আর যত ২১০৮৩; কতক কহিব এই দেখ ২১১৮২; কতক শুনিব প্রভু ১৭১৪৮।

কথা কহি অহুবাদ ১১৭১০২; কথায় সভা উজ্জল ১৮৫২; কথোক চিড়া হুড়ম ৩১০২৬; কথো দিন কদ ইহার ৩৬২০৫; কথো দিনে কৈল প্রভু ১১৬৬; কথো দিন তেঁহো নৈমিষারণ্যে ২২৫১৫৪; কথো দিনে প্রভু চিত্তে ১১৫১২৩; কথো দিনে বড় বিপ্র ২১৫৩৪; কথো দিনে মিশ্রপুত্রের ১১৪১২০; কথো দিনে রঘুনাথ সিংহদ্বার ৩৬২৭৬; কথো দিন রহি মিশ্র ১১৫১২১; কথো দিনে রেমুণায় ২৪১১৫৩; কথো দূরে দেখে ব্যাধ ২২৪১৫৬; কথো দূরে বহি প্রভু ২৭১২৬; কথো দূরে যাই প্রভু ২৩২১০; কথোক্ষণে উঠি সভে ২২৫১৩৮; কথোক্ষণে দুইজন স্থস্থির ২১২২৪; কথোক্ষণে দুইজনে স্থির ২১০১১৮; কথোক্ষণে প্রভু যদি ২৭১১৬; কথোক্ষণে প্রভুর কানে ৩১৮১২; কথোক্ষণে সে বালক ৩৩২।

কদম্বের বৃক্ষ এক ২১৫১২২; কদম্বীর শুকপত্র ৩১৩১৬; কদম্বনা দিয়া মার ২২৪১৭২। কদম্বিয়া তুঙ্গি যত ২২৪১৭৩।

কর্মিষ্ঠ ভাবে আপনাতে ১৬৮৬; কন্টক দুর্গম বনে ২১৭১২০৮; কণ্ঠ ঘর্ষর নাহি ৩১৪৮৭; কণ্ঠধ্বনি উক্তি শুনি ৩১৭১২৫; কণ্ঠে করি এই শ্লোক ১৭৭৩; কণ্ঠে ধরি কহে তাঁরে ২১৫১৪৬; কণ্ঠে না নিঃশ্বরে বাণী

২।৪।১২৮; কণ্ঠের গভীর ধ্বনি ৩।১।১৩৮; কণ্ঠ করি পরীক্ষা করিলে ৩।৪।১২৫; কণ্ঠরুদ্ধ মহাপ্রভুর ৩।৪।২০; কণ্ঠ গেল অঙ্গ হৈল ৩।৪।১২২; কণ্ঠা কেনে না দেহ ২।৫।৫৫; কণ্ঠা চাহি বিবাহ দিতে ১।১।৪১২; কণ্ঠা তোরে দিলু ২।৫।৭০; কণ্ঠা দিতে চাহিয়াছে ২।৫।৬০; কণ্ঠা দিতে নারিবে ২।৫।৬২; কণ্ঠা পাব মনে মোর ২।৫।৮৮; কণ্ঠাকুমারী তাই ২।২।২০৬; কণ্ঠাগণ আইলা তাই ১।১।৪।৪৫; কণ্ঠাগণে কহে আমা পূজ ১।১।৪।৪৭; কণ্ঠাগণ মধ্যে প্রভু ১।১।৪।৪৬; কণ্ঠাদান-পাত্র আমি ২।৫।২২।

কপোতেশ্বর দেখিতে ২।৫।১৪১।

কবাট দিয়া কীর্তন করে ১।১।৭।৩১; কবি কহে কহ দেখি ১।১।৬।৫০; কবি কহে জগন্নাথ ৩।৫।১১০; কবি কহে যে কহিল ১।১।৬।৪৬; কবি রাত্রে কৈল ১।১।৬।২২; কবিচন্দ্র আর কীর্তনীয়া ১।১।০।১০৭; কবিত্ব-করণে শক্তি ১।১।৬।২৬; কবিত্ব না হয় এই ৩।১।১৩২; কবে আসি মাধব আমা ২।৪।৩৮; কবে কি বলিয়াছি কিছু ২।৫।৫৬।

কভু অর্ধত নাচে ২।১।৪।৬২; কভু অসঙ্গত নহে ১।৭।১০০; কভু ইতি উতি কভু ২।১।২।৩২; কভু উপবাস কভু করয়ে ৩।৬।২৫৩; কভু উপবাস কভু চর্কণ ৩।৪।৩; কভু এক মণ্ডল কভু ২।১।৪।৭৫; কভু এক মূর্তি হয় কভু ২।১।৬।৬৩; কভু কলহ কভু শ্রীত ৩।৬।২৫; কভু কান্তি দেখি যেন ২।১।৩।১০১; কভু কুঞ্জে রহে কভু ২।১।৮।৩৮; কভু কৃপা করিবেন যাতে ৩।২।১৩৭; কভু কৃষ্ণ করে তাঁর ১।৫।১১২; কভু কোন অঙ্গে ১।৫।১৪৪; কভু কোন দশা উঠে ৩।১।৪।৫০; কভু গুপ্ত কভু ব্যাপ্ত ৩।৬।২২৩; কভু গুরু কভু সখা ১।৫।১১৮; কভু গৌ গৌ করে ৩।১।৮।৫১; কভু চর্কণ কভু রক্ষন ৩।৬।১৮৫; কভু ডুবাক্ষা রাখে ৩।১।৮।২২; কভু ডুবায় কভু ভানায় ৩।১।৮।২৭; কভু ত লৌকিক রীত ৩।৮।৮৬; কভু তারে নাহি মানে ৩।৮।৮৭; কভু তোমার সঙ্গে যাবে ২।১।৫।১২৩; কভু দক্ষিণ কভু গোড় ১।১২।১১১; কভু দুই জন ভোক্তা ৩।৮।৮০; কভু দুর্গা কভু লক্ষ্মী ১।১।৭।২৩৫; কভু দেবালয়ে কভু ১।১।৩।৪৬; কভু না বাধিবে তোমায় ২।৭।১২৬; কভু নাচে কভু গায় ৩।১।৬।১৪০; কভু নাসায় ভ্রাণ লয় ৩।৬।২৮৫ কভু নাহি খাই ঐছে ৩।২।৭৬; কভু নাহি শুনি এই ২।১।১।৮৪; কভু নেত্র নাসাজল ২।১।৩।১০৪; কভু পড়ি মুচ্ছা যায় ৩।১।০।৬৮; কভু পুত্র সঙ্গে শচী ১।১।৪।৭২; কভু প্রফুল্লিত অঙ্গ ৩।১।০।৬২; কভু প্রভু করেন তাঁরে ১।১।৭।২২০; কভু প্রেমভক্তি না দেয় ১।৮।১৬; কভু প্রেমাবেশে করেন ৩।১।৮।৫; কভু ফলমূল খাও ২।৩।৭৮; কভু বক্রেশ্বর কভু ২।১।৪।৭০; কভু বা আসিব আমি ২।৩।২০৫; কভু বা করিবে তোমরা ২।৩।২০৫; কভু বাহুসুষ্ঠি ৩।১।৫।৪; কভু ভক্তিরস শাস্ত্র ২।১।২।১১২; কভু ভাবাবেশে রাসলীলা ৩।১।৮।৫; কভু ভাবে মগ্ন কভু ৩।১।৫।৪; কভু ভাবোন্মাদে প্রভু ৩।১।৮।৬; কভু ভূমি পড়ে কভু ২।১।৩।১০৩; কভু ভেদ দেখি এই ১।১।৭।১০৭; কভু মিলে কভু না ১।৪।২৮; কভু যুহু হস্তে কৈল ১।১।৪।৪২; কভু যদি ইহার বাক্য ২।৭।২১; কভু যদি এই প্রেমার ১।৪।১১৭; কভু রাত্রিকালে কিছু ৩।১।০।১২২; কভু রামচন্দ্রপুরীর হয়ে ৩।৮।৮৭; কভু শস্ত্র খাণ্ডা পুন ২।১।৫।৭২; কভু শিশুসঙ্গে স্নান ১।১।৪।৪৫; কভু শূণ্য ফল রাখে ২।১।৫।৭৬; কভু সঙ্গে আসিবেন ২।১।৫।১২৬; কভু সিংহদ্বারে পড়ে ২।২।৭; কভু স্থখে নৃত্যরঙ্গ ২।১।৩।১৭১; কভু স্তব্ধ কভু প্রভু ২।১।৩।১০২; কভু স্তুতি কভু নিন্দা ২।১।৪।১৪৬; কভু স্বতন্ত্র করেন ৩।৮।৮৬; কভু স্বর্গে উঠায় কভু ২।২।০।১০৫; কভু হরিদাস নাচে ২।১।৪।৬২; কভু হর্ষ কভু বিষাদ ২।৩।১২২।

কমল-নয়নের তেঁহো ১।৬।২৭; কমলপুরে আসি ২।৫।১৪০; কমলাকর পিঙ্গলাই ১।১।১।২১; কমলাকান্ত বিশ্বাস নাম ১।১।২।২৬; কমলাক্ষ করি ধরে ১।৬।২৭; কমলে গঙ্গার জন্ম ১।১।৬।৭৪; কম্পঅশ্রুস্বেদস্তম্ভ ২।২।২২১; কম্পপুলকাক্ষ হয় ২।২।৪।১২৭; কম্পস্বরভঙ্গ স্বেদ ২।২।৫।৫৮; কম্পস্বেদ পুলকাক্ষ ২।৪।১২২; কম্পস্বেদ পুলকাক্ষ ২।২।৩।১৮; কম্পাক্ষ পুলকস্বেদ ২।১।৫।২৭৩।

কর নথ চাঁদের হাট ২।২।১।১০৭; করাইল জাতকর্ষ ১।১।৩।১০৭; করি আগে বাউরী ৩।২।২।২০; করি এত বিলপন ২।২।৩২; করি শীত পুন তাই ৩।৩।২৫; করিতে ঐছে বিলাপ ৩।১।৭।৪৬; করিতে সমর্থ তুমি ২।১।৫।১৬১; করিব বিবিধ বিধ ১।৪।২৪; করিয়া কন্মধনাশ ১।৩।৪২; করিয়াছেন যাহা শুনি ২।২।৫।১১৪; করিল ইচ্ছায় ভোজন

২।৩।১০৪ ; করুণ যথেষ্ট জগন্নাথ ৩।১৪।২৪ ; করোয়ার জলে করে ৩।১৪।২১ ; করোয়ার পানী তার ২।২৫।১৪৬ ; করোয়ারামাত্র হাথে ২।২৫।১১৭ ; কর্ণ ত্বায়া মরে পড় ৩।১৭।২৮ ; কর্ণ মন ত্বপ্ত করে ৩।১১।১০৫ ; কর্ণপূর সেইরূপ শ্লোক ৩।২৬।০ ; কর্ণামৃত বিভাপতি ৩।১৫।২৫ ; কর্ণামৃত ব্রহ্মসংহিতা ২।২২।২৫ ; কর্ণামৃত শুনি প্রভুর ২।২২।৭৮ ; কর্ণামৃত শ্লোকের অর্থ ৩।২০।১২৪ ; কর্ণামৃত সম বস্ত্র ২।২২।৭২ ; কর্ণে হস্ত দিয়া প্রভু ২।১১।৫ ; কর্ণোৎপলে তাড়ে ২।১৪।১৪৫ ; কর্তব্য অবশ্য এই অত্থা ১।৪।৩১ ; কর্তব্যাকর্তব্য সব তোমার ২।১২।২৩ ; কর্তব্যাকর্তব্য সব স্বর্গ ২।২৪।২৫৬ ; কর্তৃমুকর্তৃমত্থা ৩।২৪।৩ ; কর্তৃমকে বর দিলা ২।২০।২৮১ ; কর্পূর চন্দন আমি ২।৪।১৫৭ ; কর্পূর চন্দন যার ২।৪।১৭৩ ; কর্পূর মরিচ এলাচি ৩।১০।২৮ ; কর্পূরলিপ্ত চন্দন ৩।২০।৮৮ ; কর্পূর মনে চর্চা অঙ্গে ৩।২০।৮২ কর্পূর সহিত ঘষি ২।৪।১৫৮ ; কর্মজপযোগজ্ঞান ২।২১।১০০ ; কর্মজ্ঞানযোগ আগে ২।১৮।১৮৬ ; কর্মতাগ কর্মনিন্দা ২।২২।৪২ ; কর্ম মুক্তি দুই বস্ত্র ২।২২।৪৪ ; কর্ম হৈতে কৃষ্ণ প্রেমভক্তি ২।২২।৪২ ।

কলার ডোঙ্গা ভরি ব্যঞ্জন ৩।১২।১২৪ ; কলার পাটুয়া খোলা ৩।১৬।৩১ ; কলার পাত উপরে থুইল ১।১৭।৩৫ ; কলার শরলার উপর ৩।১৩।১১ ; কলার শরলাতে শয়ন ৩।১৩।৪ ; কল্পনা অর্থেতে তাহা ২।৬।১২৪ ; কল্পবৃক্ষলতা যাই ২।১৪।২০২ ; কল্পিত আমার শাস্ত্র ১।১৭।১৬৩ ; কল্পব যুচিলে জীব ২।১৫।২৭০ ; কল্পব-দ্বিরদ নাশে ১।৩।২৪ ; কলানিধি স্বধানিধি ১।১০।১৩১ ; কলি অবতার তৈছে ২।২০।২২২ ; কলিকালে অবতার নাহি ২।৬।২৩ ; কলিকালে কৈছে হবে ১।৩।৮০ ; কলিকালে তৈছে শক্তি ১।১৭।১৫৭ ; কলিকালে ধর্ম কৃষ্ণনাম সঙ্কীর্তন ৩।৭।২ ; কলিকালের ধর্ম কৃষ্ণনাম সঙ্কীর্তন ২।১১।৮৭ ; কলিকালে নামরূপে ১।১৭।১২ ; কলিকালে নামাভাসে ২।২৫।২২ ; কলিকালে যুগধর্ম ১।৩।৩১ ; কলিকালে সন্ন্যাসে ২।২৫।২৭ ; কলিকালে সে-ই কৃষ্ণাবতার ২।২০।৩০৩ ; কমিযুগে ধর্ম নামসঙ্কীর্তন ১।৩।৪০ ; কমিযুগে কৃষ্ণনামে ২।২০।২৮৭ ; কমিযুগে লীলাবতার ২।৬।২৭ ।

কষ্ট সৃষ্ট করি গেলাম ২।১৬।২৫৮ ; কষ্টে রাত্রি গোড়ায় ৩।১২।৫ ; কষ্টে সংবরণ করে ৩।১৬।২৬ ; কষ্টে সৃষ্টে ধেনু সব ২।১৭।১৮৬ ।

কন্তু রীলিপ্ত নীলোৎপল ৩।২০।৮৬ ।

কহ কহ দামোদর কহে ২।১৪।১৫২ ; কহ কহ বোলে প্রভু ২।১৪।১৬০ ; কহ গিয়া সনক-পিতা ২।২১।৪৬ ; কহ জালিক এই দিগে ৩।১৮।৪৩ ; কহ তাই কৈছে রহে ২।২০।১১৩ ; কহ তোমার এই শ্লোকে ১।১৬।৪৪ ; কহ তোমার কবিত্ব শুনি ৩।১১।২৫ ; কহ দেখি কোন্ পথে ২।৩।১৬ ; কহ বিপ্র এই তোমার ২।২২।১ ; কহ মুগি রাধাসহ ৩।১৫।৩২ ; কহ রামরায় কিছু ৩।১৬।১৩০ ; কহ সখি কি করি উপায় ৩।১৫।৫৭ ; ৩।১৭।৩২ ; কহনে না যায় কৃষ্ণ ৩।৬।১২৮ ।

কহিতে উন্মুখ সভে ২।১২।১৫ ; কহিতে কহিতে প্রভুর দৈন্য ৩।২০।২২ ; কহিতে কহিতে প্রভুর বাড়ে ৩।১১।৫০ ; কহিতে কহিতে প্রভুর ভাব ৩।১৬।১২৫ ; কহিতে কৃষ্ণের রসে ২।২১।২৩ ; কহিতে চাহয়ে কিছু ১।১৬।৮২ ; কহিতে না জানি নাম ৩।১০।৩১ ; কহিতে না জুয়ায় তবু ৩।২০।২০ ; কহিতে না পারি এই ২।১৬।১৫৩ ; কহিতে না পারি তার ২।২।১৫ ; কহিতে লাগিলা কিছু কাজীয়ে ১।১৭।২০২ ; কহিতে লাগিলা কিছু কোলেতে ২।১৬।২ ; কহিতে লাগিলা কিছু বিস্মিত ২।১১।৫৮ ; কহিতে লাগিলা কিছু মনের ৩।৫।৫৪ ; কহিতে লাগিল কিছু স্বমধুর স্বরে ৩।৩।১০৩ ; কহিতে লাগিলা লোকে ১।১৭।১২৬ ; কহিতে শুনিতে ঐছে ১।১৭।২৩৩ ; কহিতে শুনিতে দৌহে ৩।৬।১৬৫ ; কহিতেই হৈল স্মৃতি ৩।১৭।৫২ ; কহিহ তাঁহার পদে ২।৫।৭৩ ; কহিবার কথা নহে অকথা ১।৫।১২৫ ; কহিবার কথা নহে আশ্চর্য্য ৩।৫।৩৫ ; কহিবার কথা নহে কহিলে কেহো ২।২।৭২ ; কহিবার কথা নহে দেখিলে ২।১৬।১৬৫ ; কহিবার যোগ্য নহে এসব ১।৫।১৮২ ; কহিবার যোগ্য নহে তথাপি ২।২।৪৩ ; কহিয় তাঁহারে তুমি ৩।২০।৬ ; কহিয়

পণ্ডিত এবে ৩১২১৪৫; কহিল গিয়া সব রঘু ৩৬২৫৪; কহিল চৈতন্যগোসাঞি ৩৬১২২; কহিল যাক্সা কয়হ
২৬২২৩; কহিলেন তাহে কিছু ২৩৮১।

কহেন যদি পুনরপি ২৬৭৫; কহে যে জগত মাঝে ৩১৭৫৩।

কঙ্কতালি বাজায় ২১৪১২১৪।

কাকেরে গরুড় কর এঁছে ২১২১৭৭২।

কাজী কহে আজ্ঞা কর ১১৭১১৪৬; কাজী কহে ইহা আমি ১১৭১১৮১; কাজী কহে তুমি আইল
১১৭১১৪০; কাজী কহে তোমার যৈছে ১১৭১১৪২; কাজী কহে মোর বংশে ১১৭১২১৫; কাজী কহে যবে আমি
১১৭১১৭১; কাজীগণের মুখে ১১০৫১; কাজীপাশে আসি সন্ডে ১১৭১১১৮; কাজী বোলে সন্ডে তোমায়
১১৭১১৬৮; কাজী যবন ইহার না করিহ ২১১১৬০; কাজীর ভয়ে স্বচ্ছন্দ নহে ১১৭১১২৫; কাজীরে বসাইলা প্রভু
১১৭১১৩৮; কাজীরে বিদায় দিল ১১৭১২১৮।

কাজালের ভোজনরঙ্গ ২১৪১৪৩।

কাঞ্চন সদৃশ দেহ ২১৭১৭৭; কাজি বড়া দুধ চিড়া ২১৫১২১৪।

কাটিতে চাহে গোড়িয়া ২১৮১১৫৬; কাটিলেহ তরু যেন ১১৭১২৫।

কাটিতে না পারোঁ মাথা পাণ্ড ৩৪৩২; কাটিতে না পারোঁ মাথা মনে ২১৫১১৪২।

কাণা কড়ি ছিন্ন সম ২১২২৮; কানের ভিতর কালা করে ২১২১১২২।

কাঁথা করঙ্গিয়া মোর ২১৫১১৩৬।

কানাইর নাটশালা পর্যন্ত ২১১১৪২; কানাইর নাটশালা হৈতে ২১১১৫২; কানাক্রি খুঁটিয়া আছে ২১৫১২০;
কানাই খুঁটিয়া জগন্নাথ ২১৫১৩০।

কানু ঠামে কহবি ২১৮১১৫৪; কানুপ্রেমবিষে মোর ২৩১২১।

কান্তবক্ষঃস্থিতা ২১২১০৫; কান্তভাবে নিজঙ্গ দিয়া ২১২১১২০; কান্তসেবা স্থখপূর ৩২০৫১; কান্ত্যমৃত যেন
পিয়ে ৩১২১৩৪; কান্তা কৃষ্ণে করে রোষ ৩২০১৪৫; কান্তাগণের রতি পায় ২১২১২৭; কান্তের ঔদাস্তলেশ
২১৪১১২৫; কান্তের বিনয়-বাক্যে ২১৪১১৪৮।

কান্দিতে কান্দিতে আচার্য্য ২৩২০২; কান্দিতে কান্দিতে কিছু ২১৫১১৪৮; কান্দিতে কান্দিতে সভায়
৩১২১৭৫; কান্দিতে কান্দিতে সেই তীরে ২১৬১২২৪; কান্দিতে লাগিলা শচী ২৩১৩৭; কান্দিয়া কহেন শচী
২৩১৪০; কান্দিয়া বোলেন শিশু ১১৪১২৪।

কাঙ্কে চড়ে কাঙ্কে চড়ায় ২১২১১৮২।

কান্তুকুজ দাক্ষিণাত্য ২১৮১১২৩।

কাঁপিতে কাঁপিতে প্রভু ৩১৪১২০।

কাবেরীর তীরে আইলা ২১২৬৮; কাবেরীতে স্নান করি দেখি ২১২৭৪; কাবেরীতে স্নান করি শ্রীরঙ্গ
২১২৮১।

কাম অঙ্কতম ১৪১১৪৭; কামকীড়া নামে তার ২১৮১৭৪; কামকোষের দাস হঞা ২১২১১২; কামগঙ্গ
হীন স্বাভাবিক ১৪১১৭৩; কামগায়ত্রী কামবীজে ২১৮১০২; কামগায়ত্রী মন্ত্ররূপ ২১২১১০৪; কাম ছাড়ি দাস
হৈতে ২১২১২৭; কামত্যাগি কৃষ্ণ ভঞ্জে ২১২১৭২; কামপ্রেম দোহাকার ১৪১১৪০; কাম লাগি কৃষ্ণ ভঞ্জে ২১২১২৭;
কামাদি দুঃসঙ্গ ছাড়ি ২১২১৬২; কামের তাৎপর্য্য ১৪১১৪২।

কায়বুহ করি করেন ১৬৮২; কায়বুহ রূপ তাঁর ১৪৮৮; কায়বুহ হৈলে নারদের ২১০১৪২; কায়মনে আশ্রিয়াছে ২১০১০৪; কায়মনে সেবিলেন ৩৬৩০২; কায়মনোবাক্যে করে ১৮৫৭; কায়মনোবাক্যে চিন্তে ৩৬১৭১; কায়মনোবাক্যে তাঁর ১৬৭৯; কায়মনোবাক্যে প্রভু ২১৬১০৬; কায়মনোবাক্যে ব্যবহারে ২১২৪৭১।

কার অবতার এই ১২৬৫; কার পদচিহ্ন ঘরে ১১৪৬; কারণ-সমুদ্র মায়া ১৫৪২; কারণাক্ষিপারে হয় ২২০২৩১; কারণাক্ষিপায়ী নাম ২২০২৩০; কারণাক্ষিপায়ী সব ২২০২৪০; কারণাক্ষি ক্ষীরোদ ১২৪৪০।

কারুণ্যামৃত ধারায় ২৮১২৮।

কারে তোমার ভয় ২১২৪৬।

কারো মন কোন গুণে ২২৪৩৫; কারো সহ স্পর্শ হৈলে ৩৪১২২।

কার্তিক আইলে কহে ২১৬৮; কার্তিক আইলে তবে ২১৬৭; কার্য অল্পরূপ প্রভু ২১৩৬৩; কার্য ছাড়ি রহিলা তুমি ২১২২০; কার্যদ্বারে রুহি তার ২২৫১০২; কার্যদ্বারায় জ্ঞান এই ২২০২২৬; কার্যমিস্ত্রি নহে; কৃষ্ণ ৩৬২২২।

কাঙ্গ দেশ নিয়ম নাহি ৩২০১৪; কাল বস্ত্র পরে সেই ২১৮১৭৫; কাল কৃষ্ণদাস বড় ১১১৩৪।

কালি অবশ্য তার সঙ্গে ৩৩১১০; কালি আনি দিব তোমার ২১৪১২২; কালি কে রাখিবে যদি ৩২৬৪; কালি ছুঁথ পাইলে ৩৩১১২; কালি পুন তিন ভাই ৩৬২৫; কালি মধ্যাহ্নে তেঁহো ৩২৫৪; কালি সমাপ্ত হবে ৩৩১১৮; কালি হৈতে তুমি যেই ২২৪১৬২; কালি হোরা পঞ্চমী ২১৪১০৫; কালিকার বটুয়া জগা ৩৪১৫৩; কালিদহে মংগু মারে ২১৮২৭; কালিদাস আসি তাই ৩১৬৪২; কালিদাস এছে সভার ৩১৬৩৫; কালিদাস কহে ঠাকুর ৩১৬২০; কালিদাসে দিল প্রভুর ৩১৬৫১; কালিদাসে পাওয়াইল ৩১৬৫২; কালিদাসে মহাপ্রাণ ৩১৬৫২; কালিন্দী দেখিয়া আমি ৩১৮৭৭; কালিয় শরীরে কৃষ্ণ ২১৮২৮; কালিয় শিরে নৃত্য করে ২১৮৮৭; কালিয় হৃদে স্নান কৈল ২১৮৬৪।

কালে যাই কৈল ৩১৪২০।

কাশী হৈতে চলিলা তেঁহো ৩১৩৮২; কাশী হৈতে পুন নীলা ২২৫২১৩; কাশীতে গ্রাহক নাহি ২২৫১২২; কাশীতে প্রভুকে আসি ২১২৩০; কাশীতে প্রভুর চরিত্র ২২৫১৭১; কাশীতে বেচিতে আমি ২২৫১২১; কাশীতে বেদান্ত পঢ়ি ৩২৮৮; কাশীতে লেখক শূদ্র ১৭৭৪৩; কাশীপুরে না বিকাবে ২১৭১১৬; কাশীমিশ্র অনেক প্রসাদ ৩১১৭২; কাশীমিশ্র আদি যত ২৬২৫৩; কাশীমিশ্র আসি পড়িলা ২২৩২১; কাশীমিশ্র কহে আমি ২১০২১; কাশীমিশ্র কহে তোমার ২১৩৫৬; কাশীমিশ্র কহে প্রভুর ৩২৬৬; কাশীমিশ্র গৃহ-পথে করিল ২১১১১১; কাশীমিশ্র তুলসী পড়িছা ২১২১৫১; কাশীমিশ্র পড়িছা পায়ে ২১১১০৫; কাশীমিশ্র পড়িলা আসি ২১০৩০; কাশীমিশ্র প্রহ্লাদমিশ্র পণ্ডিত ২২৫১৮১; কাশীমিশ্র প্রহ্লাদমিশ্র রায় ১১০১২২; কাশীমিশ্র প্রভুকে বহু ২১৪১১৩; কাশীমিশ্র রামানন্দ ২১৬২৫২; কাশীমিশ্র কহে রাজা প্রভুর ২১৩৫৬; কাশীমিশ্র কহে রাজা সযত্ন ২১৪১০৪; কাশীমিশ্রে রূপা ২১১২০; কাশীমিশ্রে না সাধিল ৩২১৪৮; কাশীমিশ্রের আবালে ২১০২২; কাশীমিশ্র আসিবেন ২১০১৩১; কাশীমিশ্র গোপীনাথ ২১২১৬০; কাশীমিশ্র গোবিন্দ আছিল ২১৩১৭৫; কাশীমিশ্র গোবিন্দাদি যত প্রভুর ৩৪১০৫; কাশীমিশ্র গোবিন্দাদি যত ভক্ত ২১৩০৮৪; কাশীমিশ্র গোবিন্দাদি আইলা ২১০১৭৮; কাশীমিশ্র গোবিন্দাদি শিষ্ট ১৮৬১; কাশীমিশ্র বৃন্দ বাসুদেব ৩৭৩৮; কাশীমিশ্র শঙ্কর হামোদ ৩২১৫১।

কার্ত্তি নারী স্পর্শে যৈছে ২১১৮; কার্ত্তি-পাষণ্ডে ১১১১৬; কার্ত্তি-পাষণ্ড স্পর্শে ৩৫১৭; কার্ত্তির পুতলি তুমি পার ৩১১৪৮; কার্ত্তির পুতলি যেন কুহকে ১৮৭৪; ৩৪৮০; ৩১২৮৪।

কাসন্দী আদি আচার ২১৫১১; কাস্ত্র্যকতে শ্লোকের অর্থ ৩২০১২৩।

কাঁহা আছে মহীশিরে ১৫১০০; কাঁহা আমি সব শিশু ১১৬৩২; কাঁহা এই পরমানন্দ ২১২১৭৭; কাঁহা এই সঙ্গসুধাসমুদ্র ২১২১৮১; কাঁহা একা যানেন ৩১০১৩৫; কাঁহা কর কি এই ৩১৪১৬২; কাঁহা করোঁ কাঁহা পাণ্ড ২১২১৪; কাঁহা করোঁ কাঁহা যাঙ, কাঁহা গেলে কৃষ্ণ পাণ্ড, কৃষ্ণ বিহু ৩১৭১৪২; কাঁহা করোঁ কাঁহা যাঙ, কাঁহা গেলে কৃষ্ণ পাণ্ড, দৌহে মোরে ৩১৫১২২; কাঁহা করোঁ কাঁহা যাঙ, কাঁহা গেলে তোমা পাণ্ড ২১২১৫৩; কাঁহা কাঁহা ভোগ লাগে ২১৪১১২; কাঁহা কাঁহা অশ্রুজলে ২১২১৮৩; কাঁহা কুরুক্ষেত্র আইলাঙ ৩১৪১৩২; কাঁহা কহিব কথা ২১২১৫; কাঁহাকে কিছু কহি ৩১০১১০; কাঁহা কৈলে এই তুমি ৩১২১৫২; কাঁহা গেল কৃষ্ণ ৩১৫১৫৩; কাঁহা গেলে তোমা পাই ৩১৭১৫৭; কাঁহা গেল প্রভু ৩১৮১৩১; কাঁহা গোপবেশ কাঁহা ২১১৭২; কাঁহা চাক্ষের উপর সেই ৩১২১৩২; কাঁহা চাক্ষে চড়াইয়া ৩১১০৮; কাঁহা জগাই কালিকার ৩১৪১৬২; কাঁহা তাঁরে উঠাঞাছ ৩১৮১৬৪; কাঁহা তুমি পণ্ডিত ২১৫১৬৬; কাঁহা তুমি প্রামাণিক ৩১৪১৬২; কাঁহা তুমি সর্বশাস্ত্রে ১১৬৩২; কাঁহা তুমি সাক্ষাৎ ঈশ্বর ২১৮১৩৩; কাঁহা তুমি সেই কৃষ্ণ ২১২১৪২; কাঁহা তোমার কৃষ্ণরস ৩১১৩১; কাঁহা দ্বিগুণ বর্জন ৩১২১০২; কাঁহা না কহিও ইহা ২১৪১১৭; কাঁহাও না পায় যবে ৩১৬১১১; কাঁহা নাহি দেখি এছে ২১১১৮৫; কাঁহা নাহি শুনি যে যে ২১২১০; কাঁহা নেতধটা এই ৩১২১৩২; কাঁহা পাইলে এই তুমি ৩১৩১৫২; কাঁহা পাব এই বাহা ২১১৭৭; কাঁহা পুথি লিখ বলি ৩১৮১৬; কাঁহা পূর্ণানন্দৈশ্বর্য ৩১৫১১২; কাঁহা বস্ত্র খাও সবে ৩১৬১৩৫; কাঁহা বহির্মুখ তর্কিক ২১২১৮১; কাঁহাকে বা স্তুতি করে ১১৪১৭৭; কাঁহা ভট্টাচার্যের পূর্ব ২১২১৭৭; কাঁহা ভক্তমুখে কহাই ২১২১২২; কাঁহা মুক্তি দরিত্র ২১৫১৬৬; কাঁহা মুক্তি পাব কাঁহা ২১২১৩৫; কাঁহা মুক্তি রাজসেবা ২১৮১৩৩; কাঁহা মোর প্রাণনাথ ২১২১৪; কাঁহা যমুনা বৃন্দাবন ৩১৮১০৬; কাঁহা যাঙ কাঁহা পাণ্ড ৩১২১৪; কাঁহা রাবণা প্রভু ২১৫১৩৫; কাঁহা রাসবিলাস ২১২১৪২; কাঁহা সব ছাড়ি সেই ৩১২১০৮; কাঁহা সর্বস্ব বেচি লয় ৩১২১০২; কাঁহা সে চুড়ার ঠান ৩১২১৩৭; কাঁহা সে ত্রিভঙ্গঠায় ২১২১৪২; কাঁহা সে মুরলীধনি ৩১২১৪০; কাঁহা স্বরূপ জীব ২১৮১২০৬; কাঁহা স্মিত জ্যোৎস্না ২১২১১০২; কাঁহা হৈতে পাইলে তুমি ২১৭১১৫৬; কাঁহা ক্ষুদ্র জীব দুঃখী ৩১৫১১২।

কি কথা শুনিতে চাহ ৩১৫১৬৬; কি করিব একো করিতে ৩১৭১৭২; কি করিয়া বেড়ায় ইহা ৩১৬১৮১; কি করিলে হিত হয় ৩১৪১৩৫; কি কহব রে সখি ২১৩১১১; কি কহিয়ে ভালমন্দ ২১৮১২৫; ২১৮১৫২; কি কারণে আমাসভার ১১৭১৬৫; কি কারণে লীলা ইহা ১১৫১২০; কি কার্য সম্যাসে মোর ২১৫১৫২; কি তোমার হৃদয়ে আছে ২১২১২১; কি দিয়া তোমাসভার ৩১২১৭২; কি দেখিছ কি শুনিছ ১১৫১৭৬; কি পণ্ডিত কি তপস্বী ১১২১৭০; কি মোর কর্তব্য প্রভু ৩১৬১২৭; কি মোর কর্তব্য মুক্তি ৩১৬১২০; কি মোর কর্তব্য যাতে ৩১৩১২৭; কি লাগি কি করে ৩১৩১৪৬; কি লাগি ছাড়াইলে ঘর ৩১৬১২৭; কি লাগি তোমার ইহা ২১২১৪৮; কি লাগিয়া দ্বার মানা করে ৩১২১১৫; কি লাগিয়া দ্বার মানা কেহো ৩১২১১৩।

কিংবা হই না মানিয়া ১১৫১৫৫; কিংবা ধৃতি-শব্দে নিজ ২১২৪১১৮; কিংবা নিজ প্রাণ ২১৫১২৫২; কিংবা সোল্লুপ্ত বাক্যে ২১৪১১৪৪।

কিঙ্করেরে দয়া তবে ২১৫১১৪।

কিছু দেবমুখি হয় ২১৮১৫৩।; কিছু দেয় কিছু না দেয় ৩১২১২২; কিছু না বলিহ কঙ্ক ৩১২১৩৭; কিছু প্রসাদ আনে কিছু ৩১৮১৮২; কিছু বলিতে নারেন প্রভু ৩১২১৩৭; কিছু ভয় নাহি আমি ২১২০১২; কিছু ভোগ লাগাইয়া ২১৪১৮৭; কিছুমাত্র কহি করি ১১২১৭৬; কিছু স্বখ না পাইব ২১২১১৫।

কিন্তু অহুরাগী লোকের ২১২১২৮; কিন্তু আছিলাম ভাল ২১৭১৪২; কিন্তু আজি এক মুক্তি ২১৮১৮০; কিন্তু আমি দৌহার ২১৭১৮; কিন্তু আমার যে কিছু স্বখ ৩১১১৩৭; কিন্তু ইহ দাক্ষর্য ৩১৫১৩২; কিন্তু এক করিহ মোর ৩১২১৪০; কিন্তু এক নিবেদন করোঁ ২১৭১৩৪; কিন্তু কাহো কৃষ্ণ দেখি ২১৮১০১; কিন্তু

কৃষ্ণের স্তম্ভ হয় ১৪১৬৫ ; কিন্তু কৃষ্ণের সেই হয় অবতার ১৪১৮ ; কিন্তু ঘটসম্মার্জনী ২১২১৭৪ ; কিন্তু তাঁর দৈবে কিছু ১১২১৩০ ; কিন্তু তুমি অর্থ কৈলে ২১৬১৭৩ ; কিন্তু তোমা শ্রমণের এই ৩২১৩৫ ; কিন্তু তোমার প্রেম দেখি ২১৭১১৬৩ ; কিন্তু যদি লতার অঙ্গে ২১২১৪০ ; কিন্তু যার যেই ভাব ২১৮১৬৫ ; কিন্তু শাস্ত্রদৃষ্টে এক ৩৫১৪২ ; কিন্তু সর্বলোক দেখি ১১৩১৬৫ ।

কিবা অলুয়াগ করে ৩২০১৪০ ; কিবা আমি আগে যাই ২৫১১৫৩ ; কিবা আমি ভ্রমে পাতে ২১৫১৬২ ; কিবা উত্তর দিবে ইহার ৩১৫১৪৭ ; কিবা উত্তর দিবে এই ৩১৫১৪২ ; কিবা এই সাক্ষ্য কাম ২১২১৬৪ ; কিবা কোন জন্ত আসি ২১৫১৬১ ; কিবা কোলাহল করে ১১৪১৭৭ ; কিবা গৌরচন্দ্র ইহা ২১৪১২৩ ; কিবা তেঁহো লম্পট ৩২০১৪২ ; কিবা না দেন দরশন ৩২০১৩২ ; কিবা নাম ইহার ২১৬১৬২ ; কিবা নাম ধরিয়াছ ৩১০১৪১ ; কিবা নাহি করে কহ ৩১৫১৪৬ ; কিবা প্রলাপিতাম কিছু ২১২১৪৬ ; কিবা প্রেমাবেশে কহে ৩২১৭১ ; কিবা বিপ্র কিবা গ্রাসী ২১৮১০০ ; কিবা ব্রহ্মদৈত্য কিবা ৩১৮১৪৮ ; কিবা মন্ত্র দিলা ১৭৭১৭৮ ; কিবা মনোনেত্রোৎসব ২১২১৬৪ ; কিবা মার ব্রজবাসী ২১৩১১৩৮ ; কিবা মোর মনঃকথায় ২১৫১৬১ ; কিবা যুক্তি করে নিত্য ২১৬১৫৮ ; কিবা যুক্তি কিবা আছা ২১৬১৬১ ; কিবা যুক্তি কৈলা দৌহে ২১৫১৩২ ; কিবা যখনন্দন পিতা ২১৫১১১৪ ; কিবা রাজ্য কিবা দেহ ২১১১৩২ ; কিবা রূপগুণলীলা ১৫১১৭১ ; কিবা লিখিয়াছে শেষে ২১৮১১৮৮ ।

কিষ্ণ কান্তি-শব্দে ১৪১৮০ ; কিষ্ণ কৃষ্ণপূজা জীড়ার ১৪১৭২ ; কিষ্ণ প্রেমরসময় ১৪১৭৪ ; কিষ্ণ সর্বলক্ষ্মী কৃষ্ণের ১৪১৭৮ ।

কিলকিঞ্চিত কুটুমিত ২১৪১১৬৪ ; কিলকিঞ্চিত ভাবভূষায় ২১৪১১৬৬ ; কিলকিঞ্চিতাদি ভাব ২১৮১১৬৬ ।

কিশোর গোপাল উপাসনায় ৩৭১১৩৩ ; কিশোর বয়সে আরম্ভিল ১১৩১২২ ; কিশোর-শেখর ধর্মী ২১২০৩১৩ ; কিশোর স্বরূপ কৃষ্ণ ১১২১৮২ ।

কীর্তন আটোপে পৃথিবী ৩১০১৬২ ; কীর্তন আবেশে প্রভুর ২১১১১৭ ; কীর্তন আরম্ভ তাই ২১১১১২৭ ; কীর্তন করিতে আসি ৩৩২৩১ ; কীর্তন করিতে তবে ৩৩১২২ ; কীর্তন করিতে প্রভু আইল ১১৭১৮৩ ; কীর্তন করিতে প্রভু করিলা ১১৭১২১৭ ; কীর্তন করিতে প্রভুর হয় ২৩১১৫২ ; কীর্তন করিলুঁ মানা ১১৬১৭১ ; কীর্তন করে হরিদাস ৩৩১০৮ ; কীর্তন দেখি উড়িয়া লোক ২১১১২০২ ; কীর্তন দেখিয়া জগন্নাথ ২১৩১৫৪ ; কীর্তন দেখেন রথ ২১৩১৫৪ ; কীর্তন না বর্জিহ ঘরে ১১৭১১৮৪ ; কীর্তন গুনি বাহিরে তারা ১১৭১৩২ ; কীর্তন সমাপি প্রভু ২১১১২২১ ; কীর্তন সমাপ্তি হৈলে ৩৩২২৮ ; কীর্তনীয়াগণে দিলা ২১৩১৩১ ; কীর্তনীয়ার পরিশ্রম ২১৪১৩৬ ; কীর্তনীয় সাহ প্রভু ২১৩১১১১ ; কীর্তনীয় সেবকগণ ৩৬১৪২ ; কীর্তনে নর্তন করে ১১২১১৮ ; কীর্তনের কৈল প্রভু তিন ১১৭১১২২ ; কীর্তনের ধ্বনিতে কাজী ১১৭১১৩৫ ; কীর্তনের মহামঙ্গল ধ্বনি ২১১১২০১ ।

কীর্তিগণ মধ্যে জীবের ২১৮১২০০ ।

কুক্কুর চাহিতে দশ ৩১১১৭ ; কুক্কুর পাঞাছে ভাত ৩১১১৬ ; কুক্কুর ভাত নাহি পায় ৩১১১৭ ; কুক্কুর রহিল শিবানন্দ ৩১১১৪ ; কুক্কুরকে কৃষ্ণ কহাই ৩১১২৮ ; কুক্কুরকে ভাত দিতে ৩১১১৫ ।

কুগ্রাম দিয়া দিয়া ৩৬১১৮৩ ।

কুঞ্জ কাটি দ্বার করি ২১৪১৪২ ; কুঞ্জ দেখাইয়া কহে ২১৪১৩৫ ; কুঞ্জে আছেন চল ২১৪১৪৭ ; কুঞ্জে চলিলা কৃষ্ণ ৩১৭১২৩ ।

কুটিল প্রেমা অগেয়ান ২১২১১২ ; কুটুম বাহুল্য তোমার ৩২১১৩৮ ; কুটুম ব্রাহ্মণ দেবালয়ে ৩৪১২০৬ ; কুটুমের স্থিতি অর্থ ৩৪১২০৫ ।

কুঠার কোদালি লহ ২১৪১৪৮ ।

কুণ্ডের মহিমা যেন ২১৮১২ ; কুণ্ডের মাদুরী যেন ২১৮১২ ; কুণ্ডের মৃত্তিকা লঞা ২১৮১১১ ।

কুবিষয়-কুপে পড়ি ২১২০২৩; কুবিষয়-বিষ্ঠাগর্ভে ২১১১৮৭।

কুবুদ্ধি ছাড়িয়া কর ৩৪১৬১।

কুমারের চাক যেন ৩১৫১৫; কুস্তীপাকে পচে ১১৭১২২৮।

কুরুক্ষেত্রে দেখে কৃষ্ণ ৩১৪১৩২; কুরুস্তি পদ এই ২১২৪১১২।

কুলাধিদেবতা মোর ১৮১৭৫; কুলিয়া গ্রামে কৈল ২১১১৪৩; কুলিয়া গ্রামেতে প্রভুর ২১১২৪২; কুলিয়া নগর হৈতে পথ ২১১১৪৬।

কুলীনগ্রামবাসী আর যত ৩১২১৮; কুলীনগ্রামবাসী এই ২১১১৮০; কুলীনগ্রামবাসী চলে ২১১৬১৬; কুলীনগ্রামবাসী সঙ্গে ২১১১২২; কুলীনগ্রামবাসী সত্যরাজ ১১০১৭৮; কুলীনগ্রামী খণ্ডবাসী আর যত ৩১০১৬৮; কুলীনগ্রামী খণ্ডবাসী মিলিলা ৩১০১১১; কুলীনগ্রামী পূর্ববৎ ২১১৬৬৮; কুলীনগ্রামী ভক্ত আর ৩১১১০; কুলীনগ্রামী রামানন্দ ২১১৪২৩৩; কুলীনগ্রামীর এই আগে ৩১০১১২০; কুলীনগ্রামীরে কহে ২১১৫১২২; কুলীনগ্রামীর পট্টভোরি ২১১৬৪৮; কুলীনগ্রামের এক ২১১৩৪৩; কুলীনগ্রামের ভাগ্য ১১০১৮১; কুলীন নিন্দক তেঁহো ২১১৫১২৪২; কুলীন পণ্ডিত ধনীর ৩৪১৬৪।

কুশল প্রশ্ন ইষ্টগোষ্ঠী ৩১১৪৪; কুশল বার্তা মহাপ্রভু ৩৪১২৩; কুশাবর্ষে আইলা ২১১২৮২; কুশাসন আনি দৌহা ২১১৪১২৫।

কুষ্টি বিপ্রেয় রমণী ৩২০১৪৮।

কুটুমিত নাম এই ২১১৪১৮৫; কুন্তকর্ণ কপালের ২১১৭২২; কুন্তকারের ঘরে ছিল ২৪১৬৭; কুর্ষ দরশন বাহুদেব ২১১১৪৭; কুর্ষ দেখি তাঁরে কৈলা ২১১১১০; কুর্ষনামে সেই গ্রামে ২১১১১৮; কুর্ষে যৈছে রীতি ২১১১২২; কুর্ষক্ষেত্রে কৈল বাহুদেব ২১১১৩৩; কুর্ষাকার অহুভাবের ৩২০১১২২; কুর্ষের সেবক বহু ২১১১১৬।

কৃতঘ্ন হইল তারে স্বদ্ধ ১১২১৬৭; কৃতঘ্নতা হয় তোমার ২১৫১২২; কৃতার্থ করিলা এই শ্লোক ৩১১১১৭; কৃতার্থ করিলে মোরে কহি কৃপা ২১১১৪৬; কৃতার্থ করিলে মোরে শুনাঞা ২১৩১৩; কৃতার্থ হইলাম আমি ২১২১৫২; কৃতার্থ হইলাঙ বলি ৩১৫৬৪; কৃতার্থ হইলুঁ মোর ৩১৬১২১; কৃতমালায় স্নান করি আইলা তার ঘরে ২১১১৬৫; কৃতমালায় স্নান করি আইলা দুর্দর্শন ২১১১৮২।

কৃপা কর মোরে প্রভু ২১১১২৩; কৃপা করি এই তব ২১৮১২২; কৃপা করি কর মো-অধমের ৩৩১১২৪; কৃপা করি কর মোর সংসার ১১৭১২৬৩; কৃপা করি কর মোরে পদধূলি ৩২০১২৭; কৃপা করি কর যদি গঙ্গার ১১৬১৩৩; কৃপা করি করাহ মোরে ২১০১৫; কৃপা করি কহ ইহা পাবার ২১৮১৫৮; কৃপা করি কহ মোরে তাহার ২১৮১২০; কৃপা করি কহ যদি আগে ২১৮১৭৩; কৃপা করি কহ যদি জুড়ায় ২১২৪১৪; কৃপা করি কহিলে মোরে ২১১১৪৫; কৃপা করি কৃষ্ণ মোরে ৩১১১২৩; কৃপা করি কৈল দুষ্কচিপীট ৩১৬১৩৮; কৃপা করি তেঁহো মোর ২১১১১৫৮; কৃপা করি দেহ প্রভু ৩১১১১৪; কৃপা করি প্রভু তাঁরে ২১১১৪৭; কৃপা করি প্রভু হস্ত ২১১১১৮৮; কৃপা করি ব্যাস প্রতি ১১৩১৬৬; কৃপা করিবারে তবে ২১৬১৮২; কৃপা করি বোল মোরে ২১৮১১২৪; কৃপা করি মোর ঠাঞি ২১০১৩২; কৃপা করি মোর মাথে ৩১১১১৪; কৃপা করি মোর হাথে ২১১১১৫; কৃপা করি মোরে আজ্ঞা ৩৪১৪০; কৃপা করি যদি মোরে ২১২০১২৫; কৃপা করি রূপে সভে ৩১৫০০; ৩১১১৫২; কৃপা করি সব তব ২১২০১২৭; কৃপা না নাচায় বাণী ৩২০১৩৩; কৃপা বিনে ঈশ্বরতব ২১৬১৮১; কৃপা বিনা ব্রহ্মাদিক ২১৩১৫৮; কৃপামূল্যে চারি ভাই ২১১১১৩১; কৃপারঙ্ঘু গলে বাঁধি ২১০১১২২; কৃপাতে করিল অনেক ৩২০১১৩; কৃপাতে দৌহার মাথায় ২১১১৪২; কৃপার সমুদ্র কৃষ্ণ ২১২০১৫৮; কৃপার সমুদ্র দীন হীনে ২১১১১২; কৃপার্ত্ত তোমার মন ২১৩১১৪০; কৃপালু অকৃতদ্রোহ ২১২১৪৫।

কৃষ্ণ অংশী তেঁহো অংশ ২১২০১২৬৭; কৃষ্ণ-অঙ্গ হুণীতল ৩১৫১১২; কৃষ্ণ-অঙ্গুরাগ বিতীয় ২১৮১৩০; কৃষ্ণ অবতারি করে ভক্তির ১১৩৩৬৭; কৃষ্ণ অবতার হেতু ১৩৭১২; কৃষ্ণ অবতারিতে আচার্য ৩৩২১১; কৃষ্ণ অবতারি কৈল জগত ৩৮১৩; কৃষ্ণ অবতারি কৈল ভক্তির ১১৭১২৮২; কৃষ্ণ অবতারি য়েঁহো ১৫১১২৭; কৃষ্ণ অবতীর্ণ হয়ে এই তার ৩৩২১২; অবতীর্ণ হৈলা শান্তিতে ১৪১৬; কৃষ্ণ আগে রাধা যদি ২১৪১১৮১; কৃষ্ণ আত্মা নিরঞ্জন ৩১৪১৪৭; কৃষ্ণ-আদি আর যত ৩৩২৫৫; কৃষ্ণ-আদি নরনারী ১৪১১২৮; কৃষ্ণ আলিঙ্গন পাইল ১৪১২০২; কৃষ্ণ ইহা ছাড়ি গেলা ৩১৫১৪২; কৃষ্ণ উদাসীন হৈল ৩২০১৩৩; কৃষ্ণ উপদেশি কর ২১৭১৪৪; কৃষ্ণ উপাসক হৈল ২১৮১১১; কৃষ্ণ এই ছয়রূপে ১১১১৫; কৃষ্ণ এই দুইবর্ণ সদা ১৩৪২২; কৃষ্ণ এক তত্ত্বরূপ ৩৫১১৪০; কৃষ্ণ এক প্রেমদাতা ৩৭১১২; কৃষ্ণ এক সর্বাশ্রয় ১২১৭৮; কৃষ্ণ এঁছে নিজগুণ ২১২২৪।

কৃষ্ণ করে, মহাপ্রভু ৩১৮১৩০; কৃষ্ণ কর্তা মায়্য তার ১৫১৫৬; কৃষ্ণ কহ কৃষ্ণ কহ ২১৮১১২৬; কৃষ্ণ কহ বলি প্রভু জলকেলি ২১৭১৩০; কৃষ্ণ কহ বলি প্রভু বোলে ৩১৬১৬২; কৃষ্ণ কহ বোলে প্রভু বাহির ৩২১১০; কৃষ্ণ কহি নাচে কান্দে ২১৬১১৬৪; কৃষ্ণ কহি নাচে সভে ৩২১১০; কৃষ্ণ কহি ব্যাঘ্র মুগ ২১৭১৩৭; কৃষ্ণ কহে আমায় ভঞ্জে ২২২১২৫; কৃষ্ণ কহে এই ব্রহ্মাণ্ডে ২২২১৬৮; কৃষ্ণ কহে তোমাসভা ২২২১৬০; কৃষ্ণ কহে আমি হই ১৪১১০৫; কৃষ্ণ কহে প্রতিমা চলে ২৫১২৪; কৃষ্ণ কহে বিপ্র ভূমি ২৫১২০; কৃষ্ণ কহেন ব্রহ্মা তোমার না বুঝি ১২১৩৮; কৃষ্ণ কহেন ব্রহ্মা তোমার পিতা ১২১২৫; কৃষ্ণ কৃপা করিবেন ২২৩১১৫; কৃষ্ণ কৃপাময় তাহা ৩১১১৩৬; কৃষ্ণ কৃপালু অর্জুনের ২২২১৩৪; কৃষ্ণ কৃপালু আমায় ২১৭১৬৬; কৃষ্ণ কৃষ্ণ-অবতারের ১৫১১২; কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহ করি ২১৭১৩৭; কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহি করে ঘট সমর্পণ ২১২১১০২; কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহি করে ঘটের প্রার্থন ২১২১১০২; কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহি তথা হৈতে ২১৭১১১৮; কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহি ব্যাঘ্র ২১৭১২৮; কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহে নাচে ২১২১৬১; কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহে নেত্র ২১৬১১১২; কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহে প্রেমে ২১৬১১৬৮; কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহে সভে ১৫১১৬২; কৃষ্ণ কৃষ্ণ নাম শুনি ২১৮১৩২ কৃষ্ণ কৃষ্ণ নাম সদা ১৭১১৪২; কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি কেহো ২১২১৩৮; কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া ১৫১১৬৭; কৃষ্ণ কৃষ্ণ ক্ষুট কহি ২৬১২০০; কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরিনামে ১১৩১২২; কৃষ্ণ কৃষ্ণভক্তি প্রেম ২২০১২৬; কৃষ্ণ কৃষ্ণভক্তি বিশ্ব ২২৪১৭০; কৃষ্ণ কেনে দরশন ২১৮১২৪; কৃষ্ণ গুরু ভক্ত ১১১১৫; কৃষ্ণ ছাড়িবেন জানি ২১২১১৭১; কৃষ্ণ জিতি পদ্মচান্দ ৩১৫১৬২; কৃষ্ণ তাহা সম্যক ৩১৮১১৬; কৃষ্ণ তারে করে তৎকালে ২২২১৫৪; কৃষ্ণ তারে শুদ্ধ করে ২২২১৮১; কৃষ্ণ তোমার ইহাঁ আইলা ৩১৫১৩১; কৃষ্ণ তোমার হঙ যদি ২২২১২২; কৃষ্ণ দেখি আইলা প্রভু ২১৮১২৬; কৃষ্ণ দেখি এই সব ৩১৫১৪৪; কৃষ্ণ দেখি গোপী কহে ১১৭১২৭৮; কৃষ্ণ দেখি নানাজন ২২২১১০৩; কৃষ্ণ দেখি মহাপ্রভু ৩১২১৮১; কৃষ্ণ নবজলধর ২২২১২১; কৃষ্ণ না পাইলু মুক্তি না পাইলু ৩৮১২২; কৃষ্ণ না পাইলু মুক্তি মরি ৩৮১২৪; কৃষ্ণ নারায়ণ যৈছে একই ২২১১৩২; কৃষ্ণ নাহি মানে তাতে ১৮১৮; কৃষ্ণ নিকপটে হৈলা ২৬১২১০; কৃষ্ণ প্রাপ্য সম্বন্ধ ২২০১০২; কৃষ্ণ বড় দয়াময় ২২০১৫৭; কৃষ্ণ বলিতে অপরাধীর ১৮১২১; কৃষ্ণ বলি আচার্য ২২১৫৬; কৃষ্ণ বলি পড়ে সেহ ২১৮১১২২; কৃষ্ণ বোল কৃষ্ণ বোল ২১৭১১২৫; কৃষ্ণ বোলেন কোন্ ব্রহ্মা ২২২১৪৫; কৃষ্ণ বোলে হাসে কান্দে ২১৭১২৭; কৃষ্ণ ভক্ত বশ গুণ ২১২১১৮৮; কৃষ্ণ ভঞ্জে কৃষ্ণগুণে ২২৪১১০৮; কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব ২২০১১০৪; কৃষ্ণ মস্ত করিবর ৩১৮১৮১; কৃষ্ণ মথুরা গেলে ৩১৪১১১; কৃষ্ণ মাত্ত পূজা করি ২২২১৪৮; কৃষ্ণ মোর জীবন ৩২০১৪২; কৃষ্ণ মোর প্রভু জাতা ২২০১০৮; কৃষ্ণ মোরে কান্তা করি ৩২০১৫০; কৃষ্ণ যদি অংশ হৈত ১২১৭০; কৃষ্ণ যদি কৃপা করে ২২২১৩০; কৃষ্ণ যদি ছুটে ১৮১১৬; কৃষ্ণ যদি পৃথিবীতে ১৩৭১৩; কৃষ্ণ যদি কৃষ্ণীগীকে ২১২১১৭১; কৃষ্ণ যবে অবতরে ১৫১১১৪; কৃষ্ণ যার না পায় ৩১৮১১৪; কৃষ্ণ যাই ধনী ২১৪১২০৭; কৃষ্ণ যে ইহার বশ ২৪১১৩৬; কৃষ্ণ যে থায় তাবুল ৩১৬১২২৩; কৃষ্ণ যৈছে খণ্ডিলেন ৩৭১১০২; কৃষ্ণ রাধা লঞা বলে ৩১৮১৮৬; কৃষ্ণ রাম হরি কহ ৩১২১২৪; কৃষ্ণ রাসলীলা করে ৩১৪১১৫; কৃষ্ণ লই ব্রঞ্জে যাই ২১১১৫১; কৃষ্ণ লঞা কান্তাগণ ৩১৮১৮০; কৃষ্ণ লাগি আর সব ১৪১১৫০; কৃষ্ণ লাগি পতি আগে ২১২১২২; কৃষ্ণ সূর্যাসম মায়্য ২২২১২১; কৃষ্ণ সেই নারিকেল-জল ২১৫১৭৬; কৃষ্ণ সেই সত্য করে ২১৫১১৬৬; কৃষ্ণ সেই সেই তোমা

২২৪২৪০ ; কৃষ্ণ সেবে কৃষ্ণে করায় ২১২১৮২ ; কৃষ্ণ হরি ধনি বিনা ২১২১১০৮ ; কৃষ্ণ হরি নাম শুনি ১১৩২১ ; কৃষ্ণ
স্বর ভগবান ১২১৫৭ ।

কৃষ্ণকে আহ্বাদে তাতে ২৮১২০ ; কৃষ্ণকে করাইল নানা ১৫১৩১ ; কৃষ্ণকে করায় বাসাদিক ১৪১৭০ ;
কৃষ্ণকে করায় শ্রামবস ২৮১৪১ ; কৃষ্ণকে কহয়ে কেহ ১২১২৫ ; কৃষ্ণকে তুলসীজল ১৩৮৪ ; কৃষ্ণকে দেখিল লোক
২১৮১০০ ; কৃষ্ণকে দেখিহু মুখি ২৪১৪৪ ; কৃষ্ণকে বাহির নাহি ৩১৬১ ।

কৃষ্ণকথা আশ্বাদয়ে ৩৪১২২ ; কৃষ্ণ কথা কহ মোরে ৩৫১৫ ; কৃষ্ণ কথা কহি কৃপায় ২২১৭২ ; কৃষ্ণকথা কৃষ্ণ নাম
২১২১১৭ ; কৃষ্ণকথা পূজাদিতে ৩১৩১৩১ ; কৃষ্ণকথায় মহাপ্রভুর ২১২১৫২ ; কৃষ্ণকথা রামানন্দসনে ২১৬১৪২ ;
কৃষ্ণকথা শুনাইল কহি ২১২২৫০ ; কৃষ্ণকথা শুনি শুদ্ধ ২৮১২২ ; কৃষ্ণকথা শুনিবারে ৩৫১৫ ; কৃষ্ণকর-পদতল, কোটি
চন্দ্র শশীতল, জিতি কপূর ৩১৫১৬৭ ; কৃষ্ণ কর-পদতলে, কোটিচন্দ্র শশীতল, তার স্পর্শ ২২১৩১ ; কৃষ্ণকাস্তাগণ দেখি
১৪১৬৩ ; কৃষ্ণকাষ্য করে বিপ্র ১৫১৪২ ; কৃষ্ণকুন্দমালা-গন্ধ ৩১৫৪১ ; কৃষ্ণ কৃপায় অজ্ঞ পায় ২১২১২৪ ; কৃষ্ণকৃপায়
কৃষ্ণ ভঞ্জে ২২৪১৪১ ; কৃষ্ণকৃপা নাহি তারে ১৮১৬ ; কৃষ্ণকৃপা পারাবার ২২২২২ ; কৃষ্ণকৃপা বিনা কোন ২১৭১৭২ ;
কৃষ্ণ কৃপা যারে তারে ২১৬২৩২ ; কৃষ্ণকৃপায় সাধুকৃপায় ২২৪১১৭ ; কৃষ্ণ-কৃপায় সাধুসঙ্গে ২২৪১২৩ ; কৃষ্ণকৃপাদি
হেতু হৈতে ২২৪১৩১ ; ২২৪১৩৫ ; কৃষ্ণকেলি স্মরণাল ২২৫২২৬ ।

কৃষ্ণকথা বজা করি ৩৫১৬২ ; কৃষ্ণকথামৃতার্গবে মোরে ৩৫১৬৭ ; কৃষ্ণকথা-রসামৃতসিদ্ধ ৩৫১৬০ ; কৃষ্ণকথাকুচি
তোমার ৩৫১৮ ।

কৃষ্ণগন্ধ-লুপ্ত রাধা ৩১২১৮৫ ; কৃষ্ণ-গুণ-রূপ-রস ৩১৪১৪৬ ; কৃষ্ণগুণ-লীলা গায় ১৬১৬৮ ; কৃষ্ণগুণাকৃষ্ট হৈয়া
করেন ২২৪১৮৩ ; কৃষ্ণগুণাকৃষ্ট হৈয়া কৃষ্ণেরে ২২৪১৮১ ; ২২৪১১৩১ ; কৃষ্ণগুণাকৃষ্ট হঞা তাঁহারে ২২৪১১৩৫ ;
কৃষ্ণগুণাকৃষ্ট হঞা ভঞ্জে ২২৪১২৩ ; কৃষ্ণগুণাখ্যানে হয় ২২৩১৮ ; কৃষ্ণগুণাশ্বাদের এই ২২৪১৭৪ ; কৃষ্ণগোপী জলকেলি
৩২০১২৫ ।

কৃষ্ণচরণ কল্পরূপে ২১২১১৩৬ ; কৃষ্ণচৈতন্য-গুণকথা ৩৪১২৭ ; কৃষ্ণচৈতন্য নিকট রহি ২১০১১৩০ ।

কৃষ্ণজন্ম-যাত্রা দিনে ২১৫১৮ ; কৃষ্ণজন্ম-যাত্রাতে প্রভু গোপবেশ ২১১১৩৬ ; কৃষ্ণজন্ম-যাত্রায় প্রভু গোপবেশ
২১৫১৭৭ ।

কৃষ্ণষ্ঠাঙ্গি অপরাধ-দণ্ড ৩৪১৮৭ ; কৃষ্ণষ্ঠাঙ্গি মাগে সপ্রেম ৩২০১২৮ ।

কৃষ্ণতত্ত্ব ভক্তিতত্ত্ব প্রেমতত্ত্ব ২২৫২১৭ ; কৃষ্ণতত্ত্ব ভক্তিতত্ত্ব রসতত্ত্ব ২১২১১০৫ ; কৃষ্ণতত্ত্ব রাধাতত্ত্ব ২৮২১৭ ;
কৃষ্ণতুল্য ভাগবত জানাইল ২২৫২১৮ ; কৃষ্ণতুল্য ভাগবত বিদু ২২৪২৩২ ।

কৃষ্ণ-দর্শন করিহ কালি ২১৮১২৫ ; কৃষ্ণদাস অভিমান ১৬১৪০ ; কৃষ্ণদাস কহে আমার ঘর ২১৮১৬৩ ;
কৃষ্ণদাস কহে মুখি ২১৮১৭৮ ; কৃষ্ণদাস নাম এই সরল ২১৭১৩৮ ; কৃষ্ণদাস নাম এই স্বর্ণবেত্র ২১০১৪০ ; কৃষ্ণদাস নাম
শুদ্ধ কুলীন ১১০১৪৩ ; কৃষ্ণদাস বৈষ্ণব আর ১১০১০৭ ; কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী ১১২১৮৩ ; কৃষ্ণদাসভাব বিহু আছে ১৬১৬৪ ;
কৃষ্ণদাস রাজপুত নির্ভয় ২১৮১৫৭ ; কৃষ্ণদাস হও জীবে ১৬১৩২ ।

কৃষ্ণধ্যান করে লোক ২২০১২৮২ ।

কৃষ্ণনাম উপদেশি কৃপা কর ৩৩২৪০ ; কৃষ্ণনাম উপদেশি তার সর্ব ১১৭১৮২ ; কৃষ্ণনাম করে অপরাধের
১৮২১ ; কৃষ্ণনাম কৃষ্ণকথা ২৩১৮৭ ; কৃষ্ণনাম কৃষ্ণগুণ ২১৭১১৩০ ; কৃষ্ণনাম কৃষ্ণরূপ দুই ২১৭১২৬ ; কৃষ্ণনাম
কেনে না লও ১১৭১২৪২ ; কৃষ্ণনাম-গুণ ছাড়ি ২১২২৫৬ ; কৃষ্ণনাম গুণ-যশ অবতংশ ২৮১৪০ ; কৃষ্ণনামগুণ-যশ
প্রবাহ ২৮১৪০ ; কৃষ্ণনামগুণ লীলা ২৮২০৬ ; কৃষ্ণনাম দিয়া কৈল ২১৭১৪৩ ; কৃষ্ণনাম দেহ সেবো ৩৩২৪৫ ;
কৃষ্ণনাম নিরন্তর ২১৬১৭১ ; কৃষ্ণনাম-পরায়ণ ১৫২০৪ ; কৃষ্ণনাম পারক হয়ে ৩৩২৪৪ ; কৃষ্ণনাম পূজা সেই

২১৫১০৭ ; কৃষ্ণনাম প্রেম কৈল ৩৭১৩৯ ; কৃষ্ণনাম প্রেম দিয়া বিশ্ব কৈল ১৭১৫৬ ; কৃষ্ণনাম প্রেম দিয়া লোক
নিস্তারিলা ২১৭১১৪২ ; ২১৮১১১৮ ; কৃষ্ণনাম প্রেম দিয়া লোকেরে ২১৭১১৪৩ ; কৃষ্ণনাম বসি মাত্র ৩৭১৬৮ ; কৃষ্ণনাম
বিনা কেহ ২১৮১৮৮ ; কৃষ্ণনাম বিহু তেঁহো ৩১৫১৫ ; কৃষ্ণনাম বোজ তাহে ১৮১২৬ ; কৃষ্ণনাম-ব্যাখ্যা যদি ৩৭১৭৮ ;
কৃষ্ণনাম মহামন্ত্রের ১৭১৮০ ; কৃষ্ণনাম মুখে শূরে ২১০১১৭০ ; কৃষ্ণনাম লয় নাচে প্রেমবন্তায় ৩৩২৫০ ; কৃষ্ণনাম
লয়ে নাচে হইয়া ২১৮১১১৩ ; কৃষ্ণনাম লৈতে তোমার ৩১৮১১১৩ ; কৃষ্ণনাম লোকমুখে শুনি ২১৭১১১৪ ; কৃষ্ণনাম
শুনি প্রভুর ২১৬২০০ ; কৃষ্ণনাম-সদ্বীর্জন ২১২০২৮৮ ; কৃষ্ণনাম সঙ্কেতে চালায় ৩১৫১৬ ; কৃষ্ণনাম সহ যৈছে
১১৭১৩১৫ ; কৃষ্ণনাম শূরে রামনাম ২১২১২৫ ; কৃষ্ণনাম হইল সঙ্কেত ২১২১১১০ ; কৃষ্ণনাম সৈতে পাবে ১৭১৭১ ।

কৃষ্ণনামাবিষ্ট মন সদা ৩৩২৩৩ ; কৃষ্ণনামামৃত-বন্তায় ২১৭১১৫ ।

কৃষ্ণনামে জ্ঞানান্ধ ১৭১৭৬ ; কৃষ্ণনামে ভাসাইল ১১৩১২৮ ; কৃষ্ণনামে যে আনন্দ ১৭১২৩ ।

কৃষ্ণনামের অর্থ প্রভু ২১১২৪২ ; কৃষ্ণনামের ফল প্রেমা ১৭১৮৩ ; কৃষ্ণনামের মহিমা শাস্ত্র ৩১১২০ ।

কৃষ্ণ-নিজশক্তির রাধা ১৪১৬১ ; কৃষ্ণ-নিত্যদান জীব তাহা ২১২১১৭ ; কৃষ্ণ-নিবেদন করি ২৩১৭ ; কৃষ্ণনিষ্ঠা
তুষাভাগ ২১২১১৭৫ ।

কৃষ্ণপদার্চন হয় ছাপরের ২১২০২৮৩ ; কৃষ্ণপদে ভক্তি করায় ২১২৪১২৮ ; কৃষ্ণপাদপদ্ম গন্ধ ৩৬১৩৫ ; কৃষ্ণ-
পাদপদ্ম ভাবি ১৩৩৮৭ ; কৃষ্ণ-পারিষদ নাম ভুঞ্জে ২১২১২ ; কৃষ্ণপূজা করে তুলসী ১১৩৩৬৮ ; কৃষ্ণপূজা কৃষ্ণকথা
১১৩৩৬৮ ; কৃষ্ণপ্রাপ্তি সেবামৃত ৩২০১১১ ; কৃষ্ণপ্রাপ্তোর উপায় কোন ৩৪১৫৫ ; কৃষ্ণপ্রাপ্তোর উপায় বহুবিধ ২১৮১৬৪ ;
কৃষ্ণপ্রাপ্তোর তারতম্য বহুত ২১৮১৬৪ ; কৃষ্ণপ্রীতে করি তোমার সেবা ২১৫১২২ ; কৃষ্ণপ্রীতে ভোগভাগ ২১২১৬২ ;
কৃষ্ণপ্রেম উছলিল ২১৩১১৬৮ ; কৃষ্ণপ্রেম কৃষ্ণ দিতে ৩৪১৬৫ ; কৃষ্ণপ্রেম জন্মায় এই ২১২১৭৫ ; কৃষ্ণপ্রেম জন্মে তেঁহো
২১২১৪৮ ; কৃষ্ণপ্রেম দিতে নিতে ১১১১২৩ ; কৃষ্ণপ্রেম দিয়া কৈল ১৭১১৬০ ; কৃষ্ণপ্রেম-নামামৃতে ১১৩১১২ ; কৃষ্ণপ্রেম
ভক্ত বলি ২১৮১২০০ ; কৃষ্ণ-প্রেমভক্তি তার ৩২০১৫৬ ; কৃষ্ণপ্রেম ভক্তিরস ২১২৪১২৬২ ; কৃষ্ণপ্রেম-ভাবিত যার ১৪১৬১ ;
কৃষ্ণপ্রেম যার সেই ২১৮১২০৩ ; কৃষ্ণপ্রেম সঙ্গে প্রতিষ্ঠা ২১৪১৪৬ ; কৃষ্ণপ্রেম স্থনির্ঘন ২১২৪২ ; কৃষ্ণপ্রেমসেবা পূর্ণানন্দ
২১২৪১১২ ; কৃষ্ণপ্রেমময় তনু ১৮১৫৪ ; কৃষ্ণপ্রেম-সেবা ফলের ২১২৪৪০ ।

কৃষ্ণপ্রেমা তাঁহা যাঁহা ২১৭১১৬৪ ; কৃষ্ণপ্রেমা সেই পায় ১৭১২৫ ; কৃষ্ণপ্রেমা হয় যার ২১৬১১২০ ; কৃষ্ণ-
প্রেমাকণের তৈছে ৩১৮১১২ ; কৃষ্ণপ্রেমামৃত পান ২১৮১২৩ ; কৃষ্ণপ্রেমামৃত বর্ষে ১১১১২৭ ।

কৃষ্ণপ্রেমে উন্নত বিহ্বল ১৬১৬৮ ; কৃষ্ণপ্রেমে পুলকিত ১৮১১২ ; কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত করে কৃষ্ণ ৩৩২৫৫ ;
কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত তেঁহো বড় ২১৩১১০৫ ।

কৃষ্ণপ্রেমের এই এক ১৬১৪২ ; কৃষ্ণপ্রেমের চিহ্ন এবে ২১২৩২০ ।

কৃষ্ণপ্রেমোদগম প্রেমামৃত ৩২০১১১ ।

কৃষ্ণবংশী করে যাঁহা ২১৪১২১৩ ; কৃষ্ণবংশীসংসংখ্যাতৈঃ ২১২১১৪ ; কৃষ্ণবপু সিংহাসনে ২১২১১০৫ ; কৃষ্ণবর্ণে
করায় লোকে ২১২০২৮৩ ; কৃষ্ণবর্ণ শঙ্কর ১৩৩৪৩ ; কৃষ্ণবলরাম দুই ১১৩১৭৫ ; কৃষ্ণবশ করিবেন ১৩৩৮৩ ; কৃষ্ণবশ
হেতু এক ১১৭১৭১ ; কৃষ্ণবহিস্মৃখ দোষে মায় ২১৪১২৪ ; কৃষ্ণবাহা পূর্ণ করে ২১৪১১৮৬ ; কৃষ্ণবাহা পুষ্টি করে
২১৮১২৫ ; কৃষ্ণবাহা পুষ্টিরূপ ১৪১৭৫ ; কৃষ্ণবিচ্ছেদে প্রভুর ৩১৪১১১ ; কৃষ্ণবিগ্রহ যৈছে বিদুষাদি ১৫১১১ ; কৃষ্ণ
বিহু অগ্রজ তার ১৭১১৩৬ ; কৃষ্ণবিনা উপাসনা ২১৫১১৪২ ; কৃষ্ণ বিহু তাঁর মুখে ১৩৩৪৩ ; কৃষ্ণবিনা তুষাভাগ
২১২১১৭৪ ; কৃষ্ণবিষয়ক প্রেমা ১৭১৮১ ।

কৃষ্ণভজন কর তুমি ৩৪১৩৪ ; কৃষ্ণভজন করায় মুমুক্ষা ২১২৪১৮৮ ; কৃষ্ণভজনে নাহি জাতি ৩৪১৬৩ ; কৃষ্ণভক্তগণ
করে ২১২৩৫১ ; কৃষ্ণভক্ত দুঃখহীন ২১২৪১১২ ; কৃষ্ণভক্ত নিকাম ২১২১১৩২ ; কৃষ্ণভক্ত-বিবাহ বিহু ২১৮১২০২ ;

କୃଷ୍ଣଭକ୍ତ ମନ୍ତ୍ର ବିନା ୨୮୮୨୦୫; କୃଷ୍ଣଭକ୍ତି ଅଭିଧେୟ ସର୍ବ ୨୧୨୧୮; କୃଷ୍ଣକ୍ତି କର ହିସାର ୨୧୧୧୨୬; କୃଷ୍ଣଭକ୍ତି କୃଷ୍ଣପ୍ରେମ ୩୮୧୧୫; କୃଷ୍ଣଭକ୍ତି କୈଳେ ସର୍ବ ୨୧୨୧୩୭; କୃଷ୍ଣଭକ୍ତି ଗନ୍ଧବିନ ୨୧୩୧୬; କୃଷ୍ଣଭକ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ୨୧୨୧୮୮; କୃଷ୍ଣଭକ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱବ୍ୟା ୨୮୮୨୧; କୃଷ୍ଣଭକ୍ତି ଦୂରେ ରହ ୨୧୨୧୩୨; କୃଷ୍ଣଭକ୍ତି ପାୟ ତବେ କୃଷ୍ଣ ନିକଟ ୨୧୨୧୩୩; କୃଷ୍ଣଭକ୍ତି ପାୟ ତାଁରେ ୨୧୨୧୩୪; କୃଷ୍ଣଭକ୍ତି ଦୂରେ ରହ ୨୧୨୧୩୫; କୃଷ୍ଣଭକ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରଭୁର ୨୧୨୧୩୬; କୃଷ୍ଣଭକ୍ତିରମ ମଧ୍ୟ ୨୧୨୧୩୭; କୃଷ୍ଣଭକ୍ତିରମ ସ୍ୱରୂପ ପାୟ ୨୧୨୧୩୮; କୃଷ୍ଣଭକ୍ତି-ରମସ୍ୱରୂପ ଶ୍ରୀଭାଗବତ ୨୧୨୧୩୯; କୃଷ୍ଣଭକ୍ତିରମ ହୟ ୨୧୨୧୪୦; କୃଷ୍ଣଭକ୍ତିରମେ ଦୌହେ ୩୮୧୧୮; କୃଷ୍ଣଭକ୍ତିରମେ ଏହି ୨୧୨୧୪୧; କୃଷ୍ଣଭକ୍ତିରମେ ଯାହି ୩୮୧୧୯; କୃଷ୍ଣଭକ୍ତି-ସିଦ୍ଧାନ୍ତଗୁଣ ୨୧୨୧୪୨; କୃଷ୍ଣଭକ୍ତି ହୟ ଅଭିଧେୟ ୨୧୨୧୪୩; କୃଷ୍ଣଭକ୍ତିର ବାଧକ ୨୧୨୧୪୪; କୃଷ୍ଣଭକ୍ତି କୃଷ୍ଣେର ଶୁଣ ୨୧୨୧୪୫ ।

କୃଷ୍ଣମନନ ମୁନି କୃଷ୍ଣେ ୨୧୨୧୪୬; କୃଷ୍ଣମନ୍ତ୍ର ଜପ ମନା ୨୧୧୧୧୦; କୃଷ୍ଣମନ୍ତ୍ର ହୈତେ ହବେ ୨୧୧୧୧୧; କୃଷ୍ଣମନ୍ତ୍ର କରାହିଲ ୨୧୧୧୧୨; କୃଷ୍ଣମନ୍ତ୍ର କୃଷ୍ଣ ଯାର ୨୧୧୧୧୩; କୃଷ୍ଣମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ସେବନନ୍ଦ ୨୧୧୧୧୪; କୃଷ୍ଣମାଧୁର୍ଯ୍ୟର ଏକ ଅମୃତ ୨୧୧୧୧୫; କୃଷ୍ଣମାଧୁର୍ଯ୍ୟର ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ୨୧୧୧୧୬; କୃଷ୍ଣମିତ୍ର ନାମ ଆର ୨୧୧୧୧୭; କୃଷ୍ଣମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖି ପ୍ରଭୁ ୨୧୧୧୧୮ ।

କୃଷ୍ଣଯୋଗ୍ୟ ନହେ ଫଳ ୨୧୧୧୧୯ ।

କୃଷ୍ଣର ଆସାଦହ ଲଓ ୩୮୧୧୮; କୃଷ୍ଣର ଆସାଦେୟ ଦୁହି ୩୨୧୧୬୦; କୃଷ୍ଣର-ତତ୍ତ୍ୱବେଦୀ, ଦେହ ୨୧୧୧୧୦୨; କୃଷ୍ଣର-ମ୍ଳୋକ-ଗୀତେ ୩୮୧୧୯; କୃଷ୍ଣରାଧିକାର କୈହେ ୩୧୧୧୨୮; କୃଷ୍ଣରାମାଞ୍ଚ ଏବ ହୟ ୨୧୨୧୧୦; କୃଷ୍ଣରାମ ପଞ୍ଚାଧ୍ୟାୟୀ କରାନ୍ତି ୨୧୧୧୧୬; କୃଷ୍ଣରୂପ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ୨୧୨୧୧୭; କୃଷ୍ଣରୂପ ଶବ୍ଦସ୍ପର୍ଶ ୩୧୧୧୧୮; କୃଷ୍ଣରୂପାମୃତସିନ୍ଧୁ ୩୧୧୧୧୯ ।

କୃଷ୍ଣଲୀଳା-କାଳେର ବୃକ୍ଷ ୨୧୮୧୬୨; କୃଷ୍ଣଲୀଳା କୃଷ୍ଣମ୍ଳୋକ ୩୮୧୨୮; କୃଷ୍ଣଲୀଳା ଗୌରଲୀଳା ୩୧୧୧୦୩; କୃଷ୍ଣଲୀଳା ନାଟକ କରାନ୍ତି ୩୧୧୨୨; କୃଷ୍ଣଲୀଳା ନିତ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିଷ୍ଟକ ୨୧୨୧୦୨୦; କୃଷ୍ଣଲୀଳା ବର୍ଣ୍ଣିତେ ନା ୩୧୧୧୦୨; କୃଷ୍ଣଲୀଳା ଭାଗବତେ ୨୮୮୩୦; କୃଷ୍ଣଲୀଳା-ମଂଗଳ ୩୧୧୧୮୧; କୃଷ୍ଣଲୀଳାମନୋରୁତି ସଖୀ ୨୮୮୧୦୮; କୃଷ୍ଣଲୀଳାମୃତସାର ୨୧୨୧୧୨୩; କୃଷ୍ଣଲୀଳାମୃତାସିତ ୨୧୨୧୧୨୪; କୃଷ୍ଣଲୀଳାମୃତେ ଯଦି ୨୮୮୧୧୦; କୃଷ୍ଣଲୀଳାରମ ତାହି ୩୮୧୨୧୬; କୃଷ୍ଣଲୀଳାରମ ପ୍ରେମ ଯାହା ୩୮୧୨୧୭; କୃଷ୍ଣଲୀଳାହାନ୍ତେ କରେ ୨୧୨୧୧୮ ।

କୃଷ୍ଣଶକ୍ତି ଧର ତୁମି ହିଧେ ନାହି ୩୧୧୧୧୦; କୃଷ୍ଣଶକ୍ତି ଧର ତୁମି ଜ୍ଞାନ ୨୧୨୧୧୧; କୃଷ୍ଣଶକ୍ତି ବିନେ ନହେ ୩୧୧୧୧୨; କୃଷ୍ଣଶକ୍ତି ପ୍ରକୃତି ୩୧୧୧୧୩; କୃଷ୍ଣଶୋଭା ଦେଖି ୩୧୧୧୧୪ ।

କୃଷ୍ଣସନ୍ନ ଦେହ ଯୋର ୨୧୧୧୧୫; କୃଷ୍ଣସନ୍ନେ ପତିବ୍ରତା ୨୧୧୧୧୬; କୃଷ୍ଣସନ୍ନେ ଯତ ଗୋପ ୨୧୨୧୧୭; କୃଷ୍ଣସନ୍ନେ ଯୁକ୍ତ କରେ ୨୧୧୧୧୮; କୃଷ୍ଣସନ୍ନେ ଦ୍ୱାରକା-ବୈଭବ ୨୧୨୧୧୯; କୃଷ୍ଣସନ୍ନେ ନିଜ ଲୀଳାୟ ୨୮୮୧୨୦; କୃଷ୍ଣସନ୍ନେ ରାଧିକାର ଲୀଳା ୨୮୮୧୨୧; କୃଷ୍ଣସାମ୍ୟେ ନହେ କୃଷ୍ଣେର ୨୮୮୧୨୨; କୃଷ୍ଣସ୍ତଥ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଏହି ତାର ୩୧୧୧୨୩; କୃଷ୍ଣସ୍ତଥ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହୟ ପ୍ରେମ ୨୮୮୧୨୪; କୃଷ୍ଣସ୍ତଥ ନିମିତ୍ତେ ଭଜନେ ୨୧୨୧୨୫; କୃଷ୍ଣସ୍ତଥ ଲାଗି ମାତ୍ର ୨୮୮୧୨୬; କୃଷ୍ଣସ୍ତଥହେତୁ କରେ ପ୍ରେମ-ସେବନ ୨୮୮୧୨୭; କୃଷ୍ଣସ୍ତଥହେତୁ କରେ ଶୁଦ୍ଧ ଅହରାଗ ୨୮୮୧୨୮; କୃଷ୍ଣସ୍ତଥହେତୁ ଚେଷ୍ଟା ୨୮୮୧୨୯; କୃଷ୍ଣସ୍ତଥେର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଗୋପୀଭାବ ୨୮୮୧୩୦; କୃଷ୍ଣସେବା କରେ ଆର ୨୧୨୧୩୧; କୃଷ୍ଣସେବା ବିନା ହିସାର ୨୧୧୧୩୨; କୃଷ୍ଣସେବା ସମଭକ୍ତି ୩୧୧୧୩୩; କୃଷ୍ଣସ୍ମରଣେର ଡେହୋ ୨୧୨୧୩୪; କୃଷ୍ଣସ୍ମୃତି ବିନେ ହୟ ୨୧୨୧୩୫; କୃଷ୍ଣସ୍ମୃତ୍ୟେର ତାର ମନ ୨୧୨୧୩୬ ।

କୃଷ୍ଣକ୍ଷେତ୍ରେ ଯାତ୍ରା ୨୧୨୧୩୭ ।

କୃଷ୍ଣାଗମନ ଖୁଦ୍ଧେ ତାରେ ୩୧୧୧୪୮; କୃଷ୍ଣାନ୍ତମାଧୁର୍ଯ୍ୟ-ସିନ୍ଧୁ ୨୧୨୧୩୮; କୃଷ୍ଣାନ୍ତ ଲାବଣ୍ୟପୁର ୨୧୨୧୩୯; କୃଷ୍ଣାନ୍ତ-ସୌରଭା ଭର ୩୧୧୧୫୦; କୃଷ୍ଣାନ୍ତ ବଳାହକ ୩୧୧୧୫୧; କୃଷ୍ଣାନ୍ତରାମୃତ ମନା ୩୧୧୧୫୨; କୃଷ୍ଣାନ୍ତରାମୃତେର ମ୍ଳୋକ ୩୧୧୧୫୩; କୃଷ୍ଣାବତାରିତେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ୨୧୧୧୫୪; କୃଷ୍ଣାବତାରେ ଜ୍ୟୋତି ହୈଲ ୩୧୧୧୫୫; କୃଷ୍ଣାବଲୋକନ ବିନା ୨୮୮୧୫୬; କୃଷ୍ଣାବେଶେ ପ୍ରଭୁର ପ୍ରେମେ ୨୧୧୧୫୭; କୃଷ୍ଣାର୍ଥେ ଅଧିଲ ଚେଷ୍ଟା ୨୧୨୧୫୮; କୃଷ୍ଣାଶ୍ରୟେ ଛାଡ଼େ ସେହି ୨୧୧୧୫୯ ।

କୃଷ୍ଣେ ଉପଜିବେ ପ୍ରୀତି ୨୧୧୧୬୦; କୃଷ୍ଣେ କେନେ କରା ଯୋଷ ୩୧୧୧୬୧; କୃଷ୍ଣେ ଗାଢ଼ ପ୍ରେମ ହବେ ୨୧୧୧୬୨; କୃଷ୍ଣେ ଗାଲି ଦିତେ କରେ ୩୧୧୧୬୩; କୃଷ୍ଣେ ଜ୍ଞାନାୟା ଦ୍ୱାରୀ ୨୧୨୧୬୪; କୃଷ୍ଣେ ଭୋଗ ଲାଗାୟା ହବେ ୩୧୧୧୬୫; କୃଷ୍ଣେ

কৃষ্ণে ভোগ লাগাইয়াছ অহুমান ২১৫১২২৫; কৃষ্ণে মতিবস্ত্র বলি ২১৬৪৭; কৃষ্ণে মতি বহ বোলে ২১২৮৬; কৃষ্ণে রতি গাঢ় হৈলে ২১২৩৩; কৃষ্ণে রতির চিহ্ন এই ২১২৩২০; কৃষ্ণে সমর্পণ করে ২১৫১৭৫; কৃষ্ণে স্থ দিতে করে ২১৮১৭৬; কৃষ্ণেতে অধিক লীলা বৈদম্ব্যাদি ২১২১০৮; কৃষ্ণেছায় ব্রহ্মাণ্ডগণে ২১২০১৩০; কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি ইচ্ছা ১১৪১৪১।

কৃষ্ণের অঙ্গের প্রভা ১১৫২৮; কৃষ্ণের অচিন্ত্য শক্তি এই মত ১১৭১২২৬; কৃষ্ণের অচিন্ত্য শক্তি লখিতে ২১২১৫৬; কৃষ্ণের অধরামৃত ইহা ৩১৬৮৭; কৃষ্ণের অধরামৃত কৃষ্ণগুণ ২১২৩০; কৃষ্ণের অধরামৃত তাতে কপূর ৩১৫১২১; কৃষ্ণের অনন্তশক্তি তাতে ২১৮১১৬; কৃষ্ণের আনন্দামৃত সাগরে ১১৭৮৭; কৃষ্ণের আসন পীঠ ২১৫১২২২; কৃষ্ণের আহ্বান করে করিয়া ১১৩৮৮; কৃষ্ণের আহ্বান করে সঘন ১১৩৬২; কৃষ্ণের উচ্ছিষ্ট হয় মহাপ্রসাদ ৩১৬৫৪; কৃষ্ণের উজ্জলরস ২১৮১৩২; কৃষ্ণের উদ্দেশ্য কহি ৩১৫১৩১; কৃষ্ণের উপরে কৈল যেন ৩১৭১০৮; কৃষ্ণের এই চারি প্রাভব ২১২০১৫২; কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য-অপার ২১২১৮১; কৃষ্ণের করুণা কিছু ২১২১৪৮; কৃষ্ণের কলহ রাধাসনে ৩১৮১৮২; কৃষ্ণের কলার কলা ১১৫১২০; কৃষ্ণের কীর্ত্তন করে নীচ ১১৭১২০৪; কৃষ্ণের চরণে আসি ২১২১৬৬; কৃষ্ণের চরণে তার উপজয় ২১২২২৩; কৃষ্ণের চরণে তার প্রেম ৩১২০২১; কৃষ্ণের চরণ প্রাপ্তো ১১৭৮৪; কৃষ্ণের চরণে ব্রহ্মা ২১২১৪৭; কৃষ্ণের চরণে যদি ১১৭১৩৬; কৃষ্ণের তটস্থ শক্তি ২১২০১০১; কৃষ্ণের দর্শন পাইয়া ২১৩১১১৮; কৃষ্ণের দর্শন যদি ২১৪১১৬২; কৃষ্ণের দর্শনে কারো ২১২৪১০; কৃষ্ণের নামকরণে ১৩২৮; কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা এক ১১৪১৫১; কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা দৃঢ় ২১৮১৭০; কৃষ্ণের প্রসাদ তাতে ৩১৬১৫৮; কৃষ্ণের প্রাভব বিলাস ২১২০১৭২; কৃষ্ণের প্রেমসী ব্রজে ১১৬৫৮; কৃষ্ণের প্রেমসী শ্রেষ্ঠা ২১৮১২৪; কৃষ্ণের বচন-মাধুরী ৩১৫১১৮; কৃষ্ণের বলভা রাধা ১১৪১৭৮; কৃষ্ণের বসিতে এই ২১৫১২৬৮; কৃষ্ণের বিগ্রহ যেই সত্য ২১৬২৩৭; কৃষ্ণের বিচার এক ১১৪১২৫; কৃষ্ণের বিচ্ছেদ-দশা ৩১২১২২; কৃষ্ণের বিচ্ছেদ হুখে ৩১৩৩৩; কৃষ্ণের বিভূতি স্বরূপ ২১২১৭২; কৃষ্ণের বিয়োগ দশা ৩১২১৩; কৃষ্ণের বিয়োগে এই সেবক ৩১৫১৪৭; কৃষ্ণের বিয়োগে গোপীর ৩১৪১৪২; কৃষ্ণের বিয়োগে যত ১১৩৩৪১; কৃষ্ণের বিয়োগে রাধার ৩১৫১১১; কৃষ্ণের বিরহ বিকার অঙ্গে ৩১১১১২; কৃষ্ণের বিরহে ভক্তের ৩১৮৩৩; কৃষ্ণের বিরহ-লীলা ২১১৪৬; কৃষ্ণের বিরহ স্মৃতি প্রলাপ ৩১২০১২৭; কৃষ্ণের বিরহ-স্মৃতি হর নিরন্তর ২১২১২; কৃষ্ণের বিরহ-স্মৃতি হৈল অবমান ২১৪১৭১; কৃষ্ণের বিলাস-স্মৃতি ২১২১৩১; কৃষ্ণের বিস্তৃত প্রেমরত্নের ২১৮১৪২; কৃষ্ণের বিখরূপ দেখি ২১২১১৭০; কৃষ্ণের ভগবৎজ্ঞান ১১৪১৫৮; কৃষ্ণের ভোগ বাঢ়াইল ২১৩৩২; কৃষ্ণের মধুর বাণী ২১২১২৮; কৃষ্ণের মধুর রূপ ২১২১৮৪; কৃষ্ণের মধুর হান্তবাণী ৩১৭১৩১; কৃষ্ণের মহিমা কহি ১১২১০১; কৃষ্ণের মহিমা বহ ২১২১২২; কৃষ্ণের মাধুরী আর ২১২১১২৬; কৃষ্ণের মাধুরী আশ্বাদনের ১১৪১৪৪; কৃষ্ণের মাধুরী কৃষ্ণে ১১৪১৩৫; কৃষ্ণের মাধুরীগুণে ২১২১৬৩; কৃষ্ণের মাধুর্য্যরস করায় ১১৭১৩৭; কৃষ্ণের মাধুর্য্যরসামৃত ১১৬১২২; কৃষ্ণের মাধুর্য্যামৃত শ্রোতে ২১২১১২৪; কৃষ্ণের যতেক খেলা ২১২১৮৩; কৃষ্ণের যাতে পূর্ণ কৃপা ৩১৬১২২; কৃষ্ণের যে ভুক্তশেষ ৩১৬১২১; কৃষ্ণের যে সাধারণ ১১৮১৫৩; কৃষ্ণের শব্দগুণে প্রভুর ৩১২০১২৩; কৃষ্ণের শরীরে ১১২১৭৮; কৃষ্ণের শেষতা পাঞা ১১৫১০৭; কৃষ্ণের শ্রীঅঙ্ক-গন্ধে ৩১২১৮৩; কৃষ্ণের সকল বাহা ১১৪১৮০; কৃষ্ণের সকল শেষ ২১৫১২৩৪; কৃষ্ণের সদৃশ তোমার ২১৮১১০৮; কৃষ্ণের সমতা হৈতে ১১৬১৮৭; কৃষ্ণের সহায় গুরু ১১৪১৭৪; কৃষ্ণের স্বভাব ভক্তনিন্দা ৩১২০০; কৃষ্ণের সম্বন্ধ বিনা ২১২৩১২; কৃষ্ণের স্বয়ং ভগবৎ ১১২১৬২; কৃষ্ণের স্বরূপ অনন্ত ২১২০১২২; কৃষ্ণের স্বরূপ আর ১১২১৭২; কৃষ্ণের স্বরূপ কহ রাধিকা ২১৮১২১; কৃষ্ণের স্বরূপগণের সব ২১২৪২৬১; কৃষ্ণের স্বরূপ-তত্ত্বের ২১২০৩৩৬; কৃষ্ণের স্বরূপ-বিচার ২১২০১৩১; কৃষ্ণের স্বরূপ লীলা ৩১৫১২৫; কৃষ্ণের স্বরূপসম ২১৭১১৩০; কৃষ্ণের স্বরূপে হয় ১১২১৮০; কৃষ্ণের স্বাভাবিক তিন ২১২০১০৩; কৃষ্ণের সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য যবে ৩১৩১২২৮; কৃষ্ণের সৌরভ-স্নোকে ৩১২০১২৮।

কৃষ্ণেরে করায় যৈছে ১১৪১৬২; কৃষ্ণেরে নাচায় প্রেম ৩১৮১১৭।

কৃষ্ণোদেশ কহি সঙে ৩১৫১৩৬ ; কৃষ্ণোমুখ ভক্তি হৈতে ২১২৪২৪ ; কৃষ্ণোমুখে সেই মুক্তি ২১২১১৬ ।

কে অন্নব্যঞ্জন খাইল ২১৫১৬০ ; কে আছিলঙ আমি পূর্ব ১১৭১৩৮ ; কে আমি আমারে কেন ২১২০১৬ ; কে কত কুড়ায় সব ২১২১১২২ ; কে করিতে পারে তাহে ১১২১২২ ; কে কহিতে পারে গৌরের ৩১১১১৩ ; কে কহিতে পারে তাঁর ৩১১১১৬ ; কে কি দিয়াছে সব ৩১০১১১৩ ; কে কৈছে ব্যবহার করে ৩১৮১১১ ; কে জানিবে তাঁহা দৌহার ২১৫১২৭ ; কে তোমার সাক্ষী দিবে ২১৫১৪২ ; কে বর্ণিতে পারে তাহা বিস্তার ১১৩১৪২ ; কে বর্ণিতে পারে তাহা মহাপ্রভুর ৩১৪১১১৪ ; কে বা আইসে কে বা যায় ১১৩১১০৬ ; কে বা এড়াইবে প্রভুর ১১৭১৩৫ ; কে বা কি বলিতে পারে ৩১১১৩৩ ; কে বুঝিতে পারে এই ৩১৮১২৮ ; কে বুঝিতে পারে গভীর ৩১৫১৮৪ ; কে বুঝিতে পারে গৌরের ৩১১৫৭ ; কে বুঝিতে পারে চৈতন্যের ২১৩১৩০ ; কে বুঝিতে পারে তোমার ৩১৪১৮২ ; কে বুঝিতে পারে মহাপ্রভুর ২১৭১৭০ ; কে বৈষ্ণব কহ তার ২১৫১১০৬ ; কে মোরে নিলেক কৃষ্ণ ৩১৪১৩৫ ; কে শিখাইল এ-লোকে ২১১২৬৫ ।

কেতাব কোরাণ-শাস্ত্রে ২১২০১৪ ।

কেনে উপবাস কর ২১৫১২৮১ ; কেনে এত দুখে তুমি ২১১১৭১ ; কেনে চুরি কর কেনে ১১৪১৩২ ; কেনে পর ঘরে যাহ ১১৪১৩২ ; কেনে বা আনিলে মোরে ৩১৪১১০৫ ; কেনে শ্লোক পড়ে ইহা ৩১১৬২ ।

কেবল এই গণপ্রতি নহে ১১২১৬২ ; কেবল গোড়িয়া পাইলে ৩১৩১৩৪ ; কেবল জ্ঞান মুক্তি দিতে ২১২১১৬ ; কেবল নীলাচলে প্রভুর ১১০১১২১ ; কেবল ব্রহ্মোপাসক তিন ২১২৪১৭৭ ; কেবল ব্রহ্মোপাসক মোক্ষাকাজী ২১২৪১৭৬ ; কেবল যে রাগমার্গে ২১২১১০০ ; কেবল শব্দ পুনরপি ১১৭১২১ ; কেবল স্বরূপ জ্ঞান ২১১১১৭৮ ; কেবলার শুদ্ধ প্রেম ২১১১১৭২ ।

কেমতে এসব লোকের ১১৩১৬৬ ; কেমতে চৌদিকে দেখে ২১১১২১৫ ; কেমতে সন্ন্যাসধর্ম ২১৬১৭৩ ; কেমনে এসব অর্থ ১১৬১৮৬ ; কেমনে চন্দন নিব ২১৪১৮২ ; কেমনে ছাড়িব বঘুনাথের ২১৫১১৪৬ ; ৩১৪১৩৭ ; কেমনে ছুটিলা বলি ২১২০১৬০ ; কেমনে জানিব কলিতে ২১২০১২১ ; কেমনে জানিলে আমি ২১৩১২৬ ; কেমনে তরিমু মুক্তি ২১২৪১৭৫ ; কেমনে ধরিমু এই ২১৩১১২২ ; কেমনে প্রভুর সঙ্গে ২১৬১২৩৩ ।

কেয়াপত্র কলার খোলা ২১৫১২০৭ ; কেয়াপত্রদ্রোণী আইল ২১৪১৩৫ ।

কেশ না দেখিয়া ভক্ত ২১৩১৪২ ; কেশ না দেখিয়া শচী ২১৩১৩৮ ; কেশাগ্র শতেক ভাগ ২১২১১২৬ ; কেশাবতার আর যত ২১২৩৫২ ; কেশীতীর্থ কালীয় হৃদাদিকে ২১৫১১৩ ; কেশী স্নান করি সেই ২১৮১৭৬ ; কেশে ধরি বিপ্র লঞা ২১২১১৬ ; কেশবছত্রীরে রাজা ২১১১৬১ ; কেশব দেখিয়া প্রেমে ২১২১১৮ ; কেশব ভারতী আইলা ১১৭১২৬১ ; কেশব ভারতী আর ১১৩১৫২ ; কেশব ভারতী-শিষ্য লোক-প্রতারক ২১৭১১১২ ; কেশব ভারতীর শিষ্য তাতে ১১৭১৬৪ ; কেশব ভেদ পদ্ম-শঙ্খ ২১২০১২০৭ ; কেশব-সেবক প্রভুকে ২১৭১১৫১ ; কেশবাদি যাহা হৈতে ২১২০১৬৩ ।

কেহ কহে কৃষ্ণ সাক্ষাৎ নরনারায়ণ ১১৫১১১২ ; কেহ কহে কৃষ্ণ হয় সাক্ষাৎ বামন ১১৫১১১২ ; কেহ কহে কৃষ্ণ স্কীরোদশায়ী অবতার ১১৫১১১৩ ; কেহ কেহ এড়াইল ১১৭১৩০ ; কেহ কোন মতে কহে ১১২১২৪ ; কেহ না করিতে পারে ১১০১৪ ।

কেহো অন্ন আনি দেয় ২১৭১৫৬ ; কেহো উপরে কেহো তলে ৩১৬১৬২ ; কেহো করে বীজন ৩১৮১১০৫ ; কেহো কহে ঈশ্বর দয়ালু ২১৫১৮৫ ; কেহো কহে এই নহে ২১২৫১৪২ ; কেহো কহে কৃষ্ণ হয়ে সাক্ষাৎ বামন ১১২১২৫ ; কেহো কহে কৃষ্ণ স্কীরোদশায়ী-অবতার ১১২১২৬ ; কেহো কহে পরব্যোম ১১২১২৭ ; কেহো কান্দে কেহো হাসে ২১২১৩৮ ; কেহো কিছু কহে ৩১৩১৮২ ; কেহো কোন অংশে ৩১৩১৮৭ ; কেহো কোন প্রসাদ ৩১০১১০৫ ; কেহো

কীর্তন না করিহ ১১৭১২১; কেহো কেহো কৃষ্ণদাস ১১৭১২১; কেহো কেহো গড়াগড়ি যায় ১১৭১২১; কেহো গায় কেহো নাচে ১১৭১২১; কেহো ঘরভাত করে ১১৭১২১; কেহো ছত্রে মাগি খায় ১১৭১২১; কেহো ছলে জল দেয় ১১৭১২১; কেহো জলঘট দেয় ১১৭১২১; কেহো জানী কেহো কর্মী ১১৭১২১; কেহো ত আচার্য-আজ্ঞায় ১১৭১২১; কেহো তদ্বাদী ১১৭১২১; কেহো তাঁরে পুত্রজ্ঞানে ১১৭১২১; কেহো তাঁরে বোলে যদি ১১৭১২১; কেহো তাঁরে সখাজ্ঞানে ১১৭১২১; কেহো তোমা না শুনাবে ১১৭১২১; কেহো দুহুদধি কেহো ১১৭১২১; কেহো নাচে কেহো গায় ১১৭১২১; কেহো নাহি কহে সঙ্গের ১১৭১২১; কেহো নাহি বুঝে ১১৭১২১; কেহো পাক-ভাণ্ডার ১১৭১২১; কেহো পাপে কেহ ১১৭১২১; কেহো পায় কেহো না ১১৭১২১; কেহো পৈড় কেহ নাড় ১১৭১২১; কেহো বড়া বড়ি কড়ি ১১৭১২১; কেহো বোলে নাম হৈতে জীবের ১১৭১২১; কেহো বোলে নাম হৈতে হয় ১১৭১২১; কেহো ভূমে পড়ে কেহো ১১৭১২১; কেহো মাগি খায় ১১৭১২১; কেহো মাগি লয় ১১৭১২১; কেহো মানে কেহো না ১১৭১২১; কেহো মুক্ত কেশ পাশে ১১৭১২১; কেহো মুখরা কেহো ১১৭১২১; কেহো যদি তাঁর মুখে ১১৭১২১; কেহো যদি দেয় তবে ১১৭১২১; কেহো যদি দেশে যায় ১১৭১২১; কেহো যদি মূল্য আনে ১১৭১২১; কেহো যদি সঙ্গে মেলে ১১৭১২১; কেহো যেন এই বোলে ১১৭১২১; কেহো যেন পোতা ১১৭১২১; কেহো রাত্রে ভিক্ষা লাগি ১১৭১২১; কেহো লখিতে নাহে ১১৭১২১; কেহো লুকাইয়া করে ১১৭১২১; কেহো হয় করি প্রভু ১১৭১২১; কেহো হরিদাস বোলে ১১৭১২১; কেহো হারে জিনে ১১৭১২১; কেহো হালে কেহো নিলে ১১৭১২১।

কৈছে অষ্ট প্রহর করেন ১১৭১২১; কৈছে নাচে কেবা নাচায় ১১৭১২১; কৈছে রহে বৈরাগা ১১৭১২১; কৈলা যত বেগুধনি ১১৭১২১; কৈশোর বয়স কাম ১১৭১২১; কৈশোর বয়স দীর্ঘ ১১৭১২১; কৈশোর বয়স সফল ১১৭১২১; কৈশোর লীলার সূত্র ১১৭১২১।

কৌকড় হইল সব ১১৭১২১; কোটি অংশ কোটি শক্তি ১১৭১২১; কোটি অমৃত স্বাদ পাঞা ১১৭১২১; কোটি অর্কদ পদ্মশঙ্খ ১১৭১২১; কোটি অশ্বমেধ এক ১১৭১২১; কোটি কশ্মিনী মধ্য ১১৭১২১; কোটি কল্পে কভো তার ১১৭১২১; কোটি কাম জিনি ১১৭১২১; কোটি কামধেনু পতির ১১৭১২১; কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডে ১১৭১২১; কোটি কোটি ভক্তনেত্র ১১৭১২১; কোটি কোটি লোক আইল দেখিতে ১১৭১২১; কোটি কোটি লোক আসি কৈলা ১১৭১২১; কোটি গ্রন্থে অনন্ত লিখে ১১৭১২১; কোটি গ্রন্থে বর্ণন না ১১৭১২১; কোটি চন্দ্র জিনি মুখ ১১৭১২১; কোটি চিন্তামণি লাভ ১১৭১২১; কোটি জন্ম এই মত কীড়ায় ১১৭১২১; কোটি জন্ম হবে তোর নরকে ১১৭১২১; কোটি জন্মে তোমার স্বপ্ন ১১৭১২১; কোটি জন্মে ব্রহ্মজ্ঞান ১১৭১২১; কোটি জন্মের পাপ গেল ১১৭১২১; কোটি জ্ঞানি মধ্যে হয় ১১৭১২১; কোটি দেহ ক্ষণেকে ১১৭১২১; কোটি নাম গ্রহণ যজ্ঞ ১১৭১২১; কোটি নেত্র নাহি দিল ১১৭১২১; কোটি ব্রহ্মহুত নহে ১১৭১২১; কোটি ব্রহ্মাণ্ড করেন ১১৭১২১; কোটি ব্রহ্মাণ্ড পরবোম ১১৭১২১; কোটি ব্রহ্মাণ্ড ভাসে ১১৭১২১; কোটি ভোগ জগন্নাথ ১১৭১২১; কোটি মন্থ-মোহন ১১৭১২১; কোটি মুক্ত মধ্যে দুর্ভ ১১৭১২১; কোটি যুগ পর্যন্ত যদি ১১৭১২১; কোটি সূর্য্য জিনি ১১৭১২১; কোটি সূর্য্যসম সভার ১১৭১২১; কোটি সূর্য্য মুখ কারো ১১৭১২১; কোণার্কের দিকে প্রভুকে ১১৭১২১; কোথা হৈতে জানিবেক ১১৭১২১; কোন্ অর্থ জানি ১১৭১২১; কোন্ অপরাধ প্রভু ১১৭১২১; কোন্ আজ্ঞা হয় তাহা ১১৭১২১; কোন্ এছে হয় ইহা ১১৭১২১; কোন্ কল্প পলাইল ১১৭১২১; কোন্ কল্পে যদি যোগ্য ১১৭১২১; কোন্ কারণে যবে ১১৭১২১; কোন্ কোন্ কার্য্য ভূমি ১১৭১২১; কোন্ বিপ্র উপরে ১১৭১২১; কোন্ কোন্ বৈষ্ণব ১১৭১২১; কোন্ ছলে গোপাল আসি ১১৭১২১; কোন্ ছার পদার্থ এই ১১৭১২১; কোন্ জন্মে মোরে অবশ্য ১১৭১২১; কোন্ জানে ক্ষুদ্রজীব ১১৭১২১; কোন্ তীর্থে কোন্ তপ ১১৭১২১; কোন্ দিন কোন্ ভাবে ১১৭১২১; কোন্ দেশে কারো খ্যাতি ১১৭১২১; কোন্ নিযুক্ত কোটি ১১৭১২১; কোন্ পরদেশীকে

দিশ ৩১৩৩০; কোন প্রকারে করিব আমি ৩১৬১৮; কোন প্রকারে পারোঁ যদি ২১২৫৮; কোন প্রকারে
হরিদাসের ৩৩২৬; কোন বলে কর তুমি ১১৭১২৪৮; কোন ব্রহ্মা পুছিলে তুমি ২১২১৫০; কোন ব্রহ্মাণ্ডে
কোন লীলার ২১০৩২২; কোন ব্রহ্মাণ্ড শতকোটি ২১২১৬২; কোন বা মহুয়া হয় ১১৭১২৪২; কোন বাঞ্ছা
পূর্ণ লাগি ১১৩১৫০; কোন ভাগ্যে কারো সংসার ২১২১২২; কোন ভাগ্যে পাঁচাছোঁ ৩৫১৪; কোন মতে
রাজা যদি ২১২১১৩; কোন লীলা কোন ব্রহ্মাণ্ডে ২১০৩১৬; কোন সম্প্রদায়ে সন্ন্যাস ২১৬৬২; কোন স্থানে
বসিব ২৩৩৬৫; কোনো পাকে সেই পত্নী ১১২১২৮; কোনো ভাগ্যে কোনো ২১২৩৫; কোমল বিশ্বপত্র
সহ ২৩৪৪৪; কোলাপুরে লক্ষ্মী দেখি ২১২২৫৪; কোলাহল নাহি প্রভুর ৩১০১৭৬; কোলিগুঠী কোলিচূর্ণ
৩১০১২২।

কৌটিল্য মাৎসর্য্য হিংসা ১৮১৫২; কৌড়ি ছাড়িলে কদাচিত ৩১২১২২; কৌড়ি নাহি দিবে এই ৩১২১২৭;
কৌড়ি মাগি লঙ মুণ্ডি ৩১২৩৮; কৌতুক দেখিতে আইল ৩১২১২২; কৌতুক দেখিয়া প্রভু ২১১৭১৪০; কৌতুকী
নিত্যানন্দ সহজে ৩১৬৪৮; কৌতুকে তেঁহো যদি ৩১৬১৭; কৌতুকে পুরী তাঁরে ২১২২৬৬; কৌতুকে লক্ষ্মী
চাহেন ২১২১০২; কোপীন বহির্দাস আর ২১৭৩৫; কোমার পৌগণ্ড আর ১১৪১২২।

ক্রন্দন করিয়া তবে ২১৪১২৬; ক্রন্দনের ছলে বোলাইল ১১৪১১২; ক্রম করি কহে প্রভু ২১৬১৭৪; ক্রম-
শব্দে কহে ২১২৪১৫; ক্রমে আমি কহি ১১৬১৫১; ক্রমে ঈশ্বর পর্য্যন্ত ৩১৮১২২; ক্রমে উঠাইতে যেন ২১৮১২৪৬; ক্রমে
ক্রমে কীর্তনীয়া ৩১০১৭৪; ক্রমে ক্রমে দিবে ব্যর্থ ৩১২৪৭; ক্রমে ক্রমে দিব সব ৩১২৫২; ক্রমে ক্রমে দুই পুস্তক
২১১১১২২; ক্রমে ক্রমে পায় লোক ২১৬১২৩৫; ক্রমে ক্রমে বিকি কিনি ৩১২১২২; ক্রমে ক্রমে সেহো ভক্ত ২১২১৪১;
ক্রমে ক্রমে হৈল প্রভুর ৩১৪১১২; ক্রমে বাল্য পৌগণ্ড ২১২০৩১৮; ক্রমে রূপগোসাঞি কহে ৩১১১২৫; ক্রমে
শ্রীকৃষ্ণ গোসাঞি ৩১১১২১; ক্রমে সব তত্ত্ব শুন ২১২০১০০।

ক্রিয়াক্ষতিপ্রধান সন্ধর্ষণ ২১২০১২২১।

ক্রীড়া করে এই ছয় ১১২১৮২; ক্রীড়ার সহায় ঈশছে ১১৪১৬২।

ক্রোধ অংশ শাস্ত হৈল ৩১৬১২৫; ক্রোধ অন্ন্যাসহ আর ২১৪১১৭১; ক্রোধ করি রাস ছাড়ি ২১৮১৮৪;
ক্রোধাবেশে কহে তারে ১১৭১৪৬; ক্রোধাবেশে পাকের ৩১২১১৩০; ক্রোধাবেশে প্রভু তারে ১১৭১৬৩; ক্রোধে
কথাগণ বোলে ১১৪১৪২; ক্রোধে কিছু না কহিলা ৩১৭১৪৫; ক্রোধে গোপীনাথে কৈল ৩১৮১৫; ক্রোধে তিন
দিন ২১৭১২১; ক্রোধে সন্ধ্যাকালে কাজী ১১৭১১১২; ক্রুদ্ধ হৈয়া একা গেলা ২১১৮২; ক্রুদ্ধ হৈয়া তারে কিছু
২১৩১২১; ক্রুদ্ধ হঞা প্রভু মোরে ১১২১৩৮; ক্রুদ্ধ হঞা বংশী ভাঙ্গে ১১৫১১৫৬; ক্রুদ্ধ হঞা বোলে সেই ৩৩১৮১;
ক্রুদ্ধ হঞা ব্যাধ তারে ২১২১১৫২; ক্রুদ্ধ হঞা স্নেহ উজীর ৩৩১৫১; ক্রুদ্ধ হঞা লাধি-মারে ৩১২১৩২; ক্রুদ্ধ হঞা
কহে তারে ১১২১৬৭; ক্রুদ্ধ হঞা লক্ষ্মীদেবী ২১৪১২২২।

ক্রুর শঠের গুণভোরে ২১২১২।

খ

খ

খ

খ

খড়গ উপর পেলাইতে ৩১২১২২; খড়গোপরি গোপীনাথে ৩১২১৪০।

খণ্ড খণ্ড হৈল ভট্টমারী ২১৪১২১৫; খণ্ড-খিদিয়ায় বৃক্ষ ৩১৮১০৩; খণ্ডবাসী চিরঞ্জীব ২১১১৮১; খণ্ডবাসী
নরহরি ২১৬১১৭; খণ্ডবাসী মুকুন্দদাস ১১০১৭৬; খণ্ডবাসী লোকের এই ৩১০১১২০; খণ্ডের মুকুন্দদাস ২১৫১১১২;
খণ্ডের সম্প্রদায় করে ২১২১৪৫; খণ্ডিবে আধ্যাত্মিকাদি ৩১২১০৩; খণ্ডিবে সংসার-দুখ ২১৮১৩২; খণ্ডিবে সকল দুঃখ
২১২১২২৭; খণ্ডিল তাহার চিত্তের ১১৭১৬১; খণ্ডিলেক দুঃখ-শোক ১১০১১০৬।

খরমুজা থিরিগী-তাল ৩১৮১০২।

খাইতে শুইতে যথা তথা ৩২০১১৪ ; খাইয়া নৈবেদ্য তারে ১১৪১৫৭ ; খাইয়া হউক লোক ১১৮৩৭ ; খাইলে
প্রেমাবেশ হয় ২১৪১৩২।

খাওয়াইয়া পুন তারে ৩৮৬২।

খাটে বসি প্রভু কৈলা ১১৭১২ ; খাটে বসি ভক্তগণে দিলা ১১৭১২৩৫।

খান কহে মোর পাইক ৩৩২২।

খাপরা ভদ্রিয়া জল ২১২১২৫।

খায় পিয়ে লুটে বিলায় ৩২১১২।

খৈ সনেশ অন্ন যত ১১৪১২৫।

খোলা-বেচা শ্রীধর ১১০১৬৫।

গ

গ

গ

গ

গজপতি রাজা শুনি ২১১১২১২ ; গজেন্দ্রমোক্ষণ তীর্থে ২১২০৪।

গজা পার করি দিল ২১২০৪৩ ; গঙ্গা পার করি দেহ ২১২০৪২ ; গঙ্গাঘাটে বৃক্ষতলে ১১৭১৪৩ ; গঙ্গাজল
অমৃত কেলি ৩১৮১০৩ ; গঙ্গাজল তুলসী মঞ্জরী ১৩৮৭ ; গঙ্গাজল পাত্র আনি ১১৭১১০ ; গঙ্গাতীর পথ তবে
২৩১৫ ; গঙ্গাতীর পথে কৈল ২১৮১২০৪ ; গঙ্গাতীর পথে প্রভু ২১২১১৬১ ; গঙ্গাতীর পথে যাই ২১৮১৩৩ ;
গঙ্গাতীর পথে লৈয়া ২১১২২৭ ; গঙ্গাতীর পথের স্থখ ২১৮১৩৭ ; গঙ্গাতীরে গোফা করি ৩৩২০৩ ; গঙ্গাতীরে
তীরে আইলা ২১০৮২ গঙ্গাতীরে তীরে প্রভু ২৩২১৩ ; গঙ্গাতীরে বৃক্ষমূলে ৩৬৪৩ ; গঙ্গাতীরে যমুনা পুলিন
৩৬৮২ ; গঙ্গাতীরে যাইতে মহাপ্রভুর ২১৬১৮৭ ; গঙ্গাতীরে লঞা আইলা ২১১৮৪ ; গঙ্গাদাস পণ্ডিত গুপ্ত মুরারি
১১৩৫২ ; গঙ্গাদাস পণ্ডিত ইহো ২১১১৭৪ ; গঙ্গাদাস পণ্ডিত স্থানে ১১৫১৩ ; গঙ্গাদাস বক্তেশ্বর ২৩১৫০ ;
গঙ্গাদাস হরিদাস শ্রীমান্ ২১৩৩৮ ; গঙ্গা দুর্গা দাসী মোর ১১৪১৪৭ ; গঙ্গাপথে দুই ভাই ২১২১১৬৪ ; গঙ্গাপথে
মহাপ্রভু ২১২১০৩ ; গঙ্গাপথে যাইবার ২১৮১৪৮ ; গঙ্গামন্ত্রী মামুঠাকুর ১১২১৭২ ; গঙ্গা মৃত্তিকা আনি ৩১০১৩৩ ;
গঙ্গা যমুনা প্রয়াগ ২১২১৩২ ; গঙ্গাস্নানে কভু হবে ২৩১৮১ ; গঙ্গাস্নান কর যাই ১১৪১৭০ ; গঙ্গাস্নান করি পূজা
১১৪১৪৩ ; গঙ্গাতে কমল জন্মে ১১৬১৭৪ ; গঙ্গায় আনিয়া মোরে ২৩৩৩১ ; গঙ্গায় যমুনা বহে ২৩৩৩৩ ; গঙ্গার
নিকটে গঙ্গা দেখি ২১২০১০ ; গঙ্গার বন্দনা করি ১১৬১২৭ ; গঙ্গার মহাঘ্নোকে ১১৬১৫৩ ; গঙ্গার মহাঘ্না সাধা
১১৬১৭৭ ; গঙ্গার লহরী জ্যোৎস্না ৩৩২১৭।

গড় খাইতে ভাসে যেন ২১৫১৭৫ ; গড়িয়ার পথ ছাড়িল ২১২০১৫।

গণনহ ভাল স্থানে ২১৪১১১৩ ; গণনহ মহাপ্রভু ভোজন ৩৭১৪৮ ; গণি ধানে দেখে সর্বজ্ঞ ১১৭১২২ ; গণিতে
লাগিলা সর্বজ্ঞ ১১৭১২৮ ; গণস্থল বলমল ৩১৫১৬৪।

গভ বর্ষে পৌষে আমা ৩২১৭৬।

গদগদ বাণী রোম উঠিল ৩১৮১৪৭ ; গদাইর গৌরান্ধ বসি ৩৭১৪৮ ; গদাধর আদি প্রভুর ১৪১১৫ ; গদাধর
জগদানন্দ শঙ্কর ১১০১২৩ ; গদাধর জগদানন্দ স্বরূপের ২১২৬৭ ; গদাধর দামোদর ১৪১১৮৫ ; গদাধর দাস গোপীভাবে
১১১১১৪ ; গদাধর পণ্ডিত আসি ২১৬১২৫৩ ; গদাধর পণ্ডিত ভট্টাচার্য্য ৩১০১১৫০ ; গদাধর পণ্ডিত যবে ২১৬১২২ ;
গদাধর পণ্ডিত রহিলা ২১৫১১৮১ ; গদাধর পণ্ডিতাদি ১১১২৩ ; গদাধর পণ্ডিতে তৈহো ২১৬১৭৭ ; গদাধর পণ্ডিতের
শুক ৩৭১২৮ ; গদাধর প্রাণনাথ নাম ৩৭১৪৭ ; গদাধরে ছাড়ি গেহু ২১৬১২৭৫।

গন্ধ আশ্বাদিতে প্রভু ৩১২৮৪; গন্ধ তৈল মর্দন ৩১৮২৭; গন্ধপুষ্পধূপদীপে ২১২৮০; গন্ধবস্ত্র অলঙ্কার ২১৫১২১; গন্ধ বাটে তৈছে ২৪১২০; গন্ধকর্ষের দেহে গান ৩২১৪৭।

গবাক্ষে উড়িয়া যৈছে ২২০২৩৮; গবাক্ষের বস্ত্রে যেন ১৫৫৩২।

গমন কালে সনাতন ২১৬২৬৩; গম্ভীর করুণ মৈত্র ২২২৪৭; গম্ভীর চৈতন্যলীলা ১১৪১৬৬; গম্ভীরা ভিতরে রাত্রে ২২২৬; গম্ভীরাতে স্বরূপ গোসাক্ষি ৩১২৫২; গম্ভীরার দ্বারে কৈল ৩১০৭২; গম্ভীরার দ্বারে গোবিন্দ ৩১৭৮; গম্ভীরার ভিত্তে মুখ ৩১২৫৫।

গয়া বারাগসী আদি ২৫১০; গয়া হৈতে আসিয়া ১১৭১২২।

গরুড় পণ্ডিত লয়ে ১১০৭৩; গরুড়ে চড়ি দেখে ৩১৪২২; গরুড়ের পাছে রহি করে ৩১৬৭২; গরুড়ের পাছে রহি দর্শন ২৬৬২; গরুড়ের সমিধানে ২২৪৭; গরুড়-স্তম্ভের তলে ২২৪৭; গরুর যতেক য়োম ১১৭১৫২।

গর্ক অভিনাষ ভয় ৭১৪১৭১; গর্ক করি আইসে সঙ্গে ২২৪০; গর্ক চূর্ণ হৈলে পাছে ৩৭১০৩।

গর্ভোদকশায়ি দ্বারে ২২০২৬০; গর্ভোদ-স্কীরোদশায়ী ১৫৫৬৬।

গলাগলি করি দৌহে ২২২৬৩; গলে বস্ত্র বাধি পড়ে ২১১৭৫; গলে মালা দেয় মাথায় ২১৫৮।

গাই নাচি নাহি আমি ১৭৭২২; গাঢ় অমরাগ হয় জানি ২১১১৩৫; গাঢ় প্রেমভাবে তৈহো ২১৪১৫৮; গাঢ় ভক্তি যোগে তবে ২২১২৩; গাঢ়াভ্রাগের বিয়োগ ৩৪৬০; গাঢ়াসক্ত্যে পিয়ে কৃষ্ণের ২১২২০৮; গাঢ়কথু হৈলা রসা ৩৪৪; গানমধ্যে কোন্ গান ২৮২০৪; গাবীগণ মধ্যে যাই ৩১৭১৪; গাবী দেখি শুরু প্রভু ২১৭১৮৪; গাবীসব চৌদিকে শুধে ৩১৭১৭; গাভীর্ঘ্য গেল দৌহার ২১৪৮০; গায়ত্রীর অর্থে এই গ্রন্থ ২২৫১০২; গায়ের সঙ্গম গীত ৩১২৫১; গাইয়ে প্রভুর লীলা ১১৩১৩; গাল ফুলিল আচার্য ২১৬৮০।

গিরি ধাতু শিখিপিচ্ছ ২১৪১২১।

গীতগোবিন্দ পদ গায় জগমন ৩১৩৭৮; গীতগোবিন্দের পদ গায় প্রভুকে ৩১৫৭২; গীতশ্লোক গ্রন্থ কিবা ৩৫২২; গীতা-বিষ্ণুপুরাণাদি ১৭১১২; গীতা-ভাগবত কহে আচার্য ১১৩৬২; গীতা-ভাগবতে কৈল ভক্তির ২৬২৪; গীতাশাস্ত্র-জীবরূপ ২৬১৪২; গীতের গূঢ় অর্থ ৩৫২০।

গুঞ্জামালা দিয়া দিলা ৩৬৩০১; গুণমধ্যে ছলে করে ৩৮৭৪; গুণরাজ খান কৈল ২১৫১০০; গুণ-শব্দের অর্থ কৃষ্ণের ২২৪৩৩; গুণশ্রেণী পুষ্পমালা ২৮১৩৬; গুণাকৃষ্ট হঞা করে কৃষ্ণের ২২৪৮৫; গুণাকৃষ্ট হৈয়া করে নির্মল ২২৪৮০; ২২৪৮২; গুণাতীত বিষ্ণু স্পর্শ নাহি মায়া গুণে ১৫৮৮; গুণাতীত বিষ্ণু স্পর্শ নাহি মায়াসনে ২২০২৪৭; গুণাধিকা স্বাদাধিক্যে ২৮৬৭; গুণাবতার আর ২২০২১৪; গুণাবতার তৈহো সর্ব ১৬৬৬; গুণাবতারের এবে গুন ২২০২৫৭; গুণার্ণব মিশ্র নাম ১৫১৪৬; গুণে দোষোদগার ছলে ২৭৩১।

গুণ্ডিচাগৃহের কৈল ৩১০১০০; গুণ্ডিচা দেখিয়া যান ২১৪৪৪; গুণ্ডিচা দেখিয়া যাবে ২১৫৪১; গুণ্ডিচা মন্দিরে কিবা ৩৮৩৪; গুণ্ডিচা মন্দিরে গেলা ২১২৭৮; গুণ্ডিচা মন্দিরে মহাপ্রভুর ১১২১৮; গুণ্ডিচা মন্দির মার্জ্জন ২১২৭০; গুণ্ডিচা মার্জ্জন লীলা ২১২২১৮; গুণ্ডিচাতে নৃত্য অন্তে ২১১৩৫; গুণ্ডিচায় আসিবে সভায় ২১৫১৮।

গুণ্ডদন্ত জলযুদ্ধ করে ২১৪৭৮; গুপ্তে বোলাইল নীলাধর ১১৪১০; গুপ্তে রাখিহ কাই ২৮২৪১; গুপ্তে সভারে আনি ২৩১৪।

গুরু অন্তর্যামিরূপে ২২২৩০; গুরু আজ্ঞা দিয়াছেন ২১০১৪০; গুরু আজ্ঞা না লজ্জিবে ২১০১৪১; গুরু ইহার কেশবভারতী ২৬৭০; গুরু উপেক্ষা কৈলে ৩৮২২; গুরুকর্ণে কহ কৃষ্ণনাম ২২৫৩; গুরুকর্ণে কহে

কহ ২১২৫৫; গুরুকৃষ্ণ প্রসাদে পায় ২১২১৩৩; গুরু কৃষ্ণরূপ হন ১১১২৭; গুরুঠাঞি আজ্ঞা মাগি ২১০১০৭; গুরুতব কহিয়াছে ১১৭১২; গুরুতুল্য জীগণের ২১২৪৪২; গুরু নানা ভাবগণ ২১২৬৫; গুরুপাদাশ্রয় দীক্ষা ২১২২৬১; গুরুপাশে সেই ভক্তি ২১২৫১০১; গুরুবর্গ নিত্যানন্দ ১১৫১২৩; গুরুবুদ্ধো ছোট বিপ্র ২১৫৩৩; গুরু বৈষ্ণব ভগবান ১১১৩; গুরুভোজনে উদরে কভু ৩১০১১৮; গুরু মোরে মূর্থ দেখি ১১৭১৬২; গুরুরূপে কৃষ্ণ রূপা ১১১২৭; গুরু লক্ষণ শিশুলক্ষণ ২১২৪১২৪২; গুরু লঘু ভাব তার ১১০১৩; গুরু-শিষ্ট-শ্রময়ে সত্য ২১০১১৬৭; গুরু সম লঘুকে করায় ১১৬৪২। গুরুসেবা উর্দ্ধপুণ্ড্র ২১২৪১২৪৪; গুরু হঞা তরলতা ৩১২৭৬; গুরু হৈয়া শিষ্টে নমস্কার ২১১৭১৬১; গুরুর কিকর হয় ২১০১৩৩; গুরুর সম্মুখে মাথা ১১০১৩৮; গুরুজরী রাগ লঞা ৩১৩৭৮।

গুহ অঙ্গের হয় তাঁহা ৩১৩৭৭।

গুট মোর হৃদয় তুঞি ৩১৭৬।

গৃহবৃন্তি যেনা ছিল ৩৩১৩১; গৃহভিতর বসি কৈল ২১২১২৭; গৃহসহিত আত্মা তাঁরে ২১০১৩০; গৃহস্থ বিষয়ী আমি ২১৫১১০৪; গৃহস্থ ব্রাহ্মণ আমার ২১২১৮৮; গৃহস্থ হইয়া করিব ১১৫১১৮; গৃহস্থ হইলাম এবে ১১৫১২৩; গৃহস্থ হঞা রায় নহে ৩১৫৭৭; গৃহস্থ হয়েন ইহো ২১৫১২৬; গৃহস্থের ঘরে তোমায় ৩৩১৪৪; গৃহিণী বিনা গৃহধর্ম ১১৫১২৪; গৃহে দুইজন দেখে ১১৪১৫; গৃহে পাক করি প্রভুকে ২১৭৫০; গৃহে বসি কৃষ্ণনাম ২১৭১২৪; গৃহের ভিতরে প্রভু ২৩৫৭৭।

গৌঁ গৌঁ শব্দ করে ৩১২১৫৭; গৌকর্ণ শিব দেখি ২১২২৫৩; গৌকুল দেখিয়া আইল ২১৮১৬২; গৌকুলাখ্য মথুরাখ্য ২১২০১৮৩; গৌকুলে কেবলা রতি ২১২১৬৬; গৌকুলে রহিলা দৌহে ৩১৩৪৪; গোড়াইলা নৃত্যগীত ২১১০১; গোদাবরী তীরে চলি ২১৮৮; গোদাবরী তীরে বনে ২১৩২৫; গোদাবরী দেখি হৈল ২১৮১২; গোদাবরী পার হৈয়া ২১৮১০; গোদোহন করিতে ২১৪৩০।

গোপগণের যত, তার ২১২১১৬; গোপ গোপী সঙ্গে ১১৫১১৮; গোপগৃহে জন্ম ছিল ১১৭১১০৫; গোপজ্ঞাতি আমি বহু ৩৩৭৭৪; গোপজ্ঞাতি কৃষ্ণ ২১২১২৪; গোপবালক সব ২৩১১১; গোপবেশ ত্রিভঙ্গিম ১১৭১১৭২; গোপবেশ বেণুকের ২১১১৮৩; গোপবেশ হৈলা প্রভু ২১৫১১৮; গোপলীলায় পায় যেই ৩১২১১১।

গোপাল আচার্য আর ১১০১১২; গোপাল আসিয়া কহে ২১৪১৫৭; গোপাল কহে পুরী ২১৪১০৫; গোপাল গোপীনাথ ২১৪১০৭; গোপাল গোবিন্দ রাম ১১৭১১১৬; গোপাল চক্রবর্তী নাম ৩৩১৭৮; গোপাল চন্দন মাগে ২১৪১৪২; গোপাল তাঁরে আজ্ঞা ২১৪১৮৫; গোপাল দর্শনে খণ্ডে ২১৪১২৫; গোপাল দেখিয়া লোক ২১৫১০৮; গোপাল দেখিয়া সন্তে ২১৪১৮৪; গোপাল বালক এক ২১৪১২৩; গোপাল বিপ্রেস কুমাইল ২১১১৪৩; গোপাল ভট্টাচার্য তাঁর ৩২১৮৮; গোপাল প্রকট করি ২১৭১১৫২; গোপাল প্রকট শুনি ২১৪১২৭; গোপাল প্রকট হৈল ২১৪১৮৮; গোপাল মন্দিরে গেলা ২১৮১৩৫; গোপাল যদি সাক্ষী দেন ২১৫১৭৬; গোপাল রহিলা দৌহে ২১৫১১৫; গোপাল লইয়া সেই ২১৫১২২; গোপাল-চরণে মাগে ২১৫১২১; গোপালচম্পু নাম গ্রন্থসার ৩১৪২২১; গোপালচম্পুনাম গ্রন্থ মহা ২১১৩২; গোপাল-প্রভাবে হয় ২১৪১৭৮; গোপাল রায়ের দর্শন ২১৮১২০; গোপালসঙ্গে চলি আইলা ২১৮১৩৪; গোপাল-স্থাপন ক্ষীর ২১২৫১২৮; গোপাল-সৌন্দর্য দেখি ২১৫১৪; গোপাল-সৌন্দর্য দৌহার ২১৫১১৪; গোপালে পরাইব এই ২১৪১৮০; গোপালের আগে এ কহ সত্য ২১৫১৩০; ২১৫১৭১; গোপালের আগে পড়ে ২১৫১১০; গোপালের আগে বিপ্র ২১৫১৩১; গোপালের আগে যাব ২১৫১৩৪; গোপালের আগে লোক ২১৪১২২; গোপালের পূর্বকথা ২১৫১৬; গোপালের সহজ প্রীতি ২১৪১২৪; গোপালের সৌন্দর্য দেখি প্রভুর ২১৮১৩২; গোপালের সৌন্দর্য দেখি লোকে ২১৫১০২।

গোপিকা অহুগা হঞা ২১২১২৫; গোপিকা জানেন কৃষ্ণের ১১৪১৭৫; গোপিকা দর্শনে কৃষ্ণের বাড়ে ১১৪১৬১; গোপিকা দর্শনে কৃষ্ণের যে আনন্দ ১১৪১৫৮; গোপিকা ভাবের এই স্বদূত ১১৭১২৭১; গোপিকা

হয়েন প্রিয়া শিখা ১৪১১৭৪; গোপিকার প্রেমে নাহি ২১৪১৫৫; গোপিকার ভাব না যায় ১১৭২৭৩; গোপিকার মন হরিতে ২২১১৩৪; গোপিকার স্থ কৃষ্ণস্থখে ১৪১১৬০; গোপিকারে হস্ত করিতে ২২১১৩৫।

গোপী অচ্যুতগতি বিনা ২৮১১৮৫; গোপীগণ করে যবে ১৪১১৫৭; গোপীগণ কহে সভে করিয়া ৩১৬১১৩৩; গোপীগণ দেখি কৃষ্ণের ১১৭১২৭৭; গোপীগণ বিনা কৃষ্ণের ২১৪১২২১; গোপীগণ মধ্যে শ্রেষ্ঠা ২১৪১১৫৭; গোপীগণ সহ বিহার ৩১৭১২৫; গোপীগণের প্রেম অধিকৃত ১৪১১৩২; গোপীগণের রাসনৃত্য-মণ্ডলী ২৮১১৮০; গোপীগণের শুদ্ধ প্রেম ৩৭১৬১; গোপী গোপী নাম নয় ১১৭১২৪০; গোপী গোপী নাম শুনি ১১৭১২৪১; গোপী গোপী বলিলে বা ১১৭১২৪২; গোপীচন্দন ভিতর ২২২১৩০; গোপীচন্দন মালা ধুতি ২২৪১২৪৫; গোপীদ্বারা লক্ষী করে ২২১১৪০; গোপীনাথ অইলা বাসার ২১১১১৬৬; গোপীনাথ আচার্য্য কহে ২৬১৫০; গোপীনাথ আচার্য্য কিছু ২৬১৭৬; গোপীনাথ আচার্য্যের কহে ২৬১৪২; ২৬১৬৩; গোপীনাথ আমার সে এক ২৪১১৫২; গোপীনাথ এই মত ৩২১২২১; গোপীনাথ কহে ইহার ২৬১৭২; গোপীনাথ কহে তোমার ২১৪১৮৩; গোপীনাথ কহে নাম ২৬১৭০; গোপীনাথ চরণে কৈলা ২৪১১৫৪; গোপীনাথ চিনে সভাকে ২১১১৬০; গোপীনাথ পট্টনায়ক রামরায়ের ৩২১১৬; গোপীনাথ পট্টনায়ক রামানন্দ ২১১২৫১; গোপীনাথ পট্টনায়ক সেবক ৩২১৪৫; গোপীনাথ পট্টনায়কে যবে ৩২১৮৪; গোপীনাথ প্রভু লঞা ২৬১৬৫; গোপীনাথকে বড় জানা চাক্রে ৩২১১২; গোপীনাথ বড় জানারে ডাকিয়া ৩২১০২; গোপীনাথ বাগীনাথ দুই ২১১১১৬৪; গোপীনাথরূপে যদি ২৪১২০৫; গোপীনাথ সিংহ এক ১১০১৭৪; গোপীনাথ-সেবক দেখে ২৪১২০০; গোপীনাথার্চ্য্য আর ২১৬১২৭; গোপীনাথার্চ্য্য উত্তম ২১২১১৭৬; গোপীনাথার্চ্য্য কহে ২৬১২০; গোপীনাথার্চ্য্য কিছু ২১৪১৮১; গোপীনাথার্চ্য্য গেলা ২১৫১২৬৫; গোপীনাথার্চ্য্য চলে ২২১৩১৩; গোপীনাথার্চ্য্য জগদানন্দ ৩১০১১৫১; গোপীনাথার্চ্য্য তারে করিয়াছে ২১১১১৮৭; গোপীনাথার্চ্য্য তাঁর বৈষ্ণবতা ২৬১২১৫; গোপীনাথার্চ্য্য বোলে আমি ২৬১২২০; গোপীনাথার্চ্য্য ভট্টাচার্য্য ২১১১১১০; গোপীনাথার্চ্য্য সভাকে করাবে ২১১১৬১; গোপীনাথার্চ্য্য সভায় বাসাস্থান ২১১১১৬২; গোপীনাথে দেখাইল ২১১১১৬৫; গোপীনাথের অঙ্গে নিত্য ২৪১১৫৮; ২৪১১৬২; গোপীনাথের ক্রোধ হৈল ৩২১২২; গোপীনাথের নিন্দা আর ৩২১২৪৭; গোপীনাথের সেবকগণে ২৪১১৬১; গোপীনাথের ক্ষীর ২৪১১১৭; গোপীপ্রেমে করে কৃষ্ণ ১৪১১৬৮; গোপীভাগ্য কৃষ্ণগুণ ২২১১২৩; গোপীভাব দর্পণ ২২১১২২; গোপীভাব যাতে প্রভু ১১৭১২৭০; গোপীভাব হৃদয়ে ৩১২১৫০; গোপীভাবে প্রভু বিরহে ২১১১৫২; গোপী লক্ষী ভেদ নাহি ২২১১৩২; গোপীশোভা দেখি কৃষ্ণের ১৪১১৬৩; গোপীসঙ্গে লীলা যত ২১৪১১২৩; গোপেন্দ্রহৃত বিনা তেঁহো ২৮১২৩৮; গোফার শোভা দেখি ৩৩১২১৮।

গোবদীর রৌরব মধ্যে ১১৭১১৫২; গোবর্দ্ধন উপরে আমি ২১৮১২০; গোবর্দ্ধন দেখি প্রভু প্রেমাবিষ্ট ২১৮১২২; গোবর্দ্ধন দেখি প্রভু হৈলা ২১৮১১৩; গোবর্দ্ধন পরিক্রমায় ২১৮১২৮; গোবর্দ্ধন যজ্ঞে অন্ন ২১৫১২৩২; গোবর্দ্ধন শৈল জ্ঞানে ৩১৪১৮০; গোবর্দ্ধন হৈতে মোরে ৩১৪১২২; গোবর্দ্ধনে চড়ি কৃষ্ণ ৩১৪১১০১; গোবর্দ্ধনে তাজিব দেহ ১১০১২২; গোবর্দ্ধনে না চড়িহ ৩১৩১৩৮; গোবর্দ্ধনের চৌদিকে ৩১৪১১০১; গোবর্দ্ধনের পুত্র তেঁহো ৩৬১২৪৭; গোবর্দ্ধনের শিলা কভু ৩৬১২৮৫; গোবর্দ্ধনের শিলা গুণ্ডামালা ৩৬১২৮১; ৩২০১১০৪।

গোব্রাহ্মণদ্রোহি সঙ্গে ২১১১১৮৬; গোব্রাহ্মণ বৈষ্ণব হিংসা ২১৬১১৮৬; গোব্রাহ্মণ হিংসা করে ৩৩১৪২।

গোবিন্দ আইলা করিতে ৩১০১৭২; গোবিন্দ আশ্রয় সেবা ১১০১১৪২; গোবিন্দ আসি দেখি ৩১২১১৫০; গোবিন্দ আমিয়া করে ৩১০১৮১; গোবিন্দ করিল প্রভুর ২১০১১৩৮; গোবিন্দ কহে উঠি আসি ৩১১১১৭; গোবিন্দ কহে করিতে ৩১০১৮৫; গোবিন্দ কহে জগন্নাথ ৩১৩১৮৫; গোবিন্দ কহে দ্বারে শুইলা ৩১০১২০; গোবিন্দ কহে মনে ৩১০১২২; গোবিন্দ কহে রাঘবের ৩১০১২২৫; গোবিন্দ কহে শ্রীকান্ত ৩১২১৩৬; গোবিন্দ কালীধরে প্রভু ৩৮১৫৮; গোবিন্দ কুণ্ডাদি তীর্থে ২১৮১৩০; গোবিন্দকুণ্ডের জল ২৪১৫৪; গোবিন্দ দ্বারায় হুঁহাকে ৩৪১৪২; গোবিন্দদ্বারায় প্রভুর

তা১৫২; গোবিন্দে দেখিয়া প্রভু তা১০৮২; গোবিন্দ খাইল পাছে তা১৪৮১; গোবিন্দপাশে শুনি প্রভু তা১২৭৭; গোবিন্দ প্রধান কৈল তা১৩৪১; গোবিন্দ প্রভুকে কহে তা১২১২; গোবিন্দ প্রসাদ তাঁরে তা১২১১; গোবিন্দ বোলাইয়া কিছু তা১৪২; গোবিন্দ মাধব আর তা১১৭৭; গোবিন্দ মাধব বাহুদেব তা১০১১৩; গোবিন্দ শ্রীরঙ্গ মুকুন্দ তা১১৪৮; গোবিন্দচরণে কৈল তা১৩১২২; গোবিন্দ-চরণারবিন্দ য়ার তা১৩১২২; গোবিন্দ-বিরহে শূন্য তা২০৩২; গোবিন্দ বিরূপাক্ষ তা১৩৩৫; গোবিন্দ ভক্ত আর বাগীনাথ তা১৮৪৬; গোবিন্দ-মহিমা জ্ঞানের তা১২২২; গোবিন্দ-সর্বস্ব সর্বকান্তা তা১৭৭১; গোবিন্দাদি মিলি সভে তা১১৫৩; গোবিন্দানন্দিনী রাধা তা১৭৭১; গোবিন্দের ঠাকুর তৈল তা১২১০৩; গোবিন্দের ঠাকুর রাঘব তা১১৫৩; গোবিন্দের প্রতিমূর্তি তা১৬০; গোবিন্দের প্রিয় সেবক তা১৮৬১; গোবিন্দের ভাগ্যসীমা তা১০১৪৫; গোবিন্দের মাধুরী দেখি তা২০১৫০; গোবিন্দের মুখে প্রভু তা১৩১৪; গোবিন্দের সঙ্গে করে তা১০১৪৫; গোবিন্দের সঙ্গে সেবা তা১০১৪১; গোবিন্দেরে আঞ্জা দিল করি আচমন তা১২৫১; গোবিন্দেরে আঞ্জা দিল গ্রিহা আঞ্জ তা১২৩৪; গোবিন্দেরে কহি এক তা১৩১০৩; গোবিন্দেরে কহি সেই তা১৩১১; গোবিন্দেরে কহে রঘুনাথে তা১২০৪; গোবিন্দেরে ঠারে প্রভু তা১৬৫০; গোবিন্দেরে পণ্ডিত কিছু তা১২১৪৪; গোবিন্দেরে পুছে ইহা তা১৩১০; গোবিন্দেরে মহাপ্রভু করিয়াছে তা১৬৪০; গোবিন্দেরে সভে পুছে তা১০১০২।

গোবিন্দ-জলে লেপিল তা১১৫০।

গোবিন্দের ঘরে গোহালি তা১১৪৫।

গোলোক গোকুল ধাম তা২০৩৩০; গোলক পরব্যোম তা২১৪০; গোলোক বৈকুণ্ঠ স্বর্গে তা২০২২২; গোলোকাখ্য গোকুল তা২১৭৪; গোলোকে ব্রজের সহ তা১৩৩।

গোষ্ঠী সহিতে কৈল তা১৪০।

গোবিন্দা-শিব দেখি তা১৬২; গোসাক্ষি আইলা গ্রামে তা১২২৮; গোসাক্ষি কহেন এই মত তা১৪৪৪; গোসাক্ষি কহে এক ক্ষণ তা২০৪২; গোসাক্ষি কহে কেহো দ্রব্য তা২০৩১; গোসাক্ষি কহে পুরীশ্বর তা১০১৩২; গোসাক্ষি কহে মোহর তা২০৩৪; গোসাক্ষি কহে যে খণ্ডিল তা২০৮৮; গোসাক্ষি কুলিয়া হৈতে তা১১৫৩; গোসাক্ষি কোঁতুকে নিল তা১২৬৬; গোসাক্ষি গোসাক্ষি এবে তা১১০; গোসাক্ষি ঠাকুর নিত্য আসে তা১৩৩; গোসাক্ষি দাস আনি মালা তা১৮৭১; গোসাক্ষিদাস পূজারী তা১৮৬২; গোসাক্ষি দেখিয়া আচার্য্য তা১১৭৭; গোসাক্ষি দেখিতে লোক তা১২২৮; গোসাক্ষি তারে প্রীত করি তা১৩ গোসাক্ষি প্রমাণ পথ তা২৪১৬০; গোসাক্ষি বিদায় দিল তা১১৫৮; গোসাক্ষি যাই বসিলা তা১১৪২; গোসাক্ষি রাখিতে করিহ তা১৬৫; গোসাক্ষির অভিপ্রায় এই তা১৩০০; গোসাক্ষির আবেশ দেখি লোক তা১৫৩৬; গোসাক্ষির আবেশ দেখি সভে মৌন তা১১১২; গোসাক্ষির জানিতে চাহি তা১৬৪২; গোসাক্ষির ঠাকুর আইলা তা২০৮৩; গোসাক্ষিরে নমস্করি তা১০২; গোসাক্ষির পাণ্ডিত্য প্রেমে তা১১০০; গোসাক্ষির ভগিনীপতি তা২০৩৭; গোসাক্ষির মহিমা তেঁহো তা১১৬৫; গোসাক্ষির শয়ন করাই তা১৭৭৭; গোসাক্ষির শেষ অন্ন তা১১২০; গোসাক্ষির-সঙ্গের ভক্ত তা১৪৮; গোসাক্ষির সঙ্গ-রহে তা১২০২; গোসাক্ষির স্থানে আচার্য্য তা১০৬; গোসাক্ষির সৌন্দর্য্য দেখি তা১৩৫

গোড় নিকট আসিতে তা১১২৮; গোড় বঙ্গ উৎকল তা১৭৪২; গোড় সব রথ টানে আগে না তা১৪৪৫; গোড় সব রথ টানে করিয়া তা১৩২৬; গোড় হৈতে আইলা তেঁহো তা১০৪; গোড় হৈতে আইল দুই তা১১০২; গোড় হৈতে চলি আইলাঙ তা১০২, গোড় হৈতে বৈষ্ণব তা১১৫৬; গোড় হৈতে ভক্ত আইসে তা১১৫৩; গোড় দেশ দিয়া যাব তা১৬২০; গোড়দেশ যাইতে তবে তা১২৬৪; গোড়দেশ হৈতে সব তা১১২২; গোড়দেশে পাঠাইতে তা১০৬৬; গোড়দেশে পূর্বশৈলে তা১৪৬; গোড়দেশে যত হয় তা১৬২; গোড়দেশে যাহ-সবে তা১৫৪০;

গৌড়দেশে হয় মোর ২১৬৮২; গৌড়দেশের ভক্তগণ ৩২১৭; গৌড়দেশের ভক্তের কৈল ১১০১১২; গৌড়দেশের লোক নিস্তারিতে ৩২১৬।

গৌড়িয়া আইসে দধি ২২৫১৫৮; গৌড়িয়া উড়িয়া যত ৩১৫৩; গৌড়িয়া ঠক এই ২১৮১৬২; গৌড়িয়া বাটপাড় নহে ২১৮১৬৫; গৌড়িয়া সঙ্কীৰ্ত্তন আর ৩১০১৪৬; গৌড়িয়া সম্প্রদায় সব ৩১০১৪৪; গৌড়িয়া ভক্তে আজ্ঞা দিল ২১১২৬।

গৌড়ে আসি অল্পপমের ৩১৩২; গৌড়ে উৎকলে যত ২১৫২১৬; গৌড়ে ঐছে আবেশ ৩২১৪; গৌড়ে পূৰ্ব্বে ভৃত্য প্রভুর ১১০১৪৭; গৌড়ে যে অৰ্থ ছিল ৩৪২০৬; গৌড়ে রহি মোর ইচ্ছা ২১৬৬৩; গৌড়ে রহে পাংশাহা ৩৩১৭২; গৌড়ে রাখিল মূদ্রা ২১২৮; গৌড়েশ্বর যবন রাজা ২১১৫৮; গৌড়ের নিকটে গ্রাম ২১১৫৬; গৌড়ের ভক্ত আইসে ২১১১১৪; গৌড়ের ভক্তগণে তবে ২১১১৩৭; গৌড়ের ভক্তগণ যত ৩৭৫১।

গৌণ বৃত্তো যেনা ভাষ্য ১৭১০৪; গৌণ মুখ্য বৃত্তি কি ২২০১২৮; গৌণার্থ করিল ১৭১০৫; গৌণার্থে ব্যাখ্যা করে ১৭১২৬।

গৌতমী গঙ্গায় যাই ২২১২২।

গৌর অঙ্গ নহে মোর ২১৮২৩৮; গৌর আগে চলে শ্রাম ২১৩১১৩; গৌর কথা বিনা আর ১৮৬৩; গৌর গোপাল মন্ত্র ৩২১৩০; গৌর জন্মরূপে ৩৫১৪২; গৌরচন্দ্র বলে লোক ১১৭১৩৪; গৌরচন্দ্র বিনা নাহি ১১০১২; গৌর দেহ কাস্তি ২৩১০৭; গৌরপাদ পদ্ম যার ৩৫১০৩; গৌর প্রভু দয়াময় ১১৩১২১; গৌর ভক্তগণ রূপা কে ৩৫১৪২; গৌর যদি আগে না যায় ২১৩১১৩; গৌর লীলা ভক্তি-ভক্ত ৩৫১৫৪; গৌরলীলায়তনিসিদ্ধ ১১২১২২; গৌর হরি বলি তাঁরে ১১৩১২৩; গৌরস্বধ দান হেতু তৈছে ৩৬৮।

গৌরানন্দ-স্তবকল্পক্কে ৩৬৩১২; ৩১৪৬৮; ৩১৪১১৩; ৩১৬৮০; ৩১৭৬৭; ৩১২১৭১; গৌরানন্দের শেষ লীলা ১৮৬০।

গৌরী দাস পণ্ডিত যার ১১১১২৩।

গ্রন্থ বাড়ে পুনরুক্তি ২২৫১১৬; গ্রন্থ-বাহুল্য ভয়ে নায়ে ১১২১৫৩; গ্রন্থ বিস্তার ভয়ে তেঁহো ১১৩১৪৭; গ্রন্থ লোক গীত কেহো ২১০১১০; গ্রন্থের আরম্ভে করি ১১১৩; গ্রন্থের ফল শুনাইবে ৩১১১৫।

গ্রন্থগ্রন্থ প্রায় নকুল ৩২১৭৭।

গ্রাম উজাড় হৈল ২১৮২৬; গ্রাম সম্বন্ধে আমি তোমার ১১৭১৪৪; গ্রাম সম্বন্ধে চক্রবর্তী ১১৭১৪২; গ্রাম সম্বন্ধে তুমি ১১৪১৪২; গ্রাম্য কথা না শুনিবে ৩৬২৩৪; গ্রাম্য কবির কবিত্ব ৩৫১০৪; গ্রাম্যবার্তা নাহি শুনে ৩১৩১৩১; গ্রাম্যবার্তা ভয়ে ২৪১৭৭; গ্রাম্য ব্যবহারে পণ্ডিত ২২০১২৪।

গ্রামান্তর হৈতে দৈবে ২৭১২২; গ্রামে গ্রামে কৈলা ১৭১৫২; গ্রামে গ্রামে পথ ছাড়ি ৩৬১৭১; গ্রামে ধনি হৈল ব্যাধ ২২৪১৮৮; গ্রামের ঈশ্বর তোমার ২৪১৪৭; গ্রামের ঠাকুর তুমি ১১৭১২০৬; গ্রামের নিকট আসি ২৫১০২; গ্রামের ব্রাহ্মণ সব ২৪১৫৪; গ্রামের যতেক ততুল ২৪১৬৬; গ্রামের লোক আসি ২৪১৩৬; গ্রামের লোক সব অন্ন ২২৪১৮৮; গ্রামের শূত্র হাটে ২৪১২২৪।

গ্রাম গ্রাম করি বিপ্র ৩৬২৪।

গ্রাহক নাহি না বিকায় ২১৭১৩৫।

গ্রীষ্মকাল অন্তে পুনঃ ২৪১১৬৮; গ্রীষ্মকালে গোপীনাথ ২৪১১৬৪।

ঘ

ঘ

ঘ

ঘ

ঘট পটিয়া মূখ্য তুফি তা১৮৮ ; ঘট ভরি প্রভু তেঁহো ২১৬৫১ ; ঘট একে শত শ্লোক ১১৬৩৪ ; ঘটে ঘটে
ঠেকি ২১২১০৭ ; ঘটের কারণ চক্র ১৫৫৬ ; ঘটের নিমিত্ত হেতু ১৫৫৫ ।

ঘন ঘন পড়ে প্রভু ২১১৬০ ।

ঘর দুই প্রণালিকায় ২১২১০০ ; ঘর ভাত করে আর ১১১০৫ ; ঘর বাণী কর সদা ২১১৮৭ ; ঘর বাহ ভয়
কিছু ২১২০০ ; ঘর বৃষ্টি সহৈ আনেন ১২০১২ ; ঘরিতে ঘরিতে যৈছে ২১১২০ ।

ঘরে আইলা প্রভু লঞা ১১৬২১ ; ঘরে আইলা ভট্টাচার্য ২১৬২২৪ ; ঘরে আসি করে প্রভু ২১৫৬ ; ঘরে
আসি তেঁহো প্রভুর ২১৬২৪০ ; ঘরে আসি দুই ভাই ২১১৭২ ; ঘরে আসি পবিত্র স্থানে ২১৬৭ ; ঘরে আসি
প্রভুর কৈল ২১৭১১২ ; ঘরে আসি ভট্টাচার্য তাঁরে আজ্ঞা ২১৫১২২ ; ঘরে আসি ভট্টাচার্য বাঠীর মাতা ২১৫১২৫৭ ;
ঘরে আসি মধ্যাহ্ন করি ১১৬৪২ ; ঘরে আসি মিশ্র কৈল ১৫৬৫ ; ঘরে আসি রাত্রে ভট্ট ১১৭১০৪ ; ঘরে কৃষ্ণ ভজি
মোরে ২১৬৬৮ ; ঘরে গিয়া কর সতে ২১২০৪ ; ঘরে গিয়া ব্রাহ্মণে দেহ ২১২৪১৮১ ; ঘরে গিয়া সব লোক ১১৭১২৫ ;
ঘরে গুপ্ত হও কেনে ২১২৬৪ ; ঘরে গেলা ব্যাধ গুরুকে ২১২৪১৮৬ ; ঘরে ঘরে সঙ্গীতন ১১৭১১৫ ; ঘরে পাইয়াছে
এবে ২১১১৪ ; ঘরে বসি চিন্তে তা-সভার ১১৭১২৫২ ; ঘরে ভাত করি করে ১২৮৬ ; ১২১০০ ; ঘরে ভাত রাখে
আর ১১০১৩১ ; ঘরে যত ভাণ্ড ছিল ১১৪৪০ ; ঘরে ঘাই দুঃখ মনে ১১৭২৩ ; ঘরে লঞা আইলা ২১৭৮৩ ;
ঘরেতে পাঠিয়া দেয় ১১১৮১ ; ঘরের ভিতর গেলা প্রভু ২১৫১২২১ ।

ঘাগর কিঙ্কী বাজে ২১১২০ ।

ঘাট ছাড়ি কথো দূরে ২১৮১১ ; ঘাটগাল প্রবোধি ২১৬২৫ ; ঘাটগানা ছাড়াইতে ২১৪১৫২ ; ঘাটে স্থল
নাহি ২১২১০৪ ।

ঘুমাঞা পড়েন তৈছে ১১২৬৭ ।

ঘুণা করি আলিঙ্গন ১১৮১৮৭ ; ঘুণা নাহি উপজয় ১১৮১৮৮ ; ঘুণাবুদ্ধি করি যদি ১১৮১৭২ ।

ঘুতসিক্ত চূর্ণ কৈল ১১০১২৭ ; ঘুতসিক্ত পরমায় ২১৫১২১৫ ।

ঘোড়া দশ বার হয় ১১২০ ; ঘোড়া পিড়া লুটি লবে ১১৮১৬৪ ; ঘোড়া মূল্য লঞা পাঠায় ২১০১৩৮ ।

ঘোর নরকেতে পড়ে ১১৫১২০২ ।

চ

চ

চ

চ

চ অপি দুই শব্দ ২১২৪৪২ ; চ অবধারণে ইহা অপি ২১২৪১২০ ; চ এবার্থে মুনয় এব ২১২৪১৪৭ ; চ-শব্দ অশ্বাচেষ
অর্থ ২১২৪১৪৫ ; চ-শব্দ অপি অর্থে অপি ২১২৪১১৫ ; চ-শব্দ এব অর্থে ২১২৪১৩২ ; চ-শব্দে অপি অর্থ ইহাও ২১২৪১০২ ;
চ-শব্দে করে যদি ২১২৪১০০ ; চ-শব্দে সমুচ্চয়ে আর ২১২৪১৪৩ ।

চই মরিচ স্তম্ভা ২১৩৪৩ ।

চক্রপাণি আচার্য আর ১১২১৫৬ ; চক্রবর্তী করে দৌহার ২১৬২১৮ ; চক্রবর্তী শিবানন্দ শাখাতে
১১২১৮৫ ; চক্রবর্তী সম্বন্ধে হাম তা১২০ ; চক্রবর্তীর দৌহে হয় তা১২৪ ; চক্রবাক মণ্ডল ১১৮১২২ ; চক্রলমি
ভ্রমে যৈছে ২১৩৭৭ ; চক্রাদি ধারণ ভেদে নাম ভেদ ২১০১৬৪ ; চক্রাদি ধারণ ভেদে স্তম্ভ ২১০১২০ ; চক্রাঙ্ক
ধারণের ২১০১২১ ।

চঞ্চল স্বভাব কৃষ্ণের ১১৫১৭০ ।

চটকগিরি গমন লীলা ১১৪১১৩ ; চটক পর্কতে কিবা ১১৮৩৪ ; চটক পর্কত দেখি গোবর্দ্ধন ২১২৮ ; চটক
পর্কত দেখি প্রভুর ১২০১১৬ ; চটক পর্কত দেখিল আচরিতে ১১৪১৭২

চড়াইতে চড়াইতে গাল ২১৫১২৭৬।

চট্ট গোপী মনোরথে ২১২১৮২।

চণ্ডাল পবিত্র ষাঁর ২১৬১৮২; চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি ২১২১৬৬।

চতুঃশ্লোকীতে প্রকট তার ২১২৫৮৫; চতুঃষষ্টি অঙ্গ এই ২১২১৭৩; চতুর্থ চরণে চারি ভ-কার ২১৬১৭০; চতুর্থ দিবসে গোপাল ২১১৮৩৩; চতুর্থ যে ভক্ততত্ত্ব ২১৭১১৩; চতুর্থ শ্লোকেতে করি জগতে ২১১৮; চতুর্থ শ্লোকের অর্থ এই কৈল ২১৪১৪; চতুর্থ শ্লোকের অর্থ কৈল ২১৪১২; চতুর্থ শ্লোকের অর্থ শুন ২১৩২; চতুর্থ শ্লোকের অর্থ হৈল স্নানশিত ২১৩২১; চতুর্থে কহিল জন্মের ২১৭১৩০৭; চতুর্থে মাধব পুরীর চরিত্র ২১২৫১২৮; চতুর্থে শ্রীমদভ্যাসের ২১৩২২; চতুর্দশে আত্মারাম শ্লোকার্থ ২১২৫১২১২; চতুর্দশ ভক্তভাব ২১৭১২৬৮; চতুর্ভুজ পীতবাস যৈছে ১৬১২৮; চতুর্ভুজ মূর্তি দেখায় ২১২১৩৬; চতুর্ভুজ মূর্তি দেখি ২১২৫৮; চতুর্ভুজ মূর্তি ধরি আছেন ২১৭১২৭৮; চতুর্ভুজ হৈলে নাম ২১২০১৪৭; চতুর্দশ লোক ভরি ২১১১২০১; চতুর্দশে দিব্যোন্মাদ আরম্ভ ২১৩১১৪; চতুর্দশে বাল্যলীলার ২১৭১৩১৬; চতুর্দশে হোরা পঞ্চমী ২১২৫১২০৪; চতুর্দ্বারে করহ উত্তম ২১৬১১১৫; চতুর্দিকে লোকসব ২১৭১৭৬।

চন্দন আনিঞা প্রভুর ১৬১২৫; চন্দন জলেতে করে ২১৩১১৫; চন্দন তুলসী পুষ্পমালা ২১৪১৬২; চন্দন পরি ভক্তপ্রম ২১৪১৭৫; চন্দন লেপিত অঙ্গ ১৫১১৬৫; চন্দনাক্ত প্রসাদ ডোর ২১০১১৬৫; চন্দনাদি তৈল তাই ১৩২১০১; চন্দনাদি লঞা প্রভু ১৩২১১৪০; চন্দনে পড়ে আমার জ্ঞান ১৪১১৭১; চন্দনের অঙ্গদ বালা ১৩৩১ চন্দনের নিজপুত্র দিল ২১৬১৩২; চন্দনের সিংহেশ্বর ২১০১৪৩।

চন্দ্র কান্তো উচ্ছলিত ১১৮১২৫; চন্দ্রশেখর কহে প্রভু ২১৭১২০; চন্দ্রশেখর কীর্তনীয়া ২১২৫১৩২; চন্দ্রশেখর ঘরে আসি ২১২০৪৫; চন্দ্রশেখর ঘরে কৈল ১১০১১৫২; চন্দ্রশেখর তপন মিশ্র ১৭১১৪৬; চন্দ্রশেখর দেখে বৈষ্ণব ২১২০৪৬; চন্দ্রশেখর বৈষ্ণব আর ১১০১১৫০; চন্দ্রশেখর মিলিলা ২১২১২০২; চন্দ্রশেখরেরে প্রভু ২১২০৪৮।

চক্ৰিণ বৎসর ঐছে নবদ্বীপ ১১৩৩১; চক্ৰিণ বৎসর কৈল নীলাচলে ১১৩৩১০; চক্ৰিণ বৎসর ছিলা করিয়া ১১৩৩২; চক্ৰিণ বৎসর প্রভু কৈল গৃহ ১১৩৩২; চক্ৰিণ বৎসর প্রভুর গৃহে ২১১১০; চক্ৰিণ বৎসর শেষ যেই মাঘ মাস ২১৩২; চক্ৰিণ বৎসর শেষে যেই মাঘমাস ২১১১১; চক্ৰিণ বৎসর শেষে করিয়া সন্ন্যাস ১১৩৩১০।

চমৎকার হৈল প্রভুর ২১৩১০৬; চম্পক কলিকা সম ১৩১২৭।

চরণ-চালনে কাঁপাইল ২১২৪১৬; চরণ পাখালি প্রভু ২১৬৩৩; চরণ স্মরণ প্রভাবে এই ১৩১১৩৩; চরণে ধরে কহে হরিদাস ১১১১৩৮; চরণে ধরি প্রভুকে ১১২১২৫; চরণে ধরিয়া কহে ২১৭১৪৫; চরণে ধরিয়া; প্রভুরে ২১৩১১৩; চরণে পড়িয়া শ্লোক ২১০১১১৬; চরণের ধূলি সেই ১১৭১২৩৭; চর্কণ করিতে হয় ১৪১২২২; চর্ম ঘুচাইয়া কৈল ২১০১১৬৪; চর্মচক্ষে দেখে যৈছে স্বর্ঘ্য ১১২১২; চর্মচক্ষে দেখে তারে প্রপঞ্চের ১৫১১৭; চর্ম ছাড়ি ব্রহ্মানন্দ ২১০১১৫৬; চর্মমাত্র উপরে সন্ধির ১৩৪১৬৩; চর্মাস্বর পরিধানে ২১০১১৫৪।

চল তুমি আসি সিকদার ২১৮১১৫৮; চল সন্তে যাই সার্কর্ভোমের ২১৬১২৭।

চলি আইলা ব্রহ্মানন্দ ২১০১১৪৮; চলি চলি আইলা পুরী ২১৪১২৪২; চলি চলি গোসাঞি তবে ২১২০১৩৬; চলিতে চলিতে আইলা ১৫১২; চলিতে চলিতে প্রভু ২১৫১২৪৬; চলিতে না পারে কেমনে ১৪১১১২; চলিতে নৃপুরুষনি ১১৪১৭৪; চলিতেছিল আচার্য্য ১২১৪৪; চলিবার তরে প্রভুরে ২১১১৬৪; চলিবার লাগি আজ্ঞা ২১৭১৫৩; চলিবার সজ্জা আমি ২১৩৩৩; চলিয়া আইলা রথ ২১৩১১৫৮; চলিল দক্ষিণে পুরী ২১৪১১০; চলিলা আচার্য্য সঙ্গে ২১৬১২০; চলিলা মাধবপুরী ২১৪১১৫৩; চলিলা সন্ত ভক্তগণ ১৩১২৮১।

চলে হালে নাহি ভোকা ২১৩৪৮।

চাঙ্গড়া লইয়া পসারি ৩১১৭৫; চাঙ্গে চড়া খড়্গে ডারা ৩১১৮৬; চাঙ্গে হৈতে গোপীনাথে ৩১১৯০; চাঙ্গের উপর তোমার ৩১১৯৩।

চাতুর্মাশ অস্ত্রে পুনঃ দক্ষিণ ২১১০২; চাতুর্মাশ অস্ত্রে পুন নিত্যানন্দ ২১১৫৮; চাতুর্মাশ আসি প্রভু ২১১৭৮; চাতুর্মাশ কৃপা করি ২১১৭৯; চাতুর্মাশ গোড়াইল ৩১০১৩০; চাতুর্মাশ তাই প্রভু ২১১১০১; চাতুর্মাশ পূর্ণ হৈল ২১১১৪৮; চাতুর্মাশ বহি গোড়ে ৩১১৮৩; চাতুর্মাশ সব যাত্রা ৩১২১৬১; চাতুর্মাশ-বৈদম্ব্য করে ২১৫১১৪১।

চান্দ ধরিতে চাহে ৩১৮১৮।

চাপড় খাইয়া ক্ষুদ্র ২১৩১০; চাপড় মারিয়া তারে ২১৩১০; চাঁপা কলা ঘন দুধ ২১৫১২১৫; চাঁপা কলা চিনি ঘৃত ৩১৫৭৭; চাঁপা কলা দধি সন্দেশ ২৩৫০।

চামতাপুরে আসি দেখে ২১২০৫।

চারিকুণ্ডী অবশেষ ৩১৩১৩; চারিকুণ্ডি আরোয়া ৩১৩৮২; চারি কোপীন বহির্কাস ২১৭৫২; চারি গোসাঞ্জির কৈল রায় ২১১১২৪; চারিজন পরিবেশন ৩১১১৮৩; চারিজনে আজ্ঞা দিল ২১৩৩৪; চারিজনে পুন পৃথক্ ২১২০১৬৩; চারিজন মিলি করে ২১২৫৫৪; চারিজনে যুক্তি তবে ২১০১৬৫; চারিজনের নৃত্য প্রভুর ২১১১২১৪; চারি দণ্ড নিদ্রা ১১০১১০০; চারিদিকে চারি সম্প্রদায় উচ্চস্বরে ২১১১২০৮; চারিদিকে চারি সম্প্রদায় করে ২১১১১২২; চারিদিকে ধায় লোক ৩১২২৭; চারিদিকে নৃত্যগীত ২১১১২১৩; চারিদিকে ব্যঞ্জন ভোজ ২৩৩৪১; চারিদিকে ভক্ত অঙ্গ ২১২১১৩৬। চারিদিকে ভক্তগণ করেন কীর্তন ২১২১১৩৪; চারিদিকের লোক সব ২১১১২০৬; চারিদিগে ধরিয়াছে ২১৫১২০৭; চারিদিগে পাতে ঘৃত ২১৫১২০৬; চারিদিগে ভক্তগণ করেন কীর্তন ৩১১১৬৬; চারিগ্রহর রাত্রি গেলে ২১০১৩২৪; চারিপাশে বেড়ি আছে ১৫১১৬৮; চারি পাশে শত ভক্ত ২১২১৮১; চারি পুঞ্জ সঙ্গে পড়ে ২১০১৪৭; চারি পুরুষার্থ ছাড়ায় ২১২৪১৮৮; চারি বৎসর ঘরে পিতামাতা ৩১৩১১৬; চারি বর্ষ ধরি কৃষ্ণ ২১২০১৮০; চারি বর্ণাশ্রমী যদি ২১২১১২; চারিবার লোক আসি ৩১৩৬২; চারিবিধ পাপ তার ২১২৪১৪৫; চারি বেদ উপনিষদ ২১২৫১৮২; চারি বৈষ্ণব চারি পিছোড়া ৩১১১৭৬; চারি ভক্ত সঙ্গে কৃষ্ণকীর্তন ১৪১১২; চারি ভাই সবংশে ১১০১১২; চারি ভাইর দাসদাসী ১১০১৭; চারি ভাব ভক্তি দিয়া ১৩১১৭; চারি ভাবের চতুর্দিক ১৪১৩৮; চারি ভাবের ভক্ত যত ১৩১২; চারি মহান্তরে তবে ২১১১২০২; চারি মাস এই মত ৩১০১১৪২; চারি মাস প্রভুর সঙ্গ ২১১১০১; চারি মাস বর্ষা রহিলা ৩১১১০২; ৩১০১১০৩; চারি মাস বহি গোড়ের ৩১০১১৫৪; চারি মাস বহি ভক্ত ৩১২৪৪৫; চারি মাস বহি সব ৩১১১৫৮; চারি মাস রহিলা সন্তে ২১৫১১৬; চারি মাস রহে প্রভুর ২১১২৩৬; চারি মাসের দিন মুখ্য ২১১৪১৬৬; চারি মুক্তি দিয়া ১৫১২৬; চারি যুগের অবতার ২১২০১৮২; চারি রসের গুণে বাৎসল্য ২১১১১৮৭; চারি লক্ষ গ্রন্থ দৌহে ৩১১২২২; চারি শত মুদ্রা দুই ৩১২৫৬; চারি শব্দ সঙ্গে এবের ২১২৪১৪৭; চারি সম্প্রদায়ে কৈল গায়ন ২১৩৩৩; চারি সম্প্রদায় কৈল চব্বিশ ২১৩৩২; চারি সম্প্রদায় গান করে ২১৪১২১২; চারি সেবক দুই ব্রাহ্মণ ২১৩১২২৭; চারি হস্ত হয় মহাপুরুষ ১৩৩৩।

চালে গোঁজা তালপত্র ২১১৬০; চালের উপর শ্লোক দেখি ৩১১৭৩।

চাহিয়া না পাইল কুকুর ৩১১৮; চাহিয়া বেড়াইতে ঐছে ৩১৮৩৬।

চিকিৎসা করেন যারে ১১০১৪২; চিকিৎসার বাত কহে ২১৫১২২১।

চিহ্নকৃষ্টি আশ্রয় তিঁহো ১৫১৩৫; চিহ্নকৃষ্টি জীবশক্তি মায়া ২১২০১০৩; চিহ্নকৃষ্টি বিভূতি ধাম ২১২১৪১; চিহ্নকৃষ্টি বিলাস এক ১৫১৩৬; চিহ্নকৃষ্টি মায়াশক্তি জীবশক্তি আর ২১২০১২২; চিহ্নকৃষ্টি মায়াশক্তি জীবশক্তি নাম ২১৮১১৬; চিহ্নকৃষ্টি-সম্পত্তোর বৈদম্ব্য ২১২১৭২; চিহ্নকৃষ্টি স্বরূপশক্তি ১১২৮৪।

চিড়াদধি-হৃৎ সন্দেশ ৩৬৫২; চিড়াদধি মহোৎসব খ্যাতি হৈল ৩৬৯২; চিড়াদধি মহোৎসব তাহাই করিলা ২১১২৬২; চিড়াদধি সন্দেশ কলা ৩৬৯০।

চিত্র-স্বরূপ তাহা নাহি ১৫৫২২; চিত্র আকর্ষিয়া করে ২১৫১১০; চিত্র আর্জ হৈল তার ২১৮১১৬; চিত্র কাটি তোমা হৈতে ২১৩১৩৩; চিত্র দৃঢ় হঞা লাগে ১২১১০০; চিত্র ফিরি গেল কহে ১১১২৪; চিত্র যোর গুণ হৈল ৩৩২৪০; চিত্রগুণ সর্বভক্তি সাধন ৩২০১১০।

চিত্র এই দুই ভক্তের ২১২১১৩; চিত্রজন্ম দশ অঙ্গ ২২৩৪০; চিত্রবর্ণ পটশাড়ী ১১৩১১২; চিত্র বস্ত্র আর ছত্র ২১৪১১০; চিত্রভাব চিত্র গুণ ১১১১২৭; চিত্রোৎপলা নদী তীরে ২১৬১১৮।

চিদংশে সংবিৎ যারে জ্ঞান ১৪১৫৫; ২৬১৪৫; ২৮১১২; চিদ্বিভূতি আচ্ছাদি তারে ১১১১০৭; চিদ্রন্ধ মায়া মিথ্যা ৩২১২৭; চিদ্রন্ধ হঞা কেনে ৩৮২০; চিদানন্দ কৃষ্ণের বিগ্রহ ২২৫১৩২; চিদানন্দ জ্যোতিঃ স্বাত ২১৪১২২; চিদানন্দ তেঁহো তাঁর স্থান ১১১১০৮; চিদানন্দ দেহ সর্বপ্রায় ২২০১৩২; চিদৈশ্বর্যপরিপূর্ণ অনুর্ক ১১১১০৬।

চিন্তা উদ্বেগ প্রলাপাদি ৩১১১৩; চিন্তা কান্দা উড়ি গায় ৩১৪১৪২; চিন্তামণিগণ দাসী ২১৪১২০৮; চিন্তামনি ভূমি ১৫১২৭; চিন্তামণিময় ভূমি ২১৪১২০৮; চিন্তিত হইলা সত্তে ৩২৪১৫৭।

চিনি পাকে উথড়া ৩১০১২৩; চিনি পাকে কপূরাদি ৩১০১৩০; চিনি পাকে নাড়ু কৈল ৩১০১২৬; চিন্ময় জল সেই ১৫১৪৬।

চিনাড়তলা তীর্থ দেখি ২১২২০৩।

চিরকাল নাহি করি ১৩১২২; চিরকালের পদুয়া জিনে ১১৪১৪; চিরদিনে মাধব ২৩১১১; চিরলোকপাল শব্দে ২২১১৪৩; চিরস্থায়ী গুণ বিকার ৩১০১২৩; চিরস্থায়ী ক্ষীর সার ৩১০১২৪; চিরাইয়া পর্বতদিকে ৩১৮১৩৮।

চিহ্ন দেখি চক্রবর্তী ১১৪১১১।

চুরি করি দ্রব্য খায় ১১৪১৩৭; চুরি করি রাধাকে নিল ২৮১৭৭; চুরি করি চোকা আঠি ৩১৬১৩২।

চুষিতে চুষিতে হয় ৩১৬১৩৪।

চুড়া পাঞা প্রভু ২৪১১৪; চূর্ণ দিয়া নাড়ু কৈল ৩১০১২৮; চূর্ণ হৈল হেন বালো ২৩১১৬১।

চেতন পাইয়া প্রভু ২১১১২০৭; চেতন পাইয়া পুন ২১৮১৬৬; চেতন পাইল আচার্য ২১৫৫৫; চেতন পাইলে হস্ত পদ ৩১১১২০; চেতন হইতে অস্থি ৩১৪১৬৭।

চৈতন্য আবেশ হয় ৩২১২১; চৈতন্য কথা শুনে করে ২১২১১২; চৈতন্য কৃপায় জানে ৩১০১২৭; চৈতন্য কৃপায় লেখিল ৩৩২৫৭; চৈতন্য কৃপাতে সেহো ৩৬১৩৪; চৈতন্যকৃষ্ণ অবতারে ১৩১৬৭; চৈতন্য কৃষ্ণের দৈত ১৩৫১; চৈতন্য কৃষ্ণের শাস্ত্রমত ১১১১৪; চৈতন্যগোসাক্রি কৃষ্ণ ২২৫১১৬; চৈতন্যগোসাক্রি তাতে ৩৫১১১০; চৈতন্যগোসাক্রি বৈসে ১১২১১৬; চৈতন্যগোসাক্রি যোরে করে ১৬১৪৮; চৈতন্য গোসাক্রি যারে বোলে ২১১২২; চৈতন্যগোসাক্রি যেই কহে ২২৫১৩৭; চৈতন্যগোসাক্রিকে আচার্য ১৬১৩৮; চৈতন্যগোসাক্রিকে তাঁর ১৫১১৫১; চৈতন্য গোসাক্রির এই তত্ত্ব ১২১১০২; চৈতন্যগোসাক্রির গুণ ১১২১১২; চৈতন্যগোসাক্রির তেঁহো ১৪১১৩২; চৈতন্যগোসাক্রির নিন্দা ২১৫১২৫৮; চৈতন্যগোসাক্রির যত ১১০১৩; চৈতন্যগোসাক্রির লীলা অমৃতের ১১৬১১০৪; চৈতন্যগোসাক্রির লীলার এইত ৩৩২৫৪; চৈতন্যচন্দ্রের কৃপা ৩৬১৪০; চৈতন্যচন্দ্রের বাতুল ৩৬১৪০; চৈতন্য চন্দ্রের লীলা অনন্ত অপার ১৮১৪২; চৈতন্যচন্দ্রের লীলা অগাধ গম্ভীর ৩১৩৩৫; চৈতন্যচরণ দেখি হইল ৩২১৮; চৈতন্যচরণ বিনা নাহি জানে আন ১১০১৫০; চৈতন্যচরণ বিহু নাহি জানে আর ১১০১৩৪; চৈতন্যচরণ বিনে নাহি জানে আন ২৬১১১৪; চৈতন্যচরণে পায় গাঢ় ২১৩৩২; চৈতন্যচরণে প্রেম পাইবে ৩১০১৫৭; চৈতন্যচরণে রহে যদি ২১১১১৫; চৈতন্যচরিত এই ইন্দ্রদণ্ড ৩৪১২২২; চৈতন্যচরিত বর্ণন কৈল ৩২০১৬২; চৈতন্য চরিতামৃত

অমৃত সৈতে ১৩৬১৪১; চৈতন্যচরিতামৃত কর নিজ অ৮৮৬; চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ১১১৬৭; ১১১১০৩; ১১১১২২; ১১১১২৩০; ১১১১২১১ ১১১১০৬; ১১১১১৬৪; ১১১১৮০; ১১১১৫০; ১১১১১৬২; ১১১১৫৮; ১১১১২৪; ১১১১২৩; ১১১১৩১; ১১১১১০৫; ১১১১১০২৬; ১১১১২৭৩; ১১১১২১৬; ১১১১২১০; ১১১১৬০; ১১১১২৫৮; ১১১১৫১; ১১১১২৬৪; ১১১১৩৩৭; ১১১১১৮৩; ১১১১২২৬; ১১১১২১২; ১১১১২০০; ১১১১২৪২; ১১১১২২৬; ১১১১২৮৭; ১১১১২২০; ১১১১২১২; ১১১১২১৫; ১১১১৩৩৭; ১১১১১২৭; ১১১১২৭৭; ১১১১৩৬২; ১১১১২৬৪; ১১১১৬৭; ১১১১৭০; ১১১১২৫২; ১১১১২৩০; ১১১১৫৫; ১১১১৩২১; ১১১১৫৭; ১১১১২৬; ১১১১৫১; ১১১১৫২; ১১১১১০৭; ১১১১১৫৪; ১১১১১৩৮; ১১১১১১৬; ১১১১৮৬; ১১১১৬৮। ১১১১১৮; ১১১১১০৫; ১১১১১৪৪; চৈতন্যচরিতামৃত নিজ নূতন ১১১১০৪; চৈতন্যচরিতামৃত যার প্রাণধন ১১১১২; চৈতন্যচরিতামৃত যেই জন ১১১১৪২; চৈতন্যচরিতে তাঁর পরম ১১১১৫৬; চৈতন্যচরিতে তেঁহো অতি বড় ১১১১৬২; চৈতন্যচরিত্র এই অমৃতের ১১১১২১৮; ১১১১১০৫; চৈতন্যচরিত্র এই পরম ১১১১৪২; চৈতন্যচরিত্র যেন অমৃতের ১১১১২৪; চৈতন্যচরিত্র লিখি ১১১১২৫; চৈতন্যচরিত্র স্তন ১১১১৩৩; চৈতন্যচরিত্র শ্রদ্ধার স্তনে ১১১১৩৬; চৈতন্য চাপল্য দেখি ১১১১৬৭; চৈতন্য চৈতন্য করি ১১১১২২২; চৈতন্যদাস নাম শুনি ১১১১১৪১; চৈতন্যদাস রামদাস ১১১১০৬; চৈতন্যদাসেরে দিল ১১১১১৪৮; চৈতন্য না মানিলে তেঁছে ১১১১৮; চৈতন্য নাম তাঁর ১১১১১১৩; চৈতন্য নিজাইর যাতে ১১১১৩২; চৈতন্য নিত্যানন্দ গায় ১১১১৮; চৈতন্য নিত্যানন্দ ভজ ১১১১২; চৈতন্য নিত্যানন্দে তাঁর পরম ১১১১৫৬; চৈতন্য নিত্যানন্দে নাহি এ সব ১১১১২৭; চৈতন্যপ্রতাপ দেখি ১১১১৫৬; চৈতন্য প্রভুর এই রূপার ১১১১৭০; চৈতন্য প্রভুর মহিমা ১১১১০১; চৈতন্য প্রভুর লাগি ১১১১৫২; চৈতন্য প্রভুর লীলা অনন্ত ১১১১২৪১; চৈতন্য প্রভুর লীলা কে বুঝিতে ১১১১৪২; চৈতন্য প্রসাদে মনের ১১১১০৪; চৈতন্য পারিষদ মোর মাতুলের ১১১১৩৪; চৈতন্যপার্ষদ শ্রীআচার্য্য ১১১১২৮; চৈতন্যবিম্ব যেই তার এই ১১১১৭০; চৈতন্যবিম্ব যেই সেই ত ১১১১৬২; চৈতন্যবিরহে দৌছে ১১১১৬২; চৈতন্য বিলাস সিদ্ধ ১১১১৮৪; চৈতন্যভক্তিমণ্ডপে তিঁহো ১১১১৭; চৈতন্যমঙ্গল য়েহো করিলা ১১১১৫১; চৈতন্যমঙ্গল স্তনে যদি ১১১১৩৪; চৈতন্যমঙ্গলে ইহা লিখিয়াছে ১১১১৭৮; চৈতন্যমঙ্গলে কৈল বিস্তারি ১১১১৫৫; চৈতন্য মঙ্গলে তেঁহো লিখিয়াছে ১১১১৭৬; চৈতন্যমঙ্গলে প্রভুর লীলাদ্রি ১১১১২৪; চৈতন্যমঙ্গলে বিস্তারি করিয়াছেন ১১১১৪৮; চৈতন্য মঙ্গলে বিস্তারি করিলা ১১১১৬; চৈতন্য মঙ্গলে যাহা করিলা ১১১১৬; চৈতন্যমঙ্গলে শ্রীবৃন্দাবন দাস অ৮৮৮; চৈতন্য মঙ্গলে সর্বলোকে ১১১১৩০; চৈতন্য মহিমা জানি এসব ১১১১০০; চৈতন্য মহিমা যাতে জানিবে ১১১১২২; চৈতন্যমালীর কহি লীলা ১১১১২১; চৈতন্য মালীর রূপা ১১১১৩; চৈতন্যমালীর ভক্ত ১১১১১০; চৈতন্যরহিত দেহ শুধু ১১১১৬৮; চৈতন্যলীলামৃত পুর ১১১১২২২; চৈতন্যলীলামৃত সিদ্ধ ১১১১৭২; চৈতন্যলীলারঙ্গসার ১১১১৭৩; চৈতন্যলীলাতে ব্যাস ১১১১৭৭; ১১১১১৫২; চৈতন্যলীলার আদি অন্ত ১১১১৪২; চৈতন্যলীলার তেঁহো হয় ১১১১৭৩; চৈতন্যলীলার ব্যাস দাসবৃন্দাবন ১১১১৮; চৈতন্যলীলার ব্যাস বৃন্দাবন দাস ১১১১৩০; ১১১১৪৬; চৈতন্য সমান আর রূপালু ১১১১২২০; চৈতন্য সিংহের নবদ্বীপে ১১১১২৩; চৈতন্য সেব চৈতন্য গাঁও ১১১১২৪।

চৈতন্যাবতারে কৃষ্ণপ্রেম অৱস্থা ২৪২; চৈতন্যাবতারে বহে অৱস্থা ২৪১; চৈতন্যানন্দ গুরু তাঁর ২১০।১০৩;
চৈতন্যষ্টকে রূপগোস্বামি ২১০।১২৮।

চৈতন্যে যে ভক্তি করে ২১১২৪ ; চৈতন্যের অবতারে ১৩৮০ ; চৈতন্যের কৃপা ঘাঁই ২১১১২০ ; চৈতন্যের কৃপা রূপ ২১১১২১ ; চৈতন্যের গুঢ় তত্ত্ব ২৮২৫০ ; চৈতন্যের গুঢ় লীলা ২১১১৫১ ; চৈতন্যের তোমা সম ৩১৩৫৭ ; চৈতন্যের দাস মুখি চৈতন্যের ১৬৭৩ ; চৈতন্যের দাস মুখি তাঁর দাসের ১৬৭৩ ; চৈতন্যের দাসে জানে ১৪১৮৪ ; চৈতন্যের দান্ত প্রেম ১৬৮৪৪ ; চৈতন্যের দান্তে সভায় ১৬৮৪৬ ; চৈতন্যের প্রেমপাত্র জগদানন্দ ৩১২১০০ ; চৈতন্যের বাসার আগে ২১১১২২ ; চৈতন্যের ভক্তগণের কর ৩৫১২৪ ; চৈতন্যের ভক্তবাৎসল্য অকথা ২১১২০ ; চৈতন্যের ভক্তবাৎসল্য ইহাতেই ৩১১১০১ ; চৈতন্যের ভক্তবাৎসল্য কহিতে না ৩৬২০৪ । চৈতন্যের ভক্তি যোহো ২১১২২ ;

চৈতন্যের মর্মকথা শুনে ৩১২৯৮; চৈতন্যের লীলা এই অমৃতের ৩৫৮৫; চৈতন্যের লীলা গম্ভীর ৩৩৪৬; চৈতন্যের শেষ লীলা ১৮৮৪৪; চৈতন্যের সঙ্গে সেই ১৫১৭৬; চৈতন্যের সুখকথা ৩১২৯৮; চৈতন্যের সৃষ্টি এই ২১১৮৬।

চৈত্রে বিষ্ণু বৈশাখে ২১২০১৬৮; চৈত্রে রহি কৈল সার্কর্ভোম ২১৭১৫।

চোর প্রায় করে জগন্নাথের ২১৪১২৮; চোরে যেন দণ্ড করি ২১৪১৩১; চোরে লঞা গেল প্রভুকে ১১৪১৩৫।

চৌতরা উপরে যত প্রভুর ৩৬৫২; চৌদিকে বসিলা নিত্যানন্দাদি ২১০১৩২; চৌদিকে লোক লক্ষ ২১২৫৫৫; চৌদিকে লোক উঠে ২১৩১৮২; চৌদিকের সখা কহে ২১১১২১৬; চৌদিগে পিণ্ডার মহা আবরণ ৩১১১৬৮; চৌদিকে সন্ডে মিলি ৩১৫১৭২; চৌদ্দ অবতার তাই ২১২০২৭০; চৌদ্দ ভুবনে যার ১৫১১২২; চৌদ্দ ভুবনে বৈসে ২১১২৫৩; চৌদ্দ ভুবনের গুরু ১১২১১৪; চৌদ্দ মনস্তর ব্রহ্মার ১৩৬; চৌদ্দ মাদল বাজে ৩৭১৬০; চৌদ্দ শত ছয় শকে ১১৩১৭১; চৌদ্দ শত পঞ্চাশে ১১৩৮; চৌদ্দ শত সাত শকে জন্মের ১১৩৮; চৌদ্দ শত সাত শকে মাস যে ১১৩৮২; চৌদ্দ হাত জগন্নাথের ৩১৩১১২; চোর প্রেত রাক্ষসাদির ৩৩১৭৪; চৌরাণী লক্ষ যোনিতে ২১২১২৫।

ছ

ছ

ছ

ছ

ছত্র চামর ধ্বজ ২১৪১২৭; ছত্র পাতুকা শয্যা ১৫১১০৬; ছত্রভোগ পার হঞা ৩৬১৮৩; ছয় বৎসর ঐছে প্রভু ২১১২৩২; ছয় বৎসর কৈলে যেছে ২১২৫১২২; ছয় ঋতুগণ যাহা ৩১২১৭৮; ছত্রে যাই মাগি খাইতে আরম্ভ ৩৬২৭৬; ছত্রে যাই মাগি খায় মধ্যাহ্ন ৩৬২৭৮; ছত্রে যাই মাগি খায় বিষয় স্পর্শ না ৬২১৭১; ছত্রে যাই যথালভ উদর ৩৬২৮০; ছয়ের ছয় মত ব্যাস ২১২৫৪৫।

ছাড় কৃষ্ণ কথা অধন্য ৩১৭১৫১; ছাড় চাতুরী প্রভু ২৩৭৪; ছাড়ায় অন্যত্র লোভ ৩১৫১১১; ছাড়িবার মন হৈলে ৩৪৪১; ছাড়ি অন্য নারীগণ ৩২০৪১।

ছি ছি বিষয়ী স্পর্শ ২১৩১৭৪; ছিগু কানি কাঁথা বিহু ৩৬৩০৬; ছিদ্র চাহি বলে ৩৮৪১; ছিদ্র পাঞা রায় তারে ২১২৫১৪১।

ছুটা পান বিড়া ৩১৩১২২; ছুটিবার বাত গোসাক্রি ২১২০৪০; ছুটিল ভোমার যত ৩৬১৩২।

ছেনা পানা পৈড় ২১৪১২৪।

ছোট পুত্র দেখি প্রভু ৩১২১৪৪; ছোট বড় কীর্তনীয়া ২১০১১৪৪; ছোট বড় ভক্তগণ ২১৮২; ছোট বিপ্র করে সদা ২১৫১৬; ছোট বিপ্র কহে ঠাকুর ২১৫৩২; ছোট বিপ্র কহে ভোমার ২১৫২৫; ছোট বিপ্র কহে পত্র ২১৫৮০; ছোট বিপ্র কহে যদি ২১৫৩০; ছোট বিপ্র কহে শুন ২১৫২০; ছোট হরিদাস নাম ৩২১০১; ছোট হরিদাসে ইহা ৩২১১২; ছোট হরিদাসের নাম ৩২১১০; ছোট হৈয়া মুকুন্দ এবে ২১১১২৬।

জ

জ

জ

জ

জগৎ আনন্দময় ১১৩১০০; জগৎ আনন্দে ভাষায় ২১৮১২৮; জগৎ কারণ তিন ২১২১২২; জগৎ ডুবাইতে আমি ১৭১২২; জগৎ ডুবিল জীবের ১৭১২৫; জগৎ তারিতে প্রভু ২১১২৫২; ২১৫১২৬০; জগৎ নাচাহ যেছে ৩১১২৮; জগৎ নিস্তারিতে এই ৩৩১০; জগৎ নিস্তারিলে তুমি ২৬১২৩; জগৎ বাঞ্চিল য়েহো ৩৮১২; জগৎ ব্যাপিল কৃষ্ণের ২১২০৩১১; জগৎ ব্যাপিল তার নাহিক ১২১২২; জগৎ ভরিয়া মোর ১২১২৮; জগৎ ভরিয়া লোকে ১১৩১২৩; জগৎ মিথ্যা নহে নথর ২৬১৫৭।

জগত-কারণ নহে প্রকৃতি ১৫৫১ ; জগত-নারীর নাসা ৩১৫২০ ; জগত নিস্তার লাগি ৩৩২১০ ; জগত পালক তেঁহো ১৫১২৫ ; জগত ভাসিল চৈতন্যলীলার ২১৭১২১২ ; জগত মঙ্গল তাঁর কৃষ্ণ ২১৭১১০২ ; জগত মঙ্গলাদ্বৈত ১৬৩২ ; জগত মোহন কৃষ্ণ ১৪৮২ ।

জগতে করিলে কৃষ্ণনাম ৩৭১১১ ; জগতে নাহি জগদানন্দসম ৩৪১১৫৭ ; জগতে যতেক জীব ১১০১৪০ ।

জগতের অধর্ম নাশি ২২০১৮৮ ; জগতের উপাদান প্রধান ১৫৫০ ; জগতের নারী কাণে ৩১৫১৮ ; জগতের বন্দ্য তুমি ৩৩২২৩ ; জগতের ভাগ্যে গোড়ে ১১১৬০ ; জগতের মধ্যে পাত্র ৩২১১০৪ ; জগতের মাতা সীতা ২১১১৮৭ ; জগতের হিত লাগি ৩৭১১০১ ; জগতের হিত হউক ৩৭১২২৪ ; জগতেরে রাগিয়াছে ২২২১৩৪ ।

জগদগুরু মাধবেন্দ্র ভাট ৩২ ; জগদগুরু শ্রীধর স্বামী ৩৭১১১৭ ; জগদগুরুতে কর আছে ১১২১১৩ ; জগদ্রূপ হয় ঈশ্বর তবু ২৬১১৫৫ ; জগদানন্দ প্রভুর ৩১৩১১৩ ; জগদানন্দ কহে মাতা ৩১২১৮২ ; জগদানন্দ কাশীধর ২১২৫১৮০ ; জগদানন্দ চন্দ্রনাথ তৈল ৩১২১১০৪ ; জগদানন্দ চলিলা প্রভুর ৩১৩৪০ ; জগদানন্দ চাহে আমা ২১৭২০ ; জগদানন্দ দামোদর দুই সঙ্গে ২৬২২২৪ ; জগদানন্দ দামোদর পণ্ডিত ২১৩১১২ ; জগদানন্দ দামোদর শঙ্কর ৩৭১৩৭ ; জগদানন্দ নদীয়া গিয়া ৩১৩১১৪ ; জগদানন্দ পণ্ডিত চলিলা ৩১৩৬৭ ; জগদানন্দ পণ্ডিত তবে ৩১৩৬৫ ; জগদানন্দ পণ্ডিত তাঁরে ৩৮১২ ; জগদানন্দ পণ্ডিতে আমি ৩৪১১৫১ ; জগদানন্দ পণ্ডিতের গুরু ৩৭১১২৬ ; জগদানন্দ প্রসাদ পায় ৩১২১১৪২ ; জগদানন্দ প্রিয় আমার ৩৪১১৬১ ; জগদানন্দ পাইয়া আচার্য্য ৩১২১১৬ ; জগদানন্দ পাণ্ডা মাতা ৩১২১৮৮ ; জগদানন্দ পাণ্ডা সবে ৩১২১২৫ ; জগদানন্দ বেড়ায় পরিবেশন ২১২১১৬৬ ; জগদানন্দ ভগবান্ গোবিন্দ ২১১২৩২ ; জগদানন্দ মিলিতে যায় ৩১২১২২ ; জগদানন্দ মুকুন্দ গোবিন্দ ২১৬১১২৬ ; জগদানন্দ মুকুন্দ শঙ্কর ২১০১২২৪ ; জগদানন্দ মুকুন্দাদি যত ২১১১২৫ ; জগদানন্দ শিবানন্দ দুঃখী ৩২১৪৬ ; জগদানন্দ হয় তাই ৩২১৪২ ; জগদানন্দে ক্রুদ্ধ ইঞা ৩৪১১৫২ ; জগদানন্দে পিয়াও তুমি ৩৪১১৫৮ ; জগদানন্দে প্রভুর প্রেমা ৩১২১১৫১ ; জগদানন্দে বোলাইয়া ৩১৩৩২ ; জগদানন্দের আগমনে ৩১৩৭৬ ; জগদানন্দের ইচ্ছা আমার ৩১৩১১৩ ; জগদানন্দের ইচ্ছা বড় ৩১৩১২ ; জগদানন্দের কহিল বৃন্দাবন ৩১৩১৩৫ ; জগদানন্দের নাম শুনি ৩১৩১০ ; জগদানন্দের প্রেমবিবর্ত ৩১২১১৫৩ ; জগদানন্দের বাসাঘারে ৩১৩৫০ ; জগদানন্দের ভিতরে ক্রোধ ৩১৩১২ ; জগদানন্দের সৌভাগ্য আঞ্জি সে ৩৪১১৫৬ ; জগদানন্দের সৌভাগ্যের কে করিব ৩১২১১৫২ ; জগদানন্দের সৌভাগ্যের তেঁহই ৩১২১১৫২ ।

জগদীশ পণ্ডিত আর হিরণ্য ১১০১৬৮ ; জগদীশ পণ্ডিত হয় জগত ১১১১২৭ ।

জগন্নাথ অচল ব্রহ্ম ২১০১১৫৮ ; জগন্নাথ আগে চারি ২১৩৪৪৬ ; জগন্নাথ আচার্য্য প্রভুর ১১০১১০৬ ; জগন্নাথ আলিঙ্গিতে ২৬৩৩ ; জগন্নাথ ইহায়ে কৃপা ২৬১১২১ ; জগন্নাথ কর আর কর ১১২১৫৮ ; জগন্নাথ কৈছে করিয়াছেন ২৬৪৪ ; জগন্নাথ গেলে তাঁর ৩৪৬ ; জগন্নাথ জনার্দন ১১৩৫৬ ; জগন্নাথ তীর্থ বিপ্র ১১০১১১২ ; জগন্নাথ তোমার ঐক্য ৩২৬৩ ; জগন্নাথ দরশনে করিলা ২১২১২০৩ ; জগন্নাথ দরশনে কৈল ২১২১৭ ; জগন্নাথ দরশনে খণ্ডয়ে ৩৫১১৪৩ । জগন্নাথ দরশনে প্রেমের ২১১২৩৩ ; জগন্নাথ দরশনে বিচার ২১১১২২ ; জগন্নাথ দর্শন কৈল ২১৪১১১১ ; জগন্নাথ দর্শন নিত্য ২১৫১১৮৩ ; জগন্নাথ দেখি আসি ৩৬২০৬ ; জগন্নাথ দেখি করে ২১৪১২২৭ ; জগন্নাথ দেখি নৃত্য ২১৩১১৮৪ ; জগন্নাথ দেখি পুনঃ গোবিন্দ পাশ ৩৬২০২ ; জগন্নাথ দেখি পুন নিজ ঘর ৩১০১৫১ ; জগন্নাথ দেখি প্রভু প্রেমাষিষ্ট ২১৫১১৮৪ ; জগন্নাথ দেখি প্রভুর প্রেমাবেশ ২১৩১১৮ ; জগন্নাথ দেখি প্রভুর সে-তাব ২১৩১১১২ ; জগন্নাথ দেখি প্রেমে হইলা অস্থিরে ২৬২২ ; জগন্নাথ দেখি প্রেমে হইলা বিহ্বল ২৪১১৪২ ; জগন্নাথ দেখি যৈছে প্রভুর ২১১৭০ ; জগন্নাথ দেখি সভার ২৬৩৩ ; জগন্নাথ দেখিতে কিবা ৩১৮৩৩ ; জগন্নাথ দেখিতে চলেন ১১০১১৩২ ; জগন্নাথ দেখিলেন ৩১০১৫৫ ; জগন্নাথ না দেখি আইলা ২৬২১৬ ; জগন্নাথ না দেখিয়ে এ দুঃখ ৩৪১১৩৪ ; জগন্নাথ নাম পদবী ২৬৫০ ; জগন্নাথ নৃসিংহ সহ কিছু ভেদ ৩২৬৬ ; জগন্নাথ নৃসিংহের উপবাস ৩২৭০ ; জগন্নাথ পরেন তথা ২১৬১৭৮ ; জগন্নাথ পূর্ণ কৈল ৩৭৬ ; জগন্নাথ প্রদক্ষিণ করি ২১৭৫৭ ; জগন্নাথ প্রসাদ আইল ২১৪১২২৫ ; জগন্নাথ প্রসাদ ভট্ট ২১৫১২৪১ ; জগন্নাথবল্লভ নাম উত্তান ৩১২১৭৪ ; জগন্নাথবল্লভ নাম

বড় পুষ্পারাম ২১৪১০৩; জগন্নাথ বসিল আসি ২১৪১৫২; জগন্নাথ বিজয় করায় ২১৩৭৭; জগন্নাথ মন্দিরে নাহি ২১৩৫৭; জগন্নাথ মহাসোয়ার ইহো ২১০১৪১; জগন্নাথ মাহিতী হইয়াছে ২১৫১২০; জগন্নাথ মিশ্র কহে ১১৩৩৮৪; জগন্নাথ মিশ্র ঘরে ভিক্ষা ২১২৬৮; জগন্নাথ মিশ্র পত্নী ১১৩৭০; জগন্নাথ মিশ্রবর পদবী ১১৩৫৭; জগন্নাথ মিশ্র মোর ২১২৭৩; জগন্নাথ যাত্রা কৈল ২১৩৪৪; জগন্নাথ রথযাত্রায় ৩৪১০; জগন্নাথ রথ রাখি ২১৩১৮৫; জগন্নাথ শচীর দেহে ১১৩৭৭; জগন্নাথ-সুভদ্রা-বলরামের ৩১৪৩১; জগন্নাথ-সেবক আসি ২১২৫১৮৫; জগন্নাথ-সেবক এই ২১০১৩২; জগন্নাথ-সেবক যত ২১৩১৬৭; জগন্নাথ-সেবক রাজা ২১১৭৭; জগন্নাথ হয় কৃষ্ণের ৩৫১৩২।

জগন্নাথে আনি দিল ২১৫১২৩; জগন্নাথে আবিষ্ট ৩১৪২৭; জগন্নাথে দেখে সাক্ষাৎ ৩১৪২২; ৩১৫১৬; জগন্নাথে দেহ তৈল ৩১২১০৮; জগন্নাথে দেহ লঞা ৩১২১১৬; জগন্নাথে নেত্র দিয়া ২১৩১১১; জগন্নাথে যগ্ন প্রভুর ২১৩১১২; জগন্নাথের আগে দৌহে ৩৫১২২; জগন্নাথের আগে যৈছে ২১৩১২৭; জগন্নাথের আজ্ঞা মাগি ২১৬২৫; জগন্নাথের উত্তম প্রসাদ ৩১২১২; জগন্নাথের করে সেবার ৩১৮০; জগন্নাথের চক্র দেখি ৩৪১৫০; জগন্নাথের ছোট বড় ২১৩১৮২; জগন্নাথের দেউল দেখি ২১৫১৪৩; জগন্নাথের নানা যাত্রা ২১৫১৬; জগন্নাথের পড়িছা ২১৩২২; জগন্নাথের পুন পাণ্ডুবিজয় ২১৪২৩১; জগন্নাথের প্রসাদ আনি করে ৩১০১৩৮; জগন্নাথের প্রসাদ আনে করিতে ৩১০১৩৫; জগন্নাথের প্রসাদ আনি ৩৮১০; জগন্নাথের প্রসাদ পিঠা ৩১২১২৫; জগন্নাথের প্রসাদ প্রভু ২১৬২৪; জগন্নাথের প্রসাদ বস্ত্র এক ২১৫১২৮; জগন্নাথের প্রসাদ বস্ত্র কৈল ১১২১৮৬; জগন্নাথের প্রসাদ বহু ৩১০১৪৩; জগন্নাথের প্রসাদ সব ২১৫১২১২; জগন্নাথের ব্রাহ্মণী ২১২৬২; জগন্নাথের সেবক দেখি ৩১৬৮৮; জগন্নাথের সেবক ফেরে ৩৪১৮; জগন্নাথের সেবক মোর ২১১১৫২; জগন্নাথের সেবক যত বিষয়ীর ৩১২১৩; জগন্নাথের সেবক যত যতেক ২৪১১৪৮; জগন্নাথের সেবক সব ২১২৩২০; জগন্নাথের স্নানভোগ ২১৪১৬০; জগন্নাথের ভরে তুলা ২১৪২৩২; জগন্নাথের ভিন্ন ভোগ ৩২৫২।

জগন্নাতা মহালক্ষ্মী ২১২১৭৩; জগন্নাতা হরে পাপী ২১৫১৩৫।

জগন্নাথী রাখি রহে ২১২১৩২।

জগাই মাধাই দুই ২১১১৮১; জগাই মাধাই পর্যন্ত ১৮১৭৭; জগাই মাধাই হৈতে কোটি কোটি ২১১১৮৫; জগাই মাধাই হৈতে মুক্তি সে ১৫১১৮৩।

জঙ্ঘমে তিথ্যক্ জলস্থলচর ২১২১২৭।

জজ গগ জজ গগ ২১৩২২; জজ গগ মম ৩১০১৭০।

জড়রূপা প্রকৃতি নহে ২১২১২২৪; জড়লোক বুঝাইতে পুন ১১৭১১০; জড় হৈতে কভু নহে ১১৬১১৫; জড় হৈতে সৃষ্টি নহে ২১২১২২৫।

জন চারি পাচ রাঙ্কে ২১৪৬৮; জন দুই চারি বাহ ৩২১২৬; জন দুই সঙ্গে আমি ২১১১২১; জন পাচ সাত রুটি ২১৪১০; জননী প্রবোধ করি বন্দিল ২১৩২০৭; জননী প্রবোধি কর ভক্ত ২১৩২১১; জননী জাহ্নবী এই ২১৬১৮২।

জনর্দন পদ্মনাভ ২১২১২০৩।

জন্মকূল শীলাচার ২১২১১৮২; জন্মদাতা পিতা নারে ৩১৬৩২; জন্মদিনাদি মহোৎসব ২১২১৭২; জন্ম-বালা-পৌগণ্ড কৈশোর প্রকাশ ২১২০১৩২৮; জন্ম-বালা-পৌগণ্ড-কৈশোর যুবকালে ১১৩১২০; জন্ম সার্থক করি কর ১১২৩২; জন্মস্থান দেখি রহে ২১৮৬২; জন্মস্থানে কেশব দেখি ২১৭১১৪৭; জন্ম হৈতে শুক গনকাদি ২১২৪১৮১; জন্মষ্টমী আদি যাত্রা ৩১০১১০৩; জন্মিলা চৈতন্য প্রভু ১১৩১১২; জন্মে জন্মে তুমি-আমার ২১০১৫৬; জন্মে জন্মে তুমি দুই ২১১২০১; জন্মে জন্মে তুমি পঞ্চ ৩১১৩২; জন্মে জন্মে তোমার-পায় ৩৫৭৩; জন্মে জন্মে শিরে ধরোঁ ২১৩৬২; জন্মে জন্মে সেবোঁ রঘুনাথের ৩৪১৪০।

অপসম্ভতি পরিক্রমা ২২৪২৪২ ; অসিত্তে অসিত্তে ময় ১৭৭৭৮ ।

জয় কালীশ্বর-প্রিয় ৩১১৩ ; জয় কৃষ্ণচৈতন্য বলি ২১১২৫৮ ; জয় গদাধর প্রিয় ৩১১২ ; জয় গৌরচন্দ্র জয় ২১৪৫৭ ; জয় গৌরদেহ কৃষ্ণ ৩১১৪ ; জয় গৌরভক্তগণ কৃপাপূর্ণা ৩১২২ ; জয় গৌরভক্তগণ গৌর যার ৩১১৭ ; জয় গৌর ভক্তগণ সর্ব্বরস ৩১২ ; জয় জগন্নাথ বহি আর ২১৪৫৫ ; জয় দামোদর স্বরূপ ১১৩৩ ; জয় নিত্যানন্দ জয় চৈতন্যের ৩১১৫ ; জয় নিত্যানন্দ জয়দেব ১৬১ ; জয় নিত্যানন্দ পূর্ণানন্দ কলেবর ৩১৫১ ; জয় যুকুন্দ বাসুদেব ১১৩২ ; জয় রূপ সনাতন জীব রঘুনাথ ৩১১৮ ; জয় রূপসনাতন রঘুনাথেশ্বর ৩১১৩ ; জয় শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের ভক্ত ১১৩৪ ; জয় শ্রীচৈতন্য-চরিত শ্রোতা ২১৫২ ; জয় শ্রীনিবাসেশ্বর ৩১১২ ; জয় শ্রীবাসাদি জয় ২১২ ; জয় শ্রীমাধবপুরী ১১৮ ; জয় শ্রোতাগণ যার ২১৪২ ; জয় শ্রোতাগণ স্তন ২১৩২ ; জয় স্বরূপ গদাধর ৩৫২ ; জয় স্বরূপ শ্রীবাসাদি ৩১৪৩ ; জয় হরিদাস বলি ৩১১২৭ ।

জয়ন্তি তেহধিকং অধ্যায় ২১৪৭ ।

জয় জয় অর্ধেত আচার্য ১৮২ ; জয় জয় অর্ধেত ঈশ্বর ৩৮৩ ; জয় জয় অবধূত নিত্যানন্দ ৩৮২ ; জয় জয় কৃপাময় নিত্যানন্দ ৩৫১ ; জয় জয় গদাধর জয় শ্রীনিবাস ১১৩২ ; জয় জয় গদাধর পণ্ডিত মহাশয় ১৮২ ; জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় কৃপাসিন্ধু ২১১১ ; জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ ২১১১ ; ২১৪.১ ; ২১৬১ ; ২১৬১ ; ২১৭১ ; ২১৮১ ; ২২৩১ ; ৩৩১ ; ৩১০১ ; ৩১৬১ ; ৩১৭১ ; ৩১৮১ ; ৩১৯.১ ; ৩২০১ ; জয় জয় গৌরচন্দ্র ভক্তগণ প্রাণ ৩১৪১ ; জয় জয় গৌরচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ২১৪১ ; জয় জয় জগন্নাথ কহে ২১৩৫০ ; জয় জয় নিত্যানন্দ করুণ হৃদয় ৩১১ ; জয় জয় নিত্যানন্দ কৃপাসিন্ধু ৩১২১ ; জয় জয় নিত্যানন্দ চৈতন্য জীবন ৩১৪২ ; জয় জয় নিত্যানন্দ চরণারবিন্দ ১৫১৮২ ; জয় জয় নিত্যানন্দ জয় কৃপাময় ১৫১৭২ ; জয় জয় নিত্যানন্দ জয়দেব চন্দ্র ২১১২ ; জয় জয় নিত্যানন্দ জয়দেব ধন্য ১১২১ ; ২১২১ ; ২১৪১ ; জয় জয় নিত্যানন্দ নিত্যানন্দ রাম ১৫১৭৮ ; জয় জয় পরমানন্দ জয় নিত্যানন্দ ১৮১ ; জয় জয় মহাপ্রভু ব্রজেন্দ্রকুমার ২১১২৫২ ; জয় জয় মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ১৭১১ ; ১১১১ ; ১১২১ ; ১১২১ ; জয় জয় শচীসুত জয় দীনবন্ধু ২১১১ ; জয় জয় শচীসুত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ৩৫১ ; জয় জয় শ্রীঅর্ধেত ১৬১০৪ ; জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য অধীশ্বর ৩১৫১ ; জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গৌরচন্দ্র ১৮১ ; ১৮১ ; ১১৩১ ; জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দয়াময় ১৬১ ; ২১১৭৮ ; ৩১১ ; জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ ১১০১ ; ১১৬১ ; ২২২১ ; জয় জয় শ্রীচৈতন্য কৃপাসিন্ধু অবতার ৩৮১ ; জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় কৃপাময় ৩১২১ ; জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় দয়াময় ৩১১১ ; জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ ১১১১, ১১২১, ১৩১, ১৪১, ১৫১, ১১৪১, ১১৫১, ১১৭১, ২৩১, ২৫১, ২৭১, ২৮১, ২৯১, ২১০১, ২১১১, ২১৩১, ২১৫১, ১১২১, ২২০১, ২২১১, ২২৪.১, ২২৫১, ৩১৩, ৩২১, ৩৪১, ৩৬১, ৩৭১, ৩১৩১, জয় জয় শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ আর্ধ্য ১৬১০৪ ; জয় জয় শ্রীচৈতন্য স্বয়ংভগবান্ ৩১৪১ ; জয় জয় শ্রীনিবাস আদি ভক্তগণ ৩১৫২ ; জয় জয় শ্রীবাসাদি গৌর ভক্তগণ ১১২ ; ২১৪২ ; জয় জয় শ্রীবাসাদি গৌর ভক্তবৃন্দ ২১২ ; জয় জয় শ্রীবাসাদি প্রভুর ভক্তগণ ৩৮৪ ; জয় জয় শ্রীবাসাদি ষত ভক্তগণ ১৮৩ ; জয় জয়দেব চন্দ্র ৩১১৬ ।

জয়দেব কৃপাসিন্ধু জয় ভক্তগণ ৩৫২ ; জয়দেব চন্দ্র জয় কৃপার সাগর ৩১২২ ; জয়দেব চন্দ্র জয় গৌর ভক্তবৃন্দ ১১১১, ১১২১, ১৩১, ১৪১, ১৫১, ১১০১, ১১৪১, ১১৫১, ১১৬১, ১১৭১, ২২১, ২৩১, ২৪১, ২৫১, ২৬১, ২৭১, ২৮১, ২৯১, ২১০১, ২১১১, ২১৩১, ২১৫১, ২১৬১, ২১৭১, ২১৮১, ২১৯১, ২২০১, ২২১১, ২২২১, ২২৩১, ২২৪১, ২২৫১, ৩১৩, ৩২১, ৩৩১, ৩৪১, ৩৬১, ৩৭১, ৩১০১, ৩১৩১, ৩১৬১, ৩১৭১, ৩১৮১, ৩১৯১, ৩২০১ ; জয়দেব চন্দ্র জয় জয় দয়াময় ৩১২ ; জয়দেব চন্দ্র জয় জয় নিত্যানন্দ ১১২ ; ১১৩১ ; জয়দেব চন্দ্র জয় নিত্যানন্দ ধন্য ১১১১ ; জয়দেব প্রিয় নিত্যানন্দপ্রিয় ৩১১১ ; জয়দেবতাচার্য কৃষ্ণচৈতন্য ৩১৫২ ; জয়দেবতাচার্য জয় গৌর ৩১৪২ ।

জরদগব হঞা যুবা ১১৭১১৫৬; জরাসন্ধ কহে কৃষ্ণ ১৫১১৩৪; জর্জর হইলা প্রভু ২১৩১২৫।

জল আন বলি ২১২১২৩; জল আনি ভক্ত্যে দৌহার ২১২৪১২৬; জলকরক লঞা গোবিন্দ ৩১৬৩৭;
জলকীড়া করি কৈল ৩১৮১১১৫; জলকীড়া করি পুন ২১৪১১০১; জলকীড়া করে সব ৩১০১৪০; জলকীড়া কৈল
প্রভু ২১১১৩২; জলকীড়ার বাহুগীত ৩১০১৪৫; জল গোময় দিয়া ১১৭১৪০; জল জলপাত্রাদিক ২১৬৩৫; জল
তুলসী দিয়া করে ১১৬৮১; জল তুলসী দিয়া পূজা ৩৩২১১; জল তুলসীর সম ১১৩৮৫; জল তুলসীর সেবায়
তঁার ৩১২২৬; জলদম্বা ভয়ে সেই ২১৬১১২৫; জলপাত্র বস্ত্র বহি ২১৭১৩২; জলপাত্র বহির্কাস বহিবে ২১৭১৩৬;
জলপাত্র বস্ত্রের কেবা ২১৭১৩৭; জল পান করি নাচে ১১৭১১১১; জল ভরে ঘর ধোয় ২১২১১০৮; জলমণ্ডুক
বান্ধ বাজার ২১৪১৭৫; জলযন্ত্র ধারা যেন ২১৩১১০০; জল লীলা করি গোবিন্দ ৩১০১৫০; জল লৈতে জীগণ
২১৪১২২; জলশায়ী অন্তর্যায়ী ১১৩৫৫; জলশূন্য কল দেখি ২১৫১৭৭; জল সেক করে অঙ্গে ২১৭১২০৬।

জলাদি পরিচর্যা লাগি ২১০১২২৬; জলাভাবে কৃষ্ণ শাখা ১১২১৬৭।

জলে জল কেলি করে ২১৮১৭; জলে নাশি করে দধি ৩১৬৬৮; জলে ভরি অর্ধ ১১৫৮২; জলে শ্বেত
তলু ৩১৮১৬৮; জলের উপরে তাঁরে ২১৪১৮৬।

জলদগ্নি রাশি যৈছে ২১৮১১০৬।

জাগিয়া মাধবপুরী ২১৪১৪৩; জাগিলে স্বপ্নজ্ঞান ৩১৪১২২।

জাতাজাত রতিভেদে ২১২৪১২০৮; জাতি অহরোধে তবু ১১৭১১৬৩; জাতি ধন জন খানের ৩৩১৫৫।

জানা এত কৈল ইহা ৩১১২২৩; জানা সহিত অগ্রীতে ৩১১২২২।

জানি কার ঘরে ধন ১১৭১১২২; জানি কোন দেবাবিষ্ট ১১৪১৫৬; জানিতেহো রায়ের মন ২১৮১১০৩;
জানি দার্য লাগি পুছে ২১২০১২২; জানি পৃথক করিতে ৩১১৬৩; জানি বা না জানি করি আপন ১১২৪৪; জানি
বা না জানি কৈল ২১৩১৪৪; জানি ব্যঞ্জন রাঙ্গে ৩১০১১৩৩; জানি শেষ দ্রব্য কিছু ২১২০১৩৩; জানি সরস্বতী
মোরে ১১৬৩৮৩; জানি সাক্ষী না দেয় ২১৫৮২; জানিঞা গোপাল কিছু ২১৮১২১; জানিঞাহো স্বরূপ গোসাঞি
৩১২১২৩; জানিতেহো রায়ের মন ২১৮১১০৩। জানিবে পশ্চাৎ কহিছ ২১১১৫২; জানিল সর্বজ্ঞ প্রভু এত
৩১২১৩২।

জাল খসাইতে তার ৩১৮১৪৬; জাল বাহিতে এক মৃতক ৩১৮১৪৪; জালিয়া উঠাইলা প্রভু ৩২০১২২৬;
জালিয়া কহে ইহা ৩১৮১৪৪; জালিয়া কহে প্রভুকে ৩১৮১৬৫; জালিয়াকে কহে কিছু ৩১৮১৫৭; জালিয়াকে মৃত
লোক ২১৮১২২; জালিয়ার চেষ্টা দেখি ৩১৮১৪২; জালিয়ার মুখে শুনি ৩১৮১১১।

জাহ্নবীতে জল কেলি ১১৬৫৫।

জাতি লোকে কহে মোরা ২১৫১৪০।

জ্ঞান-কর্ম নিন্দা করে ১১৩১৬২; জ্ঞান কর্ম পাশ হৈতে ২১৬২৫৭; জ্ঞান-কর্ম যোগ ধর্ম ১১৭১৭১;
জ্ঞান বৈরাগ্য ভক্তির ২১২২৮২; জ্ঞানমার্গে উপাসক ২১২৪১৭৬; জ্ঞানমার্গে নির্বিশেষ ২১২৪১৬০; জ্ঞানমার্গে লৈতে
নারে ১১২১২; জ্ঞানযোগ কর্মযোগ ১১৩১৬৩; জ্ঞান যোগ তপ কর্ম ১১৭১২১; জ্ঞান যোগ ভক্তি তিন সাধনের
২১২০১৩৪; জ্ঞান যোগ ভক্তি তিনের পৃথক ২১২৪১৫৭; জ্ঞানযোগ মার্গে তাঁরে ভঞ্জে ১১২১৮; জ্ঞানশক্তি প্রধান
বান্ধুদেব ২১২০১২২; জ্ঞানী জীবমুক্ত দশা ২১২২১২০।

জিজ্ঞাসু জ্ঞানী দুই ২১২৪১৬৭।

জিতামিত্র কাষ্ঠ কাটা ১১২১৮২; জিতি কহা লবে ২১৫১৪১।

জিনি উপমানগণ ৩১৫১৫৬; জিনি পঞ্চর দর্প ২১২১৮২; জিনিয়া তমালাহুতি ৩১২১৩২; জিয়ড়নুসিংহ-
ক্ষেত্রে ২১৮১২; জিহ্বা কৃষ্ণাম করে ১১৭১১২৫; জিহ্বার লালসে যেই ৩১৬২২৫; জিহ্বার উচ্চারিহু ভোমার
৩১১১৩৩; জিহ্বাস্পর্শে আচণ্ডালে ২১৫১১০২।

জীব আর ঈশ্বরতত্ত্ব ২১৮১০৬; জীব কীট কোষায় ১৬৩২; জীব গোসাঞ্চি গোড় হৈতে ৩৪২২৩; জীব ছার কাঁহা তার ৩১৮২০; জীবতত্ত্ব নহে, নহে ২২০২৬৩; জীবতত্ত্ব শক্তি ১৭১১২; জীব তুমি এই তিন ২২৫৮৮; জীব দীন কি করিবে ৩১৭৬১; জীব নাম তটস্থায় ১৫৫৮; জীব নিস্তারিতে ঐছে ১২১১৪; জীব নিস্তারিতে প্রভু ২২৫২১৬; জীব নিস্তারিল কৃষ্ণ ১৬২৪; জীবমুক্ত অনেক সেও ২২৪১২১; জীব প্রকৃতি পতি করি ৩৭৮৭; জীব বহু মারিয়া ২১২২২৪; জীব ব্যাপ্য ব্রহ্ম ব্যাপক ২১০১৬৩; জীব রূপ বীজ তাহে ২২০২৩৪; জীবরূপ বীৰ্য্য তাতে ১৫৫৭; জীবরূপ ব্রহ্মার আবেশাবতার নাম ২২০১৩০৭; জীব শক্তি তটস্থায় ১২১৮৬; জীব হঞা করে যেই ৩১৮২২; জীব হঞা কেবা সম্যক ৩২০৭১; জীব যদি জলে বৈসে ১২১৩৮; জীব ক্ষুব্ধি তাহা ৩২০৬২।

জীবাঙ্গান কল্পিত ঈশ্বর ৩২১৮৮; জীবাধমে কৃষ্ণজ্ঞান ২১৮১০৪।

জীবিতেই মৃত সেই ১১২১৬৮।

জীবে এই গুণ নাহি ২১৭১৪০; জীবে দুঃখ দিছ তোমার ২২৪১১৭১; জীবে না সম্ভবে এই ২১৮৪০; জীবে বিক্ষুব্ধি দূরে ২২৫৬৭; জীবে বিক্ষুব্ধি মানি এই ২২৫৬৬; জীবে সম্মান দিবে জানি ৩২০১২০; জীবে সাক্ষাৎ নাহি তাতে ১১১২০।

জীবের অস্থি বিষ্ঠা দুই ২১৬১২৮; জীবের ঈশ্বর পুরুষাদি ১২১৩১; জীবের কল্পতরু ১৩৪৭; জীবের কুপায় কৈল ২২০১০৭; জীবের জীবন চকল ২২১২২; জীবের দুঃখ দেখি নারদ ২২৪১১৫৫; জীবের দুঃখ দেখি মোর ২১৫১৬২; জীবের দেহে আত্মবুদ্ধি ২১৬১৫৭; জীবের ধর্ম নাম দেহ ২১৭১২৮; জীবের নিদান তুমি ১২১২৮; জীবের নিস্তার লাগি ২১৬১৫৩; জীবের পাপ লঞা ২১৫১৬৩; জীবের স্বভাব কৃষ্ণদাস ২২৪১১৩০; জীবের স্বরূপ যৈছে ক্ষুলিঙ্গের ১৭১১১; জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের ২২০১০১।

জীয়াড় নুসিংহে কৈল ২১১২৪; জীয়াইতে পার যদি ১১৭১১৫৪; জীয়াহ আমার গুরু ২১২৫২।

জ্যেষ্ঠ ভাবে অংশীতে ১৬৮৬।

জ্যেষ্ঠে ত্রিবিক্রম ২২০১৬২; জ্যেষ্ঠ মাসে প্রভু তাঁরে কৈল পরীক্ষণ ২১২৪৬; জ্যেষ্ঠমাসে প্রভু তাঁরে পরীক্ষা করিলা ৩৪১১০; জ্যেষ্ঠ মাসে প্রভু যমেশ্বর ৩৪১১১; জ্যেষ্ঠ মাসের নামে তারে ৩২০১০০।

জ্যোড় হাতে দুইজন ২১৩৫৮; জ্যোৎস্নাবতী রাত্রি চলি ২১৬১২১; জ্যোৎস্নাবতী রাত্রি দশ দিশা ৩৩২১৭; জ্যোৎস্নাবতী রাত্রি প্রভু ১১৬২৬; জ্যোতির্ময় দেহে গেহে ১১৩৭২; জ্যোতির্ময় ধাম মোর ১১৩৮৪; জ্যোতির্শব্দে সূর্য্য যেন ২২০১৩২।

ঝ

ঝ

ঝ

ঝ

ঝঞ্জাবাত প্রায় আমি ১১৬৪০; ঝড়ুঠাকুর কহে তাঁরে ৩১৬১৭; ঝড়ুঠাকুর ঘর যাই ৩১৬৩০; ঝড়ুঠাকুর তবে তারে ৩১৬২৭; ঝলমল করে যেন ৩১৮২৫।

ঝাঁকরা পর্যন্ত গেল ৩৬১৭২; ঝাঁকরা হইতে তোমা ৩৬২৪৪; ঝাঁকরাতে পাইল গিয়া ৩৬১৭২।

ঝারিখণ্ড পথে আইলা ৩৪৩; ঝারিখণ্ড পথে কাশী ২১১২২৪; ঝারিখণ্ডে স্থাবর ২১৭৪৩; ঝারিখণ্ডের জলে ৩৪৪।

ঝালি বাহি মোহর ৩১০১৬; ঝালির উপর মৌসিন ৩১০১৮।

ঝুটা দিলে বিপ্র বলি ২১৩২৫।

ঞ

ঞ

ঞ

ঞ

ঞিহো প্রসাদ পাইলে ২২৫১২৮।

ট

ট

ট

ট

টানা টানি প্রভুর মন অ১৫৮ ; টানিতে না পারি গোড় সব ২১৪৪৬ ; টুঙ্গির উপর বসি সেই ২১২০৩২ ।

ঠ

ঠ

ঠ

ঠ

ঠাকুর উপবাসী রহে অ২৬৪ ; ঠাকুর কহে ঐছে বাত অ১৬২৩ ; ঠাকুর কহে খানের কথা অ২২৫ ; ঠাকুর কহে ঘরের দ্রব্য অ২২৮ ; ঠাকুর তুমি পরম সুন্দর অ২০৪ ; ঠাকুর দর্শন করাইয়া অ১৪৬ ; ঠাকুর দেখি হই ভাই অ২৬৫ ; ঠাকুর দেখিল মাটি তুণে ২৪৫০ ; ঠাকুর মোরে ক্ষীর দিলা ২৪১৪০ ; ঠাকুর লইয়া ভাগ ২১৮১২৪ ।

ঠাকুরালী করেন গোসাক্ষি অ২২৩৪ ।

ঠাকুরে শয়ন করাই ২৪১২০২ ।

ঠাকুরের চন্দন সাধন ২৪১৪৭ ; ঠাকুরের নাসাতে যদি ২৫১২৬ ; ঠাকুরের নিকট আর ২১০১৮ ; ঠাকুরের নিকট হয় পরম ২১০১২ ; ঠাকুরের ভাণ্ডারে আর ২১৪১০৭ ; ঠাকুরের ভোগ সরি ২৪১২০১ ; ঠাকুরের সঙ্গে বৈশ্য ২১২২ ; ঠাকুরেরে তবে নারী অ২২৩৪ ।

ঠারঠারি করি হাঁসে ২৫১৩৭ ।

ঠেঙ্গা দেখি সেই বিপ্র ২৫১৫২ ; ঠেঙ্গা লৈয়া উঠিলা প্রভু ১১৭১২৪৩ ।

ঠেলিলে চলিল রথ ২১৩১৮২ ।

ঠোটে করি অন্ন সহ ২১২৪৮ ।

ড

ড

ড

ড

ডাকিনী শাকিনী হৈতে ১১৩১১৬ ; ডালিমা মরিচালাতু ২১৪১২৮ ; ডাহিনে পুষ্পোচ্ছান ২১৩১৮৬ ; ডাহিনে বামে ধ্বনি ২১৭১৩৪ ।

ডুবিতে লাগিলা নৌকা ২১২১৭৪ ; ডুবিয়া রহিল প্রভু ২১৮১২৭ ; ডু-ডু ধাতুর অর্থ ১৩২৬ ।

ডোর কড়ার প্রসাদ বস্ত্র অ১১৬৫ ।

ঢ

ঢ

ঢ

ঢ

ঢকা বাজে নৃত্য করে ১১১১২২ ।

ঢেকা মারি পুরীর ১১২১২৫ ।

ত

ত

ত

ত

তটস্থ হইয়া মনে ১৪১৪০ ; তটস্থ হঞা বিচারিলে ২৮৬৫ ; তটস্থ লক্ষণে উপজায় ২১২১৫৬ ।

তঙুল দেখি আচার্যের অ২১০৬ ।

তৎকালে আমার ভ্রাতার ১৫১৫৬ ; তৎপদ-প্রাধাত্তে আত্মারাম ২৬১৭৬ ; তৎক্ষণে জন্মিল বৃক্ষ ১১৭১৭৪ ; তন্তু কামাদি ছাড়ি ২১৪৬৮ ।

তত অন্ন পিঠাপান ২১২১৫২ ; তত তত বাড়ে জল ১১৭১২৬ ; তত দিতে চাহ যত করিয়ে ২১৩৮০ ; ততরূপে পুষ্য করে ১৫১৫২ ; ততকে ভরিল পেট অ২০৮০ ।

তত্ব কহি তোমা বিষয়ে ৩৪১৭৫ ; তত্ব জানে কৈলা শচীর ১১৬২১ ; তত্ব বস্ত্র কৃষ্ণ কৃষ্ণভক্তি ১১১৫৪ ; তত্ববাদী আচার্য শাস্ত্রে ২১২২৩৬ ; তত্ববাদিগণ প্রভুকে মারাবাদী ২১২২৩৩ ; তত্ববাদি সহ তত্বের ২১১০০ ; তত্বমসি জীবহেতু প্রাদেশিক ২৬১৫২ ; তত্বমসি বাক্য হয় বেদের ১১৭১২২ ।

তথা রাজ অধিকারী ২১৬১৫৪ ; তথা হৈতে পাণ্ডুর ২১২৫৫ ; তথা হৈতে প্রভু যৈছে ২১৬২০৮ ; তথা হৈতে যবে কুলিয়া ১১৭১৫১ ; তথা হৈতে রামানন্দ রায়ে ২১৬১৫১ ।

তথাই আমার সঙ্গ ৩১২৮০ ; তথাই তোমার সব ৩১৪১০ ।

তথায় এক ভূমিক হয় ২১২০১৬ ; তথায় রহিলা পুরী ২১৪১৬৭ ।

তথাপি অচিন্ত্য শক্ত্যে ১১৭১১৮ ; তথাপি অন্ন বর্ণিয়া ৩২০৭৪ ; তথাপি আদর করে ৩৮৪৫ ; তথাপি আপনগণ ২১৩১৭৭ ; তথাপি আমার আজ্ঞায় ৩৬২৩৩ ; তথাপি আমার মন ২১৩১২১ ; তথাপি আশ্রয়দোষে ২১৬২৪৬ ; তথাপি ঈশ্বর তারে ৩৩১২২ ; তথাপি এতেক অন্ন ২১৫১২৩৫ ; তথাপি করিয়ে কিছু ৩১৬৮ ; তথাপি কহিয়ে আমি ২১১৪৩ ; তথাপি কহিয়ে কিছু মর্ম্ম ৩৮১৭৫ ; তথাপি কহিয়ে তাঁর কৃপা ১৫১৩৭ ; তথাপি খণ্ডিবে দুঃখ ১৮১০ ; তথাপি গুরুর ধর্ম্ম ১৪১১২ ; তথাপি চ-কারের কহে ২১৪১৫৩ ; তথাপি চন্দন লৈয়া ২৪১৮৩ ; তথাপি চলিলা মহাপ্রভুকে ২১৬১১৪ ; তথাপি চৈতন্তের করে দাস ২১১২৩ ; তথাপি জানিয়ে আমি ১১১২৬ ; তথাপি জীবের কৃপার ১৫১২৫ ; তথাপি তৎস্পর্শ নাহি ১১২৪৪ ; তথাপি তাঁর-সেবক ৩১১১১ ; তথাপি তাহাতে মোর ১৬৫৫ ; তথাপি তাঁহার দর্শন ২১৭১৪৮ ; তথাপি তাহার দোষ ৩৩১৫ ; তথাপি তাহার শ্রীতে ৩১২৫৮ ; তথাপি তাঁহার ভক্ত ১৩১৭০ ; তথাপি তোমা সভা হৈতে ২৩১৭২ ; তথাপি তোমার কহু ২৩১৪৪ ; তথাপি তোমার গুণে ২১১২২ ; তথাপি তোমার তাতে ৩৪১৬৮ ; তথাপি তোমার যদি ২১২৫২ ; তথাপি দান্তিক পটুয়া ১১৭১২৫১ ; তথাপি দেখিতে চলিলা ৩১২১২ ; তথাপি ধৈর্য্য করি প্রভু ২১৮১৫ ; তথাপি নহিল তিন ১৪১০৪ ; তথাপি না করে জেহো ২১১৩৪ ; তথাপি না পাইল ব্রজে ২১৮১৮৬ ; তথাপি না মানে কৃষ্ণ ২১৫১১৭৭ ; তথাপি নামের তেজ ৩৩৫৪ ; তথাপি নিত্যানন্দ প্রেমে ৩১০১৪ ; তথাপি নির্লজ্জ সেই ৩১৬১২৭ ; তথাপি নৃতন প্রায় ৩১০১২৩ ; তথাপি পিতার ধর্ম্ম ১১৪১৮৫ ; তথাপি পুছিল তুমি রান্ন ২১৮১২ ; তথাপি পুরী দেখি তাঁর ২১৭১১৭০ ; তথাপি প্রকারে তোমায় ২১০১৮ ; তথাপি প্রকৃতি সহ নহে ১৫১৭২ ; তথাপি প্রভুর ইচ্ছা ২১৮১০৩ ; তথাপি প্রভুর গণ তাঁরে ৩৭১৮৩ ; তথাপি বৎসর মধ্যে ২১৪১১১৬ ; তথাপি বল্লভ ভট্ট ৩৭১৮৪ ; তথাপি বলিলা প্রভু ২১৪১২ ; তথাপি বাঢ়য়ে সুখ ১৪১১৫২ ; তথাপি বাহিরে কহে ২১২১১২ ; তথাপি বিষয়ের স্বভাব ৩৬১২৭ ; তথাপি বৃক্ষ না মানে ২১৫১১৭২ ; তথাপি ব্রহ্মাণ্ডে কারো ২১২০১৮১ ; তথাপি ভক্তবাৎসল্য ৩৫১৩৩ ; তথাপি ভক্তসঙ্গে ২১১১২২২ ; তথাপি ভক্ত-স্বভাব ৩৪১২৫ ; তথাপি ভূমিষ্ট নহে ১১৩৮৭ ; তথাপি মণি রহে ১১৭১১২ ; তথাপি মধ্বাচার্য্য যে ২১২২৪৮ ; তথাপি যবন জাতি ২১১২০২ ; তথাপি যবন মন ২১২০১৩ ; তথাপি রাখিতে তাঁরে ২১০১১৪ ; তথাপি রাখিকা যত্নে ২১৮১৭১ ; তথাপি লইতে নারি ২১২২৮ ; তথাপি লিখিয়ে গুন ৩২০৮৬ ; তথাপি লৌকিক লীলা ২১১২১১ ; তথাপি গুণেন যথা ২১৫১৭২ ; তথাপি সর্কষণ ইচ্ছায় ২১২০১২২৩ ; তথাপি সর্কদা বাম্য ১৪১১১৩ ; তথাপি স্ত্রীরূপে গুন ২১২৪১২৪১ ; তথাপি সে ক্ষণে ক্ষণে ১৪১১১১ ; তথাপি স্বচ্ছতা তার বাড়ে ১৪১১২২ ; তথাপি স্বভাবে হও ২১২১২৬ ; তথাপিহ মোর হয় ১৬১৪৮ ।

তথি লাগি পীতবর্ণ চৈতন্তাবতার ১৩৩১ ।

তদীয় তুলসী বৈষ্ণব ২১২১৭১ ; তদেকাত্ম রূপের বিলাস ২১২০১৫৩ ।

তদুন্নয়ন করে ক্ষোভ ৩১৬১১২ ।

তপ করি কৈছে কৃষ্ণ ২১১১১৩ ; তপন আচার্য্য আর ১১০১১৪৬ ; তপন মিশ্র চন্দ্রশেখর ৩১৩৪২ ; তপন মিশ্র তাঁরে তবে ২১২০৬৩ ; তপন মিশ্র রঘুনাথ ২১২৫১৩২ ; তপন মিশ্র গুনি আসি ২১২১২০৫ ; তপন মিশ্রের ঘরে ভিক্ষা দুইমাস ১১০১১৫২ ; তপন মিশ্রের ঘরে ভিক্ষা নির্কাহণ ১১৭১৪৪ ; তপন মিশ্রেরে আর চন্দ্র ২১২০৬২ ; তপসি প্রভৃতি যত ২১২৪১৪০ ; তপসি ব্রতী যতি ২১২৪১২১ ।

তপ্ত বালুতে তোমার ৩৪।১১২; তপ্ত বালুতে পা পোড়ে ৩৪।১১৪; তপ্ত হেম সম কাস্তি ১।৩৩২।

তব কথামৃত শ্লোক ২।১৪২; তব শুদ্ধপ্রণে আমা ৩।৩৩৭; তবহি বিকার পায় ৩।৫৩৪।

তবু অন্ন হানি কৃষ্ণের ২।৫।১৭৩; তবু আপনাকে মানে ২।১৬২৬০; তবু এই বিপ্র মোরে কহে ২।৫।৬৭; তবু এক দিনের লীলার ২।১৬২৮৬; তবু ত ঈশ্বর জ্ঞান ২।৬।৮০; তবু ত না জানে ২।৩।১৩১; তবু তোমার বাক্যে কারো ২।৫।২২; তবু দণ্ডবৎ করি চলিলা ২।৮।৫০; তবু নাহি পায় কৃষ্ণপদে ১।৮।১৫; তবু পূর্বপক্ষ কর ১।২।২০; তবু বৃন্দাবন যাহ ২।১৬২৭৮; তবু লিখিবারে নারে ২।১৭।২১৮; তবু শীঘ্র এত ব্যঞ্জন ২।১৫।২২৪।

তবে অঙ্গীকার কৈল ৩।৩৩২; তবে অবতরি করে ১।৫।২৮; তবে অব্যাহতি হয় ২।১০।১৩; তবে অষ্ট কোড়ির খাজা ৩।৬।২২২।

তবে আই লঞা আচার্য্য ২।৩।১৪৭; তবে আচার্য্য গোসাঞির ১।১৭।৬৪; তবে আচার্য্যের ঘরে ১।১৭।২৩৪; তবে আত্মা বেচি করে ১।৩।৮৬; তবে আনি মিলাহ মোরে ২।১২।৫২; তবে আমার নাক কাটি ৩।৩।১৮৬; তবে আমার মনোবাহু ২।১৩।১২৫; তবে আমি কহিলাম ২।৫।৭১; তবে আমি গোপালেরে ২।৫।৭৩; তবে আমি দোহে তাঁরে ৩।৪।৭২; তবে আমি নিষেধিল ২।৫।৬৫; তবে আমি গ্রায় করি ২।৫।৪৪; তবে আমি শ্রীভিবাক্যে ১।১৭।২০৭; তবে আমি যাই দেখি ২।১৭।৩; তবে আমি শুনিম মাত্র ১।১৬।২৬৫; তবে আর নারিকেল ২।১৫।৮৬; তবে আর শ্লোক শুক ২।১৭।২০১; তবে আসি দেখে বিন্দুমাধব ২।১৭।৮২; তবে আসি নিত্যানন্দ ৩।৬।৮২; তবে আসি রঘুনাথ ২।১৬।২২১।

তবে ইহো গোপালের ২।৫।৭২।

তবে এই অপরাধ হইবে ২।৩।২৭; তবে এই দাসী মুক্তা ২।৫।১২৬; তবে এই প্রেম্যানন্দের ১।৪।১১৭; তবে এই বিপ্রের সত্য ২।৫।৮৪; তবে এক শত ঘট ২।১২।৭৫; তবে এখা আসি আজি ২।১১।২৬৮।

তবে গুড়দেশ সীমা ২।১৬।১৫৪।

তবে কথোদ্বিনে কৈল পদ ১।১৪।২০; তবে কথোদ্বিনে প্রভুর জামু ১।১৪।১৮; তবে কদাচিত্ত ভক্ত করে ২।৬।২৪০; তবে কত দিব এই ২।৫।৭৭; তবে কম্প উঠে যেন সমুদ্র ৩।১৪।৮০; তবে করিবারে যায় ঈশ্বর ৩।১৬।৩০; তবে করে ভক্তিবাদক কন্ধ্যা ২।২৪।৪৬; তবে কালিদাস শ্লোক ৩।১৬।২৪; তবে কেনে পণ্ডিত সব ২।১১।৮০; তবে কেনে লক্ষ্মীদেবী ২।২৪।১২৪; তবে কৃষ্ণ ব্রহ্মারে দিলেন ২।২১।৭২; তবে কৃষ্ণ সব ব্রহ্মাগণে ২।২১।৬৫; তবে ক্রুদ্ধ হঞা রাজা ২।১০।২০।

তবে খেলাতীর্থ দেখি ২।১৮।৫০।

তবে গদাধর পণ্ডিত প্রেমা ২।২৬।২৭৬; তবে গোপীনাথ দুই ২।৭।৮৪; তবে গোবিন্দ দণ্ডবৎ কৈল ২।১১।৬৮; তবে গোবিন্দ বহির্কাস ৩।২০।৮৬; তবে গোবিন্দেরে প্রভু ৩।২১।৪৮; তবে গোসাঞির প্রতিষ্ঠা ৩।৩।১১; তবে গোসাঞির সঙ্গে ভুঞা ২।২০।৩২; তবে গৌড়দেশে আইলা ২।১০।৭৩।

তবে চতুর্ভুজ হৈলা ১।১৭।১২; তবে চলি আইলা প্রভু ২।১৮।১২; তবে চারিজন বহ ২।৭।৩২; তবে চিন্তে হয় মোর ১।৪।১২২।

তবে ছোট বিপ্র কহে শুন মহাজন ২।৫।৬৩; তবে ছোট বিপ্র কহে শুন সর্বজন ২।৫।৮২; তবে ছোট হরিদাসে প্রভু ২।১১।২৪৫।

তবে জগদানন্দ পত্নী ২।৬।২২৮; তবে জগন্নাথ যাই ২।১৪।২৩০; তবে জানি অপরাধ ২।৮।২৬; তবে জানি ইহাতে হয় ৩।২।২৪; তবে জানি রাধায় কৃষ্ণের ২।৮।৭৮।

তবে ত আচার্য্য কহে ২।৩।১২৫; তবে ত আচার্য্য সঙ্গে লঞা ২।৩।১০৪; তবে ত আনন্দ মোর ২।২৪।১৬৫; তবে ত করিল প্রভু দক্ষিণ ২।১০।২০; তবে ত করিল প্রভু দিগ্বিজয়ী ১।১৬।২০; তবে ত করিল সব ভক্তে

১১৭১২২০; তবে ত করিলা প্রভু গয়াতে ১১৭১৬; তবে ত গোবিন্দ প্রভুর ১১৮১০; তবে ত চলিলা প্রভু ১১৮২; তবে ত জানিবে সিদ্ধান্ত ১১১২৪; তবে ত বিভূজ কেবল ১১৭১৩; তবে ত নগরে হৈবে ১১৭১৮৫; তবে ত পাণ্ডিত্য তোমার ১১১২৫; তবে ত পার্বত্তীগণে ১১৮৭; তবে ত বল্লভ ভট্ট প্রভুরে ১১১২৪২; তবে ত ভ্রাতারে আমি ১১১৫২; তবে ত স্বরূপগোসাঞি ১১৮১৭৭; তবে তার দিশা ক্ষুরে ১১৮১২৩২; তবে তাঁর পদে রূপ ১১৮১২৬; তবে তাঁর বাক্যে প্রভু ১১৭৪০; তবে তার মাতা কহে ১১৮৩৬; তবে তাঁরে এথা আমি ১১৫৫; তবে তাঁরে কহে প্রভু ১১৮১২৩; তবে তাঁরে বান্ধি রাখি ১১৮১২২; তবে তুমি আমা পাশ ১১৮১২৩৮; তবে তোমা সভাকারে ১১৮২৫৮; তবে তোমার নাক কাটি ১১৮১৫; তবে তোমার হবে এই ১১৭১৫৪।

তবে দবীর খাস আইলা ১১১৭১; তবে দামোদর চলি ১১৮১১; তবে দিগ্বিজয়ী ব্যাখ্যার ১১৮৩৮; তবে দুই ঋষি আইলা ১১৮১১২১; তবে দুই ভাই তাঁরে ১১০১২৪; তবে দুই ভাই বৃন্দাবনেতে ১১৮১২০১; তবে দৌড়ে জগন্নাথ প্রসাদ ১১৮১৮২।

তবে ধৈর্য করি মনে ১১৭১৬।

তবে নবদ্বীপে তাঁরে ১১৮১২৪৮; তবে নবদ্বীপে তুমি ১১৮২০; তবে নারী কহে তাঁরে ১১৮১৩৭; তবে নিজ ভক্ত কৈল ১১৭১৩৭; তবে নিজ মাধুর্যরস ১১৮১২৩২; তবে নিত্যানন্দ কহে যে আত্মা ১১৭১৩৩; তবে নিত্যানন্দ গোসাঞি গোবিন্দের ১১২১৩৩; তবে নিত্যানন্দ গোসাঞি স্বজিল ১১৭১৮১; তবে নিত্যানন্দ গোসাঞির ব্যাস ১১৭১১৪; তবে নিত্যানন্দ প্রভু ১১০১৭৪; তবে নিত্যানন্দ সভার ১১০১৭৬; তবে নিত্যানন্দ-স্বরূপের ১১৭১১০; তবে নিস্তারিল প্রভু জগাই ১১৭১১৫।

তবে পণ্ডিত কহে কিছু ১১২১১২৭; তবে পরিবেশক স্বরূপাদি ১১২১১২৭; তবে পুত্র উপজিলা ১১৩১৭২; তবে পুন রঘুনাথ কহে ১১৮১৪৭; তবে পুরীগোসাঞি একা ১১২১২৭; তবে পূর্ণ করিব আজি ১১৩১২১; তবে প্রতাপরুদ্র করে ১১৩১১৪; তবে প্রহ্লাদমিশ্র গেলা ১১৫১২; তবে প্রহ্লাদমিশ্র তাই ১১৫১১৪; তবে প্রভু আইলা হরিদাস ১১১১১৭০; তবে প্রভু কহে করি ১১২১১৩৮; তবে প্রভু কালা কৃষ্ণদাসে ১১০১৬০; তবে প্রভু কৈল জগন্নাথ ১১৮১৪২; তবে প্রভু কৈল তাঁরে দৃঢ় ১১৮১২০; তবে প্রভু কৈল সপ্ততাল ১১১১০৭; তবে প্রভু জগন্নাথের ১১১১২০৩; তবে প্রভু ঠাঞি গোবিন্দ ১১২১১০৪; তবে প্রভু তাঁরে আত্মা ১১৩১৩২; তবে প্রভু তাঁর হাথ ১১২০৫৩; তবে প্রভু নিজ ভক্তগণ ১১৩১১৮৩; তবে প্রভু পিতামাতার ১১৫১১১; তবে প্রভু পুছিলেন ১১৩১১৬; তবে প্রভু প্রত্যেকে সব ভক্ত ১১২১১৮৪; তবে প্রভু ব্রজে পাঠাইল ১১৩১২৬; তবে প্রভু প্রসাদান্ন গোবিন্দ ১১১১১২০; তবে প্রভু প্রফালিল ১১২১১১৬; তবে প্রভু শ্রীবাসের গৃহে ১১৭১৩০; তবে প্রভু সব বৈষ্ণবের ১১২১১২৪; তবে প্রভু সার্কভৌম ১১৩১৮৬; তবে প্রভু ক্ষণ এক ১১২১১২৫; তবে প্রশংসিয়া কহে ১১২১১১৪।

তবে বক্রেশ্বরে প্রভু ১১৪১২৮; তবে বড় বিপ্র কহে এই সত্য ১১৫১৭৬; তবে বাগীনাথ আইলা ১১২১১৫০; তবে বারাগসী গোসাঞি ১১২০১৪৪; তবে বাসুদেবে প্রভু ১১৫১১৫৮; তবে বিপরীত হৈত ১১২১১০; তবে বিপ্র প্রভু লৈয়া ১১৭১১৬৬; তবে বিপ্র লৈল আসি ১১৭১৫৫; তবে বিশ্বরূপ ইহা ১১৫১১২; তবে বিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণীর ১১৬১২৩; তবে বোল বোল প্রভু ১১৭১২২২।

তবে ভট্ট কহে বহু ১১৭১৪৫; তবে ভট্ট বহু মহাপ্রসাদ ১১৭১৪৮; তবে ভট্ট মহাপ্রভুকে ১১২১৬১; তবে ভট্টমারী হৈতে ১১১১০৩; তবে ভট্ট বাই পণ্ডিতগোসাঞির ১১৭১৭৪; তবে ভট্টাচার্য্য কহে বাহ গোসাঞির ১১৬১০২; তবে ভট্টাচার্য্য কহে যুড়ি দুই ১১৬১৪৩; তবে ভট্টাচার্য্য তাঁরে সম্বন্ধ ১১৭১১৬৫; তবে ভট্টাচার্য্যে প্রভু স্থস্থির ১১৬১২২; তবে ভট্টাচার্য্য সেই ব্রাহ্মণ ১১৮১১২২।

তবে মকল হয় এই ১১৮১১৩২; তবে মনে বিচারয়ে ১১৬১৮২; তবে মহন্তর হৈতে ১১২০১২৩৫; তবে মহাপ্রভু আইলা কৃষ্ণবেধা ১১২১৭৬; তবে মহাপ্রভু আসি বলিলা ১১৭১১৬৭; তবে মহাপ্রভু উঠি কৈল

৩১২১৩৩ ; তবে মহাপ্রভু কৈল রূপে ৩১১৫১ ; তবে মহাপ্রভু গেলা ২১৮১৪২ ; তবে মহাপ্রভু তার ঝায়েতে ২১৭১৩৩৭ ; তবে মহাপ্রভু তাঁর নিমন্ত্রণ ২১২৫১৪ ; তবে মহাপ্রভু তার বৃকে ২১২১১৪৫ ; তবে মহাপ্রভু তার শিরে ২১২৩৬৬ ; তবে মহাপ্রভু তাঁর হৃদ ১১২১২৩ ; তবে মহাপ্রভু তাঁরে আসিতে ২১২৩০৭ ; তবে মহাপ্রভু তারে ঐশ্বর্য ২১৪১১৭ ; তবে মহাপ্রভু তারে করাইল ২১২১০০ ; তবে মহাপ্রভু তাঁরে করি ৩১১১৪৩ ; তবে মহাপ্রভু তাঁরে কৈল অঙ্গীকার ২১০১৪২ ; তবে মহাপ্রভু তাঁরে কৈল আলিঙ্গন ২১০১৪২ ; তবে মহাপ্রভু তাঁরে কহিতে ২১০১১৮ ; ৩১২১৪৫ ; তবে মহাপ্রভু তাঁরে রূপাদৃষ্টি ২১৬১৮৪ ; তবে মহাপ্রভু তাঁরে ঘরে ২১০১৫২ ; তবে মহাপ্রভু তারে ধৈর্য ২১২১৬২ ; তবে মহাপ্রভু তারে নিকটে ২১২১৫১ ; তবে মহাপ্রভু তাঁরে নিমেষ ৩১৬১৪৩ ; তবে মহাপ্রভু তাই বসিলা ২১০১৩২ ; তবে মহাপ্রভু দৌহা করি আলিঙ্গন ৩১২১১ ; তবে মহাপ্রভু দৌহায় করি আলিঙ্গন ৩৪৮৭ ; তবে মহাপ্রভু দ্বার করাইল ২১৭১৮৬ ; তবে মহাপ্রভু নিজ ৩৩৮৫ ; তবে মহাপ্রভু বৈসে নিজ ২১৪১৪০ ; তবে মহাপ্রভু মনে বিচার ২১৩৩৩৩ ; তবে মহাপ্রভু মনে সন্তোষ ২১২১১২৭ ; তবে মহাপ্রভু রথ ২১৩১৮১ ; তবে মহাপ্রভু সব নিজ ২১২১১২৬ ; তবে মহাপ্রভু সব ভক্তগণ ৩১১১৭০ ; তবে মহাপ্রভু সব ভক্ত লৈয়া ৩১১১৫৪ ; তবে মহাপ্রভু সব ভক্তে বিদায় ৩১১১২২ ; তবে মহাপ্রভু সব ভক্তে বোলাইল ২১৫১৪০ ; তবে মহাপ্রভু সব লৈয়া ২১৩১২৮ ; তবে মহাপ্রভু সব হস্তী ২১৪১৫২ ; তবে মহাপ্রভু সভাকারে ৩১২১৭২ ; তবে মহাপ্রভু সভার নৃত্য ৩৭১৬২ ; তবে মহাপ্রভু স্থখে ভোজন করিলা ২১৬১৪০ ; তবে মহাপ্রভু স্থখে ভোজনে বসিলা ৩১২১১২২ ; তবে মহাপ্রভু সেই ব্রাহ্মণে ২১৭১১৫৫ ; তবে মহাপ্রভু স্বস্তো ৩১২১১৫০ ; তবে মহাপ্রভু স্থানে ৩৫১২৩ ; তবে মহাপ্রভু ক্ষণেক ২১২১১৪৮ ।

তবে মায়া সীতা অগ্নি ২১২১২১ ; তবে মায়ের গর্ভে হয় ৩১২১৪৭ ।

তবে মিশ্র কহে তাঁর ৩২১৮৩ ; তবে মিশ্র তাঁরে কিছু ৩২১৮১ ; তবে মিশ্র পুরাতন ২১২০১৭৩ ; তবে মিশ্র বিখরূপের ১১৫১২ ; তবে মিশ্র রামানন্দের ৩৫১৩২ ।

তবে মুকুন্দ দত্ত কহে ২১৬১৮৭ ; তবে মুক্তি কহিলু ২১৫১৬৮ ।

তবে মূল শাখা বাড়ি ২১২১১৪৩ ।

তবে মোর লজ্জাপর ৩৭১৭৮ ; তবে মোরে ক্রোধ করি ৩১৬১১৭ ।

তবে যদি মহাপ্রভু ২১২৫১৫০ ; তবে যাই প্রভুর শেষ ৩১০১৮১ ; তবে যাই রায় সব ২১২১১৪ ; তবে যায় তদুপরি ২১২১৩৬ ; তবে যে করি ক্রন্দন ২১২১৪০ ; তবে যে চকর সেই ২১২৪১০৩ ; তবে যে ভোমার মন ২১৩১৩৭ ; তবে যে দেখিয়ে গোপীর ১৪১১৫৩ ; তবে যে বৈকল্য প্রভুর ৩৬১৪ ; তবে যেই আজ্ঞা দেহ ৩৫১১৩ ; তবে যুদ্ধ হৃদাহুদি ৩১৮১৮৪ ।

তবে রঘুনাথ কহে ৩৬১২৬৪ ; তবে রঘুনাথ কিছু চিস্তিল ৩৬১২৩ ; তবে রঘুনাথ কিছু বিচারিলা ৩৬১৪১ ; তবে রঘুনাথে প্রভু ৩৬১৩৬ ; তবে রাঘব পণ্ডিত তাঁরে ৩৬১৪৬ ; তবে রাজা অটালিকা হৈতে ২১১১১০৫ ; তবে রাজা সন্তোষে তাহারে ২১২১৩৭ ; তবে রাধা হৃদমতি ৩১৮১২০ ; তবে রামকৈলি গ্রামে ২১৬১২০৮ ; তবে রামানন্দ আর ২১৫১১০৩ ; তবে রামানন্দ ক্রমে ৩৫১৬০ ; তবে রায় কৃষ্ণকথা ৩৫১৬৩ ; তবে রূপগোসাক্রি কহে ৩১১৩৫ ; তবে রূপগোসাক্রি যদি ৩১১১১৬ ; তবে রূপগোসাক্রি সব ২১৮১৪২ ; তবে রূপগোসাক্রির পুন ২১১২৪৪ ।

তবে লঙ্কু লৈয়া প্রভু ২১৫১২৪ ; তবে লক্ষ্মী শাস্ত হৈয়া ২১৪১২০০ ।

তবে শক্তি সঞ্চারি আমি ৩১৮১১ ; তবে শচী কোলে করি ১১৪১৪১ ; তবে শচী দেখিল রামকৃষ্ণ ১১৭১১৫ ; তবে শত ঘট আনি ২১২১২৩ ; তবে শিবানন্দ তাঁরে ৩২১৪২ ; তবে শিবানন্দ পুন ৩২১৭২ ; তবে শিবানন্দ ভোগ ৩২১৭৩ ; তবে শিবানন্দ যেন ৩২১৩১ ; তবে শিষ্ট লোকসব ১১৭১৩২ ; তবে শিষ্যগণ সব হাসিতে ২১৬১২২ ; তবে

গুণাধরের কৈল ১১৭১৮; তবে শুদ্ধ হয় মোর ২৮৮৪২; তবে শ্রীবাস তার বৃত্তান্ত ২১১৬২; তবে শ্রীবাসের চিত্তে ১১৭১২২১।

তবে সনাতন কহে তোমাকে ৩৪৭২; তবে সনাতন গোসাঞির পুন ২১১২৪৬; তবে সনাতন প্রভুর চরণে ২২০১২২; ২২৩৬১; ২২৪১২; তবে সনাতন সব সিদ্ধান্ত ২২৩৫৭; তবে সপ্ত গ্রহর প্রভু ছিল ১১৭১১৬; তবে সব ভক্ত তারে ৩৫১৪৮; তবে সব ভক্ত লঞা ৩১২৫১; তবে সব লোক এক পত্র ২৫৮১; তবে সব লোক স্তনিত ২২৫১১৫; তবে সব সম্যাসী মহাপ্রভুকে ১৭১৪৪; তবে সবে পায় পড়ে ২১০১৪৬; তবে সবে মিলি প্রভুকে ৩৮৭২; তবে স্বরূপ কৈল নিত্যানন্দের ২১০১২৩; তবে স্বরূপ গোসাঞি কহে ৩১৩২২; তবে স্বরূপ তার ঘাড়ে ২১২১২৫; তবে স্বরূপ গোসাঞি তাঁরে কহিল ৩৬২২৭; তবে স্বরূপ গোসাঞি তাঁরে স্বান ৩১৮১১৬; তবে স্বরূপ গোসাঞি সঙ্গে ৩১৭১৩; তবে স্বরূপ রামরায় ৩১২৫১; তবে স্বরূপাদি যত ৩২৩৫; তবে সর্বজ্ঞ কহে তারে ২২০১১৬; তবে সার্কর্ভৌম করে আর ২১৫১২১; তবে সার্কর্ভৌম কহে প্রভুর ২৭৭৬০; তবে সার্কর্ভৌম প্রভুর চরণ ২১৫১৮২; তবে সার্কর্ভৌম প্রভুর দক্ষিণপাশে ২১০১৩৬; তবে সার্কর্ভৌমে প্রভু ২১১২২; তবে সীতা করিবেক ২১১৬৮; তবে সুখ হয় আর ৩৭১২৫; তবে সুখ হয় যদি ২১৮১৪০; তবে সুখে নৌকাতে ২১৬১৫৮; তবে সুবুদ্ধি রায় সেই ২১৫১৪৭; তবে সুস্থ হইবেন তোমার ১১৪১৪৩; তবে সুত গোসাঞি মনে ১১২৫৬; তবে সুত্রেয় মূল অর্থ ২১৫১৭৭; তবে সে অদ্বৈত নাম ১১৩৮২; তবে সে ইহারে ভক্তি ১১৭১২৬; তবে সে করিতে পারি ২১৪১১৭; তবে সে গ্রন্থের অর্থ ১১৭১৩০১; তবে সে শোভয়ে বৃন্দাবনেরে ২১১২১৬; তবে সে সকল লোকের ১১৩৬৭; তবে সে হিরণ্যদাস ৩১১২৫; তবে সেই কবি নান্দী ৩৫১০৮; তবে সেই কবি সভার ৩৫১৪৭; তবে সেই কৃষ্ণদাসে গোড়ে ২১০১৭২; তবে সেই ছোট বিপ্র ২৫৮৬; তবে সেই জীব সাধুসঙ্গ ২১২৩৫; তবে সেই তিন মৃগ ২১৪১৮৫; তবে সেই দুই চর ২১২৩০; তবে সেই দুই জনে নৃত্য ৩৫১২০; তবে সেই দুইজনে প্রসাদ ৩৫১২৩; তবে সেই দুই বিপ্রে ২৫১১২; তবে সেই পাঠান চারি ২১৮১৫৬; তবে সেই পাপী লইল ১১৭১৫২; তবে সেই প্রসাদ কৃষ্ণদাস ২১২৮২; তবে সেই বড় বিপ্র ২৫১১০; তবে সেই ব্যাধ দোহা ২১৪১২৫; তবে সেই বিপ্র আইল ২১৫১০; তবে সেই বিপ্র প্রভুকে ২১৭১৭৬; তবে সেই বিপ্র ঘাই ২৫১১০৭; তবে সেই বিপ্রেতে পুছিল ২৫১৫৫; তবে সেই বেষ্ঠা গুরুর ৩১১৩১; তবে সেই মহাপ্রভুর ২১৬১৮২; তবে সেই যবন কহে ২১০১৮; তবে সেই যবনেরে ১১৭১৮২; তবে সেই লঘু বিপ্র ২৫১৫৩; তবে সেই লোক কহে ৩১১১৫; তবে সেই শ্লোক রূপ ৩১১০৬; তবে সেই সাত মোহর ২১০১২৫।

তবে হরিচন্দন আসি ৩২৫০; তবে হাসি কহে প্রভু ২১৬১৭০; তবে হাসি প্রভু তারে ২১৮১২৩০; তবে হাসি প্রভু মোরে ১১৫১৭২; তবে হাসি মহাপ্রভু ২১৮১২৭।

তভু কৃষ্ণনাম বালক ৩১৬৬২; তভু নির্বিকার রায় ৩৫১১৬; ৩৫১৩৮; তভু পূজ্য হও তুমি বড় ২১২৫৬২; তভু মহাপ্রভুর মনে ৩১১৪৩; তভু যদি কর তাঁর দাস ২১৫১৬৮; তভু রামচন্দ্রের মন ৩১১৫০; তভু সে বালক কৃষ্ণনাম ৩১৬৬৩।

তমাল কার্তিক দেখি ২১২০৮; তমো নাশ করি করে তবের ১১১৫৩; তমোনাশ করি কৈল তববস্ত ১১১৪২; তমোরজো ধর্ম্যে কৃষ্ণের ৩৪১৫৬।

তরঙ্গে বহিয়া বুলে ৩১৮১২৮; তরুণী স্পর্শে রাম রায়ের ৩৫১১৭; তরুণতা জ্যোৎস্নায় ৩১২১৭৭; তরু সম সহিষ্ণুতা ১১৭১২৪।

তর্ক না করিহ তর্কগোচর ৩১২১৫; তর্ক না করিহ তর্কে হবে ৩১১৬২; তর্ক না করিহ স্তন ৩১২১২২; তর্কনিষ্ঠ হৃদয় তোমার ২১৬১৮; তর্কপ্রধান বৌদ্ধশাস্ত্র ২১২৪২; তর্কশাস্ত্রে জড় আমি ২১৬১২৪; তর্কশাস্ত্র মত

উঠায় ২৬১৭০ ; তর্কশাস্ত্রে সিদ্ধ যেই ১৮১১৩ ; তর্কে ইহা নাহি মানে ১১৭১২২৮ ; তর্কেই যুগল প্রভু ২১২৪৩ ; তর্কের গোচর নহে চরিত্র ১১২১২৭ ; তর্কের গোচর নহে নামের ১১২১২৩ ; তর্ক গর্জ করে লোক ১১৭১১০৪ ; তর্কজন গর্জন শুনি ১১৭১১৩৫ ; তর্কনীতে ভূমি লেখে ২১৩১১৫৭ ; তর্ক প্রহেলি আচার্য ১১২১১৭ ; তর্ক শুনি মহাপ্রভু ১১২১২২ ; তর্কার না জানি অর্থ ১১২১২৬ ।

তলে উপরে বহু ভক্ত ১৬৪৪ ; তলে খড়্গ পাতি ১১১১৩ ।

তহি মধ্যে কহি সব ১১১১২ ; তহি মধ্যে কোন ভাগের ২১২১২২৫ ; তহি মধ্যে নানাভাবের ২১২১১২৬ ; তহি মধ্যে প্রেমদান ১১৭১৩০৬ ।

ত্রয়োদশে জগদানন্দ ১১০১১১২ ; ত্রয়োদশে মহাপ্রভুর ১১৭১৩১৫ ; ত্রয়োদশে রথ আগে ২১২১২০৪ ; ত্রয়োবিংশে প্রেম ভক্তি ২১২১২১২ ।

তাণ্ডব নৃত্য ছাড়ি স্বরূপেরে ২১৩১১০৭ ।

তাতে অতি সুগন্ধ দেহ ২১৮১২২৭ ; তাতে অমুরাগী বাঞ্ছে ১৪১৬০ ; তাতে আদি নীলার করি ১১৭১৩০৩ ; তাতে আমার অঙ্গে কণ্ঠ ১৪১১৪৮ ; তাতে ইহা রহিলে মোর ১৪১১৫০ ; তাতে এই দেহ যদি ১৪১২ ; তাতে এই দ্রব্যে কৃষ্ণাধর ১১৬১১০৫ ; তাতে এই যুক্তি ভাল ২১৩১৭২ ; তাতে এই শ্লোক দেখি ১১৬১৪২ ; তাতে কৃষ্ণ ভঞ্জে করে ২১২১১৮ ; তাতে ঘোড়ার ঘাটি মূল্য ১১২১২৫ ; তাতে চৈতন্যলীলা হৈল ১১০১২২ তাতে ছয় দর্শন হৈতে ২১২১৪৮ ; তাতে জানি অপ্রাকৃত ১৫১৪০ ; তাতে জানি পূর্বে তোমার ১১১১০৪ ; তাতে জানি মোতে আছে ১৪১২১৬ ; তাতে জানি হয় তোমার ২১১১৬৬ ; তাতে তার বধ নহে ১১৭১১৫৬ ; তাতে তাঁহা ছাড়ি লোক ১১২১৮৩ ; তাতে নিত্য লীলা কহে ২১০১৩২২ ; তাতে নৃত্যবান্ধ গীত ১১৭১১২৮ ; তাতে প্রেমভক্তি পুরুষার্থ ১১১১২১ ; তাতে ফলে প্রেম ফল ২১২১২২৮ ; তাতে বড় তার সম ২১২১১২৭ ; তাতে বসি আছে সদা চিন্তে ২১৮১৩২ ; তাতে বসি আছে সদা ব্রজেন্দ্র ১৮১৪৭ ; তাতে বার বার কহি ১১৬১৫৭ ; তাতে বিশ্বাস করি স্তন ১১৪১১০ ; তাতে বেদশাস্ত্র হৈতে ২১২১১১০ ; তাতে বৈষ্ণবের বুটা ১১৬১৫৩ ; তাতে ভাল করি শ্লোক ১১৬১৪৬ ; তাতে ভাসে মায়া লঞা ২১৫১১৭৫ ; তাতে মালী যত্ন করি ২১২১১৩২ ; তাতে মোরে এই কৃপা ২১৫১১৫১ ; তাতে যে প্রলাপ কৈলা ১১৮১১১৩ ; তাতে যেই রমে সেই ২১২১২০৬ ; তাতে রঘুনাথের হয় ১১৩১২৪ ; তাতে শয়ন করে প্রভু ১১৩১১২ ; তাতে সাক্ষী সেই রমা ২১২১১২৭ ; তাতে স্বদ্বার্থ ব্যাখ্যা ২১২১১৩২ ; তাতে দ্বন্দ্ব হৈল যবে ১১২১১১১ ।

তাপী নান করি আইলা ২১২১২৮২ ।

তাবৎ আমার ঘরে ভিক্ষা ২১২০৭৫ ; তাবৎ ইহা বসি স্তন ১১৩১১৩ ; তাবৎ তুমি বসি স্তন ১১৩১০৭ ; তাবৎ তোমার সখ ২১৮১১২৪ ; তাবৎ বৃন্দাবন দেখি ২১২১১৫৪ ; তাবৎ রহিব আমি ২১৫১২৮৩ ; তাবৎ স্পর্শমি কেহ ২১৬১২৫১ ।

তামা কঁাসা রূপা ২১৮১২৪৫ ; তাহুলচর্কিত যবে ১৪১২১১ ; তাহুল সম্পূট ঝারি ২১৪১১২৮ ; তাহরণী নান করি ২১২১০২ ।

তার অধিকার গেল ১১৬১১৭ ; তার অহুগত ভক্তির ২১২১৮৫ ; তার অহুসন্ধান বিনা ২১৪১১৪ ; তার অপমান করিতে ১১৩১২৫ ; তার অবধান দেখি ২১৫১২৪৬ ; তার অর্থ আশ্বাসিল ১১০১১২২ ; তার অর্থ লঞা ব্যাস ২১২১৮২ ; তার অল্প খাওয়াইতে ১১৬১৮৪ ; তার অল্প মহাপ্রভু জিহ্বাতে ১১৬১৮৫ ; তার অস্ত্র তার অঙ্গে ২১২১১৫ ; তার আগে এক পিণ্ডি ২১২১১৮২ ; তার আগে কিছু ধায় ২১২১১৬৩ ; তার আগে নাচাইল ১১৩১৬৮ ; তার আগে প্রভু বৈছে ২১৩১৬৩ ; তার আগে যবে আমি ২১৭১১২১ ; তার আগ্রহে স্বরূপের

৩৫১০৭; তার আশ্রি দেখি প্রভু ৩১৪১২৬; তার উদাহরণ আমি ২২১১৬৭; তার উপদেশ মন্ত্রে ২২২১১৩;
 তার উপরে রক্তোদগম ৩১৪১৮৬; তার উপশাখাগণে ১২১২০; তার এই কল যোরে ২৩১১৬২; তার এক কণ
 স্পর্শি ৩২০১৬২; তার এক কল পড়ি যদি ২১৫১১৭২; তার এক দেশে বৈকুণ্ঠাঙ্গ ২২১১২৩; তার এক রাই
 নাশে ২১৫১১৭৬; তার এক লব পায় সেই ৩১৬১২১; তার এক দেশ খ্রীতি ২১১১২১; তার এক ঋতি
 কণে ৩১৭১৩৮; তার ঋণ শোধিতে কৃষ্ণ ১৩৮৫; তার কণ্ডুস প্রভু ৩৪১২২৮; তার কর্ণ লোভে ইহা
 ২৮১২৫৭; তার কান্ধে চটি নৃত্য ১১৭১২৪; তার কোটি অপরাধ সব হয় ১১৭১২০; তার গড়খাই কারণাক্তি
 ২১৫১১৭৪; তার গুণ কহি প্রভুরে ৩৫১১৪৮; তার গুণ কহে হৈয়া ২১৫১১৫৮; তার গৌর কান্ধে
 তোমার ২৮১২২২; তার ঘর গ্রাম লুটি ৩৩১১৫৩; তার ঘরে ভিক্ষাটন ৩১৪১৪৫; তার ঘরে রহিলা প্রভু
 কৃষ্ণকথা ২৮১৮০; তার ঘরে রহিলা প্রভু স্বতন্ত্র ১১৭১৪৩; তার জ্ঞানে আহুযজ্ঞে ২২০১১২৭; তার ঠাঞি
 তণ্ডুল মাগি ৩২১১০৬; তার তপস্কার ফল ৩১৬১১৩৫; তার তলে তার তলে ২১২১১৫৬; তার তলে
 পরব্যোম ২২১১৩৫; তার তলে পিঁড়ি বান্ধা ২১৮১৬২; তার তলে বাহাবাস ২২১১৩৮; তার তক্ত অবশেষ
 ৩২০১৬৫; তার দুঃখ দেখি তার সেবকাহি ৩২১৭৩; তার দুঃখ দেখি স্বরূপ ৩৫১১২২; তার দোষ নাহি
 তার ৩৩১১২২; তার নিমিত্তে করি তোমার ২২৫১৭০; তার পদবুলি উড়ি ২১৫১৮৩; তার পরিচয় নীলাচলে
 ৩৬২৪৭; তার পাছে পাছে গোপাল ২৫১১০০; তার পাছে নীলা অন্তালীলা ২১১১৫; তার পাপ ক্ষয় হয়
 ১৩১৫০; তার পাশে দধি দুগ্ধ মাঠা ২৪১৪৩; তার পাশে ঋটিরাশি ২৪১৭২; তার পিতা কহে তারে ৩৬৩৭;
 তার পুত্র কহে ভাল ২৫১৭৭; তার পুত্র তোমার সেবক ৩২১১৪; তার পুত্র মারিতে আইলা ২৫১৫০; তার
 প্রেমে বশ আমি ১৪১১৭; তার ফল কি কহিব ৩৫১৪৭; তার ফল দ্বারে লোকে ৩৮১২৩; তার বাক্য ক্রিয়া
 মুদ্রা ২২৩২২১; তার বাহুল্য বর্ণি ৩১৪১২; তার বোলে অন্ন ছাড় ৩৮১৬৭; তার ভক্ত ভক্তি নাম ১১১১৬৫;
 তার ভয়ে কৈল প্রভু ভিক্ষা ৩২০১১০৬; তার ভয়ে নদী কেহো ২১৬১১৫৭; তার ভয়ে নারে প্রভু ৩১২১৭০;
 তার ভয়ে নারে ভিত্তো ৩১২১৭০; তার ভয়ে পথে কেহো ২১৬১১৫৬; তার ভয়ে প্রভু কিছু ২১২১১৬৮;
 তার ভর্তা কহিলে ১১৬১৫২; তার ভাগ্য দেখি প্লাঘা ২১২১৬১; তার মধ্যে আইল পতিব্রতা ২৮১১৮৫;
 তার মধ্যে আবেশে প্রভু ২১৭১২৫; তার মধ্যে এক বিন্দু ৩১১১৩২; তার মধ্যে এক মূর্তি ২৮১১৮২; তার
 মধ্যে কহিল রামানন্দের ৩৫১১৫১; তার মধ্যে কহি আগে ২২০১১২২; তার মধ্যে কহি এবে ২২০১২০৬;
 তার মধ্যে কেনে মিথ্যা ৩১১১৩১; তার মধ্যে কৈল যৈছে ২১৬১৫৪; তার মধ্যে কৃষ্ণচন্দ্রের ১২১৫৫; তার
 মধ্যে গোপীগণ ২১৩১১৪৩; তার মধ্যে ছয় বৎসর ভক্তগণ সঙ্গে ২১১১৮; তার মধ্যে ছয় বৎসর গমনাগমন
 ১১৩১১১; ২১১১৪; তার মধ্যে ছয় বর্ষ ভক্তগণ সঙ্গে ১১৩১৩৬; তার মধ্যে দুই নাটকের ৩২০১২৪; তার
 মধ্যে দেবদাসীর ৩১৩১১৩৫; তার মধ্যে নানা চিত্র ২১৫১২২২; তার মধ্যে নীলাচলে ছয় ১১৩১৩৩; তার
 মধ্যে পড়ি আছেন ৩১৪১৫৮; তার মধ্যে প্রবেশয়ে ২২২১৫৩; তার মধ্যে পূর্ববিধি ৩৮১৭৩; তার মধ্যে
 ব্রজদেবীর ২২৫১২০৫; তার মধ্যে ব্রজে নানাভাব ১৪১৭০; তার মধ্যে ভগবানের ২২৫১২১০; তার মধ্যে মহুয়া
 জাতি ২১২১১২৮; তার মুক্তি ফল নহে ২১৬২৩৮। তার মধ্যে স্নেহ পুন্নিদ ২১২১১২৮; তার মধ্যে মোক্ষ-
 বাঞ্ছা ১১১১৫১; তার মধ্যে যে যে বর্ষে ২১৬১৮২; তার মধ্যে যেই ভাবে ২১১১৬; তার মধ্যে রূপ সনাতন
 ১১০১৮৩; তার মধ্যে শিবানন্দ সঙ্গে ৩২০১২৫; তার মধ্যে শ্রীরাধার ভাবের ১৪১৪৩; তার মধ্যে শ্রীরূপের
 ২২৫১২০২; তার মধ্যে শ্লোক তুমি ১১৬১৪০; তার মধ্যে সভার স্বভাব ২১৪১১৮২; তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ
 ৩৪১৬৬; তার মধ্যে স্বাবর জন্ম ২১২১১২৭; তার মাথে পদ ধরি ৩৬১১৩৬; তার মুখ দেখি পুছে ৩১৫১৩৮;
 তার মুখে দিয়া খাওয়ায় ৩৬১৭২; তার যে বা উদগার ৩১৬১১২৩; তার রীত দেখি হরি ৩৩১১১৫; তার
 লাগি আমি মরি ৩১২১৪৮; তার লেখায় এই অন্ন ২৩১৭৩; তার লেখে এই অন্ন ২১৫১২৩২; তার শিষ্য
 উপশিষ্য ১১০১১৫৮; তার শুরু পক্ষে প্রভু ২১১১১; ২১১২; তার শেষ পাইলে তোমার ৩৬১২২২; তার

সঙ্গে অছাড়া ২১৮১১০; তার সঙ্গে এক পংক্তি ২১২১৮২; তার সব অঙ্গ সেবা ৩৫৩৬; তার সম স্তম্ব জীবের ২১২১২৬; তার স্বন্ধে চটি আইলা ১১৪১৩৫; তার স্বন্ধে চটি প্রভু ১১৭১১৭; তার স্পর্শ নাহি যার ২১২৩১; তার স্বাছ যে না জানে ২১২৩০; তার স্নেহে করায় তারে ২১২১২৫; তার স্নেহে প্রভু কিছু ২১২১১২।

তার। আসি প্রভু পায় ১১৭১৩৪; তার। কহে তোমার প্রসাদে ২১২১৬১; তার। গায় মুক্তি নাটো ১১০১১৭; তার। তৈছে তোমা যারিবে ২১২৪১৭৩; তার। দাস্ত ভাবে করে ১১৬৫৭; তার। দুঃখ পায় এই ৩১২৫; তার। সব যদি কৃপা ৩১২৪৬।

তারি দ্রব্য মূল্যে লঞা ৩১২১১; তারি মধ্যে পরিমুগ্ধা ৩১০১৫৬; তারি মধ্যে বান্দাল কবির ৩২০১০২; তারি মধ্যে রাঘবের বালি ৩১০১৫৬; তারি মুখে সরস্বতী ৩৫১৩০; তারি শাস্ত্রযুক্ত্যে প্রভু ২১৮১৭৭।

তারুণ্যামৃত ধারায় স্নান ২১৮১২৮; তারুণ্যামৃত পারাবার ২১২১২৪।

তারে আজ্ঞা দিল প্রভু ২১৪১২৩৩; তারে আজ্ঞা দিল রাজা ২১৬১১২; তারে আলিঙ্গন কৈল ৩৪১৮১; তারে আশ্বাসিয়া প্রভু ২১৮১৮২; তারে আসি আপনে মিলে ২১১৫২; তারে উঠাইয়া নারদ ২১২৪১৮০; তারে কহে আরে ভাই ২১২০৮০; তারে কহে কাঁহা কৃষ্ণ ৩১৬১৭৫; তারে কহে কেন কর ১১২৬০; তারে কৃপা করি আগে ২১২১৮; তারে কৃপা করি প্রভু ২১৩১২; তারে কৃষ্ণ প্রেমধন ৩১৩১৩৭; তারে গালি শাপ দিতে ২১৫১২৪৮; তারে ঘরে পাঠাইয়া ২১৮১২০; তারে ডাকি প্রভু কহে ১১৪১৫৪; তারে তারে সেই দেওয়ান ২১২১৬৫; তারে তিরস্করিবারে কৈল ২১২৫১৫; তারে দণ্ড করিতে সেই ৩১১৪৮; তারে দেখি শ্রীতে প্রভু ৩১২১৫৬; তারে দেখি মহাপ্রভুর ২১২১৫৭; তারে ধ্যান শিক্ষা কর ২১৩১৩৩; তারে নমস্করি কালিদাস ৩১৬১২৭; তারে না চিনেন আচার্য্য ২১১১৬৮; তারে নাড়াইতে প্রভু ৩১৪১২৩; তারে নিন্দা করি কহে ৩১২৪৪; তারে নিষেধিল প্রভুকে ৩৬১৪৫; তারে পাঠাইলা রাজা ৩১২১১; তারে প্রশ্ন করেন প্রভুর ২১২১১২; তারে বধ কৈলে হয় ২১৫১২৫৮; তারে বিদায় দিয়া গৌসাক্ষি ২১২০৩৫; তারে বিদায় দিয়া ঠাকুর ৩১৬১২৮; তারে বিদায় দিল প্রভু ২১৬১২৭; তারে মাগি কর্তৃক চন্দন ২১৪১৫০; তারে মিলিবারে প্রভু ৩১৩১৮০; তারে রক্ষা করিতে যদি ৩১২৪২; তারে রাধাসম প্রেম ২১৮১৮; তারে লীলায়ুত পিয়াও ২১৪১৮৫; তারে শাস্ত করি প্রভু ২১৫১২৫৬; তারে সন্তোষিয়া কিছু ৩৪১৬০; তারে স্তম্ভ দিতে কহে ২১২১৩৭; তারে সে-সে ভাবে ১৪১১৮; তারে হাস্ত করিতে ২১৪১২৩।

তার্কিক মীমাংসক ২১২৩৬; তার্কিক শৃগাল সঙ্গে ২১২১৮০।

তাল পত্রে শ্লোক লিখি ৩১১৭২; তা-লাগি পঞ্চম শ্লোকের ১৪৪৭।

তা-সভা ডুবাইতে পাতিব ১১৭৩০; তা-সভা তারিতে প্রভু ৩১২১২; তা-সভা নিষেধি প্রভু ১১৬১২২; তা-সভাকে খাওয়াইতে ২১৪১৩৬; তা-সভাকে তাঁহা ছাড়ি ১১৭১৪০; তা-সভার অন্তরে ভয় ১১৭১২৬; তা-সভার আগে সব ২১৫৩৬; তা-সভার কবিত্তে আছে ১১৬১২৫; তা-সভার গ্রাস শেষে ৩১৪১৪৬; তা-সভার নাম কহি ২১২০১৭২; তা-সভার শ্রীতি দেখি ২১৭১২৩; তা-সভার প্রেম দেখি ২১৮১৭৩; তা-সভার বিজ্ঞাপাঠ ১১৮১৫; তা-সভার বিলম্ব দেখি ২১০১২৮; তা-সভার বোলে লিখি ১১৮৬৭; তা-সভার মুকুট কৃষ্ণ ২১২১৭৭; তা-সভার সঙ্গে যৈছে ১১৭১২৩০; তা-সভার সম্মতি বিনে ২১৫১২৬; তা-সভারে কৃপা করি আইলা ২১৪১১; তা-সভারে কৃপা করি প্রভু ২১৮১২০০; তা-সভারে দেন পীড়া ৩১২০৪১; তা-সভারে স্তুতি করে ২১৩১৩।

তাঁহা আমার সঙ্গে তোমার ১১৬১১৫; তাঁহাঁই আরম্ভ কৈল ২১৬১৩২; তাহা আশ্বাদিতে আমি ১৪১২১৭; তাহা আশ্বাদিতে যদি ১৪১১০৪; তাহা আমি নিত্যাবশ্ত ৩৪১৫২; তাহা উদ্ধারিতে শ্রম ২১১১৮১; তাঁহাঁ উপবাস যাহাঁ ২১১১০১; তাহাঁ এক ঐশ্বর্য তাঁর ২১১১২২; তাহাঁ এক বাক্য তাঁর ২১৫১০০; তাহাঁ

এক বিপ্র তাঁরে কৈল নিমন্ত্রণ ২১১১৬; তাহাঁ এক বিপ্র তাঁরে নিমন্ত্রণ কৈল ২১১২৫৭; তাহাঁ এড়াইল রাজপত্র ২১১১৮১; তাহাঁ এত ধর্ম চাহি অৱাণ্ড; তাহাঁই করিছু এই গ্রন্থের ১৮১৭২; তাহাঁ কিছু যে শুনিল ২১১১৭৩; তাহাঁ কে কহিতে পারে ২১১২১৪; তাহাঁকি কৈল কুর্দপূরণ ২১১১০৮; তাহাঁ খতি সবিশেষ ২১১৮১৭২; তাহাঁ খাঞা আপনাকে অভ্যন্ত; তাহাঁ খাঞা তোমার সঙ্গে ২১১১২২; তাহাঁ গেলে সেই ভূত অৱাৱে; তাহাঁ গোপগণ সঙ্গে ২১১০১২৩; তাহাঁ গোবর্দ্ধন দেখি ২১১৮১২; তাহাঁ ছাড়ি করিয়াছি ২১১৫৫০; তাহাঁ ছাড়ি কেনে কর ১১১৬৭; তাহাঁ ছাড়িতে চাহ তুমি অৱাণ্ড; তাহাঁ জাগি রহে সব অভ্যন্ত; তাহাঁ জিনিবারে দ্বিতীয় অৱাৱে; তাহাঁ বাঁপ দিয়া পড়ে ২১১১১৪৫; তাহাঁ তাহাঁ ভিক্ষা করে ২১১২৬৭; তাহাঁ তাহাঁ স্নান করি ২১১১১৮২; তাহাঁ তাহাঁ হয় তাঁর ২১১২২৬; তাহাঁ তুমি প্রসাদ পাও অৱাৱে; তাহাঁ তোমার পদদ্বয় ২১১০১৩০; তাহাঁ দিতে ইচ্ছা হয় ২১১২২৫; তাহাঁ দিয়া কর শীঘ্র ২১১১১৩৩; তাহাঁ দেখে সাক্ষী ১১১৩৫; তাহাঁ দেখা হৈলা এক ২১১১৬৩; তাহাঁ দেখাইল প্রভু অৱাৱে; তাহাঁ দেখি ক্রুদ্ধ হঞা ১১১১৪৭; তাহাঁ দেখি দামোদর অৱাৱে; তাহাঁ দেখি পাঁচজনের ১১১২৫; তাহাঁ দেখি প্রভুর কিছু ২১১১১২৮; তাহাঁ দেখি প্রভুর ক্রোধ ২১১০১৪২; তাহাঁ দেখি প্রভুর মনে ২১১২১২০; তাহাঁ দেখি প্রভুর হৈল ১১১৪৬০; তাহাঁ দেখি প্রেমাবেশ অৱাৱে; তাহাঁ দেখি বলি আমি ১১১১১৮৪; তাহাঁ দেখি মহাপ্রভু করেন ১১১২২; তাহাঁ দেখি মহাপ্রভুর উল্লাসিত ২১১৮১৫০; তাহাঁ দেখি লোক আইসে ২১১৮২; তাহাঁ দেখি লোকের ১১১১৪৫; তাহাঁ দেখি স্নেহে ১১১২১৩; তাহাঁ দেখি হয় মোর ২১১২৪; তাহাঁ দেখিবারে আইসে অৱাৱে; তাহাঁ দেখিবারে উৎকণ্ঠিত ২১১৪১১৭; তাহাঁই দেখিল কৃষ্ণের অৱাৱে; তাহাঁ দোহা লঞা রায় অৱাৱে; তাহাঁ ধর্ম শিখাইতে অৱাৱে; তাহাঁ না করিয়া কেনে ২১১১২৮; তাহাঁ নাহি নিজ সুখ ১১১১৬২; তাহাঁ নাহি মানি পণ্ডিত ২১১৫৩১; তাহাঁ নিস্তারিয়া কৈলে ২১১১২২৫; তাহাঁ নৃত্য করি জগন্নাথ ২১১০১৮৪; তাহাঁ নৃত্য করে প্রভু ২১১১৫৭; তাহাঁ নৃত্য করে রামানন্দ ২১১০৪৩; তাহাঁ পড়ি রহেঁ একা ২১১১১৫১; তাহাঁ পড়ি রহেঁ মোর ২১১১১৫২; তাহাঁ পাঞা প্রাণ রাখে ২১১২৩১; তাহাঁ পুষ্পারণ্য ভূক্ত ২১১০১২২; তাহাঁকি প্রকট কৈল ১১১৮৩; তাহাঁ প্রচারিল দোহে ১১১০৮৭; তাহাঁ প্রবর্তাইলে তুমি অৱাৱে; তাহাঁ প্রভুর স্বাতন্ত্র্য নাই অৱাৱে; তাহাঁ প্রসাদার লৈয়া ২১১৫২; তাহাঁ প্রেমাবেশে নাচে ২১১১৫৩; তাহাঁকি বলভভট্ট প্রভুর অৱাৱে; তাহাঁ বাসা দেহ ২১১৬৪; তাহাঁই বিকাই যাই অৱাৱে; তাহাঁ বিদ্য করি ২১১১৭১; তাহাঁ বিদ্য নহে তোমার অৱাৱে; তাহাঁ বিস্তারিত হঞা ২১১১৩৭; তাহাঁ ভিক্ষা কৈল প্রভু ২১১৬১৮৩; তাহাঁই মিলিব সব অৱাৱে; তাহাঁ যত স্থাবর জন্ম অৱাৱে; তাহাঁ যদি আচম্বিতে ২১১৪১৭৮; তাহাঁ যমুনা গঙ্গা ২১১২৭৭; তাহাঁ যাই নাচে গায় ২১১২; তাহাঁ যাই পড়িলা প্রভু অৱাৱে; তাহাঁ যাইতে কর তুমি ২১১৬১৮৮; তাহাঁ যাঞা রহ রূপ অৱাৱে; তাহাঁ যাব সেই আমার অৱাৱে; তাহাঁ যাইতে যদি ১১১১৫৩; তাহাঁ যে করিল লীলা ২১১১০; তাহাঁ যে না লিখিল ২১১৫১৬; তাহাঁ যে রামের রূপ ১১১৩৫; তাহাঁ যেই পায় তার অৱাৱে; তাহাঁ যেই লীলা তার মধ্যলীলা ২১১১৫; তাহাঁ যেই লীলা তার শেষ লীলা ২১১১২; তাহাঁ যেছে কৈল সন্ন্যাসীর ২১১৫১৫; তাহাঁ যেছে ব্রহ্মপুরে ২১১০২২৬; তাহাঁ যেছে রূপ সনাতনের ২১১৬২০২; তাহাঁ যেছে হৈল হরিদাসের অৱাৱে; তাহাঁকি রহিলা প্রভু ২১১২২; তাহাঁ লাগি একত্র ২১১১৬০; তাহাঁ লীলাস্থলী দেখি ২১১৮৫১; তাহাঁ শিখাইল লীলা ১১১২২০; তাহাঁ শুনি তোমার সুখ ২১১১৫০; তাহাঁ শুনি লুপ্ত হয় ২১১২৮৭; তাহাঁ শুনি সভার হৈল ২১১৫৭৩; তাহাঁ শুনি গোপাল ২১১৮৩০; তাহাঁ শুনে লোক কহে ২১১১৪; তাহাঁকি সকল লোক ১১১১৫১; তাহাঁ সব লোকে কৃষ্ণনাম ২১১১৩; তাহাঁ সর্বলভ্য হয় ১১১২০৭; তাহাঁ সভা পানে প্রভু ২১১২০; তাহাঁ সভা পাঠাইয়া ২১১৬৪৫; তাহাঁ সভা হৈতে ১১১৩১; তাহাঁ সভার দণ্ড এই অৱাৱে; তাহাঁ সহি তোমার বিচ্ছেদ ২১১৪৭; তাহাঁ স্বপ্নে দেখা দিলা ১১১১৫২; তাহাঁ স্তম্ভ রোপণ কর ২১১৬১১৪; তাহাঁ স্নান করি প্রভু ২১১৬১১৩; তাহাঁ সিদ্ধি করে হেন ২১১৬৬৪; তাহাঁ সেই অন্ন ভট্টাচার্য্য ২১১৭৬০; তাহাঁ সেই কল্পকৃষ্ণের ২১১১১৪৫; তাহাঁ হৈতে কোটিগুণ

রাধা প্রেমাষাদ ১৪১০০২ ; তাহা হরি ভোগ করে ৩৩৮৭ ; তাহা হৈতে অধিক সুখ ২১১১২২৪ ; তাহা হৈতে অবশ্য আমি ২১১৬২৪৬ ; তাহা হৈতে আগে গেল ২১১৬২০০ ; তাহা হৈতে কৈলে তুমি ২১৬৬০ ; তাহা হৈতে কোটিগুণ গোপী আশ্বাদয় ১৪১১৫৮ ; তাহা হৈতে ঘরে আসি ২১২৪৮ ; তাহা হৈতে চলি আগে ২১২৩০ ; তাহা হৈতে ধরি মোরে ৩১৪১০০৪ ; তাহা হৈতে পুন চকুর্কূহ ২১২০১৬২ ; তাহা হৈতে মহাপ্রভু ২১৮১৫৭ ; তাহা হৈতে রাধাসুখ ১৪১২১৫ ; তাহা হৈতে সেই শিলামালা ৩৬২৮২ ; তাহা ক্ষীরোদধি মধ্যে ১৫১২৪ ।

তাহাকে ত এই ক্ষীর ২৪১২৮ ; তাহাকে তালুক দিব ১১৭১২১৫ ।

তাহাতে অসংখ্য ফল ১২৩৬ ; তাহাতে আইলা তেঁহো ১৫১৪০ ; তাহাতে আচার্য্য বড় হয় ১১৭১৬২ ; তাহাতে আপন ভক্তগণ ১৩২১ ; তাহাতে এতেক চিহ্ন ২১২৩১০ ; তাহাতেও ঐশ্বর্য্য দেখি ১১৭১১০৬ ; তাহাতে চৈতন্যলীলা ১৮১৪০ ; তাহাতে জন্মিল শাখা ১১১১২ ; তাহাতে জানেন প্রভুর এসব ১৪১২২ ; তাহাতে তর্ক উঠাইয়া ৩৮১৪৮ ; তাহাতে দীক্ষিত আমি ৩৩২২৭ ; তাহাতে দৃষ্টান্ত উপনিষদ ২১৮১৮০ ; তাহাতে দৃষ্টান্ত লক্ষ্মী ২১৮১৮৬ ; তাহাতে নিমিষ কৃষ্ণ কি ১৪১১৩২ ; তাহাতে প্রকট দেখি ২১৮২২৩ ; তাহাতে প্রকট হৈল ১৪১২২৭ ; তাহাতেই প্রভু মোরে ৩৭১১৩৬ ; তাহাতে প্রমাণ কৃষ্ণ-শ্রীমুখ ১৪১১৫২ ; তাহাতে বহুত শাস্ত্র ১৬৮৮ ; তাহাতে বিখ্যাত ইহো ২১৬৭৮ ; তাহাতে ভরিবে ব্রহ্মাণ্ড ৩৩৭৫ ; তাহাতে সঙ্কর্ষণ করে ২১২০২২৫ ; তাহাতে স্নগন্ধি তৈল ৩১২১০৭ ; তাহাতেও হও তুমি মূল ১২১৩৭ ।

তাহার আকার দেখি ৩১৮১৫৫ ; তাহার ইয়ত্তা কহি ১৬১১০৩ ; তাহার উদ্দেশে প্রভু ২১২২১১ ; তাহার উপর স্নন্দর নয়ন ২১৩১১৬০ ; তাহার উপরিভাগে ১৫১১৩ ; তাহার উপরে এবে ২১৫১২৮৬ ; তাহার কল্মষ নাম ১৩৪৮ ; তাহার গণনা কারো মনে ৩৩১০৭ ; তাহার দর্শনে বৈষ্ণব ৩২১১৩ ; তাহার দর্শনে লোক ৩২১২০ ; তাহার দৃষ্টান্ত বৈছে ৩৩১৭১ ; তাহার বাহিরে কারণার্ণব ১৫১৪৩ ; তাহার বিশেষ জ্ঞান ১২১৬৭ ; তাহার বৈভবানন্ত বৈকুণ্ঠাদি ১২১৮৪ ; তাহার বৈভবানন্ত ব্রহ্মাণ্ডের ১২১৮৫ ; তাহার মধুর বাক্যে ২১৪২৫ ; তাহার মাধুর্য্যগন্ধে ১১২১২৩ ; তাহার মিলন করি ৩৫১৪১ ; তাহার যে আত্মা তুমি ১২১২৭ ; তাহার লক্ষণ স্তন ৩২০১৬ ; তাহার শ্রবণে নাশ ১৭১১০৪ ; তাহার সম্মান করি ১১৭১২৭ ; তাহার হৃদয়ে তার ১১১৪৮ ; তাহার হেতু না দেখিয়ে ৩৩৫০ ।

তাহারা বুঝিতে নারে ৩৩১৪৫ ।

তাহারে করাইল সভার ৩৪১০৬ ; তাহারে কহেন আচার্য্য ৩২১০১ ; তাহারে দেখিতে প্রাণ ৩১৮১৫০ ; তাহারে নির্জিতে ভাগবত ১২১৫১ ; তাহারে মলিন কৈল ২১২১৫১ ; তাহারে মারিব আমি ২১২১৪৪ ।

তাহি মধ্যে কৈল রাসে ৩২০১১৮ ; তাহি মধ্যে গোবিন্দের ৩২০১০২ ; তাহি মধ্যে ছয় ঋতু ১১৭১২৩১ ; তাহি মধ্যে পরিমুগ্ধা ৩২০১০২ ; তাহি মধ্যে প্রভুর কিছু ৩২০১১৬ ; তাহি মধ্যে প্রভুর পঞ্চেন্দ্রিয় ৩২০১০৮ ; তাহি মধ্যে প্রভুর সিংহদ্বার ৩২০১১৫ ; তাহি মধ্যে শিবানন্দের আশ্চর্য্য ৩২০১২৬ ।

তাহে ইহা রহি আমার ৩৩৬৫ ; তাহে জানি কোন ভপস্থার ৩১৬১২২ ; তাহে মুখ্য রসাত্মক ২১২৬৮ ; তাহে রামানন্দের ভাব ৩৫১১২ ; তাহে শোভে ধ্বজবজ্র ১১৪৫৫ ।

তাঁর অংশ পুরুষ হয় ১৫১৬৪ ; তাঁর অঙ্গকাস্তে স্থান ৩৩২১২ ; তাঁর অঙ্গগন্ধে দশ দিগ্ ৩৩২২০ ; তাঁর অধিষ্ঠাত্রী শক্তি ১৪১৭৮ ; তাঁর অবতার এক শ্রীমুক্ত ১৬৭৭৭ ; তাঁর অবতার এক শ্রীসঙ্কর্ষণ ১৬৭৭৬ ; তাঁর অবতার সাক্ষাৎ ১৬৭৪ ; তাঁর অভিষেকে প্রভু ২১৬৫১ ; তাঁর আগে যতপি সব ৩২০১৭৪ ; তাঁর আজ্ঞায় করোঁ তাঁর ২১১৮ ; তাঁর আজ্ঞা বিহু আমি ৩৭১৩৫ ; তাঁর আজ্ঞা ভাঙ্গি তাঁর সঙ্গে সে ৩১০১৬ ; তাঁর আজ্ঞা ভাঙ্গে তাঁর সঙ্গের ৩১০১৫ ; তাঁর আজ্ঞা মাগি সেবা ১১০১৩৮ ; তাঁর আজ্ঞা লজ্জি ১১২১৮ ; তাঁর আজ্ঞা লঞা

আইলা আজার ফল ৩৪১২২৬; তাঁর আজা লঞা আইলা পুরী কামকোষ্টি ২৪১১৬২; তাঁর আজা লঞা গেলা ২৪১২৭০; তাঁর আজা লঞা লিখি ১৮১৭৬; তাঁর ইচ্ছা প্রভু অন্ন ৩১২১০৫; তাঁর ইচ্ছা প্রভু সঙ্গে ১১৬১১৪; তাঁর ইচ্ছায় গেল মোর ২১২০৮৮; তাঁর উপশাখা কিছু ১১২১৭৭; তাঁর উপশাখা যত অসংখ্য তার ১১১১৫; তাঁর উপশাখা যত কুলীনগ্রামী ১১০১৪৬; তাঁর উপশাখা যত তার অস্ত ১১১১৫৩; তাঁর উপসনা জানি ২৪১১৬২; তাঁর এক পুত্র যোগ্য ২৪১২৭১; তাঁর এক শাখা মুখ্য ১১০১২২; তাঁর এক শিষ্য তাঁর ৩৬১৬২; তাঁর এক স্বরূপ ১৫১৬৪; তাঁর ঐছে বাক্য ক্ষুরে ২৬১২৫০।

তাঁর কি অদ্ভুত চৈতন্য ১৮১৩৮; তাঁর কৃপা নাহি যারে ২১১১২১; তাঁর কৃপায় পাপ তার ১১৭১৫৫; তাঁর কৃপায় পাইলু তোমার ২৮১৩১; তাঁর কৃপায় পাইল তোমার ২৪১১০৪; তাঁর কৃপায় প্রসন্ন করিতে ২১২০৮২; তাঁর কৃপা বিনা অন্তে ১৮১৭৭; তাঁর কৃপায় ক্ষুরিয়াছে ২৪১১২২।

তাঁর গর্তে ভগ্নিলা ১৮১৩৭; তাঁর গুণ গণিবে কেমনে ২৮১১৪৫; তাঁর গুরু অন্ন এই ১১২১১৪; তাঁর গুরু পাশে বার্তা ৩৬১৭৪।

তাঁর চরিত্র বিচারেতে ২১২১১১।

তাঁর বারী শেষানুত ৩২০৮০।

তাঁর ঠাক্রি আজা লঞা ২১১২২০; তাঁর ঠাক্রি গোপালের ২৪১৭৭; তাঁর ঠাক্রি প্রভুর কথা ৩১৩১৪২; তাঁর ঠাক্রি মন্ত্র লৈল ২৪১১১০; তাঁর ঠাক্রি শেষ পাত্র ৩১৬১১১।

তাঁর তব্ব নামগুণ ১৬১২২।

তাঁর দশা দেখি বৈষ্ণব ৩১৪১০৬; তাঁর দৈন্য দেখি শুনি ২১৬১২৬১; তাঁর দোষ নাহি তৌহো ১৭১১০২।

তাঁর ধন তাঁর ইহা সম্বোগ ১৪১১৫৪।

তাঁর নব অর্থমধ্যে ২৬১১৭৪; তাঁর নাভিপন্ন হৈতে উঠিল ১৫১৮৬; ২১২০২৪৫; তাঁর নিকট এক স্থানে ৩১৬১২২; তাঁর নিন্দা হয় যদি ২৩১১৭৮;

তাঁর পত্নী তাঁরে দেন ৩১৬৩১; তাঁর পত্নী শচীনাম ১১৩১৫৮; তাঁর পদধূলি লঞা ৩৬১৫২; তাঁর পরিকর তাঁর ১১০১১০; তাঁর পরিশ্রম হৈব ৩১২১০৮; তাঁর পাছে পাছে আমি ৩১৭১২৪; তাঁর পাদপদ্ম নিকট ২৪১১৩; তাঁর পাদপদ্ম বন্দ ১১১২২২; তাঁর পাদপদ্মে কোটি ১১১২১১; তাঁর পায়ে অপরাধ ২৪১৮; তাঁর পিতা কহে গোড়ের ৩৬১৭৬; তাঁর পিতা বিষয়ী বড় ৩১২৮৭; তাঁর পিতা সদা করে ২১৬১২২৩; তাঁর পুত্রগণ আমার ৩১১০১; তাঁর পুত্র মহাপণ্ডিত ৩৪১২১৮; তাঁর পুত্র মহাশয় ১১১১৩৭; তাঁর পুত্র সব শিরে ২১০১৫৮; তাঁর পুরোহিত বলরাম ৩৩১৫৮; তাঁর পুষ্পচূড়া ২৪১১৩; তাঁর প্রণয়রোষ দেখিতে ৩৭১২২; তাঁর প্রতিজ্ঞা না করিব ২১১১৩৮; তাঁর প্রসাদে জানিল ৩৭১২২; তাঁর প্রিয় শিষ্য ক্রিহো ১৮১৫৫; তাঁর প্রীতির কথা আছে ১১০১২১; তাঁর প্রেমবশ আমি ২১৫১৫০; তাঁর প্রেমে আনি মোরে ২১৫১৬৬।

তাঁর বাক্য শুনি মনে ২১২৪১১৭৪; তাঁর বিপ্র বহে জল ২১৭১৭২।

তাঁর ভক্তি দেখি প্রভুর ২১৬১০৪; তাঁর ভক্তিনিষ্ঠা কহে ২১৫১৩৭; তাঁর ভক্তিনিষ্ঠা দেখি প্রভুর ২৪১০৩; তাঁর ভক্তিবশে গোপাল ২৫১১২২; তাঁর ভক্তো হয় জীবের ২১৮১১৮৩; তাঁর ভগ্নী দময়ন্তী ১১০১২৩; তাঁর ভগ্নীপতি গোপীনাথ ১১০১২৮; তাঁর ভয়ে সন্তে করে ৩৩১৪৩; তাঁর ভাবে ভাবিত আমি ২৮১২৩০; তাঁর ভ্রাতৃশ্রদ্ধ নাম ২১১৩৭; তাঁর ভূতশেষ কিছু ১১৩১৪৮; ভূষণ ধনিত্তে আমার ৩১৭১২৪।

তাঁর মন কৃষ্ণান্না নারে ২৮১১০২; তাঁর মহোৎসবে যেই ৩১১১২১; তাঁর মাতাপিতা হৈল ৩৬১৮২; তাঁর মুখ দেখি হাসে ২১৬১৬০; তাঁর মুখে আন শুনে ২১৭১৪৫; তাঁর মুখে শুনি লিখি ৩১৪ ৭৮।

তঁার যত শাখা হৈল ১১২১২ ; তঁার যশঃ গুণ সর্ব ১৮৮৫০ ; তঁার যুগাবতার জানি ১৮৩২৮ ; তঁার যেই আশ্রয়
বলি ৩১২১২২ ; তঁার যেই স্মৃতি ২৩১৮২২ ।

তঁার রথচাকায় এই ৩৪১১০ ; তঁার রূপ দেখি ২৪১১১১ ; তঁার রূপ ভাব সখি ৩১৪১১০২ ।

তঁার লঘুভ্রাতা শ্রীবল্লভ ৩৪২১৮ ; তঁার লাগি গোপীনাথ ২১৬৩২ ; তঁার লাগি দ্রব্য ছাড়োঁ ৩১২২৪ ; তঁার
নীলা বর্ণিয়াছেন ১১০১৪৫ ; তঁার লোকসঙ্গে তাঁরে ২১১১২২ ।

তঁার শিষ্য উপশিষ্য ১১০১২৪ ; তঁার শক্তি তাঁর সহ ১৪১১৪ ; তঁার শক্ত্যে রামানন্দ ২১০১২০ ; তঁার শাখা
উপশাখায় ১১২১৫৪ ; তঁার শিষ্য গোবিন্দপূজক ১৮৮৬৪ ; তঁার শিক্ষা লাগি ১১১৪৫ ।

তঁার সঙ্গে অনেক বৈষ্ণব ৩৫১২০ ; তঁার সঙ্গে আইলা বহু ২৮১১৩ ; তঁার সঙ্গে আনন্দ করে ১১৩৩৬৪ ; তঁার সঙ্গে
আমার মন ৩১১১৪ ; তঁার সঙ্গে ক্রীড়া কৈল ২১৩২২ ; তঁার সঙ্গে জগন্নাথ ২১১১২৪ ; তঁার সঙ্গে তিন জন ১১০১১১৫ ;
তঁার সঙ্গে নাচি বুলে ১১১১১৩১ ; তঁার সঙ্গে পূর্ণ হবে ২১০১৫১ ; তঁার সনে মহাপ্রভু ২১১১৬২ ; তঁার সনে হঠ করিব
৩১১১৪১ ; তঁার সম গুরু কৃষ্ণের ১৬৫১ ; তঁার সিদ্ধিকালে দৌহে ১১০১১৩১ ; তঁার স্মৃতি স্মৃতি ১৪১১৬৫ ;
তঁার স্মৃতিহেতু সঙ্গে ৩৬১১ ; তঁার স্মৃতি আছে তেঁহো ২৪১১ ; তঁার স্মৃতির অর্থ কোন ২১২৫১১৬ ; তঁার সেবক সব আসি
৩১১৮৪ ; তঁার সেবা ছাড়ি আমি ২১৫১৪২ ; তার সেবা বিনা জীবের ২১৮১৮৪ ; তঁার স্ত্রী তাঁর সঙ্গে ২১৫১১৪৩ ; তঁার
স্পর্শ হৈলে মোর ৩৪১৮ ; তঁার স্পর্শে গন্ধ হৈল ৩৪১৮২ ; তঁার স্পর্শে নাহি যায় ২১১১০২ ; তঁার স্পর্শে হৈল তোমার
৩১৮১৬৩ ; তঁার স্থানে রূপগোসাঞি ১১০১১৫৬ ।

তঁার হস্তস্পর্শে অন্ন ২৪১১৬ ; তঁার হিংসায় লাভ নাই ২১১১৬৩ ; তঁার হৃদয়ে কৈল প্রভু ২১১২৪৪ ।

তঁারা আপনারে করে ১৬৫২ ; তঁারা কহেন তপস্বত ২১২৫১৪৮ ; তঁারা গেলে পুন হৈল ৩১৬১১২ ; তঁারা
দুইজন জানাইল ২১১১১৪ ।

তঁারে আন প্রভুবাক্যে ২১২০৪৮ ; তঁারে আলিঙ্গন করি ২১২০৫০ ; তঁারে আলিঙ্গিতে প্রভুর ২৮১১৮ ;
তঁারে আলিঙ্গিয়া প্রভু ২১২১২০০ ; তঁারে ঈশ্বর করি নাহি ২১১১১৮ ; তঁারে উপেক্ষিয়া কৈল ২১১১১০ ; তঁারে কহে
প্রাকৃত সত্ত্বের বিকার ১১১১০৮ ; তঁারে কিছু কহে তাঁর ২১১১২৩ ; তঁারে কৈলে জড় নথর ৩৫১১১৪ ; তঁারে
কৈলে ক্ষুদ্র জীব ৩৫১১১৫ ; তঁারে কোলে করি কৈল ৩১১১১০২ ; তঁারে খাওয়াইয়া তাঁর পত্নী ৩১৬৩২ ; তঁারে
তাহাঁ বাসা দিয়া ৩১১৮৮ ; তঁারে তুমি উঠাঞাছ ৩১৮৬২ ; তঁারে দেখি পুনরপি ২১৬১৬৩ ; তঁারে দেখিবারে
আইসে ২১১১৬২ ; তঁারে নমস্কার প্রভু ২৮১২৫১ ; তঁারে না দেখিয়া ব্যাকুল ২৮১৮৪ ; তঁারে না ভজিলে কত
১৮১২৮ ; তঁারে নিরাকার করি ২৬১১৩২ ; তঁারে নির্বিশেষ কহি ১১১১৩০ ; তঁারে নির্বিশেষ স্থাপি ২১২৫১০ ; তঁারে
পাঠাইয়া নিত্যানন্দ ২৩১২১ ; তঁারে পাঠাইল গোড়ে ২১১২৪৮ ; তঁারে প্রদক্ষিণ করি ২৩১২০৮ ; তঁারে প্রসন্ন কৈল প্রভু
২১১২৩৬ ; তঁারে বালু দিয়া উপরে ৩১১৬৮ ; তঁারে বিদায় দিতে তাঁরে ২১১৬১ ; তঁারে বিদায় দিল প্রভু অনেক
২১১১৪২ ; তঁারে বিদায় দিল প্রভু করি ২১৬৬১ ; তঁারে ভয় নাহি কিছু ৩১১৮২ ; তঁারে মিলি তাঁর ঘরে ৩৫১৮২ ;
তঁারে মিলি রায় আপন ২১২৫১৫০ ; তঁারে মিলিতে গজপতি ২১২১৩ ; তঁারে যেই সেবে তার ২১১১১২ ; তঁারে লঞা
নীলাচলে ২১০১২২ ; তঁারে লঞা সভার চিড়া ৩৬১১১ ; তঁারে শিখাইল সব ১১১৪৬ ।

তঁা-সভা সহিত গোষ্ঠী ২১১২৩৫ ; তঁা-সভার অন্তরে গরু ২১১২৩৫ ; তঁা-সভার আগে ভট্ট ৩১১৪১ ;
তঁা-সভার আচার চেষ্টা ৩১৩৩৬ ; তঁা-সভার ইচ্ছায় প্রভুর ৩৮১৮৪ ; তঁা-সভার কথা রহ ১৬৬০ ; তঁা-সভার চরণ
রঘুনাথ ৩৬১৪২ ; তঁা-সভার চরণে মোর ১১১২৩ ; তঁা-সভার চাহি বাসা ২১১১৫১ ; তঁা-সভার নাহি নিজ
১৪১১৫২ ; তঁা-সভার পাদপদ্মে ১১১১২ ; ১১১১২০ ; তঁা-সভার প্রসাদে মিলোঁ ২১২১৮ ; তঁা সভার সঙ্গে আইল
৩১৬৫ ; তঁা-সভার সঙ্গে প্রভুর চিত্তবাহু ৩১৬৪ ; তঁা-সভার সঙ্গে প্রভুর ছিল বাহু ৩১৬১১২ ; তঁা-সভার সঙ্গে
রঘুনাথ ৩৬১৫৬ ।

তঁাহা আসি প্রভু কিছু ২৫১৪৬; তঁাহা এই পদমাত্র ২১১৪৭; তঁাহা দেখি জ্ঞান হয় ২১১১০৫; তঁাহা বিনা এই প্রেমার ২১১১৩৪; তঁাহা বিনা এই রাজ্য ২১৩৫; তঁাহা বিনা বিশেষ কিছু ১১৩১৭৪; তঁাহা বিনা অকৃত্য নাহি ২১২২৬২; তঁাহা বিহু রত্নশূণ্য ৩১১২৬; তঁাহা বিহু রাসলীলা ২১৮৮৬; তঁাহা বিহু স্থখ হেতু ১৪১১৭৮; তঁাহা বেড়ি প্রভু করে ৩১১১৬২; তঁাহা লঞা গোষ্ঠী ৩৩৪৮; তঁাহা লঞা শ্রীকৃষ্ণ ২১২৩৬; তঁাহা সভা লঞা প্রভু ২১২৪২২; তঁাহা সভা লৈয়া গেলা ২১১৪০; তঁাহা সহ আত্মতা ৩৫১৪০।

তঁাহাকে অনন্ত কহি ১৫১০০; তঁাহাকে কহিও সেই ২২০১২০; তঁাহাকে পুছিয়া তাঁরে ২১৫১৬৭; তঁাহাকেই প্রেমে করায় ১৬৫২।

তঁাহাতে হইল চৈতন্যের ১১০১৫৭।

তঁাহার অঙ্গের শুদ্ধ ১২৮; তঁাহার অনন্ত গুণ কহি ১১০১৪২; তঁাহার অনন্ত গুণ কে কল্প ১৮৫৫; তঁাহার অমুজ্ঞ শাখা ১১০১৩১; তঁাহার অবস্থা সব ৩১৪১৭১; তঁাহার আবরণ কিছু ২১৩২৪২; তঁাহার চরণ আগে ১১১১৭; তঁাহার চরণ কৃপা কে পারে ১৫২০৩; তঁাহার চরণচিহ্ন যেই ঠাঞি ৩১৬২৮; তঁাহার চরণ ধুঞা করোঁ ৩২০১৪২; তঁাহার চরণাশ্রিত সেই বড় ১১৭১; তঁাহার চরণে প্রীতি ২১৮১৮৪; তঁাহার চরণে মোর কোটি ২১২১১; তঁাহার চরিত্র লোক না পারে ১১৭১২৮৮; তঁাহার চরিত্র গুন ১১২১১৭; তঁাহার চরিত্রে প্রভু ২১৬১৩৭; তঁাহার দর্শন কৃপায় ২১৭১২২; তঁাহার দর্শন তোমার ২১০১৬; তঁাহার দর্শনলোভে ৩১৫১৫৪; তঁাহার দ্বিতীয় দেহ ১৫১৩; তঁাহার নাসাতে বহু মূল্য ২৫১২২৫; তঁাহার নাহিক দোষ ১১৭১০৫; তঁাহার পত্নীকে তবে ৩১৬১১৫; তঁাহার পদারবিন্দে ১১১২৪; তঁাহার পরীক্ষা আমি ৩৪১৩২; তঁাহার প্রকাশভেদ ১৬১৭০; তঁাহার প্রথম বাহ্য ১৪১১০৮; তঁাহার প্রভাব প্রেম ৩২৫১; তঁাহার প্রসাদে নামের ৩১১৩৬; তঁাহার প্রসাদে মোর হয় ১২১১১; তঁাহার প্রসাদে শুনে ১৮৫৮; তঁাহার প্রেমের কথা ২১৬২৩; তঁাহার প্রেরণায় তাঁরে ১১৭১৫৫; তঁাহার বচন প্রভু ২১১১২২; তঁাহার বিনয়ে প্রভুর ২১৭১৪২; তঁাহার বিভূতি দেহ ১১৭১০৭; তঁাহার ব্রাহ্মণী তাঁর নাম ২১৭১৫১; তঁাহার ভঞ্জন সর্বোপরি ২১২১২৮; তঁাহার মনের ভাব তেঁহো ৩৫১৪১; তঁাহার মহিমা এই মনেতে ২১২৩০; তঁাহার মহিমা প্রভাব ২১৭১০২; তঁাহার মহিমা লোকে ২১০১৫০; তঁাহার মহিষী আইলা ২৫১২২৪; তঁাহার শ্রীমুখবাণী ১৬৫৩; তঁাহার সন্তোষে ভক্তিসম্পদ ২৫১২৩; তঁাহার সম্মতি লৈয়া ২১৩২৩; তঁাহার স্বভাবে তাঁরে ২১৬১৬৫; তঁাহার সাধনরীতি ১১০১০১; তঁাহার সেবায় বিপ্রে ২৫১১৬; তঁাহার সৌন্দর্য্য মোর ৩১৫১৫৩; তঁাহার হাথে ধরি কহে ২১৬১৩৭; তঁাহার ছক্কারে কৈল ১৪১২২৫; তঁাহার হৃদয় জানি ১১৬১৮৭; তঁাহার হৃদয়ে ভক্তভাব ১৬১৭৮।

তঁাহারাও আপনাকে মানে ১৬৬২।

তঁাহারে অঙ্গনে দেখি ২২০১৫০; তঁাহারে করাইল সভার ৩১১৫১; তঁাহারে গোপাল যৈছে ২১৬৩১; তঁাহারে জানিহ তুমি ২১৬১৭৩; তঁাহারে দেখিতে প্রভুর ২১৩১১৩; তঁাহারে পুছিয়া কিছু ২১১১১৫৫; তঁাহারে মিলিতে প্রভুর ২১৮১৪।

তিন অংশে চিহ্নিত হয় ২৬১৪৪; তিন অঙ্ক ভঞ্জে রহে ২১৪১৮১; তিন অমৃতে হরে কাণ ৩১৭৩৬; তিন আবাস-স্থান কৃষ্ণের ২২১১৩২।

তিন কালে সত্য সেই ২২৪১৫৫; তিন ক্রোশ পথ হৈল ২৫১৪৫।

তিন খণ্ড করি দণ্ড ২৫১৪২।

তিন গুণ ক্ষোভ নাহি ৩৫১৪৪।

তিন চাপড় মারি করে ৩১৮৫২।

তিনি জন সহ রূপ ২২৫।১৬২; তিনি জনার পাশে প্রভু ২।২১।১০; তিনি জনার ভোগ তেঁহো ২২০।১০; তিনি জনে ইষ্ট গোষ্ঠী ৩।৮২; তিনি জনে সমর্পিয়া ৩।২৬০; তিনি জনের ভক্ষ্যপিণ্ড ২।৩।১৩; তিনি জল পাত্রে ২।৩।৫৩।

তিনি ঠাণ্ডি ভোগ বাঢ়াইল ২।৩।৩২।

তিনি দশায় মহাপ্রভু ৩।৮।১৪; তিনি দ্বার দেওয়া আছে ৩।৪।৫৬; তিনি দ্বারে কপাট তৈছে ৩।১।১০; তিনি দ্বারে কপাট প্রভু ২।২।১৭; তিনি দিন উপবাসে ২।৩।১৩০; তিনি দিন প্রেমে দৌহে ২।৩।১৫৪; তিনি দিন বঞ্চিলা আমা ৩।২২৩৫; তিনি দিন কহি সেই ১।১।১৪১; তিনি দিন ভিতরে সেই ৩।৩।১২৬; তিনি দিন ভিক্ষা দিল ২।৩।১৬১; তিনি দিন রহিলাম ৩।৩।১২৬; তিনি দিন হৈল হরিদাস ৩।২।১১৪।

তিনি পদে অন্নপ্রাস ১।১৬।৬৩; তিনি পাত্রে ঘনাবর্ষ ২।৩।৫১; তিনি পুত্র মরুক শিবাব ৩।২।১২২; তিনি পুত্র শিবানন্দের ১।১০।৬০।

তিনি বার শীতে স্নান ২।১।১১; তিনি বারে কৃষ্ণনাম ২।১।১২৩; তিনি বোঝারি ঝালি ৩।১০।৩৬।

তিনি ভাই একত্রে রহিব ৩।৪।৩৪; তিনি ভাই কীর্তনে করে ২।১।১৭৭; তিনি ভোগ খাইল ৩।২।৬১; তিনি ভোগের আশে পাশে ২।৩।৪২।

তিনি মূদ্রার ভোট গায় ২।২০।৮৭; তিনি মূর্তি দেখিলা সেই ২।১৮।৫৫।

তিনি রঘুনাথ নাম ৩।৬।২০১।

তিনি লক্ষ নাম ঠাকুর ৩।৩।৬৮; তিনি লক্ষ নাম তেঁহো ১।১০।৪১; তিনি লক্ষ মূদ্রা রাজা ২।২০।৩৮।

তিনি স্তল পীঠ ২।৩।৫৪।

তিনি সন্ধ্যা রাখাকুণ্ডে ১।১০।২২; তিনি সহস্র ছয় শত পল ২।২০।৩২২; তিনি সাধনে ভগবান্ ২।২৪।৫৮; তিনি স্মৃথ আশ্বাদিতে ১।৪।২২৩; তিনি স্বল্প শাখার কৈল ১।১২।৭৫।

তিনি হৈতে কৃষ্ণনাম-প্রেমের ৩।১৬।৫৮।

তিনি আজ্ঞাকারী কৃষ্ণের ২।২১।২৮; তিনি ভেদ নাহি তিনি ২।১৭।১২৭; তিনি অধীশ্বর কৃষ্ণ ২।২১।৭৫; তিনি শক্তি মিলি ২।২০।২২০; তিনি স্মরণে হয় ১।১।৪।

তিরোহিতা পণ্ডিত বড় ২।১২।৮৫।

তিলকাক্ষি আসি কৈল ২।৩।২০৩; তিল ফুল জিনি নাসা ১।৩।৩৫।

তিঁহো আসি কৃষ্ণরূপে ১।২।৫২।

ত্রিগুণাঙ্গীকরি করে ২।২০।২৫৮।

ত্রিজগৎ ভাসাইতে পারে ৩।৫।৮৫; ত্রিজগতে ইহার কেহো ১।৪।১২০; ত্রিজগতে কাঁহা নাহি ২।১৪।১৩৪; ত্রিজগতে তোমার চরিত্র ৩।২।২৭; ত্রিজগতে নাহি রাখাপ্রেমের ২।৮।৭২; ত্রিজগতে যত আছে ধনরত্ন ১।৩।২৬; ত্রিজগতে যত নারী ৩।১।১৭; ত্রিজগতের লোক আসি ৩।৩।৬; ত্রিজগতের লোক প্রভুর ৩।২০।১০৭।

ত্রিতরূপ বিশালার ২।৩।২৫২।

ত্রিপদী আসিয়া কৈল ২।৩।৫২; ত্রিপাদ বিভূতি কৃষ্ণের ২।২১।৪২; ত্রিপাদ বিভূতি পরব্যোমের ২।২১।৭১।

ত্রিবিক্রম পদ্মগদা ২।২০।১২৮; ত্রিবেণী উপর প্রভুর ২।১৩।৫৬; ত্রিবেণী প্রবেশ করি ৩।২।১৪৫; ত্রিবেণী-প্রভাবে হরিদাস ৩।২।১৬৪; ত্রিবেণীস্থানে প্রয়াগ ২।২৪।১৫২।

ত্রিভঙ্গ সুন্দর দেহ ২১৪১৬ ; ত্রিভঙ্গসুন্দর ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন ২১১৭৭ ; ত্রিভুবন নাচে গায় ২১২৫৪ ;
ত্রিভুবন ভরি উঠে ২১৩৪২ ; ত্রিভুবন মধ্যে আছে আছে ২১৮১৬০ ।

ত্রিমূর্তি আইলা তাঁহা ২১২১২ ; ত্রিমল্ল ত্রিপদী স্থান ২১১২৬ ; ত্রিমল্ল দেখি গেলা ২১২৬৫ ; ত্রিমল্ল ভট্টের
ঘরে ২১১২২ ।

ত্রি শঙ্কর কৃষ্ণের তিন লোক ২১২১৭৩ ।

তীরে উঠি পরি সন্ডে ২১২১৪২ ; তীরে নৃত্য করে কুণ্ডলীনা ২১৮১০ ; তীরে বন দেখি শ্রুতি ২১৮২ ;
তীরে রহি দেখি আমি ২১৮১৭২ ; তীরে স্থান না পাইয়া ২১৬৬৮ ।

তীর্থ করিয়াছে দৌহে ২১৫১২ ; তীর্থ পবিত্র করিতে ২১০১১০ ; তীর্থবাসী লুট আর ২১৮১৬০ ; তীর্থবাসী
সন্ডে কর ২১৫১৩০ ; তীর্থযাত্রা কথা এই ২১২৩৩০ ; তীর্থযাত্রা কথা কহি ২১২৩২৭ ; তীর্থযাত্রা কথা প্রভু ২১২২০৫ ;
তীর্থযাত্রায় এত সংঘট ২১১২০২ ; তীর্থযাত্রায় তীর্থক্রম ২১২৪ ; তীর্থযাত্রায় পিতার সঙ্গে ২১৫১৫৮ ; তীর্থ লুপ্ত জানি
প্রভু ২১৮১৪ ; তীর্থ সব লুপ্ত তার ২১১৬২ ।

তীর্থে বিপ্রে বাক্য দিল ২১৫৩৫ ; তীর্থের মহিমা নিজ ভক্তে ২১১৬৭ ।

তুচ্ছ সেবা করে বৈসে ২১৩১৫ ।

তুষ্টি অকুর মূর্তি ধরি ২১২৪৬ ।

তুমি অঙ্গীকার কর ২১০১৩৪ ; তুমি অনাথের বন্ধু ২১১৫১ ; তুমি আমা ছাড়ি কর ২১২০৬ ; তুমি আমা
লৈয়া আইলা ২১৭১৮ ; তুমি আমার রমণ ২১২৬০ ; তুমি আমারে আনি ২১৮১৪৩ ; তুমি ইহা বসি রহ ২১৫১৩ ;
তুমি ঈশ্বর নাহি তোমার ২১৭১৭২ ; তুমি ঈশ্বর নিষ্পোচিত ২১৭১১১ ; তুমিহ ঈশ্বর সাক্ষ্য ২১২৫২ ; তুমি এক
জিন্দাপীর ২১২০৪ ; তুমি এত কৃপা কৈলে ২১৭১১৩ ; তুমি আছে না কৈলে আর ২১১২৭ ।

তুমিহ করিহ ভক্তিরসের ২১২৩৫৪ ; তুমি করিয়াছ কৃপা ২১৮২ ; তুমি কহ কলিতে নাহি ২১৬২৬ ;
তুমিহ কহিও ইহায় ২১৮১ ; তুমিও কহিও তারে গুণ ২১৬৮ ; তুমি কাজী হিন্দুধর্ম ২১৭১৬৭ ; তুমি কি জানিবে
এই ২১৬৪৭ ; তুমি কেন এই বাতে ২১৬৬ ; তুমি কেন দুখী তোমার ২১২০১১৩ ; তুমি কেন আসি তাঁরে
২১৭১৪০ ; তুমি কেন ছাড়িবে তাঁর ২১৫১৫৬ ; তুমি কোন বড় লোক ২১৪২২ ; তুমি কৃপা করি রাখ ২১৭৭৭ ;
তুমি কৃপা করিয়াছ ২১১১০ ; তুমি কৃপা কৈলে তাঁরে ২১৬১৩০ ; তুমি কৃষ্ণ চিত্তহর ২১২৫৮ ; তুমি কৃষ্ণ নাম মন্ত্র
কৈলে ২১৬৬৬ ।

তুমি খাইতে পার ২১৩৮৩ ; তুমি খাইলে হয় কোটি ২১২০২ ।

তুমি গোসাক্ষিরে লঞা ২১৬৬৩ ; তুমি গৌরবর্ণ তেঁহো ২১০১৫০ ।

তুমি জগদগুরু সর্বলোক ২১৬৫৭ ; তুমি জান এই বিপ্রে ২১৫৭২ ; তুমি জান কৃষ্ণ নিজ ২১৬১৪৩ ; তুমি জান
নিজ কথা ২১৫৩১ ; তুমি জান পরিহাস ২১৭১৩৫ ।

তুমি ত অধৈত গোসাক্ষি ২১২২২ ; তুমি ত ঈশ্বর তোমার ২১২৫৭৪ ; তুমি ত ঈশ্বর বট ২১৭১২৬৩ ; তুমি ত
ঈশ্বর মূর্তি ২১৫১২৪০ ; তুমি ত করুণাসিন্ধু ২১২৫২ ; তুমি ত যবন হৈয়া ২১৭১২০ ; তুমি তাঁরে কৃষ্ণ কহ ২১০১৫ ;
তুমি তৈছে কৈলে ২১৩৪১ ।

তুমি দুই জন্মে জন্মে ২১৫১১২ ; তুমি দুই ভাই মোর ২১১২৪ ; তুমি দেখা পাবে আর ২১৫৪৭ ; তুমি
দেব ক্রীড়ারত ২১২৫৭ ; তুমি দৌহে আজ্ঞা দেহ ২১৬২০ ।

তুমি নরাধিপ হও ২১১৬৮ ; তুমি না খাইলে কেহো ২১৪৩০ ; তুমি না জানাইলে কেহো ২১৪৮৫ ;
তুমি না দেখাইলে ইহা ২১৩৫৮ ; তুমি না দেখিলে কারো ২১২৩৬ ; তুমি না বসিলে কেহো ২১১১৮৬ ; তুমিহ

না মিল তারে ২১২১০০; তুমি নাথ ব্রজপ্রাণ ২১২১০০; তুমি নারায়ণ স্তন ২১২১২৬; তুমি নিজ ছায়া সঙ্গে ২১২১১২৬।

তুমিহ পরম যুবা অতঃপূর্ব; তুমি পাণ্ডু পঞ্চ পাণ্ডব ২১২১১৩০; তুমি পিতা পুত্র তোমার ২১২১১১৩; তুমি পিতা মাতা আমি ২১২১২০; তুমি পূর্ণ ব্রহ্মানন্দ করহ অচা২০।

তুমি বক্তা ভাগবতের ২১২১২০০; তুমি বড় পণ্ডিত মহাকবি ২১২১২০০; তুমি বড় লোক পণ্ডিত অচা২০২৫; তুমি বিদগ্ধ কুপাময় ২১২১১৩২; তুমি ব্যগ্র হৈলে কারো ২১২১২১১; তুমি ব্রজের জীবন ২১২১১৪০।

তুমি ভাল করিয়াছ ২১২১১১৪; তুমি ভাল জান অর্থ ২১২১৩০৬; তুমি ভাষ্য কহ স্ত্রের ২১২১২০; তুমি ভিক্ষা কর প্রসাদ ২১২০১৬২।

তুমি মন কর যবে ২১২১১৬১; তুমি মহাপ্রভুর হও অচা২০৫৫; তুমি মহাভাগবত ২১২১২২২; তুমি মাটা খাইতে দিলে ২১২১২২৪; তুমি মুচ্ছাছিলে বৃন্দাবনে অচা২১১২; তুমি মূল নারায়ণ ২১২১৪৫; তুমি মোর দম্বিত ২১২১৫৭; তুমি মোর সখা দেখাও অচা২১৭৭; তুমি মোরে কহা দিতে ২১২১৪২; তুমি মোরে করিয়াছ অচা১৭১; তুমি মোরে বহু দিলে ২১২১১০; তুমি মোরে স্তুতি কর অচা২০২।

তুমি যদি আইস ২১৭১৫২; তুমি যদি আজ্ঞা দেহ ২১২১১৭০; তুমি যদি উদ্ধার তবে ২১২১৫২; তুমি যদি কহ আমি ২১২১৪৪; তুমি যাই কর যেই সর্ব অচা২০৪২; তুমি যাই প্রভুরে রাখহ অচা২০৮; তুমি যার হিত বাঞ্ছ ২১২১১৬২; তুমি যাহাঁ কহ আমি ২১২১৪৫; তুমি যাহাঁ যাহাঁ রহ ২১২১২৭৭; তুমি যে আমার ঠাকুরি অচা১১৩৬; তুমি যে আসিবে আজি ২১২১১১২; তুমি যে আসিবে মোরে অচা১৪১; তুমি যে করহ অর্থ ২১২১১২২; তুমি যে করাইলে এই অচা১৩৭; তুমি যে কহ সেই সত্য ২১২১৪০; তুমি যে কহিলে পণ্ডিত ২১২১১৬২; তুমি যে খণ্ডিলে অর্থ ২১২১১২৮; তুমি যে পড়িলে শ্লোক ২১২১৩০; তুমি যেই আজ্ঞা দেহ ২১২১৪৫; তুমি যেই করিয়াছ অচা১৬৪; তুমি যৈছে তৈছে কহ অচা১২৭; তুমি যৈছে তৈছে ছুটি ২১২১৩২।

তুমি শক্তি দিয়া কহাও অচা১৪১; তুমি শীঘ্র যাই কর অচা১১৪৫; তুমি স্তনি স্তনি -রহ ২১২১২১; তুমি স্তনিলে ভাল মন্দ অচা১০৬।

তুমিহ সম্বাসী দেখ ২১২১১৩; তুমি সব আগে যাহ ২১২১৫০; তুমি সব কর তার অচা২০৭; তুমি সব করিতে পার অচা১৮১; তুমি সব বন্ধু মোর ২১৭১৮; তুমি সব লোক কহ ২১২১৬১; তুমি সব লোক মোর ২১২১৮৬; তুমি সব হও আমার অচা১০৩; তুমি সর্বশুদ্ধ সর্ব অচা২০৮; তুমি সর্ব শাস্ত্র জান অচা২০৭; তুমি স্তবে ঘর যাহ অচা১৬৭; তুমি সে জানহ এই ২১২১২৬; তুমি সে না খাও তারা অচা১১২২; তুমি সেই সাক্ষাৎ কৃষ্ণ ২১২১১৬; তুমি হঠ কৈলে তার অচা১৩৮।

তুরিয় কৃষ্ণের নাহি ২১২১৪০; তুরীয় বিদগ্ধ সত্ত্ব ২১২১৪২।

তুলসী নমস্করি অচা১০২; তুলসী পড়িছা আমি ২১২১১৮৫; তুলসী পরিক্রমা কর ২১২১১৮০; তুলসী পরিক্রমা করি অচা২২১; তুলসী মঞ্জরী লবঙ্গ এলাচি ২১২১২৫১; তুলসী মঞ্জরী সহ ২১২১০০; তুলসী মালতী যুখী অচা১০৫; তুলসী সেবন করে চরুণ অচা১৩০; তুলসীকে ঠাকুরকে অচা১২০; তুলসীকে তাঁকে বেঞ্জা অচা১১৪; তুলসী সব উড়ি যায় অচা১১১; তুলসীগাও দেখি প্রভু অচা১০২; তুলসাদি পুষ্প বস্ত্র ২১২১৫৮।

তুষানলে পোড়ে যেন অচা১০২; তুষ্ট হঞা আই কোলে ২১২১৪৬; তুষ্ট হঞা তারে কিছু অচা১২৩; তুষ্ট হঞা পুরি তাঁরে অচা২০২; তুষ্ট হঞা প্রভু আইলা ২১২১১২২; তুষ্ট হঞা প্রভু তাঁরে ২১২১২৪৭; তুষ্ট হঞা শিলামালা অচা২৮৭।

তৃণ কাটা কুটা সব ২১২১১২৮; তৃণ টাটি দিয়া চারি দিক ২১২১৮১; তৃণ দুই শুদ্ধ মুরারি ২১২১১৩০; তৃণ ধূলি বিকর সব ২১২১৮৫; তৃণ ধূলি পরিমাণে ২১২১৮৭; তৃণ ধূলি বাহিরে কেলে ২১২১৮৬; তৃণ হৈতে নীচ হৈয়া ২১২১২৩।

তৃতীয় কারণ শুন ১২১৩৪ ; তৃতীয় চরণে হয় ১১৬৬২ ; তৃতীয় দিবসে প্রভু ১১২১২০ ; তৃতীয় দিবসের যদি ৩৩২৩৪ ; তৃতীয় পরিচ্ছেদে জন্মের ১১৭১৩০৫ ; তৃতীয় পরিচ্ছেদে প্রভুর ২২৫১১২১ ; তৃতীয় প্রহর হৈল নহে ৩৫৬১ ; তৃতীয় প্রহর হৈল নৃত্য ৩১০১৭২ ; তৃতীয় প্রহরে প্রভুর ২৬১৩৬ ; তৃতীয় প্রহরে লোক ২১৮১৭৪ ; তৃতীয় প্রহর হৈল প্রভুর ২১১২০ ; তৃতীয় পুরুষ বিষ্ণু ২২০১২৫২ ; তৃতীয় বৎসরে সব গোড়ের ২১৬১১১ ; তৃতীয় শ্লোকের অর্থ কৈল ১৩২ ; তৃতীয় শ্লোকের অর্থ শুন ১২১৬২ ; ১২১২ ; তৃতীয় শ্লোকেতে করি ১১১৭ ; তৃতীয় হেতুর এবে ১৪১১৩৬ ।

তৃতীয়ে শ্রীহরিদাসের ৩২০১২৭ ।

তৃষিত চাতক যৈছে ২১০১৩৮ ; তৃষণ শাস্তি নহে তৃষণ ১৪১১৩০ ; তৃষ্ণারূপ ঝারি ভরি ৩২০১৭৩ ; তৃষ্ণার্ত প্রভুর নেত্র ২১২১২০৮ ।

তেঞি ক্ষমা করিয়া ১১৭১১৭৭ ।

তেঁতুল তলে বসি করে ২১৮১৭১ ; তেঁতুলী তলাতে আসি ২১৮১৬৮ ।

তেরছ নেত্রান্ত বাণ ২২১১৮৭ ; তেরছে পড়িল খালি ২২১৫০ ।

তেঁহো আপনাকে করেন ১৬৬৪ ; তেঁহো আলিঙ্গিয়া ২৬১২০ ; তেঁহো ঈশ্বর হেন যদি ১৬৫৪ ।

তেঁহো কহে আজ্ঞা মাগি ৩৬১৭৫ ; তেঁহো কহে আমি নাহি ২৬১২৮ ; তেঁহো কহে এক দরবেশ ২২০১৪৮ ; তেঁহো কহে কর এই ২৩২৩ ; তেঁহো কহে কে বৈষ্ণব ২১৬১৭০ ; তেঁহো কৃষ্ণ কণ্ঠ ধরি ৩১৮১৮৬ ; তেঁহো কৃষ্ণের বিলাস ১২১৪৭ ; তেঁহো কহে তুমি কৃষ্ণ ২১৭১৭৪ ; তেঁহো কহে তোমার পূর্বে ২২৫১৬৫ ; তেঁহো কহে দিন দুই ২২০১৪১ ; তেঁহো কহে দেখ তোমার ৩২১৬২ ; তেঁহো কহে পরম মঙ্গল ৩৪২৩ ; তেঁহো কহে বাউলি ৩১২১২২ ; তেঁহো কহে মোর প্রভু চৈতন্য ২১১২২ ; তেঁহো কহে মোরে প্রভু না কর ২২০১৫৪ ; তেঁহো কহে যাবে তুমি ২১২১২৮ ; তেঁহো কহে যে কহিলা ৩৫১৫৭ ; তেঁহো কহে সংখ্যাসঙ্কীর্ণ ৩১১১২২ ; তেঁহো কহে সমুদ্রপথে ৩৪১১১৭ ; তেঁহো কহে সেই হঙ ২৬১১২ ; তেঁহো কহে স্থল দ্রব্য ৩২১১২ ; তেঁহো কহে হান্ত নহে ২২০১৮২ ।

তেঁহো গেলে প্রভুর গণ ৩৮১২০ ; তেঁহো গোড়দেশ ভাসাইল ২১১১২ ।

তেঁহো ঘরে আসি হৈল ২১৬১২২৫ ।

তেঁহো চতুর্ভুজ ইহঁ ১২১৫০ ; তেঁহো চলিয়াছে প্রভু ২১৬১২২ ।

তেঁহো ছিদ্র চাহি বলে ৩৮১৪৪ ।

তেঁহো জানাইল কৃষ্ণ ৩৭১২০ ; তেঁহো জীব নহে ২১০১১১ ।

তেঁহো ত চৈতন্য কৃষ্ণ ১১৭১৩০৫ ; তেঁহো তোমার বিশ্বাস ১২১৪৬ ; তেঁহো তোমার সাধ্যসাধন করিবে ১১৬১১১ ।

তেঁহো দণ্ডবৎ কৈল ২১২১৫৮ ; তেঁহো দাস্তমুখ মাগে ১৬১৪২ ; তেঁহো দুই বহির্কাস ২২০১৭৩ ; তেঁহো দেখাইল মোরে ৩৭১১২ ।

তেঁহো নহে এই অতি ৩১৮১৬৫ ।

তেঁহো প্রভুর কথা কহে ৩১২১৮৮ ; তেঁহো প্রভুর ঠাঞি ৩১৩১২৫ ; তেঁহো প্রেমাম্বীন তোমার ২১১১৪২ ; তেঁহো প্রেমাবেশে কৈল ২১০১২৪ ।

তেঁহো বড় কৃপা করি ১৮১৬০ ; তেঁহো বিশ্বের উপাদান ১১৩১৭৩ ; তেঁহো ব্রহ্মা হুণ্ডা সৃষ্টি করিল সৃজন ২২০১২৪৬ ; তেঁহো ব্রহ্মা হৈয়া সৃষ্টি করিল সৃজন ১৫১৮৭ ।

তৈঁহো ভক্তি প্রচারিল ১৭১৫৮; তৈঁহো ভক্তিশাস্ত্র বহু ৩৪২১২।

তৈঁহো মূর্তি হঞা ঘরে ১১৪৭।

তৈঁহো যদি ইষ্টা রহে ২৩১৭৮; তৈঁহো যদি প্রসাদ দিতে ২১৫২৪৪; তৈঁহো যার অংশ ১৫১৪১;
তৈঁহো যার দাসী হৈঞা ১৬৬১; তৈঁহো যাব পদধূলি ৩৭৩৪; তৈঁহো যে করেন কৃষ্ণের ১৬৬৭; তৈঁহো যে
কহেন বসন্ত ২২৫১৪২; তৈঁহো যে মাধুর্য লোভে ২২১২৭।

তৈঁহো রতি মতি মাগে ১৬৫৩।

তৈঁহো লক্ষ্মীরূপা তাঁর ১১০১৩।

তৈঁহো শ্যাম বংশীমুখ ১১৭১২২৩; তৈঁহ শ্রীকৃষ্ণ ঐছে ১২১৭১।

তৈঁহো সিদ্ধি পাইলে ১১০১৪৪।

ত্রোতার ধর্ম যজ্ঞ করায় ২২০১২৮২।

তৈঁছে অন্নকূট গোপাল ২৪১২৩; তৈঁছে আমার শাস্ত্র ১১৭১৪২; তৈঁছে আমি এক কণ ৩২০৮২;
তৈঁছে ইষ্টা অবতার ১২১৬৫; তৈঁছে এই বাহা মোর ২১১২৩; তৈঁছে এই শ্লোক তোমার ৩৫১১৩৮; তৈঁছে
এই সব সভা ২১০১৩৮; তৈঁছে একবার বৃন্দাবন ৩১৩৩১; তৈঁছে এক ব্রহ্মাণ্ড যদি ২১৫১১৭৩; তৈঁছে কেনে
প্রসাদ লৈতে ৩১০১২১; তৈঁছে কৃষ্ণ অবতার ১২১৬৭; তৈঁছে গৌরকান্তি তৈঁছে ৩২১২২; তৈঁছে জগতের কর্তা
১৫১৫৫; তৈঁছে জানিহ বিকার ৩১৮১১১; তৈঁছে জীবে গোবিন্দের ১২১১৩; তৈঁছে তুমি নবদ্বীপে ৩৩৭১২;
তৈঁছে নড়ে দন্ত যেন ৩১০১৭১; তৈঁছে নামোদয়ারন্তে ৩৩১৭৫; তৈঁছে পরব্যোমে নানা ১৫১৩১; তৈঁছে বিদ্ধ
ভগ্নপাদ ২২৪১১৫৪; তৈঁছে ভিগানে ভোগ ২৪১১১৪; তৈঁছে ভক্তিকল কৃষ্ণ ২২০১২২৪; তৈঁছে যুক্তি করি যদি
২১২১৩০; তৈঁছে রাখাকুণ্ড প্রিয় ২১৮১৬; তৈঁছে সব অবতারের ১২১৭৬; তৈঁছে সব আত্মারাম ২২৪১২১৮;
তৈঁছে স্বরূপ গোসাঞি রাখে ৩৬১২।

তৈঁল ভাঙ্গি সেই পথে ৩২২১১২।

তোমরা এ অমৃত পিলে ৩২০১৪৩; তোমরা করহ যত তাঁহারে ২১৬১৪; তোমরা কৃষ্ণ নাম লও
৩৭১৮৮; তোমরা জীয়াইতে নার ১১৭১১৫৮; তোমরা না জানিলে ২৪১২২৭।

তোমা আলিঙ্গনে আমি ৩৪১২০; তোমা উদ্ধারিতে গৌর ৩৬১৩২; তোমা চাখাইতে তার ২১২১২২৪;
তোমা চারি ভাইর ২১১১৩০; তোমা ছাড়ি অস্ত্র গেল ২১০১২২০; তোমা ছাড়ি কেবা কোথা ৩১২১৭৮; তোমা ছাড়ি
পাপী মুক্তি ২১০১২২১; তোমা দেখি কোন ৩৩১০৪; তোমা দেখি কৃষ্ণনাম ২১২২৪; তোমা দেখি কৃষ্ণপ্রেমে ২১৮১১১১;
তোমা দেখি কৃষ্ণ হইলা ২১০১১৬২; তোমা দেখি গেল মোর ২১২২৩; তোমা দেখি জিহ্বা মোর ২১৮১২২৩;
তোমা দেখি তাহা হৈতে ২১২২৮; তোমা দেখি তোমা স্পর্শি ২২০১৫৬; তোমা দেখি মুখ মোর ২১৭১২২৪;
তোমা দেখি মোর লক্ষ্য ২২৪১২৬০। তোমা দেখি সর্বলোক ২১৮১১০৩; তোমা দৌহার আজ্ঞা আমি ৩৪১৪৬;
তোমা দৌহাকারে কেনে ৩২১৪৮; তোমা দৌহার কৃপাতে ৩১৫২; তোমা দৌহা দেখিতে ২১১২২৮; তোমা
দৌহা বিনা মোর ২১৬১৮৮; তোমা দ্বারে করাইবেন ৩৪১২২; তোমা না মিলিলে রাজা ২১২১১৮; তোমা
না পাইলে ৩৩১০৫; তোমা বিনা কেহো ইহা ২১৮১২২; তোমা বিনা অস্ত্র নাহি কৃষ্ণপ্রেমে ২১৮১২২১; তোমা
বিনা অস্ত্র নাহি জীব ২১৮১২২১; তোমা বিনা এইরূপ ২১৮১২৩৬; তোমা বিনা তাই রক্ষক ৩৩১১; তোমা
বিহ্ন অস্ত্র জানিতে ২১২৪১২০০; তোমা মারি মোহর আজি ২২০১২২; তোমা মিলিবারে মোর ২১৮১২২; তোমা
যোগ্য সেবা নহে ২১২১৭৩; তোমা লক্ষ্য করি ২১৩১১৭২; তোমা লাগি জগন্নাথ ২৩১২৪; তোমা লাগি রঘুনাথ
৩২১৭১; তোমা লাগি রামানন্দ ৩২১৬২; তোমা লাগি সনাতন ৩২১৬২; তোমা লৈতে তোমার পিতা ৩৬১২৪৩;
তোমা লৈয়া নীলাচলে ২১২৩০৪; তোমা লৈয়া যাব আমি ২১৩১২৪; তোমা শাস্ত করাইতে ১১৭১১৪০; তোমা

শিফাইতে শ্লোক ২১১২১; তোমা সঙ্গে আমা সভার ২১২১৮২; তোমা সঙ্গে না যাইব ২১৩৩৩; তোমা সঙ্গে লোভ কৈল অতঃপর ২১৩৪৩; তোমা সনে এই সন্ধি ২১৩৪১১; তোমা সনে ক্রীড়া করি ২১৩৪৪১; তোমা সভা ছাড়াইয়া ২১৩৪৪৪; তোমা সভা জানি আমি ২১৩৪১১; তোমা সভা না ছাড়িব ২১৩৪১৩; তোমা সভা সনে হবে ২১৩৪৮৭; তোমা সভাকে করোঁ মুক্তি ২১৩৪১১; তোমা সভার আজ্ঞা বিনে ২১৩৪১১; তোমা সভার আজ্ঞায় ২১২১২২; তোমা সভার ইচ্ছা এই ২১২১২০; তোমা সভার ইচ্ছায় বিনামূল্যে ২১২৫১২৩; তোমা সভার এই মত অতঃপর ২১৩৪৮৮; তোমা সভার কি দোষ অতঃপর ২১৩৪২২; তোমা সভার গাঢ় স্নেহে ২১৩৪১২; তোমা সভার গুরু ভবে ২১৩৪৫৪; তোমা সভার চরণধূলি অতঃপর ২১৩৪২২; তোমা সভার চরণ মোর ২১৩৪৫০; তোমা সভার হৃৎকানি ২১৩৪৬৭; তোমা সভার পদধূলি ২১২৫১২২৪; তোমা সভার প্রেমরসে ২১৩৪১৪৪; তোমা সভার ভর্তা হবে ২১৩৪৫১; তোমা সভার শাস্ত্র-কর্তা ২১৩৪১৬০; তোমা সভার শ্রীচরণ ২১২৫১২৩২; তোমা সভার সদ্বলে ২১২৪১৭; তোমা সভার সদ্বস্থ ২১২৪৬৭; তোমা সভার সভায় ২১৩৪৬২; তোমা সভার সূখে পথে ২১৩৪১৬; তোমা সভার স্মরণে ২১৩৪১৪২; তোমাসম কোথা ২১৩৪২৪; তোমাসম নিরপেক্ষ অতঃপর ২১৩৪২২; তোমাসম পৃথিবীতে ২১৩৪৩৫; তোমাসম বৈষ্ণব ২১৩৪২৮; তোমাসম ভাগ্যবান্ নাহি অশ্রুজ্ঞ ২১৩৪৮২; তোমাসম ভাগ্যবান্ নাহি ত্রিভুবনে ২১৩৪১৩৩; তোমাসম মহাপ্রভুর অতঃপর ২১৩৪৫৫; তোমাসহ সেই দণ্ড উপরে ২১৩৪৮৮; তোমা সাক্ষী বোলাইব ২১৩৪৩২; তোমা স্থানে পাঠাইল ২১৩৪১৬২; তোমা স্পর্শে পবিত্র হয় ২১৩৪২৪; তোমা হৈতে বিষয়বাহ্য অতঃপর ২১৩৪১২।

তোমাকে উচিত নহে অতঃপর ২১৩৪৬৬; তোমাকেও উপদেশ করিতে ২১৩৪৫৩; তোমাকে উপদেশ করে ২১৩৪৬৪; তোমাকেও উপদেশে না জানে ২১৩৪৫৪; তোমাকে উপদেশে বালুকা ২১৩৪৫৫; তোমাকে এতকাল শ্রীতি ২১৩৪২৩; তোমাকে কণা দিব আমি ২১৩৪২৪; তোমাকে কণা দিব সভাকে ২১৩৪২২; তোমাকে কালি বিষয় অতঃপর ২১৩৪২১; তোমাকে খাওয়াইতে বস্তু অতঃপর ২১৩৪১১; তোমাকে জানাইল যাতে অতঃপর ২১৩৪১৩; তোমাকে তদ্রূপ দেখি ২১৩৪১১০; তোমাকে পাঠাইতে পত্রী অতঃপর ২১৩৪২৪; তোমাকে বা কোন ভুল্লাইবে ২১৩৪১৬৮; তোমাকে লাল্য মানি ২১৩৪১৬৬; তোমাকে ক্ষীণ দেখি অতঃপর ২১৩৪৬২।

তোমাতে তাঁহার কৃপা ২১৩৪৮৬; তোমাতে স্নিগ্ধ বড় ২১৩৪১৪।

তোমায় আমায় আজি ২১২৪২৬; তোমায় কৃপা করি চৈতন্য অতঃপর ২১৩৪৩৭; তোমায় সূখ দিতে আইলা অতঃপর ২১৩৪৩২।

তোমার অগ্রেতে প্রভু ২১৩৪১২; তোমার অঙ্গে লাগে তবু ২১৩৪৮৮; তোমার অধীন আমি অতঃপর ২১৩৪১২; তোমার অলুকা চাহে অতঃপর ২১৩৪১৫; তোমার অর্থে অবিশ্বস্ত ২১৩৪১৩; তোমার আগমনে মোর অতঃপর ২১৩৪২৮; তোমার আগে ইহা কহি অতঃপর ২১৩৪৩৬; তোমার আগে ধার্টা অতঃপর ২১৩৪২৮; তোমার আগে নহিবে অতঃপর ২১৩৪২৪; তোমার আগে এত কথার ২১৩৪২২; তোমার আগে মূর্খ হঞা অতঃপর ২১৩৪১১০; তোমার আগে মৃত্যু হউক ২১৩৪১৫১; তোমার আগ্রহ আমি অতঃপর ২১৩৪২৮; তোমার আজ্ঞাকারী আমি ২১৩৪১৪৪; তোমার আজ্ঞা ভঙ্গ হয় ২১৩৪১৫০; তোমার আজ্ঞাতে আমি অতঃপর ২১৩৪৮৮; তোমার আজ্ঞাতে মাত্র ২১৩৪১৮; তোমার আজ্ঞাতে সূখে ২১৩৪৪৪; তোমার আশ্রয় নিল ২১৩৪৫৮; তোমার ইচ্ছা মাত্রে হবে ২১৩৪১১০; তোমার ইচ্ছায় রাজা ২১৩৪১৪; তোমার ঈশ্বর কৃষ্ণে ২১৩৪৫৫; তোমার উপদেষ্টা করি অতঃপর ২১৩৪৩১; তোমার উপরে তাঁর কৃপা ২১৩৪১০০; তোমার উপরে কৃষ্ণের ২১৩৪১৬৫; তোমার উপরে প্রভুর ২১৩৪১১২; তোমার উপরে হবে ২১৩৪১৪১; তোমার এ দশা কেনে অতঃপর ২১৩৪৪৩; তোমার এই উপদেশে ২১৩৪১৩; তোমার এই চিত্র নহে ২১৩৪১৬৫; তোমার এখা আসি প্রভু অতঃপর ২১৩৪৮২; তোমার ঐছন রঙ্গ ২১৩৪১০০।

তোমার কণার যোগ্য ২১৩৪৬৫; তোমার কবিতা-শ্লোক ২১৩৪৩৬; তোমার কবিত্ব কিছু ২১৩৪৩৩; তোমার কবিত্ব যৈছে ২১৩৪২৪; তোমার কা কথা ২১৩৪১০২; তোমার কিরুর এই সব অতঃপর ২১৩৪২৮; তোমার

কীর্তন কৃষ্ণনাম অ৩২৩২; তোমার কৃপাঞ্জে এবে অ৩১১১৩; তোমার কৃপাপাত্র তাতে ২১১১১২৬; তোমার কৃপা বিনে কেহ অ৩১৩০; তোমার কৃপাতে বংশে অ৩১২৮; তোমার কৃপায় এই অ৩১৬৬; তোমার কৃপায় কাটিল অ৩১২২; তোমার কৃপায় তোমার করার ২৮১৩৫।

তোমার গম্ভীর হৃদয় কে বুঝিতে অ৩১৭২; তোমার গম্ভীর হৃদয় বুঝন না অ৩১১৮০; তোমার গম্ভীর হৃদয় বুঝিতে না অ৩১৮৪; তোমার গুণে স্তুতি অ৩১১৬৫; তোমার গোড়িয়া করে ২১২১২২৪; তোমার গৃহে কীর্তনে ২১৫১৪৭; তোমার গ্রাম মারিতে ২১৮১২৩।

তোমার চপল মতি ২১২৫২; তোমার চরণ-কৃপা হুঞাছে অ৩১৭১; তোমার চরণপ্রাপ্তি ২১১১১২৫; তোমার চরণ বিহু ২১০১৪২; তোমার চরণ মোর ব্রজপুর ২১১৭৪; তোমার চরণসঙ্গ ২১৮১২০৬; তোমার চরণ স্পর্শে ২১২৫১৬৫; তোমার চরণাবিন্দে অ৩১০৫; তোমার চরণে আমি কি ১১২১৪৩; তোমার চরণে মোর অপরাধ অ৩১২৭; তোমার চরণে মোর নাহি ২১০১২২১; তোমার চিত্তে চৈতন্যের ২১১১৬২; তোমার চিত্তে যেই লয় ২১১১৬২।

তোমার জ্যেষ্ঠা নিকৃষ্টি অ৩১৩১।

তোমার ঠাকুর দেখ ২১৪১২২৪; তোমার ঠাক্রি আইলাও আজ্ঞা মাগি ২১৭১৪২; তোমার ঠাক্রি আইলাও তোমার মহিমা ২১৮১২২; তোমার ঠাক্রি আজ্ঞা এহো অ৩১৩০; তোমার ঠাক্রি আমার ২১৮১২৪০; তোমার ঠাক্রি জানি কিছু ২১২০১২৩।

তোমার দর্শন প্রভাব ২১৬১১৮৩; তোমার দর্শন বিনে ২১২১৫১; তোমার দর্শনে আইলুঁ অ৩১৬২০; তোমার দর্শনে যবে ২১২৩০; তোমার দর্শনে সর্ব জগতের ১১২৩৬; তোমার দর্শনে সভার দ্রব হৈল ২১৮১৪১; তোমার দর্শনে সভার দ্রবীভূত ২১৮১৩৮; তোমার দক্ষিণ-গমন শুনি ২১০১৭০; তোমার দুই ধর্ম ঘাঘ ২১৬১১৩২; তোমার দুই ভাই তথা ২১২১১৩৫; তোমার দুই হস্ত বন্ধ ২১৭১৩৬; তোমার দেশে তোমার ভাগ্যে ২১১১৬৬; তোমার দেহ আমাকে লাগে অ৩১১৬৭; তোমার দেহ প্রভু কহে অ৩১৮২; তোমার দেহে তুমি কর অ৩১১৬৭; তোমার দৈন্ত দেখি মোর ২১১১১৪২; তোমার দৈন্তেতে মোর ২১৩১২৩; তোমার দোষ কহিতে করে ২১৭১২২২।

তোমার ধন লৈল তোমার পাগল ২১৮১১৭২।

তোমার নগরে হয় সদা ১১৭১১৬৬; তোমার নাম লঞা ২১১১৮৪; তোমার নাম শুনি রাজা ২১১১১৬; তোমার নাম শুনি হয় ২১৮১১১৫; তোমার নাম শুনি হৈল ২১১১১৭; তোমার নাভিপদ্ম হৈতে ১১২২৩; তোমার নাহিক দোষ ২১৬৮৫; তোমার নিকটে রহি ২১২১৫৭; তোমার নিকটে লেওয়ায় অ৩১৩৮; তোমার নিত্যদাস মুক্তি অ৩১২৬; তোমার নিখাসে সব ২১২১২২২।

তোমার পণ্ডিত সন্দের ২১৮১১৮৭; তোমার পদ্যে এই অ৩১৮১১০; তোমার পবিত্র ধর্ম ২১১১১৭৪; তোমার পাছে পাছে আমি করিব গমন ২১৫১২৬; তোমার পাছে পাছে আমি করিব প্রয়াণ ২১২৩০৬; তোমার পালিত দেহ ২১৩১৪৩; তোমার প্রশামে কি অ৩১৫১৪৬; তোমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা ২১৬১১৪৪; তোমার প্রভাবে সভার ১১৭১১০০; তোমার প্রসাদে আমার ২১২১১৭৮; তোমার প্রসাদে আমি এত সুখ ২১৭১৭৩; তোমার প্রসাদে আমি না পাইলাম ২১৫১১৮; তোমার প্রসাদে ইহা ২১৮১৫৭; তোমার প্রসাদে এবে ২১৭১৬৬; তোমার প্রসাদে পাই ২১০১২৫; তোমার প্রসাদে মোর ঘুচিল ১১৭১২১৩; তোমার প্রিয় কৃষ্ণ অ৩১৫১৩৫; তোমার প্রেমবলে ২১৪১৩২; তোমার প্রেমেন্তে আমি ১১৭১৮৮।

তোমার বংশে প্রভু অ৩১২২৫; তোমার বচন শুনি জুড়ায় ১১৭১২২; তোমার বড় ভাই করে ২১২১২৩; তোমার বহুত ভাগ্য ২১৫১২২৭; তোমার ঘাফা পরিলাটী ২১১১১৩৪; তোমার ব্যাধ্যা শুনি আমি ১১১১৮৫; তোমার ব্যাধ্যা শুনি মন ২১৩১২২; তোমার শেখ শুক্লকল অ৩১১১৫; তোমার বেদেতে আছে ১১৭১১৫২।

তোমার ভক্তিবলে উঠে ২১২৪২২৭; তোমার ভজন ফল তোমাতে ৩২১৬৮; তোমার ভাই অল্পপমের ৩৪২৬; তোমার ভাই রূপে কৈল ২১২৩৫৩; তোমার ভাগ্যের সীমা কে কক ৩১২১৩৩২; তোমার ভাগ্যের সীমা না যায় ৩৪১৮৮; তোমার ভজন-নিষ্ঠা জানিবার ২১৫১৫৫।

তোমার মদল বাজে ২১১১৬৭; তোমার মনে যেই উঠে ২১৮১০৫; তোমার মহিমা কোটি ১৩১০৩; তোমার মহিমানন্ত ৩৩৮১; তোমার মাধুরী দেখি ১১৭১২২; তোমার মাধুরী বল ২১২৫৩; তোমার মিলনে আমার ২১৩২৬; তোমার মুখে কৃষ্ণকথা ২১৮৪৭; তোমার মুখে কৃষ্ণনাম ১১৭১২১০; তোমার মুখা দেখি সচে ৩১৮১১২।

তোমার যে অগ্ৰবেশ ২১৩১৩৩; তোমার যে কার্য ধর্ম ২১৫১৩০; তোমার যে প্রেমগুণে ২১৩১৫১; তোমার যে বর্জন ভূমি ২১১১১৮; তোমার যোগ্য নহে বলি ৩৩৩১৬; তোমার যোগ্য নহে যাও ৩১১১৩৭; তোমার যে শিষ্ট কহে ২১৩১০১; তোমার যেহে বিষয় ত্যাগ ৩১১১৪৬।

তোমার লাগি গোপীমাধ ২১৪১৩২; তোমার লীলার সহায় ৩১১১৩২।

তোমার শক্তি বিহু এই ৩১১১৪১; তোমার শক্তিতে তারা ১২১৩২; তোমার শরীর আমার ৩৪১৭৩; তোমার শরীর এই ২১৩১৪২; তোমার শাস্ত্রেতে কহে শেষে ২১৮১৮০; তোমার শিক্ষার পটি ২১৮১৪৪; তোমার শুদ্ধ প্রেমে আমি ২১৫১৬২।

তোমার সকল শ্রম ৩১২১১৬; তোমার সহায় লাগি ২১৫১৪৪; তোমার সহিত একত্র তারে ৩৩১২২; তোমার সিদ্ধান্তসঙ্গ ২১২১১২১; তোমার স্নেহ আমার স্নেহ ২১৭১৮; তোমার সেবা করিলে হয় ৩১৭১২৭; তোমার সেবা ছাড়ি আমি ৩১২১৮; তোমার সেবক করোঁ ৩২০১২৭; তোমার সৌভাগ্য এই ৩৪১২১; তোমার সঙ্গবলে যদি ২১২৪১৬; তোমার সঙ্গ লাগি মোর এখা আগমন ২১৬৫২; তোমার সঙ্গ লাগি মোর এখানে প্রয়াণ ৩৩২২৩; তোমার সঙ্গ লাগি ৩৩১০৫; তোমার সঙ্গে সন্ন্যাসী আছে ২১৫১১২১; তোমার সঙ্গে সন্ন্যাসী রহে ২১১১১৮৭; তোমার সঙ্গের যোগ্য ২১৭১৬৩; তোমার সম্প্রদায় দেখি ২১২১৪২; তোমার সম্বন্ধে প্রভু ২১৬২২১; তোমার সম্মুখে দেখোঁ ২১৮১২২২; তোমার স্ত্রীপুত্র জ্ঞাতির ২১৫১৬৮; তোমার স্থানে কৃষ্ণকথা ৩৫১৫০; ৩৫১৫৩; তোমার স্পর্শযোগ্য নহে ২১১১১৪১।

তোমার হঠে দুই বৎসর ২১৬১৮৭; তোমার হস্তে পাক করার ৩১২১৩১; তোমার হৃদয়-ইচ্ছা জানি ২১১১২৭; তোমার হৃদয় এই ৩১১১০২; তোমার হৃদয়ের অর্থ ৩৫১২৬।

তোমাতে আগ্রহ আমি ২১৫১১৫৫; তোমাতে করিল দণ্ড প্রভু ১১২১৩৩; তোমাতে ছাড়িয়ে কিছু ২১২০৮; তোমাতে দেখিয়ে যেন ৩১৭১৭; তোমাতে দেখিয়ে যেহে ১১৭১২৮; তোমাতে না পাঞা লোক ২১৮১১৩২; তোমাতে নিম্নয়ে যত ১১৭১৪২; তোমাতে প্রভুর শেষ ৩১২১১৪৬; তোমাতে বহু কৃপা কৈলা ২১০১৫; তোমাতে ভিক্ষা দিব বড় ২১৭১১৭২; তোমাতে মিলিতে মোরে ২১৮১২৮; তোমাতে যে প্রীতি করে ২১১১২২; তোমাতে স্মরণ করে ৩১৭১৮।

তোর জাতি কুল নাই ২১৩১২৪; তোর যদি লাগ পাইয়ে ৩১২১৪৩; তোর সঙ্গে না যুঝিমু ৩৫১১৩৪।

তোরে আমি কন্যা দিব ২১৫১৬৪; তোরে কন্যা দিলুঁ ২১৫১৬৭; তোরে দেখি মৈলে মোর ৩৮১২৩; তোরে না কহিল অন্যত্র ২১২০১১৩; তোরে নিমন্ত্রণ করি ২১৩১২৪; তোরে শিক্ষা দিতে কৈল ১১৭১১৭৬।

থ

থ

থ

থ

থাকে যদি আয়ুশেষ ২১২১৭৮।

দ

দ

দ

দ

দড়ীর বন্ধনে তারে আঁতাত।

দণ্ডকথা কহিব আগে ১১০১৩০ ; দণ্ড করি করে তাঁর ১১১২৪ ; দণ্ড চারি রাত্রি যবে আঁতাত ১১৫৮ ; দণ্ড দুই বহি প্রভুর ১১০৮৮ ; দণ্ড পাঞা হৈল মোর ১১২১৩২ ; দণ্ড প্রণাম করি ভট্ট ১১৩১০০ ; দণ্ডবৎ করি আমার ১১৫১৪৮ ; দণ্ডবৎ করি কহে বিনয় বচন ১১০১২৮ ; দণ্ডবৎ করি কহে সব বিবরণ ১১৫৮৬ ; দণ্ডবৎ করি কিছু কৈল আঁতাত ; দণ্ডবৎ করি কৈল প্রভুর ১১৮৪৫ ; দণ্ডবৎ করি কৈল বহুত স্তবন ১১৮৬৫ ; দণ্ডবৎ করি কৈল বহুবিধ স্তুতি ১১২১১ ; দণ্ডবৎকালে তার মনে ১১২১১১ ; দণ্ডবৎ করি পড়ে ১১২১৫৫ ; দণ্ডবৎ করি প্রভু যুড়ি ১১৩১৭৫ ; দণ্ডবৎ করি প্রেমে ১১৫১৪৩ ; দণ্ডবৎ করি রাজা বাহিরে ১১৪১২০ ; দণ্ডবৎ করি রূপ ভূমিতে ১১১২২৮ ; দণ্ডবৎ করে অশ্রু-পুলকিত ১১৬১১১ ; দণ্ডবৎ পড়ে লোক ১১২৫১২২ ; দণ্ডবৎ-স্থানে পিপীলিকারে ১১৪১২৩ ; দণ্ডবৎ হইয়া পড়ে চরণে ১১২১২২ ; দণ্ডবৎ হঞা পড়ে ঠাকুরের আঁতাত ১১২৩ ; দণ্ডবৎ হঞা স্তবে ১১২১৬৫ ; দণ্ডবৎ হঞা সেই পড়িলা আঁতাত ১১৪৫ ; দণ্ডবৎ হৈয়া আমি ১১৫১৬০ ; দণ্ডবৎ হৈয়া কহে ১১৫১২৫২ ; দণ্ডবৎ হৈয়া কৈল আঁতাত ১১২১১ ; দণ্ডবৎ হৈয়া পড়ে প্রেমাবিষ্ট ১১১১১৪৬ ; দণ্ডবৎ হৈয়া পড়ে শ্লোক ১১১১১৩৬ ; দণ্ডবৎ লাগি চৌটি ১১২১১ ; দণ্ডবৎ লীলা এই ১১৫১৫১ ; দণ্ড শুনি বিশ্বাস হৈলা ১১২১৩১ ; দণ্ডজনে রাজা যেন ১১২১১০৫ ; দণ্ডে তুষ্ট তাঁরে প্রভু ১১০১৩০ ।

দন্তগুপ্ত বিদ্যানিধি ১১২১২২ ।

দধি খণ্ড ঘৃত মধু ১১৪১১৭৩ ; দধিচিড়া দুগ্ধচিড়া আঁতাত ১১৬৬ ; দধি চিড়া ভক্ষণ করাহ আঁতাত ১১৫০ ; দধি দুগ্ধ ঘৃত আইল ১১৪৫৭ ; দধি দুগ্ধ দধিতক ১১৪১৩১ ; দধি দুগ্ধ ভার সত্তে ১১৫১১২ ; দধি দুগ্ধ সন্দেহাদি ১১৪৬৩ ; দধি দুগ্ধ হরিদ্রাজল ১১৫১২২ ; দধি ভার বহি তবে ১১১১৩৬ ; দধি যেন খণ্ড মরিচ ১১২১২২ ; দধিলেঘু আদা আর ১১০১৪৬ ।

দন্তধাবন, স্নান ১১৪১২৪৪ ।

দবীর খাসেরে রাজা ১১১১৬৫ ।

দময়ন্তী যত প্রব ১১০১২২ ; দন্ত করি বর্ণি যদি ১১৩৫ ; দন্ত করি বলি শ্রোতা ১১০১২১ ।

দরবেশ হঞা আমি ১১২০১২ ; দরশন দিয়া প্রভু করহ ১১১২৬০ ; দরশন-লোভেতে করি ১১২১২০৭ ; দরশনে স্নানে করি ১১৫১৩৪ ।

দরিদ্র কুড়ায় খায় ১১২১২৮ ; দরিদ্র ব্রাহ্মণ ঘরে ১১৩১১৩ ।

দর্পণাত্তে দেখি যদি ১১৪১২৬৬ ।

দর্শন আনন্দে প্রভু ১১২১২১৬ ; দর্শন করি ঠাকুর পাশে ১১১৫৫ ; দর্শন করি মহাপ্রভু ১১০১২২ ; দর্শন করিয়া কৈলু ১১৮১৩২ ; দর্শন করিলা জগন্নাথ ১১৬১২৬ ; দর্শন দিয়া নিস্তারিব ১১৪১৩২ ; দর্শন না পায় মিশ্র ১১৫১১০ ; দর্শনমাত্রে মহেশ্বরের ১১৮১৪৮ ; দর্শনমাত্রে শুদ্ধ নহে ১১৮১৪৮ ; দর্শন রহ দূরে প্রকৃতির ১১৫১৩৩ ।

দর্শনে আছক কার্য ১১৮১১১৪ ; দর্শনে আবেশ তাঁর ১১১১২১৫ ; দর্শনে পবিত্র হয় ইথে ১১১৮ ; দর্শনে বৈষ্ণব হৈলা ১১১১১৩ ; দর্শনে শ্রবণে যার ১১৬১১৩ ; দর্শনের লোভে প্রভু ১১২১২১৪ ।

দশ অলঙ্কারে যদি ১১৬১৬৫ ; দশ ফোশ হৈতে আনার ১১৫১১৩ ; দশ গুণ খাওয়াইলে তবে ১১২১১৩৮ ; দশ জন যাহ তারে আঁতাত ১১১১১ ; দশ দণ্ড রাত্রি গেলে আঁতাত ১১২৫২ ; দশ দিকের কোটি কোটি ১১১২৫৮ ; দশ দিন কর কহে ১১৫১১৮২ ; দশ দিন ত্রিবেণীতে ১১৮১২১২ ; দশ দিনের কা কথা ১১৮১২৪ ; দশ দেহ ধরি করেন ১১৬১৬৫ ; দশ নৌকা ভরি বহ ১১৬১২৫ ; দশ পণ কড়ি দিয়া ১১১১৪ ; দশ প্রকার শাক ১১৫১২০৮ ; দশ বিপ্র অন্ন রাঙ্কি

২১৪৬৮ দশমুষ্টি ধরি যৈহ ২১৪১২৩৬; দশ সহস্র গন্ধর্ব মোরে ১১০১১৭; দশ সহস্র মুদ্রা তথা ২১২৩৩; দশেন্দ্রিয় শিখ্য করি ৩১৪৪৪।

দশম টিঙ্গনী আর ২১১৩০; দশম শ্লোকের অর্থ ১৫১৭৭; দশম শ্লোকের এই ১৫১২২।

দশমে করিল ভক্তদত্ত ৩২০১০৮; দশমে কহিল সর্ব ২১২৫১২০২; দশমেতে মূল স্বাক্ষের ১১৭১৩১৩।

দস্যুবৃত্তি করে রামচন্দ্র ৩৩১৫১।

দক্ষিণ গমন প্রভুর অতি ২১২২; দক্ষিণ গমনে প্রভুর ইচ্ছা ২১৭১২; দক্ষিণ গিয়াছে যদি ২১২০২; দক্ষিণ গেলেন ইহো ২১০১৬১; দক্ষিণ চলিলা প্রভু শ্রীরঙ্গ ২১২১৪৮; দক্ষিণ চলিলা প্রভু হরষিত ২১২১৫৮; দক্ষিণ দেশ উদ্ধারিতে ২১৭১২২; দক্ষিণ দেশের লোক ২১২৮; দক্ষিণ বামে তীর্থগমন ২১২৪; দক্ষিণ মথুরা আইলা ২১২১৬৩; দক্ষিণ যাইতে যৈছে ২১৮১২১১; দক্ষিণ যাঞা আসিতে ২১৬৮৩; দক্ষিণ হইতে তোমার ২১০১২৭; দক্ষিণ হৈতে আইলা প্রভু ২১০১৭৪; দক্ষিণাধো হস্ত হৈতে ২১২০১২১; দক্ষিণের তীর্থপথ ২১৭১৬।

দ্রব্য দেহ রাজা মাগে ৩২৫১; দ্রব্য ধরিবারে রাখে ৩১০৫৪; দ্রব্য যৈছে আইসে আর ৩২৪২; দ্রব্য লঞা তিন জন ৩৬২৬৩।

দাড়ি বহি অশ্রু পড়ে ৩৬২৮; দাড়িবীজ সম ১৫১৬৬; দাড়ুকা সহিত ডুবি ২১২০১১।

দাণ্ডাইয়া রজ দেখে ৩৬৮০।

দাতা ভোক্তা দৌহার ৩৬২৭৪।

দানকেলি কোমুদী আদি ৩৪১২১৭; দানকেলি কোমুদী আর ২১১৩৪; দানঘাট পথে যবে ২১৪১৬৭।

দামোদর আগে স্বাতন্ত্র্য ৩৩৪৩; দামোদর কহেন ইহার ২১১৬৩; দামোদর কহে ঐছে ২১৪১৩৪; দামোদর কহে কৃষ্ণ ২১৪১৫৩; দামোদর কহে তুমি স্বতন্ত্র ২১২১২৩; ৩৩১২; দামোদর কহে যদি ২১২১২২; দামোদর কহে শঙ্কর ২১১১৩৪; দামোদর তার প্রীত ৩৩৪৪; দামোদর নারায়ণ ২১৩৩৬; দামোদর পদ্মচক্র ২১২০১২০১; দামোদর পণ্ডিত আর গোবিন্দ ২১৫১৮২; দামোদর-পণ্ডিত আর দত্ত ২৩২০৬; দামোদর পণ্ডিত ঠাকুর ১১০১২৪; দামোদর পণ্ডিত কৈল প্রভুকে ২১১২৪৫; দামোদর পণ্ডিত প্রভুরে কৈল ৩২০১০৭; দামোদর পণ্ডিত শাখা ২১০১২২; দামোদর সম আর ২১০১১৪; দামোদর সম মোর ৩৩১৮; দামোদর স্বরূপ আর গুপ্ত ১১৩৪৪; দামোদর স্বরূপ গোবিন্দ ২১১৬৩; দামোদর স্বরূপ ঠাকুর ৩২০১০৪; দামোদর স্বরূপ পণ্ডিত ২১২৫১৮০; দামোদর স্বরূপ প্রেমরস ৩৭১২২; দামোদর স্বরূপ মিলন ২১১২২১; দামোদর স্বরূপ হয় ২১৫১২৩; দামোদর স্বরূপ হৈতে ১৪১২১; দামোদর স্বরূপের কড়চা ২১৮২৬৩।

দারবী গুণ্ডতি হরে ৩২১১৭; দারিদ্র্য নাশ ভবক্ষয় ২১০১২৫; দারী নাটুয়াকে দিয়া ৩৩৩১; দারী সন্ন্যাসী করি ৩১২১১৩; দারু জল রূপে কৃষ্ণ ২১৫১৩৪; দারু ব্রহ্মরূপে সাক্ষাৎ ২১৫১৩৫; দার্ট্য লাগি হরিনাম ১১৭১২০; দার্শনিক পণ্ডিত সভাই ২১২৪৫।

দাস করি বেতন মোরে ৩২০১২২; দাস ভক্তের রতি হয় ২১২৪২৫; দাস ভাব সম নহে ১৬৪১; দাসরাম মহাদেবে ২১২১৪; দাস সখা গুরু কান্তা ৩৭১২২; দাস-সখা পিতা ১৩১০; দাস-সখা-পিতাদি ২১২১২২।

দাস্তা বাৎসল্যাদি ভাবের ২১৮১৬২; দাস্তাভাব ভক্ত সর্বত্র ২১২১৬২; দাস্তাভাবে আনন্দিত ১৬৪৩; দাস্তরতি রাগ পর্যন্ত ২১২৩৩৪; দাস্ত, সখ্য, বাৎসল্য আর শৃঙ্গার ১৪১৩৮; দাস্ত সখ্য বাৎসল্য মধুর ভাব আর ৩৭১২২; দাস্ত সখ্য বাৎসল্য শৃঙ্গার চারি ১৩২; দাস্ত সখ্যাদি ভাবে ২১২৪৪২; দাস্তে সম্মত গৌরব সেবা ২১২১৮১।

দাক্ষিণাত্য বিপ্র তাঁরে ধরে ২১২১২০১; দাক্ষিণাত্য বিপ্রসনে ২১২১৪৩।

দ্বাদশ আদিত্য হৈতে ২১৮৮৬৫; দ্বাদশ তিলক মন্ত্র ২২০১১১; দ্বাদশ প্রবন্ধ তাতে গ্রন্থ ১১৭১৩১৮; দ্বাদশ বৎসর ঐছে দশা ২২০১৬০; দ্বাদশ বৎসরে যে যে ৩১৮১০০; দ্বাদশ বৎসর শেষ ঐছে ২১১৭২; দ্বাদশ বৎসর শেষ রহিলা ১১৩৩৭; দ্বাদশ বন দেখি শেষে ২৫১১১; দ্বাদশ মাসের দেবতা এই ২২০১৩৭; দ্বাদশ মূমপাত্র ভরি ২৪১১১৬; দ্বাদশাদিত্য টিলায় এক ৩১৩৬৮; দ্বাদশে অদ্বৈতস্বয়ং ১১৭১৩১৪; দ্বাদশে জগদানন্দের ৩২০১১১; দ্বাদশে গুণ্ডিচা-মন্দির ২২৫২০৩।

দ্বাবিংশে দ্বিবিধ সাধন ২২৫২১১।

দ্বার চাহি বুলি শীঘ্র ৩১২১৬০; দ্বার দিয়া গ্রামে গেলা ২৪১১৩১; দ্বার নাহি পাই মুখ ৩১২১৬১; দ্বারমানা হৈল হরিদাস ৩২১১১৩।

দ্বারী আসি ব্রহ্মারে ২২১১৪৫।

দ্বারে এক বৈষ্ণব হয় ২২০১৪৬; দ্বারে কবাট না পাইল ১১৭১৫৬; দ্বারে পুষ্করিণী তার ২১৫১২৮; দ্বারে বসি কহে কিছু ৩৩২২২; দ্বারে বসি নাম শুনে ৩৩১১৪; ৩৩১২০; দ্বারে বসি শুন তুমি ৩৩২২২; দ্বারে বৈষ্ণব নাহি ২২০১৪৭। দ্বারের উপর ভিত্তে ২১৫১৮২।

দ্বারকা চতুর্ভূহের ১৫১৩৩; দ্বারকা দেখিতে চলিলা ২২২১৭৪; দ্বারকা বৈকুণ্ঠ সম্পদ ২১৪১২০৬; দ্বারকা মথুরা গোকুল ১৫১১৩; দ্বারকা মথুরা পুরে নিত্য ২২০১৫২; দ্বারকাতে কৃষ্ণিণ্যাদি ১৬১৬২; দ্বারকাতে ষোল সহস্র ২১৫১২৩৭; দ্বারকাদি বিভূ তার ২২১১৬৩।

দিগ্‌বিজয়ী কহে মনে ১১৬১২৮; দিগ্‌বিদিগ্‌ জ্ঞান নাহি কিবা রাত্রি দিন ২১৩৮; দিগ্‌বিদিগ্‌ জ্ঞান নাহি রাত্রি দিবসে ২১৮১৭; দিগ্‌বিদিগ্‌ নাহি জ্ঞান প্রেমের বহুায় ২১৪১২২; দিগ্‌দরশন কহি মুখ্য ২২০১৩০৬। দিগ্‌দরশন কৈল সূত্র ২১৮১২১৪।

দিগ্‌মাত্র দেখাইয়া ৩১৫১৮৫; দিগ্‌মাত্র লিখি সম্যক ১১০১১৫৭।

দিতে নারে দ্রব্য দণ্ড ৩১২১৬১।

দিন কথো আমি তীর্থ ২১৭১২৭; দিন কথো তাই রহি ২১১২২৩; দিন কথো রহ দেখি ২১৭১৪৮; দিন কথো রহ, সন্ধি ২১৬১৫৮; দিন কথো রহি গেলা ৩১৮১৮২; দিন কথো রহি তার ২১৭১২৪; দিনকৃত্য পক্ষকৃত্য ২২৪১২৫২; দিন চারি কাশীতে রহি ২১১২২৫; দিন চারি প্রভুকে তাই ২১২১৭৫; দিন চারি রহি প্রভু ২১৭১৫৩; দিন দশ গেলে গোবিন্দ ৩১২১১০; দিন দশ রহি রূপ ২২৫১১৩; দিন দশ রহি শেষে ২১৮১২০; দিন দশ ইহা সব ২১৩১০৬; দিন দুই চারি তেঁহো ২১৬১৫৫; দিন দুই চারি রহ ২১৩১২৫; দিন দুই তাঁহা করি ২১২১২৬; দিন দুই পদ্মনাভের ২১২১২৫; দিন দুই রহি লোকে ২১২১৬৪; দিন পাঁচ সাত ভিতরে ২১০১৫৭; দিন পাঁচ সাত রহি ২১৮১৪২; দিন পাঁচ সাত রহিলা ২১১১২৮; দিন প্রতি লয় তেঁহো ৩১৭১৩৫।

দিনান্তরে পণ্ডিত কৈল ৩১৭১৫৪।

দিনে আচার্যের শ্রীতি ২১৩১৫৮; দিনে কৃষ্ণকথা রস ২১৩১২৮; দিনে তত লয় যত ২১২৪১৮২; দিনে দিনে পিতামাতার ১১৪১৮২; দিনে দিনে রাঢ়ে বিকার ৩১১১১৩; দিনে দিনে প্রভু সঙ্গে ৩১৪১০২; দিনেদিনে প্রভুর কৃপায় ৩১৩১০৪; দিনে দিনে নানা কীড়া করে ৩১২১৬৩; দিনে নৃত্য কীর্তন ঈশ্বর ৩১১১১১; দিনে নৃত্যকীর্তন জগন্নাথ ৩১২১৫; দিনে প্রভু নানা সঙ্গে ৩১৬১৬; দিনে লোক ভিড় হবে ২১৪১৪০।

দিব্য দিব্য মহাপ্রসাদ ২১৩১২৩; দিব্য দিব্য লোক আসি ১১৪১৭৬; দিব্য দেহ দিয়া করায় ২১২৪১৭২; দিব্য প্রসাদ পায় নিত্য ৩১৪১৫২; দিব্য বস্ত্র দিব্য বেশ ১১৭১৩; দিব্যমূর্ত্তি লোকসব ১১৩১৮৩; দিব্য সামগ্রী দিব্য বস্ত্র ১১৮১৪৮; দিব্যোন্মাদে ঐছে হয় ৩১৪১১৪।

দিয়া মালাচন্দন ২১২৩৪।

দ্বিগুণ করিয়া কর সব ২১২৪১০০; দ্বিগুণ বর্জন করি ৩১২১১০; দ্বিগুণ বাঢ়ে তুষা লোভ ২১২১১১১।

দ্বিজ্ঞাসী হৈতে তুমি ২১২১১৭৬।

দ্বিতীয় গোবিন্দ ভূতা ২১২১৬৬; দ্বিতীয় চতুর্ভুজ এই ১১৫১৩৪; দ্বিতীয় নাটকের কহ ৩১২১২৬; দ্বিতীয় নন্দী কহ দেখি ৩১২১২২; দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে চৈতন্য তত্ত্ব ১১২১৩০৪; দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে প্রভুর ২১২৫১২৬; দ্বিতীয় পুরুষের এবে ২১২০২৪১; দ্বিতীয় বৎসর পলাইতে ৩১২৩৪; দ্বিতীয় শব্দ বিধেয় ১১২৬৫৬; দ্বিতীয় শ্রীনন্দী ইহা ১১২৬৫৫ দ্বিতীয় শ্লোকের ১১২৪৪।

দ্বিতীয়ে ছোট হরিদাসে ৩২০১২৬; দ্বিতীয়ে ধরিতে পাইক ৩৩১০০।

দ্বিধা না ভাবিহ ২১৪১৬০।

দ্বিবিধ বিভাব আলম্বন ২১২৩৩০।

দ্বিভুজ স্বরূপ কভু হয় ২১২০১৪৬।

দীঘী খোদাইতে তারে ২১২৫১৪১।

দীনদয়ালু গুণ করিতে ৩৪১১৭৪; দীন দেখি কৃপা করি ৩৫১৫০; দীন হঞা স্তুতি করে ২১২০৫০; দীনহীন নিন্দকাদি ২১২১৫।

দীনে দয়া করে এই ৩৩২২৪; দীনেরে অধিক দয়া ৩৪১৬৪।

দীপ জালি ঘরে গেল ৩১২০৫৮; দীপ হৈতে যেছে বহু ১২১৭৫।

দীয়াটি জালিয়া করে ৩১১১৩।

দীক্ষা অনন্তরে কৈল ১১১৭৭; দীক্ষাকালে ভক্ত করে ৩৪১৮৪; দীক্ষা পুরশ্চর্যা বিধি ২১৫১০০; দীক্ষা প্রাতঃস্মৃতিভূতা ২১২৪১২৪৩; দীক্ষামন্ত্র দেহ কৃষ্ণ ভজন ৩৪১৪৬।

দুঃখ কারো মনে নহে ১১২৪৫৮; দুঃখ না মানহ যদি ১১৭১০৭; দুঃখ না মানিহ ভট্ট ২১২১৩৮; দুঃখ পাই মনে আমি ১১২১৩৭; দুঃখ পাঞা আসিয়াছে ৩১২১৩০; দুঃখ পাঞা প্রভু পদে ২১২৫১১১; দুঃখ পাঞা স্বরূপ কহে ৩৫১১১২; দুঃখ মধ্যে কোন দুঃখ ২১৮১০২; দুঃখ শাস্তি হয় আর ৩৪১০; দুঃখ-সুখ ইউক সেই ২১১১৩৩।

দুঃখাভাবে উত্তম প্রাপ্তো ২১২৪১১৮।

দুঃখিত কান্দাল আন ২১২৪৪২; দুঃখিত হইয়া গেলা ৩১১৭৬; দুঃখিত হইলা সত্তে ৩১২৪৬৩।

দুঃখী বৈষ্ণব দেখি তারে ২১২৫১৫৮; দুঃখী হইয়া আচার্য করেন ১১২১২২; দুঃখী হইলা আচার্য পুত্র কোলে ১১২১২১; দুঃখী হঞা প্রভু পায় ১১১৪৭; দুঃখী হঞা শিবানন্দ ৩১১৮।

দুঃসঙ্গ कहিয়ে কৈতব ২১২৪১০।

দুই অপূর্ব বস্তু পাঞা ৩৬১২৮৪; দুই অবতার ভিতর গণনা ২১২০২৫২ দুই অর্ধে কৃষ্ণ কহি ২১৬২৪৫; দুই উপবাসে কৈল ২১২০১২১।

দুই কর শীঘ্র পাবে ২১২৬৬০; দুই কার্যে অবধূত ৩৩১৪১; দুই কীর্তনীয়া রহে ১১২০১৪৫।

দুই গণ সূচিকণ ২১২১১০৬; দুই গুচ্ছ তুল দৌহে দশনে ২১১১৭৫; ২১২০৪৫; দুই গুণ বাঁধা তাঁহা ৩১১১১৫ ॥ দুই গোসাঞি হরিবোলে ১১২১১২।

দুই চারিদিন আচার্য ৩৫১০৭; দুই চারিদিনের অন্ন ২১১৭৫০; দুই চারি লক্ষ কাহন ৩১২১২১।

দুই জন কহে তুমি ২১১৭৭; দুই জন কৃষ্ণকথায় ২১২০২০; দুই জন ধরি দৌহে ২১৬২০৬; দুই জন প্রেমাবেশে করয়ে ২১২২২৩; দুই জন প্রেমাবেশে হৈলা ২১২০১১৭; দুই জন বসি তবে হৈলা ৩১২০৬১; দুই জন

মেলি তথা ২১২০১৪০ ; দুই জন লঞা প্রভু বসিলা ৩৪১২৪৫ ; দুই জন লঞা প্রভুর বসত কিছু ১৫১২২৫ ; দুই জন সঙ্গে প্রভু ২১১২২২২ ।

দুই জনা মিলি কৃষ্ণকথা ৩৩২০৪ ; দুই জনার অঙ্গে কম্প ২১৪১১১ ; দুই জনার উৎকর্ষায় ২১৮৫১ ; দুই জনার কৃষ্ণকথা ২১৬৭৬ ; দুই জনার বিচ্ছেদ-দশা ৩৪১২২২ ; দুই জনার ভক্ত্যে চৈতন্য ৩৩২১৩ ; দুই জনার তরে দণ্ড ২১৫১৪২ ।

দুই জনে কথা কহে ২১৮৫৩ ; দুই জনে কৃপা করি ২১৫১৩৩ ; দুই জনে কৃষ্ণকথা কহে রাত্রিদিনে ২১২২৬৫ ; দুই জনে কৃষ্ণকথা হয় রাত্রিদিনে ২১২৩০১ ; দুই জনে কৃষ্ণকথা হৈল কথোক্ষণ ২১২১৫৮ ; দুই জনে কৈল কিছু ৩১৪১৫২ ; দুই জনে ক্রীড়াকলহ ২১২১৮৫ ; দুই জনে ষটমুখ ১১০১২১ ; দুই জনে গলাগলি করেন ক্রন্দন ২১৮১৮৭ ; দুই জনে গলাগলি রোদন অপার ২১২০৫২ ; দুই জনে নীলাচলে ২১৮২৪২ ; দুই জনে প্রভুর কৃপা ২১১২০৪ ; দুই জনে প্রেমাবেশে করেন ২১১১১২ ; ২১১১১৭২ ; দুই জনে বসি কৃষ্ণকথাগোষ্ঠী ৩৪১৩১ ; দুই জনে শোকাবুল ২১৬১৪৫ ; দুই জনের সঙ্গে দৌহে ৩১৩৪৩ ।

দুই ঠাকুরি অপরাধে ৩৫১১১৬ ; দুই ঠাকুরি ভোগ বাঢ়াইল ২৩৪০ ।

দুই ত ঈশ্বরে তোমার ৩৫১১১৩ ; দুই তিন ক্রমে বাঢ়ে ২১৮৬৮ ; দুই তিন গণনে পঞ্চ পর্য্যন্ত ২১৮৬৬ ; দুই তিন জনার ভক্ষ্য ২১১১৮৮ ; দুই তিন দিন আচার্য্য ২১০৮৫ ; দুই তিন দিন হৈলে ৩৬৩০৮ ; দুই তিন শত ভক্ত ৩১২১২২ ।

দুই দিগে টোটা সর ২১৩২২৪ ; দুই দিগে দক্ষিণাঙ্গণ ২১৩২২ ; দুই দিগে দুই পত্র ৩৬২২১ ; দুই দিগে মাতা পিতা ২১৮৫৪ ; দুই দিগে লোক করে ২২৫১২৮ ; দুই দিন ধ্যান করি ৩২১৫৩ ; দুই দুই জন মেলি ২১৪১৭৬ ; দুই দুই মাদ্রিক ২১৩৩২ ; দুই দুই মৃৎকুণ্ডিকা ৩৬৬৪ ; দুই দেবকতা হয় ৩৫১১১ ।

দুই ধানক্ষেত্রে অন্ন ২১৮১৪ ।

দুই নহে যোগ্য দুই শরীর ২১৫১২৫২ ; দুই নাটক করি এবে ৩১৬৪ ; দুই নাটক করিতেছে ৩১১১১ ; দুই নাটকে প্রেমরস ৩১১১১২ ; দুই নান্দী প্রস্তাবনা ৩১৬৫ ; দুই নাম মিলনে হৈল ১৬২৬ ; দুই নিমন্ত্রণে লাগে ৩৬২৬৫ ; দুই নেত্র ভরি অশ্রু ৩১৪৮৮ ; দুই নেত্রে অশ্রু বহে ২১৭১০৭ ।

দুই পণ কোড়ি লাগে ৩৮৮০ ; দুই পায়ে কোঙ্কা হৈল ৩৪১১৫ ; দুই পাশে দুই পাছে ২১৩৪৬ ; দুই পাশে ধরিল সব ২৩৫০ ; দুই পাশে রাধা ললিতা ১৫১২২ ; দুই পাশে সুগন্ধি শীতল ২১৫১২৮ ; দুই পার্শ্বে দেখি চলে ২১৩২৫ ; দুই পুত্র আনি প্রভুর ২১২২৮ ; দুই পুস্তক আনিয়াছি ২১১১২৭ ; দুই পুস্তক লৈয়া আইলা ২১১১১ ; দুই প্রকারে সহিসুতা ৩২০১৭ ; দুই প্রকারেতে করে ১১২৪৫ ; দুই প্রভু লঞা আচার্য্য ২৩৬১ ; দুই প্রভু সেবে ১৭১২ ; দুই প্রহর ভিতরে কৈছে ২১৫১২২৩ ।

দুই বস্ত্র ভেদ নাহি ১৪৮৩ ; দুই বস্ত্র মহাপ্রভুর আগে ৩৬২৮৩ ; দুই বিধ ভক্ত হয় ২১২৪১০৭ ; দুই বিপ্র বর মাগে ২১৫১১৩ ; দুই বিপ্র মধ্যে এক ২১৫১৫ ; দুই বিপ্র গলাগলি ২১৭১৪৫ ; দুই বিপ্রের ধর্ম্ম রাখ ২১৫৮৭ ; দুই ব্রহ্ম প্রকটনা ২১০১৬০ ; দুই ব্রহ্মে কৈল সব ২১০১৫২ ।

দুই ভক্তের স্নেহ দেখি ২১২১৭৪ ; দুই ভাই আইলা তবে ২৩৫৭ ; দুই ভাই আগে প্রসাদ ৩৬১০৮ ; দুই ভাই এক তনু ১৫১৫৩ ; দুই ভাই চড়ান তারে ২১৬৭২ ; দুই ভাই তবে চিড়া ৩৬৮৩ ; দুই ভাই তাঁর মুখে ১১০১২৫ ; দুই ভাই তাহা খাঞা ৩৬১১৬ ; দুই ভাই দুই শাখা ১১০১৬ ; দুই ভাই দূরে হৈতে ২১২৬২ ; দুই ভাই প্রভু পদ নিল ২১২০২ ; দুই ভাই বাসা কৈল ২১২১৫৬ ; দুই ভাই বিষয় ত্যাগের ২১২৩০ ; দুই ভাই ভক্তরাজ ২১৬২৫২ ; দুই ভাই মহাপণ্ডিত ৩৩১৬৬ ; দুই ভাই মিলি বৃন্দাবনে ৩৪২০৮ ; দুই ভাই যুক্তি কৈল ২১৫১৩৮ ; দুই ভাই হৃদয়ের ১১৫৬ ; দুই ভাইকে আনিয়া ৩৬১১৩ ; দুই ভাইয়ের অবশিষ্ট ৩৬১২১ ।

দুই ভাগ করি এবে তা১৩২ ; দুই ভাগবত দ্বারা ১১১৫৮ ; দুই ভাগবত সঙ্গে ১১১৫৬ ।

দুই মহাপাত্র হরিচন্দন ১১৬১১২ ; দুই মার্গে আআরাম ১১২৪১১২ ; দুই মালা গোবিন্দ দুই ১১৬১৩৮ ; দুই মালা পাঠাইলা ১১৬১৩৭ ; দুই মাস রহি তাঁরে ১১১২৩০ ।

দুই রক্ষা কর গোপাল ১১৫৪৬ ; দুই রাজপাত্র যেই ১১৬১১৪৮ ; দুই রূপে হয় ১১১৩৫ ।

দুই লক্ষ কাহন কোড়ি অ১১১৭ ; দুই লক্ষ কাহন তাঁর ঠাক্রি অ১১৮ ; দুই লক্ষ কাহন তাঁরে রাজা অ১১৮ ; দুই লীলায় চারি চারি ১১৩৩২ ; দুই লীলা চৈতন্যের ১১৩৩২ ।

দুই শব্দালঙ্কার ১১৬১৬৭ ; দুই শাখার উপশাখায় ১১০১৮ ; দুই শাখার প্রেম ফলে ১১০১৮৬ ; দুই শৈল ছিদ্রে পৈশে অ১১৬৬ ; দুই শ্লোক বাহির ভিত্তে ১১৬২২৮ ; দুই শ্লোক শুনি প্রভুর অ১১২৪ ; দুই শ্লোক কহিল অদ্বৈত ১১৬১০৫ ; দুই শ্লোকের অর্থ কর অ১৬১১১ ।

দুই সন্ধ্যা অগ্নিতাপে ১১৭১৬৩ ; দুই সহস্র বৈষ্ণবের ১১০১২৭ ; দুই সেনাপতি কৈল ১১৭১৫৭ ; দুই সেনাপতি বুলে ১১৩৬০ ; দুই স্থানে প্রভু সেবা ১১০১২০ ।

দুই হস্তে বেণু বাজায় ১১৭১১২ ; দুই হেতু অবতরি ১১৪৩৫ ; দুই হোলনায় চিড়া অ১৬৬৭ ।

দুগ্ধ আউটে দধি মধে ১১৪১২০১ ; দুগ্ধ ষণ্ড মোদক দেয় অ১২১৫৪ ; দুগ্ধ চিড়া কলা ১১৩১২ ; দুগ্ধ তুধী দুগ্ধ কুম্ভাণ্ড ১১৫১২০২ ; দুগ্ধ দান ছলে কৃষ্ণ যারে দেখা ১১৪১৭১ ; দুগ্ধ দান ছলে কৃষ্ণ সাক্ষাৎ দিল ১১৬১২৬২ ; দুগ্ধ পান করি ভাণ্ড ১১৩৩২ ; দুগ্ধ মাত্র দেন কেহো ১১৪১২১০ ; দুগ্ধ বেন অন্ন যোগে ১১২০২৬৪ ; দুগ্ধাস্তর বস্তু নহে ১১২০২৬৪ ।

দু'বাহতে দিব্য শঙ্খ ১১৩১১১১ ।

দুয়ারে তুলসী লেপা অ১২২৮ ।

দুর্গতি না হয় তার অ১২১৫৭ ; দুর্দৈব বজ্রাপবনে অ১৫১৬০ ; দুর্দৈবে সেবক যদি অ১৪৪৬ ; দুর্দ্বাখান্ধ গোয়ালচন ১১৩১১১৩ ; দুর্দ্বা ধান্ধ দিল শীর্ষে ১১৩১১১৬ ; দুর্দ্বার ইন্দিয় করে বিষয় অ১২১১৭ ; দুর্দ্বার উদ্ভট প্রেম ১১২১৭৫ ; দুর্দ্বাসার ঠাক্রি তেঁহো অ১৬১১৫ ; দুর্দ্বিজ্ঞেয় নিত্যানন্দ তোমার ১১৭১১০৩ ; দুর্দর্শন রঘুনাথ ১১২১৮৩ ; দুর্দান্ত দুর্গম সেই ১১৬১২৬৮ ; দুর্দান্ত বিশ্বাস আর ১১২১৫৭ ।

দুস্ত্যজ আর্ধ্যপথ ১১৪১৪৪ ।

দুহু কেরি মিলনে মধত ১১৮১৫৫ ; দুই মন মনোভব ১১৮১৫৬ ; দুই অশ্রু মার্গি কর অ১৮৫৮ ।

দূর কৈলে নাহি ছাড়ে অ১৭১১৭ ; দূর পথ উঠাঞা ঘরে অ১৮১৬২ ; দূর দূর পাণিষ্ঠ অ১৮২১ ; দূর হৈতে তাহা দেখি ১১৮১২৮ ।

দূরে গান শুনি প্রভুর অ১৩১৭২ ; দূরে রহি দেখে প্রভুর ১১১১১১০ ; দূরে রহি ভক্তি করিহ অ১৩১৩৬ ; দূরে রহি হরিদাস করেন দর্শনে অ১২১৪০ ; দূরে রহি হরিদাস করে নিবেদন ১১২১১৫৭ ; দূরে শুদ্ধ প্রেমগন্ধ ১১২১৪০ ; দূরে হৈতে আইলা কাজি ১১৭১১৩৮ ; দূরে হৈতে কৃষ্ণ দেখি ১১৭১২৭৬ ; দূরে হৈতে জানি তাঁর অ১৫১৪০ ; দূরে হৈতে তিন জনে ১১৭১১৩৮ ; দূরে হৈতে দণ্ড প্রণাম অ১৪১৪২ ; দূরে হৈতে পিতা তারে অ১৬১৩৫ ; দূরে হৈতে পুরুষ করে ১১৫১৫৭ ; দূরে হৈতে প্রভু দেখি ১১৬১১৭৭ ; দূরে হৈতে ব্যাধ পাইল ১১২৪১২১ ; দূরে হৈতে হরিদাস গোসাক্রি ১১১১১৪৭ ।

দূত প্রেম মূর্তা লোকে অ১৭১৫০ ; দূত যুক্তি অর্কে প্রভু ১১২৪৪ ; দূষ্টান্ত দিয়া কহি যদি ১১২০১২০ ।

দেউটী ধরেন যবে ১১০১৩৫ ; দেউল প্রসাদ আদ্যাকি অ১২০৭ ।

দেখ জগন্নাথ কৈছে ১১২১১৭১ ।

দেখাইল আগে তারে ১১৬১৮৩ ; দেখা দিয়া মন হরি অ১৫১৭০ ।

দেখি আনন্দিত হঞা হাসে ২১০৪৫; দেখি আনন্দিত হৈল গৌর ২১০৭৮; দেখি আনন্দিত হৈল মহাপ্রভু ২১০২০৫; ২১০২০; দেখি আমি প্রলাপ কৈল ২১০৮১১৫; দেখি আসি শীঘ্র বসিলা ২১০৬১; উপরাগ রাশি ১১০৩২২; দেখি এই উপায়ে ২১০৭৫১; দেখি কাশীবাসী লোকের ২১০৫৫২; দেখি কৃষ্ণদাস কান্দি ২১০৮১২৮; দেখি কৃষ্ণ রাস করে ২১০৮১১৪; দেখি গোপীনাথার্চ্য ২১০৮৮২; দেখি গোবিন্দ আন্তব্যস্তে ২১০৮২৩; দেখি গোষ্ঠে বেণু বাজায় ২১০৭২২; দেখি গ্রন্থে ভাগবতে ১১০৭৩০২; দেখি চতুর্ন্থ ব্রহ্মা ফাঁকর ২১২১৫৪; দেখি চতুর্ন্থ ব্রহ্মার হৈল ২১২১৬৬; দেখি চন্দ্রশেখরের হৈল ২১০৭৫২; দেখি চমৎকার হৈল বল্লভভট্টের ২১০৮৬০; দেখি চমৎকার হৈল সনাতনের ২১০৮০১; দেখি চমৎকার হৈল সব ভক্তের ২১০৮৫৩; দেখি চমৎকার হৈল সর্বলোক ২১০৭৫; দেখি জলক্রাড়া করে ২১০৮৭৭; দেখি তার পিতামাতা ২১০৮২৪২; দেখি ত্রাস উপজিল ২১০৮২; দেখি নিত্যানন্দ প্রভু আনন্দিত ২১০৮৪; দেখি নিত্যানন্দ প্রভু কহে ভক্তগণে ২১০৮০; দেখি প্রভুর্ভক্তি সর্বজ্ঞ ১১০৭১০০; দেখি প্রভু সেই রসে ২১০৮১৮; দেখি প্রেমানন্দে ভাসে ২১০৮২১৮; দেখি বল্লভভট্ট মনে চমৎকার হৈল ২১০৮৮; দেখি বল্লভভট্ট মনে হৈল চমৎকার ২১০৮১; দেখি ভট্টাচার্যের মনে হয় চমৎকার ২১০৭৩২; দেখি ভট্টাচার্যের মনে হয় মহাভয় ২১০৭২৬; দেখি মহাপ্রভু বড় ২১০৫৩১; দেখি মহাপ্রভুর বৃন্দাবনস্থিতি ২১০৭৩৬; দেখি মহাপ্রভুর মনে সন্তোষ ২১০২০১; দেখি মহাপ্রভুর তৈছে হয় ২১০৮১০৬; দেখি যে কহিতে চাহ ২১০২১৬; দেখি রঘুনাথের চমৎকার ২১০২৪১; দেখি রাঘবের মনে ২১০৮০৭; দেখি রামানন্দ হৈলা আনন্দে ২১০৮২৩৪; দেখি লোভি পঞ্চজন ২১০৫১৩; দেখি শচী ধাঞা আইলা ১১০৮২৩; দেখি শচীমাতা কহে ২১০৮৬০; দেখি সব গ্রাম্য লোকের ২১০৮৫; দেখি সব ভক্তগণের ২১০৮৫; দেখি সব লোক চিত্তে ২১০৫২৬; দেখি সব লোক প্রেমসমুদ্রে ২১০৮৬২; দেখি সব লোক হৈল আনন্দে ২১০৫০; দেখি সর্বলোকের চিত্তে ২১০৮১১; দেখি সার্কর্ভোম পড়ে ২১০৮৮৪; দেখি সার্কর্ভোমের হৈল ২১০৮৫; দেখি স্বরূপ গোসাঞি আদি ২১০৮৫২; দেখি হরিদাসের মনে ২১০৮২০; দেখি হরিদাস রূপের ২১০৮৮।

দেখিতে আইলা তাঁহা ২১০৭৫; দেখিতে আইলা প্রাতে ২১০৮৩৫; দেখিতে আইলা লোক ২১০৮০৫; দেখিতে আইসে তবে ২১০৮১৫; দেখিতে আইসে দেখি ২১০৮৫৪; দেখিতে আইসে যেবা ১১০৮২২; দেখিতে উৎকর্ষা হয় ২১০৮৩৭; দেখিতে উৎকর্ষা হোরা ২১০৮১১২; দেখিতে কোঁতুকে আইল ২১০৫৫৬; দেখিতে চলিয়াছেন ২১০৫৫১; দেখিতে দেখিতে বৃক্ষ ১১০৭৭৫; দেখিতে না পারি আমি ২১০৮১৬; দেখিতে না পায় অশ্র ২১০৮৩২; দেখিতে বিবশ রাধা ২১০৮৫৫; দেখিতেই নানাভাবে ২১০৮১৭২; দেখিতেই সব ভক্তের ২১০৮৬৪।

দেখিলু দেখিলু বলি ১১০৭২২৫।

দেখিবারে আইসে ২১০৮২।

দেখিয়া অপূর্ব হৈল ১১০৮৪৪; দেখিয়া আনন্দ বড় ২১০৩০২ দেখিয়া চিস্তিত হৈল ভট্টাচার্যের ২১০৮৮; দেখিয়া চিস্তিত হৈল সব ভক্তগণ ২১০৮২৬; দেখিয়াও ছন্দ কৈল ২১০৮১৫০; দেখিয়া ত মাতা পিতার ২১০৮১৪; দেখিয়া তাঁহার মনে ২১০৮১৭; দেখিয়া চিত্তে ১১০৮৬; দেখিয়া না দেখে যত ১১০৮৬২; দেখিয়া পুরীর প্রভাব ২১০৮৫; দেখিয়া প্রতাপরুদ্র পাত্রমিত্ত ২১০৮৫৮; দেখিয়া প্রভুর চিত্তে ২১০৮১৫২; দেখিয়া প্রভুর দুঃখ ১১০৭২৩৭; দেখিয়া প্রভুর নৃত্য ২১০৫৫৭; দেখিয়া প্রভুর প্রভাব ২১০৮৪৪; দেখিয়া বালকধাম ১১০৮১১৪; দেখিয়া বিস্মিত হৈল ২১০৮৬১; দেখিয়া ব্যাধের প্রেম ২১০৮১২৮; দেখিয়া ব্যাধের মনে ২১০৮১৮৬; দেখিয়া ব্রাহ্মগণের ২১০৮২৩; দেখিয়া মিশ্রের হৈল ১১০৮১০; দেখিয়া মূচ্ছিত হঞা ২১০৮৮২; দেখিয়া লোকের আকর্ষণে ১১০৮১৬৬; দেখিয়া লোকের মনে হৈল ২১০৭৭৮; ২১০৮২৫; দেখিয়া সংশয় কিছু ২১০৫৬৩; দেখিয়া সকল লোক পাইল ২১০৫৬; দেখিয়া সকল লোকের হৈল ২১০৮২৮; দেখিয়া সয়ণ হৈল ২১০৮৭৮; দেখিয়া সন্তুষ্ট হৈল ১১০৭৭৮; দেখিয়া সন্তোষ হৈল ২১০৮৩৩; দেখিয়া সে জানি তাঁরে ২১০৭১১০।

দেখিল সকল তাই ২১১২১৩; দেখিলে উল্লল কৃষ্ণের ২১৪১৩৫; দেখিলে না দেখে ২১৬২০; দেখিলে না মানে ঐশ্বর্য ২১২১৩৭; দেখিলে সুনিলে তাঁরে ২১১১৩১; দেখিলেন বসি আছেন ১১৭১৫৬।

দেখে এক জালিয়া আইসে ১১৮১৪১; দেখে তাই কৃষ্ণ হয় ১১৫১৪৮; দেখে দিব্য লোক ১১৪১৭২; দেখে হরিদাস ঠাকুর ১১১১১৬; দেখেন জগন্নাথ হয় ১১৬১৭২।

দেখোঁ কোন কাজী আসি ১১৭১২৮; দেখোঁ যদি কৃষ্ণ করে ১১৪১১০০।

দেব ঋষি পিতৃদিকের ২১২১৭২; দেবগণ নাহি পায় ১১৫১২৭; দেব গচ্ছর কিম্বদ ১২১২; দেবপূজাচ্ছলে দৌড়ে ১১৪১৬২; দেব স্তন আর এক ১২১৮২; দেবস্থানে আসি কৈল ২১২১১; দেবতা পুজিতে আইলা ১১৪১৫২।

দেবানন্দ চারি ভাই ১১১১৪৩; দেবালয়ে বসি করে ২১২১৮৭।

দেবী কহি ছোতমানা ১১৪১৭২; দেবীধাম নাম যার ২১২১৩২; দেবী বা অন্ন স্ত্রী ২১২১২৪।

দেশ-পাত্র দেখি মহাপ্রভুর ২১২১৭৬।

দেশে আগমন পুন প্রেমের ১১৭১৭৭; দেশে আসি দৌড়ে গেলা ২১৫১৩৪; দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে ২১৭১১১৩; দেশেরে আইলা প্রভু ১১৬১২০।

দেহকাস্তি গৌর কভু ২১৩১০১; দেহকাস্তি পীতাম্বর ২১৮১১০২; দেহকাস্ত্যে হয় তেঁহ ১১৩১৪৫; দেহ জীয়ে তাঁহা বিনে ১১২১৪১; দেহত্যাগ হৈতে তাঁরে ১২০১২২; দেহত্যাগাদি এই সব ১১৪১৫৬; দেহত্যাগাদি তমোখর্ম ১১৪১৫৮; দেহত্যাগে কৃষ্ণ না পাই ১১৪১৫৫; দেহ দেহ বলি প্রভু ১১১১৮৭; দেহদেহী ভেদ ঈশ্বরে ১১৫১১৭। দেহ-দেহীর নাম-নামীর ২১৭১২২৮; দেহপ্রাণ ভিন্ন নহে ১১৬১৬৫; দেহমাত্র ধন আমার ১১২১৭৩; দেহরোগ ভবরোগ ১১১০১৪২; দেহ-সম্বন্ধ হৈতে হয় ১১৭১১৪২; দেহস্থিতি নাহি যার ২১৩১৩৫।

দেহাভ্যাসে নিতাকৃত্য ১১৪১২০; দেহারামী কর্মনিষ্ঠ ২১২৪১১৩২; দেহারামী দেহে ভজে ২১২৪১১৩৮; দেহারামী সর্বকাম ২১২৪১১৪১।

দেহে আত্মবুদ্ধি এই ১১৭১১১৬; দেহে আত্মজ্ঞানে আচ্ছাদিত ২১২৪১১৩০; দেহে প্রাণ আইলে যেন ২১২৫১১৭৭; দেহের স্বভাবে করে ১১৪১৩৭।

দৈর্ঘ্য বিস্তারে যেই ১১৩১৩৩।

দৈন্ত্য করি করে মহাপ্রভুর ২১৮১১২৩; দৈন্ত্য করি কহে নিজ ২১৬১২১; দৈন্ত্য করি কহে লৈল ১১৭১৭৭; দৈন্ত্য করি নিজ অপরাধ ১১২১২৬; দৈন্ত্য করি সেই বিপ্র ২১৭১১৭১; দৈন্ত্য করি স্তুতি করি লইল ১১৭১১০২; দৈন্ত্য করি স্তুতি করে ঘোড়হাত ২১১১৭৭; দৈন্ত্য ছাড় তোমার দৈন্ত্যে ২১১১২৫; দৈন্ত্য নির্বেদ বিবাদে ২১২১৩২; দৈন্ত্যপত্নী লিখি মোরে ২১১১২৬; দৈন্ত্য বিনতি করে দস্তে ২১২১০২; দৈন্ত্য বৈরাগ্য পাণ্ডিত্যের ১১৪১৪৬; দৈন্ত্য রোদন করে ২১১১৭৬।

দৈন্ত্যোদবেগ আর্তি ১২০১৪।

দৈবে আসি প্রভু হবে ২১১১৬০। দৈবে এক দিন প্রভু ১১৫১২৫; দৈবে জগন্নাথের সে দিন ১১০১৩২; দৈবে বনমালী ঘটক ১১৫১২৬; দৈবে সার্কর্ভোম তাহা ২১৬১৪; দৈবে সে বৎসর তাই ২১১১৫৩; দৈবে সেই ক্ষণে পাইল ২১৬১২৬।

দৈত ভদ্রাতন্ত্রজ্ঞান ১১৪১১০।

দোনা ব্যঞ্জে ভরি ২১৩১৮৭।

দোল অনন্তরে প্রভু ৩১১৬০; দোলযাত্রা দেখি প্রভু ৩৪১২৮; দোলযাত্রা দেখি যাইহ ২১১৬৮; দোলযাত্রা প্রভু সঙ্গে ৩১১৫২; দোলযাত্রাদিক প্রভুর ৩৪১০২।

দোষ গুণ বিচার এই অঙ্গ ১১৬২৬; দোষোদ্ধারচ্ছলে করে ২১১২৮।

দৌহা আলিঙ্গিয়া দৌহে ২১৮২১; দৌহা আলিঙ্গিয়া প্রভু আসনে ৩১৮৫; দৌহা আলিঙ্গিয়া প্রভু গেলা ৩৪১২৬; দৌহা আলিঙ্গিয়া প্রভু বলিল ২১১২০৩; দৌহা দেখি দৌহার চিত্তে ১১৪৬২; দৌহা দেখি নিত্যানন্দ ২১১৩৭; দৌহা দেখি মহাপ্রভুর ৩১৪১০৭।

দৌহাকে কহেন রাজা ২১৬৩৩।

দৌহার অন্তর কথা ১১২১৪৬; দৌহার ইচ্ছাতে ভোজন ২১৫১২৫০; দৌহার দর্শনে দৌহে ২৩১৩৮; দৌহার দুঃখ দেখি ২১৫১২৫০; দৌহার প্রভুতে স্নেহ ৩১০৩২; দৌহার বাপ্য-ব্যাপকত্বে ২১০১১৬৪; দৌহার ভাবাবেশ মন ২১৫১৩৬; দৌহার মুখে কৃষ্ণনাম ২১২১৬৭; দৌহার মুখে নিরন্তর ২১২১৬৬; দৌহার মুখেতে গুনি ২১৮২২; দৌহার যে সময়স ১৪১২১৪; দৌহার রূপগুণে দৌহার ১৪১২৭; দৌহার সত্যে তুষ্ট হৈলাও ২১৫১১৩; দৌহার সম্মতি লৈয়া ২১৫৮১।

দৌহে এই তিন ভেদে ২১২৪১০৭; দৌহে এক বর্ণ ২১৫১৩৫; দৌহে করে হুড়াহুড়ি ২১২১২২; দৌহে কহে এবে বর্ষা ২১৬১২২; দৌহে কহে রথযাত্রা ২১৬১৭; দৌহে তাঁরে মিলি ৩২১৪৭; দৌহে দুঃখী দেখি তবে ৩২১৪৮; দৌহে দৌহা মিলিবারে ২১৪১১৮৩; দৌহে দৌহার দরশনে ২১৮১৪৪; দৌহে নিজ নিজ কার্যে ২১৮২১৫; দৌহে প্রেমে নৃত্য করি ২১৭১১৫০; দৌহে মহাপ্রভুরে কৈল ২১২৫১৭২; দৌহে রক্তাধর দৌহার ২১৫১৩৫।

ধ

ধ

ধ

ধ

ধড়ার অঞ্চলে ঢাকা ২৪১১২৭; ধড়ার আঁচল তলে ২৪১১৩০।

ধন জন নাহি মাগো ৩২০১২৪; ধনঞ্জয় জগদীশ ৩৬৬১; ধনদণ্ড লয় আর ২১৪১১২৭; ধন দেখি এই ছুটির ২১৫১৮; ধনধাত্রে ভরে ঘর ১১৩১১১৮; ধন নাহি পাবে খুদিতে ২১২০১১১২; ধন পাইলে যৈছে সুখভোগ ২১২০১২৩; ধন সঞ্চয়ী নিগ্রহ ২১২৪১১৪।

ধনিয়া মহরীতল ৩১০১২০।

ধনু তীর্থ দেখি কৈলা ২১২১৮৩; ধনুর্কীর্ণ হস্তে যেন ২১২৪১৫৭; ধনুক ভাঙ্গি ব্যাধ ২১২৪১৮০।

ধনের আড়ি পড়িবেক ২১২০১২০।

ধরণীর মধ্যে সপ্ত ১৫১২৩।

ধরি রাখ বলি প্রভু ৩১০১০৭; ধরিতে ধরিতে ঘরের ৩১০১০৮। ধরিতে না পারে কেহ ২১৮১২৩৪; ধরিবারে গেলা, পুত্র ১১৪১৬৮।

ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ ১১১৫০; ধর্ম ছাড়ার বেণু আগে ৩১৭১৩৪; ধর্ম ছাড়ি রাগে দৌহে ১৪১২৮; ধর্ম নহে কৈল আমি ২১৫১৪২; ধর্ম প্রবর্তন করে ২১২০১৮৬; ধর্মশিক্ষা দিল বহু ১১৪১৭২; ধর্ম সংস্থাপন করে ১৫১২৬; ধর্ম স্থাপন হেতু সাধুব্যবহার ২১৭১১৭৫; ধর্মহানি হয় লোকে ২১২০৮৭।

ধর্মচারিগণ মধ্যে ২১২১১৩০; ধর্মাদিবিষয়ে যৈছে ২১২৫১০০; ধর্মধর্ম বিচার কিয়া ৩১৪১৭২।

ধর্ম্মী কন্যা তপোনিষ্ঠ ১১৭১২৫৩।

ধাইয়া যাবেন প্রভু ৩১৩৮২; ধাক্কা চলে আর্জুনাদে ২১২৮; ধাত্যন্থ গোবিন্দ ২১২১৬৩; ধাত্তরাশি মাপি ১১২১১০।

ধ্যানে তবে প্রভু মহাপ্রভুরে ৩১৩৭৬।

ধিক্ ধিক্ আপনাকে ২১৬১২৭২।

ধীরা কান্ত দূরে দেখি ২১৪১১৪২; ধীরাধীরাঅঙ্ক গুণ ২১৮১১৩৩; ধীরাধীরা বক্রবাক্যে ২১৪১১৪৬।

ধীরে ধীরে জগন্নাথ ২১৩১১১০।

ধূতি পরি প্রভু যদি ৩১৩৫৮; ধুতুরা খাওয়াইয়া বাপে ২১৩৫২; ধ্রুবঘাটে তাঁরে স্মৃদ্ধিরায় ২১২১১৩৩।

ধূপদীপ করি ২১৪১৬৩; ধূপমাল্য গন্ধ মহা ২১২১৬৩; ধূলি ধূসর তহু ২১২১৮৩।

ধ্বতিমন্ত হঞা ভজে ২১৪১১২০।

ধোয়া মধ্যে জীবের কর্তব্য ২১৮১২০৭।

ধৈর্য্য করিতে নারি ১১৭১৭৫; ধৈর্য্যবস্ত্র এষ হঞা ২১৪১১১৬; ধৈর্য্য হঞা উড়িয়াকে ২১৬১১৬৩।

ধোয়া পাখলা নাম কৈলা ১১২১২০০।

ধ্বজ পতাকা ঘটা ২১৪১১০৮; ধ্বনি বড় উদ্ধত ২১২১১২০।

ন

ন

ন

ন

নকড়ি মুকুন্দ স্বর্ঘ্য ১১১১৪৫; নকুল ব্রহ্মচারী দেহে আবিষ্টি ৩১২৪; নকুল ব্রহ্মচারী দেহে প্রভুর ১১০১৫৫; নকুল হৃদয়ে প্রভু ৩১১১৬।

নখে চিরি চিরি তাহা ৩১৩১১৭।

নগরিয়া লোকে প্রভু ১১৭১১১৫; নগরিয়াকে পাগল ১১৭১২০২; নগরে নগরে আজি ১১৭১১২৭; নগরে নগরে ভ্রমে ১১৩১৩০; নগরে হিন্দুর ধর্ম্ম ১১৭১১৮৬।

নতি স্তুতি নৃত্যগীত ২১২১১৮।

নদী তীরে একখানি কুটীর ২১৪১১৮২; নদীর প্রবাহে যেন ২১২১২৮; নদীর শেষ রস পাঞা ৩১৬১১৩৭।

নদীয়া উদয়গিরি ১১৩১২৭। নদীয়া চলহ মাতাকে ৩১২১৫; নদীয়া নগরের লোক ২১৩১৩৫; নদীয়া নিবাসী বিশারদের ২১৬১১৭; নদীয়াবাসী ব্রাহ্মণের ২১৬১২১৭; নদীয়াবাসী মোদক তার ৩১২১৫৩; নদীয়া সম্বন্ধে-সার্কর্ভোম ২১৬১৫৪; নদীয়াতে গঙ্গাবাস কৈল ১১৩১৫৬; নদীয়ার ভক্তগণ সভারে ৩১২১২৫।

নন্দন আচার্য্যশাখা ১১০১৩৭; নন্দবসুদেবরূপ সদৃশ ১১৩১৫৭; নন্দসুত বলি যারে ভাগবতে ১১২১৬; নন্দিনী আর বামদেব ১১২১৫৭; নন্দীধর দোখ প্রেমে ২১৮১৫১; নন্দের নন্দন কৃষ্ণ ২১৫১১০১।

নবধন স্নিগ্ধ বর্ণ ৩১৫১৫৬; নব দিন করে প্রভু ২১৪১১০৩; নবদিন গুণিচাতে রহে ২১৪১১০২; নবদীপ গেলা তেঁহো ২১০১৭৩; নবদীপবাসী আদি ২১৩১৮৫; নবদীপে আরস্তিল ১১৩১৬; নবদীপে ছিলা তেঁহো ২১০১১০১; নবদীপে পুরুষোত্তম ১১১১৩০; নবদীপে যেই শক্তি না ২১৭১১০৬; নবদীপে শটীগর্ভ গুরুহু ১১৪১২৭; নবদীপে সব ভক্ত হৈলা ৩১২১৭; নব নিষপত্র সহ ২১৫১২১১; নব বস্ত্র আনি তার ২১৪১৮০; নব বস্ত্র পাতি তাতে ২১৪১৭২; নববিধ অর্থ তর্ক-শাস্ত্র মত ২১৬১১৭; নববিধ ভক্তিপূর্ণ ২১৫১১০৮; নববাহু রূপে নব মূর্ত্তি ২১২০১২১০; নবম পদার্থ মূর্ত্তির ২১৬১২৪৪; নবম শ্লোকের অর্থ ১১৫১৪২; নবমে কহিল দক্ষিণ ২১২১২০২; নবমে গোপীনাথ

পট্টনায়ক ৩২০।১০৭; নবমেঘ জিনি ১।৩।৩২; নবমেতে ভক্তি-কল্পবৃক্ষের ১।১৭।৩১২; নবযোগীশ্বর জন্ম হৈতে ২।২৪।৮৪; নবশত ঘট জল ২।৪।৫৫; নব হেমময় রথ ২।১৩।১৮; নবাগৃহে নানাজীব্যে ২।১৬।১৫০।

নমস্কার করি তাঁর নিকটে ৩।২।২৮; নমস্কার করি তাঁরে বহু ২।৭।৭৪; নমস্কার করি তেঁহো কৈল ৩।১।২১; নমস্কার করি শ্লোক ২।৬।২৩৩; নমস্কার করিতে কারো ১।৫।১৪২; নমস্কার করে শ্লোক ২।২৫।১১৭; নমস্কার কৈল রায় ২।৮।৫৩; নমস্কারি এই শ্লোক ৩।৫।৪৮; নমস্কারি প্রভু তাঁরে ৩।২।২৭; নমস্কারি সার্বভৌম ২।৭।৪১।

নমো নারায়ণ দেব ১।১৭।২৮০; নমো নারায়ণ বলি ২।৬।৪৭।

নন্দ হৈয়া শিরে ধরোঁ ১।১৭।৩২৪।

নন্দজিপিদী দেখি ২।২।২০২; নন্দনে দেখিমু তোমার ৩।১।৩২; নন্দনের অভিরাম ২।২।৬১।

নরক বাহুয়ে তবু ২।৬।২৪১; নরক ভুক্তিতে চাহে ১।১০।৪০; নরক হইতে তোমার ১।১৭।৭৫২; নরদেহ সিংহমুখ ১।১৭।১৭২; নরসিংহ চক্রপদ ২।২।২০২; নরহরি দাস আদি ২।১।২২৩; নরহরি নাচে তাঁহা ২।১৩।৪৫; নরহরি রহ আমার ২।৫।১৩২।

নরেন্দ্র সরোবরে গেলা ২।১৪।১০০; নরেন্দ্রে আইলা দেখিতে ৩।০।৪১; নরেন্দ্রে আসিয়া তাঁরা ২।১৬।৪১; নরেন্দ্রে আসিয়া সতে প্রভুরে ২।২৫।১৭৮; নরেন্দ্রে আসিয়া সতে হৈলা ২।১।৫৭; নরেন্দ্রে জলক্রীড়া করে ২।১৪।২২৭; নরেন্দ্রেতে প্রভু সঙ্গে ৩।০।৪২; নরেন্দ্রের জলে গোবিন্দ ৩।০।৪০।

নর্তক গোপাল কৃষ্ণ ২।২।২২২; নর্তক গোপাল রামভদ্র ১।১১।৫০; নর্তক বাদক ভাট ১।১৩।১০৫।

নহে গোপী যোগেশ্বর ২।১৩।১৩৪; নহে পিমু নিরন্তর ৩।৬।১১৭।

না আমি জগতে বসি ১।৫।৭৪; না করে বেদান্ত পাঠ ১।৭।৩২; না কহিলে কেহো ইহার ১।৪।১৮৮; না কহিলে রহিতে নারি ২।২।১১৭; না কহিলে হয় মোর ৩।২।১০১; না খাইলে জগদানন্দ করিবে ২।২।১৬২; ৩।২।১৩৭; না খোজলুঁ দূতী ২।৮।১৫৫; না গণি আপন দুখ, দেখি ব্রজেশ্বরী ২।১৩।১৩৮; না গণি আপন দুখ, সবে বাহি ৩।২।৪৩; না গণি আপন দুখ, বাহু প্রিয় ৩।৫।৭৮; না গায় স্বরূপ গোসাক্ষি ৩।৫।৭৮; না জানি কি খাঞা ১।১৭।২০১; না জানি কি মজ্জৌষধি ১।১৭।১২৫; না জানি তোমার সঙ্গে ২।২।১২২; না জানি রাখার প্রেমে ১।৪।১০৭; না জানি শাস্ত্রের মর্ম ১।১৭।১৬০; না জানিসু প্রেম মর্ম ৩।২।৪৩; না দিয়া বা এই ফল ১।২।৩৫; না দিলেক লক্ষ কোটি ২।২।১১২; না দেখিয়ে নন্দনে ২।২।৭২; না পড় কুতর্ক গর্ভে ২।২৫।২৩১; না পায় কৃষ্ণের সঙ্গ ৩।১৭।৪৪; না পারে সহিতে এবে ১।৭।৪৮; না যাগিতেও কৃষ্ণ তারে ২।২।২২৪; না মানিলে দুখী হৈবে ৩।৬।২৭১; না মানে চৈতন্যমালী ১।২।৬৫; না মোর উজোগে, না ২।১৫।২৩১; না যাহ সন্ন্যাসী গোষ্ঠি ১।৭।৫৩; না লহ দেবতাসম্বন্ধ ১।১৪।৫০; না সহি কি করিতে পারি ৩।৬।১২০; না সো রমণ ২।৮।১৫৩।

নাগর কহ তুমি করিয়া ৩।১৭।৩২; নাগর শুন তোমার ৩।৬।১১৩।

নাচিতে নাচিতে আইলা ১।১৭।২১৮; নাচিতে নাচিতে গোপাল ১।২।২২০; নাচিতে নাচিতে চলি আইলা ২।১৬।৩২; নাচিতে নাচিতে চলিলা শ্লোক ২।৮।২২; নাচিতে নাচিতে পথে ২।১৭।২১০; নাচিতে প্রভুর ২।১৩।১১৫; নাচিতে লাগিলা শ্লোকের ৩।১।৮২।

নাচিয়া চলিলা, দেহে ২।২।৩১২।

নাচিলা চৈতন্য প্রভু ১।১০।৪৪।

নাচে করে সক্রীড়ন ১।১৩।১০২; নাচে কান্দে হাসে ১।৭।২০; নাচে কুন্দে ব্যাঘ্রগণ ২।১৭।৩৮; নাচে গায় কান্দে ২।৬।১৮৮; নাচে মকর কুণ্ডল ২।২।১১০৮।

নাচো গাও ভক্ত সঙ্গে ১৭৭৮২।

নাটক করি লৈয়া আইল অ৫৮৮; নাটক লক্ষণ সব ৩১১৩২; নাটকালঙ্কারজ্ঞান অ৭১০১; নাটশালা ধুই
ধুইল ২১২১১৭; নাটশালা হৈতে প্রভু ২১৩২১১; নাটশালা হৈতে যৈছে ২১৩২১০।

নাঙ্গদোষণ মঙ্করী ২১২১৮৮।

নানা অপূর্ব ভক্ষ্যদ্রব্য অ১০১৩; নানা অবজ্ঞানে ভট্টে অ৭১০২; নানা অবতার করে ১৫৬৮; নানা
অসংপথে করে অ৮৮৬; নানা ইষ্টগোষ্ঠী করে ২১২২০৪; নানা উপদ্রবে ইহা অ৮৫২; নানা কামে ভজে, তত্ব
২১২৪১২৭; নানা কৃষ্ণবার্তা কহি ২১৭৪২; নানা গ্রাম হৈতে ২১৩১৫৪; নানা চমৎকার তথা ১১৪১৮; নানা
চিত্র পটবস্ত্রে ২১৩২২০; নানা ছলে কৃষ্ণ প্রেরি ২১৮১৭২; নানা তীর্থ দেখি তাঁহা দেবতা ২১২৭৬; নানা তীর্থ
দোষ তাঁহা নর্যদার ২১২৮২; নানা দুর্গম পথ লঙ্ঘি অ১২১০; নানা দেশের যাত্রিক ২১৩১২১; নানা দ্রব্য পাত্র
ভরি ১১৩১০৪; নানা দ্রব্য লক্ষ্য লোক ২১৪১৭; নানা পক্ষি কোলাহল ২১১১৪৮; নানা পিঠা পানা আর
২১১১১২৩; নানা পিঠা ব্যঞ্জন ক্ষীর অ৩৩১; নানা পুষ্পাঙ্গানে তাঁহা ২১৪১১২; নানা প্রকারে করে রাজদ্রব্য
অ৮৬০; নানা প্রকার পিঠাপানা অ৬১০২; নানা বাণ্ড আগে নাচে ২১৪১২৭; নানা বাণ্ড কোলাহল ২১৩১৩;
নানা বাণ্ড নৃত্যদোলা ২১৪১০৮; নানা বাণ্ড ভেরী ২১৪৫৫; নানা বিধ কদলক ২১৪১২৪; নানা বেশে আসি করে
অ৮৮; নানা ব্যঞ্জন পীঠাক্ষীর অ২১৫৮; নানা ভক্তভাবে করেন ১৬৮৬; নানা ভক্তের রসামৃত ২১৮১১১; নানা
ভদ্রীতে গুণ প্রকাশি অ৫১৭২; নানা ভাবচন্দ্রোদয়ে অ২০১৫৭; নানা ভাব দেখায় যাতে অ৩২৩২; নানা ভাব
বিভূষণে ২১৪১১৬২; নানা ভাব-সৈন্তে উপজিল ২১৩১৬৩; নানা ভাবে উঠে প্রভুর অ২০১৪ নানা ভাবে করায়
কৃষ্ণে ২১৪১১৫৬; নানা ভাবে চকল তাহে ২১৮২২৩; নানা ভাবে বিবশতা ২১৩১৭২; নানা ভাবে ব্যাকুল প্রভুর
অ৮৪; নানা ভাবে ভক্তজন ২১২৫২২৬; নানা ভাবের প্রাবল্য ২১১৫৪; নানা ভাবোদগম দেহে ১১২১১২;
নানা ভাবোদগার তারে অ৫৩৮; নানা মত গানি দেন ২১৪১৩২; নানা মত প্রীতি করি অ৭১৭৪; নানা মতে
আনন্দদয়ে অ১৩২; নানা মতে কৈল তার গরু অ২০১০৫; নানা মতে প্রীতে কৈল ২১৪১৬; নানা মন্ত পটেন
গোসাঞি ১১২১২২; নানা যত্ন করি আমি ১১৪১২৮; নানা যত্ন দৈন্তে প্রভুরে ২১৩৮২; নানা রত্নরাশি হয়
১১৭১১২; নানা রূপে বিলসয়ে ১১১১২; নানা রোগে গ্রস্ত চলিতে অ২০৮৫; নানা শাস্ত্র আনি কৈল ২১১২৮;
নানা শাস্ত্র আনি লুপ্ত তীর্থ অ৪১২০২; নানা শাস্ত্রে পণ্ডিত আইসে ২১২৫১৮; নানা শ্লোক পঢ়ি উঠে ২১২৮৪৬;
নানা সেবা করি করে অ১৩২৪; নানা সেবা করি প্রভুকে ২১৩১৩২; নানা স্বাস্থ্য অষ্টভাবে ২১৪১১২।

নানোত্তানে ভক্ত সঙ্গে ২১৪১৭৩।

নাবিকরে পরাইল ২১৩১২২।

নাম দিয়া ভক্ত কৈল ১১৬১৭; নাম ধরি ধরি গোবিন্দ অ১০১১৪; নাম পূর্ণ হবে আজি অ৩১২১;
নাম পূর্ণ হৈলে পূর্ণ অ৩১১৩; নাম প্রেম আনন্দদয়ে অ৩২৫১; নাম প্রেম দান আদি ২১৬১৮৫; নাম প্রেম দিয়া
কৈল ২১৭১৫১; নাম প্রেম প্রচারি কৈল অ৩২১৩; নাম-প্রেম-মালা ১১৪১৩৬; নাম বলে বিষ ধারে ১১০১৭৩;
নাম বিগ্রহ স্বরূপ তিন ২১৭১২৭; নাম বিহু কলিকালে ধর্ম নাহি আর ১১৩৮০; নাম বিহু কলিকালে নাহি আর
ধর্ম ১১৭১৭২; নাম-মহিমা নামাপরাধ ২১২৪১২৮; নাম মাত্র করি, দোষ ১১০১৫; নাম রূপ গুণ তাঁর ২১৭১০২;
নাম লইতে প্রেম দেন ১১৮২৭; নাম লৈতে লৈতে মোর ১১৭১৭৪; নাম সমাপ্ত হৈলে করিব তোমার প্রীতি
অ৩২২২; নাম-সমাগতি হৈলে করিব যে তোমার অ৩১০৭; নাম সার্থক হয় যদি ১১২৫; নামসূত্রে গান্ধি কণ্ঠে
১১৭১২৮; নাম সঙ্কীর্্তন কর উপদেশ ১১৬১৩; নাম সঙ্কীর্্তন করে উক্ত অ৩২১৬; নাম সঙ্কীর্্তন করে বসি
অ১২৫৪; নাম সঙ্কীর্্তন করে মধ্যাহ্ন ২১৮১৭৩; নাম সঙ্কীর্্তন করো অ২০১৭; নাম সঙ্কীর্্তন সব ১১১৫৪;

নাম সঙ্কীৰ্ত্তন হৈতে ৩২০১২ ; নাম সঙ্কীৰ্ত্তনে সেই রাত্রি ২৪১২০৬ ; নামসঙ্কীৰ্ত্তনে সেহো ২১১৪১১৮ ; নাম হৈতে হয় সৰ্ব্ব জগৎ ১১১৭১২১ ।

নামাভাস হৈতে হয় সংসারের ৩৩৫২ ; নামাভাস হৈতে হয় সৰ্ব্ব ৩৩৫৮ ; নামাভাসে মুক্তি গুনি ৩৩১৮০ ; নামাভাসে মুক্তি হয় ৩৩৬০ ।

নামে স্তুতিবাদ গুনি ১১১৭৬২ ; নামের অক্ষর সত্ত্বের ৩৩৫৭ ; নামের ফলে কৃষ্ণকৃপায় ৩৭১২২ ; নামের ফলে কৃষ্ণপদে ৩৩১৭০ ; নামের মহিমা আমি ৩৭১৩৬ ; নামের মহিমা উঠাইল ৩৩১৬৮ ; নামের মহিমা যেই করিল ৩১১২৮ ; নামের মহিমা লোকে ৩১১২৪ ; নামের মহিমা-শাস্ত্র ২১২২৬ ; নামের মাধুরী ঐছে ৩১১২০ ; নামের সহিত প্রাণ ৩১১৫৫ ।

নায়ক নায়িকা ছই ২২৩৪৮ ; নায়িকার শিরোমণি ২২৩৪৫ ; নায়িকার স্বভাব প্রেমবৃত্তি ২১৪১৩২ ।

নারদ ছোলদ আশ্রয়ক্ষের ২১৪১৩০ ; নারদ ছোলদ টাৰা ২১৪১২৫ ; নারদ কহে অর্ধ মারিলে ২২৪১৭১ ; নারদ কহে আমি অন্ন ২২৪১৭২ ; নারদ কহে ইহা আমি ২২৪১৬৮ ; নারদ কহে এক বস্তু ২২৪১৬৬ ; নারদ কহে ঐছে রহ ২২৪১২০১ ; নারদ কহে ধনুক ভাদ্র ২২৪১৭৮ ; নারদ কহে পথ ভুলি ২২৪১৬১ ; নারদ কহে বৈষ্ণব তোমার ২২৪১২২ ; নারদ কহে ব্যাধ এই ২২৪১২৪ ; নারদ কহে যদি জীবে ২২৪১৬৩ ; নারদ কহে যদি ধর ২২৪১৭৭ ; নারদ দেখিয়া সব যুগ ২২৪১৫৮ ; নারদ-প্রকৃতি শ্রীধাস ২১৪১২০২ ; নারদ-প্রভাবে গালি মুখে ২২৪১৫২ ; নারদপ্রহ্লাদ আসি ৩৩২৫০ ; নারদের উপদেশ করিল ২২৪১৮৭ ; নারদের সঙ্গে ব্যাধের ২২৪১৭৪ ; নারদের সঙ্গে শৌণকাদি ২২৪১৮২ ; নারদেরে কহে তুমি ২২৪১২৮ ; নার-শব্দে কহে ১২২২১ ।

নারায়ণ অংশী যেই ১২১৭১ ; নারায়ণ আদি অনন্ত ২২১৩৫ ; নারায়ণ কৃষ্ণদাস ১১১১৪৩ ; নারায়ণ চতুর্ভূহ ১৪১১০ ; নারায়ণ দেখি তাই ২১১৫১ ; নারায়ণ পণ্ডিত এক ১১০১৩৪ ; নারায়ণ ভেদ নানাভেদ ২২০১২০৮ ; নারায়ণরূপে করে ১৫১২২ ; নারায়ণরূপে সেই ১৫১২৩ ; নারায়ণ শঙ্খপদ্ম ২২০১২৬ ; নারায়ণ হৈতে কৃষ্ণের ২১১৩২ ।

নারায়ণী চৈতন্যের উচ্ছিষ্ট ১৮১৩৭ ।

নারায়ণে যানে তার ২২৫১৬৭ ; নারায়ণের কা কথা ২১১৩৫ ; নারায়ণের চিহ্নযুক্ত ১১৪১১৩ ; নারায়ণের নাভিনাল ১৫১২৩ ; নারায়ণের হৃদে স্থিতি ৩২০১৫১ ।

নারিকেল-বগু লাড়ু ৩১০১২৩ ; নারিকেল-শস্ত্র ছানা ২৩৪৫ ।

নারীগণ কহে নারিকেল ১১৪১৪৩ ; নারীসব হরি বোলে ১১৪১১২ ; নারীর নাসায় পৈশে ৩১২১৮৭ ; নারীর মনে পৈশে হয় ৩১২১৩৮ ; নারীর যৌবন ধন ২২২২৩ ।

নারের অন্ন যাতে কর দরশন ১২২৩৭ ; নারের অন্ন যাতে করহ পালন ১২২৩৩ ।

নাসিক ত্র্যম্বক দেখি ২১২২৮২ ।

নাহি কহি না কহিও ২৫১৪৩ ; নাহি কাঁহা সো বিরোধ ২২১৭৫ ; নাহি কৃষ্ণপ্রেমধন ২২২৩৬ ; নাহি গণে ধর্মধর্ম ৩১৫১৬৩ ; নাহি জানে স্থানাস্থান ২২১৭০ ; নাহি নাহি নাহি এ তিন ১১৭১২২ ; নাহি পঢ়ি অলঙ্কার ১১৬৪২১ ।

নিঃশব্দে কহিয়ে ১৪১১২৪ ; নিঃশক্তি করিয়া তাঁরে ২৬১৪৩ ।

নিকট আসিয়াছ তুমি ২১২১২৮ ; নিকটে আসিলে করে ২১৭১৪২ ; নিকটে না আইস মোর ৩৬১৪২ ;

নিকটে না আইসে রহে ২১৪১২২১; নিকটে বসাইয়া করে ২১১১১৪৩; নিকটে যমুনা বহে ২১৮১৭০; নিকটেই ধনি শুনি ২১২৫১৬৬।

নিগূঢ় কৃষ্ণের ভাব ২১৪১২২৩; নিগূঢ় চৈতন্যলীলা ১৭১১৫৩; নিগূঢ় নির্ঝল প্রেম ২১৫১১১২; নিগূঢ় ব্রজের রসলীলার ২১৮১২৪৪।

নিজ অঙ্গ দুই আগে ২১২১১৩৫; নিজ অঙ্গে বেদজন ১৫১৮০; নিজ কাম লাগি তবে ২১২৪১৬৪; নিজ কার্য নাই, ওবু ২১৮১৩৭; নিজ কার্যে যাহ সডে ২১১১২৩; নিজ কৃত কৃষ্ণলীলাঙ্গোক ২১২১৮৮; নিজ কৃত স্বজের নিজ ২১২৫১০৮; নিজ কৃত্য করি পূজারী ২১৪১২২৫; নিজ কৃপাশুণে প্রভু ২১২১৮২; নিজ কেলি হৈতে তাহে ২১৮১১৬৮; নিজ কোড়ি মাগে রাজা ২১৮১৮২; নিজগণ আনি কহে ২১৭১৬; নিজগণ প্রবেশি কবাট ২১৭১৮৩; নিজগণ লঞা খেলে ১৫১২১; নিজগণ লঞা প্রভু আইনা ২১২৫১১২০; নিজগণ লঞা প্রভু কহে ২১২৫১২২১; নিজগণ লঞা প্রভু চলিলা ২১০১৫০; নিজগণে রথকাছী ২১৪১৫২; নিজগুণ শুনি দত্ত ২১৫১১৫২; নিজ গুণায়ুতে বাঢ়ায় ১৮১৫২; নিজ গুণে তবে হরে ২১২৪১৪৭; নিজ গুণের অন্ত না পায় ২১২১১০; নিজ গুঢ় কার্য তোমার ২১৮১২৩১; নিজ গৃহ বিস্ত ভূতা ২১০১৫৩; নিজ গৃহে আনিলা প্রভুকে ২১২১৭৭; নিজ গৃহে আসি ২১১১১১; নিজ গৃহে যান এই ভিনেরে ২১১৫৮; নিজগ্রহে কর্ণপুর ২১২৪১২৫২; নিজ ঘরে যাবে যবে ২১৬১১৪৫; নিজ ঘরে লঞা কৈল ২১২১৭৭; নিজ ঘরে লঞা প্রভুকে ২১২১২০৬; নিজ চিহ্নকৃত্য কৃষ্ণ ২১২১৭২; নিজ জন্মস্থানে রহে ২১৩১৭৪; নিজ তৃতীয় ভাই করি ১১০১২৪; নিজ দুঃখ বিদ্যাদিক ২১৪১৮৪; নিজ দুই শ্লোক লিখি ২১৬১২৬; নিজ দেহে করি প্রীতি ২১২১৪১; নিজ দেহে যেই কার্য ২১৪১২০; নিজ ধন দিতে নিবেধিবে ২১৫১২৮; নিজ নাটকের গীতে ২১৫১১২; নিজ নিজ কার্যে সডে ২১১১২৪; নিজ নিজ গৃহে সডে ২১৩১২০৩; নিজ নিজ গ্রামে নূতন ২১৬১১১০; নিজ নিজ পূর্ববাসায় ২১০১৫২; নিজ নিজ বাসা সডে ২১১১১৬৭; নিজ নিজ ভাব সবে শ্রেষ্ঠ ১৪১৩২; নিজ নিজ ভাবে করেন ১১৭১২২১; নিজ নিজ ভোগ তাই ২১৩১১২১; নিজ নিজ মত ছাড়ি ২১২১৮; নিজ নিজ শাস্ত্রে সডে ২১২১৩৭; নিজ নিজ হস্তে করে ২১২১২৭; নিজ নিজোত্তম ভোগ করে ২১৩১৮২; নিজ নেত্র দুই ভূদ্র ২১১১৫২; নিজ পরিধান এক ২১২০৭২; নিজ পাদপদ্ম প্রভু ১৫১১৬০; নিজ প্রিয় দান ধ্যান ২১২১৭০; নিজ প্রিয়স্থান মোর ২১৪১৭৬; নিজ প্রেমানন্দে ১৪১১৭১; নিজ প্রেমাধানে ১৪১১০২; নিজ বস্ত্রে কৈল প্রভু ২১২১১০১; নিজ বিপ্রহাতে দুই ২১৬১২২৫; নিজ ভক্তগণ সঙ্গে ২১৬১২৬; নিজ ভক্তের গুণ কহে ২১১২৪; নিজ ভাবে করে কৃষ্ণসুখ ১৪১৩২; নিজ ভ্রমে মূর্খ লোক ২১৮১২৪; নিজ মাতা আর গঙ্গার ২১৬১২৫৪; নিজ রস আশ্বাদিতে ২১৮১২৩০; নিজ রাজ্যে যত বিষয়ী ২১৬১১০২; নিজ লজ্জা শ্যাম-পট্টাটী ২১৮১২২২; নিজ শাস্ত্র দেখ তুমি ২১৮১১৮৮; নিজ শিরে ধরি এই সভার ২১২১১৩৭; নিজ শিষ্যে কহি ২১৩১১৩০; নিজ সম সখাসঙ্গে ২১২১১২০; নিজসুখে মানে কাজ ২১২০৪৬; নিজ সেক হৈতে পল্লবাগ্নের ২১৮১১৭০; নিজ সৃষ্টিশক্তি প্রভু ১৬১১৬।

নিজাংশ কলায় কৃষ্ণ ২১২০১২৬২; নিজাক্ষরে পুঙ্কিত ২১৬১১৩৮; নিজান্ন-সৌরভালয়ে ২১৮১১৩২; নিজান্ন-শ্বেদজলে ২১২০১২৪৪; নিজাচিন্ত্যশক্ত্যে মানী ১১২১০; নিজাজ্ঞানে সত্য ছাড়ি ২১৮১২১; নিজাভীষ্ট কৃষ্ণশ্রেষ্ঠ পাছে ত ২১২১২১।

নিজেন্দ্রিয় সুখবাহা নাহি ২১৮১১৭৬; নিজেন্দ্রিয় সুখহেতু কামের ২১৮১১৭৫।

নিত্য আইসে প্রভু তারে ৩৩৬; নিত্য আমার এই সভায় ১৭১২৪; নিত্য আসি আমি তোমার ২১২১৬; নিত্য আসি আমার মিলিহ ২১২১৬২; নিত্য আসি করে মিশ্রের ৩১৮০; নিত্যকৃত্য করে তেঁহো ২১৩১৪৮; নিত্য দুই পুষ্প হয় ২১৫১২২২; নিত্যবন্ধ কৃষ্ণ হৈতে ২১২১১০; নিত্যমুক্ত নিত্যকৃষ্ণ চরণে ২১২১২; নিত্য যাই দেখি মুখি ২১৫১৫৪; নিত্যরাগে করি আমি ১১৭১৩৮; নিত্যলীলা কৃষ্ণের সর্ব ২১২০৩১২; নিত্যলীলা স্থাপন যাহে

২১১৩৩; নিত্য সংসারী ভুঞ্জ ২১২১১০; নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম ২১২১৫৭; নিত্যসিদ্ধ ভক্ত সে ২১৩১১; নিত্যসিদ্ধ সেই প্রায় ৩৫১৪৭; নিত্য স্নান করিব তাই ২১৩১১৪।

নিত্যানন্দ অধৈত হরিদাস ২১৩৩০৪; নিত্যানন্দ অবধূত সভাতে ১১৩৪৪; নিত্যানন্দ অবধূত সাক্ষাৎ ৩৭১১৭; নিত্যানন্দ আচার্য্যরত্ন ২১৩২; নিত্যানন্দ আজ্ঞায় চিড়া ৩২০১১০৩; নিত্যানন্দ আদি নিজ ২১৩৩১০; নিত্যানন্দ কহে আমি ২১৩৩৬৫; নিত্যানন্দ কহে এই কৃষ্ণের ২১৩৩৬; নিত্যানন্দ কহে এই হই কোন্ ২১২১২৭; নিত্যানন্দ কহে কৈল তিন ২১৩৭৬; নিত্যানন্দ কহে তুমি ২১২১১২০; নিত্যানন্দ কহে তোমায় ২১২১১৭; নিত্যানন্দ কহে দণ্ড ২১৫১১৪৭; নিত্যানন্দ কহে প্রভু ২১২৫১২২; নিত্যানন্দ কহে যোর ২১৩২০; নিত্যানন্দ কহে যবে ২১৩৮০; নিত্যানন্দ কৃপাপাত্র ৩২০১৭৩; নিত্যানন্দ কৃপায় আপনাকে ৩৩১৫২; নিত্যানন্দ কৈল প্রভুর ২১৩৮৮; নিত্যানন্দ কৈল শিবানন্দের ৩২০১১১; নিত্যানন্দ-গুণে লেখায় ১৫১২০২; নিত্যানন্দ গোসাঞি পণ্ডিত ২১৩২০৬; নিত্যানন্দ গোসাঞি পাশ ৩৩৪১; নিত্যানন্দ গোসাঞি বলেন ২১৩১১০; নিত্যানন্দ গোসাঞি যবে গোড়ে ৩৩১৪০; নিত্যানন্দ গোসাঞি যবে তীর্থ ২১৫১৭; নিত্যানন্দ গোসাঞি সাক্ষাৎ ১৩৫২০; নিত্যানন্দ গোসাঞির আবেশ ১১৭১১১০; নিত্যানন্দ গোসাঞির মুখে ২১৫১৩৩; নিত্যানন্দ গোসাঞিরে আচার্য্য ২১৩২১; নিত্যানন্দ গোসাঞিরে তেঁহো ২১৩৩০; নিত্যানন্দ গোসাঞিরে পাঠাইল গোড়দেশ ২১১১২; নিত্যানন্দ গোসাঞে পাঠাইল গৌরদেশে ১৭১১৫৮; নিত্যানন্দ চন্দ্র বিহু নাহি জানে ১১১১৩৪; নিত্যানন্দ জগদানন্দ দামোদর ২১১২১; ২১১১১৮০; নিত্যানন্দ জগদানন্দ মুকুন্দ ২১০১৬৫; নিত্যানন্দ জানিয়া প্রভুর ২১৪১২২১; নিত্যানন্দ দ্বা যোরে ১৫১২৩; নিত্যানন্দ দূরে দেখি ২১৪১২২০; নিত্যানন্দ না যান ১৫১১৫৩; নিত্যানন্দ নামে যার ১১১১৩০; নিত্যানন্দ নামে হয় পরম ১১১১৩১; নিত্যানন্দ পদ বিহু ১১১১৪৪; নিত্যানন্দ পূর্ণ করে ১৫১১৩৪; নিত্যানন্দ প্রতি তাঁর ১৫১১৫১; নিত্যানন্দ-প্রভাব কৃপা ৩৩৮৮; নিত্যানন্দ প্রভু কহে এই ২১৭১৪; নিত্যানন্দ প্রভু কৈল প্রেম ২১০১২২৩; নিত্যানন্দ প্রভু দুই হস্ত ২১৩৮১; নিত্যানন্দ প্রভু দেখে ৩১২১৮; নিত্যানন্দ প্রভু নৃত্য ১১১১১৫; নিত্যানন্দ প্রভু ভট্টাচার্য্য ২১৭১২; নিত্যানন্দ প্রভু মহাকৃপালু ৩৩৮৭; নিত্যানন্দ প্রভু মহাপ্রভু ভুলাইয়া ২১৩৮৪; নিত্যানন্দ প্রভু মোর ১৫১১৩৮; নিত্যানন্দ প্রভুহানে আজ্ঞা ৩৪১২২৩; নিত্যানন্দ প্রভুকে প্রেমভক্তি ২১৩১১৩; নিত্যানন্দ প্রভুর গুণ ১৫১২১০; নিত্যানন্দ প্রভুর চরিত্র ৩১২১৩২; নিত্যানন্দ প্রভুরে যদি ৩১২১২; নিত্যানন্দ প্রিয় অতি ১১১১২৫; নিত্যানন্দ প্রিয় ভক্ত ১১১১২৮; নিত্যানন্দ বক্তা যার ১৫১১৫৮; নিত্যানন্দ বলি যবে ১৫১১৪৫; নিত্যানন্দ বলিতে হয় ১৮১২০; নিত্যানন্দ বিনা প্রভুকে ২১৪১২২২; নিত্যানন্দ ভৃত্য পরমানন্দ ১১১১৪১; নিত্যানন্দ মহাপ্রভুকে ২৩১৩১; নিত্যানন্দ মহিমা সিদ্ধ ১৫১১৩৫; নিত্যানন্দ রায় প্রভুর ১১১২২; নিত্যানন্দ লঞা ভিক্ষা ২১১১১৮২; নিত্যানন্দ-নীলারবর্ণে ১৮১৪৪; নিত্যানন্দ সঙ্গে নৃত্য ১১৭১২২০; নিত্যানন্দ সঙ্গে বলে ২৩১২৮; নিত্যানন্দ সঙ্গে যুক্তি ২১১২৪৮; নিত্যানন্দ সাক্ষ্যভৌম ২১১১১৫; নিত্যানন্দ স্বরূপ পূর্বে হইলা ১৫১১২৮; নিত্যানন্দ স্বরূপের দেখিয়া ১৫১১৭১; নিত্যানন্দ হাথে প্রভু দণ্ড ২১৫১৪০; নিত্যানন্দ হরিদাস ধরি ১১৭১২৩৮; নিত্যানন্দ হরিদাস শ্রীবাস ২১১২০৫; নিত্যানন্দ হৈলা রায় ১১৭১৩০৮।

নিত্যানন্দাদি সিংহদ্বারে ২১৩১৩; নিত্যানন্দাধৈত স্বরূপ ২১২১১০৬; নিত্যানন্দাবেশে কৈল ১১৭১১৪।

নিত্যানন্দে আজ্ঞা দিল গোড়ে ৩১২১৬৮; নিত্যানন্দে আজ্ঞা দিল যবে গোড়ে ১১১১১১; নিত্যানন্দে আজ্ঞা দিল যাই গোড় ২১৫১৪৩; নিত্যানন্দে কহেন তুমি ৩১২১৮০; নিত্যানন্দে কহে প্রভু ২১৩৩৬২; নিত্যানন্দে দৃঢ় বিশ্বাস ১১১১২২; নিত্যানন্দে প্রভু কহে ২১৫১৪৭; নিত্যানন্দে সমর্পিল জাতিকুল ১১১১২৪।

নিত্যানন্দের গণ যত ১১১১১৮; নিত্যানন্দের নৃত্য দেখে ৩২১৭২; নিত্যানন্দের নৃত্য যেন ৩৩১০৩; নিত্যানন্দের পরিচয় ২১৩১২৮; নিত্যানন্দের প্রেমচেষ্টা ২১৩১১৪।

নিজ হৈলে কেনে নাহি ৩১০১২০।

নিন্দা করাইতে তোমা ২১৫১২৫৩; নিন্দা শুনি মহাপ্রভু ২১৫১২৪৮; নিন্দাস্ততি হান্তে ২১৬১০৪; নিন্দুক
পাখণ্ডী যত ১১৭১২৭।

নিপট বাছ হৈল ৩১৪১১০৮।

নিবৃত্ত করিয়া কৈল ২১২১২২; নিবৃত্ত হই রহে সতে ২১১৭১২২; নিবৃত্ত হইয়া পুন ২১৬১২৭২; নিবৃত্তিমাৰ্গে
জীবমাত্র ১১১৭১৫০।

নিবেদন করে কিছু ৩৫১২৬; নিবেদন করে প্রভুর ২১৫১১৫২; নিবেদন কৈল দস্তে ২১২৩৬১; নিবেদনের
প্রভাবে তত্ব ৩১১১১২।

নিভৃত্ত নিকুঞ্জে বসি ১১১৭১২৭৫; নিভৃত্ত হও যদি ১১১৭১৬৩; নিভৃত্তে করিয়াছেন ২১৫১২০৩; নিভৃত্তে টোটায্যে
২১১১১৫১; নিভৃত্তে দিল প্রভুর ৩১৬১৪৪; নিভৃত্তে দৌহারে নিজ ৩৫১২৩; নিভৃত্তে বসি গুপ্ত কথা ২১১১৬১; নিভৃত্তে
বসিয়া তাই ২১১১১৬১; নিভৃত্তে বসিল নানা ৩১৬১২৭।

নিমন্ত্রণ মানিল তাঁরে ২১৮১৪৬; নিমন্ত্রণ লাগি লোক ২১৮১১৩৮; নিমন্ত্রণের দিনে পণ্ডিতে ৩১১১৩৮;
নিমন্ত্রণের দিনে যদি ৩৮১৮৩; নিমাই নাম ছাড়ি ১১১৭১২০৩; নিমাই পণ্ডিত পাশে ১১৬১১০; নিমাই বোলাইয়া তারে
১১১৭১২০৬; নিমাইর মুখে রহি ১১১৬১৮৪; নিমাই ইহা খায় ৩১২১২২; নিমাই নাহিক ঘরে ২১৫১৫৮; নিমাইর
প্রিয় মোর ২১৫১৫৭।

নিমিত্তাংশে করে তেঁহো ১১৬১১৪; নিমিষেকে রথ গেলা ২১৪১৫৬।

নিম্ববর্তীকী আর ৩১০১১৩২।

নিয়ম করিয়াছি তাহা ৩১২৩৬।

নিরন্তর আবির্ভাব ৩১২১৭২; নিরন্তর আবেশ প্রভুর ২১৮১১৩১; নিরন্তর ইহারে আমি ২১৬১৭৪; নিরন্তর কর
কৃষ্ণনাম সঙ্কীৰ্তন ২১৫১১০৫; ২১২৪১১৮৩; ২১২৫১১২২; ২১২৫১১৫১; নিরন্তর কর চারিবেদ ২১১১১৭৬; নিরন্তর কর
তুমি বোদান্ত ২১৬১১৩; নিরন্তর কর সতে ২১৬১১৬২; নিরন্তর কর তুমি কৃষ্ণ ২১৭১১৪৩; নিরন্তর কহে শিব ১১৬১৬৭;
নিরন্তর কৃষ্ণনাম করায় ৩১৮১২৮; নিরন্তর কৃষ্ণনাম জিহ্বায় ২১১৭১১০৭; নিরন্তর কৃষ্ণনামসঙ্কীৰ্তন ১১৭১২১; নিরন্তর
কামকীড়া ১১৮১১৪৭; নিরন্তর কৈল কৃষ্ণকীৰ্তন ১১৩১০২; নিরন্তর ক্রীড়া করে ২১২১৬৬; নিরন্তর গায় গুণের
২১২১১২; নিরন্তর যুগ্ম শব্দ ৩১২১৬২; নিরন্তর তাঁর সঙ্গে ২১২১০৪; নিরন্তর দেখি সভায় ১১৬১৮৩; নিরন্তর
দৌহে চিন্তি ২১১৭১২৩; নিরন্তর নাম লও কর ৩১২১২২; নিরন্তর নাসায় পৈশে ৩১২১৮৪; নিরন্তর নিজকথা
৩১২১২৭; নিরন্তর নৃত্যগীত ২১১১২৩৭; নিরন্তর পূর্ণ করে ২১৮১১৪১; নিরন্তর প্রেমাবেশে ২১১৭১৬৪; নিরন্তর প্রেমে
নৃত্য ৩১২১৮৮; নিরন্তর বাল্যলীলা করে ১১১১১৩৬; নিরন্তর ভক্তসঙ্গে ২১২১০২; নিরন্তর রাত্রিদিন বিরহ ২১১১৪৭;
নিরন্তর শুনেম তেঁহো ১১৮১৫৮; নিরন্তর সর্বৈশ্ব ১১৩১৮১; নিরন্তর সেবা করে ২১২১২১; নিরন্তর হয় প্রভুর ২১২১৪।

নিরপরাধ নাম হৈতে ৩১৪১৬৬; নিরপেক্ষ না হৈলে ধর্ম ৩১২১২২; নিরপেক্ষ হৈয়া প্রভু ২১৩১২০২।

নিরবধি গুণ গান ২১৫১১০৪; নিরবধি তাঁর চিত্তে ১১৮১৬৫; নিরবধি মত্ত রহে ১১৩১৪৬।

নিরুপাধি প্রেম ঘাই ১১৪১১৭০।

নির্গুণ ব্যতিরেকে তেঁহো ২১২১৪৭।

নির্গুণ মূর্খ নীচ স্বাবর ২১২৪১১৩৩; নির্গুণ-শব্দে কহে অবিদ্যা ২১২৪১১৩; নির্গুণ-শব্দে কহে ব্যাধ ২১২৪১১০২;
নির্গুণ স্বাবরাত্তর ২১২৪১১৩৪; নির্গুণ হইয়া এই দৌহার ২১২৪১১৪৮।

নির্গুণ্য অপি এই ২১৪১১০৪; নির্গুণ্য: অবিদ্যাহীন ২১২৪১১২; নির্গুণ্য এব হঞা অপি ২১২৪১২২০;
নির্গুণ্য: হইয়া ইহা অপি ২১২৪১১৪৪।

নির্জন বনপথে যাইতে ২১২৫১৭৪ ; নির্জন বনে কুটীর করি তাতার ২ ; নির্জন বনে চলে প্রভু ২১৭১২৪ ; নির্জনে
পর্ণশালায় তাতা ১৬০ ; নির্জনে রহেন সব ২১০১১০৮ ।

নির্ঝরের উষোদকে ২১৭১৬৩ ।

নির্দোষ বদান্ত যুহু ২১২২৪৫ ।

নির্বিকার হরিদাস তাতা ২২৬ ; নির্বিক্সে এবে কৈছে ২১৬২৭৪ ; নির্বিক্সে চৈতন্য পাণ্ডা তাতা ১৩২ ; নির্বিক্স সনাতন
লাগিলা তাতা ১৪৫ ; নির্বিক্স সেই বিপ্র ২১২১৭০ ; নির্বিক্স হইলু মোরে তাতা ১৩৭ ; নির্বিক্স দেহ যন তাতা ১৩২ ;
নির্বিক্সে গোসাঞি ২১৮১২০ ; নির্বিক্সে জ্যোতিবিশ্ব ১৫১৩১ ; নির্বিক্সে তাঁরে কহে ২১৬১৩৩ ; নির্বিক্সে ব্রহ্ম সেই
১৫১৩২ ; নির্বিক্সে ব্রহ্ম স্থাপে ২১৮১৭৬

নির্বৃত্ত পুষ্পের শয্যা ২১১১৪৬ ।

নির্বেদ বিষাদ জাভ্য ২১৪১২২ ; নির্বেদ বিষাদ দৈন্ত ২১২৬৫ ; নির্বেদ বিষাদামর্ষ ২১৩১২৪ ; নির্বেদ হইল পথে
তাতা ১৫ ; নির্বেদ হর্ষাদি তেজস্বি ২১২৩৩২ ।

নির্মল উজ্জল রস ২১৪১১৫৭ ; নির্মল উজ্জল শুদ্ধ ১৪১১৭৩ ; নির্মল শীতল স্নিগ্ধ ২১২১১০৩ ; নির্মল স্বাদে
ভক্তি ১১৭১২৫২ ।

নির্লোম গঙ্গাদাস ১১০১১৪২ ।

নিশাতে উত্তানে আমি ২১৪১২২ ।

নিশ্চয় করিতে নারে সাধ্য ১১৬৮ ; নিশ্চয় করিয়া কহ যাউক ২১৫১১৪ ; নিশ্চয় করিয়া কহি শুন ২১১১৫১ ;
নিশ্চয় করিল হৈল ২১৭১৮০ ; নিশ্চয় কহিল কিছু তাতা ১৫৫ ।

নিশ্চিত হইয়া যাহ তাতা ১৪১ ; নিশ্চিত হইয়া শীঘ্র তাতা ২০৭ ; নিশ্চিত হইয়া সেব ২১১১৮ ; নিশ্চিত কৃষ্ণ
ভজিব ২১০১১০৫ ।

নিশ্বাস সহিতে হয় ১৫১৬০ ।

নিষিদ্ধ পাপাচারে তার ২১২১৮০ ; নিষিদ্ধাচার কুটনাটী ২১২১৪১ ।

নিষেধ করিতে নারে ১৫১৩০ ; নিষেধিতে প্রভু আলিঙ্গন তাতা ১৩৩ ; নিষেধিহ ইহারে যেন তাতা ১৮৩ ।

নিষ্কিঞ্চন ভক্ত খাড়া তাতা ১১৫ ।

নিষ্ঠা হৈলে উপজয়ে ২১২১৭৬ ; নিষ্ঠা হৈতে শ্রবণান্তে ২১২৩৭ ।

নিসকড়ি নানামত তাতা ৭১ ; নিসকড়ি প্রসাদ আইল ২১৪১২৩ ; নিস্তার করহ মোরে ২১৪১৭৬ ; নিস্তারিতে
আইলাঙ আমি ১১৭১২৫৫ ; নিস্তারের হেতু তাঁর তাতা ২২ ।

নীচ জাতি দেহ মোর তাতা ১৫ ; নীচ জাতি নহে কৃষ্ণভজনে তাতা ৬২ ; নীচ জাতি নীচ সঙ্গী করি নীচ
২১১১৭২ ; নীচ জাতি নীচ সঙ্গী পতিত ২১২০২৩ ; নীচ জাতি নীচ সেবী ২১২০৬২ ; নীচ পামর মুক্তি তাতা ৭০ ;
নীচ শূদ্রধারে করে তাতা ৮১ ; নীচ সেবা না করে ২১১১৮২ ; নীচে আদর কর তাতা ২০৬ ; নীচে কথ্য দিলে কুল
২১৫১৮ ।

নীবি খসায় গুরু আগে তাতা ১১২ ; নীবি খসায় পতি আগে ২১২১২২ ; নীবিবন্ধ পড়ে খসি তাতা ১৪৩ ।

নীলমণিকান্তি গণ্ড ২১২১২০২ ; নীলাচল আইলা পুনঃ ২১৪১১২ ; নীলাচল চলিলে তুমি তাতা ১২১ ;
নীলাচল আইলা সঙ্গ ২১৬২২ ; নীলাচল আসিতে ভাঙ্গিলে ২১৭১২ ; নীলাচল গোড় সেতুবন্ধ ২১১১৪ ; নীলাচল

চলিল প্রভু ২১৩৩৭; নীলাচল চলেন পথে ১১০১৫৩; নীলাচল বাসী যত ২১৩১২০; নীলাচল যাইতে তবে ২১০১৮৫; নীলাচল যাইতে না পার ২১৩১২৮; নীলাচল হৈতে রূপ অৱা ২১৩১২।

নীলাচলে আইলা মহাপ্রভুকে ২১১১১৫; নীলাচলে আছি আমি ৩১২১১০; নীলাচলে আছো মুক্তি ২১৫১৫৩; নীলাচলে আমি আমা ২১৫১৫২; নীলাচলে আসি তবে ৩১২১২১; নীলাচলে আসি যেন ২১৭১৬৮; নীলাচলে আসিবারে ২১১১১৮; নীলাচলে আসিবে মোরে ২১১১৫৭; নীলাচলে এইসব ভক্ত ১১০১১২০; নীলাচলে ক্রীড়া করে অৱা ২১৫১৫২; নীলাচলে গিয়া দেখিল অৱা ২১৭১৭৮; নীলাচলে চলিতে সভার ২১৩১১১; নীলাচলে চাতুর্দাস ২১৪১১৬৮; নীলাচলে ছিলা যৈছে ২১৭১২১২; নীলাচলে তুমি আমি ২১৮১১২৫; নীলাচলে তুমি সব ২১৭১১১; নীলাচলে তেঁহো এক পত্নী ১১২১২৭; নীলাচলে নবদ্বীপে ২১৩১১৮০; নীলাচলে নানানীলা অৱা ২১৩১১২; নীলাচলে পুন যাবৎ ২১৭১২২০; নীলাচলে পুরুষোত্তম ২১২০১৮৮; নীলাচলে প্রভু পাশে ১১০১১৩৭; নীলাচলে প্রভু সঙ্গে ১১০১১২২; নীলাচলে প্রভু যার ১১০১১২৭; নীলাচলে বিহরয়ে অৱা ২১৫১৮৭; নীলাচলে ভোজন তুমি ২১৫১২৩৬; নীলাচলে মহাপ্রভু রহে অৱা ২১৩১৫২; নীলাচলে মহাপ্রভু হৈলা অৱা ২১৫১১১; নীলাচলে যাইতে মোর ২১৩১২১; নীলাচলে যাব বলি ২১১২১৭; নীলাচলে রঘুনাথ অৱা ২১৩১৬২; নীলাচলে রহি করে নৃত্যগীত ২১৫১৩; নীলাচলে রহি করে প্রভুর ১১০১১২৫; নীলাচলে রহে প্রভুর ১১০১১৮৮; নীলাচলে রহে যদি ২১৩১১৭২; নীলাচলে লক্ষ্মী আইলা অৱা ২১২১১০২; নীলাচলে সঙ্গী ভক্ত অৱা ১১০১১৫৪।

নীলাদ্রি গমন জগন্নাথ ২১৪১২; নীলাদ্রি চলিলা প্রভু ২১৩১২৩; নীলাদ্রি চলিলা শচীমাতার ২১০১৮৬; নীলাদ্রি চলিলা সঙ্গে ২১৩১২৮৮; নীলাদ্রি ছাড়ি প্রভুর ২১৩১৮৪; নীলাদ্রি হেমাঙ্কে ঠেকে অৱা ২১৮১২১; নীলাদ্রি চক্রবর্তী আরাধ্য ২১৩১২১৮; নীলাদ্রি চক্রবর্তী কহিলা ১১৩১৮৮; নীলাদ্রি চক্রবর্তী হয় তোমার ১১৭১১৪৩; নীলাদ্রি চক্রবর্তী হয়েন দৌহিত্র ২১৩১৫১।

নৃতন কোপীন বহির্দাস ২১২১৭২; নৃতন নদী যেন সমুদ্রে ২১২১১৩১; নৃতন পত্র লিখিয়া ২১২১২৪; নৃতন প্রভুর আগে দিল ২১২১৭৫; নৃতন বস্ত্রের ধনি অৱা ১১০১২৫; নৃতন সঙ্গী হইবেক ২১৭১১৩।

নৃপুত্র কিঙ্কিনী ধনি অৱা ১১৭১৪০; নৃপুত্রের ধনি মাত্র ২১৫১২৮; নৃপুত্রের ধনি শুনি ২১৫১০১।

নৃত্য করি করে প্রভু ২১৩১৩৬; নৃত্য করি প্রভু যবে অৱা ১১০১০৫; নৃত্য করি বলে প্রভু অৱা ২১২১৭২; নৃত্য করি সন্ধ্যাকালে ২১৪১৬৩; নৃত্য করিতে তাঁরে আজ্ঞা ২১২১১৪০; নৃত্য করিতে যৈ আসে ২১১১২১৭; নৃত্য করেন তাহাঁ পণ্ডিত ২১৩১৪২; নৃত্যকালে এই ভাবে ২১৩১৫৪; নৃত্যকালে পরি করেন ১১৩১৩৭; নৃত্যগীত করি জগমোহনে ২১৪১১২২; নৃত্যগীত কৈল প্রেমে ২১৫১৩; নৃত্যগীত দণ্ডবৎ প্রণাম ২১৫১৪; নৃত্যগীত প্রেমভক্তি-দান ১১৩১৩৩; নৃত্যগীত রোদনে হইল ২১৮১২১৪; নৃত্যগীতে নিপুণ সেই অৱা ২১৫১১১; নৃত্য ছাড়ি মহাপ্রভু ২১৩১২৩; নৃত্য দেখি ছই জনার ২১৩১২৫; নৃত্য দেখি রাখে কৈল অৱা ১১৩১৩৮; নৃত্য পরিশ্রমে প্রভুর ২১৩১২২৫; নৃত্য মধ্যে সেই শ্লোক ২১৩১২২২; নৃত্যালোকাবেশে শ্রীবাস ২১৩১৮২; নৃত্যে প্রভুর বাহাঁ বাহাঁ ২১৩১৭৮; নৃত্যের যাদুরী কেবা অৱা ১১৩১০৪।

নৃপতি নৈপুণ্যে করে ২১৪১৬।

নৃসিংহ আবেশ দেখি ১১৭১৮৭; নৃসিংহ চৈতন্যদাস ১১১১৫০; নৃসিংহ দেখিয়া তাঁরে ২১৩১৫; নৃসিংহ মন্দির ভিতর বাহির ২১২১১৩৩; নৃসিংহ দেব নমস্করি ২১২১১৪২; নৃসিংহ-সেবক মালা ২১৮১৫।

নৃসিংহানন্দ নাম তাঁর অৱা ২১৫২; নৃসিংহানন্দ নাম প্রভু পাছেতে ১১০১৫৬; নৃসিংহানন্দ তৈছে ২১৩১২০২; নৃসিংহানন্দের আগে অৱা ২১৩১৫; নৃসিংহানন্দের গুণ অৱা ২১৭১৫।

নৃসিংহে দেখিয়া কৈল ২৮৮৩; নৃসিংহে প্রণতি-স্তুতি ২৮৮১; নৃসিংহে লক্ষ্য করি ২৮৮৫; নৃসিংহের ভোগ কেনে ২৮৮৩; নৃসিংহের মন্ত্র পঢ়ি ২৮৮১৮৩; নৃসিংহের হৈল জ্ঞানি ২৮৮৪।

নেত্র-ধটি মাথায় গোপীনাথ ২৮৮০; নেত্র কণ্ঠ রোধে বাপ্প ২৮৮১২৬; নেত্রজলে সেই শিলা ২৮৮৮৬; নেত্র নাভি বদন ২৮৮৮৮; নেত্র ভরিয়া তুমি ২৮৮৭৮; নেবু কোলি আদি ২৮৮৩২; নেবু আদা আত্ম ২৮৮১৪।

নৈবেদ্য কাটিয়া খান ২৮৮৪৮; নৈহাটী নিকটে ঝামটপুর ২৮৮৫২।

নৌকাতে কালিয় জ্ঞান ২৮৮৯২; নৌকাতে চড়িয়া প্রভু ২৮৮১২১; নৌকার উপরে প্রভু ২৮৮১৩।

নৃত্যোপরিমণ্ডল তহু ২৮৮৩৪; নৃত্যোপরিমণ্ডল হয় ২৮৮৩৪; নৃত্য কহে পরমাণু হৈতে ২৮৮৪৩; নৃত্য জিনিবারে কহে ২৮৮৬৩।

প

প

প

প

পঙ্কু গিরি লঙ্ঘে ২৮৮৪৪; পঙ্কু নাচাইতে যদি ২৮৮৬৪।

পঞ্চ অলঙ্কারে এবে ২৮৮৬৭; পঞ্চ আত্মারাম ছয় চ-কারে ২৮৮১০১; পঞ্চ কাল পূজা আরতি ২৮৮২৪৬; পঞ্চগব্য পঞ্চামৃতে ২৮৮৬০; পঞ্চগুণে করে পঞ্চেন্দ্রিয় ২৮৮৭৭; পঞ্চতত্ত্ব অবতীর্ণ ২৮৮১৩; পঞ্চতত্ত্ব এক বস্তু ২৮৮১৪; পঞ্চতত্ত্ব মিলি করে ২৮৮১৩; পঞ্চতত্ত্ব মিলি যৈছে ২৮৮১৩১০; পঞ্চতত্ত্বের বিচার কিছু ২৮৮১০৫; পঞ্চতত্ত্বাখ্যানে তাহা ২৮৮১০৫; পঞ্চতীর্থ যাই কৈল ২৮৮৬৬; পঞ্চদশ ক্রোশ চলি ২৮৮১২; পঞ্চদশ দিন ঈশ্বর ২৮৮২২; পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে উদ্ভান ২৮৮১১৭; পঞ্চদশে পৌর্ণমাসীলা ২৮৮১৩৬; পঞ্চদশে ভক্তের গুণ ২৮৮২০৬; পঞ্চ দিন তার ভিক্ষা ২৮৮১২০; পঞ্চ দিন দুঃখী লোক ২৮৮২০২; পঞ্চ দিন দেখে লোক ২৮৮১৪১; পঞ্চ দোষ এই শ্লোকে ২৮৮৫১; পঞ্চ পাইক তাঁরে রাখে ২৮৮২২৭; পঞ্চ পাণ্ডব তোমার ২৮৮৫১; পঞ্চপুত্রসহ আসি ২৮৮২৬; পঞ্চ প্রবন্ধ পঞ্চরসের ২৮৮১২; পঞ্চবটী আসি তাই ২৮৮২৮; পঞ্চবিংশতি পরিচ্ছেদের ২৮৮২১৪; পঞ্চবিংশবর্ষে ২৮৮১৩২; পঞ্চবিংশে কানীবাসী ২৮৮২১৩; পঞ্চবিধ ভক্তে গৌণ ২৮৮১৬০; পঞ্চবিধ মুক্তি ত্যাগ ২৮৮২৪৩; পঞ্চবিধ মুক্তি পাঞা ২৮৮২৩২; পঞ্চবিধ রস শাস্ত ২৮৮৩৩; পঞ্চভূত যৈছে ভূক্তের ২৮৮১০৩; পঞ্চরস স্থায়ী ব্যাপি ২৮৮১৬১; পঞ্চরাত্রে ভাগবতে ২৮৮১৪২; পঞ্চরূপ ধরি করেন ২৮৮১৬; পঞ্চ রোগের পীড়ায় ব্যাকুল ২৮৮১৮৫; পঞ্চ লক্ষ চল্লিশ হাজার ২৮৮১২২; পঞ্চ শত লোক যত করয়ে ২৮৮১৫১; পঞ্চ শ্লোকে কহিল এই ২৮৮২; পঞ্চ শ্লোকে কহি নিত্যানন্দ ২৮৮২; পঞ্চ ষষ্ঠ শ্লোকে কহি মূল ২৮৮২; পঞ্চ-ষোড়শ-পঞ্চাশৎ ২৮৮২৪৬; পঞ্চ ক্ষীর পঞ্চ জনে ২৮৮২০৪।

পঞ্চম পুরুষার্থ এই কৃষ্ণপ্রেম ২৮৮৫২; পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেমানন্দামৃত ২৮৮৮২; পঞ্চম পুরুষার্থ সেই প্রেম ২৮৮১৩৭; পঞ্চম বৎসরে গোড়ের ২৮৮৮৫; পঞ্চম বর্ষের বালক ২৮৮১৫; পঞ্চম শ্লোকের অর্থ শুন ২৮৮১২; পঞ্চমে নিত্যানন্দ-তত্ত্ব ২৮৮১৩৮; পঞ্চমে প্রহ্লাদমিশ্রে প্রভু ২৮৮১০১; পঞ্চমে সাক্ষীগোপাল ২৮৮১২২; পঞ্চাশৎ কোটি যোজন ২৮৮১০২; পঞ্চাশ পঞ্চাশ ডোঙ্গা ২৮৮৪২; পঞ্চাশ-সরা তীর্থে আইলা ২৮৮৫২।

পটোল কুয়াণ্ডবড়ী ২৮৮৪২; পটোল ফুলবড়ী ২৮৮৪৪; পটুডোরী লঞা আসে ২৮৮২৩৮; পট্টনাম্বকের গোষ্ঠীকে ২৮৮১১০; পট্টবস্ত্র অলঙ্কারে ২৮৮৮০; পট্টবস্ত্র শিরে ২৮৮১৬৩।

পড়িছা আনি দিল সভায় ২৮৮১২৮; পড়িছা আনিয়া দিল ২৮৮১২২; পড়িছা কহে আমি সব ২৮৮১৭১; পড়িছাপাত্র সার্বভৌম ২৮৮১৬২; পড়িছা মারিতে তেঁহো ২৮৮৪৪; পড়িতেই হৈল মুচ্ছা ২৮৮২৭; পড়িয়াছোঁ ভবাবগে ২৮৮২৬।

পড়িতে আইল স্তবে ২৮৮১৮৫; পড়িতেই শ্লোক প্রেমে ২৮৮৮৮; পঢ়ুয়া পলাঞা যেল ২৮৮২৪৫; পঢ়ুয়া পাণ্ডী কর্মী ২৮৮৩৪; পঢ়ুয়া বালক কৈল ২৮৮৮৩; পঢ়ুয়া লহন যাই ২৮৮২৪৬।

পণ্ডিত আনি দিল মুখবাস ৩১২১৩৩ ; পণ্ডিত কহে এই কথ ৩১১৩৪ ; পণ্ডিত কহে কে তোমাকে ৩১২১১১ ; পণ্ডিত কহে কোটি সেবা ২১৬১৩১ ; পণ্ডিত কহে তোমার বাসযোগ্য ৩১১৩৬ ; পণ্ডিত কহে ঘারে লোক ২১৫৮৩ ; পণ্ডিত কহে পাছে ইহ ৩১১১১ ; পণ্ডিত কহে প্রভু যাই ৩১২১৪১ ; পণ্ডিত কহে প্রভু স্বতন্ত্র ৩১১৪১ ; পণ্ডিত কহে যাই তুমি ২১৬১৩০ ; পণ্ডিত কহে যে যাইবে ৩১২১৩৩ ; পণ্ডিত কহে সব দোষ ২১৬১৩৩ ; পণ্ডিত গঙ্গীর দৌহে ২১৪৮২ ; পণ্ডিত গোসাই আদি ১১১২২২ ; পণ্ডিত গোসাঞি কৈল ২১২৩৮ ; পণ্ডিত গোসাঞি ভগবান্ আচার্য্য ৩১৮৩ ; পণ্ডিত গোসাঞির শিষ্য অনন্ত ১৮৫৪ ; পণ্ডিত গোসাঞির শিষ্য ভূগর্ভ ১৮৬৩ ; পণ্ডিত জগদানন্দ প্রভুর ১১০১২ ; পণ্ডিত ঠাকুর পূর্ব প্রার্থিত ৩১১৫৫ ; পণ্ডিত পাক করেন ৩১৩৪৫ ; পণ্ডিত বিদগ্ধ যুবা ১১৪৫২ ; পণ্ডিত ভোজন কৈল ৩১২১৪৩ ; পণ্ডিত মুনিগণ নিগ্রহ ২১২৪১২২ ; পণ্ডিত হইয়া কেনে ২১১১৫ ; পণ্ডিত হইয়া মনে ৩১১৪১ ।

পণ্ডিতে না বুঝে তার ৩১২১০১ ; পণ্ডিতে প্রভুর প্রসাদ ৩১১৪৮ ; পণ্ডিতে লঞা যাইতে ২১৬১৪২ ; পণ্ডিতের আগে দিল ৩১১৫১ ; পণ্ডিতের ইচ্ছা তৈল ৩১২১১০ ; পণ্ডিতের গণ সব ভাগবত ১১২১৮৮ ; পণ্ডিতের চৈতন্যপ্রেম ২১৬১৩৬ ; পণ্ডিতের ঠাকুর চাহে ৩১১৩৪ ; পণ্ডিতের ভাবমুদ্রা ৩১১৪৭ ; পণ্ডিতের মাতৃপাণ্ড ৩১১৩৩ ; পণ্ডিতের সনে তাঁর ৩১১৩৩ ; পণ্ডিতের সৌজন্য ৩১১৫০ ; পণ্ডিতের সনাতন দুঃখ ৩১১৩১ ; পণ্ডিতেছো তার চেষ্টা ৩১২১৮ ।

পণ্ডিত হইলে ভর্তা ২১৫২৬১ ; পণ্ডিতপাবন গুণের সাক্ষী ১১০১১৮ ; পণ্ডিতপাবন জয় জয় ২১১১৮ ; পণ্ডিতপাবন তুমি সবে ২১১১৮ ; পণ্ডিতপাবন নাম তবে ২১১১৮ ; পণ্ডিতপাবন হেতু ২১১১৮ ; পণ্ডিততা যেই পতির ৩১১৮৮ ; পণ্ডিততা শিরোমণি জনকনন্দিনী ২১১৮৭ ; পণ্ডিততা শিরোমণি যারে কহে ২১১৮৮ ; পতির আজ্ঞা নিরন্তর ৩১১২১ ; পতির আজ্ঞা পণ্ডিততা ৩১১২১ ।

পত্র পড়িয়া প্রভুর ১১২১৩১ ; পত্র পাঞা বিপ্রেস হৈল ২১১২৬ ; পত্র ফুল ফল লোভে ২১৪১২৪ ; পত্র লঞা পুন দক্ষিণ ২১১২৫ ; পত্রী দিয়া শিবানন্দে ৩১১৮০ ; পত্রী দেখি সভার মনে ২১২১২ ; পত্রী পাইয়া সনাতন ২১২০৩ ; পত্রীর সহিতে তেঁহো ৩১৬১৬ ।

পথ ছাড়ি উপপথে ৩১১১০ ; পথ ছাড়ি নারদ তার ২১২৪১৫৮ ; পথ ছাড়ি ভাগে লোক ১১১৮৭ ; পথ সাজাইল মনে ২১১১৪৫ ; পথে ইহো করিয়াছে ৩১২০৫ ; পথে গাবীষটা চরে ২১১১৮৩ ; পথে চলি আইসে ৩১৩১ ; পথে তাঁর গুণ সভারে ৩১২৩ ; পথে তাঁরে মিলিলা ৩১৩২০ ; পথে তিন দিন মাত্র ৩১১৮৬ ; পথে দুই দিকে পুষ্প ২১১১৭ ; পথে নানালীলারস ২১১৮৭ ; পথে পণ্ডিতেরে স্বরূপ ৩১১৩২ ; পথে পথে গ্রামে গ্রামে ২১১২৪ ; পথে পিপীলিকা ইতি ২১২৪১২২ ; পথে বড় বড় দানী ২১৪১১ ; পথ বাঙ্কা না যায় ২১১৫০ ; পথে যাইতে করে প্রভু ২১১৩৩ ; পথে যাইতে তৈল গন্ধ ৩১২১১৩ ; পথে যাইতে দেবালয়ে ২১১২৮ ; পথে যাইতে ভট্টাচার্য্য ২১১১৫৪ ; পথে যাইতে লোকভিড় ২১৬২০১ ; পথে যাই যাই হয় ২১১১৪৫ ; পথে যে শূকর যুগ ২১২৪১৬২ ; পথে সার্কর্ভোমসনে ২১১৩৩ ; পথে সিঙ্ঘের বারি ৩১৩৮০ ; পথে সেই বিপ্ত সব ২১২৫৫২ ।

পদনথ চন্দ্রগণ ২১১১০৭ ; পদ শুনি প্রভুর অঙ্গ ২১১১২ ; পদচিনি চন্দ্রকান্তি ২১৪১২২ ।

পদ্মনাভ ত্রিবিক্রম ২১২০১৭৮ ; পদ্মনাভ বাসুদেব কৈল ২১১১০৬ ; পদ্মনাভ শঙ্খ পদ্ম ২১২০২০০ ; পদ্মিনীলতা সখীচরে ৩১৮৮৮ ; পদ্মোৎপল অচেতন ৩১৮২৪ ।

পনস খর্জুর কমলা ৩১৮১০১ ।

পবিত্র সংস্কার করি ২১৫১৮৮ ; পবিত্র হইলু মুক্তি ৩১৬২১ ।

পয়োফি আসিয়া দেখে ২১২২৬ ।

পরং ব্রহ্ম দুই নাম ২১০২৭; পরং ব্রহ্ম পরমাত্মা ২১০১৭৭; পরকীয়া ভাবে অতি ১৪৪২; পরতত্ত্ব পরব্রহ্ম ১১৭১০০; পরবিধি নিন্দা করে ৩৮৭৩; পরব্যোম উপরি কৃষ্ণলোকের ২২০১৮২; পরব্যোম নারায়ণ স্বয়ং ১২৫৮; পরব্যোম মধ্যে করি ১৫২২; পরব্যোম মধ্যে নারায়ণের ২২০১৮২; পরব্যোম মধ্যে বৈসে ২২০১৬১; পরব্যোমে বাসুদেবাদি ২২০১২৫; পরলোক রহ লোকে ২১২১৪৫।

পরম আনন্দ পাইল ১৪৪২; পরম আনন্দ সব ৩১০২; পরম আনন্দ হয় যাহার ২১০১৩৭; পরম আনন্দে করে ২১৪২৩০; পরম আনন্দে গেল ২১০৩০১; পরম আনন্দে প্রভু ২১১২২৮; পরম আনন্দে যান ২১৬২৬; পরম আবেশে একা ২১৪১২৭; পরম আবেশে প্রভু ২১৫১৩২; পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ সর্বশাস্ত্রে ১২১৮৯; পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ স্বয়ং ২২১১২৭; পরম উদার ইহো ২১৫১২৫; পরম কারণ ঈশ্বর কেহো ২২৫১৪৭; পরম কৃপালু তেঁহো ২১১১২০; পরম দয়ালু তুমি ২১৮৩৬; পরম দুর্লভ এই ৩১৬১২৬; পরম পবিত্র আর করে ২১৫১২০; পরম পবিত্র করি ভোগ ২১৫১৮৬; পরম পবিত্র মোরে কৈল ২১০৩৩; পরম পবিত্র সেবা ২১৫১৭০; পরম পবিত্র স্থান ২১৫১২৬২; পরমপুরুষোত্তম স্বয়ং ২১৪১২০৭; পরম প্রেমসৌ লক্ষী ১৬৪২; পরম বিখ্যাত তেঁহো ৩৬২০৮; পরম বিরক্ত তেঁহো ২১০১০৮; পরম বিরক্ত মৌনী ২৪১১৭৭; পরম বৈরাগ্য নাহি ভক্ষ্য ৩৬২৫১; পরম বৈষ্ণব তেঁহো বড় ৩২১৫; পরম বৈষ্ণব তেঁহো পণ্ডিত ৩২১৮৩; পরম বৈষ্ণব রঘুনাথ ৩১০৩১; পরম মধুর গুণ ২১৫১৩৮; পরম সন্তোষ পাইল ২৫১১৬; পরম সন্তোষ প্রভু করেন ৩১০১০৭; পরম সন্তোষ প্রভুর বজ্র ২১৭১৬১; পরম সুন্দর পণ্ডিত ৩১১৮০।

পরমাত্মা য়েহো তেঁহো ২২০১৩৬; পরমানন্দকীর্তনীয় ২২৫১৩; পরমানন্দ গুণ কৃষ্ণভক্ত ১১১১৪২; পরমানন্দ দাস নাম ৩১২১৪৪; পরমানন্দপুরী আর কেশব ১২১১১; পরমানন্দপুরী আর ভারতী ২১০৩২২; পরমানন্দপুরী আর স্বরূপ ১১০১২২৩; ২১১২৩০; পরমানন্দপুরী আসি ৩৮৬; পরমানন্দপুরী কৈল ৩৮৭; পরমানন্দপুরী গোবিন্দ ২১১১২০; পরমানন্দপুরী তবে ২১১১২০; পরমানন্দপুরী তাহাঁ ২১১১২২; পরমানন্দপুরী সঙ্গে ৩৭১৪২; পরমানন্দপুরীসনে তাহাঞি ২১১১০২; পরমানন্দপুরীর কৈল ২১০১২২৫; পরমানন্দ মহাপাত্র ইহার ২১০১৪৪; পরমানন্দ মহাপাত্র ওড় ১১০১৩৩০; পরমার্থ বিচার গেল ২২৫১৩৫; পরমার্থ যাউ লোকে ২১২১২১; পরমার্থ যায় তার ৩৬২২৩; পরমার্থে প্রভুর কৃপা ৩১১০৬।

পরমেশ্বর কুশলে হও ৩১২১৫৭; পরমেশ্বর দাস নিত্যানন্দৈক ১১১১২৬; পরমেশ্বর নিরুপিল ২২০১২০৭; পরমেশ্বর মুক্তি বলি ৩১২১৫৬।

পরশুরামে দুষ্টনাশক ২২০১৩০।

পরাইল মুক্তা ২৫১৩০১; পরাঅনিষ্ঠামাত্র ২১৩৬; পরায় সেবকগণ ২১৪১৬৬।

পরিক্রমা স্তবপাঠ ২২২১৬০; পরিচর্যা দাস্ত সখ্য ২২২১৬৭; পরিণামবাদ ব্যাসসূত্রের ২৬১৫৪; পরিণামবাদে ঈশ্বর ১১৭১১৫; পরিভাগ কৈল, তার ২১৫১২৬০; পরিপাটি করি সব ৩১০৩৫; পরিপূর্ণ কৃষ্ণপ্রাপ্তি ২১৮৬০; পরিপূর্ণ ভগবান্ সর্কৈশ্বর্য ১১৭১০২; পরিবেশ করিবারে আপনি ২১৪১৩৭; পরিবেশন করে আচার্য ২১১১১০১; পরিবেশন করে আর রাঘব ৩৭১৫৩; পরিবেশন করে তাহাঁ এই মতে ২১২১৬১; পরিভাষা রূপে ইহার ১২১৪৮; পরিশ্রম নাহি মোর ৩১২১৭১; পরিহাস করিয়াছি ২১৭৬৫; পরিহাস দ্বারে উঠায় ২১১২২০।

পরীক্ষা করিতে গোপাল ২৪১১৮৭; পরীক্ষা করিবে তার ৩২১২২; পরীক্ষা করিয়া শেষে ২৪১১৮৭; পরীক্ষিতে প্রভু তোমায় ৩৭১৩০।

পরের দ্রব্য ইহো চাহেন ৩৪১৮২; পরের দ্রব্য তুমি কেনে ৩৪১৭২; পরের স্থাপ্য দ্রব্য কেহো ৩৪১৮৩।

পরোক্ষেহো মোর হিতে ২১৮৩০।

পরম্পরায় বৈষ্ণব হইল ২১৭১৪৬; পরম্পর বাড়ে কেহো ২১৪১৬৪; পরম্পর বেণুগীতে ২১৪২০৮।

পর্বত উপরে গেলা ২১৪৫২; পর্বত উপরে লগ্না ২১৪৩৬; পর্বতদিশাতে প্রভু ২১৪৮০; পর্বত পায় কর আমা ২২০১৬; পর্বতে না চড়ে ছুই ২১৮১৩২।

পল ছুই তিন মাঠা ২১০১২৬; পলাইতে আমার ভাল ২১১৬৮; পলাইবে বলি সনাতনের ২১২১২৬; পলাইল রঘুনাথ ২১১৭৫; পলাইলা অমোঘ ২১৫১২৪৭।

পঞ্চাৎ আমারে আসি ২১৬১০৩।

পশ্চিম আসিয়া কৈল ২১৮২০৩; পশ্চিম দেশ তৈছে সব ২১৭১৪৪; পশ্চিমধারে যমুনা ২১৩৩৪; পশ্চিমে খুদে তাই ২২০১১৮; পশ্চিমে যমুনা বহে ২১৩৩৩; পশ্চিমের লোক সব ২১০১৮৭।

পসারির ঠাণ্ডি অন্ন ২১২১৪৮।

পহিলিহি রাগ ২১৮১৫২; পহিলে দেখিলুঁ তোমা ২১৮২২১।

পক্ষী মৃগ বৃক্ষ লতা ২১২৪১৪৩।

পাইয়া অমৃত ধুনি ২১৩১২২; পাইয়া কৃষ্ণের লীলা দেখিতে ২১৪১২২; পাইয়া কৃষ্ণের লীলা না পাইলু ২১৪১০৫; পাইয়া মনুষ্যজন্ম ২১৩১২২; পাইলু বৃন্দাবননাথ ২১৪১৩৫; পাইলে পিয়া ভরে ২১২১২১।

পাক করি নৃসিংহেরে ২১৭১৩; পাক করি রাঘব যবে ২১৬১১১; পাক করে জগদানন্দ ২১৩১৬১; পাকপাত্র দেখে সব ২১৩৩৬; পাকশালা আদি সব ২১২১১১৭; পাকশালার একঘার ২১৫১২০৪; পাকশালার দক্ষিণে ছুই ২১৫১২০২; পাকসামগ্রী আন আমি ভিক্ষা ২১৫৪৪; পাকসামগ্রী আন আমি যে যে ২১৫৭৭; পাকের সামগ্রী বনে ২১২১৬৭; পাকিল অনেক ফল ২১৭১৭৫; পাকিল যে প্রেমফল ২১২২৫।

পাগল লইলাম আমি ২১৭১৭৭; পাগলাই না করহ ২১৩৮৪।

পাঁচ গঙা করি নারিকেল ২১৫১৭১; পাঁচ গঙার পাত্র হয় ২১৩৩২; পাঁচ ছয় পৈছা পায় ২১৫১৫৬; পাঁচ সহস্র মুদ্রা তুমি ২১০১৭; পাঁচ সাত জন আসি ২১৭১৫৫; পাঁচ সাত নব্য গৃহে ২১৬১১০; পাঁচে মিলি লুটে ২১৭১২১।

পাছে আমি করিব অর্থ ২১৬১৬২; পাছে আসি মিলি সতে ২১২১২১; পাছে কৃষ্ণদাস যায় ২১৭১২১; পাছে গুপ্তে সেই বিপ্রে ২১৪১৩৪; পাছে গোবিন্দ দ্বিতীয় মালা ২১১১৬৭; পাছে গোবিন্দ যায় ২১২১২০৪; পাছে জ্ঞান হয় মুক্তি ২১২১২৩; পাছে তাহা বিস্তারি ২১৩১৬; পাছে তৈছে শোধিলেন ২১২১৮০; পাছে ছুই মত হৈল ২১২১৬; পাছে নিমন্ত্রণ রঘু ২১৬১৬৬; পাছে নৃত্য করে বক্রেশ্বর ২১১১৬২; পাছে পাছে ভাগে মুরারি ২১১১১৪০; পাছে পাতনা উড়াইয়ে ২১২১১০; পাছে পার্শ্বে চলি যায় ২১২১২০৬; পাছে প্রকট হয় জন্মাদিক ২১২১৩১৪; পাছে প্রেমাবেশ দেখি ২১২১৩৪; পাছে বিস্তারিয়া তাহা ২১৮১৪১; পাছে ভক্তগণ গেলা ২১১১৫৩; পাছে ভাগে সনাতন ২১৪১৮; পাছে মুক্তি প্রসাদ পামু ২১৩১৫২; পাছে মোরে প্রসাদ গোবিন্দ ২১২১১৫২; পাছে যবে হসেন খাঁ ২১২১১৪২; পাছে রূপগোসাঞি আসি ২১৪১২০৪; পাছে লাগ লৈল ২১৫১১৩১; পাছে শ্রাম-বংশীমুখ ২১৬১৮৩; পাছে সখীগণ যৈছে ২১৫১২৮; পাছে সম্প্রদায় নৃত্য ২১৭১১৩১; পাছে সেই আচরিবা ২১৬১২৮০; পাছে সেই পত্নী সভারে ২১২১১১।

পাঞা উপরাগ ছলে ২১৩১২২; পাঞা যার আঞ্জাধন ২১২১৮৪।

পাঠাইয়া বোলাইল ২১২১১৭৬; পাঠাইল তাঁরে শীঘ্র ২১৬১২৩২; পাঠান কহে তুমি পশ্চিমা ২১৮১১৬২; পাঠান বৈষ্ণব বলি ২১৮১২০১।

পাণ্ডাপাল সব আইলা ২১২০১২; পাণ্ডিত্য আর ভক্তিরস ২১৭১৬৪; পাণ্ডিত্যাত্মে ঈশ্বর-তত্ত্ব ২১৬৮৫; পাণ্ডিত্যের অবধি কথা ২১০১০৮; পাণ্ডুবিজয় তবে কৈল ২১৪১৫২; পাণ্ডুবিজয় দেখিবারে ২১৩০৪; পাণ্ডুবিজয়ের তুলি ২১৪১২৩২; পাণ্ডুদেশে ভ্রমপণা ২১২০১১।

পাংসা দেখিয়া সতে ২১২০১৮; পাংসা শুনিলে তোমায় ১১৭১১৮৮; পাংশাহার আগে আছে ২১৮১১৫২।

পাতঞ্জল কহে ঈশ্বর ২১২৫১৪৪; পাতল মৃৎপাত্রে সন্ধানাদি ৩১০১৩৪; পাতি পাতি করি ভক্তগণ ২১৪১৩৭; পাতি প্রক্ষালন করি ২১৪১৩৮; পাত্রমিত্র লৈয়া রাজা ২১৪১৪৬; পাত্রাপাত্র বিচার নাহি ১১৭১২১।

পাথরের সিংহাসনে ২১৪১৫৩।

পাদপীঠ মুকুটগ্র ২১২১১৫৭; পাদপীঠকে স্তুতি করে ২১২১১৫৭; পাদ প্রক্ষালন করি দিলেন ৩১২১১২৩; পাদ প্রক্ষালন করি বসিলা ১১৭১৫৭; পাদ প্রক্ষালন করি ভিক্ষাতে ২১২০১৬৮; পাদ প্রক্ষালন কৈল ২১৩০৭; পাদ মধ্যে কিরায় লগুড় ২১৫১২৫; পাদরজ দেহ পাদ ৩১৬১২২; পাদসংবাহন কৈলা কটি ৩১০১৮৭।

পানাগড়ি তীর্থে আসি ২১২১২০৪; পানা নরসিংহে আইলা ২১২১৬০; পানিহাটি গ্রামে আমি ৩১২১৫৩; পানিহাটি গ্রামে পাইল ৩১৬১৪২।

পাপড়ি করিয়া লৈল ৩১০১৩৩; পাপতমো হৈল নাশ ১১৩০২৭; পাপনাশনে বিষ্ণু ২১২১৭৩; পাপরাশি হুহু ২১১১৮৩; পাপ ক্ষয় গেল হৈলা ১১৭১২১০; পাপী নীচ উদ্ধারিতে ২১১১৩৬।

পাবনাদি সব কুণ্ডে ২১৮১৫২।

পায় পড়ি আসন দিল ৩৩১১৬৫; পায়স মথনি সব ২১৪১৭৩; পায়ের পড়ি যত্ন করি ২১০১১২; পায়ের ব্রণ হইয়াছে ভাঙ্গা ৩৪১১২০; পায়ের নুপুর বাজে ১১৫১১৬৪।

পার করি ভট্টাচার্য ২১৮১১৪৭; পার হঞা গোসাঞি ২১২০১৩৩; পারাবার শূন্য গন্তীর ২১২১২২৪; পারিষদগণ এক ১১৩০১; পারিষদগণ দেখি ১১৫১১৬২; পারিষদগণ ষড়ৈশ্বর্যে ২১২১৩৭; পারিষদ দেহ এই ৩৪১১৮৮; পারিষদ ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ ২১২১৪; পারিষদ সাধন সিদ্ধ ২১২৪১২০৭।

পার্শ্বে গাঁধা গুঞ্জমালা ৩১৬১৮৩।

পালক হঞা পাল্যেরে ৩১৬১২৭; পালনার্থ স্বার্থে বিষ্ণু ২১২০১২৬৬; পালনার্থে বিষ্ণু কৃষ্ণের ২১২০১২৬৮; পালনিতা বিষ্ণু তাঁর ১১৫১২৪; পলাইতে করে নানা ৩১৬১৫৪।

পাশে পাশে ব্যাস্ত হস্তী ২১৭১২৫।

পাষাণদলন বান ১১৩০১; পাষাণী নিম্নক আসি ২১১১৪৪; পাষাণী প্রধান যেই ১১৭১৩৩; পাষাণী সংহারি ভক্তি ১১৭১৪২; পাষাণী সংহারিতে মোর ১১৭১৪২; পাষাণী হাসিতে আইসে ১১৭১৩১; পাষাণীর গণ আইসে ২১২৪০।

পাসরায় অন্ন রস ৩১৬১১২।

পিক ভূম প্রভুকে দেখি ২১৭১১৮২; পিকষর কষ্ট তাতে ৩১৩১২২৭; পিকলার বচনস্তুতি ৩১৭১৫০; পিককারীর ধারা যেন ২১১১২০৬; পিছলদা পর্যাস্ত সব তার ২১৬১১৫৭; পিছলদা পর্যাস্ত সেই যবন ২১৬১১২৬; পিছে নিন্দা করে ৩১৮১১৬; পিছে মহাপ্রভুকে তবে ৩১৫১৩৭; পিঠাপানা অমৃতগুটিকা দেহ ২১২১১৬৪; পিঠাপানা অমৃতগোটিকা মণ্ডা ৩১০১১১৬; পিঠাপানা দেওয়াইলা ২১২১১৮৪; পিঠাপানা দেহ তুমি ২১৬১৪৩; পিণ্ডা ভোগের এক চৌটি ৩১৮১৫০; পিণ্ডার উপরে আপন ২১২০১৫৩; পিণ্ডার উপরে বসিলা ৩১৬১২৮; পিণ্ডোপরি বৈসে প্রভু ২১২১১৫৫; পিতা করি যারে কহে ১১০১২৮; পিতা তারে বাকি রাখে ২১৬১২২৬; পিতার শিক্ষাতে আমি

২২৪১৬৪ ; পিতার সম্বন্ধে দোহা ২৬৫৩ ; পিতামাতা গুরু আদি ১৩৭৪ ; পিতামাতা গুরুগণ ১৪২২৬ ; পিতামাতা গুরু সখা ১৬৬২ ; পিতামাতা কান্না পাইলে ৩১৩১১৭ ; পিতামাতা জানে দোহায় ২১৫৩১ ; পিতামাতা দুইজন ৩৬১২২ ; পিতামাতা বালকের ১২২২৪ ; পিতামাতা মারি খাও ১১৭১৪৮ ; পিতামাতায় দেখাইল ১১৪১৪ ; পিতৃকুল-মাতৃকুল ১১৫১১২ ; পিতৃক্রিয়া বিধিদ্বে ১১৫২২ ; পিতৃমাতৃস্নেহ আদি ২২৪১২৬ ; পিতৃশ্রু মহাশ্রমের ৩৩২ ; পিতৃবায়ু ব্যাধি-প্রকোপ তবে ৩১২১০৫ ; পিপীলিকা দেখি কিছু ৩৮৪৬ ।

পীঠে স্তুতি করে মুকুট ২২১৭৮ ; পীতবর্ণ কাঁথ্য প্রেমদান ২২০১৩০২ ; পীতবর্ণ ধরি তবে ২২০১২৮৫ ; পীত স্নগন্ধি স্বতে ২১৫২০৬ । পীতাম্বর তড়িদ্যুতি ৩১২৩৭ ; পীতাম্বর ধরে, অঙ্গে ২১২১৫৬ ; পীতাম্বর বনমালা ৩১৪১৬ ; পীতাম্বর মাধবাচার্য্য ১১১৪২ ; পীতাম্বর-শিবস্থানে ২১৬৭১ ।

পুছিল কি আজ্ঞা কেনে ৩২১২৮ ; পুছিল তোমার নাম ১৭১৬৪ ; পুড়িলা সকল দাড়ি ১১৭১৮৩ ; পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি বড় ১১০১২ ; পুণ্ডরীকাক্ষ ঈশান ২১৮৪৬ ; পুণ্য অর্থ দুই লাভ ২২০১৭ ; পুণ্য লাগি পরিত তোমা-২২০১৩০ ; পুণ্য হবে পরিত আমা ২২০১২৭ ; পুত্র কহে প্রতিমা সাক্ষী ২১৫৪২ ; পুত্র ঠাক্রি দ্রব্য মনুজ ৩৬২৫৫ ; পুত্র পাঞা দম্পতী ১১৩৭৬ ; পুত্র বাতুল হইল ইহায় ৩৬৩৭ ; পুত্রভৃত্য আদি চৈতন্তের ১১০১৫২ ; পুত্র ভৃত্যরূপে তুমি ৩৬২০০ ; পুত্র মাতা স্নান দিনে ১১৩১১৭ ; পুত্র লাগি আরাধিলা ১১৩৭১ ; পুত্রসম স্নেহে করায় ২১২৭০ । পুত্র সঙ্গে লণা তেঁহো ৩১৬৬১ ; পুত্রে আলিঙ্গন করি ২১২১৬৪ ; পুত্রে শাপ দিছে গোসাক্রি ৩১২২১ ; পুত্রে হ পিতার ঐছে ২১৫১৮ ; পুত্রের পালন শিক্ষা ১১৪১৮৩ ; পুত্রের প্রভাবে যত ১১৩১১২ ; পুত্রের বিরোধে কল্যা ২১৫২৭ ; পুত্রের মনে প্রতিমা ২১৫৭২ ; পুত্রের মিলনে যেন ২১২১৫৩ ; পুত্রেরে করাইল প্রভুর ৩১৬৬১ ; পুথি পাইয়া প্রভুর ২১২২১ ; পুন অতি উৎকর্ষা ৩২০২৮ ; পুন আর শাস্ত্রে কিছু ২১২৭ ; পুন আসি বৃন্দাবনে ২১৩১৫১ ; পুন আসি সেই দ্রব্য ২১২১৬৮ ; পুন আসি প্রভুর পাশ ২১২১২৬ ; পুন ইহা বর্ণিলে ৩১০১৪২ ; পুন উঠে পুন পড়ে ২১৬১০০ ; পুন উঠি স্তুতি করে ২১৬১৮৪ ; পুন কহে বাহজ্ঞানে ২২১১২৩ ; পুনঃ কহে শীঘ্র চলে ২১৬১৪০ ; পুন কহে হায় হায় পঢ় পঢ় ৩১৫৬১ ; পুন কহে হায় হায় শুন স্বরূপ ২২১৩৭ ; পুন কেনে না দেখিয়ে ৩১৫১৫৪ ; পুন কৃষ্ণ চতুর্ক্স হ লৈয়া ২২০১৬১ ; পুন কৃষ্ণরতি হয় দুই ২১২১৬৫ ; পুন গোড়দেশে যায় ৩২১৭ ; পুন তৈল দিয়া ২১৪৬১ ; পুন দিন শেষে প্রভুর ২১৪৮৭ ; পুন দ্বারকাতে যৈছে ২২০১৫১ ; পুন না করিবে নতি ২১০১৫৭ ; পুন না দেখিয়া মোরে ৩১২১২৩ ; পুন নীলাচল আইলা ২২৫১২০৭ ; পুনঃ পুনঃ আলিঙ্গিয়া ২১১১৪৫ ; পুনঃ পুনঃ আশ্রয় ৩১৫৭৬ ; পুনঃ পুনঃ কহে শ্রীবাস ১১৭১২২২ ; পুনঃ পুনঃ পণ্ডিত নানা ৩১২১৩৪ ; পুনঃ পুনঃ পিয়া ১৭১২০ ; পুনঃ পুনঃ সর্বশাস্ত্রে ৩১৬১৫৬ ; পুন প্রভু কহে আমি ২১১১২৭ ; পুন প্রভুর ঠাক্রি আইলা ৩১৩১১৭ ; পুন বিষয় দিয়া ৩১২৩১ ; পুন ভোগ লাগাইলে ৩৩৩৬ ; পুন মালা দিয়া ২১৬৪০ ; পুন যদি ঐছে করে ১১৭১২৪২ ; পুন যদি আমা না দেখিবে ৩২১২৩ ; পুন যদি কহ আমা হেথা ২১১১২ ; পুন যদি কোন ফল ২২১৩৪ ; পুন যেন নাহি চলে ২১৫৮০ ; পুনরপি আইলা প্রভু ২১২২০ ; পুনরপি আইলা সত্তে ২১৬৩৫ ; পুনরপি আমা সঙ্গে ২১৩০৪ ; পুনরপি ইহা তার হবে ২১০১৬ ; পুনরপি এই ঠাক্রি ২১৭১২৬ ; পুনরপি একবার আসিহ ৩১৩১১৩ ; পুনরপি কহে কিছু ২২৪১২ ; পুনরপি কহে বিপ্র ২১৫৬২ ; পুনরপি কুভাবনা ২১৬৮০ ; পুনরপি কৈল তৈছে ২২৫১২০ ; পুনরপি কৈল স্নান ৩১৮১৮ ; পুনরপি গোপালের ২১৫১৬৪ ; পুনরপি গোড়পথে ৩১১৬৫ ; পুনরপি নিখাস সহ ২২০১২৩ ; পুনরপি নীলাচলে ২১১১২ ; পুনরপি পাই যেন ২১৮৪৭ ; পুনরপি প্রভু যদি ২১৬২১৪ ; পুনরপি বহি দেশে ২২৫১২২ ; পুনরপি ভঙ্গী করি ৩৩৬১ ; পুনরপি রাজা তারে ২১২১৫ ; পুনরপি শাস যবে ১১৫৬১ ; পুনরপি সেই পথে ৩১৩৮৩ ; পুনরপি সেই বিপ্র ২১৭১২০ ; পুনরপি প্রায় ভাসে ১১৬৭১ ; পুনরপি বদাভাস ১১৬৭২ ; পুনরপি ভয়ে তাহা ২১৫১৩ ; পুনরপি হয় গ্রহ ২১৬২১৩ ; পুনরপি হয় বিস্তারিত ১১৪১২ ;

পুন শারী কহে শুকে ২১৭১২০২; পুন শুক কহে কৃষ্ণ ২১৭১২০১; পুন সনাতন কহে যুড়ি ২১২৪২৩৬; পুন সভাকারে দিল ২১২৪৮২; পুন সমর্পিল তাঁরে ৩৬২৩৮; পুন সিদ্ধবট আইলা ২১২৪২০; পুন সেইকালে পণ্ডিত ৩১২৪১৩৬; পুন সেই মিন্দকের ২১৫১২৬০; পুন স্তুতি করি রাজা ২১৬১১০৫; পুরস্চরণ-বিধি, কৃষ্ণ ২১২৪২৫০; পুরাণবাক্যে সেই অর্থ ২৬১১৩২; পুরী এই দুখ লৈয়া ২১৪২২৪; পুরী কহে এই দুই ২১৪১৬৫; পুরী কহে কে তুমি ২১৪২৬; পুরী কহে তোমা সঙ্গে ২১০১২৬; পুরী দুঃখ পাবে ২১৪১৭৪; পুরী দেখি সেবক সব ২১৪১৫৫; পুরীকে নমস্কার করি ৩২১১৩১; পুরীর আবরণরূপে ২১২০১২০; পুরীর বাৎসল্য মুখ্য ২১২৬৭; পুরীর প্রেম দেখি আচার্য্য ২১৪১০২; পুরীর প্রেমপরাকাষ্ঠা ২১৪১৭৬; পুরীর স্বভাব যথেষ্ট আহার ৩৬১৬৮; পুরী গোসাঞি আত্মা দিল ২১৪৮২; পুরী গোসাঞি করে কৃষ্ণ ৩৬১১৮; পুরী গোসাঞি কহে আমি ২১২১৫৫; পুরী গোসাঞি কহে তোমার ৩১৪১০২; পুরী গোসাঞি কৈল কিছু ২১৪২০; পুরী গোসাঞি কৈল তারে ৩৬১৭; পুরা গোসাঞি গোপালের ২১৪৭৪; পুরী গোসাঞি জগদানন্দ ২১৫১১৮২; পুরী গোসাঞি তাঁরে কৈল ২১০১২৫; পুরী গোসাঞি তোমার ২১৭১১৬৮; পুরী গোসাঞি মহাপ্রভু ২১২১১৫৩; পুরী গোসাঞি রাখিল ২১৪১০২; পুরী গোসাঞি শ্রুতসেবক ২১০১১৩৩; পুরী গোসাঞি সঙ্গে বন্ধ ২১১১৩২; পুরী গোসাঞির আচরণ ২১৭১১৭৫; পুরী গোসাঞির আজ্ঞায় ২১০১২২; পুরী গোসাঞির পঞ্চ দিন ২১৫১২২২; পুরী গোসাঞির প্রভু কৈল ২১১৫৩; পুরী গোসাঞির সঙ্গে দিল ২১৪১৫১; পুরীদাস করি প্রভু ৩১২১৪৮; পুরীদাস ছোট পুত্র ৩১৬১৬০; পুরীদাস বলি নাম ৩১২১৪৬; পুরীদ্বয়ে পরব্যোমে ২১২০১৩৩২; পুরীদ্বয়ে বৈকুণ্ঠে ২১২১১৬৬; পুরী ভারতী আছে অপেক্ষা ২১১১১৮৮; পুরী ভারতী আদি মুখ্য ২১৪১২০; পুরী ভারতী গোসাঞি আইলা ৩১৪১৮৪; পুরী ভারতী গোসাঞি স্বরূপ ২১১১২৪; পুরী ভারতী স্বরূপ ৩৪১১০৪; পুরী ভারতীর কৈল প্রভু ২১২৫১৭২; পুরী ভারতীর সঙ্গে প্রভু ৩১১১৮৬; পুরী ভারতীরে প্রভু কিছু ৩১৬১৮৮; পুরী মধুপুরী বরা ২১২১২৩; পুরীষের কীট হৈতে ১৫১১৮৩; পুরীসম ভাগ্যবান্ ২১৪১৭০; পুরীসহ সর্বলোক হৈল ১৭১১৪৮; পুরুষ ঈশ্বর আছে ১৬১১২; পুরুষ-নাসাতে যবে ১৫১৬০; পুরুষ-নিশ্বাসসহ ২১২০১২৩৮; পুরুষ যোষিৎ কিবা ২৬১১১০; পুরুষরূপে অবতীর্ণ ২১২০১২২২; পুরুষাবতার এক ২১২০১২১৩; পুরুষাবতার সঙ্করণ ২১২০১২১২; পুরুষাবতারের এই ২১২০১২৫৪; পুরুষার্থ-শিরোমণি প্রেম ২১২০১১০; পুরুষে করে আকর্ষণ ৩১৬১১১৪; পুরুষের অংশ পাছে ১২১৬৬; পুরুষের লোমরূপে ১৫১৬২; পুরুষোত্তম অচ্যুত ২১২০১১৭৩; পুরুষোত্তম আচার্য্য তার ২১০১১০১; পুরুষোত্তম গ্রাম প্রভু ২১৪১২১৭; পুরুষোত্তম চক্রপদ ২১২০১২০১; পুরুষোত্তম জানারে তেঁহো ৩১২১৭; পুরুষোত্তম দেখি গোড়ে ২১২১৫৫; পুরুষোত্তমদেব সেই ২১৫১২২১; পুরুষোত্তম পণ্ডিত আর ১১২১৬১; পুরুষোত্তমবাসী লোক ২১১১২০২; পুরুষোত্তম ব্রহ্মচারী ১১২১৬০; পুরুষোত্তম শ্রীগৌলিম ১১০১১১০; পুরুষোত্তমে এক উড়িয়া ৩১২২; পুরুষোত্তম; প্রভুপাশে ৩১২১৮৩; পুলাকশ-কম্প সব ২১২২৬০; পুলাকশ-কম্পস্বৈদ তাহাতে ২১৭১৭৭; পুলাকশ-কম্পস্বৈদ যাবৎ ২১২১০; পুলাকশ নৃত্যগীত ২১২৫১০৭; পুলিন-ভোজন যেন ২১১১২১৬; পুলিন ভোজন যৈছে ২১২১১৬২; পুলিন ভোজন সভার ৩৬১৮৬; পুশিল ধরিল প্রেম দিয়া ১৩১২৬; পুষ্পগন্ধ লঞা বহে ৩১২১৭৬; পুষ্পফল বিনা কেহো ২১৪১২০২; পুষ্পমালা বিপ্র আনি ৩৬১২৫; পুষ্পসম কোমল ২১৭১৭১; পুষ্পাদি ধ্যানে করেন ২১৭১১২৪; পুষ্পের উত্তান তাই ৩১৫১২৬; পুষ্পোত্তানে গৃহপিণ্ডায় ২১৩১২০৪।

পূজাকালে দেখে শিলায় ৩৬২২৪; পূজা নির্বাহ হৈলে ৩১২১২৬; পূজাপাত্র পুষ্পতুলসী ২১৫১২; পূজা লাগি কথোকাল ৩১২১২৫; পূজারী আনিয়া মালা ২৬১১২৭; পূজারী প্রভুরে মালা ২১৭১৫৫; পূজিতে চাহিয়ে আমি ৩৬১৪৮।

পুতনাবধাদি যত লীলা ২১২০১৩৫; পুতনাবধাদি করি ২১২০১৩২৮।

পূর্ণকুণ্ড লঞা আইসে ২১২১১০৫; পূর্ণচন্দ্রাঙ্গিকায় ৩১২১৭৭; পূর্ণজ্ঞান পূর্ণানন্দ ১২১৫; পূর্ণতত্ত্ব যারে

পূর্বের অষ্ট শ্লোক করি ১২০৫৫; পূর্বের আমি আছিলাম ১১৭১০৪; পূর্বের আমি ইহারে ১১৫১৩৬; পূর্বের আমি করিয়াছি ১১৫১২২; পূর্বের আমি তোমার ১২০১৬; পূর্বের আমি পরীক্ষিল ১৪১৪৪; পূর্বের আমি রামনাম ১১২৪৩; পূর্বের আসিয়াছিলা নদীয়া ১১২৬৭; পূর্বের ঈশ্বরপুরী তাঁরে ১৪১১৭; পূর্বের উদ্ধবদ্বারে ১১৩১৩২; পূর্বের করিয়াছি এই ১১৬২৬; পূর্বের কহিল আদি লীলার ১১১৩; পূর্বের গুরুদ্বি ছয় ১১৭১২; পূর্বের জগদানন্দের ইচ্ছা ১১৩১২০; পূর্বের তাহা স্ত্র মধ্য ১১৩১২৬; পূর্বের তুমি নিরন্তর ১১২২২; পূর্বের দক্ষিণ হইতে ১১২১৩; পূর্বের দুই নাটকের ১১১৬৪; পূর্বের নাম ছিল ষাঁর রঘুনাথ ১১১১৩৩; পূর্বের প্রভু প্রসাদার মোরে ১১১১০৩; পূর্বের প্রয়াগে আমি ১১২১৫৩; পূর্বের প্রয়াগে মোরে ১১১১০৪; পূর্বের বিহরে যেন ১১২১৬৬; পূর্বের বিদ্যানগরের ১১৫১২; পূর্বের বৃন্দাবন যাইতে ১১৭১৬৭; পূর্বের বৈশাখমাঘে ১৪১১১০; পূর্বের ব্রজবিলাসে ১১২১৬৩; পূর্বের ব্রজে কৃষ্ণের ১৪১১২২; পূর্বের ভট্টের মনে এক ১১২১২৭; পূর্বের ভাল ছিল এই ১১৭১২২; পূর্বের মহাপ্রভু মোরে ১১২১৩৭; পূর্বের মাধবপুরীর লাগি ১৪১১২; পূর্বের মাধবেন্দ্রপুরী যবে ১১৮১১৭; পূর্বের যদি গোড় হৈতে ১১০১০৪; পূর্বের যবে আসি কৈল ১১৪১২২; পূর্বের যবে মহাপ্রভু ১১০১২; পূর্বের যবে প্রভু রামানন্দে ১১১১১৮; পূর্বের যবে শিবানন্দ ১১২১৪৫; পূর্বের যবে স্নবুদ্ধি রায় ১১২১৪০; পূর্বের ষাঁর ঘরে ছিল ১১১১৪০; পূর্বের ষাঁর ঘরে নিত্যানন্দের ১১১১৪২; পূর্বের যেই দেখাঞাছি ১১৮১১১; পূর্বের যেন কুরুক্ষেত্রে সব ১১৩১১৮; পূর্বের যেন কৃষ্ণ যদি ১১১১৩১; পূর্বের যেন তিন ভাবে ১১৫১১৮; পূর্বের যেন পঞ্চ পাণ্ডব ১১২১২২; পূর্বের যেন পৃথিবীর ১১৪১৬; পূর্বের যেন বিশাখাকে ১১২১৩৩; পূর্বের যেন ব্রজে কৃষ্ণ ১১৩১৭৮; পূর্বের যেন শুনিয়াছি ১১১১২৫; পূর্বের যৈছে কৃষ্ণকে কেহো ১১৫১১১; পূর্বের যৈছে কৈল সর্ক ১১৬১২৩;

পূর্বে যৈছে ছিল। তুমি ১১৭১০৩; পূর্বে যৈছে অরাসন্ধ ১৮১৭; পূর্বে যৈছে দক্ষিণ যাইতে ২১৭১১৪৪; পূর্বে যৈছে রাধার সহায় ভাৱ; পূর্বে যৈছে রায় পাশ ২২০১২০। পূর্বে যৈছে রাসাদিলীলা ২১৩৭৬৫; পূর্বে শান্তিপুত্রে রঘুনাথ ভাৱ২; পূর্বে শুনিয়াছি তুমি ২২৪১৩; পূর্বে শুনিয়াছি প্রভু ২১৭১৮০; পূর্বে শ্রীমাধবপুরী ২৪১২০; পূর্বে সত্যভামার শুনি ২১৪১৩৬; পূর্বেই সেই সব কথা ৩১৭৬৮।

পৃথক্ নাটক করিতে ৩১৭৬৩; পৃথক্ করিয়া লেখে ৩১৭৬৫; পৃথক্ পৃথক্ অর্থ পাছে ২২৪১১১; পৃথক্ পৃথক্ কৈল পদের ২৬১৭৫; পৃথক্ পৃথক্ চ-কার ইহা ২২৪১২৭; পৃথক্ পৃথক্ নানা অর্থ ২২৪১৮; পৃথক্ পৃথক্ বাজি ৩১০১২১; পৃথক্ পৃথক্ বৈকুণ্ঠ ২২২১২; পৃথক্ পৃথক্ ব্রহ্মাণ্ডের ২২২১১৭।

পৃথিবী ধরেন যেই ১৬৮২; পৃথিবীতে অবতরি ১৩২১; পৃথিবীতে আছে ভোগ ২৪১১১৭; পৃথিবীতে কে জানিবে ৩৫১৭১; পৃথিবীতে নাহি পণ্ডিত ২৬৮৩; পৃথিবীতে বহু জীব ৩৩৬২; পৃথিবীতে বিজবর ৩১১১৪৫; পৃথিবীতে ভক্ত নাহি ৩৭১৩৩; পৃথিবীতে রসিক ভক্ত ২৭১৬৩; পৃথিবীতে রোপণ করি ৩৮১৩৪।

পৃথ্বী যৈছে ঘটকুলের ১২২২৮।

পেটামি গায়ে করে ৩১২১৩৬। পেটের ভিতর হস্তপদ ৩১৭১১৫।

পৈতা ছিণ্ডিয়া শাপে ১১৭১৫৮।

পৌগণ্ড বয়স যাবৎ ১১৩২৪; পৌগণ্ড সফল কৈল ১৪১১০০; পৌগণ্ড বয়সে পড়েন ১১৩২৬; পৌগণ্ড বয়সে প্রভুর ১১৫১২; পৌগণ্ড বয়সে লীলা ১১৫১২০; পৌগণ্ড লীলার স্ত্র ১১৫১২।

পৌর্ণমাসী সন্ধ্যাকালে ১১৩৮২।

পৌষমাস আইলে দৌহে ৩২১৪৫।

প্রকটলীলা করি করে ২২০৩১৩; প্রকটিয়া দেখে আচার্য্য ১৩৭৬; প্রকাণ্ড শরীর শুদ্ধ ২১৭১০৩; প্রকাশ বিলাসের এই ২২০১২১১; প্রকাশ বিশেষে তেঁহো ১২১৭; প্রকাশানন্দ আগে কহে ২১৭১০১; প্রকাশানন্দ আসি তাঁর ২২৫১৬১; প্রকাশানন্দ কহে তুমি ২২৫১৬৮; প্রকাশানন্দ নামে ১৭১৬০; প্রকাশানন্দ শ্রীপাদ ২১৭১০০; প্রকাশানন্দের কৈল প্রভু ২২১৬১; প্রকাশানন্দের শিষ্য এক ২২৫১২২; প্রকৃতি কারণ যৈছে ১৫১৫৩; প্রকৃতি দর্শন কৈলে ৩২১৬৩; প্রকৃতি দর্শনে স্থির ৩৫১৩৪; প্রকৃতি বিনীত সম্যাসী ২৬১৬৮; প্রকৃতি সম্ভাবী বৈরাগী ৩২১২২; প্রকৃতি সহিতে তাঁর ১৫১৭২; প্রকৃতি ক্ষোভিত করি ২২০১২৩৩; প্রকৃতির পার ১৫১১১।

প্রগল্ভ হইয়া কহে ২৫১৫৭; প্রগাঢ় প্রেমের এই ২৪১৮৪।

প্রচার করয়ে কেহো ৩৪১২৭; প্রচ্ছন্ন মান বাম্য ২৮১১৩৩।

প্রণত হইয়া বন্দো ১৮১৩; প্রণতিতে হবে ইহার ১১৭১২৫০; প্রণব না মানি তারে ২৬১৫০; প্রণব মহাবাক্য তাহা করি ১৭১২২৩; প্রণব যে মহাবাক্য ২৬১৫৮; প্রণব সে মহাবাক্য ১৭১২২১; প্রণব হৈতে সর্ববোধ ২৬১৫৮ প্রণবের যেই অর্থ ২২৫১৭৮; প্রণয়-মান কঙ্কলিকায় ২৮১১৩০; প্রণাম করি কৈল প্রভু ৩৮১৬০; প্রণাম করিয়া কৈল ২৬১৬৩; প্রণালিকা ছাড়ি যদি ২১২১১৩১।

প্রতাপরুদ্র আজ্ঞা দিল ২১১১০৬; প্রতাপরুদ্র কৈল পথে ২১১১৩৮; প্রতাপরুদ্র ছাড়ি করিব ২১১১৩৭; প্রতাপরুদ্র ঠাকুর রায় ২১৬১০১; প্রতাপরুদ্র রাজা আর ১১০১১৩৩; প্রতাপরুদ্র রাজা তবে ২১০১২; প্রতাপরুদ্র সংগ্রাতা ২১৬১০৭; প্রতাপরুদ্রের আগে ২১৩১৭২; প্রতাপরুদ্রের আজ্ঞায় ২১৫১২৮; প্রতাপরুদ্রের এক আছয়ে ৩২৭১২; প্রতাপরুদ্রের পাশ ১১২২২৭; প্রতাপরুদ্রের ভাগ্য ২১৪১১২; প্রতাপরুদ্রের হৈল ২১৩১৫৫; প্রতাপরুদ্রেরে কুপা ২১১১২৬।

প্রতিগ্রহ করিয়ে কহু ১১২১৪৮; প্রতিগ্রহ না করে না লয় ১১০১৪৮; প্রতিগ্রামে রাজ আজায় ২১৩১৫০; প্রতিজন পাশে যাই ২১২১১২; প্রতিজ্ঞা শ্রীকৃষ্ণ-সেবা ২১৩১৩৩; প্রতিজ্ঞা সেবা ছাড়িবে ২১৩১৩৮; প্রতিজ্ঞা সেবা ভাগ দোহ ২১৩১৩৮; প্রতিদিন আইসেন প্রভু ৩১১৪২; প্রতিদিন আসি আমি ২১১১১৮; প্রতিদিন আসি প্রভু ৩১১৫৪; প্রতিদিন এই মত করে ২১১১২২৪; প্রতিদিন একখানি ২১১১৩৩; প্রতিদিন করে আচার্য ২১৩১২১; প্রতিদিন পাছ ছয় ২১৫১১৪; প্রতিদিন প্রভু তাঁরে করে ৩১৩১৪৮; প্রতিদিন প্রভু যদি যান ৩১৩১৩১; প্রতিদিন প্রেমাবেশে ২১৩৮১; প্রতিদিন মহাপ্রভু ৩১৩১১২; প্রতিদিন রঘুনাথে ৩১৩২০; প্রতিদিন রায় ঐছে ৩১৫২৪; প্রতিদিন নহে সেই ৩১৩৩৩; প্রতি বৎসর প্রভু তাঁরে ৩১৩১৪; প্রতি বৎসর সবে আইস ৩১২১৩৬; প্রতি বর্ষ আইসে সব ২১১২৩৬; প্রতি বর্ষ আমার সব ২১৫১২৮; প্রতি বর্ষ গুণ্ডিচাতে ২১৪১২৩৮; প্রতি বর্ষ নীলাচলে ২১৩১৩৩; প্রতি বর্ষ প্রভুর গণ ১১০১৫৩; প্রতি বর্ষে আইসে সঙ্গে ২১১২৪২; প্রতি বর্ষে আনিবে ডোরি ২১৪১২৩৪; প্রতি বৃক্ষ তলে প্রভু ২১৪১২৬; প্রতি বৃক্ষ তলে সবে ২১৩১২৬; প্রতি বৃক্ষবল্লী ঐছে ৩১৩১৮০; প্রতি বৃক্ষ লতা প্রভু ২১১১১২৪; প্রতি বৃক্ষে প্রতি কুঞ্জে ২১২৫১৩৬; প্রতিভা-কবিত্ত তোমার ১১৩১১২। প্রতিভার কাব্য তোমার ১১৩১৪৫; প্রতিমা চলি আইলা শুনি ২১৫১০২; প্রতিমা নহ তুমি ২১৫২৫; প্রতিমা স্বরূপে তাই ২১৫২১; প্রতি যুগে করে কৃষ্ণ ২১৩১২৮; প্রতি রোমরূপে মাংস ৩১৪১৮৬; প্রতি রোমরূপে হয় ৩১০১১০; প্রতি রোমে প্রবেদ পড়ে ৩১৪১৮৭; প্রতি শ্লোকে প্রত্যক্ষরে ২১২৪১৩২; প্রতিষ্ঠার ভয়ে পুরী ২১৪১২৬; প্রতিষ্ঠার নভাব এই ২১৪১৪৫।

প্রতীত করিতে কহি ৩১২৪৮; প্রতীত করিয়ে যদি ২১৩১১৫; প্রতীতি লাগে পুরাতন ২১৩১২৪।

প্রত্যেকে করিলা প্রভু ২১১১১১৫; প্রত্যেকে সকল বৈষ্ণব ২১১১১২২; প্রত্যেকে সভার পদে ৩১১৫২; প্রত্যেকে সভার প্রভু ২১১১১৪৫; প্রত্যক্ষ আসিবে যাত্রার ২১৫১২২; প্রত্যক্ষ আসিবে রথযাত্রা ২১১১২৭; প্রত্যক্ষ আসিবে সবে ২১১৪৩; প্রত্যক্ষ প্রভুরে দেখে ১১০১২৬; প্রত্যহ চন্দন পরায় ২১১১৬৭; প্রত্যহ তিন লক্ষ নাম ৩১৪২৬; প্রত্যহ প্রভুর নিদ্রা ৩১০১২৫; প্রত্যহ প্রভুর ভিক্ষা ৩১৮৩৩; প্রত্যক্ষ তাঁহার তপ্তকাকনের ১৩৪৬; প্রত্যক্ষ দেখহ নানা ১৩৬৮

প্রথম চরণে পঞ্চ ১১৩১৩৩; প্রথম দর্শনে প্রভুর ২১২২৩৩; প্রথম দিন পাইল অঙ্গে ৩১১১৮৮; প্রথম দুই শ্লোকে ইষ্টদেব ১১১৬; প্রথম পরিচ্ছেদে কৈল ১১১১৩০৩; প্রথম পরিচ্ছেদে রূপের ৩২০১২৪; প্রথম পরিচ্ছেদে শেষ ২১২৫১২৫; প্রথম বৎসরে অবৈতাদি ২১১৪১; প্রথম ভিক্ষা কৈল তাই ২১১৮৫; প্রথম মণ্ডল নিত্যানন্দ ২১৩১৮৩; প্রথম লীলায় তাঁর ১৩২৫; প্রথম শ্লোকে কহি ১১১৪৪; প্রথম সম্প্রদায় কৈল ২১৩১৩৫; প্রথম স্তব প্রভুর ২১১৮২; প্রথমাবসরে জগন্নাথ ২১৫১৪।

প্রথমে আছিল নির্বন্ধ ৩১০১৫৩; প্রথমে করিল প্রভু ২১২১২৪। ২১২১২৬; প্রথমে করেন গুরুবর্গের ১৩১৭৩; প্রথমে করেন তাসভার ১৩১৭৪; প্রথমে কহিয়ে যেই ১১৪১৮৮; প্রথমে কহিল প্রভুর ২১১১০২; প্রথমে গোপাল লঞা ২১১৮২৫; প্রথমে চলিলা যেন ৩১৪১৮৫; প্রথমে ত একমত ১১২১৬; প্রথমে ত বৃন্দাবন-মাধুর্য ১১১১২২৮; প্রথমে ত স্তবরূপ ১১৩১৩৬; প্রথমে নাটক তৈহো ৩১৫২০; প্রথমে মার্জ্জুনী লঞা ২১২১৭৮; প্রথমে মিলিলা নিত্যানন্দ ২১১১৭৩; প্রথমে যুক জলাজলি ৩১৮১৮৪; প্রথমে শুনার সেই ৩১৫১২২; প্রথমে ষড়ভুজ তাঁরে ১১১১১১; প্রথমে সামান্তে করি ১১১১৬।

প্রথমেই উপশাখার ২১২১১৪৩; প্রথমেই করে কৃষ্ণ ২১২০২১৭; প্রথমেই জিন রূপে রহে ২১২০১৩৮; প্রথমেই তোমা সঙ্গে ২১১১১৫; প্রথমেই নিত্যানন্দের ২১০১৩২; প্রথমেই পাক করিয়াছেন ২১৩৩৮; প্রথমেই প্র কাশীমিশ্রের ২১২১৬৩; প্রথমেই প্রভুরে আসি ২১১১১১; প্রথমেই মহাপ্রভু পাঠাইলা ২১১১৬৪; প্রথমেই

মারিবে অর্কমারা ২১২৪১৬৯; প্রথমেই মুরারি গুপ্ত ২১১১৩৭; প্রথমেই লঞা আছে ২১২২২২; প্রথমেই হর্ষ সঙ্কারী ২১৪১৬৯।

প্রদক্ষিণ করি বুলে ২১১১২০৩; প্রহ্ম অনিরুদ্ধ মুখ্য ২১২০১৫৫; প্রহ্ম চক্রশঙ্খ ২১২০১২৪; প্রহ্ম নৃসিংহ আগে ৩২১৫; প্রহ্ম ব্রহ্মচারী তাঁর আগে নাম ১১০১৫৬; প্রহ্ম ব্রহ্মচারী তাঁর নিজ নাম ৩২১৫২; প্রহ্ম মিশ্র ইহো বৈষ্ণব ২১০১৪১; প্রহ্ম মিশ্রেরে প্রভু ২১১২৫০; প্রহ্ম মিশ্রেরে যৈছে ৩৫১৭৬; প্রহ্ম-মুণ্ডি ত্রি-বিক্রম ২১২০১৬৬; প্রহ্মের বিলাস নৃসিংহ ২১২০১৭৫।

প্রধান করিয়া কহি ২১২০১৫৫; প্রধান কহিল সভার ২১৬১২৮; প্রধান প্রধান কিছু ২১১৩২।

প্রপঞ্চ প্রকৃতি-পুরুষ ২১২৫১২১; প্রপঞ্চ যে কিছু দেখ ২১২৫১২২।

প্রফুল্ল কমল জিনি ২১২১২০২; প্রফুল্লিত করে যেই ৩১২০৩৬; প্রফুল্লিত বৃক্ষবলী ৩১২০৭৫।

প্রবল বিরহানলে ২১২৫০; প্রবাসাধ্য আর প্রেম ২১২০৪৩; প্রবিষ্ট হয় কুর্মরূপ ২১১১২; প্রবেশ করিতে নারি ২১২০৩৫। প্রবেশ করিয়া দেখে ২১২০১২৩; প্রবেশ করিল প্রভু ৩১২০৭৪; প্রবৃত্তিমার্গে গোবধ ১১১১১৫১।

প্রভাতে আচাধ্যারত্ন ২১৩১৩৪; প্রভাতে উঠি চাহে কুকুর ৩১১১২; প্রভাতে উঠিয়া প্রভু ২১৮৭৭; প্রভাতে উঠিয়া যবে ২১২১১২৬; প্রভাতে চলিলা মঙ্গল আরতি ২১৪১২০৬; ২১৫১৩৮; প্রভাতে বৈষ্ণব কৈল ২১২৬২; প্রভাবে আকর্ষিল ১১৭৫২; প্রভাবে দেখিয়ে তোমা ১১৭৬৮; প্রভাবে সকল লোক ৩১২০৩।

প্রভু অম্বরজি কুর্ম ২১১১৩২; প্রভু অবতীর্ণ হয় জগত ৩১১২২৩; প্রভু আইলা বলি ২১৬১২০০; প্রভু আইলা রাজার ঠাকুর ২১১১৫৪; প্রভু আইলা শুনি ২১১৭৮৭; প্রভু-আগমন তেঁহো ২১০১২১; প্রভু আগে আদিনাতে ৩১২১১৮; প্রভু আগে আনি দিল ২১৪১২০২; প্রভু আগে আনিল ২১২৪৭; প্রভু আগে উদ্গ্রাহ ২১২৪১; প্রভু আগে কথামাত্র ৩১২২২৮; প্রভু আগে কহি প্রভুর ২১১১৪৮; প্রভু আগে কহে এই ২১৮১১৭১; প্রভু আগে কহে লোক ২১৮১২০; প্রভু আগে দুখী হৈয়া ২১১১১১২; প্রভু আগে স্বরূপ ৩১২২২২; প্রভু আগে পুরী ভারতী ২১২১২০৫; প্রভু আজ্ঞা কর আমার ২১৬১৬৮; প্রভু আজ্ঞা দিল তুমি ১১৬১১৪; প্রভু আজ্ঞা দিল যাহ ১১১১১২৪; প্রভু আজ্ঞা দিলা লভে ৩১৬১৭১; প্রভু আজ্ঞা দিলে বৈষ্ণব ২১২৪১২৩৬; প্রভু আজ্ঞা না দেন ৩১৩১২০; প্রভু আজ্ঞা পাঞা বৈসে ২১২১১৫৫; প্রভু আজ্ঞা পাঞা রায় ২১১১৩১; প্রভু আজ্ঞা পালিবারে ২১৪১০৭; প্রভু আজ্ঞা প্রসাদ ত্যাগ ২১১১০০১; প্রভু আজ্ঞা বিনে তাই ৩১৩১২৭; প্রভু আজ্ঞা লঞা আইল ৩১২১৮৫; প্রভু আজ্ঞা লঞা দেহ ৩১৩১২৮; প্রভু আজ্ঞা লঞা যাহ ৩১১০০৫; প্রভু আজ্ঞা হইয়াছে ৩১৪১৩৭; প্রভু আজ্ঞা হয় যদি ২১২১৪; প্রভু আজ্ঞা হৈল ১১৫১১৭৬; প্রভু আজ্ঞায় কৃষ্ণকথা ৩১৫১৫৫; প্রভু আজ্ঞায় কৈল কৃষ্ণ ৩১৫১৫০; প্রভু আজ্ঞায় কৈল যাহা ২১১২০; প্রভু আজ্ঞায় কৈল সর্বশাস্ত্রের ২১১২২; প্রভু আজ্ঞায় তোমার পদে ২১০১৩১; প্রভু আজ্ঞায় দুই ভাই ২১১২৬; প্রভু আজ্ঞায় সনাতন ২১২০৬২; প্রভু আলিঙ্গন কৈল তায় ২১১১১৭১; প্রভু আলিঙ্গিল হরিদাসে ৩১৪১৩৬; প্রভু আশ্বাসন করে ২১২৫১২৭৭; প্রভু আসি কৈল তাঁর ২১০১৫৬; প্রভু আসি কৈলা পম্পা ২১২২৮৮; প্রভু আসি জগন্নাথ ২১৬১২৫০; প্রভু আসি দেখে প্রেমে ৩১২০৩; প্রভু আসি প্রতিদিন ৩১৪৫১; প্রভু উঠি আপন কাছা ৩১২০৬৮; প্রভু উঠি তাঁরে কৃপায় ২১১৭৮২; প্রভু উপদেশ কৈল ২১৬১২১৮; প্রভু একযষ্টি অর্থ ২১২৫১১৫; প্রভুও কাদিয়া বোলে ২১৩১৪২।

প্রভু কণ্ঠধনি শুনি ২১১১১৮৬; প্রভু কণ্ঠ হৈতে মালা ১১৮১০; প্রভু কর্ণে কৃষ্ণনাম ২১১১২০৭; প্রভু কহেন অজ্ঞ বালক ৩১৮৬৪; প্রভু কহে অগ্নাবতার ২১২০১২২; প্রভু কহে অমোঘ শিশু ২১২৫১৮১; প্রভু কহে আইলাম শুনি ২১৮১২২; প্রভু কহে আইস তেঁহো ৩১৬১৮২; প্রভু কহে আগে কহ ২১৮১৭৬; প্রভু কহে আচার্য্য ৩১২১২৪; প্রভু কহে আজি মোর ২১১১২৮; প্রভু কহে আজি রহ ৩১০১২৫; প্রভু কহে আদিব্রতা ৩১০১১১৩;

প্রভু কহে আমি পূজ ১১৪৬৩; প্রভু কহে আমি অঙ্গ নারি ৩১০৮৪; প্রভু কহে আমি জীব ২২৫১৭; প্রভু
 কহে আমি নর্তক ২১১১৭; প্রভু কহে আমি নাম ৩১৬৬৪; প্রভু কহে আমি বাতুল ২২৪১৫; প্রভু কহে আমি
 বিশ্বস্তর ১১১৫; প্রভু কহে আমি ভিক্ষুক ৩১৪১; প্রভু কহে আমি মনুষ্য আশ্রমে ২১২১৪১; প্রভু কহে ইহা আমি
 ২২০৮৫; প্রভু কহে ইহাঁ কর ২১৬১৩১; প্রভু কহে ইহাঁ রূপ ৩৪২৫; প্রভু কহে ইহাঁই সভার ৩১১৪৪; প্রভু
 কহে ইহা হৈতে ২২৫১৫১; প্রভু কহে ইহো আমার ৩১৮০; প্রভু কহে ঈশ্বর হয় ২১০১৩৪; প্রভু কহে উঠ
 উঠ ২১১১৭৬; প্রভু কহে উঠ কৃষ্ণ ২১৮১২৫; প্রভু কহে উষেগে ঘরে ৩১২৬০; প্রভু কহে উপাধ্যায় ২১২২২;
 প্রভু কহে এই দেহ ২১০১৩৫; প্রভু কহে এই বালক ৩১০১৪৭; প্রভু কহে এই যে দিলে ৩১৬২০; প্রভু কহে
 এই শিলা ৩৬২৮৮; প্রভু কহে এই সব প্রাকৃত ৩১৬১০১; প্রভু কহে এই সাধ্যাবধি ২১৮১৩; প্রভু কহে এক
 দান ১১২২১৪; প্রভু কহে একাদশীতে ১১৫১৭; প্রভু কহে এত অন্ন খাইতে ২১৬৬২; প্রভু কহে এত অন্ন
 নারিব ২১০১১; প্রভু কহে এত তীর্থ ২১০২২৮; প্রভু কহে এখা মোর ২১০৩০৪; প্রভু কহে এ দ্রব্য দিনে
 ৩৬১৩০; প্রভু কহে এ ভাবনা ২১০১৭৫; প্রভু কহে এহোত্তম ২১৮৬২; ২১৮৬৩; প্রভু কহে এহো নহে ২১৫১৮৭;
 প্রভু কহে এহো বাহু ২১৮৫৫; ২১৮৫৬; ২১৮৫৭; ২১৮৫৮; ২১৮৫৯; প্রভু কহে এহো হয় ২১৮৬০; ২১৮৬১;
 ২১৮১৪২; প্রভু কহে ঐছে বাত ২১১১২৪; প্রভু কহে কত দূরে ২১০২০; প্রভু কহে কত তোমার ২১১১৪০ প্রভু কহে
 কর তুমি ২১০১২৩; প্রভু কহে কর বা না কর ৩১০৮৫; প্রভু কহে কর সেই ২১০১১১; প্রভু কহে কর্মী জ্ঞানী
 ২১০২৪২; প্রভু কহে কহ কেনে ৩১১১৫; প্রভু কহে কহ তুমি ২১১১০; প্রভু কহে কহ তেঁহো ২১০২০;
 প্রভু কহে কহ ব্রজমানের ২১৪১৩৮; প্রভু কহে কহ রূপ ৩১১০৫; প্রভু কহে কহ শ্লোকের ১১৬৪২; প্রভু কহে
 কাশীমিশ্র ৩১১১৫; প্রভু কহে কাঁহাঁ পাইলে ২১৮১০২; প্রভু কহে কাঁহাঁ হৈতে ২১৮১৬; প্রভু কহে কি
 কহিতে ২১২১১৬; প্রভু কহে কি সঙ্কোচ ২১০১৫৬; প্রভু কহে কিছু স্বতি ৩১৪১২; প্রভু কহে কুলীনগ্রামের
 ১১০৮০; প্রভু কহে কৃষ্ণকথা আমি নাহি ৩৫৬; প্রভু কহে কৃষ্ণকথা শুনিলে ৩৫৩১; প্রভু কহে কৃষ্ণ কথা
 হইল ৩৫৬৬; প্রভু কহে কৃষ্ণকথা তোমাতে ২২০১৮; প্রভু কহে কৃষ্ণকথা বলিষ্ঠ ৩৬১০১; প্রভু কহে কৃষ্ণ কৃষ্ণ
 ২১১১২৮; প্রভু কহে কৃষ্ণনামের ৩১১৭০; প্রভু কহে কৃষ্ণ মুণ্ডি ৩১৫৬২; প্রভু কহে কৃষ্ণসেবা ২১৫১০৫;
 প্রভু কহে কৃষ্ণ তোমার গাঢ় ২১৮২২৫; ২১০১৭২; প্রভু কহে কৃষ্ণের এক ২১০১১৭; প্রভু কহে কে কত ২১২১৮৭;
 প্রভু কহে কে তুমি করিলে মোর ২১৪১৫; প্রভু কহে কে তুমি কাঁহা তোমার ২১৮১৮; প্রভু কহে কেনে কর
 ২২৪১৩১; প্রভু কহে কোন্ পথে ৩১১১৭; প্রভু কহে কোন্ বিধা ২১৮১২২; প্রভু কহে কোন্ ব্যাধি ৩১১২২;
 প্রভু কহে কোন্ যাই ৩২১১০; প্রভু কহে খাট এক ৩১০১৩; প্রভু কহে গীতা পার্শে ২১০২৬; প্রভু কহে গোহু
 খাও ১১১১৪৭; প্রভু কহে গোবিন্দ আজি ৩১০৮৪; প্রভু কহে গোবিন্দ তুমি ৩১২১৪৩; প্রভু কহে গোপীনাথ ইহাঁই
 ২১৫১২৮; প্রভু কহে গোপীনাথ ঘাং সভা ২১১১৫৮; প্রভু কহে চাতুরালী ২২০১৩০৪; প্রভু কহে জানিল কৃষ্ণরাধা
 ২১৮১৪৬; প্রভু কহে তথাপি রাজা ২১১১৮; প্রভু কহে তপ্ত বালুতে ৩১১১৮; প্রভু কহে তারে আমি ২১১৬৭;
 প্রভু কহে তুমি কি অর্থ ২১৬১৬২; প্রভু কহে তুমি গুরু ২১১১১১; প্রভু কহে তুমি জগদগুরু ২২৫১৬২; প্রভু কহে
 তুমি পণ্ডিত ৩১১১৫; প্রভু কহে তুমি পুন ২১০১৫৬; প্রভু কহে তুমি ভক্ত ২১৬১০১; প্রভু কহে তুমি মহা
 ২১৮৪১; প্রভু কহে তুমি মোর ৩১০৮৬; প্রভু কহে তুমি যেই ২১০২২৬; প্রভু কহে তুমি সব ২১২১৩২; প্রভু
 কহে তোমা সঙ্গে ২১০১২৫; প্রভু কহে তোমা সভাকে ১১৪৫১; প্রভু কহে তোমা স্পর্শি পবিত্র ২১১১১৪;
 ২২০১৫৫; প্রভু কহে তোমার কর্তব্য ২১০১২৮; প্রভু কহে তোমার দুই ভাই ২২০১৬১; প্রভু কহে তোমার দেহ
 ৩৪১১১; প্রভু কহে তোমার ভিক্ষা ২১৫১৮৮; প্রভু কহে তোমার ভোট ২২০১৮৪; প্রভু কহে তোমার শাস্ত্রে
 ২১৮১১৭২; প্রভু কহে তেঁহো গুরু ২১০১৪৭; প্রভু কহে তেঁহো নহে ২১০১৫১; প্রভু কহে দামোদর ৩১২০০;
 প্রভু কহে দ্বিতীয়পাতে ৩১২১২৬; প্রভু কহে দেববরে ১১৬৪১; প্রভু কহে দোষ নাহি ২১০১১২; প্রভু কহে
 দৌহে কেন ৩১৪১০২; প্রভু কহে ধর্ম নহে ২১৫১৮৬; প্রভু কহে নিজ সঙ্গী ২১১১১২; প্রভু কহে নিত্যানন্দ

আমারে ২৩৩১; প্রভু কহে নিত্যানন্দ করহ ২৪১১০; প্রভু কহে নিন্দা নহে ২১৫১২৫৪; প্রভু কহে পঢ় শ্লোক ২৮৫৪; প্রভু কহে পণ্ডিত তৈল ৩১২১১১৫; প্রভু কহে পূজ্য এই ২১৫১২৩২; প্রভু কহে পূর্ণ যৈছে ২১২১৫০; প্রভু কহে পূর্বসিদ্ধ ২১২১৮২; প্রভু কহে পূর্বাশ্রমে ২৪১২১৩; প্রভু কহে প্রয়াগে ইহার ৩১১১৪২; প্রভু কহে প্রশ্ন লাগি ১১১১১৪৬; প্রভু কহে বাউলিয়া ১১২১৪১; প্রভু কহে বিপ্র কাঁহে ২৪১১১১; প্রভু কহে বিষ্ণু বিষ্ণু আমি ক্ষুদ্র ২১২৫৬৬; প্রভু কহে বিষ্ণু বিষ্ণু ইহা না ২১৮১১০৪; প্রভু কহে বিষ্ণু বিষ্ণু কি কহ ২১০১১১৫; প্রভু কহে বৃদ্ধ হৈলা ৩১১১২৩; প্রভু কহে বেদান্তসূত্র ১১১১০১; প্রভু কহে বেদে কহে ১১১১১৫৩; প্রভু কহে বৈরাগী করে ৩২১১১৬; প্রভু কহে বৈষ্ণব-সেবা ২১৬৬৬২; প্রভু কহে বৈষ্ণবের দেহ ৩৪১১৮৩; প্রভু কহে বৈস ভিনে ২৩৬৪; প্রভু কহে ব্যাকরণ পঢ়াই ১১৬৬৩১; প্রভু কহে ভট্ট তুমি ২৪১১৩০; প্রভু কহে ভট্ট তোমার ২৪১১০৫; প্রভু কহে ভট্টাচার্য্য করহ ২১০১১৩০; প্রভু কহে ভট্টাচার্য্য না কর ২৬১১৬৬; প্রভু কহে ভট্টাচার্য্য শুন ২১০১৬১; প্রভু কহে ভাগবতার্থ ৩১৬৬১; প্রভু কহে ভাল কৈল ৩৬১২১২; প্রভু কহে ভাল তব ২১২১২৬; প্রভু কহে ভাল বলিলে ২১৫১২৩৪; প্রভু কহে ভিতরে তবে ৩১০১২১; প্রভু কহে মথুরা যাইবে ৩১৩১২২; প্রভু কহে মন্দির ভিতর ২৬৬৬২; প্রভু কহে মহাপ্রসাদ ২১২৫১৮৮; প্রভু কহে মাতা মোরে ১১২৫৬; প্রভু কহে মায়াবাদী আমি ২৪১২৬৬; প্রভু কহে মায়াবাদী কৃষ্ণ-অপরাধী ২১১১১২৫; প্রভু কহে মুক্তিপদে ইহা পাঠ ২৬১২৩৫; প্রভু কহে মুক্তিপদের আর অর্থ ২৬১২৪৩; প্রভু কহে মুরারি ২১১১১৪২; প্রভু কহে মূর্খ আমি ২৬১১১৮; প্রভু কহে মোর বশ ৩১১১২২; প্রভু কহে মোরে তুমি ২৬১১১৪; প্রভু কহে মোরে দেহ লাকরা ২৬১৪২; ২১২১১৬৪; প্রভু কহে যাত্রাছলে ২১৪১২২২; প্রভু কহে যার মুখে ২১৫১১০১; প্রভু কহে যাহ শীঘ্র ২১১১৩০; প্রভু কহে যে করিতে ২১২৪১২৪০; প্রভু কহে যে লাগি ২৬১৮২; প্রভু কহে যেই কহ সেই ২১০১১৬৬; প্রভু কহে রাজা আপন ৩১৩৩৪; প্রভু কহে রাজা কেনে ৩১১৫; প্রভু কহে রামানন্দ কহ ২১২১৪৪; প্রভু কহে রামানন্দ বিনয়ের ৩৫১১৪; প্রভু কহে রায় তুমি কি ২১১১২১; প্রভু কহে রায় তোমার ৩১১১৩৩; প্রভু কহে রায় দেখিলে ২১১১২৬; প্রভু কহে রূপে রূপা ৩১৫১; প্রভু কহে শক্তি নাহি ৩১০১৮৩; প্রভু কহে শাস্ত্রে কহে ২১২১৪০; প্রভু কহে শুন রূপ ২১২১১২৩; প্রভু কহে শুন শ্রীপাদ ১১১৬০; প্রভু কহে শ্রীকান্ত ৩১২১৩১; প্রভু কহে শ্রীপাদ ২৩১২২; প্রভু কহে শ্রীবাস তোমার ২১৪১২০৩; প্রভু কহে শ্রুতি স্মৃতি ২১১১১১৪; প্রভু কহে সত্য কহ ২১০১১৬০; প্রভু কহে সনাতন না ৩৪১১২০; প্রভু কহে সনাতনের হইয়াছে ২১২১৫৩; প্রভু কহে সন্ন্যাসী যবে ৩১১১৩৮; প্রভু কহে সন্ন্যাসীর নাহি ৩১২১১০১; প্রভু কহে সন্ন্যাসীর ভক্ষ্য ২৩৬৬১; প্রভু কহে সব জীব ৩৩১১২; প্রভু কহে সতে কহ ২১২১৫৩; প্রভু কহে সতে কেনে ৩৮১১১; প্রভু কহে সমুদ্র এই মহা ৩১১১৬৩; প্রভু কহে সাধু এই ২৩১৫; প্রভু কহে সাধ্যবস্ত ২৬১১৫১; প্রভু কহে সূত্রের অর্থ ২৬১১২২; প্রভু কহে সেবা ছাড়িবে ২১৬১১৩২; প্রভু কহে স্বপ্ন দেখিলাম ৩১৮১১১৪; প্রভু কহে হরিদাস কহ ৩১১১৪৬; প্রভু কহে হরিদাস যে তুমি ৩১১১৩৬; প্রভু কহে ক্ষৌর করাহ ২১২১৬৩।

প্রভু কহেন অতএব ১৬৪৮; প্রভু কহেন অমোঘ হয় ২১৫১২৮৫; প্রভু কহেন আমি হই ১১১৬২; প্রভু কহেন কহি যদি ১১৬১৪৪; প্রভু কহেন কহি শুন ১১৬১৫০; প্রভু কহেন আর কত ২৩৬৮১; প্রভু কহেন ঠক নহে ২১৮১১১৩; প্রভু কহেন তুমি কৃষ্ণ-ভকত ২১১১২২; প্রভু কহেন তোমার পিতাজ্যেষ্ঠা ৩৬১১৩৩; প্রভু কহেন শ্রীনিবাস ২১১২৬১।

প্রভু কাছে বসিয়াছে কিছু ৩১১২৩; প্রভু কাশীধর গোবিন্দ ৩৬১৩৮।

প্রভু রূপা করি সভারে ২১০১১৮১; প্রভু রূপা কৈল তাঁরে ১১৬১১০১; প্রভু রূপা কৈল মোরে ২৬১২২২; প্রভু রূপা কৈল যৈছে ২১২১১১০; প্রভু রূপা দেখি সতে ৩৬১১২০; প্রভু রূপা পাঞা অন্তর্দানেই ৩২১১৪৬; প্রভু রূপা পাঞা দৌহে ২১২১৫০; প্রভু রূপা পাঞা রূপের ৩১১৫৬; প্রভু রূপা বিহু মোরে ২১২১৮; প্রভু রূপাশ্রিতে তাঁর ২১৬১১০৫।

প্রভু ক্রমে ক্রমে পঞ্চ ২১৫১১০০।

প্রভু গুণ গান করে ২১১১১৩০; প্রভু গুণে ভূত বিকল ২১১১১৭২; প্রভু গুরু করি মানে ১৫১১২৬; প্রভু গুরু বুঝে করে ৩৮১৪৪; প্রভু চতুর্ভূজ মূর্তি তাঁরে ২১০১৩১; প্রভু চলিবার পথে ২১৬১১১৭; প্রভু চলিয়াছেন বিন্দু ২১২১৩৭; প্রভু চাহি বুলে সভে ৩১৪১৫৭।

প্রভু ছাড়াইলে পদ ২১৫১১৫৪।

প্রভু জলকৃত্য করে ২১১১১৩০; প্রভু জানে তিন ভোগ ২১৩৬৩; প্রভু জানেন দিন পাঁচ ২১২১২০২।

প্রভু ঠাকুরি আঞ্জা লঞা ৩১৩১২৪; প্রভু ঠাকুরি প্রাতঃকালে ৩১২২২।

প্রভু ডুবাইল কৃষ্ণ ২১২১৩০।

প্রভু ত সন্ন্যাসী তাঁহার ২১২১৮৭; প্রভু তার অঙ্গ মুছে ২১১১৩৪; প্রভু তাঁর নাম কৈল ১১০১৩৩; প্রভু তাঁর পূজা পাঞা ১১৪১৫৫; প্রভু তাঁরে আলিঙ্গিয়া ২১৫১২৮০; প্রভু তাঁরে উঠাইয়া কৈল ২১২১৩৬; ২১১১৮১; প্রভু তারে কহে কিছু সোধেগ অগাধ; প্রভু তাঁরে কৈল কহ ২১২১৮৭; প্রভু তারে কৃপা করি ৩২০১১৩; প্রভু তাঁরে কৃপা কৈল ২১৮১৮১; প্রভু তারে কৃষ্ণ কহাইয়া ৩২০১২৫; প্রভু তারে চাপড় মারি ৩১১১৫; প্রভু তাঁরে দিল আর ২১০১২২; প্রভু তাঁরে দেখি জ্বালিল ২১৮১৪; প্রভু তাঁরে নমস্করি ১১১১২৬২; প্রভু তারে নিজ রূপ ১১১১২২৪; প্রভু তাঁরে পাঠাইলা ২১২১৩৬; প্রভু তাঁরে পুছিল ২১৫১২৬৫; প্রভু তারে প্রেম দিয়া ১১১১১০৮; প্রভু তারে প্রেম দিল ১১১১২৬; প্রভু তাঁরে বিদায় দিয়া ২১৬১২২৫; প্রভু তাঁরে যত্ন করি ২১১১৩২; প্রভু তাঁরে লঞা জগন্নাথ ২১১১৫৪; প্রভু তাঁরে সমর্পিল ২১১১২৭০; প্রভু তাঁরে ব্রহ্ম করি ২১২১২১১; প্রভু তারে হস্ত স্পর্শি ২১৮১২৩৫; প্রভু তাই ভিক্ষা কৈল ৩১১১৫৪; প্রভু তুষ্ট হঞা সাধ্যসাধন ১১৬১১৩; প্রভু তোমায় বোলায় ২১২০১৪০; প্রভু তোমায় মিলিতে চাহে ২১১১১৪০।

প্রভু দর্শনে বৈষ্ণব হৈল ২১৮১২৫২; প্রভু দেখি আচার্যের ২১৬২২; প্রভু দেখি কৈল লোক ২১৮১৮৬; প্রভু দেখি দণ্ডবৎ অঙ্গনে ৩১১১৭৫; প্রভু দেখি দণ্ডবৎ ভূমেতে ২১৬১১০২; প্রভু দেখি দূরে পড়ে ২১২১৪৫; প্রভু দেখি দৌড়ে পড়ে ৩৪১১৬; প্রভু দেখি পড়ে আগে ২১১১১৭১; প্রভু দেখি পাছে করিব ২১৬১২৭; প্রভু দেখি প্রেমাবেশ ২১২১৪৬; প্রভু দেখি প্রেমে লোকের ২১১১২৬৩; প্রভু দেখি বৃন্দাবনের বৃক্ষলতা ২১১১১০০; প্রভু দেখি বৃন্দাবনের স্থাবর ২১১১১২২; প্রভু দেখি লোক কহে ২১১১১৫২; প্রভু দেখি সভার মনে ২১২১১৭২; প্রভু দেখি সভার হৈল ২১৬১৩১; প্রভু দেখি সার্বভৌম ২১৫১২৮০; প্রভু দেখি হৈল তার ২১১১১৭২; প্রভু দেখিতে আচার্য ২১৬১১২; প্রভু দেখিবারে আইলা ৩২১৩৭; প্রভু দেখিবারে গ্রামের ২১২১২০০; প্রভু দেখিবারে চলে ২১১১১৭২; প্রভু দেখিবারে সভে ৩১২১৬।

প্রভু নমস্করি সভে ২১১১১৬০; প্রভু না খাইলে কেহো ২১১১১৮৫; ২১৪১৩৮; ৩১১১৮৪; প্রভু না দেখিয়া সংশয় ৩১৮১৩২; প্রভু না দেখিল নিজ ২১৮১১৬০; প্রভু না দেখিলে সেই ৩১৩৫; প্রভু নাম দিয়া কৈল ৩২০১০৮; প্রভু নিজগণ লঞা ৩১৮১৩; প্রভু নিম্না গেলে তুমি ৩১২১১৪৬; প্রভু নৃত্য করে হৈল ২১৪১২১৮।

প্রভুপদ ধরি পড়ে ২১৪১৫; প্রভুপদপ্রাপ্তি লাগি ৩২১১৪৫; প্রভুপদাধাতে তুলী ২১৩১১১; প্রভুপদে কহে কিছু ২১১১২০৭; প্রভুপদে গজপতির ২১২১১২; প্রভুপদে দুইজন কৈল ২১১১১৫৬; প্রভুপদে ধরি কহে ২১৬১২৭৬; প্রভুপদে ধরি রায় ২১৮১২১৬; প্রভুপদে প্রেমভক্তি ২১২১৪০; প্রভুপদে সব কথা ২১২০১৮৪; প্রভু পরম্পরায় নিন্দা ৩১৮১৭; প্রভু পাছে পাছে ২১৩০২; প্রভু পাছে বুলে আচার্য ২১৩১৮২; প্রভু পাঠাইল তাঁরে ২১২১৮৪; প্রভুপাদ ধরি ভট্ট ২১৫১২৮৪; প্রভুপাদ স্পর্শ কৈল ২১৬১২২২; প্রভুপাদোপধান বলি ৩১২১৬৬; প্রভু

পায়ে পড়ি বহু ২১৫১২৫৬; প্রভু পাশে চলিবারে ৩৬১৫; প্রভু পাশে নিবেদিল ৩৮৬৬; প্রভু পাশে রহিলা দৌহে ২১০১১৭৭; প্রভু পুছে রামানন্দ ২৮১২৮; প্রভু পুনঃ প্রশ্ন কৈল ১১৭১১০১; প্রভু প্রেম সৌন্দর্য্য দেখি ২১৮১১৭; প্রভু প্রেমাবেশে সভা ২১২৩১৪; প্রভু প্রেমে করি বলে ৩১৮১৪০; প্রভু প্রীতে তাঁর গমন ৩১৩১২৫; প্রভু প্রীতে তাঁর মাথে ৩৪১২২৪।

প্রভু বহির্কাস আনাইলা ২১০১২৫৫; প্রভু বিদায় দিল রায় ২১৬১১৪২; প্রভু বিশ্রাম কৈল যদি ৩৬১০০; প্রভু বিষয় ভক্তি কিছু ৩১১৭৩; প্রভু বিষয় স্নেহ তার ৩১২১৫৫; প্রভু বোলাইয়াছে এই ৩৪১১১৪; প্রভু বোলাইল তাঁর ৩৪১১২২; প্রভু বোলায় তেঁহো ৩৬৪৭; প্রভু বোলায় বার বার ৩৪১১৪২; প্রভু বোলে আমি তোমার ১১৭১১৩২; প্রভু বোলে এলোক ১১৭১১৭০; প্রভু বোলে তুমি মোর ১১০১১৮; প্রভু বোলে নিতি নিতি ৩৬৩১৭।

প্রভু ভাগবত-বুদ্ধ্যে কৈল ৩৭১৪; প্রভু ভিক্ষা কৈল দিন ২১২১৭০; প্রভু-ভৃত্য দৌহার স্পর্শে ২৬২০৬।

প্রভু মতি জানে রাজা ৩১১১১৭; প্রভু মাত্র বুঝে ৩১২১১৭; প্রভু মিলাইলা তারে ২১১১১২৬; প্রভু মুখ-মাধুরী পিয়ে ৩১১১৫৪; প্রভু মুখে শ্লোক শুনি ২১১১৫৪।

প্রভু যদি প্রসাদ পাঞা ৩১০১৮০; প্রভু যদি যান জগন্নাথ ৩২১১৪০; প্রভু যবে কাশী আইলা ১১২০১২৫১; প্রভু যবে বৃন্দাবনে ২১২১১০; প্রভু যবে যান বিশ্বেশ্বর ১৭১১৫০; প্রভু যবে স্নানে যান ২১২৫১২৮; প্রভু যাইবেন তাহা ২১০১২৬; প্রভু যাঞা বিপ্রঘরে ২৮১৫১; প্রভু যার নিত্য লয় ১১০১৬৬; প্রভু যে পুছিল তাই ৩১০১২৪।

প্রভু রঘুনাথ জানি ৩১৩১১০০; প্রভু রক্ষা করেন যবে ৩১২১৩; প্রভু রূপ করি করে ২১২১৩৫।

প্রভু লঞা গেল বিশ্বেশ্বর ২১৭১৮২; প্রভু লঞা গেলা সভে ৩১৫১৮১; প্রভু লঞা সার্কর্ভোম ২১২৩২২; প্রভু লাগি ধর্ম্মকর্ম্ম ২১৬১১৪৬; প্রভু লেখা করে রাধা ৩২১১০৪; প্রভু লৈয়া যাব আমি ২৩১১২।

প্রভু শ্রীচরণ দিল ২১৮১১২২; প্রভু শ্রীবাসেরে তুঘি ১১৭১২৩৩; প্রভু শ্লোক পঢ়ি পত্র ২৬২২২২।

প্রভুসঙ্গে এই সব ২১১২৪০; প্রভুসঙ্গে চলে নাহি ২১৭১১৮৫; প্রভুসঙ্গে তাই ভোজন ২১৫১২৪; প্রভুসঙ্গে নৃত্য করে পরম ১১৭১২৬; প্রভুসঙ্গে নৃত্য করে প্রেমাবিষ্ট ২১৭১১৪২; প্রভুসঙ্গে নৃত্যগীত ২১২১৪২; প্রভুসঙ্গে পুরীগোসাঞি ২১৬১১২৬; প্রভুসঙ্গে মধ্যাহ্নে ২১৮১৮২; প্রভুসঙ্গে রহি করে ২১৬১৮১; প্রভুসঙ্গে রহিতে ২১২১৩৬; প্রভুসঙ্গে রহে গোবিন্দ ১১০১১১৬; প্রভুসঙ্গে রহে গৃহ ২১৮১৮৩; প্রভুসঙ্গে সভে আসি ২৩১৫৫; প্রভুসঙ্গে স্বরূপাদি ২১৪১২২; প্রভুসনে অতি হঠ ২১৬১২১; প্রভুসনে বাত কহে ৩৩৩; প্রভু সভার গলা ধরি ৩১২১৭৫; প্রভু সমর্পিল তারে ১১০১২০; প্রভুসহ আমা সভার ২১০১২৫; প্রভুসহ আশ্বাদিল ২১২২২৭; প্রভুসহ সন্ন্যাসিগণে ৩৭১৫৪; প্রভুস্থানে আইলা দৌহে ২৬২২২৭; প্রভুস্থানে আসিয়াছে ২১১১১০৬; প্রভুস্থানে নিবেদিল পাঞা ১১৭১১২৩; প্রভুস্থানে নীলাচলে ৩৬১৭৬; প্রভুস্থানে যাইতে সভে ১১০১৫২; প্রভু স্নানকৃত্য করি ২৮১৫২; প্রভুস্পর্শে প্রেমাবিষ্ট ২১২০৫১; প্রভুস্পর্শে রাজপুত্রের ২১২১৬০।

প্রভু হঠে পড়িয়াছে ৩২১১৩৭; প্রভু হাসি কহে তুমি ১১৭১১০৪; প্রভু হাসি কহে শুন ৩৪১১৭৫; প্রভু হাসি কহে স্বামী ৩৭১২২; প্রভু হাসি নিমন্ত্রণ ১৭১৫৪; প্রভু হাসে দেখি তার ২১৫১২৭৩।

প্রভুকে আনিতে দিল ২১২১১২১; প্রভুকে করেন স্তুতি ২১৬১১৮১; প্রভুকে কহয়ে ১৭২ ৩৮৩০; প্রভুকে কহিতে স্নেহে ২১২৫১০; প্রভুকে কহিয় আমার ৩১২১১৮; প্রভুকে কহিল কিছু ১৭১৬০; প্রভুকে কহেন এই ভদ্রী ৩৪১১২৩; প্রভুকে কহেন তোমার ১১২১৪২; প্রভুকে কীর্তন শুনায় ২১২৫১৩; প্রভুকে কৃষ্ণ জানি করে ২৬১১৮০; প্রভুকে জানিল সাক্ষাৎ ২৬২৫২; প্রভুকে দিহ বলি ২৬২২২৬; প্রভুকে দেখিতে অবশ্য ৩৮১৪৩; প্রভুকে দেখিতে আইসে ১৭১১৪৭; প্রভুকে দেখিতে চলিলা ৩১৩১৮৮; প্রভুকে দেখিতে তাঁর ৩১৩৩৩; প্রভুকে

দেখিয়া স্নেহ ২১৮১৫৪ ; প্রভুকে দেখিয়া যায় ৩২১০ ; প্রভুকে ধরিতে বুলে ২১৩৮১ ; প্রভুকে না ভায় মোর ৩৪৬৭ ; প্রভুকে নিবেদন করে ২১২১৭০ ; প্রভুকে নিমন্ত্রণ আচার্য্য ২১৫১১ ; প্রভুকে নিমন্ত্রণ করি ২১৭৮৫ ; প্রভুকে নিমন্ত্রণ কৈল ২১৭৬ ; প্রভুকে প্রকাশানন্দ ২১৫৭১ ; প্রভুকে প্রণত হৈল ২১৫২১ ; প্রভুকে প্রসন্ন কর কৈল ৩২১২৬ ; প্রভুকে বেড়ায় আসি ২১৭১৮৩ ; প্রভুকে বৈষ্ণব জানি ২১৮৪৬ ; প্রভুকে ভিক্ষা করাইল ৩১১৮৫ ; প্রভুকে ভিক্ষা দিতে ২১৩৬৫ ; প্রভুকে ভিক্ষা দেন ২১৮১২৪ ; প্রভুকে মিলাইতে তারে ৩১০১৪৫ ; প্রভুকে মিলিতে সভার ২১৬৩৬ ; প্রভুকে মিলিয়া গেলা ২১২১২ ; প্রভুকে মিলিয়া পাইল ১১৭১০ ; প্রভুকে মুচ্ছিত দেখি ২১৭১২০৫ ; প্রভুকে শয্যাতে জানি ৩১২৫২ ; প্রভুকে শুনাঞা কৃষ্ণের ২১৭১২২ ; প্রভুকে শোয়াইহ ইহায় ৩১৩৭ ; প্রভুকে শোয়াঞা রামানন্দ ৩১২৫৩ ; প্রভুকে সে দিন কাশী ৩১১৮৪ ।

প্রভুতে আবিষ্ট যার ২১৩১৫৫ ; প্রভুতে তাহার প্রীত ৩৩৪ ।

প্রভুর অন্ধনে নাচে ১১৭১২৩ ; প্রভু অঙ্গে দিহ তৈল ৩১২১০৩ ; প্রভুর অঙ্গে দেখে অষ্ট ৩১৪২৩ ; প্রভুর অতি প্রিয় দাস ১১০১৬৭ ; প্রভুর অত্যন্ত প্রিয়-পণ্ডিত গদাদাস ১১০১২৭ ; প্রভুর প্রিয় পণ্ডিত জগদানন্দ ৩১২৩ ; প্রভুর অত্যন্ত মর্ম্ম ২১০১০০ ; প্রভুর অতর্ক্য নীলা বুলিতে ১১৬১৬ ; প্রভুর অন্তর মুকুন্দ ২৩১১৮ ; প্রভুর অন্তরঙ্গ করি যারে ৩৬১০ ; প্রভুর অবশিষ্ট পাত্র গোবিন্দ ৩৬২১০ ; প্রভুর অবশিষ্ট পাত্র প্রসাদ ২১৮৮২ ; প্রভুর অবশেষ গোবিন্দ ২১২১২৮ ; প্রভুর অবশেষ পাত্র ভট্টের ৩১৩১০৭ ; প্রভুর অবস্থা দেখি ৩১৪১২ ; প্রভুর অভিব্যেক কৈল ২১১১৩৪ ; প্রভুর অভিব্যেক তবে ১১৭১২ ; প্রভুর অভীষ্ট বুলি ৩১০১৪৫ ; প্রভুর অশেষ নীলা ২১১৫ ; প্রভুর আগমন শুনি ২১৩১১ ; প্রভুর আগে দর্শন করে ৩১৪১২ ; প্রভুর আগ্রহে ভট্টাচার্য্য ২১৭৫৪ ; প্রভুর আজ্ঞা অহুসারে ২১২১০৮ ; প্রভুর আজ্ঞা ধরিহ দৌহে ২১২১০৮ ; প্রভুর আজ্ঞা নাহি তাতে ৩১৩১২৪ ; প্রভুর আজ্ঞা পাঞা ১১০১৫৫ ; প্রভুর আজ্ঞা লৈয়া বৈষ্ণবের ৩৬১৪৩ ; প্রভুর আজ্ঞা হৈল ২৪১৬২ ; প্রভুর আজ্ঞাতে তেঁহো ১১০১০৬ ; প্রভুর আজ্ঞায় কর এই ১১৭১২২ ; প্রভুর আজ্ঞায় গোবিন্দ ২১৪১৪২ ; প্রভুর আজ্ঞায় তার পুত্র ২১২১৫৪ ; প্রভুর আজ্ঞায় ধরিল নাম ৩১২১৪৮ ; প্রভুর আজ্ঞায় নিত্যানন্দ ১১০১১৫ ; প্রভুর আজ্ঞায় ভক্তগণ ২১১৪৪ ; প্রভুর আনন্দ হৈল ২১০১২৩ ; প্রভুর আবাসে আইলা ২১১১৮২ ; প্রভুর আবির্ভাব পূর্বে ১১৩৬১ ; প্রভুর আবেশে আবেশ ৩১১৫২ ; প্রভুর আবেশ না যায় ২১৪১২২ ; প্রভুর আবেশ হৈল ২১২৪০ ; প্রভুর আশয় জানি ৩৪১২২৮ ; প্রভুর ইন্দিত পাঞা ২১৫১২৭ ; প্রভুর ইন্দিতে গোবিন্দ ৩১৬২৮ ; প্রভুর ইন্দিতে প্রসাদ ২১১২৭ ; প্রভুর ইচ্ছা নাহি তাঁরে ৩১১১০ ; প্রভুর উদ্দণ্ড নৃত্যে ২১২১৩৭ ; প্রভুর উপদেশামৃত ২১২৩৮ ; প্রভুর উপরে য়েহো ১১০১২২ ; প্রভুর উপাঙ্গ ১৬৩৪ ; প্রভুর উপেক্ষায় সব ৩১৭৭৫ ; প্রভুর এই জলকীড়া ৩১০৪৮ ; প্রভুর এক ভক্ত বিজ ২১০১২২ ।

প্রভুর কহিল এই জয়লীলা ১১৪১২ ; প্রভুর কাণে কৃষ্ণ নাম ৩১৪৬৫ ; প্রভুর কৃপা দেখি তার ২১৭১৩২ ; প্রভুর কৃপা দেখি সভার ৩১১৪৫ ; প্রভুর কৃপা রূপে আর ৩১১৫৩ ; প্রভুর কৃপাতে কৃষ্ণপ্রেমে ৩১৩১২১ ; প্রভুর কৃপাতে তেঁহো ৩১৩৬ ; প্রভুর কৃপাতে গুছে ২১০১২০ ; প্রভুর কৃপাতে স্নেহে ১১৫১৭৭ ; প্রভু কৃপা প্রাপ্ত আর ৩১১৫৬ ; প্রভুর কৃপায় তারে ফুরিল ২৬১৮৫ ; প্রভুর কৃপায় তিঁহো ১১০১৫৬ ; প্রভুর কৃপায় হয় মহাভাগবত ২১৭১০৪ ।

প্রভুর গণে যার দেখে ৩৩৪৪ ; প্রভুর গমন কুর্খ মুখেতে ২১৭১৩৬ ; প্রভুর গমন রীতি ২১৮৫০ ; প্রভুর গম্ভীর বাক্য ১১২৫২ ; প্রভুর গম্ভীর নীলা ৩২০৬৮ ; প্রভুর গম্ভীর স্বরে যেন ২১৭১২৬ ; প্রভুর গুণ কহে দৌহে ৩৪১২৬ ; প্রভুর গুপ্ত সেবা কৈল ১১০১২০ ।

প্রভুর চরণ ছুঁঞি ১১৭১২১২ ; প্রভুর চরণ দেখি কৈল ২১১৩০ ; প্রভুর চরণ দেখে দিন পাঁচ ২১৬১২৪ ; প্রভুর চরণ ধরি করয়ে ২১২১৩৬ ; প্রভুর চরণ ধরি করেন ২১৭১৮১ ; প্রভুর চরণ ধরি বঞ্ছের ১১০১৩৬ ; প্রভুর

চরণ ধরি কহেন ৩৪৮৬ ; প্রভুর চরণ বন্দি সভারে ৩১৩৭১ ; প্রভুর চরণ বন্দে উল্লাসিত ৩৫১৬৬ ; প্রভুর চরণ যুগে ২১২১১২ ; প্রভুর চরণে কিছু কৈল ২১৫১০৩ ; ৩৭১৬৫ ; প্রভুর চরণে ধরি করয়ে ২১৫১২৭৪ ; প্রভুর চরণে পড়ে ৩১৬২২২ ; প্রভুর চরণে যদি ১৮১৭০ ; প্রভুর চরণে সবে ৩২৩৩৫ ; প্রভুর চরণোদক ২১৭১৮৪ ; প্রভুর চরিত্রে ভট্টের ৩৭১৬৪ ।

প্রভুর ত ভাব দেখি ২৪১১৫ ; প্রভুর তীর্থযাত্রা কথা ২২৩৩২ ।

প্রভুর দশা দেখি পুন ৩১৪১৫২ ; প্রভুর দর্শনে শুদ্ধ ২১৭১১১২ ; প্রভুর দর্শনে সব লোকে ৩২১১১ ; প্রভুর দর্শনে সতে কৃষ্ণভক্ত ২১২১২২ ; প্রভুর দর্শনে সতে হৈলা ২১৬১১১২ ।

প্রভুর ধ্যানে রহে ২৮১২৫৩ ।

প্রভুর নানা প্রিয় দ্রব্য ২১৬২২৪ ; প্রভুর নাম করি মাতাকে ৩১২১৮৭ ; প্রভুর নিকট আইলা ২৬৪৪৬ ; প্রভুর নিকটে যত ২১২১৬ ; প্রভুর নিন্দায় সভার ১১৭১২৫০ ; প্রভুর নিবেদন তাঁরে ২৩১৭৭ ; প্রভুর নিমন্ত্রণে লাগে ৩৮১৩৮ ; প্রভুর নিমিত্ত এক ৩১৩৬৮ ; প্রভুর নৃত্য দেখি নৃত্য ১১৭১২৫ । প্রভুর নৃত্য দেখি লোকের ২১৩১২৩ ; প্রভুর নৃত্য দেখে রাজা ২১৩১৮৬ ; প্রভুর নৃত্য দেখি সবে ২১৩১৬২ ; প্রভুর নৃত্য দেখি স্থখে ২১৩১৭০ ; প্রভুর নৃত্য প্রেম দেখি ২১৩১৬৮ ; প্রভুর নৃত্য শ্লোক শুনি ৩১১৬৭ ।

প্রভুর পড়ি আছে দীর্ঘ ৩১৪১৬০ ; প্রভুর পঢ়ুয়া ছুই ১১০১৭০ ; প্রভুর পাছে সঙ্গে যায় ২১৭১২৫ ; প্রভুর পাতে ভাল দ্রব্য ২১২১৬৬ ; প্রভুর পাদতলে শঙ্কর ৩১২১৬৫ ; প্রভুর পাদ ধরি বিপ্র ২২৩২৭ ; প্রভুর পাদোপধান যার ১১০১৩১ ; প্রভুর প্রতাপে তারা ২১৭১২৬ ; প্রভুর প্রভাবে লোক আইল ২২৩৩৪ ; প্রভুর প্রভাবে লোক চমৎকার ২২৩৬১ ; প্রভুর প্রশংসা করে ১৭১১৪৭ ; প্রভুর প্রিয় কীর্তনীয় ১১০১৬২ ; প্রভুর প্রিয় গোবিন্দানন্দ ১১০১৬২ ; প্রভুর প্রিয় নানা দ্রব্য ৩১২১৬২ ; প্রভুর প্রিয় ব্যঞ্জন ২১৬১৫৬ ; প্রভুর প্রিয় ভৃত্য করি ২১০১২৪৩ ; প্রভুর প্রেম দেখি সভার ২২২২৫৬ ; প্রভুর প্রেম রূপ দেখি ২১৭১২৭ ; প্রভুর প্রেমাবেশ আর ২১২১৬২ ; প্রভুর প্রেমাবেশ দেখি ব্রাহ্মণ ২১৭১২১১ ; প্রভুর প্রেমাবেশ দেখি লোকে ২১৭১২৪৮ ।

প্রভুর বচন শুনি হৈল ৩৭১৪২ ; প্রভুর বচনে বিপ্লব ২২১১৮১ ; প্রভুর বচনে রাজার ২১৩১৭৮ ; প্রভুর বচনে সভার ৩১২১৭৪ ; প্রভুর বহির্কীস ছুইতে ৩১৩১৭ ; প্রভুর বাহ্য পূর্ণ সব ২১৮১৩৫ ; প্রভুর বিচ্ছেদে কারো ৩১৮১৩৭ ; প্রভুর বিচ্ছেদে ভক্তের ২১৫১১৮০ ; প্রভুর বিচ্ছেদে ভট্ট ২২১১৫০ ; প্রভুর বৃত্তান্ত দ্বিজ ১১৭১২৪৬ ; প্রভুর বিনীত স্থতি ৩১২১৮৭ ; প্রভুর বিরহসর্প লক্ষ্মারে ১১৬১১২ ; প্রভুর বিরহে তিনে ২১৭১১৩২ ; প্রভুর বিরহোন্মাদ-ভাব ৩১৪১৪ ; প্রভুর বিলম্ব দেখি ৩১৪১২ ; প্রভুর বৈষ্ণবতা দেখি ২২২২৪৬ ।

প্রভুর ভক্তগণ দেখি ৩৭১৫২ ; প্রভুর ভক্তগণ মধ্যে হৈলা ২১২১৬৫ ; প্রভুর ভক্তগণের তেঁহো ৩৬২৪২ ; প্রভুর ভক্তবাৎসল্য ২৪১২০৮ ; প্রভুর ভঙ্গী এই পাছে ৩২১১৫৭ ; প্রভুর ভাবাহরূপ স্বরূপের ২১৩১৫২ ; প্রভুর ভোগসামগ্রী যে ১১০১২৩ ।

প্রভুর মহাভক্ত তেঁহো ২১৫১২৮ ; প্রভুর মহিমা ছত্রী ২১১১৬১ ; প্রভুর মহিমা দেখি প্রেমে ২১৪১৫৮ ; প্রভুর মহিমা দেখি লোকে ২১২১৪২ ; প্রভুর মিলনে উঠে ৩১০১৪৪ ; প্রভুর মিষ্টবাক্য শুনি ১৭১২৪ ; প্রভুর মুখে বৈষ্ণবতা ৩৭১৪৩ ।

প্রভুর যত নিবেদন ৩১২১১৪ ; প্রভুর যতেক শূণ ৩৮১৪১ ; প্রভুর যে আজ্ঞা দৌহে ৩৪১২০৮ ; প্রভুর যে আজ্ঞা হয় ২১৮১১৪১ ; প্রভুর যে শেষলীলা ১১৩১১৫ ; প্রভুর যেই আচরণ ২২১৭৪ ; প্রভুর যৈছে আজ্ঞা ৩৩৪২ ; প্রভুর রক্ষা লাগি বিপ্র ২১৭১২১১ ; প্রভুর রূপ প্রেম দেখি হৈল ২৭১১১২ ; ২১৮১৭৭ ; প্রভুর লাগ না পাইয়া ২১৫১২৫৫ ; প্রভুর লীলায়ত তেঁহো ১১৩১৪৮ ।

প্রভু শব্দ না পাঞা ৩১৪১৫৬; প্রভুর শরীর যেন ২১৩১৩৫; প্রভুর শাপবার্তা যেই ১১৭১৬০; প্রভুর শিক্ষাতে
ঠেঁহো ৩৬১৩; প্রভুর শিক্ষাষ্টক শ্লোক ৩২০১৫৬; প্রভুর শেষ প্রসাদপাত্র ২১২১৫৫; প্রভুর শেষ প্রসাদান্ন ২১৭১৮৪;
প্রভুর শেবার মিশ্র ২১৭১৮৭।

প্রভুর সাধোচে রূপ ৩১১১১৪; প্রভুর সঙ্গে যত প্রভুর ৩৬১৪৮; প্রভুর সম্যাস দেখি ২১০১০২; প্রভুর সমাচার
শুনি ২১০১৮৭; প্রভুর সহিত করে ২১৬১৪৬; প্রভুর সহিত যুদ্ধ ২৩১২২৪; প্রভুর সাফাং আজ্ঞা ২১১১১০০;
প্রভুর সিদ্ধান্ত কেহো ২১৩১৩৮; প্রভুর সে অদ্ভুত চরিত্র ২১৬১৬০; প্রভুর সেই গ্রাম হৈতে ২১১২২২; প্রভুর
সেবা করিতে ইহায়ে ২১১১৭০; প্রভুর সৌন্দর্য আর প্রেমের ২৬১৫; প্রভুর সৌন্দর্য দেখি ৩১১৬৩; প্রভুর
স্থিতি রীতি ভিক্ষা ৩৮১৪০; প্রভুর স্বভাব যে তাঁরে ২২৫১৭; প্রভুর স্বহৃদয় ৩৬২২০৫; প্রভুর স্পর্শে হৃৎকণ্ডে
২১৭১৩৮।

প্রভুর হইল ইচ্ছা ২১৬১২; প্রভুর হৃদয় তবে ১১০১৪৭; প্রভুর হৃদয়ে আনন্দসিন্ধু ২১৩১৬২; প্রভুর হৈল
দিব্যোন্মাদ ২২১৫৫।

প্রভুরে অনেক পুথি ১১০১৬৩; প্রভুরে আগে দিয়া ৩৬১৭১; প্রভুরে আসন দিয়া ২৬১১১১; প্রভুরে
ঈশ্বর বলি ২১১২৬৩; প্রভুরে উঠাঞা ঘরে ৩১৭১১৮; প্রভুরে করান লঞা ২১০১১৭২; প্রভুরে কহে তোমালাগি
৩৬১৭২; প্রভুরে কিছু খাওয়াইতে ৩১০১০৪; প্রভুরে দেখিতে কৈল ২১১৪১; প্রভুরে দোখতে নীলাচলে ৩৬১৫৫;
প্রভুরে দেখিতে লোক ২১১১৪০; প্রভুরে মিলিত উৎকর্ষা ২১১১২২০; প্রভুরে মিলিতে এই ২১১১৪২; প্রভুরে মিলিতে
সভার ২১০১২২; প্রভুরে মিলিলা আসি ৩২১১৬০; প্রভুরে মিলিলা সঙ্গে ২১৩১৩৩; প্রভুরে মিলিলা সর্ব
বৈষ্ণব ২১১১৩২; প্রভুরে যে ভঞ্জে তারে ২১৭১০৭; প্রভুরে লঞা ঘর আইলা ৩১৮১১৬; প্রভুরে শাস্ত করি
আনিল ১১৭১২৪৫।

প্রবানের মধ্যে প্রতি ২৬১২৭।

প্রয়াগ অযোধ্যা দিয়া ২২৫১৫৩; প্রয়াগ আইলা ভট্ট ২১২১১০৩; প্রয়াগ পর্যন্ত দৌহে ২১৮১২০৬;
প্রয়াগ হৈতে এক বৈষ্ণব ৩২১১৫৮; প্রয়াগে আসিয়া প্রভু ২১৭১১৪০; প্রয়াগে চলিবে ইহা ২১২১১০১; প্রয়াগে
প্রভুর লীলা ২১২১৪২; প্রয়াগে মাধব মন্ডারে ২২০১১৮৫; প্রয়াগে শুনিল ঠেঁহো ৩১৪৭৭; প্রয়াগে গেল
কারে ৩২১১৪৪।

প্রলয়ের অবশিষ্ট ২২৫১২৩; প্রলাপ করিল তন্ত ৩২০১৫৪; প্রলাপ সহিত এই উন্মাদ ৩১৫১৮৪।

প্রশংসে তোমার কৃপা ৩২১১৩৪; প্রশংসে মোক্ষবাহা ২২৪১৭১; প্রশান্তের গোষ্ঠি করে ২১৮১২৭; প্রশান্তের
ভাগবতে ২২৪১২৩৩; প্রশয় পাগল শুদ্ধ ৩১২১৫২।

প্রসন্ন পাইয়া এছে ২১২১৪০; প্রসঙ্গে কহিল এই ১১৭১৩০০; প্রসন্ন না হয় ইহার ৩৬২৬৩; প্রসন্ন হইয়া
প্রভু ২২০১৮২; প্রসন্ন হইল সর্ব ১১৩১২৪; প্রসন্ন হৈয়া আজ্ঞা দিবে ২১৭১৬; প্রসন্ন হৈল দশ দিগ ১১৩১২৬;
প্রসন্ন হৈয়াছে তারে ২১৩১১৭৬; প্রসাদ আনাইয়া ভক্ত ৩১০১৫১; প্রসাদ আনিয়া তাঁরে ২৬১১০৩; প্রসাদ
উবরিল খায় ২১৪১৪১; প্রসাদ কড়ার সহ ৩১৩১১৩৩; প্রসাদ খান হরি বোলেন ৩১৫৮; প্রসাদ দিল প্রভুকে
৩১১১৭৪; প্রসাদ দেওয়ান কৃপা ২১২১১২৪; প্রসাদ দেখিয়া প্রভুর ২৩১৬১; প্রসাদ নারিকেল শস্ত ৩১২১৪;
প্রসাদ পাই অতোতো ৩১৩১৬২; প্রসাদ পইয়া সঙ্গে ২৬১৩৫; প্রসাদ পাঞা ভট্টাচার্যের ২৬২০৩; প্রসাদ পাঞা
সনাতন ৩৪১১১৬; প্রসাদ পাঠাইল রাজা ২১৪১২২; প্রসাদ পায় বৈষ্ণবগণ ৩১৭১৫৫; প্রসাদ ভাত প্রসারি
৩৬৩০৮; প্রসাদ ভোজন করি ২১৬১৩৮; প্রসাদ মাগিরে ভিক্ষা ৩১১১৭৩; প্রসাদ মূল্য লইতে লাগে ৩৮১৮১;
প্রসাদ লইয়া কোলে ২১৫১৫৭; প্রসাদ লঞা প্রভুর ঠাঞি ৩১৬১৮২; প্রসাদের সৌরভ-মাধুর্য ৩১৬১১০০;
প্রসাদার খুলি প্রভু ২৬২০২; প্রসাদার মালা পাইয়া ২৬১২৭; প্রসাদে পুত্রিত হৈল ২১৪১৩৩; প্রসিদ্ধ পথ

ছাড়ি প্রভু ২১১৭২৩; প্রসিদ্ধ প্রকট সঙ্গে ৩৬১৫৬; প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবী হৈলা ৩৩১৩৪; প্রস্তাব পাইয়া কহি ৩৩১৩৭; প্রস্তাব পাঞা কহিল কবির ৩৫১৫২; প্রস্তাবে কহিল গোপাল ২১৮১৪২; প্রস্তাবে কহিল পুরী ৩৮১৩৫; প্রস্তাবে শ্রীরঙ্গপুরী ২১২২৭২।

প্রহরাজ মহাপাত্র ২১০১৪৪; প্রহরেক মহাপ্রভুর চরিত্র ১১০১২৮; প্রহরেক রাত্রি আচার্য ২৩১১৫; প্রহ্লাদ বলি ব্যাস শুক অন্য ২১০১৪৩; প্রহ্লাদ সমান তাঁর ১১০১৪৩; প্রহ্লাদেশ জয় ২৮১৪।

প্রক্ষালন করি কৃষ্ণ ১১১৭৭৬।

প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ে তাঁরে ২১২১৭৬; প্রাকৃত করিয়া মানে ১১১১১০; প্রাকৃত চিন্তামণি তাহে ১১১১১৮; প্রাকৃত নিষেধি অপ্রাকৃত ২৬১৩৩; প্রাকৃত প্রপঞ্চ পায় ২২৫১২৩; প্রাকৃত বস্তুতে যদি ১১১১২০; প্রাকৃত বস্তুর স্বাদ সভার ৩১৬১০২; প্রাকৃত শক্তিতে তবে ২৬১৩৬; প্রাকৃত হৈলে তোমার বপু ৩৪১৬২; প্রাকৃত ক্ষোভে তার ২২৩১১১; প্রাকৃতাপ্রাকৃত সৃষ্টি করেন ২২০১২২১; প্রাকৃতাপ্রাকৃত সৃষ্টি কৈল ২২১১২২; প্রাকৃতাপ্রাকৃত সৃষ্টি যত ১২২১৭; প্রাকৃতেন্দ্রিয় গ্রাহ নহে ২১১১২২২।

প্রার্থ্য মর্দ্ব সাব্য ২১৪১৫১।

প্রাঙ্গণে নৃত্য গীত করিলা ২১৪১২৩।

প্রাণ কেনে নিব তার ৩২৪৮; প্রাণ ছাড়া যায় তোমা ২১১৭৭; প্রাণনাথ শুন মোর ২১৩১৩১; প্রাণপ্রিয় শুন মোর ২১৩১৪২; প্রাণবল্লভ সভার শ্রীকৃষ্ণ ১১২১৮৮; প্রাণিমায়ে মনোবাক্যে ২২২১৬৬; প্রাণিমায়ে লইতে না পায় ৩১৬৪১; প্রাণরক্ষা লাগি যেবা ৩৬১৩০৭; প্রাণরাজ্য করোঁ প্রভু ৩২৪৮; প্রাণরূপ ঝালি রাখে ৩১০১৩৮; প্রাণ লৈলে কিবা লাভ ৩২৪৬।

প্রাতঃকাল দেখি নারী ৩৩২৩১; প্রাতঃকাল দেখি বেণী ৩৩১০২; প্রাতঃকাল হৈতে পাক ৩২৫৮; প্রাতঃকালে অকুর আসি ২১৮১২২৪; প্রাতঃকালে আইসে লোক ২১৮১৩২; প্রাতঃকালে আমা দৌহার ৩৪১৩৮; প্রাতঃকালে আসি মোর ২১৫১৪৮; প্রাতঃকালে আসি রহে ২১২১২০৩; প্রাতঃকালে ঈশ্বর দেখি ৩১১১৪৪; প্রাতঃকালে উঠি প্রভু ২৮১২৫১; প্রাতঃকালে চলি প্রভু ২১৬১২৮; প্রাতঃকালে জগদানন্দ ৩১২১১৪; প্রাতঃকালে তারে বিহুচিকা ২১৫১৬২; প্রাতঃকালে নিজ নিজ ২৮১১৮৮; প্রাতঃকালে পুন তৈছে ২৪১২১; প্রাতঃকালে প্রভু মানস ২১৮১২৮; প্রাতঃকালে ভক্তগণ ২১১১২১; প্রাতঃকালে ভক্তসব ১১১১২৩২; প্রাতঃকালে ভব্যালোক ২১৮১২৬; প্রাতঃকালে মহাপ্রভু নিজ ২১৪১১১; প্রাতঃকালে মহাপ্রভু প্রাতঃস্নান ২১৮১১৪৫; প্রাতঃকালে রথযাত্রা ২১২১২১৭; প্রাতঃকালে শ্রীনিবাস ১১১১৩৬; প্রাতঃকালে যেই বহু ২১৬১১২১; প্রাতঃকালে স্নান করি করিলা ২১১১৮২; প্রাতঃকালে স্নান করি দেখি ২১৪১৬৮; প্রাতঃস্নান করি পুরী ২৪৪৬৬।

প্রাতে আসি প্রভুপদে ১১৬১১০১; প্রাতে উঠি আইলা বিপ্র ২১২১২১১; প্রাতে উঠি মথুরায় ২১১১১৩৭; প্রাতে কুমার হটে ২১৬১২০২; প্রাতে চলি আইলা প্রভু ২১১১২১৩; প্রাতে চলি আইলাম ২১৬১২৬৫; প্রাতে নিত্যানন্দ প্রভু ৩৬১২৫; প্রাতে প্রভুসঙ্গে আইলা ২১৮১৮৩; প্রাতে বৃন্দাবনে কৈল ২১৮১৬৮; প্রাতে শয়্যায় বসি আমি ২১১১১০৩।

প্রাপ্ত কৃষ্ণ হারাইয়া ৩১৪১৩২; প্রাপ্ত রত্ন হারাইল জেছে ৩১৪১৩৩।

প্রাভব প্রকাশ এই ২১২০১৪১; প্রাভব বিলাস বাসুদেব ২১২০১৫৫; প্রাভব-বৈভব-ভেদে বিলাস ২১২০১৫৪; প্রাভব-বৈভব-রূপে দ্বিবিধ ১১২১৮০; ২১২০১৪০।

প্রায়শ্চিত্ত পুছিল সব ২১২৫১৪৮।

প্রিয় আলিঙ্গিতে তারে ২১৪১৪৩; প্রিয়-ভক্তে দণ্ড করে ৩২১৪১; প্রিয়া প্রিয়সঙ্গহীন ২১৩১৪৫; প্রিয়ামুখে ভূদ পড়ে ৩১৫১৪৫; প্রিয়া যদি মান করি ১৪১২৩; প্রিয়ের উপরে যাব সৈন্য ২১৪১২৩৭।

প্রীত করি রঘুনাথে অৱতঃ ; প্রীত হঞা করে প্রভু অৱাচা ; প্রীত হঞা গোসাঞিরে ২৬৫৪ ; প্রীতিবিষয়ে
স্থখে ১৪১১৭০ ; প্রীতি-বিষয়ানন্দে ১৪১১৬২ ; প্রীতে করিতে চাহে ১১০১২০ ; প্রীতের স্বভাবে কাহাতে অৱা১৬৬ ;
প্রীত্যক্ষরের রতি ভাব ২২২২২৪ ।

প্রেম আলিঙ্গন প্রভু ২১৬২৫১ ; প্রেমঞ্জে বন্ধ আমি অ২২৬২ ; প্রেম-কৌটাল্য নেত্রযুগলে ২১১১৩৪ ;
প্রেম ক্রমে বাড়ে ২২২২২২ ; প্রেমক্রোধে স্বরূপ তাঁরে অ২২২২ ; প্রেম গুপ্ত করে ২১৭১৪৭ ; প্রেম দিতে কৃষ্ণ দিতে
১১১১৫৬ ; প্রেম দেখি উপাধায় ২১২১২১ ; প্রেম দেখি লোকের হৈল ২১২১২২ ; প্রেম দেখি সেবক কহে ২৪১১৩৬ ;
প্রেমধন বিহু ব্যর্থ অ২০১২২ ; প্রেম নাম প্রচারিতে ১৪১৪ ; প্রেম নাম প্রচারিয়া ১১৩৩৩৪ ; প্রেমনামে মত্ত লোক
২১৮১১১ ; প্রেমনেত্রে দেখে ১৫১১৮ ; প্রেম পরকাশ নহে অ৭১১২ ; প্রেম পরিপাটী এই অ১১১৪০ ; প্রেম প্রচারণ
আর অ৩১৪১ ; প্রেম প্রচারিতে তবে অ৩১৪০ ; প্রেমফল পাকি পড়ে ২১২১৪৪ ; প্রেমফল ফুল করে ১১০১৭৭ ;
প্রেমফল ফুল ভরি ১১১১৩ ; প্রেমফলাদ্যে লোক ১১০১৮৬ ; প্রেমবশ গৌরপ্রভু অ২১৮০ ; প্রেমবশ হই তাই
অ২১৮০ ; প্রেমবশ্য ডুবাইল ১৭১২৪ ; প্রেমবাচী হা-শব্দ অ৩৫৭ ; প্রেম বিনা কতু নহে ২১০১৭৪ ; প্রেমবিহু
কৃষ্ণপ্রাপ্তি অ৪১৫৭ ; প্রেমবুদ্ধি ক্রমে নাম ২১২১৫২ ; প্রেমবৈচিত্র্য রত্ন ২১৮১৩৭ ; প্রেমবৈচিত্র্য শ্রীদশমে ২২৩৪৪৪ ;
প্রেমভক্তি দিয়া তিঁহো ১১৭১২৮৮ ; ; প্রেমভক্তি দিলা লোকে ২২০১২৮৫ ; প্রেমভক্তি পায় তার অ২১৫০ ; প্রেমভক্তি
পায় সেই ২১২১২১৪ ; প্রেমভক্তি প্রবর্তাইল ২১১১৮ ; প্রেমভক্তি লওয়াইলা ১১৩৩৩৬ ; প্রেমভক্তি শিখাইতে
১৪১৮৬ ; প্রেমভক্তি হয় রাধাকৃষ্ণের ২১৮১২৮ ; প্রেমময় বপু কৃষ্ণ ২১৪১২৫৪ ; প্রেমরস আশ্বাসিল ১৪১২১২ ; প্রেমরস-
কুমুদবনে ২২৫১২২৫ ; প্রেমরস-নির্যাস করিতে ১৪১১৪ ; প্রেমসিদ্ধময় রহে অ১২১৭২ ; প্রেম সেবা পরিপাটী
১৪১১৭৫ ।

প্রেমাকৃষ্ট হয়ে প্রভুর অ২১৩৪ ; প্রেমাদিক স্থায়ি ভাব ২২৩২৭ ; প্রেমা হৈতে কৃষ্ণ হয় ১৭১১৩৮ ; প্রেমা
হৈতে পাই কৃষ্ণসেবা ১৭১১৩৮ ; প্রেমানন্দে হৈল দৌহা ২১১১১১৪ ; প্রেমানন্দে নাচে গায় ২১৭১১৪৮ ; প্রেমানন্দে
মহাপ্রভু হইল অ১১১৫৭ ; প্রেম প্রয়োজন বেদে ২৬১৬২ ; প্রেমাবস্থা শিখাইলা ১১৩৩৩৭ ; প্রেমাবিষ্ট হঞা প্রভু
করে অ১১১৮২ ; প্রেমাবিষ্ট হঞা প্রভু কহিতে ২৬২০৭ ; প্রেমাবিষ্ট হঞা শ্লোক ২১২১৬৮ ; প্রেমাবিষ্ট হৈয়া প্রভু
কৈলা ২৬২০৫ ; প্রেমাবেশে করে তারে ২১২১৬০ ; প্রেমাবেশে কৃষ্ণের কৈল ২১৮১৫৬ ; প্রেমাবেশে কৈল তাঁর
২১০১২৪ ; প্রেমাবেশে কৈল বহু গান ২১২৭৫ ; প্রেমাবেশে কৈল বহু নর্তন ২১২১৫৬ ; প্রেমাবেশে কৈল বহু নৃত্যগীত
২১৮৩ ; প্রেমাবেশে তারে মিলি ২১২১৫৭ ; প্রেমাবেশে তাই বহু নৃত্য ২১৭১৪ ; প্রেমাবেশে তিন দিন ২৩৩৫ ;
প্রেমাবেশে নাচে প্রভু ২১২১৪১ ; প্রেমাবেশে নাচে লোক ২১১১১৩ ; প্রেমাবেশে নৃত্য করে ২১৮১৬৭ ;
প্রেমাবেশে নৃত্যগীত করি ২৫১৫ ; প্রেমাবেশে নৃত্যগীত করিলা ২৪১১৫৪ ; প্রেমাবেশে নৃত্যগীত কৈল ২১৭১৭৫ ;
প্রেমাবেশে নৃত্যগীত বহু ২১২১৬৪ ; প্রেমাবেশে নৃত্যে তেঁহ ২১২১৪১ ; প্রেমাবেশে পড়িলা তেঁহো অ১৮১৬২ ;
প্রেমাবেশে পড়িলে তুমি ২৫১১৪৮ ; প্রেমাবেশে পথে তুমি ২১৭৩৭ ; প্রেমাবেশে পুষ্পোত্তানে ২১১১৪৫ ; প্রেমাবেশে
প্রভু করে ২১৮৩১ ; প্রেমাবেশে প্রভু কহে ২১২১১১ ; প্রেমাবেশে প্রভু তাঁরে ২১২১২৭ ; প্রেমাবেশে প্রভুর দেহ
২১২১২০ ; প্রেমাবেশে প্রভু ভৃত্য ২১৮২০ ; প্রেমাবেশে প্রভু যবে ২১৮১৬৮ ; প্রেমাবেশে প্রভুসঙ্গে ২৫১১৪৪ ;
প্রেমাবেশে প্রভুর মন ২১৮১৬১ ; প্রেমাবেশে প্রভুরে ২১৮১৭৭ ; প্রেমাবেশে বহুক্ষণ ২১২৩২ ; প্রেমাবেশে বুলে
তাঁই অ১৫১২৭ ; প্রেমাবেশে মধ্যে নৃত্য ২১৭১৬ ; প্রেমাবেশে মহাপ্রভু উপবন ২১৩১২৪ ; প্রেমাবেশে মহাপ্রভু
ভূমিতে ২১৭১২০৪ ; প্রেমাবেশে মহাপ্রভু যবে আজ্ঞা অ১৬১০০ ; প্রেমাবেশে মহাপ্রভু হইলা ২১২১৭১ ; প্রেমাবেশে
মহাপ্রভুর গরগর অ১২১৫৪ ; প্রেমাবেশে যায় করি ২১৭১২২ ; প্রেমাবেশে শিখিল হৈল ২১২১২৩ ; প্রেমাবেশে সতে
করে ২১৩৩১৪ ; প্রেমাবেশে সতে নাচে অ১১১৫০ ; প্রেমাবেশে সার্বভৌম ২১৩৩১ ; প্রেমাবেশে হরিবোলে
২৩১০ ; প্রেমাবেশে হাসি কান্দি ২১৭১১১ ; প্রেমাবেশে হকার বহু ২১০১৭৮ ; প্রেমামুতে তৃপ্ত ২৪১১২৩ ;

প্রেমামৃত-বৃষ্টো প্রভু ২১৩১৬৬; প্রেমার স্বভাব এই ২১৮২২৫; প্রেমার স্বভাবে করে ২১৭৮৮; প্রেমার স্বভাবে ভক্ত ২১৭৮৫; প্রেমার্ণবমধ্যে ফিরে ২১১১২৫।

প্রেমী কৃষ্ণদাস আর ২১৮১৪৮; প্রেমী ভক্ত বিয়োগে ৩৪৫২।

প্রেমে আত্মা ভাঙ্গিলে ৩১০১৭; প্রেমে করে বংশী ১৫১১৪২; প্রেমে কৃষ্ণ মিলে সেহো ৩৪৫২; প্রেমে কৃষ্ণাশ্রয় হৈলে ২২০১২৪; প্রেমে গর গর ভট্ট ৩১৩১১৪; প্রেমে গর গর মন ২১৭১২১৫; প্রেমে গায় নাচে লোক ২২০১২৮৬; প্রেমে নাচে গায় লোক ২১৩১৬৩; প্রেমে নৃত্য করে হৈল ১১৭১২২৫; প্রেমে নৃত্য কৃষ্ণনাম ২১৫১২০০; প্রেমে পুরীগোসাক্ষি তাঁরে ২১১১৫৩; প্রেমে প্রভু করে রাধাকুণ্ডের ২১৮১৫; প্রেমে প্রভু স্বহস্তে ২১৮১৫১; প্রেমে বিহ্বল হয় তবে ৩১৩১২৮; প্রেমে মত্ত অঙ্গ ডাহিনে ১৫১১৬৭; প্রেমে মত্ত করি আকর্ষণে ২১২৪৪৩; প্রেমে মত্ত চলি আইলা ২১৮১১৪; প্রেমে মত্ত দুইজন ৩১৫২; প্রেমে মত্ত নাচে লোক ২১৭১১৭৮; প্রেমে মত্ত নাহি তাঁর ২৪১২১; প্রেমে মত্ত নিত্যানন্দ ১৫১১৮৬; প্রেমে মত্ত লোক বিনা ১১৮৪৭; প্রেমে মত্ত হঞা তেঁহো ২১২১২৭; প্রেমে মত্ত হৈল যেই ২১৮১৮১; প্রেমে সেবা করি ভূট ২১৭১৭৭; প্রেমে হাসে কান্দে গায় ২২৫১১৮।

প্রেমেতে বিহ্বল বাহ ২১৮৮৩; প্রেমেতে বিহ্বল হঞা ২৪১১২৫; প্রেমেতে ভৎসনা করে ৩৭১৩১; প্রেমেতে ভাসিল লোক ২১৭১৭২।

প্রেমের উদয়ে হয় ১৮১২৩; প্রেমের উৎকর্ষা প্রভুর ২১৩১১৬; প্রেমের করেন ভক্তি ১৮১২২; প্রেমের পরমসার ২১৮১২৩; প্রেমের বিকার দেখি ২১১১২০৫; প্রেমের বিকার বাণতে ৩১৮১১৮; প্রেমের বিবর্ত ইহা ২১৩১১৪৭; প্রেমের লক্ষণ এবে ২২৩১৪; প্রেমের স্বভাব যাই ৩২০১২৩; প্রেমের স্বভাবে দাস্ত ১৬৬৩২; প্রেমের স্বরূপ জানে ৩১২১১৫৩; প্রেমের স্বরূপ দেহ ২১৮১২৪।

প্রেমোন্মাদ হৈল উঠি ২৪১১২৭; প্রেমোন্মাদে পড়ে প্রভু ২১২১১০১; প্রেমোন্মাদে মত্ত হৈয়া ২১৫১২৭২; প্রেমোন্মাদে গৃহ শোধে ২১২১৮২।

প্রৌঢ় নির্মল ভাব ১৪১৪৪।

ক

ক

ক

ক

কলপাত্র হাথে সেবক ২১৫১৮১; কল ফুল দিয়া করি ১১৮১৪০; কল ফুল পত্র যুক্ত ২১৪১৩০; কল ফুলে বাড়ে শাখা ১১২১৫; কল ফুলে ব্যঞ্জন করে ২১৭১৬০; কল ভাঙ্গি শস্ত কৈল ২১৫১৭৭; কলাভাস এই যাতে ৩১১৩৫; কলাশ্রমে মত্ত লোক ১১৮১৪৩; কলে অহুমান পাছে ২১৫১৩২; কল করি মুক্তি দেখে ২১২১৪৩; কলতীর্থে তবে চলি ২১২১৫১; কলবল্লভপ্রায় ৩৭১৭২।

কাড়িমু তোমার বুক ১১৭১১৭৪; কান্দন-পূর্ণিমা-সন্ধ্যায় ১১৩১১৮; কান্দনে আসিয়া কৈল ২১৭১৩; কান্দনের শেষে দোলযাত্রা ২১৭১৪।

কিরি গেলা ঘর বিপ্র ১১৭১৫৭; কিরি কিরি কহু প্রভুর ২১৩১১৩।

কুকুর পড়িল মহা ৩১৪১৮২; ফুট কলাই চূর্ণ করি ৩১৩১৩০; ফুল ফল ভরি ডাল ২১৭১১২১; ফুলবড়ী পটোল ভাঙ্গা ২১৫১২১১; ফুলবড়ী ফলমূলে ২১৫১২১০।

ব

ব

ব

ব

বংশীগানামৃত ধাম ২১২১২৬; বংশীগীতে হরে লক্ষ্মাদিকের ২১২৪৪০; বংশীছিন্ন আকাশে ২২১১১৮; বংশীধ্বনি চক্রবাত ২২১১২৪; বংশীবাজে গোপীগণের ১১৭১২৩০; বংশী মকর কুণ্ডলাদি ৩১৩১৩০; বংশীধ্বনি উদ্দীপন ২১২৩৩০।

বক্তব্য বাহুল্য, গ্রন্থ ১১১৬৩; বক্তা শ্রোতা কহি শুনি ৩৫১৬২।

বক্তেশ্বর অচ্যুতানন্দ ৩১০১৫৮; বক্তেশ্বর দামোদর ২১১২৩৮; বক্তেশ্বর নাচে প্রভু ২১১৪১৮; বক্তেশ্বর পণ্ডিত করেন ৩১১১৬৬; বক্তেশ্বর পণ্ডিত তাই ৩১১৪১৭; বক্তেশ্বর পণ্ডিত প্রভুর ১১০১১৫।

বঙ্গদেশের এক বিপ্র ৩৫১৮৮; বজ্র যেন মাথে পড়ে ২১১১৩৩; বজ্রের স্থাপিত আমি ২৪১৪০।

বকিল কথোকদিন ২৩২০২।

বটৌ ভিক্ষামট গাফানয় ২১২৪১৪৫।

বড় এক পাথর গৃষ্ঠে ২৪১৫৩; বড় কুপা কৈলে প্রভু ২১১১৫৮; বড় বড় বৈষ্ণব তাঁর ৩৩১৩৪; বড় বড় মৃৎকুণ্ডিকা ৩৬১৫৫; বড় বড় লোক বসিলা ৩৬১৫২; বড় বড় লোক সব ১১১১৩৭; বড় বিপ্র কহে কত্তা ২৫১২৮; বড় বিপ্র কহে তুমি ২৫১২৪; বড় বিপ্র ছোট বিপ্রে ২৫১১১১; বড় বিপ্রে মনে ২৫১১৭৮; বড় ভাগ্যবান তুমি বড় ১১১১২১১; বড় মৎস্ত বলি আমি ৩১৮১৪৫; বড় শাখা উপশাখা ১১২২৩; বড় শাখা এক সার্কর্ভোম ১১০১১২৮; বড় শাখা গদাধর ১১০১১৩; বড় হরিদাস আর ১১০১১৪৫; বড় হৈলে নীলাচলে ১১০১১৫৪।

বৎসর বহি তোমা ৩৪১২২১। বৎসরের মহাপ্রভু করিবেন ৩১০১১৩; বৎসরের তরে আর ৩১০১১২৮।

বক্রাশি লক্ষণ মহাপুরুষ ১১৪১১২; বক্রাশি ঐটিয়া কলার আঙটিয়া ২৩১৪০; বক্রাশি ঐটিয়া কলার ডোদা ২৩১৪৮; বক্রাশি কলার এক আঙটিয়া ২১৫১২০৫; বক্রাশি ছাক্রিশে মেলি ২১২৪১২৪।

বন দেখি হয় ভ্রম ২১১১৫২; বন দেখিবারে যদি ২১১১১৮১; বনপথে আনি আমায় ২১১১৬৬; বনপথে চলি চলি ৩১৩৪১; বনপথে দেখে মৃগ ২১২৪১৫৩; বনপথে যাইতে তোমার ২১১১১৭; বনপথে যাইতে নাহি ২১১১১১; বনপথে যাবেন প্রভু ২১১১২; বনপথের স্নেহের কাঁই ২১১১৬৫; বনধাত্রায় বন দেখি ২৫১১১; বনমালী আচার্য্য দেখে ১১১১১১৩; বনমালী কবিচন্দ্র ১১২১৬১; বনমালী পণ্ডিত শাখা ১১০১১১।

বন্দ্য্যভাবে অনন্ত ৩৫১১৩২; বন্ধু দেখি বন্ধু যেন ২১১১১২১; বন্ধু-বান্ধব আসি দৌহে ১১৫১২২; বন্ধু-বান্ধব-স্থানে স্বপন ১১৪১৮৮; বন্ধু অল্প ফল শাক ২১১১৬৮; বন্ধুবান্ধবে প্রভুর ২১১১৫৮; বন্ধু শাক ফলমূলে ২৪১৬২।

বয়ঃ কৈশোরকং ধোয়ঃ ২১১১২৪; বয়সে মধ্যমা তেঁহো ২১৪১১৫৮।

বর দিল এই সব ২১২৩৬৬; বর দিল কুঞ্জে তোমার ৩৮১২২; বর দেহ মোর মাথে ২১২৩৬৪; বর শুনি কত্তাগণের ১১৪১৫৩।

বরাহ আবেশ হৈলা ১১১১১৭; বরাহ ঠাকুর দেখি ২৫১২; বরাহাদি লেখা যার ২১২০১২৫৬।

বর্ণনা করেন বৈষ্ণব ১১৩১১৬; বর্ণবেশ ভেদ তাতে ২১২০১২৫৬; বর্ণমাত্র ভেদ সব কুঙ্কের ২১২০১৪৫; বর্ণিতে বর্ণিতে গ্রন্থ ১৮১৪২।

বর্ষান্তরে অদ্বৈতাদি ২১১১২২; বর্ষান্তরে আইলা সব ৩১৬৩৩; বর্ষান্তরে পুন তাঁরা ২১৬১১২; বর্ষান্তরে শিবানন্দ চলিলা ৩৬১৬১; বর্ষান্তরে শিবানন্দ লঞা ৩১১১৪; বর্ষান্তরে শিবানন্দ সব ৩১১১৬০; বর্ষান্তরে সব ভক্ত ৩১০১২।

বর্ষার মেঘ প্রায় অশ্রু ৩১০১৩১।

বর্ষে স্থির তড়িগণ ৩১৮১৮৩।

বলগণ্ডি ভোগের প্রসাদ ২১৪১২৩; বলগণ্ডি ভোগের বহ ২১৬১৫২; বলদেব-প্রকাশ পরব্যোমে ১১৩১১৩; বলদেব-সুভদ্রাগ্রে ২১৩১১৮৩; বলভদ্র কৈল তারে মথুরা ২১১২২৬; বলভদ্র ভট্টাচার্য্য কহিয়াছে ৩৩৬৬; বলভদ্র ভট্টাচার্য্য দেখে ২১১১৩৮; বলভদ্র ভট্টাচার্য্য পণ্ডিত ২১১২২২; বলভদ্র ভট্টাচার্য্য পাক ২১১১৮৫; বলভদ্র ভট্টাচার্য্য

ভক্তি ১১০১২৪৪; বলভদ্র ভট্টাচার্য্য রহে মাত্র ২১১২২৪; বলভদ্র ভট্টাচার্য্য সঙ্গে ২১১১১২; বলভদ্র ভট্টাচার্য্য স্থানে
সব ৩৪১২০১; বলরামদার্স কৃষ্ণপ্রেম ১১১১৩১; বলরামাচার্য্য গৃহে ভিক্ষা ৩৩১৬০; বলরামে দেখি যেন ২১১১৪৮।

বল্লভ চৈতন্যদাস ১১২১৮১; বল্লভভট্ট করে তাসভার ২১২১১০০; বল্লভভট্টের হয় বাল্য ৩১১১৩২;
বল্লভসেন এই ২১১১১২; বল্লভার্থের কথা দেখে ১১২১২৫।

বলাই পুরোহিত তারে ৩৩১৮৮; বলাই পুরোহিতে কহি ৩৩২০১; বলাংকারে ধরি প্রভু ৩৪১১৪৪;
বলাংকারে প্রভু তাঁরে ৩৪১২০।

বলিতে না পারে কিছু ১১১১১০১; বলিতে না পারে বালক ৩৩১১; বলিতে লাগিল হাণ্ডী ৩১৩১৫৪;
বলিতে লাগিলা তাঁরে ৩৩২২৬; বলিষ্ঠ দয়িতাগণ যেন ২১১৩১।

বলে ছলে তবু দেন ২১২১১৬১।

বসন্তকালে রাসলীলা ১১১১২১৪; বসন্ত নবমী হোড় ১১১১৪১; বসন্তরজনী পুষ্পোত্তানে ৩২০১২৮;
বসাইল সভামধ্যে ১১১১৬০; বসাইলা তাঁরে প্রভু ১১৬১২৮; বসিয়াছেন গঙ্গাতীরে ১১৬১২৬; বসি আছেন মহাপ্রভু
২১০১২২১; বসি আছেন যেন কোটি ৩৩৪৩০; বসি নাম লয় পুরী ২১৪১৩০; বসি পাদ চাপি করে ৩১২১৬২; বসি
প্রভু করে কৃষ্ণনাম ২১৮১১১; বসি ভট্টাচার্য্য মনে ২৩১১০; বসি মহাপ্রভু কিছু ২১৮১২২৫; বসিতে আসন দিয়া
২৩২০২২; বসিতে আসন দিলা ২১০১৩০; বসিয়া আছেন স্মৃতে ১১৪১৬২; বসিয়া করিল কিছু ১১১১৫৮; বসিয়াছে
হাথে তোত্র ২১২১২০; বসিল সভার পঞ্চশান্তি ২১৮১১৪২; বসুদেব-দেবকীর কৃষ্ণ ২১২১১৬২; বস্তুতঃ পরিণামবাদ
১১১১১৬; বস্তুতঃ বুদ্ধি শুদ্ধ নহে ২১২১২০; বস্তুতঃ প্রভু যবে কৈল ৩৪১১৮২; বস্তুতঃ সরস্বতী অন্তর্দ ১১৬১২১;
বস্তুতঃ জ্ঞান হয় কৃপাতে ২৩৮১১; বস্তুনির্দেশ আশীর্বাদ ১১১১৫; বস্তুনির্দেশ-রূপ মঙ্গলা ১১২১২; বস্তু প্রকাশিয়া
করে ১১১১৪৮; বস্তুগুপ্ত দোলা চড়ি ১১৩১১১৩; বস্তু নাহি নিল তেঁহো ২১২০১১১; বস্তু পাইয়া আনন্দিত ২১২১৩৫;
বস্তু-পীঠ-গৃহসংস্কার ২১২৪১২৪৫; বস্তুপ্রসাদ লৈয়া তবে ২১১১১৩; বস্তু স্থান ঝাড়ি পড়ে ২১২৪১২৩০।

বহিরঙ্গবুদ্ধ্যে তোমায় ৩৪১১৬৫; বহিরঙ্গা মায়া তিনে ২৩১১৪৬; বহির্দ্বারে আছে কালিদাস ৩১৬১৫০;
বহির্বস্তু ঘটপট ১১১১৫৫; বহির্কাস লঞা করে ৩১৪১২১; বহির্কাসে করি ফেলায় ২১২১৮৫; বহির্কাসে বাঙ্কি সেই
২১৪১৩৮; বহির্কাসে শোয়াইল ৩১৮১১০।

বহু কান্তা বিনা ১১৪১৬২; বহু গ্রন্থ কলাভ্যাস ব্যাখ্যান ২১২১৬৪; বহু জন্ম করে যদি ১১৮১১৫; বহু জন্ম পুণ্য
করে ৩১৬১২২২; বহু জন্ম পুণ্যফলে ২১১১৪৬; বহু জ্ঞাতীগোষ্ঠি তোমার ২১৫১২৫; বহু তৈল দিয়া কৈল ২১৪১৫২;
বহু দিন আচার্য্য গোসাঞি ২৩১১৫৫; বহু দিন তোমার পঞ্চ ২১৪১৩৮; বহু দিন পর্য্যন্ত গ্রাম ৩৩১১৫৫; বহু দিন
মনোরথ তোমা ৩১১১৬; বহু দূর হৈতে আইলাঙ ২১২১৬০; বহু দৈন্ত্য করি প্রভুর ৩১১১৪৫; বহু দিনের অপরাধে
৩৩১৩২; বহু দিনের ক্ষুধায় গোপাল ২১৪১১৫; বহু নাচাইলে আমায় ২৩১১০০; বহু নৃত্য করি পুন ২১৬১৪২;
বহু নৃত্য কৈল প্রভু ২১২১৩০; বহু নৃত্যগীতে কৈলা ২১৪১১৪; বহু ধন দিয়া দুই ২১২১৩০; বহু পরিশ্রমে চন্দন
২১৪১১৬৬; বহু মূল্য উত্তম প্রসাদ ৩১০১১০৬; বহু মূল্য দিয়া আনে ২১৫১৮৮; বহু মূল্য প্রসাদ সেই ৩১৬১৮৪;
বহু মূল্য বস্তু প্রভুর মস্তকে ২১৫১২২; বহু মূল্য ভোট দিবে ২১২০১৮১; বহু যত্ন কৈল কৃষ্ণ ১১১১২৮৩; বহু যত্নে
সেই পুণি ২১২১২৪; বহু শাস্ত্রে বহু বাক্যে চিত্ত ১১৬১২০; বহু শীতল জলে ২১৪১৩১; বহু শ্রদ্ধাভক্ত্যে প্রভুর
২১১১১৮; বহু সঙ্গে বৃন্দাবনে গমন ২১৬১২১০; বহু স্তুতি করি কহে ২১১১৪০; বহুক্ষণ আইলা মোরে ৩১৫১২১;
বহুক্ষণ নৃত্য করি ২১১১২০২; বহুক্ষণে কৃষ্ণনাম ৩১৪১৬৬; বহুক্ষণে চৈতন্য নহে ২৩১৬।

বহুত উৎকর্ষা তাঁর ২১৬১১১১; বহুত উৎকর্ষা মোর ২১৬১৮১; বহুত প্রসাদ পাঠায় ২১৬১২৩; বহুত
প্রসাদ সার্কর্ভোম ২৩৪১০; বহুত সম্বাসী যদি ২১৫১১২৫ বহুত সম্মান আসি ২১৬১২৮; বহুত সম্মান করি ৩১৫১৬৪;
বহুত সম্মান কৈল কালিদাসে ৩১৬১১৬।

বাইশ ঘড়া জল দিনে ১১০১৪২; বাইশ পশার উপর ৩১৬৪৭; বাইশ পশার তলে ৩১৬৩৮।

বাউলকে কহিয় ইহা ৩১২১২০; বাউলকে কহিয় কারে ৩১২১২০; বাউলকে কহিয় লোকে ৩১২১২১; বাউলকে কহিয় হাটে ৩১২১২২; বাউলিয়া বিখ্যাসেরে ১১২১৩৪।

বাকী কোড়ি বাদ ৩১১১৩১; বাক্যদণ্ড করি করে ৩১১৪৪; বাক্যে কহে মুক্তি চৈতন্তের ১১৬৮০।

বাচস্পতি কর জল ২১৫১১৩৬; বাচস্পতিগৃহে প্রভু ২১৬১২০৪; বাচাল কহিয়ে বেদ ৩১৫১১৩১।

বাঞ্ছা ভরি আশ্বাদিল ১১৪১১০১; বাঞ্ছা হৈল গোপালের ২১৮১৪০।

বাট দেখে সেই বালক ২১৪১৩২; বাটা ভরি দিয়া বৈল ১১৪১২১।

বাড়ীতে কত শত বৃক্ষ ২১৫১৭২।

বাড়িয়া পশ্চিম দিশা ১১০১৮৪; বাড়িয়া ব্যাপিল সভে ১১২১৩১।

বাণবিন্দু ভগ্নপাদ ২১২৪১৫৩; বাণীনাথ আইলা অন্ন ২১১১১৬৬; বাণীনাথ আর যত ২১৪১২১; বাণীনাথ কাশ্মিগ্র ২১৬১৪৪; বাণীনাথ কি করে ৩১৫৪৪; বাণীনাথ ঠাকুরি দিল ২১১১১৬৫; বাণীনাথ পটুনাথক নিকটে ২১০১৫২; বাণীনাথ পটুনাথক প্রসাদ ৩১১১৭২; বাণীনাথ প্রসাদ লৈয়া ২১৪১২১; বাণীনাথ বসু আদি ১১০১৭২; বাণীনাথ বহু প্রসাদ ২১৬১৩৭; বাণীনাথ ব্রহ্মচারী ১১২১৮১; বাণীনাথ শিখি আদি ২১৬১২৫২; বাণীনাথাদি সবংশে ৩১২১৩৩।

বাৎসল্য আবেশে ১১৪১১০০; বাৎসল্য দাস্ত সখ্য ১১৭১২৮৭; বাৎসল্য ভক্ত মাতাপিতা ২১২১১৬৩; বাৎসল্য রতি মধুর রতি ২১২১১৫৮; বাৎসল্য সখ্য মধুরে ত ২১২১১৬৮; বাৎসল্যে করুণা করে ২১৬১০২; বাৎসল্যে গাবী প্রভুর ২১৭১১৮৪; বাৎসল্যে মাতাপিতা ২১২১৪২; বাৎসল্যে শাস্তের গুণ ২১২১১৮৫; বাৎসল্যে হয় তেঁহো ২১২১৬২।

বাতুল না হইও ২১৮১২৫; বাতুল বালকের মাতা ২১৫১৫১; বাতুল হইয়া আমি ৩১২১৮; বাতুলের প্রলাপ করি ২১২৪১২৩৪।

বাদাম ছোহরা দ্রাক্ষা ২১৪১২৫; বাদিয়ার বাজী পাতি ২১৬১২৭০; বাগ্মীত কোলাহল ১১৭১১৬৬।

বানরসৈন্য হয় প্রভু ২১৫১৩৩; বান্ধব কৃষ্ণ করে ব্যাধের ৩১৫১৬৩; বান্ধিয়া আনিয়া পাড়ে ২১৪১১৩১; বান্ধুলীর ফুল জিনি ২১২১২১০; বান্ধে সভারে তাতে ৩১৫১৩৬।

বাপজ্যেষ্ঠা আনহ নহে ৩১২১০; বাপীতীরে তাই ঘাই ২১৬১৪২; বাপের ধন আছে জানে ২১০১১১৬।

বামন যৈছে চাঁদ ধরিতে ২১১১২৩; বামন হঞা যেন চান্দ ৩১৬১২৮; বামন হইয়া চাঁদ ২১৫১৫১; বামপার্শ্বে শ্রীরাধিকা ১১৫১২৭; বামা এক গোপীগণ ২১৪১১৫৬; বামে বিপ্রশাসন ২১৩১১৮৬; বাম্যবভাবে মান ২১৪১১৫২।

বাম্মুখ্যধি-ছলে হৈল ১১৭১৫; বাম্মু যৈছে সিন্ধুজলের ৩১৮১১২।

বার বার আকাশে ফেলি ২১৫১২৪; বার বার আসি আমি ৩১২১২; বার বার গোবিন্দ কহে ৩১০১৮৪; বার বার ঠেলে আর ২১৩১৮২; বার বার নিবেধ করে ৩১৩৫; বার বার নিবেধে তবু ৩১৪১২২; বার বার পলায় তেঁহো ২১৬১২২৬; বার বার প্রণয় কলহ ৩১৭১২৭; বার বার প্রভু যদি ৩১১১০৬; বার বার প্রভুর হয় ৩১২১১৩৬; বার মাস প্রভু তাহা ১১০১২৫; বার লক্ষ দেন রাজ্য ৩১৬১৮; বার লক্ষ মুদ্রা সেই ৩১৩১৭২; বার ক্ষীর আনি আগে ২১৬১২২।

বারাণসী আইলা ভট্ট ৩১৩১১৫; বারাণসী আইলা সব ২১২৫১৪৭; বারাণসী গ্রামে যদি ২১২৫১২২৬; বারাণসী চলিবারে ২১২১১২৫; বারাণসী ছাড়ি প্রভুর ১১৭১৫৪; বারাণসী দেশ প্রভু ২১২৫১১২; বারাণসী পর্যন্ত

স্বচ্ছন্দে ৩১৩৩৩; বারাগসী পুরী আইলা ১১১১৪৮; বারাগসী বাস আমার ২১২৫১২; বারাগসী মধ্যে প্রভুর ১১৩১১৫০; বারাগসী হৈল দ্বিতীয় ২১২৫১২০।

বারো দিনে চলি গেলা ৩১১৮৬।

বালক কহে গোপ আমি ২১৪১২৭; বালককালে (প্রভু) তার ৩১২১৫৪; বালক-কালে মাতা মোর ২১৫১২৮; বালক-দোষ না লয় ২১৫১২৮৫; বালগোপাল মস্ত্রে তেঁহো ৩১১৩৩২; বালকের দিব্য ছাতি ১১৩১১১৫; বালকের সৌন্দর্য্যে পুরীর ২১৪১২৫।

বালিশ তথাপি শিশুপ্রায় ৩১১৩৩১।

বালুকায় গর্ত করে ৩১১১৬৫।

বাল্যকাল হৈতে তেঁহো ২১৬১২২০; বাল্যকাল হৈতে তোমার ২৩১১৬২; বাল্যকাল হৈতে মোর ২১২১২৬; বাল্য চাকলা করে করহ ২১৪১৮২; বাল্য পৌগণ্ড কৈশোর যৌবন চারি ১১৩১১৭; বাল্য পৌগণ্ড কৈশোর শ্রেষ্ঠ মান ২১২১২৪; বাল্য পৌগণ্ড ধর্ম দুইত ১১২১৮১; বাল্য পৌগণ্ড ধর্মের স্তনহ ২১২০১৩১২; বাল্য পৌগণ্ড হয় বিগ্রহের ২১২০১২১৫; বাল্য বয়স যাবৎ হাথে ১১৩১২৪; বাল্যভাবচ্ছলে প্রভু ১১৩১২১; বাল্যভাব প্রকটয়া ১১৪১৩৩; বাল্যভাবাচ্ছর তত্ব ১১৪১৬১; বাল্যলীলাসুত্রে এই ১১৪১২১; বাল্যলীলার আগে প্রভুর ১১৪১৪; বাল্যশাস্ত্রে লোক তোমার ১১৬১২২; বাল্যাবধি রামনাম ২১২১২৪।

বাসা আদি যে চাহিয়ে ২১১১৫৮; বাসা দিয়া হুট হঞা ৩১২১২৫; বাসাঘর পূর্ববৎ সভারে ৩১২১৪২; বাসানিষ্ঠা কৈল চন্দ্র ২১২১২১০।

বাসি বিশ্বাদ নহে ৩১০১২২৩।

বাসু কহে মুকুন্দ আগে ২১১১১২৫; বাসুদেব আনন্দিত পুস্তক ২১১১১২৮; বাসুদেব উদ্ধার এই ২১১১৪৬; বাসুদেব গদাধর দাস ৩১০১১৩৭; বাসুদেব গদাশঙ্খ ২১২০১১২৩; বাসুদেব গলংকুঠ ৩১১১৮১; বাসুদেব গীতে করে ১১১১১৬; বাসুদেব গৃহে পাছে ২১৬১২০৩; বাসুদেব গোপীনাথ ২১৩১৩২; বাসুদেব জীব লাগি ৩১৩৬৩; বাসুদেবদত্ত শুণ্ড মুরারি ২১০১৭২; বাসুদেবদত্ত প্রভুর ১১০১৩২; বাসুদেবদত্ত মাত্র করেন ২১৪১২৬; বাসুদেবদত্ত মুরারি ৩১০১৮; বাসুদেবদত্তের এই ৩১০১১৮; বাসুদেবদত্তের তিহো ১১২১৫৫; বাসুদেবদত্তের তুমি ২১৫১২৪; বাসুদেবদত্তের তেঁহো ৩১১১৫২; বাসুদেবদত্তের দামোদর ২৩১১৫১; বাসুদেবদত্তের দেখি প্রভু ২১১১২২৩; বাসুদেবদত্তের নাম এক ২১১১৩৩; বাসুদেবদত্তের মুরারিশুণ্ড ৩১২১২৭; বাসুদেবদত্তের মুরারি গোবিন্দ ২১৬১১৫; বাসুদেবদত্তের মুরারি রাঘব ৩১১১০৩; বাসুদেবদত্তের মূর্তি কেশব ২১২০১৬৪; বাসুদেবদত্তের সঙ্কর্ষণ ১১৫১২০; ১১৫১৩৪; বাসুদেবদত্তের পদ ২১১১৪৬; বাসুদেবদত্তের বিলাস ২১২০১৭৪; বাসুদেবদত্তের ক্ষত্রিয়বেশ ২১২০১৪৮।

বাস্তব শাক পাক ২৩১৪২।

বাহির উত্তানে আসি ২১৬১১০০; বাহির হইতে করে ২১৪১১৮; বাহির হইয়া আনিল প্রভু ২১৪১৪৪; বাহির হইয়া প্রভু ২১১১১৭৭।

বাহিরে আইলা কিছু ২১৪১২১; বাহিরে আসি দরশন ২১১১২৬২; বাহিরে আসিয়া রাজা ২১৬১১০২; বাহিরে উচ্ছিষ্ট গর্ভে ৩১৬১৩৩; বাহিরে একমুষ্টি পাছে ২৩১৬০; বাহিরে কহেন কিছু করি ৩১১১৩০; বাহিরে জড়িয়া অন্তরে ৩১১১১৬; বাহিরে দুর্গামণ্ডপে ৩১৬১৫৩; বাহিরে দেবীমণ্ডপে ৩১৬১৫৭; বাহিরে না কহে বস্তু ২১৮১২১২; বাহিরে না প্রকাশয়ে ৩১৬১৩; বাহিরে নাগররাজ ২১১১৭; বাহিরে পড়িয়া আছে ২১১১৩৭; বাহিরে প্রতাপরুদ্র লৈয়া ২১৩১৮৫; বাহিরে প্রভুর তেঁহো ২১৬১০১; বাহিরে ফুকারে লোক ৩১১১০; বাহিরে বামতা ক্রোধ ২১৪১১৮৫; বাহিরে ভৎসনা করে ১১৪১৫৩; বাহিরে রহিয়া এবে ৩১২১২২; বাহিরে হাসিয়া কিছু ১১২১৩১।

বাহুড়িয়া সেই দেশ ৩৬১৮১ ; বাহু তুলি প্রভু বোলে ২২৫১২২ ; বাহু তুলি বোলে প্রভু ১৭১৫২ ; ২১১২৬২ ; ২১৭১৭৮ ; বাহু তুলি হরি বলি ১৩৪২ ।

বাহু অন্তর ইহার ২২২৮২ ; বাহু অর্থ করিবারে ৩৩৪৭ ; বাহু অর্থ যেই নয় ৩৭১৫২ ; বাহু জ্ঞান নাহি সেকালে ২১১৪৭ ; বাহু প্রকাশিতে এসব ৩৩৮৩ ; বাহু বিকার নাহি ২১৮১৪৬ ; বাহু বিরহদশায় ৩৩৩৫ ; বাহু বিরহে তাহা ৩৩৩০ ; বাহু বৈরাগ্য বাতুলতা ২১৬২৪১ ; বাহু সাধকদেহে করে ২২২৮২ ; বাহু হৈলে হয় যেন ৩১৪৩৪ ।

বাহু এক ঘর তার ২১৫২০৪ ; বাহু কিছু রোষাভাস ২১৩১৭৭ ; বাহু কৃত্য করে প্রেম ৩১৬২৬ ; বাহু বিষজালা হয় ২১২৪৪ ; বাহু রাজবৈজ্ঞান ইহো ২১৫১২০ ।

বিংশতি পরিচ্ছেদে নিজ ৩২০১২২ ; বিংশতি পরিচ্ছেদে সনাতনের ২২৫১২১০ ; বিংশতি বৎসর ঐছে ২১১৪৫ ।

বিচার করিয়া তাহা কর ২৭১৩৪ ; বিচার করিয়া হবে ২২৪১২৪ ; বিচার করিয়ে যদি ১৪১২৭ ; বিচার করিলে চিত্তে ১৮১১৪ ; বিচার করেন লোকের ১৩৭৮ ; বিচার সময়ে তাঁর বুদ্ধি ১১৬২১ ; বিচারি কবিত্ব কৈলে ১১৬৮০ ; বিচারি দেখিয়ে যদি ১৪১২০৬ ; বিচারিতে উঠে যেন ২১৮১ ; বিচারিতে এক শ্লোক ১৩৮৩ ; বিচারিয়া কহে কাজী ১১৭১৬১ ; বিচারিয়া গুণদোষ ১১৬৪৮ ; বিচ্ছেদ-দুঃখিতা জানি ৩১২১৪ ; বিচ্ছেদে ব্যাকুল প্রভু ২৭১২১ ।

বিজয় আচার্য্য গৃহে ১১৭১২৩২ ; বিজয় পণ্ডিত আর ১১২১৬৩ ; বিজয়া দশমী আইলে ২১৬২২ ; বিজয়া দশমী দিনে করিল ২১৬২৩ ; বিজয়া দশমী লক্ষা বিজয়ের ২১৫১৩ ; বিজাতীয় ভাবে নহে ১৪১২২১ ; বিজাতীয় লোক দেখি ২১৮২৬ ; বিজ্ঞ জ্ঞানের হয় যদি ২২২১৫২ ।

বিষ্ঠল ঠাকুর দেখি ২১২৫৫ ।

বিড়া খাওয়াইয়া কৈল ৩৬১২০ ।

বিতণ্ডা ছল নিগ্রহাদি ২৬১৬১ ।

বিদগ্ধ আত্মীয় কাব্য ৩৫১০৪ ; বিদগ্ধ চতুর ধীর ২১৫১৪০ ; বিদগ্ধমাধব আর ৩১১১২ ; বিদগ্ধ মুহু সদৃশ ২১৩১৩৭ ; বিদগ্ধ ললিত মাধব ৩৪১২১৬ ।

বিদায় করিল প্রভু ২৩১৮২ ; বিদায় করেন তারে শক্তি ২৭১২৬ ; বিদায় লঞা রায় আইলা ২১২১৬৩ ; বিদায়-সময়ে প্রভু কহিলা ২১১৪৩ ; বিদায়-সময়ে প্রভুর চরণে ২১৮১৮২ ; বিদায় হইয়া মিশ্র ৩৫১৩০ ; বিদায়ের কালে তারে ২১৮২৪৭ ।

বিদ্বরের ঘরে কৃষ্ণ ২১০১৩৫ ।

বিদ্যানিধি আচার্য্য ইহো ২১১১৭৩ ; বিদ্যানিধি বাসুদেব ২১২৪১ ; বিদ্যানিধি সে বৎসর ২১৬৭৫ ; বিদ্যানিধির জলযুদ্ধ ২১৪১৭৮ ; বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস ২১০১১৩ ; ৩১৭১৫ ; বিদ্যাপতি জয়দেব ১১৩৪০ ; বিদ্যাপুরে নানা মত ২১৮২৫২ ; বিদ্যাবলে পাইল প্রভুর ১১৬১০২ ; বিদ্যাবলে সভা জিনি ১১৬২২ ; বিদ্যাভক্তি-বুদ্ধি বলে ২১৬২৬০ ; বিদ্যার প্রভাব দেখি ১১৬৭৭ ।

বিদ্যুৎপ্রায় দেখা দিয়া ৩১৪১৭৩ ।

বিদ্যোদত্তো কাহাকেও ১১৭১৪ ।

বিধি জড় তপোবন ২২১১১২ ; বিধিধর্ম ছাড়ি ভজ ২২২৮০ ; বিধি নিষেধ বেদশাস্ত্র ২২৪১৩ ; বিধি শুক্ল রাগভুক্ত ২২০১২০৬ ; বিধিভক্তি সাধনের ২২২৮৪ ; বিধিভক্ত্যে নিত্যসিদ্ধ ২২৪১২০২ ; বিধিভক্ত্যে প র্যদেহে

২২৪১৬২; বিধিভক্ত্যে ব্রজভাব ১৩১১৩; বিধিভব নারদ ১৬৪৪৩; বিধিমত কৈল তেঁহো ২৮১১৩; বিধিমার্গে না পাইয়ে ২৮১১৮২; বিধিমার্গে ভক্ত ঘোড়শ ২২৪১২১১; বিধি মোরে হিন্দুকুলে ২১৬১১৭২; বিধি-রাগ-মার্গে চারি ২২৪১২০৮; বিধি রাগমার্গে সাধন ২২৪১২৬১; বিধি-শিব নারদ মুখে ২২৪১৮৪; বিধির করে ভৎসন ৩১২১৪২।

বিধেয় আগে কহি ১১৬১৫৪; বিধেয় কহিয়ে তারে ১২১৬২।

বিনিতি করিয়া বোলে ৩৬২৩; বিনয়-করিয়া কহে ২৫১৪৮; বিনয় করিয়া বিদায় ২১১২২০; বিনয় করিয়া ভট্ট ৩৭১৫; বিনয় ভক্তিতে কারো দুঃখ ১১৬১৪; বিনয় শুনি তুষ্ট প্রভু ২৬২২২৩; বিনা দানে এত লোক ২১১১৫২; বিনা পাপ ভোগে হবে ২১৫১১৬৭; বিনামূল্যে দেয় গন্ধ ৩১২১২২; বিনোদিনী লক্ষ্মীর হয় ২১১১১১।

বিগুল আয়তাকরণ ২২১১১১০।

বিপ্র অহুবাদ ১২১৬৩; বিপ্র কহে এই তোমার ২১২২৩; বিপ্র কহে জীবনে মোর ২১১১৭২; বিপ্র কহে তুমি আমার ২৫১১৭; বিপ্র কহে তীর্থবাক্য ২৫১৩২; বিপ্র কহে তুমি সাক্ষাৎ ২১১১২৭; বিপ্র কহে নামাভাসে ৩৩১১৮৫; বিপ্র কহে পাঠান ২১২১১৫৮; বিপ্র কহে পুত্র যদি ১১৪১৮৪; বিপ্র কহে প্রতিমা হৈয়া ২৫১২৪; বিপ্র কহে প্রভু মোর ২১১১৬৭; বিপ্র কহে প্রয়াগে ২১১৮১৩৩; বিপ্র কহে মূর্খ আমি ২১১২২; বিপ্র কহে স্তন লোক ২৫১৫৬; বিপ্র কহে শ্রীপাদ ২১৭১১৫৭; বিপ্র কহে শ্লোকে নাহি ১১৬১৪৩; বিপ্র কহে সাক্ষী বোলাঞা ২৫১৪১; বিপ্র কহে হও যদি ২৫১২২; বিপ্রগৃহে আসি প্রভু ২১১২৪৪; বিপ্রগৃহে গোপালের ২১৮১২৬; বিপ্রগৃহে বসি আছেন ২১২২৫২; বিপ্রগৃহে স্থল ভিক্ষা ২১২১১১৬; বিপ্র লাগি কর তুমি ২৫১২৫; বিপ্র সব নিমন্ত্রণে প্রভু ২১৭১২৮; বিপ্রসভায় শুনে তাই ২১১১৮৫; বিপ্রত্ব বিখ্যাত ১২১৬৪; বিপ্রলভ চতুর্দিক ২২৩১৪৩।

বিপ্রে উপহাস করি ২১৭১১১১; বিপ্রে কুষ্ঠ শুনি ৩৩২০১; বিপ্রে প্রাক্ষপাত খাইলু ৩১১১২২।

বিবর্তবাদ স্থাপিয়াছে ২৬১১৫৬; বিবর্তবাদ স্থাপে ব্যাস ভ্রান্ত ২২৫১৩৩; বিবাহ করিলে হৈল ১১৩১২৫; বিবিধ ঔদ্য করে ১১৬১৫; বিবিধ সাধন-ভক্তি ২২২১৬০।

বিকোক মোটায়িত ২১৪১১৬৪।

বিশবতি ক্রিয়ায় ১১৬১৬২; বিভা না করিহ বলি ৩১৩১১১; বিভাব অহুভাব সাক্ষিক ২২৩১২৮; বিভিন্নাত্ম জীব তাঁর ২২২১৭; বিভূত্বপে ব্যাপে ২২৪১১৭; বিভূতি কহিয়ে যৈছে ২২০১৩১১।

বিমনা হইয়া ভট্ট ৩৭১৭৩।

বিয়ড়ি কহিয়া তিলা ২১৪১২২।

বিরক্ত সম্মানী তেঁহো ২১০১৭; বিরক্ত স্বভাব কহু রহে ৩৮১৩৬; বিরজা ব্রহ্মলোক ভেদি ২১২১১৩৫; বিরজার পারে পরব্যোমে ২২০১২৩১; বিরহ-বেদনায় প্রভুর ৩৬১৫; বিরহ সমুদ্র জলে ২১৩১১৩৫; বিরহ-সর্প-বিষে তাঁর ১১৬১১২; বিরহে আলালনাথ ১১১১১৩; বিরহে কৃষ্ণকৃষ্টি ২২৩১৪১; বিরহে বাটিল প্রেম ২৩১১১৬; বিরহে বিহ্বল প্রভু ২১১১১৬; বিরহে ব্যাকুল প্রভুর ৩১২১৫৫।

বিরট ব্যাটী জীবর তেঁহো-২২০১২৫৩।

বিরুদ্ধমতি ভগ্নক্রম ১১৬১৫২; বিরুদ্ধমতিকৃত্য নাম ১১৬১৫৮; বিরুদ্ধমতিকৃত্য শব্দ শাস্ত্রে ১১৬১৬০; বিরুদ্ধার্থ কহ তুমি ১২১৭৩।

বিরোধালঙ্কার ইহা ১১৬১৭৫।

বিলাইল যারে তারে ১৮১১৮; বিলাপ করেন দুঁহার ৩১৫১১০; বিলাপ করেন স্বরূপ ৩১৫১২৩; বিলাস

চৈতন্যমালী ১৮২৫; বিলাস-স্বাংশের ভেদ ২২০১৫৩; বিলাসাদি ভাব-ভূষায় ২১৪১১৬; বিলাসের বিলাস-ভেদে ২২০১৫৪।

বিশ্বমঙ্গল কহিল যেই ২১০১১১।

বিশ জনা তিন ঠাই ৩৬৬২; বিশ পঞ্চদশবার ৩৬১৪২; বিশ বিশ শাখা করি ১৮১৬।

বিশাখাকে কহে আপন ৩১৫১১১; বিশাখাকে রাখা যৈছে ৩১৫১৫৫; বিশারদের সহায়্যায়ী ২৬৫২।

বিশুদ্ধ নির্মল প্রেম কভু নহে ১৪১১৩২; বিশুদ্ধ নির্মল প্রেম সর্ব ২১৫১৩৩; বিশুদ্ধ নির্মল যেন দশবাণ ২১৪১৬১; বিশুদ্ধ বাৎসল্য মিশ্র ১১৪১৮৬।

বিশেষ রাজার আজ্ঞা ২১২১১২; বিশেষে কায়স্থবৃত্তি ৩৬২২; বিশেষে ঠাকুরের তাই ৩৪১২২১; বিশেষে তাহার ঠাকুরি ৩৮১৪৬; বিশেষে দুর্গম এই ৩৫১১০২; বিশেষে শ্রীহস্তে প্রভু ২১১১১০২; বিশেষে সেবন করে ১১৩১৭৬।

বিশ্বস্তর জগন্নাথ ২১৩১১২; বিশ্বস্তর নাম ইহার এইত ১১৪১১৬; বিশ্বস্তর নাম ইহার তাঁর ইহো ২৬৫১; বিশ্বস্তরের কুশল হউক ১১৪১৭৮; বিশ্বরূপ উদ্দেশে আমি ২১১১০; বিশ্বরূপ গুনি ঘর ১১৫১১০; বিশ্বরূপ সম না করিহ ২১৩১৪০; বিশ্বরূপের সিদ্ধিপ্রাপ্তি ২১১১২২; বিশ্বের সৃষ্টি করে নিমিত্ত ১৬১১২; বিশ্বস্থিতিাদিক কৈল ২২০১২২২।

বিশ্বাস আসিয়া প্রভুর ২১৬১১৬৮; বিশ্বাস করহ তুমি ২১১১৮০; বিশ্বাস করি চন্দন দেহ ২১৪১১৬০; বিশ্বাস করি গুন, তর্ক ২১৮১২৫২; বিশ্বাস করিয়া কর এ-তিন ৩১৬১৫১; বিশ্বাস করিয়া গুন করিয়া ৩১২১১৫; বিশ্বাস করিয়া গুন চৈতন্য ৩২১১৬২; বিশ্বাসধানার কায়স্থ ৩১৩১২০; বিশ্বাস যাইয়া তাহার ২১৬১১৭৬; বিশ্বাসে পাইয়ে তর্কে হয় ২১৮১২৬০; বিশ্বাসেরে কহে তুমি ১১২১৩৬।

বিশ্বে অবতরি ধরে ২২০১২২৮।

বিশ্রান্ত প্রধান সখ্য ২১২১১৮৩; বিশ্রাম করিতে সতে ২১১১১২৫; বিশ্রাম করিয়া কৈল ২১৪১২২৪; বিশ্রাম করিল প্রভু ২১২১১৩২।

বিশ্ব খাঞ্চার হরিদাস ৩২১১৫৪; বিষয় হইয়া প্রভু নিজ ৩১৪১৩৩; বিষয়রূপ হৈতে করিল ২১২১৪৮; বিষয় ছাড়িয়া তুমি ২১৮১২৪৮; বিষয় জাতীয় স্মৃতি ১৪১১১৫; বিষয়-নিমগ্ন লোক দেখি ১১৩১৬৫; বিষয়-বিমুখ আচার্য্য ৩২১৮৭; বিষয়-ভোগ খণ্ডাইল ২২০১৮৫; বিষয় লাগি তোমায় ভঞ্জে ৩২৬৮; বিষয়-স্মৃতি দিতে প্রভুর ৩২১১২২; বিষয়ী হইয়া সন্ন্যাসীরে ৩৫১১৭৭; বিষয়ীর অন্ন খাইলে দুষ্ট ১১২১৪৮; বিষয়ীর অন্ন খাইলে মলিন ৩৬২১৭৩; বিষয়ীর অন্ন হয় রাজস ৩৬২১৭৪; বিষয়ীর দ্রব্য লঞা করি ৩৬২১৬২; বিষয়ীর বার্তা শুনি ৩২৬৫; বিষয়ীর ভাল মন্দ ৩২৮১১।

বিবাদ করিয়া কিছু ২১১১৩৫; বিবাদ করেন কাম বাণে ২১৮৮৭; বিবাদে বিহ্বল সতে ৩১৮১৪০।

বিষ্ণু হৈ হাজরা ১১১১৪৭; বিষ্ণুকাঞ্চি আসি ২১২৬৩; বিষ্ণুকাঞ্চিতে বিষ্ণু ২২০১১৮৬; বিষ্ণুদাস ইহো ধ্যায় ২১০১৪৩; বিষ্ণুদত্ত আসি ছোড়ায় ৩১৫৫; বিষ্ণুদ্বারে করে কৃষ্ণ ১৪১১২; বিষ্ণু নিন্দা আর নাই ১১১১১০; বিষ্ণুপাদোৎপত্তি ১১৬১৭৭; বিষ্ণুপুরী কেশবপুরী ১২১১২; বিষ্ণু-বৈষ্ণব-নিন্দা ২২২১৬৬; বিষ্ণুমূর্ত্তি শঙ্করদাস ২২০১২৭; বিষ্ণুরূপ হঞা করে ২২০১২৪৭; বিষ্ণু সমর্পণ কৈল ২১৩৮; বিষ্ণুর নৈবেদ্য খাইলা ১১৪১৩৬; বিষ্ণুর নৈবেদ্য মাগি ১১০১৬২।

বিস্মৃতি ব্যাধিতে ২১৫১২৬৬।

বিস্তার করিয়া তাহা ৩১৭৬২; বিস্তার দেখিয়া কিছু ১৮১৪৩; বিস্তার বাণীছেন দাস ২১৫১১২; বিস্তারি করিয়াছেন উত্তম ২৪১৩; বিস্তারি কহা না যায় ২২৩৬৭; বিস্তারি কহিব আগে ২১০১৪৮; বিস্তারি বর্ণিতে পারে

২৮১২৫৪; বিস্তারি বর্ণিয়াছেন দাস বৃন্দাবন ২৩২১৪; ২৫১১৩২; ২১১৬৫৫; বিস্তারি বর্ণিয়াছেন প্রভু কৃপা ১১১১১৩২; বিস্তারি বর্ণিয়াছেন বৃন্দাবন দাস ২১১৬৮০; ২১১৬২১২; বিস্তারি বর্ণিল নিত্যানন্দ ১১১১৩২০; বিস্তারি বর্ণিলা ইহা দাস বৃন্দাবন ১১১১১৩৬; ১১১১২৬৭; বিস্তারিয়া বর্ণিলেন ইহা বৃন্দাবন ১১১৫২৮; বিস্তারিয়া আগে তাহা করিব ২১১২৫৫; বিস্তারিয়া আগে তাহা করিব ২১১৬৮২; বিস্তারিয়া বর্ণিয়াছেন ১১১৩৪৫; বিস্তারিয়া বেদব্যাস ৩২০১৭৭; বিস্তারে না বর্ণি ১১১৬৩; বিস্তারিত হঞা করে তাঁর ৩১১২০৮; বিস্তারিত হইয়া ব্রহ্মা ২১১১৪৬; বিস্তারিত হইলা গোপীনাথের ২১১১৫; বিস্তারিত হইয়া দিগ্বিজয়ী ১১১৬৩২; বিস্তারিত হইয়া মাতা ১১১৪৭১।

বিহারী কৃষ্ণদাস ১১১১৪৪।

বীজ ইক্ষু রস শুড় ২১২৩২৩; বীজনাদি করি প্রভুর ৩১১৫৮০; বীভৎস স্পর্শিতে নাহি ৩১১১৪২।

বুঝ বা না বুঝ কিছু ২১১১১৭; বুঝন না যায় ভাব ২১১১২৭; বুঝন না যায় এই মহা ৩১১১২৫; বুঝিতে না পারি তৈছে ২১১২৬৬; বুঝিতে না পারে কেহো দুই প্রভুর ২১১১৫৫; বুঝিতে না পারে কেহো যতপি ৩১১৪৪; বুঝিতে না পারে যাহা ৩১১৪৫; বুঝিতে না পারি লীলা ২১২০৩১২; বুঝিতেহ আমা সভার ২১১১৮৮; বুঝিবার তরে সেই ২১১১২০; বুঝিবে রসিকভক্ত ১১১১৮২।

বুড়া ভর্তা হবে আর ১১১৪৫৫।

বুদ্ধির গোচর নহে ১১১১৫৬; বুদ্ধিনাশ হৈল কেবল ৩১১১২২; বুদ্ধি প্রবেশ নহে তাতে ৩১১০৬৮; বুদ্ধি ভ্রষ্ট হৈল তোমার ৩১১২৩; বুদ্ধিমন্তধান নন্দন ২১১১৫১; বুদ্ধিমন্তধানের এই ৩১১০১১৮; বুদ্ধিমানের অর্থ যদি ২১২৪৬৪; বুদ্ধি, স্বভাব—এই ২১২৪১২; বুদ্ধে রমে আত্মারাম ২১২৪১২২।

বুদ্ধ জরাতুর আমি ৩১১০৮৪; বুদ্ধ যাতাপিতা যাই ৩১১০১১২; বুদ্ধকালে রূপগোসাঞি ২১১৮৪০; বুদ্ধকাশী আসি কৈলা ২১১৩২; বুদ্ধকুম্মাণ্ডবড়ীর ২১১৫২১০; বুদ্ধকোল তীর্থে তবে ২১১৬৬; বুদ্ধা তপস্বিনী আরে ৩১১০৩।

বৃন্দাকৃত সস্তার ৩১১৮২৮; বৃন্দাবন ক্রীড়ায় লক্ষ্মীর ২১১৪১২০; বৃন্দাবন ক্রীড়ার সহায় ২১১৪১২১; বৃন্দাবন গমন প্রভুর ২১১৮২১৩; বৃন্দাবন-শুণ-বর্ণন শ্লোক ২১১১৩৬; বৃন্দাবন গোবর্দ্ধন ২১১০১৩৬; বৃন্দাবন চলিলা প্রভু ২১১২৩০; বৃন্দাবন ছাড়িব জানি ২১১৮১৪৫; বৃন্দাবন দাস ইহা করিয়াছেন ১১১৬২৪; বৃন্দাবন দাস ইহা চৈতন্য-মঙ্গলে ১১১১৩২; ১১১১৩২০; বৃন্দাবন দাস কৈল ১১৮৩১; ১১৮৪০; বৃন্দাবন দাস তাহা ১১১৫২২; বৃন্দাবন দাস নারায়ণীর ১১১১৫১; বৃন্দাবন দাস পদে ১১৮৩৬; বৃন্দাবন দাস প্রথম ৩১১০৬৪; বৃন্দাবন দাস মুখে অমৃতের ২১১৪৪; বৃন্দাবনদাস মুখে বক্তা ১১৮৩৫; বৃন্দাবন দাস যাহা ৩১১৩০; বৃন্দাবন দেখি যাব ২১১৬২৩৮; বৃন্দাবন দেখিবারে উৎকর্ষা ২১১৪১১৬; বৃন্দাবন দেখিবারে গেলা ২১১৪১২২; বৃন্দাবনদাসের পদে ১১৮১৭৬; বৃন্দাবন পথ প্রভু ২১১০৫; বৃন্দাবন পুরন্দর ১১৫১২০; বৃন্দাবনবাসী ভক্তের ১১৮৪৫; বৃন্দাবন বিহার করে ২১১৪২৪; বৃন্দাবন ভ্রমে তাই পশিল ৩১১৫২৭; বৃন্দাবন ভ্রমে যাই করিল ৩১১১১৭; বৃন্দাবন ভ্রমে যাই প্রবেশ ৩১১৫৮৩; বৃন্দাবন মথুরাদি ১১১০৮৫; বৃন্দাবন যাইতে কৈল ২১১১৩৮; বৃন্দাবন যাইতে তাঁর ২১১৬২৪৭; বৃন্দাবন যাইতে তৌহো ৩১১৫১; বৃন্দাবন যাইতে প্রভু ১১১৩৮; বৃন্দাবন যাত্রার এই ২১১২১০; বৃন্দাবন যাব আমি ২১১৬২৫৪; বৃন্দাবন যাব কাঁহা ২১১৬২৭১; বৃন্দাবন যাবার এই ২১১৬২৬৪; বৃন্দাবন যাবেন প্রভু ২১১১৪৫; বৃন্দাবন যাহ তুমি ৩১১০৬১; বৃন্দাবন শোভা দেখি ২১১৮১৭০; বৃন্দাবন সম এই উপবন ২১১৪১১৭; বৃন্দাবন সম্পদ কেবল ২১১৪১২১; বৃন্দাবন সম্পদ তোমার ২১১৪১২০৫; বৃন্দাবন স্থানের দেখ ২১১১২২; বৃন্দাবন হৈতে আসে ২১১৮৮৫; বৃন্দাবন হৈতে তুমি ২১১১২২২; বৃন্দাবন হৈতে প্রভু ৩১১৮; বৃন্দাবন হৈতে যদি নীলাচল ২১১২৩৫; বৃন্দাবন হৈতে যদি প্রভুরে ২১১৮১৩২; বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত

নবীন ২১৮১০০ ; বৃন্দাবনে আইলা কৃষ্ণ ২১৪১১১ ; বৃন্দাবনে আইলে তার ২১২৫১৩৬ ; বৃন্দাবনে আসি প্রভু ২১৮১১৩ ; বৃন্দাবনে উদয় করাহ ২১৩১২২১ ; বৃন্দাবনে কল্পবৃক্ষে ১৮৮৪৬ ; বৃন্দাবনে কৃষ্ণ আইলা ২১৮১১০০ ; বৃন্দাবনে কৃষ্ণ পাইল ৩১৪১১৮ ; বৃন্দাবনে কৃষ্ণসেবা প্রচার ৩৪১২০২ ; বৃন্দাবনে কৃষ্ণসেবা বৈষ্ণব ২১২৩৫৫ ; বৃন্দাবনে কৈল শ্রীমূর্তি ১১০১৮৮ ; বৃন্দাবনে গোবিন্দ স্থানে ২১৫১২২ ; বৃন্দাবনে চলিলা শ্রীচৈতন্য ২১২৩৩১ ; বৃন্দাবনে ডুবে যদি ২১৮১১৩০ ; বৃন্দাবনে তরুলতা ৩১৮১২২ ; বৃন্দাবনে দুই ভাইর ১১০১২২ ; বৃন্দাবনে দেবীগণ ৩১৮১২২ ; বৃন্দাবনে নাটকের ৩১৩০ ; বৃন্দাবনে পাঠাইলেন ১১১১৫৩ ; বৃন্দাবনে পুন কৃষ্ণ ২১৮১৮৪ ; বৃন্দাবনে প্রজাগণ ৩১৪১৪৫ ; বৃন্দাবনে বৈস তাই ৩১৪১১৩৭ ; বৃন্দাবনে বৈসে যত ১১৫১২০৪ ; বৃন্দাবনে যাইতে পথে ২১১১২২২ ; বৃন্দাবনে যাহ তাই ১১৫১১৭৩ ; বৃন্দাবনে যে করিবেন ৩৪১১২৮ ; বৃন্দাবনে যোগপীঠ ১১৫১২৫ ; বৃন্দাবনে সাহজিক ২১৪১২০৬ ; বৃন্দাবনে হৈল প্রভুর ২১১১২১৭ ; বৃন্দাবনে হৈলে তুমি ২১৮১১০৩ ; বৃন্দাবনের পিলু খাইতে ৩১৩১৭৫ ; বৃন্দাবনের ফল বলি ৩১৩১৭৩ ।

বৃষ অন্ন উপজায় ১১১১১৪৭ ; বৃষ হৈয়া কৃষ্ণসনে ১১৫১১১২ ।

বৃহৎ সহস্রনাম পঢ় ১১১১৮৪ ; বৃহদবস্ত্র ব্রহ্ম কহি ১১১১৩১ ; বৃহস্পতি তৈছে শ্লোক ২১৬১৮৬ ।

বৃক্ষ ডালে শুকশারী ২১১১১২৮ ; বৃক্ষবল্লী প্রফুল্লিত ২১৪১২৫ ; বৃক্ষলতা প্রফুল্লিত ২১১১৪২ ; বৃক্ষে যেন কাটিলেহ ৩২০১৮ ; বৃক্ষের উপরে শাখা ১১২১২ ; বৃক্ষের দ্বিতীয় স্বরূপ ১১২১২ ।

বেঢ়া কীর্তনের তাই ৩১০১৫৬ ; বেঢ়া নৃত্য মহাপ্রভু ২১১১২০৭ ।

বেণু ধ্বংস পুরুষ হঞা ৩১৬১১৬ ; বেণুনাথ অমৃতঘোলে ৩১১১৩৬ ; বেণুনাথ শুনি আইলা ৩১৪১১০২ ; বেণুশব্দ শুনি আমি ৩১১১২২ ; বেণুকে জানি নিজ জ্ঞাতি ৩১৬১৩৮ ; বেণুর বুটধর-রস ৩১৬১৩৬ ; বেণুর তপ জানি যবে ৩১৬১৩৩ ।

বেত্র বেণু দল শৃঙ্গ ২১২১১৬ ।

বেদ আশ্রয় বৈছে মাতা ২৩১১৮৩ ; বেদগুহ্য কথা এই ১১৫১৩৭ ; বেদধর্ম করি করে ১৮৮৭ ; বেদধর্ম লজ্জিত কৈল ২১৬১২২ ; বেদধর্ম লোক ত্যজি ২১৮১১৭ ; বেদধর্মাতীত হৈয়া ১১১১৬ ; বেদ না মানিয়া বোদ্ধ ২১৬১৫২ ; বেদ নিষিদ্ধ পাপ করে ২১২১২২ ; বেদনিষ্ঠ মধ্যে অর্দ্ধেক ২১২১২২ ; বেদপুরাণে ঐছে ১১১১১৫৪ ; বেদপুরাণে কহে ২১৬১৩১ ; বেদপুরাণেতে এই ২১২১৭২ ; বেদমতে কহে সেই ২১২৫৪৪ ; বেদমন্ত্রে শীঘ্র করে ১১১১১৫৫ ; বেদময় মূর্তি তুমি ১১১১৪১ ; বেদশাস্ত্রে উপদেশে কৃষ্ণ ২১২১২ ; বেদশাস্ত্রে কহে সম্বন্ধ ২১২০১০২ ; ২১২০১২৬ ; বেদস্ততি হৈতে হরে ১১৪১২৩ ।

বেদাদি সকল শাস্ত্রে ২১২০১২৭ ; বেদান্ত না শুন কেনে ১১১১২৬ ; বেদান্ত পঠন ধ্যান ১১১১৬৭ ; বেদান্ত পঢ়াইতে তবে ২১৬১১২ ; বেদান্ত পঢ়াও ২১৬৫৭ ; বেদান্ত পঢ়ান বহু ২১১১১০০ ; বেদান্ত পঢ়ি গোপাল ৩১২১১ ; বেদান্ত পঢ়িয়া পঢ়াও ২১০১১০৩ ; বেদান্ত মতে ব্রহ্ম সাকার ২১২৫৪৬ ; বেদান্ত শ্রবণ এই ২১৬১১৩ ; বেদান্ত শ্রবণ কর না ২১১১১১৭ ; বেদান্তে নাস্তিকবাদ ২১৬১৫২ ; বেদের নিগূঢ় অর্থ ২১৬১৩৩ ; বেদের প্রতিজ্ঞা এক ২১২০১২৮ ।

বেনাপোলের বনমধ্যে ৩৩৩১১ ।

বেশ্যা কহে কৃপা করি ৩৩১২২৭ ; বেশ্যা কহে মোর সঙ্গ ৩৩১০০ ; বেশ্যা যাই সমাচার ৩৩১১২ ; বেশ্যা হঞা মূর্ত্তি পাপ ৩৩১২৪ ; বেশ্যাগণ আনি করে ৩৩২৬ ; বেশ্যাগণ মধ্যে এক ৩৩২৮ ; বেশ্যাগণ কহে এই বৈরাগী ৩৩৩৭ ; বেশ্যার চরিত্র দেখি ৩৩১৩৫ ; বেশ্যার ভিতরে তারে ৩১১২২ ।

বৈকুণ্ঠ গেলা অন্ন জীবে ৩৩১১৬ ; বৈকুণ্ঠ বাহিরে এক ১১৫১২৮ ; বৈকুণ্ঠ বাহিরে তাসভার ১১৫১২৭ ; বৈকুণ্ঠ বাহিরে যেই ১১৫১৪৩ ; বৈকুণ্ঠ বেঢ়িয়া এক ১১৫১৪৪ ; বৈকুণ্ঠ ব্রহ্মাণ্ডগণ ২১২০১৩০ ; বৈকুণ্ঠে নাহি যে বে

১৪১২৫; বৈকুণ্ঠাদি পুরে ধার ১৫১১২২; বৈকুণ্ঠে শেষ ধরা ২২০১০৮; বৈকুণ্ঠে যায় চতুর্দশ ১৩১১৫; বৈকুণ্ঠের পৃথিব্যাদি ১৫১৪৫; বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীগণে ২২১১২০।

বৈদিক ব্রাহ্মণ সব ২৮২২৩; বৈদিক যাজ্ঞিক তুমি ২১২১৬৫; বৈজ্ঞ কহে ব্যাধি নাহি ২১২১১২; বৈজ্ঞ জাতি লিখনবৃত্তি ২১১৭৮৮।

বৈদীভক্তি বলি তারে ২২২১৫২।

বৈবর্ণ্যে শম্ভুপ্রায় ৩১৪১৮২; বৈবস্বত নাম এই ১৩১৭।

বৈভব প্রকাশ কৃষ্ণের ২২০১১৪৫; বৈভব প্রকাশ যৈছে দেবকী ২২০১১৪৬; বৈভব প্রকাশে আর ২২০১১৫৭।

বৈরাগী করিব সদা অভ্যাস ২২১২২১; বৈরাগী হইয়া করে অভ্যাস ২২২২৩; বৈরাগী হইয়া যেবা অভ্যাস ২২২২২; বৈরাগী হইয়া এত খায় ৩৮১১৫; বৈরাগীর কৃত্য সদা অভ্যাস ২২২২৪; বৈরাগ্য অদ্বৈত মার্গে ২১৬১৭৪; বৈরাগ্য লোকভয়ে প্রভু ২১১১২০; বৈরাগ্যের কথা তাঁর অভ্যাস ৩৬৩০৫।

বৈশাখ প্রথমে দক্ষিণ ২১৭১৫।

বৈষ্ণব করেন তারে ২১৭১০২; বৈষ্ণব জানেতে বহু ২২২২৩৪; বৈষ্ণব দেখিয়া প্রভুর ৩১৪১৮৮; বৈষ্ণবদেবী সেই অভ্যাস; বৈষ্ণবধর্ম নিন্দা করে ৩৩১১৩২; বৈষ্ণব পণ্ডিত ঠাকুর ৩১৩১১৬; বৈষ্ণব পণ্ডিত ধনী ১১৩১৫৪; বৈষ্ণবপাশে ভাগবত কর ৩১৩১১২; বৈষ্ণব বৈষ্ণবশাস্ত্র ২২২৩৩৪; বৈষ্ণব বৈষ্ণবের ২১৬১৭৪; বৈষ্ণব মিলিলা আসি ২১১১১২; বৈষ্ণব-লক্ষণ সেবা ২২৪১২৪৮; বৈষ্ণব সকল পড়ে ২২২২৭৭; বৈষ্ণব-সন্ন্যাসী ইহো ২১৬৪৮; বৈষ্ণব-সভারে দিতে ২১০১৭২; বৈষ্ণব হইয়া যে শারীরক ৩২২২৪; বৈষ্ণব হইল লোক ২১৭১৮৭; বৈষ্ণবাজ্ঞা বলে করি ১৮১৭৮; বৈষ্ণবে খায়েন ফল ১১৭১৮০; বৈষ্ণবে তাঁহার বিশ্বাস ৩১৬৪৫; বৈষ্ণবের আঞ্জা পাঞা ১৮১৬৮; বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট খাইতে ৩১৬৮; বৈষ্ণবের এই হয় স্বভাব ২১০১১১; বৈষ্ণবের ঐছে তেজ ২১১১৮৩; বৈষ্ণবের কর্তব্য যাই ৩৪১২২২; বৈষ্ণবের কৃত্য আর ৩৪১৭৪; বৈষ্ণবের গুণগ্রাহী ১৮১৫৭; বৈষ্ণবের গুরু তেঁহো ১৬২৬; বৈষ্ণবের ভারতম্য ২১৬১৭২; বৈষ্ণবের তেজ দেখি ৩১৭৪৭; বৈষ্ণবের দুঃখ দেখি ২১১২৫২; বৈষ্ণবের নিন্দ্য কর্ম ৩১৩১৩২; বৈষ্ণবের পাপ কৃষ্ণ ২১৫১৬০; বৈষ্ণবের মধ্যে রাম-উপাসক ২২১১০; বৈষ্ণবের শেষ ভিক্ষণের ৩১৬৫২; বৈষ্ণবের সমাচার গোসাঞি ৩১২১৩৮; বৈষ্ণবেরে পরিবেশন করিতেছি ২১১১১৮২; বৈষ্ণবেরে পরিবেশন করে ২১১১১২২; বৈষ্ণবোচ্ছিষ্ট খাইবার ৩২০১১১১।

বোল বোল করি উঠে ২১৭১২০২; বোল বোল প্রভু কহে ৩১৫১৭২; বোল বোল বলি নাচে ২৩১২২১; বোল বোল বলি প্রভু কহে ৩১৫১৭৮; বোল বোল বলি প্রভু পাতে ২১৪১২১৬; বোল বোল বলি উচ্চ ২১৪১৮; বোল বোল বোলে প্রভু ১১৭১২৩২; বোল বোল বোলেন প্রভু ৩১০১৬৭; বোল বোল বোলে সভার ২৩১২২; বোলাইলা কমলাকান্তে ১১২১৪৪।

বৌদ্ধগণের উপরে অন্ন ২২১৪২; বৌদ্ধাচার্য্য নব প্রস্তাব ২২১৪৪; বৌদ্ধাচার্য্য মহাপণ্ডিত ২২১৪১; বৌদ্ধাচার্য্যের মাথায় ২২১৪২।

ব্যক্ত করি ভাগবতে ১৩১৪০।

ব্যগ্র হইয়া রাজা আনি ২১৪১৪৮।

ব্যজস্ততি করে দৌড়ে ২১২১১২৩।

ব্যঞ্জনের স্বাভূ পাঞা ৩১২১২২।

ব্যথা পাঞা করে যেন ২১৪১৮৭; ব্যথা যেন নাহি লাগে ২৩১৬৩।

ব্যবহার পরমার্থে তুমি ৩৪১৫৪ ; ব্যবহার লাগি তোমা ভঞ্জে ৩২৬৭ ; ব্যবহার স্নেহ সনাতন ২২৫১৩৫ ; ব্যবহারে রাজমন্ত্রী ২১২৬২৫২ ; ব্যবহিত হৈলে না ছাড়ে ৩৩৫৭ ।

ব্যয় না করিহ কিছু ৩২১০৪ ।

ব্যর্থ মোর এই দেহ ২১২৬১৮০ ; ব্যর্থ লিখন হয় ৩১০১৪২ ।

ব্যষ্টি জীব অন্তর্ধ্যামী ১২১৪২ ; ব্যষ্টি-সৃষ্টি করে কৃষ্ণ ২২০১২৬০ ।

ব্যাকরণ নাহি জানে ৩৫১০১ ; ব্যাকরণ পঢ়াহ নিমাই ১১৬২২ ; ব্যাকরণ মধ্যে জানি পঢ়াহ ১১৬৩০ ; ব্যাকরণীয়া তুমি ১১৬৪৭ ; ব্যাকরণে মুখ্য শিষ্য ১১০১০ ; ব্যাকুল হইয়া প্রভু ২৩১১৭ ; ব্যাকুল হৈল সনাতন ৩১৩৬৭ ।

ব্যাখ্যা লিখাইল যৈছে ২২৩৬০ ; ব্যাখ্যা শুনি সর্বলোকের ১১৬৩ ; ব্যাখ্যান অদ্ভুত কথা ৩৩১৬৩ ।

ব্যাঘ্রগালে চড় মারে ১১১১১ ; ব্যাঘ্রনখ হেমজড়ি ১১৩১১২ ; ব্যাঘ্র মৃগ অগোন্তে ২১১১৩২ ; ব্যাঘ্র মৃগী মিলি চলে ২১১১৩৫ ।

ব্যাধ কহে কিবা দান ২২৪১১০ ; ব্যাধ কহে ধনুক ভাঙ্গিলে ২২৪১১৭২ ; ব্যাধ কহে বাল্য হৈতে ২২৪১১৭৫ ; ব্যাধ কহে মৃগাদি লহ ২২৪১১৬৬ ; ব্যাধ কহে যারে পাঠাও ২২৪১১২২ ; ব্যাধ কহে যেই কহ সেই ত করিব ২২৪১১৭৮ ; ব্যাধ কহে যেই কহ সেই ত নিশ্চয় ২২৪১১৬২ ; ব্যাধ কহে স্তন গোসাঞি ২২৪১১৬৪ ; ব্যাধ তুমি জীব মার ২২৪১১৭২ ; ব্যাধ হঞা হয় পূজ্য ২২৪১১৫০ ; ব্যাধিচ্ছলে জগদীশ ১১৪১৩৬ ।

ব্যাপে চৌদ্দ ভুবনে ৩১২৮৬ ; ব্যাপ্য-ব্যাপক ভাবে জীব ২১০১৬৩ ।

ব্যাসকুপায় শুকদেবের ২২৪১৮৩ ; ব্যাস ভ্রান্ত বলি তাই ১১১১১৪ ; ব্যাস ভ্রান্ত বলি সেই ২৬১৫৬ ; ব্যাসরূপে কহিল তাহা ১১১১০১ ; ব্যাস-শুক-সনকাগের ২২৪১১৩৪ ; ব্যাস-শুকাদি যোগিজন ৩১৪১৪৩ ; ব্যাসস্বত্রের অর্থ আচার্য ২২৫১৩৬ ; ব্যাসস্বত্রের অর্থ করে ২২৫১২৩ ; ব্যাসস্বত্রের গম্ভীরার্থ ২২৫১৭৫ ; ব্যাসের স্বত্রেতে কহে ১১১১১৪ ; ব্যাসের স্বত্রের অর্থ ২৬১২০ ।

ব্যূহান্তরে গোপীদেহ ২২১২২৩ ।

ব্রজ আমার সদন ২১৩১৩১ ; ব্রজগোপীগণের মান ২১৪১১৩৬ ; ব্রজ ছাড়ি কৃষ্ণ কভু ৩১৬১ ; ব্রজদেবী লক্ষ লক্ষ ৩১৫১৬৫ ; ব্রজদেবীর সঙ্গে তাঁর বাঢ়য়ে ২৮১৭২ ; ব্রজনরী আসি আসি ৩১৫১৬২ ; ব্রজপুরলীলা একত্র ৩১৩৩২ । ব্রজবধুগণের এই ১৪১৪৩ ; ব্রজবধু সঙ্গে কৃষ্ণের ৩৫১৪৩ ; ব্রজবাসী বৈষ্ণবে করে ১১০১২২ ; ব্রজবাসী যত জন ২১৩১১৪৩ ; ব্রজবাসী লোক গোলোক ২১৮১২৬ ; ব্রজবাসী লোকের কৃষ্ণে ২৪২৪ ; ব্রজ বিনা ইহার অন্ত ১৪১৪২ ; ব্রজভূমি ছাড়িতে নারে ২১৩১৩২ ; ব্রজভূমি বৃন্দাবন যাই ২৮১২০৮ ; ব্রজরস গীত শুনি ২১৪১২১৭ ; ব্রজনীলা পুরলীলা একত্র ৩১১১০ ; ব্রজনীলা প্রেমরস ৩১১১৪৪ ; ব্রজলোকের কোন ভাব ২৮১১৭২ ; ব্রজলোকের প্রেম শুনি ২১৩১৪১ ; ব্রজলোকের ভাব যেই ২২১২২১ ; ব্রজলোকের ভাবে পাই ২২১১৮ ।

ব্রজাধনারূপ আর ১৪১৬৪ ।

ব্রজে কৃষ্ণ সর্বৈশ্বর্য ২২০১৩২ ; ব্রজে ক্রীড়া করে ১৩১০ ; ব্রজে গোপভাব রামের ২২০১৫৬ ; ব্রজে গোপীগণ ১১১৪১ ; ব্রজে জ্যোতা খুঁড়া মামা ২১৫১২৩৮ ; ব্রজে তোমার সঙ্গে যেই ১১৩১২৪ ; ব্রজে বাস এই পঞ্চ ২২৪১২৫ ; ব্রজে যে বিহরে পূর্বে ১১৪৫ ; ব্রজে রাখাক্ষ সেবা ৩৬১২৩৫ ; ব্রজেন্দ্র-কুল-দুর্গ-সিন্ধু ৩১২১৩৪ ; ব্রজেন্দ্র-নন্দন কৃষ্ণ নারক ২২৩৪৫ ; ব্রজেন্দ্র-নন্দন তাঁরে জানে ২২১২০ ; ব্রজেন্দ্র-নন্দন তুমি ইথে ৩১১৭ ; ব্রজেন্দ্র-নন্দন বিনা অন্ত ১১১১২১ ; ব্রজেন্দ্র-নন্দন বিহু প্রাণ ২২১১৫ ; ব্রজেন্দ্র-নন্দন যাতে স্বয়ং ১১১৪১ ; ব্রজেন্দ্র-নন্দন-

স্বতি হয় ২১২১৫৮; ব্রজের-নন্দনে ইহা অধিক ২১২০১৪২; ব্রজেন্দ্র-নন্দনে কহে প্রাণনাথ ১১১৭১২২৪; ব্রজেন্দ্র-নন্দনে যানে আপনার ১১১৭১২৭০; ব্রজেন্দ্র-ব্রজেশ্বরীর কৈল ২১১৮১৫৬; ব্রজেশ্বরীসুত ভঞ্জে ২১২১২২২; ব্রজের নিগূঢ় ভক্তি করিলা ২১১২২; ব্রজের নির্মল রাগ ১১৪১৩০; ব্রজের প্রেমরস লীলাগার ৩৪১২২১; ব্রজের বিগুহ প্রেম ৩২০১৫৩; ব্রজের রসশাস্ত্র তুমি ৩১১১৬২; ব্রজের সহিত হয় ১১৩৮।

ব্রত নিয়ম করি তপ ২১২১০৭।

ব্রহ্ম অঙ্গকাঙ্ক্ষি তাঁর ২১২০১৩৫; ব্রহ্ম আত্মা চৈতন্য ২১১৭১২২৫; ব্রহ্ম আত্মা ভগবান্ অম্লবাদ ১১২১৩; ব্রহ্ম আত্মা ভগবান্ কৃষ্ণের ১১২১৪২; ব্রহ্ম আত্মা ভগবান্ তিন তাঁর ১১২১৫৩; ব্রহ্ম আত্মা ভগবান্ ত্রিবিধ ২১২০১৩৪; ব্রহ্ম আত্মা রূপে তাঁরে ১১২১৮; ব্রহ্ম আত্মা শব্দে যদি ২১২৪১৫২; ব্রহ্মকুণ্ডে স্থান করি ২১১৮১৮; ব্রহ্মচারী বোলে তুমি ৩১২২২; ব্রহ্মজ্ঞানী-আকর্ষিয়া ২১১৭১৩১; ব্রহ্মজ্ঞানাদিক সব তার ১১৪১৫৮; ব্রহ্মণ্যদেব গোপালের ২১১১৫৮; ব্রহ্মণ্যদেব তুমি বড় ২১১৮৭; ব্রহ্ম পরমাত্মা আর পূর্ণ ১১২১৭; ব্রহ্ম পরমাত্মা ভগবন্তে ২১২৪১৫৮; ব্রহ্মলোক আদি স্থখ ৩১১৩৫; ব্রহ্ম শব্দে কহে পূর্ণ ২১১১৩৮; ব্রহ্মশব্দে কহে ষড়ৈখ্য ২১২৫১৩০; ব্রহ্মশব্দে মুখ্য অর্থে ১১৭১০৬; ব্রহ্মশব্দের অর্থ তত্ত্ব ২১২৪১৫৩; ব্রহ্মশাপ হৈতে তার ১১১৭১৬০; ব্রহ্মসংহিতা কর্ণামৃত ২১১১১১; ২১২২৮১; ব্রহ্মসংহিতাধ্যায় তাইহা ২১২২২০; ব্রহ্মসাবর্ণে বিধকসেন ২১২০১২৭৭; ব্রহ্মসায়ুজ্যমুক্তের ১১১২৭; ব্রহ্মসায়ুজ্য হৈতে ২১১২৪২; ব্রহ্মস্ব অধিক এই ৩১২৮৭; ব্রহ্ম হৈতে জন্মে বিশ্ব ২১১১৩৪।

ব্রহ্মা আইলা দ্বারপাল ২১২১৪৪; ব্রহ্মা আদি দেব যার ৩১১৬১০; ব্রহ্মা কহে জলে জীবে ১১২১৩২; ব্রহ্মা কহে তাহা পাছে ২১২১৪২; ব্রহ্মাণ্ডগণে ক্রমে ২১২০১৩৩১; ব্রহ্মাণ্ড-জীবের তুমি ২১১৫১৬৭; ব্রহ্মাণ্ড-প্রমাণ পঞ্চাশত কোটি ১১৫৮১; ব্রহ্মাণ্ডবৃন্দের আত্মা ১১২১৪১; ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে হয় ২১১২৫৩; ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ২১২১১৩৩; ব্রহ্মাণ্ড মণ্ডল ব্যাপি ২১২০১৩২৫; ব্রহ্মাণ্ডমূরুপ ব্রহ্মার ২১২১৭০; ব্রহ্মাণ্ডে প্রকাশ তার ১১৫১৬।

ব্রহ্মাদি কীট পর্যন্ত তার ২১২৪১২২৪; ব্রহ্মাদি জীবেরে আমি ৩১২২৩৮; ব্রহ্মাদিহর্লভ এই ৩১১৬১০; ব্রহ্মাদিক রহ অনন্ত ২১২১২।

ব্রহ্মা নারদেই সেই উপদেশ ২১২৫১৭২; ব্রহ্মানন্দ তার আগে ১১৭১২৩; ব্রহ্মানন্দ নাম তুমি ২১১০১৬১; ব্রহ্মানন্দ পরিয়াছে ২১১০১৪২; ব্রহ্মানন্দ পুরী আর ১১২১১১; ব্রহ্মানন্দ ভারতী আইলা ২১১০১৪৬; ব্রহ্মানন্দ ভারতীর ঘচাইল ২১১২৭১; ব্রহ্মানন্দ হৈতে পূর্ণানন্দ কৃষ্ণগুণ ২১১৭১৩২; ব্রহ্মানন্দ হৈতে পূর্ণানন্দ লীলারস ২১১৭১৩১।

ব্রহ্মা বলেন তুমি কিনা ১১২১২৬; ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব তাঁর ২১২০১২৪২; ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব তিন গুণ অবতার ২১২০১২৫৮; ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব তিন গুণাবতারে গণি ১১১৩৪; ব্রহ্মা বিষ্ণু হয় এই ২১২১২৮; ব্রহ্মা বোলে পূর্বে আমি ২১২১৬৭।

ব্রহ্মা শিব অন্ত না পায় ২১২১৭; ব্রহ্মা শিব আজ্ঞাকারী ২১২০১২৬৮; ব্রহ্মা শিব আদি যার ৩১২১২৩; ব্রহ্মা শিব শেষ যার ১১১৭১৩২১; ব্রহ্মা শিব সনকাদি না পায় ২১২১৮; ব্রহ্মা শিব সনকাদি পৃথিবীতে ৩১২২৪২; ব্রহ্মা শিবাদিক ভঞ্জে ৩৮১।

ব্রহ্মায় সৃষ্টিশক্তি, অনন্তে ২১২০১৩০২।

ব্রহ্মার একদিনে হেঁহো ১১৩৪; ব্রহ্মার এক দিনে হয় ২১২০১২৭০; ব্রহ্মার এসব রস না ৩১১৭২; ব্রহ্মার হর্লভ তোমার ৩১২১২৮; ব্রহ্মার বৎসরে পঞ্চ ২১২০১২৭১; ব্রহ্মারে ঈশ্বর চতুঃশ্রী ২১২৫১৭২; ব্রহ্মারে বেদ যেন ২১৮১২৮।

ব্রহ্মাহো কহিতে নারে ৩১৪১১১২।

ব্রহ্মে ঈশ্বরে সায়ুজ্য ২১১২৪২।

ব্রাহ্মণ কহিল সব ২৪।১১৫ ; ব্রাহ্মণ জাতি তারা ২৪।১৮২ ; ব্রাহ্মণ পত্নীর ভর্তার ২৪।১৬১ ; ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব যত
ছোট ২৪।১০ ; ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবে দিল ২৪।১০৬ ; ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী আসি ২৪।১১৭ ; ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীগণে ২৪।৮৩ ; ব্রাহ্মণ ভৃত্য
ঠাকুর করে ২৪।২৬৫ ; ব্রাহ্মণ মারিতে চাহে ২৪।১২৪৮ ; ব্রাহ্মণ সকল করেন ২৪।১১০০ ; ব্রাহ্মণসঙ্কন নারী ২৪।১০৩ ;
ব্রাহ্মণ সমাজ সব ২৪।২৭৭ ; ব্রাহ্মণ সমাজে তাই ২৪।৩৩ ; ব্রাহ্মণ সেবায় কৃষ্ণের ২৪।২৩ ; ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় আসি
২৪।২২২ ; ব্রাহ্মণে কহিল তুমি ২৪।১০৬ ; ব্রাহ্মণের ঘরে করে ২৪।২৩ ; ব্রাহ্মণের ঘরে কেনে ২৪।১৭৬ ; ব্রাহ্মণের
প্রতিজ্ঞা চায় ২৪।৮৮ ; ব্রাহ্মণের সেবা এই ২৪।২৩৬ ; ব্রাহ্মণের স্থানে মাগি ২৪।১২৩ ।

ভ

ভ

ভ

ভ

ভকত বাৎসল্য এবে ২৪।২২২ ।

ভক্ত অনুরোধে ভিক্ষা ২৪।১১১ ; ভক্ত অবতার তাঁহি ২৪।২৮ ; ভক্ত অবতার তাঁর ২৪।১১১ ; ভক্ত অবতার
পদ ২৪।৮৪ ; ভক্ত-অভিমান মূল ২৪।৭৫ ; ভক্ত আগে তাতে ২৪।৭০ ; ভক্ত আদি ক্রমে ২৪।৪৩ ; ভক্ত আমা
প্রেমে ২৪।১০৪ । ভক্ত ইচ্ছা করিতে কহে ২৪।৮১৪২ ; ভক্ত ইচ্ছা বিম্ব তবু ২৪।১৬১০ ; ভক্ত করি অভিমান
২৪।৭৬ ; ভক্তকৃপাবশে ভীষ্মের ২৪।৬২৪৩ ; ভক্তকৃপায় প্রকটিতে ২৪।১৫০ ; ভক্তগণ অনুভবে নাহি জানে
২৪।৩৬৬ ; ভক্তগণ অর্দ্ধাশন করে ২৪।৬৫ ; ভক্তগণ আকর্ষণে ভরি ২৪।১১৮ ; ভক্তগণ আবিষ্ট হৈয়া ২৪।১৪৪ ;
ভক্তগণ উপবাসী তাইহি ২৪।২২ ; ভক্তগণ করে গৃহ মধ্য ২৪।২২৭ । ভক্তগণ কাছীতে হাথ ২৪।৪৫৪ ; ভক্তগণ
কোকিলের ২৪।১২১ ; ভক্তগণ কৃষ্ণ কহে ২৪।২৮২ ; ভক্তগণ গোবিন্দ পাশ ২৪।২১২২ ; ভক্তগণ দেখে যেন
দৌহে ২৪।১৩৪ ; ভক্তগণ পড়ে সভে ২৪।১৪৩ ; ভক্তগণ পাশ গেলা ২৪।২১০ ; ভক্তগণ পাশে আইল ২৪।৩৪ ;
ভক্তগণ প্রভু আগে ২৪।১৮৪ ; ভক্তগণ প্রভুসঙ্গে রহে ২৪।৭১ ; ভক্তগণ মধ্যাহ্ন করিতে ২৪।২২১৬ ; ভক্তগণ
মহাপ্রভুকে ঘরে ২৪।৫২ ; ভক্তগণ মিলি স্নানঘাতা ২৪।১১২ ; ভক্তগণ মিলিতে প্রভু ২৪।১৪৭ ; ভক্তগণ লঞা কৈলা
নীলাচলে ২৪।৩৩২ ; ভক্তগণ লঞা তবে ২৪।৭৭০ ; ভক্তগণ লঞা প্রভু করেন ২৪।১৫৭ ; ভক্তগণ লঞা প্রভু ভোজনে
২৪।১৪৩ ; ভক্তগণ লঞা বিচার কৈল ২৪।৩৩ ; ভক্তগণ লঞা বৃন্দাবন ২৪।৪২৪০ ; ভক্তগণ লৈঞা কৈল বিবিধ
২৪।৭৫ ; ভক্তগণ শীঘ্র আসি ২৪।৭৩ ; ভক্তগণ স্তন মোর ২৪।২২২৪ ; ভক্তগণ শ্রেষ্ঠ তাহে ২৪।৮৬ ; ভক্তগণসঙ্গে
অবশ্য ২৪।৭৬৮ ; ভক্তগণ সঙ্গে আইলা ২৪।১৩৪ ; ভক্তগণ সঙ্গে করে কীর্তন ২৪।৫১২৩ ; ভক্তগণ সঙ্গে দিনকণ্ঠ
২৪।১১৪ ; ভক্তগণ সঙ্গে প্রভু উঠানে ২৪।৪২৪ ; ভক্তগণ সঙ্গে প্রভু করেন ২৪।৪১ ; ভক্তগণ সঙ্গে লঞা ২৪।৭৬৮ ;
ভক্তগণ সঙ্গে সদ্ধা ২৪।৬২ ; ভক্তগণে একত্র করি ২৪।১১০ ; ভক্তগণে কহে প্রভু ২৪।১৮ ; ভক্তগণে কহে স্তন মুকুন্দ
২৪।৫১১২ ; ভক্তগণে খাওয়াইতে ২৪।২০৩ ; ভক্তগণে নিবেদিত এধাকে ২৪।৩২ ; ভক্তগণে প্রভু নামমহিমা ২৪।৭৬৮ ;
ভক্তগণে বিড়া দিলা ২৪।২২০ ; ভক্তগণে বিদায় দিলা ২৪।৭৮২ ; ভক্তগণে রাখি আইল ২৪।৬২৭৩ ; ভক্তগণে স্তন্য
প্রভু ২৪।১৬২ ; ভক্তগণে সুখ দিতে প্রভুর ২৪।৮৫ ; ভক্তগণে সুখ দিতে হলাদিনী ২৪।১২২১ ; ভক্তগণে ক্ষুরি আমি
২৪।৫১০৩ ; ভক্তগণের শ্রম দেখি ২৪।৪২২৩ ।

ভক্তগণ কহিতে প্রভুর ২৪।৮৬ ; ভক্তগণ প্রকাশিতে গৌর ২৪।৭২ ; ভক্তগণ প্রকাশিতে প্রভু ২৪।১০৮ ।

ভক্তচিন্তে ভক্তগৃহে ২৪।২২৩ ।

ভক্তঠাকুর তুমি হার ২৪।১১৬৮ ; ভক্তঠাকুর লুকাইতে নারে ২৪।৮৪ ।

ভক্তদত্ত বস্ত্র যৈছে ২৪।১১৫৫ ; ভক্তদ্বন্দ্ব খণ্ডাইতে ২৪।৫৪ ; ভক্তদ্বন্দ্ব দেখি প্রভু ২৪।২৫১২ ; ভক্তদ্বন্দ্ব পাইলে

হয় ২৪।৮০ ।

ভক্তদ্বন্দ্ব হানি প্রভুর ২৪।১৪৬ ।

ভক্তপদধূলি আর ভক্তপদ ৩১৬।৫৫ ; ভক্তপ্রেমের যত দশা ৩১৮।১৫ ।

ভক্তবাহা পূর্ণ কৈল ৩১১।১০১ ; ভক্তবৎসল কৃতজ্ঞ সমর্থ ২১২।৫১ ; ভক্তবৎসল নাহি আর ২১৫।২২০ ; ভক্তবৎসল প্রভু তুমি ৩১১।৪১ ; ভক্তবৎসল স্মৃশীল ১।৩।৩৬ ; ভক্তবাৎসল্য আত্মপর্যাস্ত ২১২।৩৪ ; ভক্তবাৎসল্য স্তম্ভ যাতে ৩১১।৪৩ ; ভক্তবাৎসল্য যাই দেখাইল ৩২০।১১০ ।

ভক্ত-ভক্তি কৃষ্ণপ্রেম ৩৪।৭৪ ; ভক্তভাব অঙ্গী করি বলরাম ১।৬।২১ ; ভক্তভাব অঙ্গী করি হৈলা ১।৬।২৫ ; ভক্তভাব অঙ্গী করে ৩১৮।১৬ ; ভক্তভাব বিনা নহে ১।৬।২৪ ; ভক্তভাব হৈতে অধিক স্মৃথ ১।৬।২৭ ; ভক্তভাবে করে তাঁর ১।৬।৮২ ; ভক্তভাবময় তাঁর শুদ্ধ কলেবর ১।৭।৮ ; ভক্তভুক্ত অবশেষ ৩১৬।৫৫ ; ভক্তভেদে রতিভেদ ২।১২।১৫৭ ।

ভক্তমহিমা বাঢ়াইতে ২।১২।১৮৩ ।

ভক্ত লঞা কৈল প্রভু ৩১।৫৭ ; ভক্ত লাগি বিস্তারিল ২১৫।২১২ ।

ভক্ত শিখাইতে ক্রমে ক্রমে ৩২০।১৩০ ; ভক্তশেষ হৈলে মহামহাপ্রসাদ ৩১৬।৫৪ ; ভক্তশ্রম জানি কৈল ৩১০।৭৭ ।

ভক্তসঙ্গে আইলা প্রভু ২।৫।১৪২ ; ভক্তসঙ্গে করে নিত্য ২।১১।১২২ ; ভক্ত সঙ্গে কৈল প্রভু ৩।১।২৮ ; ভক্তসঙ্গে প্রভু আইলা ৩।১।২৭ ; ভক্ত সঙ্গে প্রভু করন ২।১২।১৫৮ ; ভক্ত সঙ্গে বহুক্ষণ ২।২৫।১৮৪ ; ভক্ত সঙ্গে শ্রীমুখে ২।৪।২০৭ ; ভক্ত সব ধাঞা আইলা ২।১১।১৪২ ; ভক্ত সব নাচাইয়া নিত্যানন্দ ৩।৬।১০১ ; ভক্ত সম্বন্ধে যাহা ২।১৫।২২৪ ; ভক্তসহিতে হয় ১।১।৪২ ; ভক্তস্বরূপ তাঁর নিত্যানন্দ ১।৭।১০০ ।

ভক্তি উপদেশ বিহু তাঁর ১।৬।২৫ ; ভক্তি করি কৈল প্রভু ২।৪।১২ ; ভক্তি করি নানা দ্রব্য ভেট ২।৪।২৮ ; ভক্তি করি শিরে ধরি ২।১।২ ; ভক্তিকল্পতরু রূপিলা ১।২।৭ ; ভক্তিকল্পতরুর তিঁহো ১।২।৮ ; ভক্তিগন্ধ নাহি ১।৩।৭৭ ; ভক্তিভব নাহি জানি ২।৮।২৬ ; ভক্তিভব প্রেম কহে ৩।৫।৮২ ; ভক্তি দেখাইতে কৈল ২।৪।২০৫ ; ভক্তিপদে কেনে পঢ় ২।৬।২৩৫ ; ভক্তি প্রচারিয়া সব ১।৬।৮১ ; ভক্তি প্রচারিয়া সর্বতীর্থ ২।১।২৭ ; ভক্তি প্রভাবে সেই কাম ২।২৪।১২৮ ; ভক্তি ফল প্রেম হয় ২।২২।৩১ ; ভক্তিবলে পার তুমি ২।২০।৫৫ ; ভক্তিবলে প্রাপ্ত স্বরূপ ২।২৪।২৩ ; ভক্তি বিনা জগতের ১।৩।১২ ; ভক্তি বিনা মুক্তি নহে ভাগবতে ২।২৫।২২ ; ভক্তি বিহু কোন সাধন ২।২৪।৬৫ ; ভক্তি বিহু কৃষ্ণে কহু ৩।৪।৫৭ ; ভক্তি বিহু কেবল জ্ঞান ২।২৪।৭৮ ; ভক্তি বিহু মুক্তি নাহি ভক্ত্যে ২।২৪।২৫ ; ভক্তি বিহু শাস্ত্রের আর ২।৬।২১৪ ; ভক্তি ভক্ত কৃষ্ণ-ভব জানি ৩।৪।২১০ ; ভক্তিভাবে শিরে ধরি ১।৪।১৮৬ ; ভক্তিমিশ্রকৃতপুণ্য কোন ২।২০।২৫২ ; ভক্তিমুখ-নিরীক্ষক কর্ম ২।২২।১৪ ; ভক্তিযোগে ভক্ত পায় ১।২।১৭ ; ভক্তিরসে ভরিল ১।৩।২৫ ; ভক্তি শব্দ কহিতে মনে ২।৬।২৪৮ ; ভক্তিশব্দের অর্থ হয় দশ ২।২৪।২৩ ; ভক্তিশব্দের এই সব ২।২৪।২৭ ; ভক্তিসাধন করে যেই ২।২৪।৭৮ ; ভক্তিসাধন শ্রেষ্ঠ গুণিতে ২।৬।২১৮ ; ভক্তিসিদ্ধান্ত বিরুদ্ধ যেই ২।১০।১১১ ; ভক্তি সিদ্ধান্ত-শাস্ত্র ৩।৪।২২ ; ভক্তিসিদ্ধান্ত সিন্ধুর নাহি ৩।৫।১০০ ; ভক্তিসিদ্ধান্তের তাতে ২।১।৩৮ ; ভক্তিস্বপ্ন আগে মুক্তি ৩।৩।১৮৪ ; ভক্তিস্বতি-শাস্ত্র করি ২।২৩।৫৫ ।

ভক্তির বিরোধী-কর্ম ১।৩।৪৮ ; ভক্তির মহিমা তাই ১।১৭।৭০ ; ভক্তির স্বভাব ব্রহ্ম হৈতে ২।২৪।৭২ ।

ভক্তে কৃপা করেন প্রভু ১।১০।৫৪ ; ভক্তের ইচ্ছায় অবতরেন ১।৩।৮২ ; ভক্তের ইচ্ছায় কৃষ্ণের ১।৩।২০ ; ভক্তের প্রেম বিকার দেখি ৩।১৮।১৪ ; ভক্তের বিচ্ছেদে প্রভুর ২।১৫।১৮০ ; ভক্তের মহিমা কহিতে ২।১৫।১১৮ ; ভক্তের মহিমা প্রভু ২।১৫।১১৮ ; ভক্তের শ্রদ্ধার দ্রব্য ৩।১০।১২২ ; ভক্তের স্বভাব অজ্ঞের ৩।৩।২০০ ; ভক্তের হৃদয়ে কৃষ্ণের ১।১।৩০ ।

ভক্ত্যে কৃষ্ণ বশ হয় ২।২০।১২১ ; ভক্ত্যে জীবমুক্ত গুণাক্ষ ২।২৪।২২ ; ভক্ত্যে জীবমুক্ত জ্ঞানে ২।২৪।২১ ;

ভক্ত দাসী অভিমান ২১৩৫৬; ভক্ত্য বহু অলঙ্কার ২১৫১২৪; ভক্ত্য ভগবানের অমুভবে ২১২০১৩৭; ভক্ত্য মুক্তি পাইলেহো ২১২৪১৩৬।

ভগবত্তা মানিলে অবৈত ২১২৫৪০; ভগবত্তা লক্ষণের ইহাতেই ২১৩৭৭; ভগবদ্বিমুখের হয় ২১৩২৩৬; ভগবান্ আচার্য্য কহে ২১৫১৭৬; ভগবান্ আচার্য্য যজ্ঞ ২১৪৮৪; ভগবান্ আচার্য্য ব্রহ্মানন্দাধ্য ২১০১১৩৪; ভগবান্ আচার্য্যসনে ২১৫৮২; ভগবান্ তাঁর শক্তি ২১৩১৭৭; ভগবান্ প্রাপ্তি হেতু ২১৭১৩৪; ভগবান্ বহু হৈতে ২১৩১৩৬; ভগবান্ রামভদ্রাচার্য্য ২১০১১৫১; ভগবান্ সপদ্য ভক্তি ২১৩১৬২; ভগবানে ভক্তি পরম ২১৩১৬৬; ভগবানের গুণ কহে ২১৫১০৫; ভগবানের ভক্ত যত ২১১১২০; ভগবানের সদ্‌ হয় ২১৪১৫৬; ভগবানের সবিশেষ ২১৩১৩৫।

ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ২১৪১৬৫; ভজিলেহ নাহি পায় ২১৮১৮৫।

ভঙ্গী করি জ্ঞানমার্গ ২১১৭৬৩; ভঙ্গী করি মহাপ্রভু ২১৭৪০; ভঙ্গী করি স্বরূপ সভার ২১৪১২২৩।

ভট্ট কহে অট্টালিকা কর ২১১১৬০; ভট্ট কহে অন্নপীঠ ২১৫১২৩৩; ভট্ট কহে ইহা প্রবেশিতে ২১১১১৪; ভট্ট কহে এই লাগি ২১৩১২২; ভট্ট কহে এই স্বাভাবিক ২১১১২৩; ভট্ট কহে এসব বৈষম্য ২১৭৪৪৪; ভট্ট কহে কাঁহা মুক্তি ২১৩১৪২; ভট্ট কহে কৃষ্ণনামের ২১৭৬২; ভট্ট কহে কৃষ্ণ নারায়ণ ২১৩১০৮; ভট্ট কহে চল প্রভু ২১৫১২৮৭; ভট্ট কহে জানি খাও যতক ২১৫১২৩৫; ভট্ট কহে তাঁর রূপা ২১১১২০; ভট্ট কহে তিন দিন আছয়ে ২১১১৫০; ভট্ট কহে তুমি কহ সেই ২১১১২২; ভট্ট কহে প্রভুব কিছু ২১৩১৬৬; ভট্ট কহে ভক্তগণ আইলা ২১১১২৭; ভট্ট কহে মহাস্তের ২১০১২; ভট্ট কহে যদি মোরে ২১৭১২২; ভট্ট কহে যে শুনিবে ২১০১৬; ভট্টমারী ঘরে মহা ২১৩১১৬; ভট্টমারি-সহ তাঁর ২১৩১২২; ভট্টমারি হৈতে ইহায় ২১০১৬২; ভট্টমারি হৈতে গেলা ২১০১৬২; ভট্ট মিলিবারে যায় ২১৩১৬৩; ভট্ট যাই ততু পড়ে ২১৭১৮০; ভট্টসঙ্গে গোড়াইলা ২১৩৮০; ভট্ট জ্ঞান দর্শন করি ২১৫১২৮২; ভট্ট দণ্ডবৎ কৈল ২১৩১৬২।

ভট্টাচার্য্য আগ্রহ করি ২১৭১৫০; ভট্টাচার্য্য আচার্য্য আইলা ২১১১১১২; ভট্টাচার্য্য আচার্য্য দ্বারে ২১৩১২৫; ভট্টাচার্য্য আসি তবে ২১৮১১৩৭; ভট্টাচার্য্য আসি প্রভুকে ২১৮১১৭০; ভট্টাচার্য্য একমাত্র করেন ২১৮১১২১; ভট্টাচার্য্য একে একে দেখাহ ২১১১৫২; ভট্টাচার্য্য কহে ইহার ২১৩১৭৩; ভট্টাচার্য্য কহে উঠ ২১৩১১৪২; ভট্টাচার্য্য কহে এই স্বরূপ ২১১১৬৫; ভট্টাচার্য্য কহে একলে ২১৩১৬১; ভট্টাচার্য্য কহে কালি ২১০১২৬; ভট্টাচার্য্য কাশীমিশ্রে কহিল ২১০১২০; ভট্টাচার্য্য কহে কিছু বিনয় ২১৩১৫৬; ভট্টাচার্য্য কহে গুরু আজ্ঞা ২১০১১৪১; ভট্টাচার্য্য কহে চল ২১৮১১৪৬; ভট্টাচার্য্য কহে তাঁরে করি ২১৩১২২১; ভট্টাচার্য্য কহে তেঁহো আসিবে ২১০১১৭; ভট্টাচার্য্য কহে তেঁহো দৈব ২১০১১৩; ভট্টাচার্য্য কহে তোমার ২১১১৮৬; ভট্টাচার্য্য কহে দেব ২১১১৪১; ভট্টাচার্য্য কহে দৌহার ২১০১১৭৩; ভট্টাচার্য্য কহে না বুঝি ২১৩১২০; ভট্টাচার্য্য কহে প্রভু ২১৫১২৩০; ভট্টাচার্য্য কহে ভারতী ২১০১১৬৬; ভট্টাচার্য্য কহে মুক্তি ২১৩১২৩৬; ভট্টাচার্য্য কৈল তবে ২১৫১২২১; ভট্টাচার্য্য কোলে করি ২১৭১২০৮; ভট্টাচার্য্য গৃহে সব স্রব্য ২১৫১২০০; ভট্টাচার্য্য জানি তুমি ২১৩১৭২; ভট্টাচার্য্য তবে কহে ২১৮১২২; ভট্টাচার্য্য তাঁহার ঘরে ২১৫১২৫৫; ভট্টাচার্য্য তুমি ইহার ২১৩১৭৭; ভট্টাচার্য্য দুই ভাইর ২১৩১৫৫; ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুক্তিকা ২১৮১১১; ভট্টাচার্য্য নিল তাঁরে ২১০১২২; ভট্টাচার্য্য পণ্ডিত কহিতে ২১৮১২০৭; ভট্টাচার্য্য পণ্ডিত বিশ ২১৩১১৬; ভট্টাচার্য্য পত্নী দেখি ২১২১১০; ভট্টাচার্য্য পাক করে ২১৭১৫৮; ভট্টাচার্য্য পূর্বপক্ষ ২১৩১৬০; ভট্টাচার্য্য প্রেমাবেশে ২১৩১৮৭; ভট্টাচার্য্য ব্রহ্মকুণ্ডে ২১৮১১৮; ভট্টাচার্য্য ভিক্ষা দিবে ২১৭১১৮; ভট্টাচার্য্য লাঠী লৈয়া ২১৫১২৪৭; ভট্টাচার্য্য লিখিলা প্রভুর ২১২১৫; ভট্টাচার্য্য শীঘ্র আসি ২১৮১১২৮; ভট্টাচার্য্য শ্রীকৃপে ২১৩১৮২; ভট্টাচার্য্য সঙ্গে আর যত ২১৭১৫৭; ভট্টাচার্য্য সঙ্গে করে ২১৭১২০৫; ভট্টাচার্য্য সঙ্গে তাঁর ২১৩১১১; ভট্টাচার্য্য সব লোকে ২১০১৬০; ভট্টাচার্য্য সেবা করে ২১৭১৬২; ভট্টাচার্য্য স্থানে আসি ২১৮১২০৭।

ভট্টাচার্য্যে আলিঙ্গিয়া ২১৭৭৩ ; ভট্টাচার্য্যে কহেন কিছু ২১৫১২২ ; ভট্টাচার্য্যে কৈল প্রভু ২১৩২৪২ ; ভট্টাচার্য্যে চন্দ্রশেখর ২১২১২০৬ ; ভট্টাচার্য্যে মান্য করি ২১২১৮০ ; ভট্টাচার্য্যে সেই বিপ্র ২১৭১২১০ ।

ভট্টাচার্য্যের ঘরে আইলা ২১৩১২৮ ; ভট্টাচার্য্যের নামে তাঁরে ২১৩১০৬ ; ভট্টাচার্য্যের নিন্দা করে ২১৩১০৭ ; ভট্টাচার্য্যের নৃত্য দেখি ২১৩১৮২ ; ভট্টাচার্য্যের পূজা কৈল ২১৭১৮৪ ; ভট্টাচার্য্যের প্রার্থনায় ২১৩১৭৪ ; ভট্টাচার্য্যের বাক্যে মনে ২১৩১০৫ ; ভট্টাচার্য্যের বৈষ্ণবতা ২১৩১২৫২ ।

ভট্টের ইচ্ছা হৈল ৩৭১৪৩ ; ভট্টের ঝালি মাথায় করি ৩১৩১২৩ ; ভট্টের বিষয় হৈল ২১২১৩৪ ; ভট্টের ব্যাখ্যান কিছু ৩৭১৭৫ ; ভট্টের মনেতে ছিল এই ৩৭১৪২ ; ভট্টের সঙ্কোচে প্রভু ২১২১৫২ ; ভট্টের হৃদয়ে দৃঢ় ৩৭১৪০ ; ভট্টেরে কহিলা প্রভু ২১২১৩৪ ।

ভদ্র কর ছাড় এই মলিন ২১২০১৪১ ; ভদ্র করাইয়া তাঁরে ২১২০১৬৫ ; ভদ্রাভদ্র বস্তু জ্ঞান নাহিক ৩৪১১৬২ ।

ভবভূতি জয়দেব ১১৩১২৫ ; ভবসিদ্ধু তরিবারে আছে ৩১১১০৬ ; ভবানন্দ রায় আমার ৩২১১০১ ; ভবানন্দ রায় তবে বলিতে ৩২১২২৭ ; ভবানন্দ রায়ের গোষ্ঠী ৩২১১০০ ; ভবানন্দের পুত্র সব আশ্র ৩২১১২৩ ; ভবানন্দের পুত্র সব মোর ৩২১১১৮ ; ভবানী পূজার সব ১১৭১৩৪ ; ভবানীভর্ষু শব্দ দিলে ১১৩১৫৮ ; ভবানী শব্দে কহে ১১৩১৫২ ; ভবেৎ ক্রিয়া বিধিলিঙ ১১৪১৩১ ; ভব্য লোক পাঠাইয়া ১১৭১৩৭ ।

ভয় অংশ গেল ৩১৮১৬০ ; ভয় না পাইহ বলি ৩১৮১৫২ ; ভয় নাহি করে সঙ্গে ২১৭১১৮৭ ; ভয় পাঞা প্রভু পায় ২১৭১১৬০ ; ভয় পাঞা স্নেহ ছাড়ি ২১৮১১৬২ ; ভয় পাঞা সার্বভৌম ২১১১১০ ; ভয়ে কম্প হৈল মোর ৩১৮১৪৭ ; ভয়ে কিছু না বোলেন প্রভু ৩১২১১৩৪ ; ভয়ে নিজ করে নিবারয়ে ২১৩১১৫৮ ; ভয়ে পলায় পঢ়ুয়া ১১৭১২৪৪ ; ভয়ে ভট্ট সঙ্গে করি ২১২১৭৭ ।

ভৎসন তাড়নে করে ১১৭১২৪ ; ভৎসনা তাড়ন কর ১১৪১৮১ ।

ভক্ষণাপেক্ষা নাহি ৩১৩১৮৪ ; ভক্ষণের ক্রম করি ৩১৮১১০০ ; ভক্ষ্য দিয়া করেন সভার ২১৩১২৬ ; ভক্ষ্য দিয়া লঞা চলে ৩১১১২ ; ভক্ষ্যদ্রব্য লোক সব ৩১৩১৫১ ; ভক্ষ্যভোজ্য উপহার ১১৩১১১৪ ; ভক্ষ্যের পরিপাটী দেখি ৩১৮১১০৪ ।

ভাইকে ভৎসিহু ১১৫১১৫৮ ; ভাই ভাই কলহ করহ ৩১৩১২৪ ।

ভাগবত আচার্য্য আর ১১২১৫৬ ; ভাগবত আচার্য্য হরিদাস ১১২১৭৮ ; ভাগবত আদি শাস্ত্রে ১১৭১৪৬ ; ভাগবত গীতার ভক্তি ৩১২১০৩ ; ভাগবত-তত্ত্বরস কৈল ২১২১২১৮ ; ভাগবত পঢ়ু সদা ৩১৩১১২০ ; ভাগবত পঢ়িতে প্রেমে ৩১৩১২৫ ; ভাগবত বিচার করে ২১২১১৬ ; ভাগবত ভারত দুই ২১৩১২৫ ; ভাগবত ভারত-শাস্ত্র ১১৩১৬৭ ; ভাগবত শ্লোক উপনিষদ্ ২১২১৫৮৪ ; ভাগবত শ্লোকময় ২১২১৭৭ ; ভাগবত সন্দর্ভগ্রন্থের ১১৩১৬৫ ; ভাগবত সন্দর্ভ নাম ৩৪১২২০ ; ভাগবত সিদ্ধান্ত গৃঢ় ২১২৩৫৭ ; ভাগবত সিদ্ধান্তের তাই ৩৪১২২০ ; ভাগবতচার্য্য চিরঞ্জীব ১১০১১১৭ ; ভাগবতচার্য্য ঠাকুর ১১০১১১১ ; ভাগবতাদি শাস্ত্রগণে ৩১৪১৪৩ ; ভাগবতান্ত্রে ব্যাস ২১২০১২২৭ ; ভাগবতাত্ম ভূনিত আমি ৩৭১৬৭ ; ভাগবতী দেবানন্দ ১১০১৭৫ ; ভাগবতে আছে এই ২১৩১১২৬ ; ভাগবতে কৃষ্ণলীলা ১১১১৫২ ; ভাগবতে প্রতি শ্লোকে ২১২১১০৬ ; ভাগবতে যত ভক্তি ১১৮১৩৩ ; ভাগবতে সেই ঋক্ ২১২১৫৮৩ ; ভাগবতে স্বামীর ব্যাখ্যা ৩৭১২৭ ; ভাগবতের এই শ্লোক ২১২১২৬ ; ভাগবতের টীকা কিছু ৩৭১৬৬ ; ভাগবতের ভক্তি অর্থ ১১০১৭৫ ; ভাগবতের ব্রহ্মসত্ত্বের শ্লোক ২১৩১২৩৪ ; ভাগবতের শ্লোক গুঢ়ার্থ ২১১১৭৫ ; ভাগবতের শ্লোক পঢ়ে ৩১৭১২২ ; ভাগবতের শ্লোকের অর্থ ৩১৭১৩০ ; ভাগবতের সম্বন্ধাভিধেয় ২১২১৫৮৫ ; ভাগবতের স্বরূপ কেনে ২১২৪১২৩১ । ভাগবতের সার এই ১১৭১২০ ।

ভাগ্য আমার বোলাইলা ২১২১৫২ ; ভাগ্য তাঁর আসি করুক ২১৩১১৭৪ ; ভাগ্য তোমার কৃষ্ণকথা ৩৫১৭ ; ভাগ্য মোর তোমা হেন ১১৭১১৪১ ; ভাগ্যবন্ত দিগ্বিজয়ী ১১৩১১০২ ; ভাগ্যবশে কতু পায় ৩১৭১৪২ ;

ভাগ্যবান্ তুমি ইহার ২১৩৮২ ; ভাগ্যবান্ তুমি, সকল ২১৫১২৬ ; ভাগ্যবান্ যেই সেই ২১৮২৫৬ ; ভাগ্যবান্ সত্যবাহু ২১৪১২৩৭ ; ভাগ্যে সেই প্রেমা ১১৭৮৩ ।

ভাগিনার ক্রোধ মায়া ১১৭১৪৪ ; ভাগিনা মুক্তি কুষ্ঠ ১১৭১৪৪ ।

ভাগীরথী সাক্ষাৎ হয় ২১৫১১৩৫ ।

ভান্নাইয়া কেনে ক্রুদ্ধ ২১৫১৫৬ ।

ভাত অন্ধে লঞা ২১৩৮২ ; ভাত দুই চারি ২১৩৮২ ; ভাত পাখালিয়া পেলে ৩৬৩১০ ; ভাতের হাতী লঞা ৩১৩৫৩ ।

ভাবক সব সঙ্গে লৈয়া ১১৭১৬৬ ; ভাবক হইয়া কিরে ১১৭১৪০ ; ভাবকালী বেচিতে আমি ২১৭১১৩৫ ; ভাবকের সিদ্ধান্ত শুন ৩১৩৮১ ।

ভাব গ্রহণ হেতু কৈল ১১৪১৪৬ ; ভাব গ্রহণের এই ১১৪১৪৭ ; ভাবগ্রাহী মহাপ্রভু ৩১০১১৭ ; ভাব জানি পড়ে রায় ৩১৬১১৩০ ; ভাবতত্ত্ব রসতত্ত্ব ২১২৫১২১৭ ; ভাবপুষ্পক্ৰম তাতে ২১৩১৬৫ ; ভাব-প্রকটন লাশ্র ৩৫১২২ ; ভাবযোগ্য দেহ পাঞা ২১৮১১৭২ ; ভাবরূপ মহাভাব ২১২৪১২৪ ; ভাবশাবল্যে পুন কৈল ৩২০১২২৪ ; ভাবশাবল্যে রাখার উক্তি ৩১৭১৪৭ ; ভাবানুরূপ গীত গায় ৩১৭১৪৮ ; ভাবানুরূপ শ্লোক পড়ে ৩১৭১৫ ; ভাববিশেষে প্রভুর ২১৩১১০৬ ; ভাবাবেশ ভেদ নাম ২১২০১৪৩ ; ভাবাবেশাক্রান্তিতে ২১২০১৫২ ; ভাবাবেশে তছু কছু ৩১৩১৩ ; ভাবাবেশে না জানে প্রভু ৩১২১৫৬ ; ভাবাবেশে প্রভু কছু ২১৩১৫৭ ; ভাবাবেশে প্রভু গেলা ৩১৭১১০ ; ভাবাবেশে প্রভু তাই ৩১৭১২ ; ভাবাবেশে স্বরূপে কহে ৩১৭১২৮ ; ভাবিতে ভাবিতে কৃষ্ণ ২১২১১২৪ ; ভাবিতে ভাবিতে শীঘ্র ৩১৪১৪০ ; ভাবে ভাবে মহাযুদ্ধ ৩১৫১৭৫ ; ভাবে মন অস্থির ৩২০১৫২ ; ভাবেতে আবিষ্ট হৈলা ২১৬৩৩ ; ভাবের তরঙ্গ-বলে ২১২১২৫ ; ভাবের পরমকণ্ঠা ১১৪১৫২ ; ভাবের সঙ্গ পদ ২১৩১১৮ ; ভাবোদয় ভাবশাস্তি ২১৩১১৬৪ ; ভাবোদয় ভাবসন্ধি ৩১৫১৭৫ ; ভাবোন্মাদে মস্ত কৃষ্ণ ৩৭১১৭ ।

ভার হরণ কাল ১১৪১৮ ; ভারত ভূমিতে হৈল ১১৩১৩০ ; ভারত-ভূমে জন্মি এই ৩১৪১২৩ ; ভারতী কহে এহো নহে ২১০১১৬৭ ; ভারতী কহে তোমার আচার ২১০১১৫৭ ; ভারতী কহে সার্কর্ভোম ২১০১১৬২ ; ভারতী কহেন তুমি ঈশ্বর ১১৭১২৬৪ ; ভারতীগোসাঞি কেনে ২১০১১৫২ ; ভারতীগোসাঞি প্রভুর ২১০১১৭৬ ; ভারতী সম্প্রদায় ইহো ২১৬১১১ ; ভারতী কোথা লঞা আইলাম ২১৭১১৩৬ ।

ভাল কর্ম দেখি তারে ২১২১১১৩ ; ভাল কহে চর্যাস্বর ২১০১১৫৪ ; ভাল কৈল বৈরাগীর ৩৬২২০ ; ভাল ছিল রঘুনাথে ৩১৪১২৬ ; ভাল ত কহিল মোর ২১৬১২৬১ ; ভাল না খাইবে আর ৩৬২২৩৪ ; ভাল ভাল বিপ্র স্থানে ২১২১৭ ; ভাল মতে করে কর্ম ২১২১১১৫ ; ভালমতে বিচারিলে ১১৬১৪৫ ; ভালমতে শোধ সব ২১২১২০ ; ভাল মন্দ কিছু আমি ৩৫১৫২ ; ভাল মন্দ নাহি কহ রহ মোন ২১৬১১৭ ; ভাল মন্দ নাহি কহে, বসি মাত্র ২১৬১১৫ ; ভাল হৈল অন্ধ যেন ২১০১১১২ ; ভাল হৈল অনায়াসে ২১৮১২০ ; ভাল হৈল আইলা আমা ২১৪১৪২ ; ভাল হৈল আইলা দেখ ৩১৩১১০২ ; ভাল হৈল কহিলা তুমি ২১২০১২২ ; ভাল হৈল জানিয়া আপনি ৩৬২১৭৫ ভাল হৈল তোমার ইহা ৩১৪১৪৭ ; ভাল হৈল দুই-ভাই ২১১২০০ ; ভাল হৈল পাইলে তুমি ১১৭১৮৮ ; ভাল হৈল বিশ্বরূপ ১১৫১১২ ।

ভাসাইল ত্রিজগৎ ১১০১১৫২ ; ভাসাইল ত্রিভুবন ১১৩১০ ; ভাসাইল সব লোক ২১৩১৩৭ ।

ভিত্তারী সন্ন্যাসী করে ২১১১৬২ ; ভিড় দেখি দুই-ভাই ২১২১৪০ ; ভিতর ঘর গেলা মহাপ্রভুকে ৩১০১৮৬ ; ভিতর প্রকোষ্ঠে প্রভুকে ৩১৪১৫৩ ; ভিতর মন্দির উপর ২১২১৭২ ; ভিতর মন্দির কৈল ২১২১৮০ ; ভিতর হৈতে স্নানচন্দ্র ৩৩১৪৩ ; ভিতরে আছিল শূনি ৩৩১৪৬ ; ভিতরে প্রবেশি দেখে ১১৫১৭২ ; ভিতরে বৈরাগ্য বাহিরে ৩৬১১৪ ; ভিতরে মাইতে নায়ে ৩১০১৮২ ; ভিতরে স্বর্ঘ্যের রথ ১১৫১৩০ ; ভিতরের অর্থ কহে ১১২১১২৪৫ ; ভিতরের

ক্রোধ দুঃখ ৩১৩২১; ভিতরের দৃঢ় যেই যাজি ৩৩৩১১; ভিত্তো দেখি ভক্ত সব ২৩২২২; ভিত্তো মুখ শির
ঘষে ২২২৬; ভিন্ন ভিন্ন লিখিয়াছে ১১১৬৬; ভিন্নপ্রায় লোক তাঁহা ২১১১৫০; ভিক্ষা অবশেষ পাত্র ৩৪১১৬;
ভিক্ষা করাইয়া আচমন ২৩৪৫; ভিক্ষা করাইয়া কিছু ২৩১৮; ভিক্ষা করাইয়া তাঁরে করাইল ২৩৩২৫; ভিক্ষা
করাইয়া তাঁরে কৈল ১১১১২৬২; ভিক্ষা করাইয়া মিশ্র ২১২১২০১; ভিক্ষা করাইল প্রভুকে ২১২১৮১; ভিক্ষা করি
কহে পুরী ৩৮১১১; ভিক্ষা করি তাঁহা এক ২৩২২৫১; ভিক্ষা করি বকুলতলে ২১৩১০১; ভিক্ষা করি ভিক্ষা দিবে
২১১১১০; ভিক্ষা করি মহাপ্রভু আইলা ১১১১৪৫; ভিক্ষা করি মহাপ্রভু করিয়াছে ৩৪১১১৫; ভিক্ষা করি মহাপ্রভু
করিল ২১১১৮৬; ভিক্ষা করি মহাপ্রভু তারে প্রদত্ত ২৩২২১; ভিক্ষা করি মহাপ্রভু বিশ্রাম ২২০১১০; ভিক্ষা
করিলেন সতে ১১১১৪৪; ভিক্ষা কি দিবেক বিপ্র ২৩১১৬৫; ভিক্ষা দিতে নিজ ঘরে ২১২১১০; ভিক্ষা লাগি
একদিন ২৪১১০; ভিক্ষা লাগি ভট্টাচার্য্যে ২১১১১৬১; ভিক্ষাতে পণ্ডিতের স্নেহ ২১৩১২৮৪; ভিক্ষুক সন্ন্যাসী আমি
৩৩৩৩; ভিক্ষুক সন্ন্যাসী মোর ২১৮১১১৩।

ভীত দেখি সিংহ মোরে ১১১১১১৬; ভীতপ্রায় হঞা কাহে ৩১১১৪০; ভীমরথী নান করে ২৩২১১৫; ভীমকুল
বকুলী উঠিবে ২২০১১১১; ভীমকের ইচ্ছা কৃষ্ণে ২৫১২১; ভীমের নির্য্যাণ সভার ৩১১১৫৬।

ভুক্তিমুক্তি আদি বাহ্য ২১২১১৫০; ভুক্তিমুক্তি বাহ্য যত ২১২১১৪০; ভুক্তিমুক্তি-সিদ্ধিকামী সকলি ২১২১১৩২;
ভুক্তিমুক্তি সিদ্ধিকামী সুবুদ্ধি যদি ২২২১২৩; ভুক্তি সিদ্ধি ইন্দ্রিয়ার্থ ২২৩১১৩; ভুক্তিসিদ্ধি মুক্তি মুখ্য ২২৪১২০;
ভুক্তিসিদ্ধি মুক্তি মুখ ২২৪১৩১।

ভুবনের নারীগণ ২২১৫৮; ভুবনেশ্বর পথে যৈছে ২৫১১৩৩।

ভূগর্ভ গোসাঞি আর ভাগবত ১১২১৮০; ভূগর্ভ গোসাঞি আর শ্রীজীব ২১৮১৪৪; ভূঞা কানে কহে সেই
২২০১১১; ভূঞা কাহে যাঞা কহে ২২০১২৫; ভূঞা হাসি কহে আমি ২২০১২৮; ভূত নহে তেঁহো ৩১৮১৬১;
ভূতপ্রভ জ্ঞানে তোমার ৩১৮১৬৩; ভূতপ্রভ না লাগে ৩১৮১৫৪; ভূমি পড়ি আছে প্রভু ৩১৮১৬৮; ভূমি পড়ি
কতু মুর্ছা ৩১৮১৬; ভূমিমালী জাতি বৈষ্ণব ৩১৬১১৪; ভূমিতে পড়িলা দুখে ২১১১৩৬; ভূমিতে পড়িলা দেহে
২১২১২০; ভূমিতে পড়িলা প্রভু অচেতন ১১৫১১৪; ভূমিতে পড়িলা প্রভু মুচ্ছিত ৩১২১৮২; ভূমিতে পড়িলা
রায় ২১৩১৫২; ভূমিতে পড়িলা শ্বাস ২৩১১২৫; ভূমির উপর বসি ৩১৪১৩৪; ভূমে বসি নখে লিখে ২১৪১৩৫;
ভূরিদা ভূরিদা বলি ২১৪১১২; ভূষণধনিতে কর্ণ ৩৩২২০; ভূষণের ভূষণ অঙ্গ ২২১১৮১।

ভূদপিক গায় বহে ২১৪১২৫; ভূতবাহ্যপুষ্টি বিহ্ন নাহি ২১৫১১৬৬; ভূতের ভূত কর যোরে ২১৪১১৬; ভূট
ফুলবড়ি আর ৩১০১১৩৩; ভূট মাঘ মৃদগ নৃপ ২১৫১২১২।

ভেদ জানিবারে করি ১১২১২।

ভোকে রহে তবু অন্ন ২৪১১১২; ভোখে মরি গেলোঁ ৩১২১১২; ভোগ না লাগাইল ৩৩৩৩৫; ভোগ
প্রেম মুখ মুখ্য ২২০১২৫; ভোগমণ্ডপ তবে কৈল ২১২১১১৬; ভোগমণ্ডপ শোধি ২১২১৮৪; ভোগমণ্ডপে যাঞা
করে ২১২১২০১; ভোগ লাগাইতে সেবক ২১৫১৮০; ভোগ সরিলে জগন্নাথের ৩১৬১৮২; ভোগ-সামগ্রী আইল
২৪১৫১; ভোগের সময়ে পুন ২১৫১১৫; ভোগের সময়ে প্রভু ২১২১২১৫; ভোগের সময়ে লোকের ২১৩১১৩৩;
ভোজন করহ ছাড় ২৩৩৩৩; ভোজন করহ তুমি ২২০১১২; ভোজন করাঞা পূর্ণ ২৩২০১১; ভোজন করাঞা প্রভুকে
৩১৫১৮২; ভোজন করাইল সভারে ২১৪১৪০; ভোজন করি আইলা তেঁহো ২১২১৮৪; ভোজন করি উঠে সতে
২১২১১২৫; ভোজন করি দুই ভাই ৩১৬১১১২; ভোজন করি না জানিয়ে ২১২১১৮৬; ভোজন করি নিত্যানন্দ
৩৩৩৩৩; ভোজন করি বসিলা প্রভু ২১৪১৪১; ভোজন করিয়া কহে ৩১২১২০; ভোজন করিয়া পাত্র ৩১৬১১২;
ভোজন করিয়া প্রভু ৩১৬১৮৮; ভোজন করিয়া সতে কৈল ৩১১১৮৮; ভোজন করিয়ে আমি ৩৩৩৩০; ভোজন করিল

তাঁহা ৩১৩৫ ; ভোজন করিল হৈল ২১১৮১ ; ভোজন গৃহের কোণে ঝালি ৩১০৫৩ ; ভোজন দেখিতে চাহে ২১৫১২৪৩ ; ভোজন দেখিয়া যতপি ৩২৩৫ ; ভোজন লীলা কৈল তবে ২১৪১০১ ; ভোজন সমাপ্তি হৈল ২১১১২৪ ; ভোজনে বসিতে রঘুনাথে ৩৩১১১ ; ভোজনে বসিলা প্রভু ৩৩১০৬ ; ভোজনের কালে পণ্ডিত ৩৩১০৫ ; ভোজনের কালে স্বরূপ ৩১০১২৮ ; ভোজ্যাম বিপ্র যদি ৩৩৮৮২ ; ভোট কখন পানে প্রভু ২১২০১১১ ; ভোট ত্যাগ করিবারে ২১২০১১৮ ; ভোট লেহ তুমি দেহ ২১২০৮২ ।

ভ্রম প্রসাদ বিপ্রলিপ্সা ১২১১২ ; ১১১১০২ ; ভ্রমর চেটা আর প্রলাপ ১১৪২৪ ; ভ্রমর চেটা সধা ২১২৪ ; ভ্রমর-গীতারে দশ শ্লোক ২১২৩৪০ ; ভ্রমিতে পবিত্র কৈল ২৩৪ ; ভ্রমিতে ভ্রমিতে আইলা ২১১১৫১ ; ভ্রমিতে ভ্রমিতে গেলা ২১৪২০ ; ভ্রমিতে ভ্রমিতে যদি সাধু বৈজ্ঞ ২১২২১২ ; ভ্রমিতে ভ্রমিতে যদি সাধু সধ ২১২৪২২৫ ; ভ্রমিতে ভ্রমিতে সডে কাজী ১১১১১৩০ ; ভ্রষ্ট অবধূত তুমি ২৩৮২ ; ভ্রষ্টর নাসা বাণ ২১২১১০৮ ।

অ

অ

অ

অ

অকর পৌছসি প্রয়াগে ২১৮১৩৬ ; অকরে প্রয়াগ-স্থান ২১৮১৩৫ ।

অঙ্গলচণ্ডী বিষহরি ১১১১২৮ ; অঙ্গল চরিত্র সধা ১৩৪ ; অঙ্গলাচরণ নন্দী শ্লোক ৩১৩০ ।

অজুয়ার সেই বিপ্রে করিল ৩৩১৮১ ; অজুয়ার সেই বিপ্রে ত্যাগ ৩৩১২০ ; অজুয়ারের ঘরে সেই ৩৩১১৮ ; অজুয়ারের সভায় আইলা ৩৩১৬৪ ।

অঠি আগে রহিল এক ৩১৩৩৬২ ।

অড়া রূপ ধরি রহে ৩১৮৫১ ।

অগ্নিগীর্থে ঠেকা ঠেকি ২১২১১৮ ; অগ্নি যৈছে অবিকৃত ২৩১৫৫ ; অগ্নী ছাড়িয়া গেলা ২৩৮৬ ; অগ্নীবন্ধনে বৈসে ৩৩৬৫ ; অগ্নীবন্ধে গোপীগণ ৩১৪১১ ; অগ্নী হইয়া করে ২১৩৮৫ ।

অশ্বকৃষ্ণ রঘুনাথ ২১২০২৫৬ ; অশ্বকৃষ্ণাত্মবতারের ১৫৬১ ; অশ্বকৃষ্ণ দেখি কৈল ২১২২১ ; অশ্বকৃষ্ণ জিনি ১৫১৩৬ ; অশ্বকৃষ্ণ ভাবগণ ২১২৫৫ ; অশ্বকৃষ্ণ প্রায় প্রভু ২১১২২ ; অশ্বকৃষ্ণ টানে ২১৪১৪২ ; অশ্বকৃষ্ণ আইলা ২১১১২২ ; অশ্বকৃষ্ণ রথ টানে ২১৪১৫০ ।

অথুরা আইলা দৌহে ২১৫১০ ; অথুরা আইলা লোকের ২১১১৫৪ ; অথুরা আইলা সরাণ ২১৫১৩২ ; অথুরা আসিয়া কৈল ২১১১৪১ ; অথুরা আসিয়া রায় ২১২১৫৫ ; অথুরা আসিয়া শীঘ্র ৩১৩৪৩ অথুরা গমনে প্রভুর যৈহো ১১০১৪৪ ; অথুরা গেলে সনাতন ৩১৩৩৫ ; অথুরা চলিতে প্রেমে ২১১১৪৩ ; অথুরা দেখিয়া দেখে ২১১২২৫ ; অথুরা দেখিয়া পুনঃ ১১১৪২ ; অথুরা দ্বারকাষ নিজ ১৫১১২ ; অথুরা না পাইলু বসি ৩৩১৮ ; অথুরা নিকটে আইলা ২১১১৪৬ ; অথুরা-পদ্মের পশ্চিম ২১৮১৫ ; অথুরা পাঠাইল তাঁরে ২১১২৩১ ; অথুরাবাস শ্রীমুর্তি ২১২১১৪ ; অথুরামাহাত্ম্য আর ২১৩৫ ; অথুরামাহাত্ম্য-শাস্ত্র ২১২১৬১ ; অথুরা যাইতে প্রভুস্থানে ৩১৩২১ ; অথুরা যাইব আমি ২১১২১৫ ; অথুরা যাবার ছলে ২১১১৫০ ; অথুরা হইতে প্রভু ৩৩১৫ ; অথুরা হৈতে সনাতন ৩৪১২ ।

অথুরাতে কেশবের ২১২০১৮৪ ; অথুরাতে ঘরে ঘরে ২১৮১১২ ; অথুরাতে পাঠাইলা রূপ ১১১১৫১ ; অথুরাতে সুবুদ্ধি রায় ২১২১৩৩ ।

অথুরায় যৈছে গন্ধর্ব ২১২০১৫১ ।

অথুরার বৈষ্ণবের গোসাঞি ৩৪১২৪ ; অথুরার যত লোক ব্রাহ্মণ ২১৮১২০ ; অথুরার লুপ্ততীরের ২১২৩৫৪ ; অথুরার লোক সব বড় ২৪১২৮ ; অথুরার স্বামি সত্যার ৩১৩৩৫ ।

মদন-গোপাল গোবিন্দের কৈল ১৪২১৩ ; মদন-গোপাল গোবিন্দের সেবা ২১১২৭ ; মদন-গোপাল পায়ে ১১২১৮৫ ; মদন-গোপালে গেলাও ১৮৮৮ ; মদনমোহনের নাট ১৩২১২ ; মদমত্ত গতি বলদেব ১১৭১১২ ; মত্তপ যবন রাজার ১১৬১৫৬ ; মত্তপ যবনের চিত্ত ১১৬১৭২ ; মত্তভাগু পাশে ধরি ১১৭১৩৬ ।

মধু আন মধু আন ১১৭১০২ ; মধুপান রাসোৎসব ১১৭১২৩ ; মধুপুরীর লোক প্রভুকে ২১৭১১৬ ; মধুবন ভাল কুমুদ ১১৭১৮২ ; মধুসুদন চক্র শঙ্খ ২১০১১৮ ।

মধুর কণ্ঠধ্বনি শুনি ২১৭১৩৩ ; মধুর করিয়া লীলা ১১৩১৪৬ ; মধুর চরিত্র কৃষ্ণের ২১৫১১৪১ ; মধুর চৈতন্যলীলা সমুদ্র ২১১৬৮ ; মধুর নাম শৃঙ্গার রস ২১২১৩৩ ; মধুর প্রসন্ন ইহার ১১১১৪৩ ; মধুর বচন মধুর চেষ্টা ১৮৮৫১ ; মধুর মর্দনে প্রভুর ১১০১৮৭ ; মধুর-রস ভক্ত মুখ্য ২১২১১৬৪ ; মধুর রসে কৃষ্ণনিষ্ঠা ২১২১১৮২ ; মধুর হান্ত বদনে ১১৭১৫৫ ; মধুর হৈতে স্তমধুর * * অতি স্তমধুর ২১২১১১৭ ; মধুর হৈতে স্তমধুর * * জ্যোৎস্নাতর ২১২১১১৬ ; মধুরান্ন বড়ান্নাদি ২১৩১৪৬ ; ২১৫১২১২ ; মধুরৈশ্বর্য মধুর্য ২১২১৩৪ ।

মধ্বাচার্য্য সেই কৃষ্ণ ২১২১৩০ ; মধ্বাচার্য্য স্থানে আইলা ২১২১২৮ ; মধ্বাচার্য্য আনি তাঁরে ২১২১৩১ ; মধ্বাচার্য্যে স্বপ্ন দিয়া ২১২১২২ ।

মধ্য অন্তলীলা শেষ ১১৩১১৩ ; মধ্যবয়স্বিত্তি সখী ২১৮১৩৮ ; মধ্যম অধিকারী সেই ২১২১৪০ ; মধ্যম আবাস কৃষ্ণের ২১২১৩৬ ; মধ্যমূল পরমানন্দ ১১২১১৪ ; মধ্যলীলা মধ্যে অন্ত ১১১৫ ; মধ্যলীলার এই কৈল ২১২১১২২ ; মধ্যলীলার এই সংক্ষেপ ১১১৪ ; মধ্যলীলার করিল এই ২১১১২৩৪ ; মধ্যলীলার ক্রম এবে ২১২১১২৪ ।

মধ্য প্রগল্ভা ধরে ২১৪১১৪২ ; মধ্যাহ্ন করি আসি করে ২১৮১৭১ ; মধ্যাহ্ন করি প্রভু গেলা ২১২০৬৭ ; মধ্যাহ্ন করিতে উঠি ১৪৮৮৭ ; মধ্যাহ্ন করিতে গেলা ২১৭৮২ ; মধ্যাহ্ন করিতে প্রভু করিলা ১১১৫৫ ; মধ্যাহ্ন করিতে প্রভু চলুন ১১১১৪২ ; মধ্যাহ্ন করিতে বিপ্র ২১২১৫৪ ; মধ্যাহ্ন করিতে মহাপ্রভু ২১০১৬৪ ; মধ্যাহ্ন করিতে সমুদ্র করিলা ১১১১১ ; মধ্যাহ্ন করিতে সমুদ্রে করিলা ১১১১৪৩ ; মধ্যাহ্ন করিয়া আইলা ২১৭৮৩ ; মধ্যাহ্ন করিয়া কৈল ১১৬১২৫ ; মধ্যাহ্ন করিয়া প্রভু আইলা ১১২১১২৩ ; মধ্যাহ্ন করিয়া প্রভু নিজগণ ২১২১২৪ ; মধ্যাহ্ন করিলা প্রভু ২১৪১২১ ; মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত কৈল ২১২১২১৩ ; মধ্যাহ্ন-স্নান কৈলা মণিকর্ণিকায় ২১৭১৭৮ ; মধ্যাহ্ন হইল, কেনে ২১২১৬৬ ; মধ্যাহ্নে আসিব এবে ১১২১১২১ ; মধ্যাহ্নে আসিয়া প্রভু ১১১১০৮ ; মধ্যাহ্নে উঠিলা প্রভু ২১২১২২ ; মধ্যাহ্নে প্রতাপরুদ্র ১১৭৮ ; মধ্যাহ্নে ভিক্ষাকালে ১৪১১২২ ; মধ্যাহ্নে সমুদ্রের বালু ১৪১১১৩ ।

মধ্যে এক শিশু হয় ২১৮১৫৪ ; মধ্যে তাণ্ডব নৃত্য করে ২১১১২০৮ ; মধ্যে নাচে আচার্য্য গোসাঞি ১১৭১১৩০ ; মধ্যে নৃত্য করে প্রভু মত্তসিংহসম ২১২১১৩৪ ; মধ্যে নৃত্য করে শচীর ২১১১১২২ ; মধ্যে পীত স্মৃতসিক্ত ২১৩১৪১ ; মধ্যে প্রভু বসিলা আগে ১১৭৫০ ; মধ্যে মহাপ্রেমাবেশে ১১০১৬৪ ; মধ্যে মধ্যে আচার্য্যাদি ১১০১১৩১ ; মধ্যে মধ্যে আমি তোমার নিকটে ২১৫১৪৫ ; মধ্যে মধ্যে আসি তোমায় দিব ২১৩১৮৮ ; মধ্যে মধ্যে আসিমু তাঁর ২১৫১৫৩ ; মধ্যে মধ্যে কত আসি ১১২৫ ; মধ্যে মধ্যে ঘর-ভাত ১১০১১৫২ ; মধ্যে মধ্যে ছুইপাশে ২১১১৪৭ ; মধ্যে মধ্যে প্রভু আপনে ১১৭১৬ ; মধ্যে মধ্যে প্রভু তাঁরে ১১৩১১২ ; মধ্যে মধ্যে প্রভুকে তেঁহো ১১২১৮৫ ; মধ্যে মধ্যে প্রভুরে করেন ২১৬১৫৭ ; মধ্যে মধ্যে ভোগ লাগে ২১২১২১৫ ; মধ্যে মধ্যে মহাপ্রভু করে ১১৩১১০৫ ; মধ্যে মধ্যে হরি কহে ২১১১১৩৩ ; মধ্যে মধ্যে হরিশ্রবণ ২১২১১৬২ ; মধ্যে রহি মহাপ্রভু ২১১১২১২ ; মধ্যে রাধা সহ নাচে ১১৪১১৭ ।

মনঃকথা নাহি স্মৃখে ১১২১৮০ ; মন কৃষ্ণবিশ্রোগী ১১৪১৪৮ মন জানি প্রভু পুন ২১২১১৫০ ; মন ছুই হৈলে নহে ১১২১৪২ ; মন না মানিলে করে ২১২১১১৩ ; মন কিরি যায় তাতে ১১২১১ ; মন মোর বাম দীন ১১৭১৫৫ ।

মনে এক সংশয় হয় ২১২১১৬১ ; মনে ধৈর্য্য করি পুন ২১২১১২৫ ; মনে নিজ সিদ্ধদেহ ২১২১২০ ; মনে

ভাবে ক্রুদ্ধক্ষেত্রে ২১১৪৮ ; মনে মনে অপে মৃৎ ২১৩৬৭ ; মনে স্বাস্থ্য নাহি রাত্রি ২১৫১৪৭ ; মনে হৈল লালস ২১৭১৫৪ ; মনেতে শূণ্যতা বাক্যে ২২১১৩ ; মনেজিয় ডুবিল প্রভুর ২২১২৫ ।

মল্লয়া ঠেলি পথ করে ১১০১৪০ ; মল্লয়া নহে ইহো কৃষ্ণ ২১২১২১ ; মল্লয়া নহেন রায় ২১৫৬৮ ; মল্লয়া না দেখে মধুর ২১২১৫৩ ; মল্লয়াবুদ্ধি দময়ন্তী ২১০১৮ ; মল্লয়া ভরিল সব ২১৩২০০ ; মল্লয়া রচিত্তে নারে ১৮১৩৫ ; মল্লয়ার দেহে দেখি ২১৩১২ ; মল্লয়ার বেশ ধরি ২১২২৫৪ ; মল্লয়ার বেশে দেব ২১৭ ; মল্লয়ার শক্তো ছই ২১৩২৮৪ ।

মনোহঃখে ভাল ভিক্ষা ২১২১২২ ; মনোবেগে গেলা প্রভু ২১৮১৩২ ; মনোহরা লাড়ু আদি ২১৪১২৬ ।

মন্ত্র অধিকারী, মন্ত্র ২১২৪২৪৩ ; মন্ত্রগুরু আর যত ১১১১৭ ; মন্ত্র পড়ি শ্রীহস্ত ২১৮১৫৮ ; মন্ত্র পাঞা কারো আগে ২১৩৬৬ ; মন্ত্রের দৃষ্ট নদে ২১৩১২৬ ।

মন্দ মন্দ করিতেছে ২১১১১৬ ।

মন্দির করিয়া রাজা ২১৫১১৭ ; মন্দির ছাড়ি কুঞ্জে রহে ২১৮১২৭ ; মন্দির নিকটে ঘাইতে নাহি ২১১১১৫০ ; মন্দির নিকটে ঘাইতে মোর নাহি ২১৪১৭ ; মন্দির নিকটে শুনি তাঁর ২১৪১৭ ; মন্দির শোধিয়া কৈল ২১২১১০২ ; মন্দিরে পড়িলা প্রেমে ২১৩৩ ; মন্দিরে যে প্রসাদ পাবে ২১৫৪ ; মন্দিরের চক্র দেখি ২১১১১৭০ ; মন্দিরের চতুর্দিক ২১২১১১৮ ; মন্দিরের পাছে রহি ২১১১২০৭ ।

মহাস্তর অবতার এবে ২১২০১২৬৯ ।

মহাপ্রাণ-মহাপ্রাণে ১১৫১২১ ; মহাপ্রাণ রাধা-প্রেম ১১৪১২৪ ।

মহাতা অধিক কৃষ্ণে ২১২১১৮৪ ; মহাতা আধিক্যে তাড়ন ২১২১১৮৬ ।

ময়ূর পুচ্ছে দেখি মুকুন্দ ২১৫১২২৩ ; ময়ূরাদি পক্ষিগণ ২১৭১৪১ ; ময়ূরের কণ্ঠ দেখি ২১৭১২০৪ ; ময়ূরের নৃত্য প্রভু ২১৭১২০৩ ।

মরিচের ঝাল ছানা ২১৫১২০৮ ; মরিচের ঝাল মধুরায় ২১০১৩৪ ; মরিত অমোঘ তারে ২১৫১২৮৪ ।

মরুৎক মোর তিন পুত্র ২১২১২২ ।

মর্কট বৈরাগ্য ছাড়ি ২১৩১৩ ; মর্কট বৈরাগ্য না কর ২১৩২৩৬ ; মর্দিনিয়া এক রাখ ২১২১১১১ ; মর্ধ্যাদা পালন হয় ২১৪১২২৫ ; মর্ধ্যাদা রাখিলে তুষ্ট ২১৪১২২৭ ; মর্ধ্যাদা লজ্জন আমি ২১৪১৩১ ; মর্ধ্যাদা লজ্জনে লোকে ২১৪১২৬ ; মর্ধ্যাদা হৈতে কোটীস্থ ২১০১১৩৭ ।

মলয় পর্বতে কৈল ২১২২৬০ ; মলয়জ্ঞ আন যাই ২১৪১০৬ ; মলয়জ্ঞ চন্দন লেপ ২১৪১০৫ ; মলিন মন হৈলে নহে ২১৩২১৩ ; মল্লার দেশেতে আইলা ২১২২০৭ ; মল্লিকার মালা দিয়া ১১৪১৩৪ ; মল্লিকার্জুন তীর্থে ২১২১৩ ।

মহৎকৃপা বিনা কোন ২১২২১০২ ; মহৎশ্রষ্টা পুরুষ তেঁহো ১১৫১৪৮ ; মহদমুগ্ধ-নিগ্রহের ২১৮১৩১ ; মহদমুগ্ধ বাতে ১১৩১৫০ ; মহদপরাধের ফল ২১৩১৩৭ ।

মহা অপরাধ কৈল গর্জিত ২১৩১৮১ ; মহা অপরাধ হয় প্রভুর ২১০১২৬ ; মহা উচ্চ সর্কার্তনে ২১২১১৩৭ ; মহা কুলীন তুমি ২১৫২১ ; মহা কৃপাপাত্র প্রভুর ১১০১১৮ ; মহা কোলাহল তীরে ২১০১৪৫ ; মহা কোলাহল হৈল ২১০১৪৬ ; মহাশুণবান তেঁহো ১১৩১৭২ ; মহাজন যেই কহে ২১২৫১৮ ; মহা ভেজোময় দৌহে ২১৫১৩৬ ; মহা ভেজোময় বপু ১১৭১৫৮ ; মহা দয়াময় প্রভু ২১৪১৭৫ ; মহাদুঃখ হৈতে মোরে ২১২১২৮ ; মহাদেব দেখি তাঁরে করিলা প্রণাম ২১২১৬৫ ; মহাদেব দেখি তাঁরে করিলা বন্দন ২১২১৬২ ; মহানন্দে লোক করে ২১৪১৫৫ ; মহামুগ্ধের

এই সহজ ৩৫৭৫; মহামুভবের চিত্তের ২৭৭৭১; মহানৃত্য মহাপ্রেম ২১১১২১৮; মহাস্তম্ভাব এই ২১৮৩৭; মহাস্তম্ভের অপমান যেই ৩৩১৫৬; মহাপাত্র আনিল তাঁরে ২১৬১৭৮; মহাপাত্র চলি আইলা ২১৬১২২; মহাপাত্র তাঁর সনে ২১৬১২০; মহাপাত্র মহাপ্রভু ২১৬১২৪; মহাপুরুষ অবতারী ১৫১৬৫; মহাপুরুষের চিহ্ন লগ্ন অঙ্গে ১১৩১২০; মহাপ্রভু অধিক তাঁরে ৩১৩১০৮; মহাপ্রভু আইলা গ্রামে ২১৬২৫০; ২২৫১৮৬; মহাপ্রভু আইলা দেখি ৩৬৭৭; মহাপ্রভু আইলা শুনি আইলা তাঁর ২১২১৫৭; মহাপ্রভু আইলা শুনি শিষ্ট ২১২১২২; মহাপ্রভু আইসে যেই ৩৬১০৪; মহাপ্রভু আনি করায় ৩৬৮৮; মহাপ্রভু আসি সেই আসনে ৩৬১০৭; মহাপ্রভু এই দুই দিলা ১১১১১১; মহাপ্রভু এঁছে লীলা করে ২১৪১০২; মহাপ্রভু করে তারে ২১১১২১৭; মহাপ্রভু কহে তাঁরে ২১২১৬৬; মহাপ্রভু কহে শুন ভট্ট ৩৭১১৩; মহাপ্রভু কহে শুন সব ২১১১১৬৭; মহাপ্রভু কৃপা করি তাঁরে ৩৬১২২; মহাপ্রভু কৃপাসিদ্ধ ৩২১১৪১; মহাপ্রভু কৈল তাঁরে কৃপা ৩৬২৩৭; মহাপ্রভু কৈল তাঁহে দণ্ডবৎ ৩৮৮; মহাপ্রভু ঘর আইলা ২১৪১২৩২; মহাপ্রভু চলি আইলা ২১২১৫৮; মহাপ্রভু চলি চলি আইলা বারানসী ২১২১২০২; মহাপ্রভু চলি চলি আইলা শ্রীশৈলে ২১২১৫২; মহাপ্রভু জগন্নাথের উপল ২১২১৫৮; মহাপ্রভু জানি চন্দ্রশেখরে ২১২০১৪৫; মহাপ্রভু তাঁর উপর ৩১৬৩৩৬; মহাপ্রভু তাঁর নৃত্য ৩৬১০২; মহাপ্রভু তাঁরে তবে ৩৭১২২৫; মহাপ্রভু তাঁরে দৃঢ় ৩১৩৭১১; মহাপ্রভু তাঁরে যদি ভিক্ষা ২১৭১১৭১; মহাপ্রভু তাঁ-সভার বার্তা ৩১৩১০১; মহাপ্রভু তাহা দৌহার ২১৪১৮১; মহাপ্রভু তাহা যাই ১১৭১২৬৫; মহাপ্রভু তাহা শুনি ২১২১৩৬; মহাপ্রভু দর্শন করে ২১২১৫৪; মহাপ্রভু দক্ষিণ হৈতে ২১০১২৩; মহাপ্রভু দিল তারে ২১০১২৬; মহাপ্রভু দুই ভাই ২১২১৬১; মহাপ্রভু দেখি তারে ৩২১৩৮; মহাপ্রভু দেখি দৌহার ২১২১৬০; মহাপ্রভু দেখি সত্য ২১৮১০১; মহাপ্রভু দেখিতে তাঁর ৩৪১১৪; মহাপ্রভু দেবদাসীর গীত ৩২০১১১২; মহাপ্রভু নিজ বস্ত্রে ২১২১১০১; মহাপ্রভু নিত্যানন্দ ৩১২১১০২; মহাপ্রভু পদাঙ্গুষ্ঠ তার ৩১২১৪২; মহাপ্রভু পাইলা স্মৃতি ২১৩১০৭; মহাপ্রভু পুছিল তারে ২১২১০১; মহাপ্রভু বিনা কেহো ২১২১১৭২; মহাপ্রভু বিনে সেব্য ২১৬২৩১; মহাপ্রভু ভক্তস্থানে বিদায় ৩১১১৬৫; মহাপ্রভু মণিমা বলি ২১৩১১৩; মহাপ্রভু মধ্যাহ্ন করিতে ৩২১১২৫; মহাপ্রভু মহা কৃপা ২১২১৩৮; মহাপ্রভু মিলিতে সভার ২১১১১৩৩; মহাপ্রভু মিলিবারে সেই ৩৪১১৪৩; মহাপ্রভু মুক্তি দীন ৩৫১৪; মহাপ্রভু যাহা খাইতে ৩৬১১১০; মহাপ্রভু রহিলা ঘরে বিষম ৩১২১৮১; মহাপ্রভু লঞা বুলে ২১৪১৮৮; মহাপ্রভু লাগি ভোগ ৩৬১১১১; মহাপ্রভু সভাকারে কৈল ২১০১২৮; মহাপ্রভু সম আর ২১২১১৮৩; মহাপ্রভু স্মৃতি লৈয়া ২১২১২০৩; মহাপ্রভু ক্ষেত্র ছাড়ি ৩১২১৮২; মহাপ্রভুকে দুইজন ৩১৪১১০৮; মহাপ্রভুকে দেখি চরণ ৩১৪১২৫; মহাপ্রভুকে শুনাইতে ৩৫১০১; মহাপ্রভুর আগে আর ৩৪১১১; মহাপ্রভুর আগে আসি ২১৩২১; মহাপ্রভুর আগে গেল ২১১১১৩৩; মহাপ্রভুর আলয়ে ২১১১১৫; মহাপ্রভুর আসন দিলা ৩৬১০৬; মহাপ্রভুর ইন্দিত গোবিন্দ ৩১৬১৫১; মহাপ্রভুর ইহো হয় ২১১১৬৫; মহাপ্রভুর উপর লোকের ২১২১১৭২; মহাপ্রভুর কৃপাঞ্জন ৩১২১৮২; মহাপ্রভুর কৃপা পাইলা ২১৩১০৭; মহাপ্রভুর কৃপায় কৃষ্ণ ৩১৩১৩৪; মহাপ্রভুর গণ যত ২১১১৫২; মহাপ্রভুর গণে করায় ২১৩১৫; মহাপ্রভুর গণে তুমি ৩৪১১৪; মহাপ্রভুর গণে সেই প্রসাদ ২১৪১০১; মহাপ্রভুর গুণ গাঞা ২১২১৫৫; মহাপ্রভুর গণে যাই ৩১৩১০২; মহাপ্রভুর দস্ত মালা মননের ৩১৩১৩৩; মহাপ্রভুর দস্ত মালা সভারে ২১৬১৪১; মহাপ্রভুর দর্শন পায় ৩৬১৮১; মহাপ্রভুর দর্শন সদা ৩৪১৬; মহাপ্রভুর প্রসাদ জানি ৩১৩১৫১; মহাপ্রভুর প্রিয় ভৃত্য ৭১০১৮২; মহাপ্রভুর প্রেমাবেশ ২১৪১২১২; মহাপ্রভুর বার্তা তবে ২১০১৩; মহাপ্রভুর ভক্তগণ সভারে ৩৪১২০২; মহাপ্রভুর ভক্তগণের দুর্গম ৩৫১১২; মহাপ্রভুর ভক্তগণের বৈরাগ্য ৩৬২১৮; মহাপ্রভুর ভক্ত তেঁহো ২৬১১৭; মহাপ্রভুর ভক্ত সব ২১১১৫৬; মহাপ্রভুর ভরে নৌকা ২১২১৭৪; মহাপ্রভুর মায়াপাত্র ২১১১৭২; মহাপ্রভুর মুখে আগে ২১৬১৩২; মহাপ্রভুর মুখে দেন ৩৬৭৮; মহাপ্রভুর যত বড় বড় ২১২১১১১; মহাপ্রভুর রঘুনাথে ৩১৩১৩৬; মহাপ্রভুর লীলা যত ১১০১০৫; মহাপ্রভুর শ্রীহস্তে অন্ন ৩১১১৮১; মহাপ্রভুর সন্দেশ কহিল ৩১৩১৬৪; মহাপ্রভুর স্তুতি করে ২১২১২২৮; মহাপ্রভুর স্থানে এক ৩৬২১৪৬; মহাপ্রসাদ আনিয়াছে ৩১১১১৮; মহাপ্রসাদ খাইল ২১৪১২৫; মহাপ্রসাদ দিয়া তাঁরে ২১০১৭৪;

মহাপ্রসাদ দিয়া তাই ২১০১২৮; মহাপ্রসাদ বল্লভ ভট্ট ১৭১৫৪; মহাপ্রসাদ ভোজনে সভারে ৩১২১৪২; মহাপ্রসাদ-
লক্ষা সঙ্গে ২১১১২৫; মহাপ্রসাদ ক্ষীর লোভে ২১৪১১৭; মহাপ্রসাদার দেহ বাণীনাথ ২১১১১৫০; মহাপ্রসাদার
সভার ২১১১১৫৭; মহাপ্রসাদের তাই ৩২০১২২১; মহাপ্রেমময় তেঁহো ১১৫১১৪১; মহাপ্রেমাবেশ তুমি ২১৬১৮৮;
মহাপ্রেমে ভক্ত কহে ৩১৩৫৩; মহাবন গিয়া অন্ন ২১৮১৬০; মহাবনে দেন আসি ৩১৩৪৭; মহাবাক্যে করি
ভক্তমসির ১৭১১২৩; মহাবিদ্যুৎ রাজা সেই ২১৫১১২৭; মহাবিজ্ঞা গোকর্ণাদি ২১৭১১৮০; মহাবিরক্ত সনাতন
২১২৫১৬৬; মহাবিষয় কর কিবা ৩১১১৩০; মহাবিশু পদ্মনাভ ২১২১৩০; মহাবিশু সৃষ্টি করেন ১১৬১৪; মহাবিশুর
অংশ অদ্বৈত ১১৬১২২; মহাবিশুর এক খাস ২১২০১২৭৪; মহাভক্তগণসহ তাই ২১২১২০; মহাভাগবত তুমি
৩১৩২৩০; মহাভাগবত তেঁহো সরল ৩১৬১৬; মহাভাগবত দেখে ২১৮১২২৬; মহাভাগবত যদুনাথ ১১১১৩২;
মহাভাগবত ঘেই কৃষ্ণ ৩১২১২৫; মহাভাগবত লক্ষণ শুনি ২১৭১১০৬; মহাভাগবত-শ্রেষ্ঠ দত্ত ১১১১৩৮; মহাভাগবত
হয় চৈতন্য ২১৬১২২; মহাভাগবত হরিন্দাস ৩১১১১০৪; মহাভাগ্যবান তেঁহো ২১৬১৫০; মহাভাব চিন্তামণি
২১৮১১২৬; মহাভাব স্বরূপা ১১৪১৬০; মহাভারী ঠাকুর কেহো ২১৪১৫১; মহা ভিড় হৈল ঘারে ১৭১১৪২; মহা
মল্লগণ লৈয়া ২১৪১৪৭; মহা মহা বলিষ্ঠ লোক ২১৪১৫২; মহা মহা বিপ্র হেথা ৩১৩২০৬; মহা মহা শাখা ছাইল
১১২১১৬; মহামহোৎসব কৈল ২১৫১৩১; মহামাদক এই কৃষ্ণা ৩১৬১১০৬; মহামাদক প্রেম ফল ১১২১৪৪; মহাযোগপীঠ
তাঁহা ১১৮১৬৬; মহাযোগেশ্বর আচার্য্য ৩১২১২৭; মহাযোগেশ্বর প্রায় দেখি ৩১১১৫৬; মহারত্ন প্রায় পাই ২১২১২৮১;
মহারাত্রী দ্বিজ শেখর ২১২৫১৬০; মহারাত্রী দ্বিজ প্রভু ২১২০১৭৪; মহারাত্রী বিপ্র আইসে ২১৭১৩৭; মহারাত্রী বিপ্র আসি
২১২১২১১; মহারোরব হৈতে তোমা ২১২০১৫৮; মহাসঙ্কর্ষণ সব জীবের ১১৫১৩৮; মহাসুখ পান যে দিন ২১৭১৬১;
মহানন্দ করাইল ২১৪১৬০।

মহিবীর্ণ বৈভব ১১৪১৬৭; মহিবীর্ণ লক্ষ্মীগণ ২১২১১৬৪; মহিবীর্ণের রূপ ২১২৩৩৭; মহিবী-বিবাহে যৈছে
১১১৩৭; মহিবী-বিবাহে হৈল ২১২০১৪১; মহিবী সকল দেখি ২১৬১১১৮; মহিবী-হরণ আদি সব ২১২৩৬০; মহিবীর
গীত যেন ৩১২১১০১।

মহেন্দ্র শৈলে পরশুরামে ২১২১৮৩; মহেশ আবেশ হৈলা ১১৭১২৪; মহেশ গোর্গীন্দাস আর ৩১৬১৬১; মহেশ
পণ্ডিত ব্রজের ১১১১২২; মহেশ পণ্ডিত শ্রীকর ১১০১১০২।

মহৈশ্বর্য্যুক্ত দৌহে ২১৬১২১৬।

মহোৎসব বাঢ়াইয়া ৩১৭১৩৩; মহোৎসব কর তৈছে ২১৪১১০৬; মহোৎসব কর সব ১১৪১১৫; মহোৎসব
নাম শুনি ৩১৩৫৩; মহোৎসব শুনি পসারি ৩১৬১২০; মহোৎসব হৈল ভক্তের ২১২১২০১; মহোৎসবের স্থানে আইলা
২১২৫১২২।

মাংসব্রণসহ রোমবৃন্দ ২১৩১২৭।

মাগি কেনে নাহি খাও ২১৪১২৪; মাগিয়া খাইয়া করে ৩১৬১২২১; মাগিয়া লইল প্রভুর ২১২১৩৩; মাগিলে
বা কেনে দিবে ৩১৩৩০; মাগে বা না মাগে ১১২১২৭।

মাঘমাস লাগিল এবে ২১৮১১৩৫; মাঘ-শুরুপক্ষে প্রভু ২১৭১৩; মাঘের দেবতা মাঘব ২১২০১৬৮।

মাগিক্য-সিংহাসন নাম ২১৫১২০।

মাটি কাড়ি লক্ষ্য কহে ১১৪১২৩; মাটি খাইতে জ্ঞানযোগ ১১৪১২৭; মাটি খাইলে রোগ হয় ১১৪১২৮;
মাটি দেহ মাটি ভক্ষ ১১৪১২৬; মাটি-পিণ্ডে ধরি যবে ১১৪১২২; মাটির বিকার অন্ন খাইলে ১১৪১২৮; মাটির বিকার
ঘটে ১১৪১২২।

মাৎসর্য্য চণ্ডাল কেন ২১৫১২৬০; মাৎসর্য্য ছাড়িয়া মুখে ২১২৩৩৩।

মাতা আজি ষাওয়াইলেক ৩১২১০ ; মাতা কহে প্রভু রাঙ্কো ৩১২১২ ; মাতা কহে তাহি দিব ১১৫১৭ ; মাতা গঙ্গা ভক্তগণ ২১৭১৬৭ ; মাতা গঙ্গা ভক্ত দেখি ২১৭১৬২ ; মাতা ঠাকুরি আজ্ঞা লৈল ৩১২১৫ ; মাতা পিতা স্থান ১৪১৫৭ ; মাতা পুত্র দৌহার মাড়িল ১১৫১২১ ; মাতা ভক্তগণে তাই ২১১৮৬ ; মাতা মোরে পুত্রভাবে ১৪১২১ ; মাতাকে কহিও কোটি কোটি ১১৫১২২ ; মাতাকে কহিও মোর ৩৩২৬ ; মাতাকে পাঠায় তাহা ৩১২১১ ; মাতাকে পৃথক পাঠায় ৩১২১২ ; মাতাকে বৈষ্ণবে দিতে ৩৩৪০ ; মাতাকে মিনিয়া তাঁর ৩৩৪১ ; মাতাকে মুচ্ছিতা দেখি ১১৪১৪২ ; মাতায় নারীর মন ৩১৬১১৩ ; মাতার আজ্ঞায় আমি ৩৪১৭৭ ; মাতার গৃহে রহ ৩৩২৪ ; মাতার চরণ ধরি ২১৬২৪৭ ; মাতার দৈয়গ্র্য দেখি ২৩১৭০ ; মাতার যেই ইচ্ছা, সেই ২৩১৬২ ; মাতার বৈছে বালকের ৩৪১৭৮ ; মাতার সমীপে ভূমি ৩৩২০ ; মাতারে তাবৎ আমি ২৩১৭৩ ।

মাতিল সকল লোক ১২১৪৪ ।

মাতুলের অপরাধ ভাগিনা ১১৪১৪৪ ।

মাতৃ-আজ্ঞা পাঞা প্রভু ১১৪১৭৩ ; মাতৃ-ভক্তগণের প্রভু ৩১২১৩ ; মাতৃ-ভক্তি-প্রলপন ৩১২১৫ ।

মাথা মুড়ি এক বস্ত্রে ৩৩১৩২ ; মাথায় ঘা মারে বিপ্র ৩৮৫৫ ।

মাদনের চূষনাদি ২২৩৩২ ।

মাধব ঈশ্বরপুরী ১৩১৭৫ ; মাধবদাস গৃহে তথা ২১৬২০৫ ; মাধবপুরী শ্রীপাদ ২৪১১৪৪ ; মাধবপুরী সন্ন্যাসী ২৪১২২৮ ; মাধবপুরীর কথা গোপাল ২১৮৭ ; ২১৬৩৩১ ; মাধবপুরীর চিত্তে ২৪১৩১ ; মাধবপুরীর শিষ্য শ্রীরঙ্গ ২১২৫৮ ; মাধবপুরীর শিষ্য সেই ত ২১৮১১২ ; মাধব বাসুদেব আর ২১৩৪২ ; মাধব বাসুদেব ঘোষের ১১১১২ ; মাধব-ভেদ চক্রগদা ২২০১২০ ; মাধব-সৌন্দর্য দেখি ২২৫৫৩ ; মাধবাচার্য কমলাকান্ত ১১০১১৭ ; মাধবীদেবী শিখি মাহিতীর ১১০১৩৫ ; মাধবে দেখিয়া প্রেমে ২১৭১২৪০ ; মাধবেন্দ্রপুরী তথা ২১৬২৬২ ; মাধবেন্দ্রপুরীর ই'হো ১৬৩৬ ; মাধবেন্দ্রপুরীর সঙ্ঘ ২১৭১৬৩ ।

মাধুর্য প্রকাশি করেন ১৫১২৬ ; মাধুর্য বাঢ়ায় প্রেম ১৪১১৬৮ ; মাধুর্য ভগবদ্বাসার ২২১১২ ; মাধুর্যশব্দে গোলাক ২২৪১৭ ; মাধুর্যে মজিল মন ২২১১৮২ ।

মানসগঙ্গা কালিন্দী ৩১৬১৩৬ ; মানসেই কৃষ্ণচন্দ্রে ৩১৬৩০ ; মানিনী নিরুৎসাহে ২১৪১৩৫ ; মানিলেন নিমন্ত্রণ তারে ৩৭১২৩ ; মানে কেহো ধীরা ২১৪১৪১ ; মান্য করি প্রভু তারে কৈল ২১৩২১ ; মান্য করি প্রভু তাঁরে নিকটে ৩৭১৫ ; মান্য করি প্রভু সভায় ৩৬৬৩ ।

মামার অগোচরে কহে ৩১২১৩৩ ।

মায়া অংশে কহি ১৫১৫৪ ; মায়া অবলোকিতে হয় ২২০১২২ ; মায়াকার্য্য নহে সব ১৩১৫৬ ; মায়া কার্য্যে মায়া হৈতে ২২৫১৬ ; মায়াজাল ছুটে পায় ২২২১৮ ; মায়াভীত গুণাভীত ২২০১২৬ ; মায়াভীত পরব্যোমে ২২০১২২৮ ; মায়াভীত হৈলে হয় ২২৫১৮ ; মায়াবাসী প্রেম মাগে ৩৩২৫৩ ; মায়া দ্বারে স্থজে তেঁহো ২২০১২২৪ ; মায়াদ্বারে স্থটি করে ১২১৪০ ; মায়াধীশ মায়াবশ ২৬১৪৮ ; মায়া নিমিত্তহেতু, উপাদান ১৬১১১ ; মায়া নিমিত্তহেতু বিশ্বের ২২০১২৩২ ; মায়াবদ্ধ হৈতে কৃষ্ণ ২২২১২২ ; মায়া ব্রহ্ম শব্দ বিনা ২১৭১২১ ; মায়াবাদ গুনিবারে ৩২১৩ ; মায়াবাদ গুনিলে মন ৩২১০৫ ; মায়াবাদিগণ তাঁরে ১৭১৩৮ ; মায়াবাদিগণ যাতে ২১৭১৩৪ ; মায়াবাদি-ভাষ্য গুনিলে ২৬১৫৩ ; মায়াবাদী কৰ্ম্মনিষ্ঠ ১৭১২৭ ; মায়াবাদী নির্বিশেষ ২২৫১৪৩ ; মায়াবাদী সন্ন্যাসী আমি ৩৭১১৩ ; মায়াবাদে কৈলে যত ২২৫১৭২ ; মায়ামুগ্ধ জীবের নাহি ২২০১০৭ ; মায়া বৈছে দুই অংশ ১৬১১১ ; মায়াশক্তি বহিরঙ্গা ১২১৮৫ ; মায়াশক্তি রহে ১৫১৪২ ; মায়াশক্তি ব্রহ্মাণ্ডাদি ২২৪১৮ ; মায়া সঙ্গে বিকারী কৃষ্ণ ২২০১২৬৩ ;

মায়াসীতা দিয়া অগ্নি ২১১৮৮; মায়াসীতা নিল রাবণ তাহাতে ২১১৮৮; মায়াসীতা নিল রাবণ শুনিল ২১১৮৮; মায়া হৈতে জন্মে তবে ১৫১৫৮; মায়ায় আশ্রয়ে হয় ২১২০২৫১; মায়ায় যে দুই বৃত্তি ২১২০২৩২; মায়ায় সম্বন্ধ নাহি ১৫১২০।

মায়িক বিবৃতি এক ২১২১৪১; মায়িক ভূতের তথি ১৫১৪৫।

মারি ডারিয়াছে যতির ২১৮১৫৫; মারিতে আনয়ে যদি ৩৫২১; মারিবারে আইসে সব ৩১২১৪; মার্গশীর্ষে কেশব ২১২০১৬৭।

মালজাঠ্যাদগুপাটে তাঁর ৩১১৭; মালাকার কহে শুন ১১২২; মালাকারের ইচ্ছা জলে ১১১১৩; মালানন্দন গুবাক ৩৭১৫৬; মালানন্দন তাম্বুল ৩৫২৭; মাল পরাইয়া প্রসাদ ৩১৬৮৩; মাল পাঠাঞাছেন প্রভু ২১১১৬৬; মালপ্রসাদ পাইয়া তবে ২১২০২০; মালপ্রসাদ লঞা যায় ২১১১৬৩; মালিনী প্রভৃতি প্রভুকে ৩১২১৬১; মালী দত্ত জল অদ্বৈত-স্বন্ধ ১১২১৬৪; মালী মহেশ্ব আমার ১১২৪০; মালী হঞা করে সেই ২১১১১৩৪; মালী হৈয়া বৃক্ষ ১১২৪১; মালীর ইচ্ছায় দুই ১১১০৮৪; মাল্যবস্ত্র অলঙ্কার ২১৩১৬১।

মাসকৃত্য জন্মাষ্টম্যাদি ২১৪১২৫২; মাস দুই মহাপ্রভুর ৩১২৩৮; মাস দুই রঘুনাথ ৩৫২৬৭; মাসমাত্র রূপগোসাঞি ২১২৫১৬০; মাসে দুই দিন কৈল ৩৫২৬৪।

মাহিতীর ভগিনী সেই ৩১১০৩।

মিতভুক অপ্রমত্ত ২১২১৪৭; মিত্রের মিত্র সহাসী ৩১৮১৫।

মিলন-স্থানে আসি প্রভুরে ২১১১৪৮; মিলনে রসালা হয় ২১১১৫৬; মিলিতে না কহিব ২১২১১৪; মিলাইতে লাগিল সব ২১০১৩৬; মিলাইলে প্রভু তার নাম ৩১০১৪০।

মিশ্র আর শেখরের ৩১৩১০১; মিশ্র কহে এই বড় ১১৪১৭৫; মিশ্র কহে কিছু হউক ১১৪১৭৮; মিশ্র কহে কোড়ি ছাড়া ৩১২৫; ৩১২২; মিশ্র কহে তোমা দেখিতে ৩৫২২; মিশ্র কহে দেব সিদ্ধ ১১৪১৮২; মিশ্র কহে প্রভু মোরে ৩৫৬৭; মিশ্র কহে প্রভু যাবৎ ২১৭১২৫; মিশ্র কহে বাল গোপাল ১১৪১৭; মিশ্র কহে মহাপ্রভু ৩৫৫৩; মিশ্র কহে শচীস্থানে ১১৩৭৮; মিশ্র কহে শুন প্রভু ৩১১১৬; মিশ্র কহে সনাতনের ২১২০৬৩; মিশ্র কহে সব তোমার ২১১১৬২; মিশ্র কৃপা করি মোরে ২১৭১২২; মিশ্র জাগিয়া হৈলা ১১৪১৮৭; মিশ্র তুমি পুত্রের তত্ত্ব ১১৪১৮১; মিশ্রপুত্র রঘু করে ২১৭১৮৬; মিশ্র পুরন্দর তাঁর ২১৫৩; মিশ্রপুরন্দরের পূর্বে ২১৬২১২; মিশ্র প্রভুর শেষপাত্র ২১২০৭০; মিশ্র বৈষ্ণব শাস্ত ১১৩১১২; মিশ্র বোলে পুত্র কেনে ১১৪১৮৫; মিশ্রমুখে শুনে সনাতনে ২১২৫১৭০; মিশ্র সনাতনে দিল ২১২০৭১; মিশ্রে নমস্কার করি ৩৫২৬; মিশ্রের আগমন সেবক ৩৫২৫; মিশ্রের আবাস সেই ২১১১১৭; মিশ্রের সখা তেঁহো ২১৭১৮৮; মিশ্রেরে কহয়ে কিছু ১১৪১৮০; মিশ্রেরে পাঠাইল তাই ৩৫৭৮।

মিষ্টান্ন ব্যঞ্জন সব ৩১২২।

মীনকেতন রামদাস ১৫১১৩২; মীমাংসক কহে ঈশ্বর ২১২৫৪২।

মুকুন্দ কহে অতি বড় ২১৫১২৫; মুকুন্দ কহে এই আগে ২১০১৫১; মুকুন্দ কহে প্রভুর ইহা ২১২০; মুকুন্দ কহে মহাপ্রভু ২১২২২; মুকুন্দ কহে মোর এক ২১৫১২৬; মুকুন্দ কহে মোর কিছু ২১৫২; মুকুন্দ কহে রঘুনন্দন ২১৫১১৫; মুকুন্দ কাশীনাথ রুদ্র ১১০১০৪; মুকুন্দ জগদানন্দ ২১১২০৫; মুকুন্দ তাঁহারে দেখি ২১১২০; মুকুন্দ দত্ত এই তিন ১১৭১২৬৬; মুকুন্দ দত্ত কহে এই ৩৫১৮৮; মুকুন্দ দত্ত কহে প্রভু ২১৫১৫৪; মুকুন্দ দত্ত পত্নী নিল ২১২২২৭; মুকুন্দ দত্ত লঞা আইলা ২১৫৬৭; মুকুন্দ দত্তে কৈল দণ্ড ১১৭১৬১; মুকুন্দদাস নরহরি ২১১১৮১; মুকুন্দদাসেরে পুছে ২১৫১১৩; মুকুন্দনরহরি রঘুনন্দন ২১০১৮৮; মুকুন্দ প্রধান কৈল ২১৩৩৩; মুকুন্দ সহিত কহে

২৩১০৭; মুকুন্দ সহিত পূর্বে ২৩১১৮; মুকুন্দ সরস্বতী ছিল ৩১৩৫২; মুকুন্দ সরস্বতী নাম ৩১৩৪২; মুকুন্দ-সেবন
রত ২৩১৫; মুকুন্দ-সেবায় হয় ২৩১৬; মুকুন্দ হয়েন দুঃখী ২১৭২২; মুকুন্দ হরিদাস দুই প্রভু ২৩১৫৮; মুকুন্দ
হরিদাস লঞা ২৩১০৩; মুকুন্দানন্দ চক্রবর্তী ১৮১৬৪; মুকুন্দার মাতা আসিয়াছে ৩১২১৫৭; মুকুন্দার মাতার নাম
৩১২১৫৮; মুকুন্দে দেখিয়া তাঁর ২৩১১৮; মুকুন্দেরে কহে পুন ২১৫১১৩০; মুকুন্দেরে পুছে কোথায় ২১০১১৫০;
মুকুন্দেরে হৈল তার ২১৫১২৭।

মুক্ত মধ্যে কোন্ জীব ২৮১২০৩; মুক্তা পরাইয়াছিল ২৫১২২৮; মুক্তহার বকপাতি ২১২১২১; মুক্তি লাগি
ভক্ত্যে করে ২১২৪৮৭; মুক্তি তুচ্ছ ফল হয় ৩৩১৭৬; মুক্তিপদ শব্দে সাক্ষাৎ ২৩১২৪৩; মুক্তি পদে যার ২৩১২৪৪;
মুক্তি ভক্তি বাহ্য যেই ২৮১২১১; মুক্তিশব্দ কহিতে ২৩১২৪৮; মুক্তি শ্রেষ্ঠ করি কৈল ১১২১৩৮; মুক্তিহেতুক তারক
৩৩১২৪৪।

মুখ আচ্ছাদিয়া করে ২১৪১১৪৮; মুখবাণ করি প্রভু ২১৫১১০; মুখবাস দিয়া প্রভুকে ২১২১৮৩; মুখর
জগতের মুখ ৩৩১১৩; মুখাশুজ ছাড়ি নেত্র ২১২১২১২; মুখে গণ্ডে নাকে ক্ষত ৩১২১৫৬; মুখে তর্জ গর্জ করে
৩৩১২২; মুখে তার ছাল গেল ৩১৩১৭৫; মুখে না নিঃসরে বাক্য ১১৬৮৮১; মুখে না নিঃসরে বাণী ২৩১১৬৫; মুখে
নেত্রে অভিনয় ৩৫১২১; মুখে নেত্রে করে নানা ২১৪১১৮২; মুখে ফেন পড়ে নাসায় ২১৮১১৫২; মুখে ফেন পুলকাজ
৩১৭১১৫; মুখে মুখ দিয়া করে ২১৭১৩২; মুখে লাল ফেন ৩১৪১৬৪; মুখে হয় হয় করে ২১২৫২৬; মুখ্য অর্থ ব্যাখ্যা
কর ১১৭১৩০; মুখ্য ছাড়ি লক্ষণাত্তে ২৩১৪১১; মুখ্য তিন শক্তি ১২১৮৬; মুখ্যবৃত্তি ছাড়ি কৈল ১১৭১২৪; মুখ্যবৃত্তি
সেই অর্থ ১১৭১০৩; মুখ্য মুখ্য নবজন নবদিন ২১৪১৬৪; মুখ্য মুখ্য লীলা স্ত্রে ১১৩১৪৪; মুখ্য মুখ্য লীলার করি
২১৮১১; মুখ্য মুখ্য লীলার তাই ৩২০১১৩২; মুখ্য মুখ্য শাখাগণের ১২১১৮; মুখ্যার্থ ছাড়িয়া কর ২৩১২২৬; মুখ্যার্থ
লাগাইল ১১৭১৩০।

মুখা নাহি জানে মানের ২১৪১১৪৭; মুখা মধ্য প্রগল্ভা ২১৪১১৪৭।

মুক্তি অধম তোমার না ২৩১২২২; মুক্তি অভাগিনীর এই ২৩১১৬৭; মুক্তি এবে লইব প্রসাদ ৩১২১১৪১;
মুক্তি কোন ক্ষুদ্র, যেন ৩১১১২৭; মুক্তি তার ঘরে যাঞা ৩২০১৪৭; মুক্তি ছার মোরে তুমি ২১৭১৭৫; মুক্তি তার পায়
পড়ি ৩২০১৪৪; মুক্তি তাঁর ভক্ত ১৩১৮০; মুক্তি তোমা ছাড়িহু ২১০১১২২ মুক্তি নিমাইর দর্শন ২৩১১৬৬; মুক্তি
নীচ অশ্লীল ২১১১১৭৩; মুক্তি নীচ জাতি, কিছু ২১২৪২৩৭; মুক্তি বড় দুঃখী মোরে ১১৭১৪৫; মুক্তি ভিক্ষা দিমু
আজি ২৩১৩৮; মুক্তি ভিক্ষা দিমু সভারে ২৩১১৬৮; মুক্তি মৈলে মোর কৈছে ৩১৮১৫২; মুক্তি যে চৈতন্যদাস
১৩১৪১; মুক্তি শিখাইলু তোরে ২১২৩৬৫।

মুদগবুড়া মাষ বড়া ২৩১৪৭; ২১৫১২১৩; মুদ্রা দেহ বিচারি যার ৩৩১৪২।

মুদয়: সন্ত ইতি ২১২৪১৮; মুদয়শ ভক্তি করে ২১২৪১২১০; মুদয়োহপি কৃষ্ণ ভজে ২১২৪১১১৪; মুনি, নির্গম,
চ, অপি ২১২৪১২১৩; মুনি নির্গম শব্দের ২১২৪১১০২; মুনি শব্দে পক্ষী-ভৃঙ্গ ২১২৪১১১৭; মুনি শব্দে মননশীল ২১২৪১১২;
মুনি সব জানি করে ২১২০১২২৪; মুদাদি শব্দের অর্থ শুন ২১২৪১১১।

মুমুক্ষা ছাড়িয়া কৈল ২১২৪১৮২; মুমুক্ষা ছাড়িয়া গুণে ২১২৪১২০; মুমুক্ষু জগতে অনেক ২১২৪১৮৭; মুমুক্ষু
জীবমুক্ত, প্রাপ্ত ২১২৪১৮৬।

মুরলীর কলধনি ৩১৫১৫২; মুরারি কমলাকর ৩৩১৬০; মুরারি গুপ্ত মুখে শুনি ১১৭১৬৫; মুরারি গুপ্তেরে
গৌর ২১৫১১৩৭; মুরারি চৈতন্য দাসের ১১১১১৭; মুরারি দেখিয়া প্রভু ২১১১১৪০; মুরারি না দেখি প্রভু
২১১১১৩৮; মুরারি পণ্ডিত গরুড় ৩১০১২; মুরারি মাহিতী শিখি মাহিতীর ২১০১৪২; মুরারি মুকুন্দ চন্দ্রশেখর
১৩১৪৫; মুরারি লইতে ধাঞা ২১১১১৩৮; মুরারিকে কহে তুমি ১১৭১৭২।

মুক কবিত্ব করে ১৮১৪।

মুচ লোক নাহি জানে ১৩১২০; মুঢ়াধম অনেরে তেঁহো ২১১২৮।

মূৰ্খ তুমি তোমায় নাহি ১৭৭১০ ; মূৰ্খ নীচ স্লেচ্ছ আদি ২২৪১১৪ ; মূৰ্খ নীচ ক্ষুদ্র মুক্তি ১৮৭৮ ; মূৰ্খ লোক করিবেক ২১৭১১৩ ; মূৰ্খ সম্মাসী নিজ ১৭৭৪০ ; মূৰ্খের বাক্যে মূৰ্খ হৈলা ২১৮১২০ ।

মূৰ্চ্ছায় হৈল সাক্ষাৎকার ২২১৬৩ ; মূৰ্চ্ছিত হইয়া আচার্য্য ২২১৫০ ; মূৰ্চ্ছিত হইয়া তাই ২৭৭৬২ ; মূৰ্চ্ছিত হইয়া তেঁহো ২১২১২০০ ; মূৰ্চ্ছিত হইয়া পণ্ডিত ২১৬১১৪১ ; মূৰ্চ্ছিত হইয়া মুক্তি ১৫১১৭৫ ; মূৰ্চ্ছিত হইয়া সত্তে ২৭৭২০ ; মূৰ্চ্ছিত হইলা চেতন ২৬১১৫ ।

মূল এক দীপ ১২৭৭৫ ; মূল ভক্ত অবতার ১৬১২৮ ; মূল শাখা প্রশাখা ১২১২২ ; মূল শ্লোকের অর্থ করিতে ১৪১৩ ; মূল শ্লোকের অর্থ শুন ১৪১১৮৭ ; মূল স্বাক্ষরের শাখা আর ১২১২৪ ; মূল হেতু আগে ১৪১৪৬ ।

মৃগছাল চাহ যদি ২২৪১১৬৭ ; মৃগমদ তার গন্ধ ১৪১৮৪ ; মৃগমদ নীলোৎপল ২২১২২ ; মৃগমদ বস্ত্রে বান্ধি ২১৮১১১০ ; মৃগ মারিবারে আছে ২২৪১১৫৬ ; মৃগমগী মুখ দেখি প্রভু ২১৭১১৮৭ ; মৃগীব্যাধিতে আমি হই ২১৮১১৭৪ ; মৃগের গলা ধরি প্রভু ২১৭১১২৭ ; মৃগের পুলক অঙ্গ ২১৭১১২৭ ।

মৃত পুত্র মুখে কৈল ১১৭১২২২ ; মৃতক দেখিতে মোর ১১৮১৪৫ ।

মৃদঙ্গ করতাল শব্দে ১১৭১২০০ ; মৃদঙ্গ করতাল সহীর্জন ১১৭১১১৭ ; মৃদঙ্গ ভাঙ্গিয়া লোকে ১১৭১১১২ ।

মৈত্র মন্দের পর্বত ডুবায় ২১৪১৮৪ ।

মো-অধমে দিল নিত্যনন্দ ১৫১২০৬ ; মো-অধমে দিল ত্রীগোবিন্দ ১৫১২২৪ ; মো-পাপিষ্ঠে আনিলেন ১৫১১৮৮ ; মো-বিলু দয়ার পাত্র ২১১১২০ ; মো-বিষয়ে গোপীগণের ১৪১২৬ ; মো-হেন অধমে দিলা ১৫১১৮৮ ; মো-হৈতে কৈছে হয় ২২৪১২৩৭ ।

মোচাষট দুষ্কুয়াণ্ড ২১৪৪৫ ; মোচাষট মোচাভাজা ২১৫১২০২ ।

মোণেক চন্দন ২৪১১৮০ ।

মোদক বেচে প্রভুর বাটীর ১২২১৫৩ ।

মোর অন্তর্বর্তী রূপ ১১৭৭৮ ; মোর অপরাধে তোমার ২৫১১৫০ ; মোর অভাগ্য, তুমি অ৪১১৫২ ; মোর আগে নিজরূপ ২১৮১২২২ ; মোর ইচ্ছা হয়ে পাণ্ড ১৬১২২৭ ; মোর ইচ্ছা হয় হঙ ২১৮১৭২ ; মোর এই ইচ্ছা যদি ১১১১৩৪ ; মোর কণ্ঠের সাগরে ১৪১১৩৩ ; মোর কৰ্ম মোর হাথে ২১১১৮৭ ; মোর কাছে পদ দিয়াছে ১৪১২৭ ; মোর কিছু দিতে নাহি ২১৪১১০ ; মোর কীর্তন মানা করিস ১১৭১১৭৫ ; মোর গুলীলা হরিদাস ১৩১৮২ ; মোর ঘরে প্রভুপাদের ২১০১২১ ; মোর ঘরে বিনা ভিক্ষা ২১২১২০৮ ; মোর ঘরে ভিক্ষা বলি ২১২১২৩ ; মোর চর্চাঘর এই ২১০১১৫৩ ; মোর চিত্ত ভ্রম লৈতে ১৬১২৭০ ; মোর চিত্ত প্রাণ হয়ে ১৪১২০২ ; মোর চিত্ত ভ্রম করি ২২১১২২৩ ; মোর জিহ্বা বীণাযন্ত্র ২১৮১১০৫ ; মোর তব লীলারস ২১৮১২৩৭ ; মোর দরশন তোমা ২১৮১৩৪ ; মোর দশা শুনে হবে ২১৩১১৪৫ ; মোর দেহ স্বসদন ১১৩১৪৪ ; মোর ধর্ম রক্ষা পায় ২৫১৪৬ ; মোর ধ্যানে অশ্রুজল ২১৫১৫৮ ; মোর নাম লইহ তেঁহো ১৫১৫০ ; মোর নাম লয়ে যেই ১৫১১৮৪ ; মোর নাম শুনে যেই ১৫১১৮৪ ; মোর নামে শিখি মাহিতীর ১২১১০২ ; মোর নিবেদন এক ২১৫১১৬০ ; মোর নিমন্ত্রণ বিনা ২১৭১০৫ ; মোর পঞ্চেন্দ্রিয়গণ ১১৫১১৪ ; মোর পাদজল যেন ১১৬১৪০ ; মোর পিতার কণ্ঠা ২১৫৬১ ; মোর পুত্র মোর সখা ১৪১১২ ; মোর প্রতিজ্ঞা তাঁহা বিনা ২১১১৩৮ ; মোর বংশীগীতে ১৪১২০১ ; মোর বপু চিত্তখন ২১২১২৭ ; মোর বাক্য নিন্দা মানি ২১২৬১ ; মোর বাঙমনোগম্য ২২১১২১ ; মোর বাঙমনোগোচর ১৩১৮১ ; মোর বাণী শিখা ১২০১১৩৮ ; মোর বৃক নব দিয়া ১১৭১১৭৪ ; মোর ভাগ্যে গঙ্গাতীরে ২১৩৩০ ; মোর ভাগ্যে পুনরপি ২১২১২২ ; মোর ভাগ্যে মো-বিষয়ে ২১৩১১৪৮ ; মোর ভাগ্যে মোর ঘরে ২১৩৭৪ ; মোর ভ্রমে তমালারে ১৪১২০২ ; মোর ভ্রাতাসনে ১৫১১৫০ ; মোর মন ছুইতে নারে ২২৩৬৩ ; মোর মন তুচ্ছ এই ২২৩৬৩ ; মোর মন সান্নিধ্য ২২১১১১৫ ; মোর মনের

কথা তুমি ২১১৬৩; মোর মনের কথা রূপ ২১১৬৫; মোর মুখে কথা কহে ৩৫১৭০; মোর মুখে কহায় কথা ৩৫১৭১; মোর মুখে বক্তা তুমি ২১১৬৬; মোর মুখে যে সব রস ৩১১৬৮; মোর যত কাজ কাম ২১১৬৯; মোর যদি বোল ধরে ২১১৭১; মোর রূপে আপ্যায়িত ১৪১২০০; মোর লাগি তাঁ-সভারে ২১১৭৬; মোর লাগি প্রভুপদে করেন ২১১৭৭; মোর লাগি প্রভুপদে কৈল ২১১৭৩৩; মোর লাগি জীপুল ৩১১৭৭০; মোর শক্তি নাহি তোমার ২১১৭২৮; মোর শিরে পদ ধরি ৩১১৭৩২; মোর শিরোমণি যেই ৩১১৭৩৩; মোর শ্লোকের অভিপ্রায় ২১১৭৩৩; মোর সখা মোর পুত্র এই ৩১১৭২৬; মোর সঙ্গে হাথিঘোড়া ২১১৭০৫; মোর সম্প্রদায়ে প্রভু ৩১০১৫২; মোর সহায় কর যদি ২১১৭১৩; মোর সুখকথা কহি ৩১১৭২৬; মোর সুখ চাহ যদি ২১১৭১৪০; মোর সুখ সেবনে ৩১০১৫০; মোর সেই কলানিধি ২১১৭১৪১; মোর স্পর্শে না করিলে ২১১৭৩৪; মোর হাথে ধরি করে ২১১৭১৭১।

মোরে অঙ্গীকার কর ৩১১৭২৪। মোরে অনুগ্রহ কর ১১১৭১৫৩; মোরে আজ্ঞা করিলা ১১১৭৬৭; মোরে আজ্ঞা দেহ মুক্তি ৩১১৭৩০; মোরে আজ্ঞা দেহ সবে ৩১১৭৩৭; মোরে কৃপা কর মুক্তি ২১১৭১২১; মোরে কৃপা করি কর ২১১৭১২৫; মোরে কৃপা করিতে ২১১৭১২০; মোরে কৃষ্ণ দেখাও বলি ৩১১৭১৭৫; মোরে কেনে পুছ ২১১৭১৬৮; মোরে খাওয়াইতে করে ২১১৭১৬৫; মোরে চৈতন্য দেহ গোসাক্ষি ৩১১৭৩১; মোরে জীয়াইলে তোমার ৩১১৭১০; মোরে তুমি ছুইলে মোর ৩১১৭১৪৭; মোরে তুমি ভিক্ষা দেহ ২১১৭১৬৮; মোরে দয়া করি কর ২১১৭১২১; মোরে দিতে মনঃপীড়া ৩১১৭১৪২; মোরে দেখি মোর গন্ধে ২১১৭১৪১; মোরে না ছুইহ কহে ২১১৭১৫১; মোরে না ছুইহ প্রভু ৩১১৭১২; মোরে না ছুইহ মুক্তি ২১১৭১৪১; মোরে না মানিলে সব ১১১৭১২; মোরে নিন্দা করে ১১১৭১২৫৭; মোরে পিয়াও গৌরব স্তুতি ৩১১৭১৫৮; মোরে পূর্ণ কৃপা কৈল ২১১৭১৪৪; মোরে প্রতাহ অন্ন দেহ ৩১১৭২০৫; মোরে প্রসাদ দেহ ভিন্ন ২১১৭১২২২; মোরে বস্ত্র দিতে যদি ২১১৭১৭২; মোরে ব্রহ্ম উপদেশে ৩১১৭২৪; মোরে মিলাইতে অবশ্য ২১১৭১৩৮; মোরে মুখ না দেখাবি ৩১১৭২৩; মোরে যদি দিলে দুঃখ ৩১১৭১৪৩; মোরে শিষ্ট করি মোর ২১১৭১৫৮; মোরে শিক্ষা দেহ এই ৩১১৭১৬৪; মোরে স্পর্শ তুমি এই ২১১৭১৫২।

মোক্ষাকাজী জানী হয় ২১১৭১৬৬; মোক্ষাদি আনন্দ যার নহে এক কণ ২১১৭১৮৫; মোক্ষাদি আনন্দ যার নহে এক বিন্দু ১১৭১৮২।

মৌন করি রহিল পণ্ডিত ৩১১৭১০২; মৌন করি রহে লক্ষ্মণ ১১১৭১৩০।

মৌষল লীলা আর ২১১৭১৫২।

শ্লেচ্ছ আসি কৈল প্রভুর ২১১৭১২২; শ্লেচ্ছ কহে আজি হৈতে ৩১১৭২২; শ্লেচ্ছ কহে যেই কহ ২১১৭১৮২; শ্লেচ্ছ কহে হিন্দুরে আমি ১১১৭১২১; শ্লেচ্ছগণ আসি প্রভুর ২১১৭১৭১; শ্লেচ্ছগণ দেখি মহাপ্রভুর ২১১৭১৭০; শ্লেচ্ছ গোবধ করে ৩১১৭১৪৭; শ্লেচ্ছ জাতি শ্লেচ্ছসেবী ২১১৭১৮৬; শ্লেচ্ছদেশ দূরপথ ২১১৭১৮২; শ্লেচ্ছদেশে কর্পূর চন্দন ২১১৭১৭৪; শ্লেচ্ছদেশে কেহো কাঁহা ২১১৭১২০৭; শ্লেচ্ছ পাঠান ঘোড়া হৈতে ২১১৭১৫৩; শ্লেচ্ছভয়ে আইল গোপাল ২১১৭১৪১; শ্লেচ্ছভয়ে সেবক আমার ২১১৭১৪১; শ্লেচ্ছ সহিত অম্বরস ৩১১৭৩৩; শ্লেচ্ছের দ্বন্দ্ব যেন ২১১৭১৬৮।

য

য

য

য

যত অধ্যাপক আর ১১১৭১২৫৩; যত উপজিল তার ১১১৭২১; যত উপজিল শাখা ১১১৭১৭; যত কিছু দৈবের ২১১৭১০৪; যত গোপসুন্দরী ৩১১৭১৮৭; যত চেষ্টা যত প্রলাপ ৩১১৭১৬৩; যত দিন রহে তেঁহো ৩১১৭১২; যত দুঃখ যত সুখ ৩১১৭১৫; যত দ্রব্য ব্যয় করে ২১১৭১৫৬; যত দ্রব্য লঞা আইসে ৩১১৭১২১; যত নদনদী আছে ২১১৭১৮০; যত নর্তক গায়ন ১১১৭১০৮; যত নাচাইল তত ৩১১৭১৪০; যত নিন্দা করে তাহা ৩১১৭১৪৫; যত পিয়ে তত তৃষ্ণা ২১১৭১২২; যত বার পানাত আমি ৩১১৭১২২; যত ব্রহ্ম তত মূর্তি ২১১৭১৫৬; যত ভক্ত কীর্তনীয়া ১১১৭১২৬; যত ভক্তবৃন্দ আর ৩১১৭১০৭; যত ভক্তিগ্রন্থ কৈল ২১১৭১০৭; যত যত পিয়ে তৃষ্ণা ১১১৭১২২; যত যত ভক্তগণ ১১১৭১২২৪;

যত যত মহাস্ত কৈল ১১০১৪ ; যত যত প্রেমবৃষ্টি ১১১২৬ ; যত লোক আইল ২৩১৫৪ ; যত লোক আইসে কেহো ২১১১৮ ; যত হেমাক্স অলে ভাসে ৩১৮১১ ।

যতিধর্ম প্রাণ রাখিতে ৩৮১৭৮ ; যতি হঞা জিহ্বালম্পট ৩৮১৭৮ ।

যতেক করিল তাহা ২৩১৫২ ; যতেক পলাঞাছিল ১১১৩৩ ; যতেক বিচারে তত ২১২৩৩৬ ।

যত্ন করি গুণি করি ৩১০১৫ ; যত্ন করি ঠাকুরে রাখিল ৩৩১৫২ ; যত্ন করি তেঁহো এক ২২০১৪৩ ; যত্ন করি সব খাওয়ায় ৩৩১১৩ ; যত্ন করি হরিদাস ঠাকুরে ২১১১২০ ; যত্নগ্রহ বিনা ভক্তি ২২৪১১৫ ; যত্নে আশ্বাদিতে নারি ১৪১১১৬ ।

যথা কথাকি করি ২৪১১ ; যথা তথা ভক্তগণ ১১১১১৬ ; যথা নেত্র পড়ে তথা ২১৩২৫৭ ; যথাযোগ্য উদর ভরে ৩৮১৩ ; যথাযোগ্য করে মান ৩২০১৪৫ ; যথাযোগ্য করাইল সভার ৩৪১১০৬ ; যথাযোগ্য কার্য করে ২১৩২৪১ ; যথাযোগ্য কৃপামৈত্রী ৩৪১১০৭ ; যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ ২১৩২৩৬ ; যথাযোগ্য মিলন ২১১১১২ ; যথাযোগ্য সব ভক্তে ২১১২২৫ ; যথাযোগ্য সভার সনে ২১১১২৫৫ ; যথা রহি তথা ঘর ২১৩২৫৭ ; যথার্থ কহিবে ছলে ১১১১১৬৫ ; যথার্থ মূল্য করি তবে ৩২১৫৩ ; যথার্থ মূল্যে ঘোড়া লেহ তেঁহোত ৩২১৫১ ; যথার্থমূল্যে ঘোড়া লেহ যেবা ৩২৪১৭ ; যথাস্থানে নারদ গেলা ২২৪১১৮৭ ; যথেষ্ট বিহরি কৃষ্ণ ১৩১১১ ; যথেষ্ট ভিক্ষা কৈল ৩৮১১০ ।

যদি এই মহাপ্রভুর ২১১১৩০ ; যদি কেহ হেন কহে ২২১৭৪ ; যদি থাইতে নার ২৩১৭০ ; যদি তত দিন জীয়ে ২১২৮১ ; যদি পুনঃ ঐছে নাহি ১১১১৫৪ ; যদি বর দিবে তবে ২১৫১১৪ ; যদি বা তাকি কহে ১৮১১৩ ; যদি বা তোমার তারে ৩২১৭৭ ; যদি বৈষ্ণব অপরাধ ২১২১১৩৮ ; যদি ভট্টের আগে প্রভু ২১২১৭৫ ; যদি মোরে এই বিপ্র ২১৫১৭৪ ; যদি মোরে কৃপা না ২১২২১ ; যদি মোরে নৈবদ্য না দেহ ১১৪১৫৫ ; যদি হয় তার যোগ ২১২৩৮ ; যদি হয় রাগদেব ২২১৭৫ ।

যদুনন্দন আচার্য্য তবে ৩৬১৫৮ ; যদুনাথ পুরুষোত্তম ১১০১৭৮ ।

যদ্বা তদ্বা কবির বাক্যে ৩৫১২১ ।

যত্নপি অন্তরে কৃষ্ণবিরোগ ৩৬৩ ; যত্নপি অন্ন সঙ্কেতে ৩৩১৫৪ ; যত্নপি অসম্ভাষ্য ২১২৪২ ; যত্নপি অসজ্জা নিত্য ২২০১২২৩ ; যত্নপি আপনে পূর্ব ২১১১২২১ ; যত্নপি আপনে হয় প্রভু ২১১২৩ ; যত্নপি আমার গন্ধে ১৪১২০২ ; যত্নপি আমার গুরু ১১১২৬ ; যত্নপি আমার রসে ১৪১২০৩ ; যত্নপি আমার স্পর্শ ১৪১২০৪ ; যত্নপি ঈশ্বর তুমি ২১২২৬ ; যত্নপি উদ্বেগ হৈল ২৪১২৪৭ ; যত্নপি এই শ্লোকে ১১৩৬৬৪ ; যত্নপি করিল রসনির্ধ্যাস ১৪১১০৩ ; যত্নপি কহিয়ে তাঁরে ১৫১৬৭ ; যত্নপি কারো মমতা ৩৪১১৬৬ ; যত্নপি কৃষ্ণসৌন্দর্য্য ২৮১৭২ ; যত্নপি কেবল তাঁর ১৫১২৫ ; যত্নপি গুরুবুদ্ধ্যে প্রভু ৩৮১৩৩ ; যত্নপি গোপাল সব ২৪১৭৬ ; যত্নপি গোসাঞি তারে ২১২১২২১ ; যত্নপি জগদগুরু তুমি ২১৬৮৩ ; যত্নপি জগন্নাথ করে ২১৪১১১৫ ; যত্নপি তিনের মায়া লঞা ১২১৪৪ ; যত্নপি তুমি হও ৩৪১২২৪ ; যত্নপি তোমার অর্থ ২১৬২৪৬ ; যত্নপি তোমার ভক্তি ২১১২০৮ ; যত্নপি তোমার সব ব্রহ্ম ২২৫১৬৪ । যত্নপি নির্মল রাধার ১৪১২২২ ; যত্নপি পণ্ডিত আর ৩৭১৮০ ; যত্নপি পরব্যোমে সভার ২২০১২৮১ ; যত্নপি পায়ন তবু ২১১৭১ ; যত্নপি প্রতাপকর ২১২২৫১ ; যত্নপি প্রভু লোক ২১১৭৪৭ ; যত্নপি প্রভুর আজ্ঞা ২১৬১৩ ; ৩১০১৪ ; যত্নপি প্রেমাবেশে প্রভু ২১২১৬৩ ; যত্নপি বসন্তঃ প্রভুর ২১১২১১ ; যত্নপি বিচারে পণ্ডিতের ৩৭১৮৩ ; যত্নপি বিচ্ছেদ দৌহার ২৮১৫০ ; যত্নপি বৃন্দাবন ত্যাগে ২১৮১১৪২ ; যত্নপি ব্রহ্মণ্য করে ৩৬১২৬ ; যত্নপি ব্রহ্মাণ্ডগণের ১২১৮৮ ; যত্নপি ব্রাহ্মণী সেই ৩৩১৫ ; যত্নপি মাসেকের বাসি ৩১০১২২২ ; যত্নপি মুকুন্দ আমার ২১১১২২৪ ; যত্নপি রাজার দেখি ২১৩১৭৬ ; যত্নপি রায় প্রেমী ২৮১১০২ ; যত্নপি শুনিয়া প্রভুর ২১২১১২ ; যত্নপি সখীর কৃষ্ণসঙ্গমে ২৮১১৭১ ; যত্নপি সনোড়িয়া হয় ২১১১৩৬২ ; যত্নপি সর্বাশ্রয় তেঁহো ১৫১৭১ ; যত্নপি সহসা আমি ২৩১১৭২ ; যত্নপি সাংখ্য মানে ১৬১৫ ; যত্নপি সে মুক্তি হয় ২১৬২৩৩ ; যত্নপি স্বতন্ত্র প্রভু ২১৬১০ ; যত্নপি হরিদাস বিপ্রের ৩৩১২২ ; যত্নপিহ দিলে প্রভু ২১২১৬৭ ; যত্নপিহ প্রভু কোটি ৩২০১৫৭ ; যত্নপিহ মুক্তিশব্দের ২১৬২৪৭ ।

যবন অধিকারী যায় ২১১৩১৭০; যবন তাড়নে য়ার ২১০১৪৩; যবন বক্ষক পাশ কহিতে ২১২০১৩; যবন সকলের মুক্তি অতঃপর; যবনে তোমার ঠাই ২১১১৬৩; যবনের ভাগ্য দেখ অতঃপর; যবনের সংসার দেখি অতঃপর।

যবে আসি মানা করে ২১১৪১৬৮; যবে তুমি লেখ কৃষ্ণ ২১২৪১২৫৭; যবে পাই তবে হয় ২১১১৭৩; যবে যুক্তি করে প্রভু ২১১৬৬; যবে যেই আশ্রয় সেই ২১০১৫৪; যবে যেই করে সেই অতঃপর; যবে যেই ভাব উঠে ২১৪১২৭; যবে যেই ভাব প্রভুর অতঃপর; যবে যেই মিলে তাতে অতঃপর; যবে যেই রস তাহা ২১১৩১৫০।

যম নিয়মাদি বলে ২১২২৮৩; যমলাঙ্কুর ভঙ্গাদি ২১১৮৬১।

যমুনাকর্ণধনুলা ২১১১১১১; যমুনাজল নির্মল অতঃপর; যমুনা দেখিয়া প্রেমে ২১১১১৪১; যমুনাতে জলকেনি অতঃপর; যমুনাতে পার হঞা ২১১৮৫০; যমুনাতে স্থান তুমি অতঃপর; যমুনার চক্ষিণ ঘাটে ২১১১১৭২; যমুনার জল দেখি ২১১২১১১; যমুনার জলে মহা অতঃপর; যমুনার ভ্রমে তুমি অতঃপর; যমুনার ভ্রমে প্রভু অতঃপর।

যমেশ্বরে প্রভু তাঁর ২১১৫১৮১।

যশোদা-নন্দন যৈছে হৈল ২১১৪১২; যশোদা-নন্দন হৈল ২১১১২৬৮।

যা না পাঞা হুঃখে মরি অতঃপর; যা শুনি দিগ্বিজয়ী কৈল ২১১৬১২৫; যা শুনিলে হয় সাধু ২১২৪১২০২; যা-সভার চরণ কুণ্ডলী ২১০১১৪১।

যাঁ সভা উপরে-কৃষ্ণের ২১৬৫২; যা-সভার কীর্তনে নাচে ২১০১১১৩; যা-সভার স্বরণে পাই ২১১২১০; যা-সভার স্বরণে হয় বন্ধবিমোচন ২১১২৮২; যা-সভার স্বরণে হয় বাঞ্ছিত ২১১২১০।

যাইতে এক বৃক্ষতলে ২১১৮১৪২; যাইতে নারিল বিদ্ব ২১০১১১১; যাইতে সম্মতি না দেয় ২১১৬১২; যাইতেহো পথ নাহি অতঃপর।

যাজপুর আসি প্রভু ২১১৬১৪৮; যাজপুরে সে-রাত্রি ২১৫১৩; যাজিক ব্রাহ্মণী হয় ২১১২১২০।

যাতে আমার হৃদয়ের অতঃপর; যাতে জানি কৃষ্ণভক্তি অতঃপর; যাতে নিত্যানন্দতত্ত্ব ২১৫১১০; যাতে বংশীধ্বনি শ্রুত ২১২৪১।

যাত্রা অনন্তরে উঠি অতঃপর; যাত্রাকালে আইলা সব অতঃপর; যাত্রিক লোক নীলাচলবাসী ২১১৩১৬৭।

যাদবদাস বিজয়দাস ২১১২১৫০; যাদবচাৰ্য্যগোস্বামি ২১১৬১২; যাদবের প্রতিপক্ষ ২১১৩১৪২।

যাবৎ আচার্য্যগৃহে ২১০১৬৮; যাবৎ আছিল সবে ২১১১২২৪; যাবৎ কাল দর্শন করে অতঃপর; যাবৎ কীর্তন সমাপ্তি অতঃপর; যাবৎ জীব তাবৎ আমি অতঃপর; যাবৎ তোমার হয় কাশী ২১১২১০৮; যাবৎ না থাইবে তুমি ২১১৫১৮৩; যাবৎ নির্বাহ প্রভিগ্রহ ২১২১৬২; যাবৎ পড়ো তাবৎ ২১১২৫; যাবৎ বুদ্ধের গতি অতঃপর।

যায় কৃষ্ণলতাপাশে অতঃপর।

যার অর্থ শুনি সব অতঃপর; যার অল্প তার ঠাঞি ২১১১১২২; যার আগে তৃণতুল্য ২১১৮১১; ২১১২১৪৬; যার আগে ব্রহ্মানন্দ ২১২৪১২২; যার ইচ্ছা পাছে আইস ২১২৫১৩৪; যার ইচ্ছা প্রয়াগ যাই ২১১২১০২; যার এক কণা গন্ধ ২১৫১৪৬; যার এক বিন্দু পানে ২১২৫১২৩০; যার কৃষ্ণকথায় রুচি অতঃপর; যার ঘরে ভিক্ষা করে ২১১১২৮; যার চিত্তে কৃষ্ণপ্রেমা ২১২৩১২১; যার দ্বারা কৈল প্রভু অতঃপর; যার ধন না কহে তারে অতঃপর; যার ধনি শুনি বৈষ্ণব ২১১৩৪৭; যার নামে যত রাঘব অতঃপর; যার পূণ্যপুঞ্জফলে ২১১১১১১; যার প্রাণধন নিত্যানন্দ ২১৫১২০৫; যার প্রাণধন সেই ২১২৪১৬৩; যার প্রেমে বশ গৌর অতঃপর; যার ভগবন্ত হইতে ২১১১৭৪; যার মুখে বাহিরায় ২১১৬১২৩; যার যত শক্তি তত করে অতঃপর; যার যত শক্তি তত পাথারে ২১১১২১২; যার যে লক্ষণ তাহা

১২৫৬; যার লোভে মোর মন ৩১৪৪০; যার শক্ত্যে ভোগ সিদ্ধ ২১৫২৩১; যার সব গোষ্ঠীকে প্রভু ৩১২৫০; যার সঙ্গে চলে এই ২১২১০; যার সঙ্গে হয় এই ২১৬২৬৪; যার হয় তার নাহি ১২১৭২।

যাঁর অংশ করি করে ১৫১০০; যাঁর অন্ন মাগি কাটি ১১০১৩৬; যাঁর এক কণে রহে ১৫১০০২; যাঁর কৃষ্ণসেবা দেখি ১১০১০০৫; যাঁর গৃহে মহাপ্রভুর ১১০১৮; যাঁর ঘরে দানকৈলি ১১১১১৪; যাঁর ঘরে দেবীভাবে ১১০১১১; যাঁর ঠাই কলাবিলাস ২১৮১৪৩; যাঁর দেহে কৃষ্ণ পূর্বে ১১০১৬৭; যাঁর দেহে রহে কৃষ্ণ ১১১১৩৭; যাঁর দ্বারা কৈল প্রভু কীর্তন ১৬৩৩১; যাঁর ধ্যান নিজ লোকে ১৫১১২৮; যাঁর নাম লৈয়া প্রভু ১১০১১২; যাঁর পতিব্রতা ধর্ম ২১৮১৪৪; যাঁর পদধূলি করে ১৬৫৮; যাঁর পিতা নীলাধর ১১৩১৫৮; যাঁর প্রেমগুণে কৃষ্ণ ১৬৬৩১; যাঁর প্রেমে বশ হঞা ২৪১১৭২; যাঁর ফুটা লোঁহ পাত্রে ১১০১৬৬; যাঁর বাক্য সত্য করি ২১৫১৭৫; যাঁর বেগুধনি গুনি ২১২১১০; যাঁর ভাষ শুদ্ধ সখ্য ১৬৬৩৩; যাঁর মাধুরীতে করে ১৫১২০০; যাঁর মুখে কৈল প্রভু ২১৮২৬২; যাঁর রূপ-গুণৈশ্বর্যের ২১১১৪৫; যাঁর লাগি গোপীনাথ ২৪১১৭৩; যাঁর সঙ্গে নিত্যানন্দ ১১১১২০; যাঁর সঙ্গে হৈল ব্রজের ১৭১২২; যাঁর সঙ্গগণের ২১৮১৪৫; যাঁর সেবক রঘুনাথ ১৮১৭৫; যাঁর স্মৃতে সিদ্ধ হয় ১৮১৭২; যাঁর সৌন্দর্য্যাদিগুণ ২১৮১৪৪।

যারে করাও সে করিবে ৩১১১৫০; যারে কহ সেই দুই ২১৭১৫; যারে কৃপা করি করে ২১১১১০৪; যারে কৃপা করে তার ৩১২১০২; যারে চাহি ছাড়িতে ৩১৭১৫২; যারে জানাহ সেই ২১২১১৬; যারে তাঁর কৃপা তাঁরে ২১৩১৫৮; যারে দেখ তারে কর ২১৭১২৫; যারে দেখে তারে কহে ১১৩১২৮; ২১৭১২৮; ৩২১২০; যারে দেখে তারে দিয়া ১১১১৫৫; যারে মিলে সেই জানে ৩১২১১০০; যারে যৈছে নাচায় প্রভু স্বতন্ত্র ৩১২১৮৩; যারে যৈছে নাচায় সে তৈছে ১৫১১২১।

যাঁরে কৃপা কৈল বাল্যে ১১০১৬৮; যাঁরে সঙ্গে লৈয়া কৈলা ১১০১৪৩।

যাহ ঘর কৃষ্ণ করুন ৩১১২৪; যাহ তুমি তোমার জোঠা ৩৬৩২২; যাহ ভাগবত পঢ় ৩৫১২২৩; যাহা করি আশ্বাসন ৩১৮১২৬; যাহা গুণশত আছে ৩১৮১৭৪; যাহা দেখি শ্রীত হয় ৩৬২১৮; যাহা দেখি ভক্তগণের ২১৩১১০৩; যাহা দেখি গুনি ২১২১২১৮; যাহা দেখি সর্বলোকের ২১৫১২২; যাহা দেখিবারে বস্ত্র ৩১৩১৫২; যাহা বই গুরু বস্ত্র ১৪১১১২; যাহা বিনে কালক্রমে ২১৪১৫৪; যাহা বিস্তারিয়াছেন ২১১৩; যাহা লাগি মদনদহনে ২১১৫০; ২১৩১০৮; যাহা হৈতে অন্ন পুরুষ ৩৫১১৩৫; যাহা হৈতে অন্ন বিজ্ঞ ৩৫১১৩২; যাহা হৈতে কৃষ্ণপ্রেম ২১২১৫৫; যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি সেই গুরু ২১৫১১১৭; যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্দান ১১১৫১; যাহা হৈতে জানি ১১১৭; যাহা হৈতে দেবভেক্সিয় ২১২১২৩৫; যাহা হৈতে পাই কৃষ্ণ, কৃষ্ণপ্রেম ২১২১৩; যাহা হইতে পাই কৃষ্ণের প্রেমসেবন ২১২১২৫; যাহা হৈতে পাইলু রঘু ১৫১১৮০; যাহা হৈতে পাইলু রূপ ১৫১১৭২; যাহা হৈতে পাইলু শ্রীধর ১৫১১৮০; যাহা হৈতে পাইলাম শ্রীরাধা ১৫১১৮২; যাহা হৈতে পাবে কৃষ্ণপ্রেমামৃত ৩১৭১৬৫; যাহা হৈতে পাবে নিজ ৩১৬১৫৩; যাহা হৈতে প্রেমানন্দ ৩৫১৮৬; যাহা হৈতে বশ হয় শ্রীকৃষ্ণ ২১৪১২২; যাহা হৈতে বশ হয় শ্রীভগবান ২১২১২৪; যাহা হৈতে বিঘ্ননাশ ১১১৬১; ৩১১২; যাহা হৈতে বিশোৎপত্তি ১৫১৩২; যাহা হৈতে স্ননির্ম্মল ১৪১১১৩; যাহা হৈতে হয় গোবরের ১৪১৫১; যাহা হৈতে হয় গুরু ২১২১৭২; যাহা হৈতে হয় সংসদ ২১৪১৫১; যাহা হৈতে হয় সব বাহিত ৩১২১৩৭; যাহাতে ভূষিত রাধা ২১৪১১৮৮।

যাহাঁ কৃষ্ণ তাহাঁ নাহি ২১২১২১; যাহাঁ গেলে কান্ন পাউ ২১৩১২২; যাহাঁ তাহাঁ দেখে সর্বত্র ৩১৪১৩০; যাহাঁ তাহাঁ প্রভুর চরণ ২১১১৫৫; যাহাঁ তাহাঁ প্রভুর নিন্দা করে ২১৫১৬; যাহাঁ তাহাঁ প্রভুর নিন্দা হাসি ১১১১২৫১; যাহাঁ তাহাঁ মোর রক্ষায় ৩১৩১৮৬; যাহাঁ তাহাঁ যাহ ২১০১৬৩; যাহাঁ তাহাঁ রাখকৃষ্ণ ২১৮১২৮; যাহাঁ তাহাঁ লোক সব ২১৮১৮৪; যাহাঁ তাহাঁ সব লোক ১১৩১৮০; যাহাঁ নদী দেখে ২১৭১৫৩; যাহাঁ নেত্র পড়ে তাহাঁ দেখয়ে ২১৫১১০৪; যাহাঁ নেত্র পড়ে তাহাঁ শ্রীকৃষ্ণ ২১০১১৭২; যাহাঁ শ্রীত তাহাঁ আইসে ৩১৩৬; যাহাঁ বিপ্র নাহি তাহাঁ ২১৭১৫৭; যাহাঁ বায় উঠে লোক ২১৩১৩২;

যাহাঁ যায় তাহাঁ লওয়ায় ১১৬৬; যাহাঁ যাহাঁ কহে তাহা ১১১১৫৮; যাহাঁ যাহাঁ দূর গ্রামে ১১৫৮৭; যাহাঁ যাহাঁ নেত্র পড়ে ১১৮১৭৩; যাহাঁ যাহাঁ যায় তাহাঁ ১১১১৫৪; যাহাঁ যেই পায়ন ১১৭১৫৪; যাহাঁ যেই যুক্ত সেই ১১২৪১২০; যাহাঁ যেই লাগে তাহাঁ ১১২৪১২৩; যাহাঁ যেছে যোগ্য তাহা ১১৮৮৫; যাহাঁ লঞা যায় তাহাঁ ১১১১২৮; যাহাঁ লঞা যাহা তুমি ১১৮১১৪৪; যাহাঁ শূন্য বন ১১৭১৫২।

যাঁহা নিত্য স্থিতি মাতা ১১২১৩৩; যাঁহা সনে প্রভু করে ১১০১৬৫; যাঁহা সভা লৈয়া করেন ১১৭১১৭; যাঁহা সভা লৈয়া দান ১১৭১১৭; যাঁহা সভা লৈয়া প্রভুর কীর্তন ১১৭১১৬; যাঁহা সভা লৈয়া প্রভুর নিত্য ১১৭১১৬; যাঁহাকে ত কলা কহি ১১৫১৬৫।

যাহার আশ্বাদে তৃপ্ত ১১৪১১৭২; যাহার কোমল শ্রদ্ধা ১১২১৪১; যাহার চরিত্রে প্রভু ১১২১৩৩; যাহার ছটায় নাশে ১১৩১৪৬; যাহার দর্শনে মূনির ১১২১২৫; যাহার ভিতরে এই ১১১১০২; যাহার মহিমা সর্ব ১১৮১৭৫; যাহার শ্রবণে কৃষ্ণে ১১১১১০০; যাহার শ্রবণে খণ্ডে ১১২৪১২৬০; যাহার শ্রবণে চিত্ত ১১২১১৩৩; যাহার শ্রবণে নাশে ১১৮১৩১; যাহার শ্রবণে পায় গৌর ১১৭১১৫৬; যাহার শ্রবণে ভক্তের খণ্ডে ১১২৪১২৫৮; যাহার শ্রবণে ভক্তের জুড়ায় কর্ণ ১১২১৬৫; যাহার শ্রবণে ভক্তের জুড়ায় শ্রবণ ১১২১৫৮; যাহার শ্রবণে ভক্তের ফাটে ১১২১২৮; যাহার শ্রবণে ভক্তের বহে ১১১০১২৬; যাহার শ্রবণে ভাজে ১১৩১৪৫; যাহার শ্রবণে মন ১১৪১১৩৪; যাহার শ্রবণে লোকে হয় চমৎ ১১২১১৪; যাহার শ্রবণে লোকে লাগে ১১২৪১২৩৩; ১১৪১৭৫; যাহার শ্রবণে শুদ্ধ ১১৮১৩৮; যাহার শ্রবণে হয় গ্রন্থের ১১২৫১২১৪; যাহার শ্রবণে হয় বিশ্বাস ১১২১৪৮; যাহার শ্রবণে হয় ভক্তিরস ১১২১২২; যাহার সর্বদ্ব তারে ১১৮১২৬১; যাহার হৃদয়ে এই ভাবান্তর ১১২১১০।

যাঁহার অবধি না পায় ১১১১৫৭; যাঁহার কীর্তনে নাচে ১১০১৩৮; যাঁহার কৃপাতে পাইছ ১১৫১১৭৮; যাঁহার কৃপাতে স্নেহের ১১৭১১৬; যাঁহার তুলসী জলে ১১৬১৩০; যাঁহার দর্শনে কৃষ্ণপ্রেম ১১১১১২; যাঁহার দর্শনে মুখে ১১৬১৭৩; যাঁহার দর্শনে লোক ১১৭১১৫৩; যাঁহার প্রকাশে সর্ব ১১১১৪৭; যাঁহার প্রসাদে এই ১১১১৫৩; যাঁহার প্রসাদে হয় ১১১১১২; যাঁহার মহিমা নহে ১১৬১৩; যাঁহার মিলনে প্রভু ১১০১১২২; যাঁহার সৌভাগ্যগুণ ১১৮১১৪৩; যাঁহার স্মরণে হয় ১১০১২৭; যাঁহার হৃদয়ে কৈল ১১৬১২২; যাঁহার হৃদয়ে নৃত্য ১১১১৩২।

যুক্ত বৈরাগ্য স্থিতি ১১২১৫৬; যুক্তি করি শত মুদ্রা ১১৬১৪৪; যুক্তি করিলা কিছু ১১৮১১২২।

যুগধর্মকাল হৈল ১১৪১৩৪; যুগধর্ম কৃষ্ণনাম ১১৭১৩০৬; যুগধর্ম নামপ্রেম ১১৪১১৭২; যুগধর্ম প্রবর্তন হয় ১১৩১২০; যুগধর্ম প্রবর্তন নহে ১১৪১৩৩; যুগধর্ম প্রবর্তাইমু ১১৩১১৭; যুগমন্তরাবতার ১১৪১১০; যুগমন্তরে করি ১১৫১২৬; যুগাবতার আর ১১২১২১৪; যুগাবতার এবে শুন ১১২১২৭২।

যে আগে পড়য়ে ১১৫১৮৭; যে আমার প্রাণনাথ ১১২১৪৭; যে উপায়ে কোড়ি পাই ১১২১২৮; যে এই সব কথা শুনে ১১৩১৩৭; যে করাইতে চাহে ঈশ্বর ১১৪১২১; যে করাই সেই করি ১১৬১৬৬; যে করে যে বোলে ১১২১৬২; যে কহে কৃষ্ণের বৈভব ১১২১২০; যে কহে চৈতন্যমহিমা ১১৩১৮০; যে কার্যে আইলা প্রভুর ১১৪১৩৮; যে কালে করেন অগ্নিপ্রাণ ১১১১৪৮; যে কালে দেখে অগ্নিপ্রাণ ১১২১৪৬; যে কালে দ্বিভুজ নাম ১১২০১১৪৭; যে কালে নিমাক্রি পড়ে ১১৩১৬৩; যে কালে বা স্বপনে ১১২১৩৩; যে কালে বিদায় হৈলা ১১৪১২২; যে কালে সন্মাস কৈল ১১৫১৫২; যে কিছু কহিল এই ১১২০১৬১; যে কিছু কহিলে তুমি সব ১১৭১২৫; যে কিছু বর্ণিল সেহো ১১২০১৭৫; যে কিছু বিশেষ ইহা ১১৬১১০৩; যে কিছু বিশেষ স্বত্ব মধ্যেই ১১১১৪; যে কিছু রহিল তাহা ১১৮১৫৬; যে কীর্তন প্রবর্তাইল ১১৭১১২৭; যে কৃষ্ণ মোর প্রেমাদীন ১১২১৪২; যে কৃষ্ণেরে করাইল ১১৭১২৮৪; যে কেহো আসিতে নারে ১১২১১১; যে কেহো জানে সে ১১৩১৭৪; যে খাইবে তাঁর শক্তো ১১৫১২৩০; যে খাইল যে বা দিল ১১২১২০; যে গোপী মোরে করে দ্বৈত ১১২০১৪৭; যে গ্রামে যায় সেই ১১২১৬; যে গ্রামে রহেন প্রভু ১১২১৭৫৫; যে চাহিয়ে তাহা কর ১১২১৫৬; যে জন জীতে নাহি চায় ১১২১৪২; যে জন্মাইল জীয়াইল ১১২১৬৬; যে তাঁরে বালুকা দিশ ১১১১২১; যে তাঁহার প্রেম

আর্তি ২১১২১ ; যে তুমি কহাও সেই ২১৮২০ ; যে তোমা দেখিল তার ২১১৭২১ ; যে তোমার ইচ্ছা আমি ২১৮১৪৪ ; যে তোমার ইচ্ছা কর ২১৭৩০ ; যে তোমার ইচ্ছা তাহি ২২১৩৩ ; যে তোমার মায়া-নাটে ২১৮১৬০ ; যে তোমারে কহে কর ২১২২২৭ ; যে তোমারে রাজ্য দিল ২১১১৬৬ ; যে দণ্ড পাইল ভাগবান ২১২২৩০ ; যে দণ্ড পাইলেন শ্রীশচী ২১২২৪০ ; যে দিনে তোমার ইচ্ছা ২১২২৭ ; যে দিবসে প্রভু সন্ন্যাসীয়ে ২২৫১১৭ ; যে দেখিতে চাহে তাহা ২১৪১২৭ ; যে দেখিবে কৃষ্ণানন ২২১১১৩ ; যে না জানে গোড়িয়া ২১৩৭৪ ; যে না বাঞ্ছে তার ২১৪১৪৫ ; যে না মানে তার ২১৬৭২ ; যে নারীকে বাঞ্ছে কৃষ্ণ ২২০১৪৪ ; যে নেত্রে দেখিতে ২১৫১৪৩ ; যে পথে যে গ্রাম নদী ২১৪২০১ ; যে পাণ্ডাছ মুণ্ডোক ২১৩৮৪ ; যে পুরুষ সৃষ্টি স্থিতি ২১৬৫ ; যে প্রকারে হয় প্রেম ২১৪১৬৭ ; যে প্রসাদে পাইল এই ২১৩২৫২ ; যে বংশ উপরে তোমার ২১৪৪৩ ; যে বলে আমারে করে ২১৪১০৭ ; যে ব্যাখ্যা করিল সে ২১৬৮৪ ; যে ভূষায় ভূষিত রাধা ২১৪১৬৬ ; যে মত নাচাহ তৈছে ২১৮১০৪ ; যে মদন তনুহীন ২১২২০ ; যে মাগিল শিবানন্দ ২২১৫৭ ; যে মাধুরী উর্দ্ধ আন ২২১২৬ ; যে যাহা পায় লাগায় ২১৩১২২ ; যে যে পূর্বে নিন্দা ২১৮৪৮ ; যে যে লীলা প্রভু পথে ২১৪২০৩ ; যে যে লৈল শ্রীঅচ্যুতানন্দের ২১২১৭১ ; যে যেই অংশ কহে ২১১৭৩২২ ; যে যৈছে ভঞ্জে কৃষ্ণ ২১৪১৫১ ; ২১৮১০ ; যে রসে ভক্ত সুখী ২২২২৬ ; যে রূপের এক কণ ২২২১৮৪ ; যে রূপে লইলে নাম ২২০১১৬ ; যে লাগি অবতার ২১৪১৩ ; যে লাগি কহিতে ভয় ২১৪১২৩ ; যে লীলা অমৃত বিনে ২২৫২৩০ ; যে শুনেন যে পড়ে তার ২১৪৪৬ ; যে শ্লোক শুনিলে লোকের ২১১০৫ ; যে সব বর্ণিলে ইহার ২১১৫৫ ; যে সব শুনিল কৃষ্ণ ২১৫১২ ; যে সব সিদ্ধান্তের ব্রহ্মা ২১১০৩ ; যে সূত্রকর্তা সে যদি ২২৫১৭৭ ; যে সে বড় হউক ২১৪৮২ ; যে সে শাস্ত্র শুনিতে ২১৫১৮ ; যে সৌভাগ্য ইহার আর ২১৪৮৬ ; যে ইউ সে ইউ আমি ২১৫৩০ ; যে হও সে হও তুমি ২১৭১০৮ ; যেহো সব অবতারা ২২১২৬ ।

যেই অর্থে লাগাইয়ে ২২৪৪৪২ ; যেই ইহা একবার ২১৮২৫৭ ; যেই ইহা কহে শুনে ২১৫৪৩ ; যেই ইহা শুনে তার ২১৬১২৮ ; যেই ইহা শুনে পায় ২১৬৩২০ ; যেই ইহা শুনে প্রভুর ২১১৫০ ; যেই ইহা শুনে সেই বড় ২১৮৩৫ ; যেই ইহা শুনে সেই ভাসে ২২১১২৬ ; যেই ইহা শুনে হয় ২১১২২৫ ; যেই ইচ্ছা সেই করিবা ২১৭৭৭ ; যেই করাহ সেই করিব ২১৭১২৬৪ ; যেই কহে সেই পাবণী ২১৩৬৪ ; যেই কহে সেই ভয়ে ২১৭২০ ; যেই কহেন সেই সহি ২১৭১৪২ ; যেই কিছু কহে ভট্ট ২১৭৮৫ ; যেই কুণ্ডে নিত্য কৃষ্ণ ২১৮১৭ ; যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেদা ২১৮১০০ ; যেই খায় তারে খাওয়ায় ২১৮৬৮ ; যেই গুণের বশ হয় ২২৩৪৭ ; যেই গ্রন্থকর্তা চাহে ২২৫১৪১ ; যেই গ্রাম দিয়া যান ২১৭১৪৪ ; যেই গ্রামে যায় তাই ২১৭১১৭ ; যেই গ্রামে রহি ভিক্ষা ২১৭১০৩ ; যেই চতুর সেই করুক ২১৩২২ ; যেই চাহ তাহা দিব ২২৪১৬৭ ; যেই চাহি সেই আছা ২১১১৬৩ ; যেই জন কৃষ্ণ দেখে ২১৪১৩৩ ; যেই জপে তার কৃষ্ণ ২১৭৮০ ; যেই তর্ক করে ইহা ২১৮২১৭ ; যেই তাঁরে দেখে করে ২১৭১০৫ ; যেই তারে দেখে সেই ২১৭১১৪ ; যেই তাই নৃত্য কৈল ২১১২০ ; যেই তুমি কহ সেই ২১০৩৫ ; যেই তোমা দেখে সেই ২১৬১১ ; যেই তোমার ইচ্ছা সেই ২১২১৭১ ; যেই তোমার একবার ২১৮১১২ ; যেই দেখে শুনে তার ২১৫২২১ ; যেই দেখে সেই পায় ২১৬৬ ; যেই নাহি লিখি তাহা ২১১৭ ; যেই নিন্দা যুদ্ধাদিক ২১৬২৩৭ ; যেই পথে পূর্বে প্রভু ২১৬৩০৮ ; যেই পাদপাদ তোমার ২১৭১২১ ; যেই পেয়াদা যায় তার ২১৭১৮৩ ; যেই প্রভুর ইচ্ছা সেই ২১২১৭২ ; যেই বনপথে প্রভু ২১৪২০০ ; যেই ভক্তজনে দেখিতে ২১৮৩৬ ; যেই ভঞ্জে সেই বড় ২১৪৬৩ ; যেই ভট্টাচার্য্য পড়ে পঢ়ায় ২১৬২৫০ ; যেই ভাবে রাধা হরে ২১৪১৭৬ ; যেই ভাল হয় করুন ২১৬৩২ ; যেই ভাল হয় সেই ২১২২৩২ ; যেই মহাপ্রভু কহায় ২১১৫৬ ; যেই মুক্তি ভক্ত না লয় ২১১৭৭ ; যেই মুঢ় কহে জীব ২১৮১০৭ ; যেই যবে ইচ্ছা তোমার ২১০৫৫ ; যেই যাই ছিল সেই ২১৪৮২ ; যেই যাই তাই দান ২১২৪৩ ; যেই যাই পায় তাই ২১৭১১ ; যেই যুক্ত হয় মোর ২১৫১৫০ ; যেই যেই কহে প্রভু ২১৮১৭৮ ; যেই যেই কহে সেই ২১২১১০ ; যেই যেই জন প্রভুর ২১৮২০২ ; যেই যেই দোষ করে ২১২২৫ ; যেই যেই প্রভু দেখে ২১৩১০ ; যেই যে মাগনে তারে ২২০১২ ; যেই যেই রূপে জানে ২১৫১১৫ ; যেই যেই শ্লোক জয়দেব

৩২০৫৮; যেই রাঙ্কে সেই হয় ৩১৩১০৬; যেই শ্লোক পঢ়ি রাধা ৩১৫৬৮; যেই শ্লোকচন্দ্রে ২৪১১৮২; যেই সব গ্রন্থে ভজের ৩৪১২১৭।

যেন অপরাধ ভূত্যের তেন ৩১২২৬; যেন কাঁচা সোনাছাতি ১১৩১০৩।

যেবা অঙ্গে করে তাঁরে ১৫১২০১; যেবা অবশিষ্ট তাহা ১১০১৪৫; যেবা কেহ অন্ন জানে ১৪১১৩২; যেবা তুমি সখীগণ ৩১৭১৪৮; যেবা নাহি বুঝে কেহ ২২১৭৬; যেবা প্রেমখিলাসবিবর্ত ২৮১১৫০; যেবা বেণু কলধ্বনি ৩১৭১৪৩; যেবা মনে বাঁধা প্রভু ৩৪১১৩২; যেবা যোগ্য নহৌ ৩৪১১৪৬; যেবা লক্ষ্মী ঠাকুরাণী ৩১৭১৪৪; যেবা শাক ফলাদিক ২১৫১২০০; যেবা স্ত্রী-পুত্রধন ২১৩১৫০।

যৈছে আমার গুণকর্ম ২১২৫৮২; যৈছে আমার স্বরূপ ২১২৫৮২; যৈছে ইন্দ্র-দৈত্যাদি করে ৩৫১২২৮; যৈছে ইহা ভোগ লাগে ২৪১১১৪; যৈছে কহায় তৈছে কহি ৩৫১৭০; যৈছে কহি এই বিপ্র ১১২৬৩; যৈছে কৈল বারিখণ্ডে ৩৩৬৮; যৈছে তৈছে আহার করি ৩৬২৫১; যৈছে তৈছে করে মাত্র ৩৮৬১; যৈছে তৈছে কহি কিছু ১৭১১৬৩; যৈছে তৈছে ছুটি তুমি ২১২১৩৪; যৈছে তুমি নাচাহ ২৭১১৭; যৈছে তৈছে যোই কোই ২২৪১৪৫; যৈছে তৈছে লিখি করি ৩১১১২; যৈছে দধি সীতা দ্বত ২১২১৫৬; যৈছে নাচাও তৈছে নাচি ৩৪১৬২; যৈছে পরিপাটী করে ২৬২৫৫; যৈছে বলদেব পর ১১৩১৩২; যৈছে বাসুদেব প্রহ্লাদাদি ১১৩১৩২; যৈছে বিষ্ণু ত্রিবিক্রম ২১২০১৮২; যৈছে বীজ ইক্ষু রস ২১২১৫৩; যৈছে যারে নাচাও সে ৩৪১৮১; যৈছে রস হয় তার ২২৩৫০; যৈছে শুনিলে তৈছে ২৮১১২৩; যৈছে সঙ্কল্প করি ৩২১১৬২; যৈছে সঙ্কল্প তৈছে ৩২১১৫২; যৈছে সূর্য্যভাস স্থানে ২২৫১২৭।

যোগমায়া করিবেক ১৪১২৬; যোগমায়া চিহ্নস্তি ২২১১৮৫; যোগমায়া দাসী ঘাই ২২১১৩৪; যোগমার্গে অন্তর্যামি ২১২৪১৬০; যোগাকরুক্ষু যোগাকরু ২১২৪১০৭।

যোগপট্ট না লইল ২১০১১০৬; যোগ্য জন্ম নাহি পায় ৩১৬১২৮; যোগ্য পাত্র জানি ইহায় ৩১৮০; যোগ্যপাত্র হও তুমি ২১০১১০০; যোগ্যপাত্র হয় গুণ রস ২১১৬৮; যোগ্য ভক্ত জীবদেহে ৩২১১২; যোগ্যভাবে জগতে যত ২১২৪১৪১; যোগ্য হঞা তাহা কেহো ৩১৬১২৭; যোগ্য হৈলে করিব ২১১১৩; যোগ্যযোগ্য সব তোমায় ২১২১৮।

যোড় হাথ করি কিছু ২১৫১৮৪; যোড় হাথ করি সব ২১৪১২০; যোড় হাথে দুইজন ২১৮১২০৫; যোড় হাথে প্রভু আগে ২১৬১১৭৮; যোড় হাথে ব্রহ্মাক্রমাদি ২২১১৫৮; যোড় হাথে ভক্তগণ ২১৩১৭৬; যোড় হাথে স্তুতি করে ২১৫১৮; যোড় হাথে হরিদাসের ৩৩২২২।

যোহসি সোহসি নয়স্তুতে ২১৫১১০।

যৌতুক পাইল যত ১১৩১১০৮; যৌবন প্রবেশে অঙ্গে ১১৭১৩; যৌবন-নীলার সূত্র করি ১১৭১২।

র

র

র

র

রক্তগীত বর্ণ, নাহি অষ্টাংশ ১১৭১৭৭; রক্ত বস্ত্র বৈষ্ণবের ৩১৩৬০।

রঘু কেনে আমার ৩৬২৬৮; রঘু ভিক্ষা লাগি ঠাড়া ৩৬২৭৭; রঘুনন্দন সেবা করে ২১৫১২২৮; রঘুনন্দনের কার্য ২১৫১৩৩; রঘুনাথ আগে কৈল ২১২৫২; রঘুনাথ আসি কৈল ৩৬১২৬; রঘুনাথ আসি তবে জ্যোষ্ঠা ৩৬৩৩; রঘুনাথ আসি তবে দণ্ডবৎ ৩৬১৬১; রঘুনাথ আসি যবে ২১২১২০; রঘুনাথ উপাসনা করে ৩৪১২২; রঘুনাথ গোপাল জয় ৩১১১৮; রঘুনাথ ত্যাগ চিন্তি ২১৫১৩৪৫; রঘুনাথ দেখি কৈল ২১২১৬; রঘুনাথ দেখি তাই ২১২১০৮; রঘুনাথ নিবেদয়ে ৩৬২২২; রঘুনাথ পায়ে মুক্তি ২১৫১৩৪০; রঘুনাথ বাল্যে কৈল ১১০১১৫৩; রঘুনাথ

বৈষ্ণু আর ১১০১২৪ ; রঘুনাথ বৈষ্ণু উপাধ্যায় ১১১১২৮ ; রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী ২১৮৮৪৩ ; রঘুনাথ ভট্ট পাকে ৩১৩১০৬ ; রঘুনাথ ভট্টাচার্য্য মিশ্রের ১১০১৫১ ; রঘুনাথ ভট্টাচার্য্যের তাইহাই ৩২০১১৩ ; রঘুনাথ ভট্টের সনে ৩১৩১৩৩ ; রঘুনাথ মনে কহে ৩৩১২২ ; রঘুনাথ যেন সব ৩৩১৭৬ ; রঘুনাথ সমুদ্র ঘাই ৩৩২০২ ; রঘুনাথ সেই শিলা ৩৩৩০০ ; রঘুনাথে কহে কিছু ৩৩৪৮ ; রঘুনাথে কহে তারে ৩৩১৬৩ ; রঘুনাথে কহে ঘাই ৩৩২০৬ ; রঘুনাথে প্রভুর কৃপা ৩৩২০৮ ; রঘুনাথের গুরু তেঁহো ৩৩১৫২ ; রঘুনাথের তারক মন্ত্র ৩১৩১৩৮ ; রঘুনাথের নিয়ম যেন ৩৩৩০৩ ; রঘুনাথের পদে মুক্তি ৩৪১৩২ ; রঘুনাথের পাদপদ্ম ৩৪১৪১ ; রঘুনাথের বৈরাগ্য দেখি ৩৩৩১৮ ; রঘুনাথের ভাগ্যে এত ৩৩৮৭ ; রঘুনাথের মহিমা গ্রন্থে ৩৩২৫২ ; রঘুনাথের সেবক বিপ্র ৩৩২৬১ ; রঘুনাথের ক্ষীণতা ৩৩১২২ ; রঘুনাথ দাস অঙ্গীকার ৩৩২৬৩ ; রঘুনাথ দাস আসি ২১৩২১৪ ; রঘুনাথদাস নিত্যানন্দ পাশ ২১২২৬২ ; রঘুনাথদাস বালক ৩৩১৬১ ; রঘুনাথদাস মুখে যে সব ৩৩২৫৬ ; রঘুনাথদাস যবে ৩৩২৪২ ; রঘুনাথদাস সব ভক্তেরে ৩৩২০৭ ; রঘুনাথদাসের তেঁহো ৩১৩৬৮ ; রঘুনাথদাসের সদা ৩১৪১৭৮ ; রঘুপতি উপাধ্যায় নমস্কার ২১২৮৮২ ।

রজবাটী চৈতন্যদাস ১১২৮৪১ ।

রজনী দিবসে কৃষ্ণবিরহ ৩২০১২ ; রজোপুণে বিভাবিত করি ২১২০১২৫২ ।

রতি গাঢ় হৈলে তার ২১২০১৫১ ; রতি-প্রেম তারতম্যে ভক্ত ২১২০৪২ ; রতি-প্রেমাদিকে তৈছে ২১২০২৪ ; রতিভেদে কৃষ্ণভক্তিরস ২১২০১৫৮ ; রতিলক্ষণা প্রেমলক্ষণা ২১২৪১২৪ ।

রত্নগণ মধ্যে যৈছে ২৪১১২১ ; রত্নবান্ধা ঘাট তাহে ২১১১৪৮ ; রত্নবাহ বলি প্রভু ১১০১৬৪ ; রত্নমণ্ডপ তাহে ১১১১২৫ ।

রথ আগে প্রভুর নৃত্য ৩১৩৬ ; রথ আগে নৃত্য করি উজান ২১১১২৫ ; রথ আগে নৃত্য করে প্রেমাবিষ্ট ২১১১৪৪ ; রথ আগে পূর্ববৎ ৩১২৬০ ; রথ আগে প্রভু তৈছে ৩৪১০১ ; রথ চালাইতে রথে ২১১৪৪৮ ; রথ দেখি না রহিলা ২১৩৬৮৫ ; রথ নাহি চলে লোকে ২১১৪৫১ ; রথ পাছে ঘাই তৈলে ২১৩১৮১ ; রথ রাখি জগন্নাথ ২১৩১৮৭ ; রথ স্থির করি আগে ২১৩১২৪ ; রথযাত্রা দরশনে প্রভুর ২১১১৩৩ ; রথযাত্রা দিনে প্রভু কীর্তন ৩১১৫৭ ; রথযাত্রা দিনে প্রভু সব ভক্ত ২১১১৪৪ ; রথযাত্রা দেখি তাই করহ ৩৪১১৩৬ ; রথযাত্রা দেখি তাই রহিলা ২১১৪২ ; রথযাত্রা হৈতে যেন ২১১৪১০২ ; রথযাত্রায় আগে যবে ২১১৪২ ; রথযাত্রায় জগন্নাথ ৩১৩৬ ; রথযাত্রায় প্রভুর নৃত্য ২১২১২ ; রথযাত্রায় সভা লঞা ৩৩২৪১ ; রথগ্রে মহাপ্রভুর ২১৩১২৮ ; রথে চড়ি জগন্নাথ করিল ২১৩২৫ ; রথে জগন্নাথ চলে ২১১৪১২২ ; রথে চড়ি বাহির হৈলা ২১৩২৩ ; রথে জগন্নাথ দেখি ৩৪১১৩৮ ; রথে দেহ ছাড়িব এই ৩৪১১১ ; রথের উপরে করে ২১১৪১২৮ ; রথের সাজনি দেখি ২১৩১৮ ।

রঞ্জে নিপুণা নাহি ২১২২৭০ ।

রস আশ্বাদক রসময় ২১১৪১৫৩ ; রস আশ্বাদিতে আমি ১৪১২১২ ; রস আশ্বাদিতে তত্ব ১১১৪ ; রস আশ্বাদিতে দৌহে ১৪১৫০ ; রসকাব্য মধ্যে ঐছে ২৪১১২১ ; রস কোন তব প্রেম ২৪১২১ ; রসগণ মধ্যে তুমি শ্রেষ্ঠ ২১২০২৫ ; রসজ্ঞ কোকিল খায় ২৪১২১২ ; রসতত্ত্ব লীলাতত্ত্ব ২৪১২১৭ ; রসবাস শুভদ্রব্য ৩১৩১০২ ; রসবিশেষ প্রভুর স্তনভে ২১১৪১১৪ ; রসময়মূর্ত্তি কৃষ্ণ ১৪১১৮১ ; রস রসভাস যার ৩৪১১০০ ; রসরাজ মহাভাব ২৪১২৩৩ ; রসান্তরাবেশে হৈল ৩২০১৩০ ; রসাবেশে প্রভুর নৃত্য ২১১৪১২৬ ; রসভাস হয় যদি ৩৪১২৪ ; রসামৃতসিকু আর ২১১৩৩ ; রসামৃতসিকুগ্রন্থের ২১২০১২১ ; রসালো মন্থিত দধি ২১১২১৬ ; রসালো রস হয় ২১২০২২ ; রসিক-শেখর কৃষ্ণ পরম ১৪১১৫ ; রসিক-শেখর কৃষ্ণের সেই কার্য্য ১৪১০০ ।

রসুইর কার্য্য করিয়াছে ৩১২১৪২ ।

রহিতে তাঁরে একস্থান ২১০১১৭; রহিতে নাহিক স্থান ১৫১৭২; ২১২০২৪৩; রহিলা অদ্বৈত-গৃহে ২১৩১২৬;
রহিলা দিবসকণ্ঠে ২১৭১৪২।

রক্ষক সব শেষ-রাত্র্যে অৱ্য ১৬১৬৪; রক্ষকের হাথে মুক্তি ২১৬১২৩৩; রক্ষা করেন নৃসিংহের ১১২১২১।

রাধিতে তোমার জীবন ২১৩১৪৭।

রাগ অনুরাগ ভাব ২১২১১৫২; ২১২৩২২; রাগতাস্থল রাগে ২১৮১৩৪; রাগভক্তি বিধিভক্তি ২১২৪১৬১;
রাগভজ্যে ব্রজে স্বয়ং ২১২৪১৬১। রাগময়ী ভক্তির হয় ২১২২৮৭; রাগমার্গ ভক্তি লোকে ১৪১১৪; রাগমার্গে এই সব
২১২২২২; রাগমার্গে ঐছে ভক্ত ২১২৪২১২; রাগমার্গে ভক্ত ভক্তি ১৪১২২০; রাগমার্গে ভজি পাইল ২১৮১৮০; রাগমার্গে
ভজে যেন ১৪১৩০; রাগমার্গে প্রেমভক্তি ৩৭১২১ রাগহীন জন ভজে ২১২২১৫২।

রাগাঙ্গিকা ভক্তি মুখ্য ২১২২৮৫; রাগানুগভক্তির লক্ষণ ২১২২৮৪; রাগানুগমার্গে জানি ৩৫১৪৮;
রাগানুগমার্গে তারে ২১৮১৭৮।

রাঘব আনি পরাইল অৱ্য ১১১২; রাঘব দ্বিবিধ চিড়া অৱ্য ১৫১৭৫; রাঘব পণ্ডিত আর আচার্য ২১০১৮২;
রাঘব পণ্ডিত আর শ্রীগোবিন্দা ২১৩৩৩৬; রাঘব পণ্ডিত আসি ২১৬১২০১; রাঘব পণ্ডিত এই ২১১১৭৮; রাঘব
পণ্ডিত চলিলা ৩১০১১২; রাঘব পণ্ডিত চলে ঝালি ৩১২১১১; রাঘব পণ্ডিতদ্বারে কৈল অৱ্য ১২৬; রাঘব পণ্ডিত
নিজ ২১৬১৬; রাঘব পণ্ডিত প্রভুর ১১০১২২; রাঘব পণ্ডিত সনে খেলে ২১৪১৭২; রাঘব পণ্ডিতে কহে ২১৫১৬২;
রাঘব পণ্ডিতের তাই ৩২০১০৮; রাঘব মন্দিরে প্রভু কীর্তন অৱ্য ১০০; রাঘব লইয়া যায় ১১০১২৪; রাঘব সহিতে
নিভূতে যুক্তি অৱ্য ১৪৩; রাঘবের আজ্ঞা আর ৩১০১৩২; রাঘবের ঘরে রাখে অৱ্য ১১৪; রাঘবের ঝালি খুলি ৩১০১২৬;
রাঘবের ঝালি বলি বিখ্যাতি ৩১০১৩৭; রাঘবের ঝালি বলি প্রসিদ্ধি ১১০১২৫; রাঘবের ঠাকুরের প্রসাদ অৱ্য ১১০;
রাঘবের মহাকুপা রঘুনাথের অৱ্য ১২১; রাঘবের বসাই দুই অৱ্য ১৫।

রাজা যষ্টি হস্তে ১৫১১৬৮।

রাজ আজ্ঞা লঞা তেঁহো ২১১১১২; রাজ কার্য ছাড়িল না যায় ২১২১১৪; রাজকোড়ি দিবার নহে
৩২১৩০; রাজ-ঘরে কৈফিতি দিয়া অৱ্য ১২১২; রাজ-দণ্ডী হয় সেই ৩২১৮ রাজ-দ্রব্য শোধি পায় ৩২১৩২;
রাজ-পত্নী সব দেখে ৩১০১৬১; রাজ-পথ প্রান্তে দূরে ২১১১১৪৮; রাজপথ প্রান্তে পড়ি ২১১১১৪৭; রাজপাত্রগণ
কৈল ২১৬১০৮; রাজপাত্র সনে যার যার ২৪১২৫০; রাজপ্রতিগ্রহ তুমি ৩২১১৫; রাজপুত জাতি গৃহস্থ
২১৮১৭৫; রাজপুত জাতি মুক্তি ২১৮১২২; রাজপুত লোকের সেই ২১৮১২২; রাজপুল আসি তবে ৩২১১২; রাজবন্দী
আমি গড়িঘারে ২১২১২৭; রাজবেশ হাথিঘোড়া ২১১১২২; রাজমন্ত্রী রামানন্দ ২১২১৪১; রাজমন্ত্রী-সনাতন বিচারিল
২১২১২১; রাজমন্ত্রী সনাতন বৃদ্ধে ২১২১২২০; রাজমহিন্দার রাজা কৈহু ৩২১২০; রাজ-লেখা করি দিল ২৪১১৫২;
রাজসেবা হয় পুরীর ২৪১১০৩; রাজসেবা হয় তাই ১৮১৪৮; রাজহংস মধ্যে যেন রহে ৩৭১৮৬; রাজ্য ছাড়ি প্রাণ দিব
২১২২২; রাজ্য বিষয় ফল এই ৩২১০৭।

রাজা আসি দূরে দেখে ৩১০১৬১; রাজা কহে আমার পোষ্টা ২১২১১৪৪; রাজা কহে আমি তোমার
২১৪১১৬; রাজা কহে উপবাস ২১১১২৮; রাজা কহে এই কোন ২১১১৬৪; রাজা কহে এই বাত ৩২১৪৮; রাজা
কহে ঐছে কাশীমিশ্রের ২১০১১২; রাজা কহে জগন্নাথ ছাড়ি ২১০১২; রাজা কহে জাতি নিলে ২১২১১৪৫; রাজা
কহে তাঁর লাগি ৩২১০০; রাজা কহে তারে আমি ৩২১২৬; রাজা কহে তাঁরে তুমি ২১০১১২; রাজা কহে তোমার
স্থানে ২১২১২২; রাজা কহে দেখি আমার ২১১১৮৩; রাজা কহে পড়িছাকে আজ্ঞা ২১১১৫৮; রাজা কহে ব্যথা
তুমি ২১৫১২৫; রাজা কহে ভট্ট তুমি ২১০১১৫; রাজা কহে ভবানন্দের পুল ২১১১২৫; রাজা কহে মুকুন্দ তুমি
২১৫১২৬; রাজা কহে ধীরে মালা ২১১১৭১; রাজা কহে শাস্ত্রপ্রমাণে ২১২১৮০; রাজা কহে কন মোর ২১১১৭০;

রাজা কহে সব কোড়ি ৩২১০৩ ; রাজা কহে সবে জগন্নাথ ২১১১২২ ; রাজা কৃপা করে তাতে ৩২২৪ ; রাজা গোপীনাথে যদি ৩২৩২ ; রাজা তোমায় স্নেহ করে ২১২১২৫ ; রাজা দেখি মহাপ্রভু ২১৩১১৪ ; রাজা বোলে যেই ভাল ৩২২৮ ; রাজা মহাধার্মিক এই ৩২৮২ ; রাজা মারিতেছিল ২১১২৫১ ; রাজা মিশ্রের চরণ ৩২৮১ ; রাজা মোরে আজ্ঞা দিল ২১২৩০৩ ; রাজা মোরে প্রীতি করে ২১২১১২ ; রাজা রাজমহিবীৰ্য্য ২১৩১২০ ; রাজা সঙ্গে মুক্তা লঞা ২১৫১৩০ ; রাজা স্থখ পাইল পুত্রের ২১২১৬৩ ; রাজা হেন জ্ঞান প্রভু ২১৪১১৮ ।

রাজাকে প্রশংসে সবে ২১৪১১২ ; রাজাকে মিলহ ইহো ২১২১২০ ; রাজাকে লিখিল আমি ২১২৩০২ ।

রাজার অহরাগ দেখি ২১১১৪০ ; রাজার আগে রহি দেখে ২১৩৮৭ ; রাজার আগে হারচন্দন ২১৩৮৮ ; রাজার আজ্ঞায় পড়িছা ২১৬১২৩ ; রাজার কি দোষ রাজা ৩২৬১ ; রাজার চরিত্র সব কৈল ৩২১১৪ ; রাজার জ্ঞান রাজবৈজ্ঞের ২১৫১২৪ ; রাজার ঠাকুরি যাই বহু ৩২২৬ ; রাজার তুচ্ছ সেবা দেখি ২১৩৫২ ; রাজার প্রীতি কহি দ্রব্য ২১২১৪১ ; রাজার বর্তন খায় ৩২৮৮ ; রাজার বিলাত সাধি ৩২৩১ ; রাজার বৃত্তান্ত কৃপা ৩২১৩০ ; রাজার মিলনে ডিম্বুর ২১২১৪৫ ; রাজার মূলধন দিয়া ৩২১৪১ ; রাজার শিরোপরি ধরে ২১৫১২২ ।

রাজারে আশীর্বাদ করি ২১১১৫৫ ; রাজারে প্রবোধে কেশব ২১১১৬৪ ; রাজারে প্রসাদ দেখি ২১৩৬১ ; রাজারে বিদায় দিল ২১৬১০৮ ; রাজারে মিলিতে জুয়ায় ২১২১৪৪ ।

রাজোচিত কোড়ি না ৩২২০ ।

রাঢ় দেশে জনমিল ১১৩৫২ ; রাঢ়দেশে তিন দিন ২১৮৩ ; রাঢ়ী এক বিপ্র তেঁহো ২১৬৫০ ; রাঢ়ে জন্ম ধীর কৃষ্ণদাস ১১১১৩৩ ।

রাণ্ডী বান্ধণীর বালকে ৩২১৪ ।

রাভুল বস্ত্র দেখি পণ্ডিত ৩১৩৫১ ।

রাত্রি অবশেষে প্রভুরে ৩২১৪৪ ; রাত্রিকালে ঠাকুরেরে ২১৪২০ ; রাত্রিকালে রাঢ়ে প্রভুর ৩৬৬ রাত্রিকালে মহাপ্রভু ৩২২১৩ ; রাত্রিকালে মনে আমি ২১৬১২৬ ; রাত্রিকালে রায় পুন ২১২৩০০ ; রাত্রিকালে সেই বেঙ্গা ৩২১০১ ; রাত্রিতে শুনিলা তেঁহো ২১৮১৩৫ ; রাত্রিদিন করে তেঁহো ৩৬২৫০ ; রাত্রিদিন করে ব্রজে ২১২১২০ ; রাত্রিদিন কুঞ্জকীড়া ২১৮১৪৮ ; রাত্রিদিন কৃষ্ণপ্রেম ২১০১১০৭ ; রাত্রিদিনে এই দশা ৩১২১৫ ; রাত্রিদিনে কৃষ্ণকথা ২১১১১২ ; রাত্রিদিনে কৃষ্ণবিচ্ছেদ ৩১৮১২ ; রাত্রিদিনে ঘরে বসি ২১৩১৫৩ ; রাত্রিদিনে চলি আইল ২১২০১৫ ; রাত্রিদিনে চিন্তে রাধাকৃষ্ণের ২১৮১৮৩ ; রাত্রিদিনে তিন লক্ষ নাম গ্রহণ ৩৩১৩২ ; রাত্রিদিনে তিন লক্ষ নামসঙ্কীৰ্ত্তন ৩৩২২ ; রাত্রিদিনে নহে তোমার ৩২২৩৫ ; রাত্রিদিনে পোড়ে মন ২৩১২২ ; রাত্রিদিনে প্রেমে নৃত্য ১১৩১২২ ; রাত্রিদিনে রঘুনাথের নাম ৩৪১৩০ ; রাত্রিদিনে রসগীত ৩২০১৩ ; রাত্রিদিনে রাধাকৃষ্ণের ১১০১০৮ ; রাত্রিদিনে সুরের রাধাকৃষ্ণের ৩১৬১৭৩ ; রাত্রিদিনে হয় ষাটি ২১২০১২২ ; রাত্রিদিবসে এই ২১৬১৩২ ; রাত্রিদিবসে কৃষ্ণবিরহ সুরগ ১১৩৩৮ ; রাত্রিদিবসে লোকের ১১১১৫৪ ; রাত্রিদিবা বেত্র হস্তে ২১৬১১১ ; রাত্রি-শেষে হৈল বেঙ্গা ৩৩১১৫ ; রাত্রিশেষে গোপাল তারে ২১৫১২৭ ; রাত্রি হৈলে স্বরূপ ৩১৪১৩৮ ।

রাত্রে উঠি গণসঙ্গে ২১৩৩ ; রাত্রে উঠি কাঁই গেলা ৩২১৪২ ; রাত্রে নিজা নাহি যাই ১১১১২০২ ; রাত্রে শ্রীবাসের ঘারে ১১১১৩৪ ; রাত্রে সংকীৰ্ত্তন কৈল ১১১১৩০ ; রাত্রে স্বপ্ন দেখে ১১৪১৮০ ; রাত্রে আসি শিবানন্দ ৩১১১৬ ; রাত্রে উঠি একলা ৩৬৩৫ ; রাত্রে উঠি প্রভু যদি ২১২১৩৩ ; রাত্রে উঠি বনপথে ২১১১৪ ; রাত্রে এক জন সঙ্গে ২১২০১২ ; রাত্রে কৃষ্ণবিচ্ছেদে ৩১২১৬৩ ; রাত্রে গঙ্গা পার কৈল ২১২০১৪ ; রাত্রে তাহা রহি প্রাতে ২১৬১২২ ; রাত্রে তেঁহো স্বপ্ন দেখে- ২১২১২০৩ ; রাত্রে তোমার ঘরে প্রসাদ ৩৬১৩ ; রাত্রে দিনে করে দৌহে ৩১১১১৪ ; রাত্রে পৰ্কট পার করিব ২১২০১২ ; রাত্রে প্রভুরে শুনার গীত ৩২১৪৭ ; রাত্রে বিলাপ করেন ১১৪১২৬ ; রাত্রে

মহাপ্রভু করে ২১৮১২; রাত্রে মহামহোৎসব ২১৮১৮; রাত্রে রাত্রে বন পথে ২২০১২; রাত্রে রায় স্বরূপসনে ৩১৫; ৩১১১১; রাত্রে লোক দেখে প্রভুর ২১৮৫৮; রাত্রে সিংহদ্বারে খাড়া ৩১২১২; রাত্রে স্বপ্নে দেখে এক ৩১৩৬।

রাধা অঙ্গ সঙ্গে কুচ ৩১৫৪১; রাধাকৃষ্ণ এক আত্মা ১৪১৪২; রাধাকৃষ্ণ ঐছে সদা ১৪১৮৫; রাধাকৃষ্ণ-কুঞ্জসেবা সাধ্য ২১৮১৬৬; রাধাকৃষ্ণ তব্ব কহি পূর্ণ ২১৮১০১; রাধাকৃষ্ণ নিজা গেলা ৩১৮১০৫; রাধাকৃষ্ণপদান্বজ-ধ্যান ২১৮২০৭; রাধাকৃষ্ণপ্রেম-কেলি কর্ণ ২১৮২০২; রাধাকৃষ্ণ প্রেম যার ২১৮২০১; রাধাকৃষ্ণপ্রেমরস ২১৮১২৩; রাধাকৃষ্ণ ভক্তি বিনে ১৫২০৫; রাধাকৃষ্ণলীলা তাহে ২১৮২৫৬; রাধাকৃষ্ণলীলারসের যাই ৩৪২১৫; রাধাকৃষ্ণ সাক্ষাৎ ইহা ২১৫১২২৭; রাধাকৃষ্ণ তোমার ২১৮২২৮; রাধাকৃষ্ণে লাগাইয়াছ ২১৫১২২৬; রাধাকৃষ্ণের প্রেমকেলি যে গীতের ২১৮২০৪; রাধাকৃষ্ণের লীলা এই ২১৮১৬২; রাধা চাহি বনে ফিরে ২১৮৮০; রাধা-দামোদর অঙ্ক ২১২০১৭০; রাধা দেখি কৃষ্ণ তাঁরে ১১৭১২৮২; রাধা দেখি কৃষ্ণ যদি ২১৪১৬৭; রাধা পূর্ণ শক্তি ১৪১৮৩; রাধা প্রতি কৃষ্ণস্নেহ ২১৮১২৭; রাধা-প্রেম তৈছে ১৪১১০; রাধাপ্রেম বিভূ ১৪১১১; রাধাপ্রেমাবেশে প্রভু ২১৪১২২০; রাধা বসি আছে কিবা ২১৪১৭৮; রাধাভাব অঙ্গীকারি ধরি ১৪১২২৩; রাধাভাব অঙ্গী করিয়াছে ১১৭১২৬২; রাধাভাবকাস্তি দুই ১৪১৮৬; রাধাভাবাবেশে বিরহ ৩১২৩০; রাধাভাবের স্বভাব আন ৩১৭১৫৩; রাধা লঞা কৃষ্ণ প্রবেশিলা ৩১৪১০৩; রাধা লাগি গোপীরে যদি ২১৮৭৮; রাধা সঙ্গে কৃষ্ণলীলা ২১৪১৭২; রাধাসহ ক্রীড়ারস ১৪১১৭৭।

রাধার অধর রসে ১৪১২০৩; রাধার উৎকণ্ঠাবাগী ৩১৭১৩৭; রাধার উৎকণ্ঠা শ্লোক ৩১৬১১০; রাধার কুটিল প্রেম ২১৮৮৩; রাধার দর্শনে ঘোর জুড়ায় ১৪১২০০; ১৪১২০৭; রাধার প্রিয় সখী আমরা ৩১৫১৪০; রাধার বচনে হরে ১৪১২০১; রাধার বিগুহ ভাবের ১১৭১২৮৪; রাধার শুদ্ধ রস প্রভু ২১৪১২১৫; রাধার স্বরূপ কৃষ্ণপ্রেম ২১৮১৬২।

রাধিকা করেন কৃষ্ণের ১৪১৮১; রাধিকা-হয়ন কৃষ্ণের ১৪১৫২; রাধিকাদি গোপীগণ ৩১৮১৭৮; রাধিকাদি লঞা কৈল ১৪১০১; রাধিকাতে পূর্বরাগ ২১২৩৪৪; রাধিকা স্বরূপ হৈতে ১৪১১২৭; রাধিকার উন্নাদ বৈছে ২১১৭৮; রাধিকার প্রেম গুহ ১৪১১০৮; রাধাধিকার প্রেমে আমা ১৪১০৬; রাধিকার ভাবকাস্তি অঙ্গীকার বিনে ১৪১২২২; রাধিকার ভাবকাস্তি করি অঙ্গীকার ২১৮২৩০; রাধিকার ভাববর্ণ ১৪১২২৬; রাধিকার ভাবমূর্ত্তি ১৪১২৩; রাধিকার ভাব বেছে ১৪১২৫; রাধিকার ভাবে প্রভুর ৩১৪১৩; রাধিকার রূপগুণ ১৪১২০৫; রাধিকার স্পর্শে আমা ১৪১২০৪।

রাঙ্গি ভিক্ষা দেন তেঁহো ২১৭১৫১; রাঙ্গি-রাঙ্গি তার উপর ২১৪১৭১।

রাবণ আসিতে সীতা ২১৮১৭৮; রাবণ দেখি সীতা লৈল ২১৮১৮৮; রাবণ হৈতে অগ্নি কৈলা ২১৮১৮৮; রাবণের আগে মায়াসীতা ২১৮১৭৮।

রামচন্দ্র খান অপরাধ ৩৩১৩৬; রামচন্দ্র খানের কথা ৩৩১২৩; রামচন্দ্রপুরী ঐছে রহিলা ৩৮১৩৬; রামচন্দ্রপুরী করে সর্কা ৩৮১৪০; রামচন্দ্রপুরী তবে আইলা ৩৮১৭; রামচন্দ্রপুরী তবে উপদেশে ৩৮১২২; রামচন্দ্রপুরী ভয়ে ঘাটাইল ৩১০১৫৩; রামচন্দ্রপুরী ভয়ে ভিক্ষা ২১১২৫২; রামচন্দ্রপুরী হয় নিন্দুক ৩৮১৬৭; রামচন্দ্রপুরী হৈলা সর্ক ৩৮১৩০; রামচন্দ্রপুরীকে সভাই ৩৮১৫৩; রামচন্দ্রপি বিপ্র মুখে ২১১০৩; রামদাস অভিরাম ১১০১১৪; রামদাস আদি পাঠান ২১৮১২৮; রামদাস কবিচন্দ্র ১১০১১০; রামদাস কহে আমি ৩১৩২৬; রামদাস কৈল তবে ৩১৩১১০; রামদাস গদাধর আদি ২১৫১৪৪; রামদাস ঠাকুর সুনন্দরানন্দ ৩৬১৬০; রামদাস প্রথম যবে ৩১৩১০৮; রামদাস বলি প্রভু ২১৮১২৭; রামদাস বিপ্রের কথা ২১১০২; ২১১০২২; রামদাস বিপ্রের কৈল ২১১০৪; রামদাস বিপ্র সেই ২১১০৫; রামদাস মাধব আর ১১০১১৬; রামদাস মুখ্য শাখা

১১০১১৩ ; রামদাসে দেখাইয়া ১১১১১০ ; রাম দুই অক্ষর ইহা ৩৩৫৬ ; রাম নাম কিনা অত্র ২১১১১১ ; রামভক্ত সেই বিপ্র ২১১১১৬ ; রামভট্টাচার্য আর গুড় ১১০১১৪৬ ; রামভট্টাচার্য আর ভগবান ১১০১১৭৭ ; রাম রায় বাগীনাথে কৈলে ৩১১১৩৬ ; রামলক্ষণ কৃষ্ণরামের ১১১১৩২ ; রামশচ কৃষ্ণশচ যথা ১২৪১৪৪ ।

রামাই নন্দাই আর গোবিন্দ ৩১২১৪৭ ; রামাই নন্দাই আর বহু ১১৩১২৮ ; রামাই নন্দাই দৌহে ১১০১৪১ ; রামাই নন্দাই নীলাই ৩১৪১৮৩ ; রামাই নন্দাই রহে ১১০১৪৪ ; রামানন্দ আইলা অপূর্ব ২১১১১৫ ; রামানন্দ আইলা পাছে ১১৩১২৭ ; রামানন্দ আদি এই ১১১১৮০ ; রামানন্দ আদি সত্তে ৩১১১৮২ ; রামানন্দ কহে গোসাঞি ২১১৩০২ ; রামানন্দ কহে তুমি ১১২১৪৬ ; রামানন্দ চরিত তাতে ২১১২৫৫ ; রামানন্দ নিভুতে সেই ৩১১১৪৪ ; রামানন্দ পড়ে শ্লোক ৩১১১৬১ ; রামানন্দ পাশ যাই ৩১১১৭ ; রামানন্দ পাশে যত ১১২১১০৬ ; রামানন্দ প্রভুপদে ১১২১৪৩ ; রামানন্দ বসু জগন্নাথ ১১১১৪৫ ; রামানন্দ মর্দরাজ ১১৩১২৫ ; রামানন্দ মিলন লীলা ২১১২৬৩ ; রামানন্দ যাহ তুমি ১১৩১১৫ ; রামানন্দ সহ মোর ১১০১১৩২ ; রামানন্দ সার্কর্ভৌম এসভার ৩১১১৪২ ; রামানন্দ সার্কর্ভৌম দুই ১১৩১৬ ; রামানন্দ সার্কর্ভৌম স্বরূপাদি ৩১৩১২২ ; রামানন্দ স্বরূপ সত্তে ১১১১১২ ; রামানন্দ সেবক তাঁরে ৩১১১২ ; রামানন্দ হঠে প্রভু ১১১১৮৪ ; রামানন্দ হেন রত্ন ১১০১৫০ ; রামানন্দ হৈলা প্রভুর ২১১২৫৩ ; রামানন্দে কহে প্রভু ২১১১৪৬ ; রামানন্দে সাধিলেন প্রভু ১১২১৪২ ; রামানন্দের কৃষ্ণকথা ৩১১১৫ ; রামানন্দের গলা ধরি ৩১১১৩২ ; রামানন্দের তাই গোপী ৩১১১২ ; রামানন্দ রায় আইলা গজপতি ১১১১১১ ; রামানন্দ রায় আইলা ভক্তক ১১১১৩০ ; রামানন্দ রায় আজি ১১১১৪৮ ; রামানন্দ রায় আদি সভাই ৩১১১২৭ ; রামানন্দ রায় কথা কহিল ৩১১১৬৮ ; রামানন্দ রায় কহে মিনতি ২১১১৮২ ; রামানন্দ রায় তবে গেল ৩১১১৫৪ ; রামানন্দ রায় তবে প্রভুকে বসাইলা ৩১১১৮০ ; রামানন্দ রায় তবে প্রভুরে মিলিলা ১১২১৩০ ; রামানন্দ রায় পট্টনায়ক ১১০১১৩১ ; রামানন্দ রায় মহাভাগবত ৩১১২০ ; রামানন্দ রায় যবে ১১২১৩৬ ; রামানন্দ রায় শুনি ২১১২২১ ; রামানন্দ রায় শ্লোক ৩১১১৫১ ; ৩১৩১২২ ; রামানন্দ রায় সনে ১১১১২৫ ; রামানন্দ রায় সব ১১৩১১০০ ; রামানন্দ রায়ে মোর ২১১২৬২ ; রামানন্দ রায়েই এই কহিল ৩১১১৭৬ ; রামানন্দ রায়েই কথা শুনি ৩১১১৩৫ ; রামানন্দ গোষ্ঠি ৩১১১৩৬ ; রামানন্দ নিরবধি শুনে ৩১১১৩০ ।

রাবের চরিত্র সব ১১১১২২ ; রাবের দেখি তাই ১১১১৮৪ ।

রায় আজ্ঞা পাঞা ১১২১১৫৩ ; রায় কহে আইলা যদি ২১১১৪৮ ; রায় কহে আমি নট ২১১১০৪ ; রায় কহে আমি শূত্র ১১০১৫২ ; রায় কহে ইহা আমি ২১১১২৩ ; রায় কহে ইহা বই ২১১১৪২ ; রায় কহে ইহার আগে ২১১১৭৪ ; রায় কহে ঈশ্বর তুমি ৩১১১৪৮ ; রায় কহে এবে যাই পাব ১১১১২৬ ; রায় কহে কত পাপীর ১১২১৪২ ; রায় কহে কহ আগে ৩১১১৩৭ ; রায় কহে কহ ইষ্টদেবের ৩১১১১৪ ; রায় কহে কহ দেখি ৩১১১২২ ; রায় কহে কহ প্রেমোৎ ৩১১১২০ ; রায় কহে কহ সহজ ৩১১১২৩ ; রায় কহে কান্তাপ্রেম ২১১১৬৩ ; রায় কহে কৃষ্ণভক্তি বিনা ২১১১২২ ; রায় কহে কৃষ্ণ হয়ে ২১১১৪৭ ; রায় কহে কৃষ্ণে কর্মার্পণ ২১১১৫৫ ; রায় কহে কোন অঙ্গে পাত্রে ৩১১১৩৫ ; রায় কহে কোন আমুখে ৩১১১১৮ ; রায় কহে কোন গ্রন্থ ৩১১১০২ ; রায় কহে চরণ রথ ১১১১২৮ ; রায় কহে জ্ঞানমিশ্র ২১১১৫৭ ; রায় কহে জ্ঞানশূতা ২১১১৫৮ ; রায় কহে তাহা শুনি ২১১১৭২ ; রায় কহে তুমি প্রভু ২১১১২২ ; রায় কহে তোমার আজ্ঞায় ১১১১১৪ ; রায় কহে তোমার কবিত্ব ৩১১১২৬ ; রায় কহে দাস্ত প্রেম ২১১১৬০ ; রায় কহে নানী শ্লোক ৩১১১১৩ ; রায় কহে প্রভু আগে ২১১১০৫ ; রায় কহে প্ররোচনাদি ৩১১১১২ ; রায় কহে প্রেমভক্তি ২১১১৫২ ; রায় কহে বাৎসল্যপ্রেম ২১১১৬২ ; রায় কহে বৃন্দাবন মুরলী ৩১১১২৪ ; রায় কহে যে কহাও ২১১১৫২ ; রায় কহে রূপের কবিত্ব ৩১১১৩২ ; রায় কহে লোকের শ্রব ৩১১১৩৪ ; রায় কহে সখ্যাপ্রেম ২১১১৬১ ; রায় কহে সার্কর্ভৌম ২১১১৩০ ; রায় কহে স্বধর্মত্যাগ ২১১১৫৬ ; রায় কহে স্বধর্মচরণে ২১১১৫৪ ; রায় কোলে করি প্রভু ১১৩১১৫২ ; রায় পাশ গেল ৩১১১৫২ ; রায় প্রণতি কৈল, প্রভু ১১১১১২ ; রায় ভট্টাচার্য কহে তোমার ৩১১১০২ ;

রায় রামানন্দ আছে ২১৭৬১; রায় শুক কাঠ আনি ২২৫১৫৬; রায় সনে প্রভুর দেখি ২১১১১৩; রায় স্বরূপের কণ্ঠ ধরি ৩১৪৩২।

রায়ের আনন্দ হৈল ২২২২১; রায়ের ঘরে প্রভুর কৃপা ৩২১৪৩; রায়ের ঘরে তারে ৩২০১০১; রায়ের নাটক শ্লোক ২২১১৬; রায়ের নাটকে যেই ৩২০১৫৮; রায়ের প্রেমভক্তিরীতি ২১১১৩১; রায়ের বিদায়-কথা ২১৬১৫৩; রায়ের বৃত্তান্ত সেবক ৩৫১০।

রাস আদি লীলা করে ২২০১৩৮; রাস না পাইল লক্ষ্মী ২২১১২; রাসবিলাসী সাক্ষাৎ ১৫১২০; রাসে রাধা লঞা কৃষ্ণ ৩১৫১২৮; রাসলীলা-বাসনাতে ২১৮৮৫; রাসলীলার এক শ্লোক ৩১৮১৭; রাসলীলার গীত শ্লোক ৩১৮৮৪; রাসলীলার শ্লোক পটি ২১৪১৭; রাসস্থলী দেখি প্রেমে ২১৮১৬৫; রাসস্থলীর বালু আদি ৩১৩১৭২; রাসস্থলীর বালু আর ৩১৩১৬৬; রাসাদিক লীলা ১৫১২২৭; রাসাদিবিলাসী ব্রজ ১১৭১৬; রাসাদি লীলায় ভিন ১৪১১০২; রাসে যৈছে ঘর যাইতে ৩১০১৬।

রাক্ষসে স্পর্শিল তারে ২২১১৭৩।

রুক্মিণী দেবীর যেন ৩৭১২৮; রুক্মিণী স্বরূপ প্রভু ১১৭১২৩৪; রুক্মিণীর পিতা ভীষ্মক ২৫১২৬; রুচি হৈতে ভক্ত্যে হয় ২২৩১৮; রুদ্রগণ আইলা লক্ষ ২২১১৫৩; রুদ্র রূপ ধরি করে ১৫১৮২; ২২০১২৪৮; রুদ্রসাবর্ণে স্নান ২২০১২৭৭।

রুদ্র অধিকৃত ভাব ২২৩৩৩১; রুদ্রবৃত্ত্যে করে তবু ২১৬২৪৭; রুদ্রবৃত্ত্যে নির্বিশেষ ২২৪১৫২।

রূপ অল্পম কথ্য ২২৫১৬৩; রূপ অল্পম দৌহে ২২০১৬১; রূপ কহে ঐছে হয় ৩১১২২২; রূপ কহে কালসাম্যে ৩১১১৮; রূপ কহে কাঁই তুমি ৩১১২২৭; রূপ কহে তাঁর সঙ্গে ৩১১৪৫; রূপ কহে মহাপ্রভুর ৩১১১২; রূপ কহেন তেঁহো বন্দী ২১২১৫২; রূপগুণ-শ্রবণে রুক্মিণী ২২৪১৩২; রূপ গোসাঞি আইলে তাঁরে ২২৫১৫২; রূপ গোসাঞি আসি পড়িলা ২১১৬১; রূপ গোসাঞি করিয়াছেন ১৫১২০০; রূপ গোসাঞি কহে সাহসিক ৩১১২৩; রূপ গোসাঞি কৈল যত ২১১৩১; রূপ গোসাঞি কৈল রসামৃত ৩৪১২১৪; রূপ গোসাঞি দুই ভাই কানীতে ২২৫১৬৮; রূপ গোসাঞি দুই ভাইর করাইল ২১২১৮১; রূপ গোসাঞি ধরিল শিরে ৩১১৬৪; রূপ গোসাঞি নীলাচলে ২১২১০০; রূপ গোসাঞি প্রভু পাশ ৩১১৩৩; রূপ গোসাঞি মনে কিছু ৩১১৬২; রূপ গোসাঞি মহাপ্রভুর চরণে ৩১১৮৩; রূপ গোসাঞি মহাপ্রভুর জানি ৩১১৭১; রূপ গোসাঞি শ্লোক কৈল ২১১৭৫; রূপ গোসাঞি সে দিবস ২১২১৫৪; রূপ গোসাঞিকে শিক্ষা করায় ২১২১০৪; রূপ গোসাঞির ছোট ভাই ২১২১৩৫; রূপ গোসাঞির সভাতে ৩১৩১২৫; রূপ দণ্ডবৎ করে ৩১১৪৩; রূপ দেখি আপনার ২২১১৮৬; রূপ যৈছে দুই নাটক ৩৫১০৫; রূপসনাতন সভার কৃপা ২১২১১১; রূপসনাতন সম্বন্ধে কৈল ৩৪১২২৪; রূপসনাতন সঙ্গে ষাঁর ১১০১১০৩; রূপ সাকর মল্লিক আইলা ২১১১৭৪; রূপ হরিদাস দৌহে ৩১১২২; রূপাদি পাঁচ পাঁচে টানে ৩১৫১১৬; রূপে কৃপা করি তাহা ২১২১০৬; রূপে গুণে সৌভাগ্যে ১৪১১৭৬; রূপে মিলাইলা সভার ৩১১১২; রূপের কবিত্ব প্রশংসি ৩১১১৩৮; রূপের মিলন গ্রন্থে ২১২১১০২।

রেমুণা আসিয়া কৈল ২১৬২৭; রেমুণাতে কৈল গোপীনাথ ২৪১১১১; রেমুণাতে গোপীনাথ পরম ২৪১২২।

রৈবতে বৈকুণ্ঠ, চাক্ষুষে ২২০১২৭৬।

রোগ খণ্ডি সর্বৈষ্য না ২২০১৮৬; রোদন করিয়া প্রভুর ৩৭১৪৩; রোমকূপে রক্তোদগম ২২১৫।

রৌরব হৈতে কাটি মোরে ৩১১১২৭।

ল

ল

ল

ল

লইতে না পারি তাঁর ৩৭১৩৭ ; লওয়াইলা সর্বলোকে ১১৩৩১ ।

লগুড় ফিরাইতে পার ২১৫১২৩ ; লগ্ন গনি পূর্বে আমি ১১৪১১১ ; লগ্ন গনি হর্বমতি ১১৩১২০ ।

লঘুভাগবতায়তাদি ২১১৩৬ ; লঘু-ভ্রাতা হৈয়া ১৫১২৮ ।

লঙ্কার গড়ে চড়ি ফেলে ২১৫১৩৪ ।

লজ্জা দৈর্ঘ্য দেহ-সুখ ১৪১১৪৩ ; লজ্জা ভয় পাঞা আচার্য্য ৩২১২২ ; লজ্জা হর্ষ অভিনাষ ২১৪১১৮০ ; লজ্জাতে না পড়ে রূপ ৩১১১০০ ; লজ্জিত হইয়া প্রভু প্রসাদ ১১৭১৬৪ ; লজ্জিত হইলা প্রভু জানি ১১৪১৪১ ; লজ্জিত হইলা প্রভু পুরীর ৩১৪১১১০ ; লজ্জিত হইলা ভট্ট ৩৭১৭৬ ।

লঞা আইলা চারি জনের ৩১১৭৮ ; লঞা যাহ তোর অন্ন ২৩১২০ ।

লতা অবলম্বি মালী ২১২১৪৪ ।

লবঙ্গ এলাচি আর ২৩১১০০ ; লবমাত্র সাধু-সঙ্গে ২১২১৩৩ ।

ললাটি অষ্টমী ইন্দু ২১২১১০৬ ; ললাটে লিখিল তার ১১৭১৬৫ ; ললিত-ভূষিত যদি ২১৪১১৮৩ ; ললিতলবঙ্গলতা ৩১২১৭২ ; ললিতাদি সখা তাঁর ২১৮১২৬ ।

লক্ষ কোটি লোক আইসে ২১২১২২৭ ; লক্ষ কোটি লোক তথা ২১৬১২০৫ ; লক্ষ কোটি লোক তাই ২১৭১৭০ ; লক্ষ গুণ প্রেম বাড়ে ভ্রমে ২১৭১২১৩ ; লক্ষ গ্রন্থ কৈল ২১১৩২ ; লক্ষ লক্ষ লোক আইসে কোঁতুক ২১৬১২৫৬ ; লক্ষ লক্ষ লোক আইসে তাহা ২১৬১১৬৩ ; লক্ষ লক্ষ লোক আইসে নানা দেশ ২১২১৮৩ ; লক্ষ লক্ষ লোক আইসে প্রভুকে ১৭১১৪২ ; লক্ষ লক্ষ লোক আইসে প্রভুর ২১২৩৩৭ ; লক্ষ লক্ষ আসি মিলে ১৭১১৫০ ; লক্ষ সংখ্য লোক আইসে নাহিক ২১৭১১৭৭ ; লক্ষণা করিলে স্বতঃপ্রমাণতা ১৭১১২৫ ; লক্ষণা করিলে স্বতঃপ্রমাণ্য ২১৬১২২ ; লক্ষার্কুদ লোক আইসে ২১২১৩৪ ।

লক্ষ্মী আদি নারীগণের ২১৮১১৩ ; লক্ষ্মী আদি সন্তে কৃষ্ণ ৩৩২৫১ ; লক্ষ্মাকান্ত আদি অবতারের ২১৮১১৩ ; লক্ষ্মী কেনে না পাইলা ২১২১১৩ ; লক্ষ্মীগণ তাঁর বৈভব ১৪১৬৭ ; লক্ষ্মী চাহে সেই দেহে ২১২১২৫ ; লক্ষ্মী চিন্তে শ্রীত পাইলা ১১৪১৬০ ; লক্ষ্মী জিনি গুণ যাই ২১৪১২১৩ ; লক্ষ্মা তাঁর অঙ্গে দিল ১১৪১৬৪ ; লক্ষ্মীদাসীগণ তারে ২১৪১১৩০ ; লক্ষ্মী দেখি এই শ্লোক ২১৮১৫৮ ; লক্ষ্মীদেবী যথাকালে ২১৪১২১৮ ; লক্ষ্মীদেবী সঙ্গে নাহি লয় ২১৪১১১২ ; লক্ষ্মী সঙ্গে দাসীগণের ২১৪১১৩৩ ; লক্ষ্মীকে বিবাহ কৈল ১১৫১২৭ ।

লক্ষ্মীর অগ্রেতে নিজ ১১৪১২৫ ; লক্ষ্মীর চরণে আমি ২১৪১২৭ ; লক্ষ্মীর প্রসাদ আইল ২১৪১২২৫ ; লক্ষ্মীর সমতা অর্থ ১১৬১৫৬ ; লক্ষ্মীরিব অর্থালঙ্কার ১১৬১৭৩ ।

লাগিল যে প্রেমফল ১১২১২৪ ; লাক্ষা গণেশ দেখি ২১২১২৫৪ ; লাগি হাতে ভট্টচার্য্য ২১৫১২৪৩ ; লাড়ু বান্ধিয়াছে চিনি ৩১০১২০ ; লাভণ্যকেনিসদন ২১২১১১০ ; লাভণ্যায়ত্তধারায় ২১৮১২২২ ; লাভ প্রতিষ্ঠাদি যত ২১২১১৪১ ; লাগকের লাল্যে নহে ৩৪১১৭৬ ; লাল্যামেধ্য লালকে ৩৪১১৭২ ।

লিখিত গ্রন্থের যদি ১১৭১৩০১ ; লিখিতে না পারি গ্রন্থে ৩২০১৭৫ ; লিখিতে না পারি প্রসাদ ২১৪১৩২ ; লিখিয়াছেন ইহা জানি ১১৮১৩৩ ।

লীলা অশ্বে সুখে ১৪১২১৩ ; লীলাপদ্য চলাইতে ৩১৫১৪৫ ; লীলাবতার কৃষ্ণের ২১২০১২৫৫ ; লীলাবতারের এবে ২১২০১২৫৪ ; লীলাবতারের কৈল ২১২০১২৫৭ ; লীলাবেশে নাহি প্রভুর ১১৩১৬৪ ; লীলাভেদে বৈষ্ণব সব

২১১১৩; লীলামৃত বরিষণে ১১৫১৬০; লীলারস আশাদিতে ১৪৮৫; লীলাশুক মর্ত্য জন ২১২৬৮; লীলা সম্বন্ধে
তুমি ৩১১১৩০; লীলাস্থল দেখি তাই ২১৮১৫৮; লীলাস্থল দেখি প্রেমে ২১১২২৬; লীলায় চলিলা ঈশ্বর ২১৩১২১;
লীলার বাহুল্যে গ্রন্থ ৩২০১৬৫; লীলার সহায় লাগি ১৪১৬২।

লুকাইতে নারিলা ভয়ে ১১৭১২৭৭; লুকাইতে নারে কৃষ্ণ ১৩৭১; লুকাইয়া আমা আনে ২১৩১১৪৮;
লুকাইয়া চলিলা রাত্রে ২১১২২৩; লুকাইয়া দুই প্রভুর ১১০১৩৭; লুকাইয়া লাগিলা শিশু ১১৪১২২; লুকাইয়া
সেই পাত্র ৩১৬১১২; লুকাইল দুই ভূজ ১১৭১২৮৩; লুকাইলে প্রেমবলে ২১৮১২৪০; লুটিয়া খাইয়া দিয়া ১১৭১২২;
লুপ্ততীর্থ উদ্ধার আর ৩৪১৭৫; লুপ্ততীর্থ প্রকট কৈল ২১২৫১৬৭;

লেবু আদা খণ্ড আদি ২১৫১৫৬; লেড কায়স্থগণে ২১২১১৫।

লোক কহে এ সন্ন্যাসী ২১২২৮৬; লোক কহে কৃষ্ণ প্রকট ২১৮৮৮৭; লোক কহে তোমাতে কভু
২১৮১১০৮; লোক কহে মূর্ত্তি হয় ২১৮১৫৩; লোক কহে রাত্রে কৈবর্ত্ত ২১৮১৩৭; লোক কহে সন্ন্যাসী তুমি
২১৮১১০২; লোক গতাগতি বার্ত্তা ২১৩১৮০; লোক-গতি দেখি আচার্য্য ১৩৭৮; লোক দেখি কহিবে মোরে
১১৬১২৬৭; লোক দেখি পথে কহে; ২১৭১৩৭; লোক দেখি রামানন্দ ২১২২২২; লোকধর্ম্ম বেদধর্ম্ম ১৪১১৪৩
লোকধর্ম্ম লজ্জা ভয় ২২১১২২১; লোকনাথ পণ্ডিত আর ১১২১৬২; লোক নিবারিতে হৈল ২১৩১৮৩; লোক
নিস্তারিতে এই তোমার ৩১১২২৪; লোক নিস্তারিব এই ঈশ্বর ৩২১৫; লোক নিস্তারিয়া প্রভুর ১১৭১৫৩; লোক
বিদায় করিতে প্রভু ২১৫১৬৮; লোকভয় দেখি প্রভুর ১১৭১৮৮; লোকভয় পাইল মোর ১১৭১৮২; লোকভয়ে
রাত্রে প্রভু ২১১১৪১; লোকভিড় ভয়ে প্রভু ২১২১১০৪; লোকভিড় ভয়ে বৃন্দাবন ২১৬১২১১; লোকভিড় ভয়ে
যেছে ২১৬১২০৪; লোকভিড়ে স্বচ্ছন্দে নারে ২১৮১৭২; লোক রহ দামোদর ২১২১২১; লোকলজ্জা হয়, ধর্ম্ম
কীর্ত্তি ১১২১৫০; লোকশিক্ষা লাগি ঐছে ২১২৫১৬৪; লোকসংঘট্ট দেখি প্রভুর ২১২৫১৬০; লোক সব উদ্ধারিতে
১১৭১৪৫; লোক হরি হরি বোলে ২১৭১১৫১; লোক হিত লাগি তোমার ৩২১৩৪; লোকাপেক্ষা নাহি ইহার
২১৬১২৬; লোকে উপদেশে হও ১১৬১৪৭; লোকে খ্যাত যৈহো ১১০১১২; লোকে চমৎকার মোর ৩২১৩৪; লোকে
জানে দস্ত সব ২১৩১২৮; লোকে নাহি দেখি ঐছে ৩১৪১৭৬; লোকে নাহি বুঝে, বুঝে ৩২১১৬৮; লোকে পুছি
হরিদাস ৩৪১১২; লোকে হাস্য করে ২১২১৪৫; লোকের কাণাতাণি বাতে ৩৩১১৬; লোকের নিস্তার কৈল
২১৭১৪২; লোকের নিস্তার হেতু কৈল ১১৩১৬৬; লোকের সংঘট্ট আইসে ২১২৫১৮; লোকের সংঘট্ট দেখি প্রভুর
২১৪১২০১; লোকের সংঘট্ট দেখি মথুরা ২১৮১৬৩; লোকের সংঘট্ট নিমন্ত্রণের ২১৮১১৩১; লোকের সংঘট্টে কেহো ৩২১২৫;
লোকের সংঘট্টে দিন ২১৩১০৮; লোকের সংঘট্টে পথ ২১৬১২৫৬; লোকে কহিমু গিয়া ২১৫১১০৩; লোকে পুছিল
পর্ব্বত ২১৮১৫২।

লোণ দিয়া মাষি সেই ৩৬৩১১।

লোভ হৈল যবনের ২১২০১৪; লোভে আসি কৃষ্ণ করে ২১৪১১৮৪; লোভে ব্রজবাসিভাবে ২১২১৮৮; লোভে
লজ্জা খাঞা ২১২৩৩১।

লোহাকে যাবৎ স্পর্শি ২১৬১৫৫২।

লৌকিক লীলাতে ধর্ম্ম ১১৬১৩৭; লৌহ আর হেম যৈছে ১৪১১৪০; লৌহ যেন অগ্নিশক্ত্যে ২১২০১২২৬।

শ

শ

শ

শ

শক্তি কম্প পরিপাটী ২১২৪১৬; শক্তি দিয়াছি ভক্তিশ্রাব ৩১১১৪৭; শক্তি দেহ করি যেন ২১২১২;
৩১৪১৩; শক্তি সঞ্চারিয়া তারে কৃষ্ণ করে ১১৫১৫১; শক্তি সঞ্চারিয়া তারে পাঠাইলা ৩২০১১০০; শক্ত্যাবেশ অবতার

তৃতীয় ১১১৩৩; শক্ত্যাবেশ দুই রূপ ২২০১৩০৬; শক্ত্যাবেশাবতার কৃষ্ণের ২২০১৩০৫; শক্ত্যাবেশাবতারের গুন ২২০১৩০৪; শক্ত্যাবেশে সনকাদি ১১১৩৪।

শঙ্কর করেন প্রভুর পাদ ১১২১৬৭; শঙ্কর পণ্ডিত প্রভুর সঙ্গে ১১২১৬৪; শঙ্কর মুকুন্দ জ্ঞানদাস ১১১১৪২; শঙ্করারণ্য আচার্যের ১১০১১০৪; শঙ্করারণ্য নাম তাঁর ২১২২৭১; শঙ্করারণ্য দ্বারাচার্য ২১২১৫৪; শঙ্করারণ্য সরস্বতী বৃন্দা ১১২২৮২; শঙ্করে দেখিয়া প্রভু ২১১১১৩২।

শঙ্খ গছোদকে ২১৪১৬১; শঙ্খ-ঘণ্টা আদি সহ ১১৬৮১; শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম মহেশ্বর্য ১১৫১২৪; শঙ্খ-চক্র-শাখ ১১৭১১১; শঙ্খ জল গন্ধ পুষ্প ২১২৪১২৪২।

শচী আগে পড়িলা ২১২২৩৭; শচী আসি কহে কেনে ১১৪১৭০; শচী কহে মুক্তি দেখো ১১৩৩৮২; শচী জগন্নাথে দেখি ১১৪১৬৭; শচী দেবী আমি তাঁরে ২১২২১২; শচী পাশে আচার্যাদি ২১২১৭৬; শচী বোলে আর এক ১১৪১৭৬; শচী বোলে যাহ-পুত্র ১১৪১৭৩; শচী বোলেন না খাইব ১১৫১৮; শচীমাতা দেখি সতে ১১২১১৩; শচীমাতা মিলি তাঁর ২১৬২০৭; শচী-মিশ্রের পুজা লঞা ১১৩১১৭; শচী লঞা আইলা ২১২১৩৬; শচীসহ লঞা আইস ২১২২০; শচীকে প্রেমদান ১১৭১৮; শচীর অনন্দ বাড়ে ২১২২০১; শচীর আনন্দ হৈল যত ২১০১২৭; শচীর ইজিতে সম্বন্ধ ১১৫১২৭; শচীর মন্দিরে আর ১২১৩৩।

শত কোটি গোপী সঙ্গে ২১৮৮২; শত কোটি গোপীতে নহে ২১৮৮৮; শত ঘট জলে হৈল ২১২১১০২; শত চুলায় যদি শত ২১৫১২২৪; শত জনের ভক্ষ্য প্রভু ১১০১১২৪; শত জনের ভক্ষ্য যত ১১০১১০৮; শত দুই চারি হোলনা ১১৫৪৪; শত দুই ফল প্রভু ১১৭১৭৬; শত বৎসর পর্যন্ত ২১২২৩; শত বিশ সহস্রায়ুত ২১২১৫২; শত মুখে কহি যদি ১৪১২১২; শত শত ঘট তাই ২১২১১০৭; শত শত পটুয়া আসি ১১৬১৭; শত শত লোক জল ২১২১১০৪; শত শত শিষ্য সঙ্গে ১১৬১৩; শত শত গুরু চামর ২১৩১১২; শত শ্লোক কৈল এক দণ্ড ২১৬১৮৬; শত শ্লোকের এক শ্লোক ১১৬১৩৮; শত সহস্রায়ুত লক্ষ কোটি ২১২১৩; শত হাতে করে যেন ২১২১১২২; শতেক তুর্কী আছে ২১৮১৬৩; শতেক বৎসর হয় ২১২০১২৭২; শতেক সন্ন্যাসী যদি ২১৩১৭।

শব্দ অর্থ দুই শক্তি ১১৭১৪১; শব্দ স্তম্ভিতেই হয় ১১৬১৬১; শব্দালঙ্কার তিন পদে ১১৬১৬৮।

শব্দো মন্নিষ্ঠতা বৃদ্ধে: ২১২১১৭৩।

শব্দনে আমার উপর ১১৭১১৭৩; শব্দনের কালে স্বরূপ ১১৩১২; শব্দা উপেক্ষিলে পণ্ডিত ১১৩১১২; শব্দা করাইল নূতন ২১৪১৮০; শব্দোথান দরশন ২১৬১৬।

শব্দ লইল সতে প্রভু ২১৬১২৫৬; শব্দ লঞা করে ২১২১৫৪; শব্দগগত অকিঞ্চনের ২১২১৫৩; শব্দকাল হৈল প্রভুর ২১৭১২; শব্দকালের রাত্রি ১১৮১৩; শব্দলাতে হাড় লাগে ১১৩১৪; শব্দীর এখা প্রভুর মন ১১২১১১৪; শব্দীর দীঘল তার ১১৮১৪২; শব্দীর বিশেষ তাঁর ১১৬১৭; শব্দীর স্মৃতি হয় মোর ১১১১২১; শব্দীর সীতা মিশ্রি উত্তম মিশ্রি ২১২১১৫৩; শব্দীর সীতা মিশ্রি শুকমিশ্রি ২১২১২৩।

শাস্ত্র খাঞা কৃষ্ণ করে ২১৫১৭৮। শাস্ত্র খাঞা কৃষ্ণ ১১২১৫; সমর্পিয়া করে ২১৫১৭৮।

শাক দুই চারি আর ১১০১১৩২; শাক পত্র ফলমূলে ১১৬১২২৪; শাক মোচাঘট ২১৫১৫৫।

শাখা উপশাখা তার ১১২১৭৬; শাখাচন্দ্রহাস করি ২১২০১২৬; ২১২০৩০৫; ২১২১২৪; ১১৭১৬১; শাখাশ্রেষ্ঠ-ক্রবানন্দ ১১২১৭৮; শাখা সব পড়ি আছে ১১৫১৪৩।

শাস্ত্র-দাস্ত কৃষ্ণভক্তি ১১৩৩৬; শাস্ত্র দাস্ত রসে ঐশ্বর্য ২১২১৬৮; শাস্ত্র দাস্ত সখ্য বাৎসল্য মধুর রতি ২১২০২৫; শাস্ত্র দাস্ত সখ্য বাৎসল্য মধুর রস ২১২১১৫২; শাস্ত্র দাস্ত সখ্য বাৎসল্যের গুণ ২১৮১৭; শাস্ত্র ভক্ত

করি তবে ২১২৪।১১১ ; শাস্তভক্ত নবযোগেন্দ্র ২১২৪।১৬২ ; শাস্তভক্তের রতি বাটে ২১২৪।২৫ ; শাস্তরতি দাস্তরতি ২১২৪।১৫৭ ; শাস্তরসে শাস্তরতি ২১২৩।৩৪ ; শাস্তরসে স্বরূপবুদ্ধে ২১২৪।১৭৩ ; শাস্তাদি রসের যোগে ২১২৩।৩৬ ।

শাস্তিপুর আইলা অদ্বৈত ২৪।১০০ ; শাস্তিপুর আচার্য্যের এক ২১২৩।৪৪ ; শাস্তিপুরাচার্য্য গৃহে ২১২৬।২০৭ ; শাস্তিপুরে আচার্য্য গৃহে ২১২৮।৫ ; শাস্তিপুরে পূর্ণ কৈল ২১২৬।২১২ ; শাস্তিপুরের লোক শুনি ২৩।১০৫ ।

শাস্তের গুণ দাস্তে আছে ২১২৪।১৮০ ; শাস্তের গুণ দাস্তের সেবন ২১২৪।১৮১ ; শাস্তের প্ৰভাব কৃষ্ণে ২১২৪।১৭৭ ।

শাপ শুনি প্রভুর চিন্তে ১১৭।৫২ ; শাপিব তোমারে মুক্তি ১১৭।৫৮ ।

শারিকা পচয়ে তবে ২১৭।২০০ ।

শালগ্রাম সেবা করে ১১৩।৮৬ ; শালগ্রামে সমর্পিল ২১৫।৫৬ ; শালি কাঁচুটি ধানের ৩১০।২৫ ; শালি তণ্ডুল ভাজা ৩১০।২৭ ; শালি ধাত্তের খৈ পুনঃ ৩১০।২২ ; শাল্যদেখি প্রভু ৩২১।০৮ ।

শাস্তিচ্ছলি রূপা কর ৩১২।২৭ ।

শাস্ত্র আজ্ঞায় বধ কৈলে ১১৭।১৫১ ; শাস্ত্র করি বহু কাল ৩৪।২২৬ ; শাস্ত্র গুরু আত্মরূপে ২২০।১০৮ ; শাস্ত্র ছাড়ি কুকল্পনা ২১২৫।৩৪ ; শাস্ত্রজ্ঞ করিয়া তুমি ২৬।২৪ ; শাস্ত্রদৃষ্টো কহি কিছু ২৬।২১ ; শাস্ত্রদৃষ্টো কৈল লুপ্ত ১১০।১৮৮ ; শাস্ত্র বিরুদ্ধার্থ কহু ১২৬।০ ; শাস্ত্রব্যাত্যা করিতে আছে ২৬।১২ ; শাস্ত্রযুক্তি নাহি ইহাঁ ২১২৪।৩২ ; শাস্ত্রযুক্তি নাহি জানে ২১২৪।৪০ ; শাস্ত্রযুক্তি নাহি মানে ২১২৪।৮৮ ; শাস্ত্রযুক্তো স্ননিপুণ ২১২৪।৩২ ; শাস্ত্রলোকাভীত যেই ৩১৪।৭৭ ; শাস্ত্র সিদ্ধান্ত শুন ২১২।৩৮ শাস্ত্রে কহে নামাভাসমাত্র ৩৩।১৮৩ ; শাস্ত্রে যেই দুই কর্ম ৩৮।৭২ ; শাস্ত্রে লিখিয়াছে কেহো ২২১৮।১৮২ ; শাস্ত্রের বিচার ভালমন্দ ১১৬।৮৮ ; শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই ১৬।২০ ।

শিখাইল সভাকারে ২৩।১৪ ; শিখিগণ নৃত্য করি ২১৭।১৮২ ; শিখিমাহিতী আর তাঁর ৩২১।০৫ ; শিখি মাহিতী এই ২১২।৪০ ; শিখিমাহিতী-মিলন ২১১।২২১ ।

শিক্ষা বংশী বাজায় ১৫।১৭০ ।

শিবকাঞ্চী আসি কৈল ২৩।৬২ ; শিবদুর্গা রহে তাই ২৩।১৬০ ; শিবপত্নীর ভর্তা ১১৬।৬০ ; শিব মায়ামুক্তিযুক্ত ২১২।২৬৫ ; শিবক্ষেত্রে শিব দেখে ২৩।৭২ ।

শিবাই নন্দাই অবধূত ১১১।৪৬ ; শিবানন্দ করে সব ৩১।১১ ; শিবানন্দ কহে কেনে ৩২।৬২ ; শিবানন্দ কহে তুমি ৩৬।২৫৭ ; শিবানন্দ কহে তেঁহো ইহাঁ না ৩৬।১৮০ ; শিবানন্দ কহে তেঁহো হয় প্রভুর ৩৬।২৮৪ ; শিবানন্দ কুকুর দেখি ৩১।২৬ ; শিবানন্দ কোন্ তোমায় ৩২।২৭ ; শিবানন্দ ঘরে গেলে ৩১২।৪৭ ; শিবানন্দ জগদানন্দ ৩২।৪৪ ; শিবানন্দ জানে উড়িয়া ২১৬।১২ ; ৩১২।১৫ ; শিবানন্দ তিন পুত্র ৩১২।৪৩ ; শিবানন্দ-পত্নী চলে তিন ৩১২।১১ ; শিবানন্দ-বালকেরে বহু ৩১৬।৬৩ । শিবানন্দ-বালকেরে শ্লোক ৩২০।১২০ ; শিবানন্দ বিনে বাসস্থান ৩১২।১৭ ; শিবানন্দ যৈছে সেই ৩৬।২৬০ ; শিবানন্দ সঙ্গে চলে ২১৬।২১ ; শিবানন্দ সম্বন্ধে প্রভুর ১১০।৬১ ; শিবানন্দ সম্বন্ধে সভায় ৩১২।৪৩ ; শিবানন্দ সেই বালক ৩১২।৪২ ; শিবানন্দে কহিয় আমি ৩২।৪১ ; শিবানন্দে কহে প্রভু ২১১।১৩৫ ; শিবানন্দে গালি পাড়ে ৩১২।১৮ ; শিবানন্দে পত্নী দিল ৩৬।১০৮ ; শিবানন্দে লাখি মাইলা ৩১২।৪০ ; শিবানন্দের উপশাখা ১১০।৫২ ; শিবানন্দের গৌরবে ৩১০।১৪৪ ; শিবানন্দের ঠাণ্ডি ৩৬।২৫৬ ; শিবানন্দের পত্নী তাঁরে ৩১২।২১ ; শিবানন্দের প্রকৃতি পুত্র ৩১২।৫২ ; শিবানন্দের প্রেমসীমা ৩২।৮১ ; শিবানন্দের বড় পুত্র ৩১০।১৩২ ; শিবানন্দের বালক ২১৬।২২ ; শিবানন্দের ভাগিনা শ্রীকান্ত ৩২।৩৬ ; ৩১২।৩৩ ; শিবানন্দের ভাগ্য-সিদ্ধুর ৩১২।৫০ ; শিবানন্দের মনে তবে ৩২।৭৭ ; শিবানন্দের সঙ্গে আইলা ২১১।১৩০ ।

শিবানন্দ সেন আর ১১২১৭ ; শিবানন্দ সেন করে ঘাটা ১১৬১৮ ; ১১২১১৪ ; শিবানন্দ সেন করে সব ১১৬১২৫ ; শিবানন্দ সেন করে সভার ১১১১২২ ; শিবানন্দ সেন গৃহে ১১২১১০১ ; শিবানন্দ সেন চলিলা ১১০১১১ ; শিবানন্দ সেন তাঁরে ১১৬১২৩ ; শিবানন্দ সেন প্রভুর ১১০১৫২ ; শিবানন্দ সেন সঙ্গে ১১১১২৩ ; শিবানন্দ সেনে কহে ১১৫১৩৪ ; শিবানন্দ সেনের পুত্র ১১২১১০২ ; শিবানন্দ সেনের স্তন ১১০১১৩২ ।

শিমুলীর তুলা দিয়া ১১৩১৬ ; শিমুলীর বৃক্ষ যেন ১১৩১২৭ ।

শিয়ালী ভৈরবী দেবী ১১৩১৬৮ ।

শিরে ধরি বন্দোঁ নিত্য ১১১৭১৩২৬ ; শিরে বজ্র পড়ে যদি ১১৭১৪৭ ; শিরের উপরে পৃষ্ঠে ১১৫১২৫ ; শিরের পাখর যেন ১১৮১০ ।

শিলা দিয়া গোসাক্রি মোরে ১১৩১০১ ; শিলাকে কহেন প্রভু ১১৩১২৬ ।

শিশুগণ মেলি করে ১১৪১২০ ; শিশুদ্বারে কৈল মোরে ১১৬১২০ ; শিশুদ্বারে দেবী মোরে ১১৬১৮২ ; শিশুবৎস হরি ১১২১২২ ; শিশু সব গঙ্গাতীরে ১১৩১১৭ ; শিশু সব লৈয়া পাড়া ১১৪১৩৭ ; শিশু সব শচীস্থানে ১১৪১৩৮ ; শিশুর শূত্র পদে কেনে ১১৪১৭৫ ; শিশুদার পরায়ণ ১১৩১২৫ ।

শিষ্য করি তাঁর ভিক্ষা ১১৭১১০ ; শিষ্য কহে ঈশ্বরতত্ত্ব ১১৬১৮০ ; শিষ্যগণ কহে ঈশ্বর ১১৬১৭২ ; শিষ্যগণ পঢ়াইতে ১১৬১২ ; শিষ্যগণ লৈয়া পুনঃ ১১৬১২২ ; শিষ্যগণ সঙ্গে যেই ১১২৫১৭ ; শিষ্য পড়িছাদ্বারে ১১৬১৭ ; শিষ্য প্রশিষ্য আর ১১৩১২২ ; শিষ্য হঞা গুরুকে কহে ১১৮১১২ ; শিষ্যার শ্রম দেখি ১১০১১৩২ ; শিষ্যেও না বুঝে আমি ১১৬১৩১ ; শিষ্যের প্রভীত হয় ১১৩১২৭ ; শিষ্যের সমান মুক্তি ১১৬১২৭ ।

শিক্ষাইলা তাঁরে ভক্তি ১১২৫১২ ; শিক্ষাগুরু হয় কৃষ্ণ ১১১১২২ ; শিক্ষাগুরুকে ত জানি ১১১১২৮ ; শিক্ষা দিয়া বৃন্দাবনে ১১২১১০৮ ; শিক্ষারূপে কহে তারে ১১৬১২৩৪ ; শিক্ষা লাগি বাহিরে ১১২১১২১ ।

শীঘ্র আসি ভোজন ১১৫১২৮২ ; শীঘ্র আসি মোরে তার ১১২১১১ ; শীঘ্র আসিহ তাই ১১৩১৩৮ ; শীঘ্র করি আইলা ১১৬১৩৬ ; শীঘ্র চলি আইল সনাতনান্ন ১১২৫১৬০ ; শীঘ্র চলি নীলাচলে ১১৩১৭০ ; শীঘ্র নীলাচলে যাইতে ১১০১২১ ; শীঘ্র বাসাঘর কৈল ১১২১২৪ ; শীঘ্র যাই মুক্তি সব ১১৫১৫২ ; শীঘ্র যাহ তুমি ১১৩১১৮ ; শীঘ্র যাহ যাবৎ তেঁহো ১১৫১৫১ ; শীঘ্র রামানন্দ তবে ১১৫১২৫ ; শীঘ্র সমাচার তুমি ১১২১১৪২ ।

শীত বৃষ্টি দাবায়িতে ১১৪১৩৫ ; শীতল জলে করে প্রভুর ১১৪১৩৪ ; শীতল নির্মল কৈল ১১২১১৩০ ; শীতল সমীর বহে ১১১১৪২ ।

শুকদেবের মন হরিল ১১২৪১৩৬ ; শুক মুখে শুনি তবে ১১৭১২০০ ; শুক সারিকা প্রভুর ১১৭১১২২ ; শুকসারী পিক ভুল ১১৩১৭৫ ।

শুকুবস্ত্রে মসীবিন্দু ১১২১৪৮ ; শুর রক্ত কৃষ্ণ পীত ১১২১২৮০ ; শুররক্ত পীতবর্ণ ১১৩১২২ ; শুরাধর এই, এই ১১১১৭২ ; শুরাধর নৃসিংহানন্দ ১১০১১০ ; শুরাধর ব্রহ্মচারী বড় ১১০১৩৬ ।

শুখাইয়া মৈলে কারে ১১২১১৮ ; শুখা কুখা ব্যঞ্জন ১১৩১৩৬ ।

শুদ্ধ কৃপা কর গোসাক্রি ১১৩১৩৭ ; শুদ্ধ কেবল প্রেম ১১১১১৩৩ ; শুদ্ধপ্রেম ব্রহ্মদেবীর ১১৭১৩০ ; শুদ্ধ প্রেম রসগুণে ১১৪১১৫৪ ; শুদ্ধপ্রেম সুধাসিক্ত ১১২১৪৩ ; শুদ্ধ বাৎসল্য ঈশ্বর জ্ঞান ১১৬১৫২ ; শুদ্ধ বৈষ্ণব নহে হয়ে ১১৬১২৬ ; শুদ্ধভক্ত তত্ত্ব মধ্যে ১১৭১১৪ ; শুদ্ধ ভক্তি কৃষ্ণ ঠাক্রি ১১২১২২ ; শুদ্ধভক্তি দেহ মোরে ১১২১২৪ ; শুদ্ধভক্তি হৈতে হয় ১১২১১৪৭ ; শুদ্ধভাবে করিব ১১৩১৮১ ; শুদ্ধভাবে ব্রজেশ্বরী ১১৭১২৫ ; শুদ্ধ ভাবে সখা করে ১১৭১২৫ ; শুদ্ধস্বয়ং যত ১১৫১৩৬ ; শুদ্ধ হয় যদি করায় ১১০১১১২ ; শুদ্ধাশুদ্ধ গীতা পড়ে ১১৩১২২ ।

শুন উদ্ধব সত্য কৃষ্ণ ১৬৫৪ ; শুন গৌরহরি এই ১১৭১৬২ ; শুনহ বনভ কৃষ্ণ পরম ৩৪১৩৩ ; শুন বান্ধব কৃষ্ণের মাধুরী ৩১৪১০ ; শুন ভট্টাচার্য্য আমি ২১৭১৬৫ ; শুন ভট্টাচার্য্য তোমার ২১৬২২০ ; শুন ভাই এই শ্লোক ১২১৫২ ; শুন ভাই এই সব ১৩৪১ ; শুন মোর প্রাণের বান্ধব ২২১৩৬ ; ।

শুনি আনন্দিত বিপ্র ২১৭১৬৫ ; শুনি আনন্দিত ভূঞা ২২০১১৮ ; শুনি আনন্দিত রাজা ২১৬১০২ ; শুনি আনন্দিত হৈল উপাধ্যায়ের ২১২১৮৭ ; শুনি আনন্দিত হৈল প্রভুর ২২০১৪৪ ; শুনি আনন্দিত হৈল রঘুনাথ ৩৬৫০ ; শুনি আনন্দিত হৈল শচী ২১০১৭৫ ; শুনি আনন্দিত হৈল সভাকার ২১০১২৪ ; শুনি আনন্দিত হৈল সেবকের ২৪১১৬৪ ; শুনি আনন্দে সনাতন ২২০১৪২ ; শুনি এক পটুয়া তাহা ১১৭১৬৮ ; শুনি করহ বিচার ২২১৩৭ ; শুনি কৃপাময় প্রভু ২১৫১২৬৭ ; শুনি কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি ২১৫১২৭২ ; শুনি ক্রুদ্ধ হৈল সব ১১৭১২৪৭ ; শুনি গজপতি মনে ২১১১৪২ ; শুনি গোপীনাথ মুকুন্দ ২১৬১৭৬ ; শুনি গ্রামী দেশী লোক ২২৫১২২৬ ; শুনি চমকিত হৈল ১১৪১৭৪ ; শুনি চমৎকার হৈল ১১৭১২৭ ; শুনি চিত্ত কর্ণের হয় ৩১১১৪০ ; শুনি চৈতন্যগণ করে ৩১১১৪ ; শুনি চৈতন্যের সঙ্গে ২১৭১১৫ ; শুনি জগদানন্দ মনে ৩১৩১১৫ ; শুনি জগাই মাধাই তেঁহো ২১১১৩৬ ; শুনি ঝড় ঠাকুরের স্মৃষ্ণ ৩১৬১২৪ ; শুনি ঠাকুর কহে শাস্ত্রে ৩১৬১২৫ ; শুনি তাঁর পিতা বহু ২১৬১২৩১ ; শুনি তার মাতাপিতা ৩৬১২৫৫ ; শুনি তা সভার নিকট ২৩১১২ ; শুনি তুষ্ট হঞা প্রভু ৩৬১২২০ ; শুনি তুষ্ট হৈলা প্রভু ২১৫১৩৩ ; শুনি তদ্ব্যচার্য্য হৈলা ২১২১৪৬ ; শুনি ছুখে মহারাজী ২২৫১৬ ; শুনি দেখি আনন্দিত ১১৭১৪৬ ; শুনি দেখি সর্বলোক ১১৭১১৮০ ; শুনি নিত্যানন্দ কথা ২১৩১১ ; শুনি নিত্যানন্দ প্রভু আনন্দিত ৩১২১৩০ ; শুনি পণ্ডিত ভট্টাচার্য্য ৩৬১৬৩ ; শুনি পণ্ডিত লোকের ২২৫১২৪ ; শুনি পণ্ডিতের মনে উপজিল ৩১১১৩০ ; শুনি পণ্ডিতের মনে ছুখ ৩১৩১৫৩ ; শুনি পায়ে ধরি সনাতন ৩৪১১৫৬ ; শুনি পুরীগোসাঞি কিছু ২৪১১১৮ । শুনি প্রকাশানন্দ কিছু ২২৫১৩৮ ; শুনি প্রভু কহে এই অতি ৩১১১১৬ ; শুনি প্রভু কহে কাঁই ৩৩১১২ ; শুনি প্রভু কহে কিছু করি প্রণয় ৩৩১৩০ ; শুনি প্রভু কহে কিছু সঙ্কোধ ৩১২১১১ ; শুনি প্রভু কহে চোরা ৩৬১৪৬ ; শুনি প্রভু কহে তুমি ৩১১১০ ; শুনি প্রভু কহে শুন রূপ ২১১১২৪ ; শুনি প্রভু কৈল তাঁর ২১৭১১৬০ ; শুনি প্রভু ক্রুদ্ধ হৈয়া ১১৪১৪০ ; শুনি প্রভু ক্রোধে কৈল ১১৭১২৪৩ ; শুনি প্রভু গোপীভাবে ৩১৭১৩০ ; শুনি প্রভু বোল বোল কহেন ১১৭১২২৭ ; শুনি প্রভু ভক্তগণ ২১৪১১৭৭ ; শুনি প্রভু মনে কিছু ২১৫১৫১ ; শুনি প্রভু হরি বলি ১১৭১২১৬ ; শুনি প্রভু হাসি কহে ৩২১১৬৩ ; শুনি প্রভুর গণ প্রভুকে ৩২১৪১ ; শুনি প্রভুর বাক্য গোবিন্দ ৩১২১১৪ ; শুনি প্রভুর ভক্তগণ ৩১১১২১ ; শুনি প্রেমারিষ্ট হৈলা ২৪১১৩৫ ; শুনি প্রেমাবেশে নাচে ৩৩১৬৭ ; শুনি প্রেমাবেশে নৃত্য ২১৪১২১৪ ; শুনি বেদব্যাস মনে ২২৫১৮০ ; শুনি ব্রহ্মচারী কহে ৩২১৫০ ; শুনি ব্রহ্মানন্দ করে ২১০১১৫৩ ; শুনি ভক্তগণ কহে করি ২৩১১৬২ ; শুনি ভক্তগণ তাঁরে ২৩১১৮৩ ; শুনি ভক্তগণ মনে আনন্দ ৩২১৪৩ ; শুনি ভক্তগণ মনে আশ্চর্য্য ৩২১৭৭ ; শুনি ভক্তগণে কহে সঙ্কোধ ২১১১২৬ ; শুনি ভক্তগণের জুড়ায় ৩১১১৮২ ; শুনি ভদ্রী করি তাঁরে ২২০১২৮২ ; শুনি ভট্টাচার্য্য কহে ২৬১১৬৮ ; শুনি ভট্টাচার্য্য মনে ২৬১১৮০ ; ২৬১২১২ ; শুনি ভট্টাচার্য্য শ্লোক ২৬১১৭০ ; শুনি ভট্টাচার্য্য হৈল ২৬১১৬৫ ; শুনি মহাপাঁত্র কহে ২১৬১১৭২ ; শুনি মহাপ্রভু আইলা ২১৪১৫০ ; শুনি মহাপ্রভু ঈশ্বর হাসিতে ২১৮১২০৮ ; ২২৫১৫২ ; শুনি মহাপ্রভু ঈশ্বর হাসিয়া ২১৭১১২০ ; ৩২১১৫০ ; শুনি মহাপ্রভু কহে ঈশ্বর ২৬১১৭১ ; শুনি মহাপ্রভু কহে ঐছে মত ২৬১১০৮ ; শুনি মহাপ্রভু কহে শুনহ ৩২১২২০ ; শুনি মহাপ্রভু কহে সঙ্কোধ ৩২১২১ ; শুনি মহাপ্রভু কৈল ২৬১৫৬ ; শুনি মহাপ্রভু গেলা ২১১১৫২ ; শুনি মহাপ্রভু তবে ৩৫১৩২ ; শুনি মহাপ্রভু তারে ২১২১৬৮ ; শুনি মহাপ্রভু মনে আনন্দ ২১৮১৫৫ ; শুনি মহাপ্রভু মনে সন্তোষ ৩৪১১২৩ ; শুনি মহাপ্রভু মনে স্মৃষ্ণ ২১১১১৫৩ ; শুনি মহাপ্রভু যাবেন ২১৭১২৪ ; শুনি মহাপ্রভু হাসি ৩৬১২৭২ ; শুনি মহাপ্রভু হৈলা ২১১১৮৬ ; শুনি মহাপ্রভুর কিছু ৩৪১১৬০ ; শুনি মহাপ্রভুর বড় ৩৪১১৭২ ; শুনি মহাপ্রভুর মহা ১১৮১১৫১ ; ২১১১৮৮ ; শুনি মহাপ্রভুর হৈল ৩১১৫৭ ; শুনি মহাভয় হৈল ৩১৩১৮৭ ; শুনি মাধবেন্দ্র মনে

৩৮২১; শুনি মিশ্র প্রবন্ধ ১১৫১১; শুনি যেন ভক্তগণ ২২৫১১৭; শুনি রঘুনাথের পিতা ৩৮২৪৫; শুনি রাজপুত্র মনে ৩৮২৬; শুনি রাজা দুঃখী হৈলা ৩৮৩৩; শুনি রামচন্দ্রপুরী প্রভুপাশ ৩৮৫২; শুনি রামানন্দ রায় হৈলা ৩৮৫৪; শুনি রুদ্রিণীর মনে ৩৭১৩১; শুনি লক্ষ্মীসেবী মনে ২১৪১২২; শুনি লোক তাঁর সঙ্গে ২৪১৪২; শুনি শচী আনন্দিত ৩১১২; শুনি শচী জগন্নাথ ২৩১১৭; শুনি শচী পুত্রে কিছু ১১৪১৩৮; শুনি শচীমিশ্রের মনে ১১৪১১৭; শুনি শচী সভাকারে ২৩১৬৬; শুনি শিবানন্দ আইলা ৩২২১; শুনি শিবানন্দ চিন্তে ৩২১১১; শুনি শিবানন্দ সেন আনন্দে ৩২২৮; শুনি শিবানন্দ সেন প্রেমাবিষ্ট ২১১১৩৬; শুনি শিবানন্দের পত্নী ৩২২২০; শুনি শুনি লোক সব ২১৭৮৫; শুনি শ্রীবাসাদি মনে ৩২১৫২; শুনি ষাঠীর মাতা ২১৫২৪২; শুনি সনাতন তারে ২২০২৪; শুনি সব গোষ্ঠী তবে ২৫১৩৭; শুনি সব ভক্ত কহে ২১৬২৮১; শুনি সব ভট্টমারী ২৩২১৪; শুনি সব স্নেহ আসি ১১৭১৮৫; শুনি সব লোক তবে ১১৬৩৭; শুনি সব সভার লোক ৩৩১৮৭; শুনি সভাকার চিন্তে ৩১১০১; শুনি সভাসদের চিন্তে ৩৫১২০; শুনি সভার মাথে যেন ৩৮৫২; শুনি সভে জানিলা ২৬১৬; শুনি সার্বভৌম মনে ২৬৪৮; শুনি সার্বভৌম হৈলা ২১৭৪৫; শুনি প্রভু তাঁরে ২৬১৮৭; শুনি সেই জানিয়া ৩১৮৬৭; শুনি স্বরূপ হৈল কাজী ১১৭১৬১; শুনি স্বরূপ গোসাঞি তবে ৩১৫১৭২; শুনি হর্ষে কহে প্রভু ২১৫১১৭; শুনি হাসি কহে প্রভু সব ভক্ত ৩৬১৩৩; শুনি হাসি কহে প্রভু সত্য ২১৮৮৮; শুনি হাসি কৃষ্ণ তবে ২২১৫১; শুনি হাসি মহাপ্রভুর ২১৪১০২; শুনি হাসি সার্বভৌম ২৬২০।

শুনিঞা আচার্য্য মনে ২১৬৩৩; শুনিঞা কবির হৈল ৩৫১২১; শুনিঞা দুই ভাই মনে ৩৩১৬৭; শুনিঞা প্রতাপরুদ্র ২১৬১২; শুনিঞা প্রভুর অন্তরে ৩১১৩০; শুনিঞা বিম্বিত বিপ্র ২১৭১৬২; শুনিঞা বৈষ্ণব মনে ২১৬৩৫; শুনিঞা রহিলা রায় ২২৫১৪২; শুনিঞা সভার হৈল ৩৫১১২।

শুনিতে অমৃতসম ৩১০১৫৮ শুনিতেই আচার্য্য তাহা ৩৭৮৫; শুনিতে আনন্দ বাঢ়ে ৩৫১০৫; শুনিতে ইচ্ছা হয় যদি ৩৫৪২; শুনিতেই গোপালের ২১২১৪৬; শুনিতে চাহিরে দৌহার ২৮১৪৬; শুনিতেই জন্মের ৩৩৬৫; শুনিতে না পাইলু ভূষণ ৩১৭২৭; শুনিতে না পাইলু সেই ৩১৭২৭; শুনিতে না পারি ফাটে ১৭১৪২; শুনিতে না হয় প্রভুর ২১০১১১; শুনিতেই ভট্টাচার্য্য ২১৫২৪৬; শুনিতেই মহাপ্রভুর ৩৮৪২; শুনিতেই লজ্জা লোকে ৩১১৩৩; শুনিতে শুনিতে জুড়ায় ৩১২১০৪; শুনিতে শুনিতে প্রভুর ২১৪৮; শুনিতে শ্রবণে মনে ৩৮২৪।

শুনিব তোমার মুখে ১১৬২৮।

শুনিয়া আচার্য্য কহে ২৬২৪; শুনিয়া আচার্য্য গোসাঞি ২১০৭৮; শুনিয়া আবিষ্ট হৈল ১১৭১৮৫; শুনিয়া চলিল প্রভু ১১৬৩৫; শুনিয়া গ্রামের লোক ২১৮২৫; শুনিয়া চলিলা প্রভু ২৩২৫২; শুনিয়া তদনুরূপ ২১২১১; শুনিয়া পসারি সব ৩১১৭৪; শুনিয়া পাইল আচার্য্য ১১২১৫; শুনিয়া পাঠান মনে ২১৮১৬৬; শুনিয়া পিতারে রঘু ২১৬২২২; শুনিয়া প্রকাশানন্দ ২১৭১১১; শুনিয়া প্রতাপরুদ্র ২১৬২৮২; শুনিয়া প্রভুর আনন্দিত ২৩১২২; শুনিয়া প্রভুর এই ২৩১৭৬; শুনিয়া প্রভুর চিত্ত অন্তর ২৩১২৩; শুনিয়া প্রভুর চিন্তে আনন্দ ১১৭১২৮; শুনিয়া প্রভুর দণ্ড আচার্য্য ১১২৩৫; শুনিয়া প্রভুর বাণী ২১৭১২০; শুনিয়া প্রভুর ব্যাখ্যা ১১৬৮১; শুনিয়া প্রভুর মন প্রসন্ন ১১২১৪৬; শুনিয়া প্রভুর মনে আনন্দ অপার ২২০৬৬; শুনিয়া প্রভুর মনে আনন্দ হইল ২৩১৮৪; শুনিয়া প্রভুর সুখ ৩৩৬১; শুনিয়া প্রভুর হৈল ২১১০২; শুনিয়া বল্লভ ভট্ট ৩৭১২৩; শুনিয়া বিম্বিত হৈলা সব ৩১২২৮; শুনিয়া ব্রাহ্মণ গর্বে ১১৬৩৩; শুনিয়া মুরারি শ্লোক ১১৭১৭২; শুনিয়া যে কৃষ্ণ হৈল ১১৭১১৮; শুনিয়া রাজার বিনয় ৩৩২২৫; শুনিয়া রাজার মনে ২১১৩৫; শুনিয়া রাধিকাবাণী ২১৩১৪১; শুনিয়া লোকের দৈন্ত ২১১২৬১; শুনিয়া লোকের বড় ২২৫১১৬; শুনিয়া শ্রীরূপ লিখিল ২১২৩১; শুনিয়া সকল লোক করিবে ২৫১৩৮; শুনিয়া সকল লোক বিম্বিত ১১৪৮৮; শুনিয়া সঙ্কট হৈল ১১৫১১৩; শুনিয়া সভার

মনে সন্তোষ ৩৭১০০ ; শুনিয়া সভার মনে হৈল ২৭১১৩, শুনিয়া সভার হৈল ২১০৭৬ ; ২১০৮৩ ; শুনিয়া স্বরূপগোসাঞি ৩১৬৬৫ ; শুনিয়া হাসেন প্রভু ২৬২৪২ ; শুনিয়া ক্ষোভিত হৈল ৩২৮৫ ।

শুনিয়াছি গোড়দেশে ২১৭১১২ ।

শুনিল তোমার ঘরে ২১০৭৪ ; শুনিল ফাঁকিতে তোমার ১১৬৩০ ; শুনিলে খণ্ডিবে ১১৬৪ ; শুনিলে জানিবে সব ১১৬৬ ; শুনিলেই ভাগ্যহীনের ২১৮২১৫ ।

শুধী খণ্ড নাড়ু আর ৩১০২১ ।

শুভ পীঠ উপরে শুভ ২১৫২১৭ ।

শুভ বাঁশের বাঁশিখান ৩১৬১২০ ; শুভ কাষ্ঠ সম হস্ত ২১৩১০২ ; শুভ জ্ঞানে জীবমুক্ত ২২৪১২২ ; শুভ তর্কখনি খাইতে ২১৪৮৫ ; শুভ কক পিলু ফল ৩১৩৬৬ ; শুভ বৈরাগ্য জ্ঞান ২২৩৫৬ ; শুভ ব্রহ্মজ্ঞানী নাহি ৩৮২৬ । শুভ রুটি চানা চানা চাবায় ২১২১১৬ ।

শুকর চরায় ডোম ১১০৮১ ; শূদ্র আলিঙ্গিয়া কেনে ২৮২৪ ; শূদ্র বিষয়ী জ্ঞানে ২৭৬২ ; শূদ্র বৈষ্ণবের ঘর ৩১৬১৩ ; শূন্য বৃক্ষ মণ্ডপ কোণে ৩১৪৪৭ ; শূন্য ঘট লঞা যায় ২১২১০৫ ; শূন্য পাত্র দেখি অশ্রু ২১৫১৫২ ; শূন্য স্থান দেখি ২১২৮৬

শূঙ্গ বেত্র গোপবেশ ১১১১৮ ; শূঙ্গার রস ছানি ৩১২৩২ ; শূঙ্গার রসরাজময় ২৮১১২ ।

শেখর আনিঞা তাঁরে ২২০৬৫ ; শেখর, পরমানন্দ, তপন ২২৫১৫৪ ; শেখরের ঘরে বাসা ২১৫১৭০ ।

শেষ অষ্টদেশ বৎসর নীলাচলে ২২৫১২৩ ; শেষ অষ্টাদশ বর্ষ অন্ত্যলীলা ১১৩১৫ ; শেষ আর যেই রহে ২১১৪৬ ; শেষকালে এই শ্লোক ২৪১২৪ ; শেষকালে দিল তাঁরে ৩১১১০২ ; শেষ যে রহিল প্রভুর ঘাঘর ২১২২ ; শেষ রাত্রি হৈলে পুরী ২৪১৫৬ ; শেষ রাত্রে তদ্রূপ হৈল ২৪১৩৩ ; শেষ রাত্রে উঠে প্রভু ২১৭১২০ ; শেষ রূপে করে কৃষ্ণের ১৫৮ ; শেষ লীলা শুনিতে সভার ১৮৬৬ ; শেষ লীলায় নাম ধরে ১৩২৭ ; শেষলীলায় প্রভুর কৃষ্ণবিরহ ১৪১২৪ ; শেষ লীলায় মধ্য অন্ত্য ২১১১৩ ; শেষ লীলার সূত্রগণ করিয়ে ২১১২ ; শেষ লীলার সূত্রগণ কৈল কিছু ২২৭৮ ; শেষ শয়ন জলে ১৫৮৩ ; শেষশায়ী লীলা প্রভু ২১৪৮৭ ; শেষ অবতীর্ণ হৈল ১১৩৬০ ; শেষে জলকেলির শ্লোক ৩১৮২৩ ; শেষে নৃত্য করে প্রেমে ৩৬১০১ ; শেষে যদি প্রভু তাঁরে ৩৭১৩৭ ; শেষে ভূধারণ শক্তি ২২০৩১০ ; শেষে সব লোপ করি ২২৪১২৬ ।

শৈল উপর হইতে ২৪৪৪১ ; শৈল দেখি মনে হয় ২১৭১৫২ ; শৈল পরিক্রমা করি ২৪১২২ ; শৈশব চাঞ্চল্য কিছু ১১৬২৭ ।

শ্বাস-প্রশ্বাস নাহি ২৬৮ ; শ্বাস রহিত দেখি আচার্য্য ; ২১২১৪২ ; শ্বাসসহ ব্রহ্মাণ্ড ১৫৬১ ।

শ্বেত বরাহ দেখি তাঁরে ২১৬৭ ।

শ্রাম অঙ্গ পীতবস্ত্র ১১৭১৩ ; শ্রাম চিহ্ন কাস্তি ১৫১৬২ ; শ্রামবর্ণ রক্তনেত্র ২২৪১৫৭ ; শ্রাম ব্রহ্ম জগন্নাথ ২১০১৬১ ; শ্রামমেব পরং রূপং ২১২১২২ ; শ্রামরূপের বাসস্থান ২১২১৩৩ ; শ্রামসুন্দর যশোদা নন্দন ৩৭৭০ ; শ্রামসুন্দর বিধি পিছ ১১৭১২৭২ ।

শ্রদ্ধা করি এই কথা ২১২১১৪ ; শ্রদ্ধা করি এই লীলা যেই জন ৩৫১৫৪ ; শ্রদ্ধা করি এই লীলা শুন ভক্ত ২২৫১২২ ; শ্রদ্ধা করি এই লীলা শুনে যেই ২১৫১২৫ ; শ্রদ্ধা করি করে যেই ২৭১১৪৮ ; শ্রদ্ধা করি দিলে সেই ৩৬২৮ ; শ্রদ্ধা করি ভট্টাচার্য্য ২১৫১১৭ ; শ্রদ্ধা করি শুন ইহা ২১৮১২৬ ; শ্রদ্ধা করি শুন তবে ৩১১১০৬ ; শ্রদ্ধা করি শুন শুনিতে ৩১২১০৩ ; শ্রদ্ধা করি শুনে যেই ৩১০১৫৭ ; শ্রদ্ধা বাড়ে পণ্ডিতের ২১৫৭২ ; শ্রদ্ধাবান জন হয় ভক্ত্যে ২২২১০৮ ; শ্রদ্ধাযুক্ত হৈয়া ইহা শুন ভক্ত ২৫১৫২ ; শ্রদ্ধাযুক্ত হৈয়া ইহা শুনে যেই ২৪১২০২ ; শ্রদ্ধাশ্রমে বিশ্বাস কহে ২২২১৩৭ ।

শ্রবণ কীর্তন জলে ২১২১৩৪ ; শ্রবণ কীর্তন স্মরণ ২১২১৬৭ ; শ্রবণ কীর্তন হৈতে ২১২২৪১ ; শ্রবণমধ্যে কোন ২১৮১২০২ ; শ্রবণযাত্রাে কণ্ঠে ১১২৫১৩ ; শ্রবণাদি ক্রিয়া তার ২১২১৫৬ ; শ্রবণাদি ভক্তি কৃষ্ণ ১১৭১৩৪ ; শ্রবণাদি শুদ্ধচিত্তে ২১২১৫৭ ; শ্রবণাত্তের ফল প্রেমা ২১২৪১৪৬ ; শ্রবণে দর্শনে আকর্ষণে ১১৪১২২১ ।

শ্রাবণ মাসে মেঘ যেন ২১২১১৩৬ ; শ্রাবণে শ্রীধর ভাদ্রে ২১২০১৬২ ।

শ্রীঅঙ্গ মার্জ্জন করি ২১৪১৬২ ; শ্রীঅঙ্গরূপে হরে গোপী ২১২৪১৩৮ ; শ্রীঅঙ্গ শ্রীমুখ ১১৩১৫০ ; শ্রীঅচ্যুতানন্দ অর্ধৈত ১১০১১৪৮ ; শ্রীঅর্ধৈত আচার্য্য শ্রীগোব ১১২০১৩৫ ; শ্রীঅর্ধৈত নিজ শক্তি ২১২৪১৮৮ ; শ্রীঅর্ধৈত শ্রীভক্ত ১১২০১৮৭ ; শ্রীদ্বন্দ্বপূরীরূপে ১১৩১২ ; শ্রীউদ্ধবদাস আর ২১২৮১৪৫ ; শ্রীউপেন্দ্র শঙ্করদা ২১২০১২০৫ ।

শ্রীকান্ত আসিয়া গোড়ে ১১২৪৩ ; শ্রীকান্ত বল্লভ সেন ১১৩১৪০ ; শ্রীকৃষ্ণচরণে সেই পায় ২১৪১২০২ ; শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য অর্ধৈত ১১৭১৩২৩ ; শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য আর ১১১৪৭ ; শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যগোসাঞি দেশে ১১৫১৪৪ ; শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-গোসাঞি ব্রজেন্দ্র ১১৪১৮১ ; শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যগোসাঞি রসের ১১৪১৮৩ ; শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র যার ১১৮১৪ ; শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-দয়া করহ ১১৮১৪ ; শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নবদ্বীপে ১১৩১৭ ; শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপ্রভু ১১১২৪ ; শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বাক্য দৃঢ় ২১২৫২৭ ; শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যবাণী অমৃতের ২১২৫৪২ ; শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য যাহা করে ১১৮১২১ ; শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে কৈল ১১৪১৮৭ ; শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে সর্ব ১১৬১২৫ ; শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য লীলা অদ্ভুত ১১৭১৩২১ ; শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যলীলা অমৃতের ১১৫১৫৩ ; শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শচীসুত ২১৬১২৩ ; শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শব্দ করিতে ১১১১৫৫ ; শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যশব্দ বোলে ১১১১৫৪ ; শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য শ্রীযুক্ত ১১২০১৩৫ ; শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য হয় সাক্ষাৎ ২১২৫১২৩ ; শ্রীকৃষ্ণ জানায়ে ১১৩১২৭ ; শ্রীকৃষ্ণ শঙ্করদা ২১২০১২০৪ ; শ্রীকেশব পদ্মশঙ্ক ২১২০১২৫ ।

শ্রীগদাধরদাস শাখা ১১০১৫১ ; শ্রীগদাধর পণ্ডিত শাখাতে ১১২১৭৭ ; শ্রীগুরু শ্রীরঘুনাথ ১১২০১৩৬ ; শ্রীগোপাল দরশন ২১৮১৪৭ ; শ্রীগোপালদাস আর ২১৮১৪৫ ; শ্রীগোপাল দেখি তাই ২১৫১১৩ ; শ্রীগোপাল নাম যোর ২১৪১৪০ ; শ্রীগোপাল নামে আর ১১২১১৭ ; শ্রীগোলালভট্ট এক ১১০১১০৩ ; শ্রীগোবিন্দ চক্রগদা ২১২০১২৭ ; শ্রীগোবিন্দদেব নাম ১১৮১৪৭ ; শ্রীগোবিন্দ নাম তাঁর ১১০১১৩৬ ; শ্রীগোবিন্দ বসি আছেন ১১৫১২৬ ; শ্রীগোবিন্দ শ্রীচৈতন্য ১১২০১৮৭ ; শ্রীগোলোক শ্বেতদ্বীপ ১১৫১২৪ ।

শ্রীচন্দ্রশেখর বৈষ্ণৱ ১১০১১২০ ; শ্রীচৈতন্যগণ সব চৈতন্য ২১১১৮২ ; শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ অর্ধৈতচরণ ২১৮১২৬১ ; ২১২৪১২৬৩ ; শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ অর্ধৈত তিন ১১৭১৬২ ; শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ অর্ধৈত মহাশয় ১১১৬৫ ; শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ অর্ধৈতাদি ২১২১৮৩ ; ২১২৫১২৩২ ; শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ আচার্য্য ১১৩১১২৩ ; শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ করি ১১১১২৪ ; শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দচরণ ১১৬১৭০ ; শ্রীচৈতন্য মালাকার ১১৩১৭ ; শ্রীচৈতন্য মালী কৈল ১১৭১৩১২ ; শ্রীচৈতন্য সেই কৃষ্ণ ১১৫১৩৪ ; শ্রীচৈতন্যের অতি প্রিয় ১১০১৭২ ।

শ্রীজগন্নাথের দেখি ২১৩১১৬০ ; শ্রীজগন্নাথের যত মুখ্য ২১৪১১৩০ ; শ্রীজগন্নাথের রথযাত্রার ২১২১৬৮ ; শ্রীজীবগোপালভট্ট দাস রঘুনাথ ১১১১৮ ; ১১৩৩ ; ১১১১ ; শ্রীজীব পণ্ডিত নিত্যানন্দ ১১১১৪১ ।

শ্রীদামাদি ব্রজে যত ১১৬১৫৬ ।

শ্রীধর উপরে গরু ১১৭১১৮ ; শ্রীধর পদ্মচক্র ২১২০১২২ ; শ্রীধরস্বামী নাহি মানি ১১৭১১৬ ; শ্রীধরস্বামী নিন্দি নিজে ১১৭১১৬ ; শ্রীধরস্বামী প্রসাদেতে ১১৭১১৭ ; শ্রীধরস্বাগত কর ভাগবত ১১৭১২০ ; শ্রীধরের অঙ্গগত যে করে ১১৭১১২ ; শ্রীধরের লোহপাত্রে ১১৭১৬৬ ।

শ্রীনরহরি এই মুখ্য ২১৫১১২২ ; শ্রীনাথ চক্রবর্তী আর ১১২১৮২ ; শ্রীনাথ পণ্ডিত প্রভুর ১১০১১০৫ ; শ্রীনাথ মিশ্র শুভানন্দ ১১০১১০৮ ; শ্রীনারায়ণ হয়েন ২১৩১২৭ ; শ্রীনিত্যানন্দ বৃক্ষের স্বরূপ ১১১১২ ; শ্রীনিত্যানন্দের তিহৌ পরম ১১১১৩৩ ; শ্রীনিধি শ্রীগোপীকান্ত ১১০১১০৮ ; শ্রীনিবাস আদি আর ২১০১৭৫ ; শ্রীনিবাস আদি যত

২৩১৬৫ ; শ্রীনিবাস চারি ভাই সঙ্ঘেতে ৩১২১০ ; শ্রীনিবাস রাঘব পণ্ডিত ৩১১৫৮ ; শ্রীনিবাস হাসি কহে ২১৪১১০ ; শ্রীনৃসিংহ উপাসক ১১০১৩৩ ; শ্রীনৃসিংহ জয় নৃসিংহ ২১৮১৪ ; শ্রীনৃসিংহতীর্থ আর ১১২১২ ।

শ্রীপতি শ্রীনিধি তাঁর ১১০১৭ ; শ্রীপাদ কহে তোমার সঙ্ঘে ২৩২২২ ; শ্রীপাদ ধরহ আমার সোসাঞ্জির ২১২২৬২ ; শ্রীপুরুষোত্তম দাস তাঁহার ১১১১৩৫ ।

শ্রীবৎস গণ্ডিত ব্রহ্মচারী ১১২১৬০ ; শ্রীবন দেখি পুন ২১৮১৬০ ; শ্রীবলরাম গোসাঞি ১১৫১৬ ; শ্রীবল্লভসেন আর ১১০১৬১ ; শ্রীবামন শঙ্খচক্র ২১০১১২২ ; শ্রীবাস কহে গোপীগণ ১১৭১২২৬ ; শ্রীবাস কহে তবে রাস ১১৭১২৩২ ; শ্রীবাস কহেন কেনে ২১১১১৩১ ; শ্রীবাস কীর্তনে আর ৩২১৩৩ ; শ্রীবাস গদাধর আদি ভক্ত ১১৭১৩২৩ ; শ্রীবাস গদাধর আদি যত ১১৭১৬২ ; শ্রীবাস নাচেন আর ২১১১২১১ ; শ্রীবাস পণ্ডিত আর ১১০১৬ ; শ্রীবাস পণ্ডিত ইহো ২১১১৭৩ ; শ্রীবাস পণ্ডিত সঙ্ঘে ২১৬১২১ ; শ্রীবাস পণ্ডিত স্থানে ১১৭১৫৩ ; শ্রীবাস পণ্ডিতে প্রভু করি ২১৫১৪৬ ; শ্রীবাস পণ্ডিতের এই ৩১০১১৬ ; শ্রীবাস প্রধান আর ২১৩৩৩৭ ; শ্রীবাস প্রভুরে তবে ২১৬১৫৫ ; শ্রীবাস বর্ণনে বৃন্দাবনলীলা ১১৭১২২৭ ; শ্রীবাস বোলেন যে তোমার ১১৭১২০ ; শ্রীবাস রামাই বিজ্ঞানিধি ২৩১১৫০ ; শ্রীবাস রামাই রঘু ২১৩১৭২ ; শ্রীবাস সহিতে জল ২১৪১৭২ ; শ্রীবাস হরিদাস রামদাস ১৬১৪৫ ; শ্রীবাসাদি আর যত ১১৫১২২৩ ; শ্রীবাসাদি কৈল প্রভুর ২১১১১১৫ ; শ্রীবাসাদি পারিষদ ১৩১৬০ ; শ্রীবাসাদি ভক্তগণের ২১০১১১৫ ; শ্রীবাসাদি যত কোটি ১১৭১১৪ ; শ্রীবাসাদি যত উক্ত ৩১০১১৩৬ ; শ্রীবাসাদি যত মহাপ্রভুর ১১৭১২২১ ; শ্রীবাসাঙে কহে প্রভু ২১১১১৩০ ; শ্রীবাসে করাইলি তুই ১১৭১৪৮ ; শ্রীবাসের গৃহে করেন ৩২১৭৮ ; শ্রীবাসের গৃহে বাইয়া ১১৭১৮৮ ; শ্রীবাসের পুত্র তাহাঁ হৈল ১১৭১২২১ ; শ্রীবাসের বস্ত্র সিয়ে ১১৭১২২৪ ; শ্রীবাসের ব্রাহ্মণ নাম তাঁর ১১৩১১০২ ; শ্রীবাসেরে কহে প্রভু ১১৭১৮২ ; শ্রীবাসেরে দুঃখ দিতে ১১৭১৩২ ; শ্রীবিগ্রহ যে না মানে নিরাকার ২১৫১২৫ ; শ্রীবিগ্রহ যে না মানে সে-ই ত ২১৬১৫১ ; শ্রীবিগ্রহে কহ সব্বগুণের ২১৬১৫০ ; শ্রীবিজয়দাস নাম ১১০১৬৩ ; শ্রীবিষ্ণুদাস, নন্দন ১১১১৪০ ; শ্রীধীরভদ্র গোসাঞি ১১১১৫ ; শ্রীবৈকুণ্ঠে বিষ্ণু আসি ২১২১০১ ; শ্রীবৈষ্ণব এক বেষ্টিভট্ট ২১২১৭৬ ; শ্রীবৈষ্ণবগণ সনে ২১২১৭১ ; শ্রীবৈষ্ণব ঘটা মেঘে হইল ২১৩১৪৮ ; শ্রীবৈষ্ণব ত্রিমল ভট্ট ২১১১০০ ; শ্রীবৈষ্ণবভজ্ঞন এই ২১২১২৮ ; শ্রীবৈষ্ণবভট্ট সেবে ২১২১০৩ ।

শ্রীভাগবত করি স্থত্রের ২১২১৮১ ; শ্রীভাগবতশাস্ত্র তাহাতে ২১৩১৬৬ ; ৩১৫১৪২ ; শ্রীভাগবত-সন্দর্ভ নাম ২১১১৩৮ ; শ্রীভাগবতে তাঁহা ৩৩১৬০ , শ্রী-ভূ-লীলাশক্তি ১১৫১২৪ ।

শ্রীমদন গোপাল মোরে ৩২০১২০ ; শ্রীমদন গোপাল শ্রীগোবিন্দ ১১৫১৮২ ; শ্রীমন্ত গোকুল দাস ১১১১৪৬ ; শ্রীমাধব গদাচক্র ২১০১১২৬ ; শ্রীমাধব ঘোষ মুখা ১১১১১৫ ; শ্রীমাধব পুরীর সঙ্ঘে ২১২১৬৭ ; শ্রীমান্ পণ্ডিত আর ২১০১৮১ ; শ্রীমান্ পণ্ডিত এই ২১১১৭৮ ; শ্রীমান্ পণ্ডিত শাখা ১১০১৩৫ ; শ্রীমান্ সেন প্রভুর ১১০১৫০ ; শ্রীমান্ সেন শ্রীমান্ পণ্ডিত অকিঞ্চন ৩১০১৮ , শ্রীমান্ সেন শ্রীমান্ পণ্ডিত আচার্য্য ৩১০১১২ ; শ্রীমুকুন্দ দত্ত শাখা ১১০১৩৮ ; শ্রীমুখ সৌন্দর্য্য মধু ২১২১১২১১ ; শ্রীমুখে আজ্ঞা কর ২১৫১১০৪ ; শ্রীমুখে মাধব পুরীর ২১৪১৬৩ ; শ্রীমুরারি গুপ্ত শাখা ১১০১৪৭ ; শ্রীমূর্তির নিকটে তেঁহো ১১৫১৪৬ ; শ্রীমূর্তি বিষ্ণুমন্দির ২১২১২৫৫ ; শ্রীমূর্তিলক্ষণ শালগ্রামের ২১২১২৪৭ ।

শ্রীযত্ন গাঙ্গুলী আর ১১২১৮৬ ; শ্রীযত্ন নন্দনাচার্য্য অদ্বৈতের ১১২১৫৪ ; শ্রীযাদব আচার্য্য আর ২১৮১৪৪ ; শ্রীযুক্ত লক্ষ্মী অর্থে ১১৬১৭২ ।

শ্রীরঘুনাথ দাস আর ১১৭১৩২৫ ; শ্রীরঘুনাথ শ্রীগুরু ৩২০১৮৮ ; শ্রীরঘুনাথের চরণ ২১৫১১৫০ ; শ্রীরঙ্গ দেখিয়া প্রেমে ২১১১২৮ ; শ্রীরঙ্গপুরীর সহ হইল ২১১১০৪ ; শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে আইলা ২১১১২৮ ; শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে তবে ২১২১৭৩ ; শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে বৈসে ২১২১৮৫ ; শ্রীরাধা মদনমোহনে ১১৫১২৩ ; শ্রীরাধা ললিতা সঙ্ঘে ১১৫১২১ ; শ্রীরাধা সহ শ্রীগোপীনাথ ৩২০১৩৪ ; শ্রীরাধা সহ শ্রীগোবিন্দ ৩২০১৩৩ ; শ্রীরাধা সহ শ্রীমদন ৩২০১৩৩ ; শ্রীরাধার দাসী মধ্যে ১১০১৩৫ ; শ্রীরাধার প্রলাপ যৈছে ১১৩১৩৩ ; শ্রীরাধার প্রেম প্রলাপ ৩১২১১০০ ; শ্রীরাধা ভাবসা

২১১৬৯; শ্রীরাধিকা কুরুক্ষেত্রে ২১১৭১; শ্রীরাধিকা হৈতে ১৪১৬৫; শ্রীরাধিকার চোটা বৈছে ২১১০; শ্রীরামদাস
আর গদাধর ১১১১০; শ্রীরামদাসাদি গোপ ৩৬৮২; শ্রীরামনবমী আর ২১৪১২৫৩; শ্রীরাম পণ্ডিত অয়
২১০৮১; শ্রীরাম পণ্ডিত তাই নাচে ২১৩৩৮; শ্রীরামের দাস্ত তেঁহো ১৬৭৭; শ্রীকৃষ্ণ আসি প্রভুকে ২১১২২৭;
শ্রীকৃষ্ণ উপরে প্রভু ২১১২১৩; শ্রীকৃষ্ণ কহে আমি কিছুই ৩১১৫৬; শ্রীকৃষ্ণ কহেন কিছু ৩১১৩৭; শ্রীকৃষ্ণ-কৃপায়
পাইল ১৫১৮১; শ্রীকৃষ্ণ গোসাঞি আইলা ২১৮৪৮; শ্রীকৃষ্ণ গোসাঞি ইহা ৩১৫৮৪; শ্রীকৃষ্ণ গোসাঞি কৈল
২১৩১২৮; শ্রীকৃষ্ণ গোসাঞি তবে ১১২১৫; শ্রীকৃষ্ণ গোসাঞির শ্লোক ১৪১২২২; শ্রীকৃষ্ণ গোস্বামীর পত্নী ২১০১২;
শ্রীকৃষ্ণ দেখি প্রভুর ২১২১৪৭; শ্রীকৃষ্ণ দ্বারায় ব্রজের ৩৫৮৪; শ্রীকৃষ্ণ প্রভু পদে ৩১১৫২; শ্রীকৃষ্ণ বল্লভ দৌহে
২১২১৪৪; শ্রীকৃষ্ণ রঘুনাথ চরণের ১৮১৭২; শ্রীকৃষ্ণ রঘুনাথ পদে যার ১১১৬৭; ১১১১০৩; ১১৩১২; ১৪১২৩০;
১৫১২১১; ১৬১১০৬; ১৭১১৬৪; ১৮১৮০; ১৯১৫০; ১১০১১৬২; ১১১১৫৮; ১১২১২৪; ১১৪১২৩; ১১৫১৩১;
১১৬১১০৫; ২১১২৭৩; ২১৩১২৬; ২১৪১২১০; ২১৫১৬০; ২১৬১২৫৮; ২১৭১৫১; ২১৮১২৬৪; ২১৯১৩৩৭;
২১০১১৮৩; ২১১১২২৬; ২১২১২১২; ২১৩১২০০; ২১৪১২৪২; ২১৫১২৬৬; ২১৬১২৮৭; ২১৭১২২০;
২১৮১২১২; ২১৯১২১৫; ২১০১৩৩৭; ২১১১১২৭; ২১২১২১৭; ২১৩১৬৯; ২১৪১২৬৪; ৩১১১৬৭; ৩১২১৭০;
৩১৩১২৫২; ৩১৪১২৩০; ৩১৫১৫৫; ৩১৬১২১; ৩১৭১৫৭; ৩১৮১২৬; ৩১৯১৫১; ৩১০১১৫২; ৩১১১১০৭;
৩১২১১৫৪; ৩১৩১৩৮; ৩১৪১১১৬; ৩১৫১৮৬; ৩১৬১৬৮; ৩১৮১১১৮; ৩১৯১১০৫; ৩২০১১৪৪; শ্রীকৃষ্ণ
শুনিল প্রভুর ২১২১২; শ্রীকৃষ্ণ শ্লোক পড়ে ৩১১১৩; শ্রীকৃষ্ণ সনাতন ভট্টরঘুনাথ ১১১১৮; ১১২১৩; ৩১১১১;
শ্রীকৃষ্ণ সনাতন রঘুনাথ শ্রীজীব ২১২১২৩৩; শ্রীকৃষ্ণ সনাতন রামকৈলি ২১২১২; শ্রীকৃষ্ণ হৃদয়ে প্রভু ২১২১১০৭;
শ্রীকৃষ্ণে শিক্ষা দিল ২১২১১২২; শ্রীকৃষ্ণের অক্ষরে যেন ৩১১৮৭; শ্রীকৃষ্ণের গুণ দৌহার ৩১২১৫; শ্রীকৃষ্ণের শিক্ষা করি
২১১২২২।

শ্রীলঙ্কা দয়া কীর্তি ২১২১১০২; শ্রীলক্ষ্মী শব্দে ১১৬৬৬।

শ্রীশচী জগন্নাথ শ্রীমাধব ১১৩১৫২; শ্রীশব্দে লক্ষ্মী শব্দে ১১৬৭১; শ্রীশিখি মাহিতী আর ১১০১৩৪।

শ্রীসদাশিব কবিরাজ ১১১১৩৫; শ্রীশ্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীসনাতন ১১৭১৩২৫; ৩১০১৮৮; ৩১০১১৩৬।

শ্রীহট্ট নিবাসী শ্রীউপেন্দ্র ১১৩১৫৪; শ্রীহরি আচার্য্য সাদিপুত্রিয়া ১১২১৮৩; শ্রীহরিচরণ আর ১১২১৬২; শ্রীহরি
শাস্ত্রচক্র ২১০১২০৩; শ্রীহর্ষ রঘুমিশ্র ১১২১৮৪; শ্রীহস্তযুগে করে গীতের ২১৩১১২; শ্রীহস্ত স্পর্শে দৌহে ২১৩১৩০;
শ্রীহস্তে করেন তাঁর ২১০১৫৪; শ্রীহস্তে করেন সিংহাসনের ২১২১২৬; শ্রীহস্তে চন্দন পাণ্ডা ২১৩১২২; শ্রীহস্তে পরিবেশন
২১১১১৮৩; শ্রীহস্তে প্রভু তাহা ৩১৩১৭; শ্রীহস্তে শিলা দিয়া ৩১৩১২২; শ্রীহস্তে সভার সঙ্গে ২১২১৭৬; শ্রীহস্তে
সভারে দেন ২১২১৭৭।

শ্রুতি পায় লক্ষ্মী না পায় ২১১১১৪; শ্রুতি পুরাণ কহে কৃষ্ণের ২১২১৩১; শ্রুতি বাক্যে সেই দুই ২১৬১২৮;
শ্রুতি যে মুখ্যার্থ কহে ২১৬১২৭; শ্রুতি সব গোপীগণের ২১১১২২।

শ্রেয়ো মধ্যে কোন্ শ্রেয় ২১৮১২০৫; শ্রেষ্ঠ উপাস্ত যুগল ২১৮১১০; শ্রেষ্ঠ হইয়া কেনে কর ২১২১৬৩।

শ্রোতার পদরেণু করো ৩১০১১৪৩।

শ্লোক উচ্চারিতে তরুণ ৩১০১৩৭; শ্লোক করি এক তাল পদ্রে ২১১১৫৫; শ্লোকঘয়ে কহি ১৬১২; শ্লোক পঢ়ি
তাঁর ভাব ১১৪১৬৫; শ্লোক পঢ়ি নাচে ২১৩১১৫৪; শ্লোক পঢ়ি পঢ়ি চাহি ৩১৫১২২; শ্লোক পঢ়ি পায়ে ধরি ২১৭১৩৩;
শ্লোক পঢ়ি প্রভু আছেন ২১১৬১; শ্লোক পঢ়ি প্রভু স্থখে ৩১১৭৪; শ্লোকব্যাখ্যা কৈল বিপ্র ১১৬১৪২; শ্লোকব্যাখ্যা
লাগি এই ২১২১৭৫; শ্লোক রাখি গেলা ২১১১৫৬; শ্লোক শুনি মহাপ্রভু ৩১৬১১০; শ্লোক শুনি সভার হৈল

তা১১০৭; শ্লোক শুনি সর্ব লোক তা১১০২; শ্লোক শুনি হরিনাম তা১১৮১; শ্লোক শেষে দুই অক্ষর ২১৬২৩৪; শ্লোকানুরূপ পদ প্রভুকে তা১১৭০।

শ্লোকের অর্থ আশ্বাদয়ে তা২০১৫; শ্লোকের অর্থ করেন (প্রভু) তা১১৭৬; শ্লোকের অর্থ শুনায় তা১১৫১২; শ্লোকের ভাবার্থ করি তা১১৩১১৭; শ্লোকের যে অর্থ কেহো তা১১৩১২৭।

ষ

ষ

ষ

ষ

ষট্ সন্দর্ভে কৃষ্ণ প্রেম তত্ত্ব তা৪১২২৪।

ষড়্ দর্শন বেত্তা ভট্টাচার্য্য তা১১৮; ষড়্ দর্শন ব্যাখ্যা বিনা তা১১৫২২; ষড়্ দর্শনে জগদগুরু তা১১৮; ষড়্ বর্গ অষ্ট বর্গ তা১১৩২০; ষড়্ বিধ ঐশ্বর্য্য তাহাঁ তা১১৩৭; ষড়্ বিধ ঐশ্বর্য্যপূর্ণ তা১১৩১; ষড়্ বিধ ঐশ্বর্য্য প্রভুর তা১১৪৭; ষড়্ ঐশ্বর্য্যপতি কৃষ্ণের তা১১৫১৭৮; ষড়্ ঐশ্বর্য্য পূর্ণ কৃষ্ণ তা১৮১১০৫; ষড়্ ঐশ্বর্য্য পূর্ণানন্দ বিগ্রহ তা১১৪২।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে অর্দ্রত তা১১৭১০২; ষষ্ঠ শ্লোকে কহিল তা১১৫২; ষষ্ঠ শ্লোকের অর্থ তা৪১৮৮; ষষ্ঠ শ্লোকের এই তা৪১৮৮৭; ষষ্ঠে রঘুনাথ দাস তা২০১১০৩; ষষ্ঠে সার্কর্ভোমের তা২৪১২০০।

ষাঠি অর্থ কহিল যে তা২৪১২২৬।

ষাঠী রাঁড়ী হোক তা১১৫২৪২; ষাঠীকে কহ তারে তা১১৫২৬১; ষাঠীর মাতা কহে যাতে তা১১২২৮; ষাঠীর মাতা নাম তা১১৫১২৮; ষাঠীর মাতার প্রেম তা১১৫২২৪; ষাঠীর মাতা বিচক্ষণা তা১১৫২০১।

ষোড়শ পরিচ্ছেদে কৈশোর তা১১৭১৩১৭; ষোড়শ বৎসর কৈল তা১১০২১; ষোড়শে কালিদাসে তা২০১১১২; ষোড়শে বৃন্দাবন যাত্রা তা২৫১২০৭; ষোড়শোপচারপূজার তা১২২৬।

ষোল ক্রোশ বৃন্দাবন তা২১১২৩; ষোলসানের কাষ্ঠ যেই তুলি তা১১১১৩; ষোলসানের কাষ্ঠ হাথে তা১০১১১৪।

স

স

স

স

সংখ্যা লাগি দুই হাতে তা২১৫৬; সংখ্যা নাম পূর্ণ মোর তা১১৬৮; সংখ্যা নাম সঙ্কীর্ণ এই তা২১২৭; সংখ্যা নাম সমাপ্তি যাবৎ তা১১০৬; সংখ্যা সঙ্কীর্ণ নাহি তা১১১৮।

সংশয় না কর তুমি তা১১২২।

সংসার তারণ হেতু যেই তা১১৪১; সংসার ভ্রমিতে কোন তা২২২২৮; সংসার স্থখ তোমার তা১১৭১৫২; সংসার হৈতে তারে মুক্ত তা২০১৫; সংস্কার করিয়ে উত্তম তা১১৭৫।

সংহারার্থে যায়্য সঙ্গে তা২০১২৬২।

সংক্ষেপরূপে কহ তুমি তা২৫১৭৪; সংক্ষেপে উদ্দেশ কৈল তা১১৬২; সংক্ষেপে এই সূত্র কৈল তা২১৮১; সংক্ষেপে করিয়ে তার তা২০১৩৮; সংক্ষেপে কহিয়া করি তা১৪১১১৫; সংক্ষেপে কহিয়ে কহা তা১১৩৫১; তা১১৬৮৫; সংক্ষেপে কহিয়ে কিছু তা২২২৬০; সংক্ষেপে কহিল অতি তা১১৭১৩১২; সংক্ষেপে কহিল ইহা তা১১৭১৫৫; সংক্ষেপে কহিল এই কৃষ্ণের তা১৮১১১৫; সংক্ষেপে কহিল এই ঝালির তা১০১৩৭; সংক্ষেপে কহিল এই নিত্যানন্দ তা১১১৫৭; সংক্ষেপে কহিল এই পরিমুগ্ধ তা১০১২২; সংক্ষেপে কহিল এই প্রয়োজন তা২২৩৫২; সংক্ষেপে কহিল এই মধ্য তা২৫১২১৫; সংক্ষেপে কহিল কৃষ্ণের তা২০১৩৩৪; সংক্ষেপে কহিল জয়লীলা তা১৪১৩; সংক্ষেপে কহিল পণ্ডিত তা১১২১৮৭; সংক্ষেপে কহিল প্রেম তা২২৩৬৭; সংক্ষেপে কহিল বিস্তার না যায় কথনে তা২০১৭৭; সংক্ষেপে করিয়ে বিস্তার না যায় বর্ণন তা২২৩৩০; সংক্ষেপে কহিল মহাপ্রভুর তা১০১২৬১; সংক্ষেপে কহিল রামানন্দের তা১৮২৫৪; সংক্ষেপে তা সভার কিছু তা১০১২২১; সংক্ষেপে বাহুল্য করে তা১৪১৮; সংক্ষেপে লিখিয়ে সম্যক তা১১৩৪২।

সওয়া শত বৎসর কৃষ্ণের ২২০।৩২৬।

সকল আনিয়া দিল ২৪।৬৬; সকল আবাস ক্রমে ২১২৮৪; সকল কুণ্ডী হোলনার ৩৬।৭৮; সকল জগতে মোরে ১৩।১৩; সকল জগতে হয় ৩৩।৬৭; সকল জীবের তেঁহো ১৫।২৫; সকল জীবের প্রভু ২১৫।১৬৩; সকল দেখিয়ে তাঁতে ২১৭।১০৪; সকল দেশের লোক ২১৭।৪৮; সকল পণ্ডিত জিনি ১১৭।১৪; সকল বেদের হয় ১৭।১৩২; সকল বৈষ্ণব তবে ৩১।১৮৬; সকল বৈষ্ণব তাঁর ১৫।১৪১; সকল বৈষ্ণব মনে ৩১।১২; সকল বৈষ্ণব যবে গোড় ৩৪।১০৮; সকল বৈষ্ণবশাস্ত্রমধ্যে ২১২।২২৩; সকল বৈষ্ণব স্তন ১১।১৪; সকল বৈষ্ণবে গোবিন্দ কহে ৩৮।৫২; সকল বৈষ্ণবের গোবিন্দ করে ২১০।১৪৩; সকল বৈষ্ণবের পাছে ৩৬।১০৮; সকল ব্যঞ্জন কৈল ২৩।৪৬; সকল ব্রহ্মাণ্ড জীবের করিলে ৩৩।৭২; সকল ব্রহ্মাণ্ড জীবের ষণ্ডাইলে ৩৩।৭৮; সকল ব্রাহ্মণে পুরী ২৪।৮৬; সকল ভরিয়া আছে ১১০।১৫২; সকল মদন তাহাঁ ৩৪।৪৩; সকল লোকের আগে ২৫।১১১; সকল লোকের চিড়া ৩৬।৭৬; সকল শাখার সেই ১২।১০; সকল শোধিল তাহা ২১২।১৩২; সকল সংসারি লোকের ৩৫।১৪২; সকল সন্ন্যাসী কহে বিনতি ১৭।১৪০; সকল সদ্গুণবান ২১৫।১৪০; সকল সন্ন্যাসী কহে ১৭।১২৮; সকল সন্ন্যাসী মুক্তি ১৭।৫২; সকল সফল হৈল ২৩।২০০; সকল সম্ভবে কৃষ্ণে কিছু মিথ্যা ১৫।১১৫; সকল সম্ভবে যাতে ১২।২৭; সকল সম্ভবে তাঁতে ১২।২৩; সকল সাধন শ্রেষ্ঠ ২২২।৭৫; সকলক চন্দ্রে আর ১১৩।২১।

সকাম ভক্ত অস্ত্র জানি ২২৪।৭২।

সখাগণের রতি অমুরাগ ২২৪।২৬; সখা গুরু কান্তাগণ ২২৪।২০২; সখা গুরু সখে ১৪।২২।

সখীগণ কহে মোকে ৩১৪।১০৩; সখিগণের নয়ন ৩১৮।৮৩; সখি হে কৃষ্ণগন্ধ ৩১২।৮৭; সখি হে কৃষ্ণমুখ ২২১।১০৫; সখি হে কোথা কৃষ্ণ ৩১২।৩৫; সখি হে কোন তপ ২২১।২৫; সখি হে দেখ কৃষ্ণের ৩১৮।৮১; সখি হে না বুঝিয়ে ২২।১৮; সখি হে স্তন মোন মোর, দুঃখের ৩১৫।১৪; সখি হে স্তন মোর মনের ৩২।৪০; সখি হে স্তন মোর হতবিধি ২২।২৭।

সখী আগে চাহে যদি ২১৪।১৬৮; সখীগণ আগে প্রোটি ৩২।৩৬; সখীগণ কহে কৃষ্ণে ৩২।৩৩; সখীগণ হয় তার পল্লব ২৮।১৬২; সখীবিহু এই লীলা পুষ্ট ২৮।১৬৪; সখীবিহু এই লীলায় নাহি ২৮।১৬৫; সখীবন্দ সভার ঘরে ২১৫।২০৮; সখীভাবে তাঁরে যেই ২৮।১৬৫; সখীভাবে পায় রাধাকৃষ্ণের ২৮।১৮৪; সখীলীলা বিস্তারিয়া ২৮।১৬৪; সখী হৈতে হয় এই লীলার ২৮।১৬৩; সখীর স্বভাব এক অকথ্য ২৮।১৬৭।

সখ্য দাস্ত দুই ভাব ১১৭।২২০; সখ্যবাসল্য (রতি) পায় ২২৩।৩৫; সখ্য বাৎসল্যে যোগাদির ২২৩।৩৬; সখ্য ভক্ত শ্রীদামাদি ২১২।১৬৩; সখ্যভাবাক্রান্ত চিত্ত ৩২।৮৪; সখ্যভাবে ধাত্তক্ষমায় ২১২।১৭০; সখ্যের অসঙ্কোচ লালন ২১২।১৮২; সখ্যের গুণ অসঙ্কোচ ২১২।১৮৬।

সগণে প্রভুকে ভট্ট ২১২।৭০; সগণে সচলে ষাঞা ১১৭।৭০; সগর্ত নিগর্ত এই ২২৪।১০৬; সগোরব প্রীতি আমার ২১১।১৩২।

সঘনে পুনক মেন ৩১০।৬২; সঘুত পায়স ২৩।৫১; সঘুত শাল্যর কলা ৩১২।২২৪।

সঙ্কটে পড়িলা পণ্ডিত ৩৭।৭২; সঙ্কর্ষণ অবতার কারণাক্তি ১৬।৭৮; সঙ্কর্ষণ গদাশঙ্খ ২২০।১২৩; সঙ্কর্ষণ মৎস্তাদিক ২২০।২১২; সঙ্কর্ষণ মূর্তি গোবিন্দ ২২০।১৬৫; সঙ্কর্ষণের বিভূতি সব ১৫।৩৭; সঙ্কর্ষণের বিলাস উপেন্দ্র ২২০।১৭৪।

সঙ্কীর্ণ স্থানে প্রভুর ২২৫।১২৭; সঙ্কীর্ণ করি বৈসে ১১৭।৭৩; সঙ্কীর্ণ কোলাহলে ৩১০।৬০; সঙ্কীর্ণ দেখি রাজার ২১১।২২০; সঙ্কীর্ণ নৃত্য করে ২১৪।৬৮; সঙ্কীর্ণ প্রচারিয়া ১৬।১০০; সঙ্কীর্ণ প্রবর্তক ১৩।৬২; সঙ্কীর্ণ

বাদ যৈছে ১১৭১২১৪ ; সঙ্কীৰ্ত্তন যজ্ঞে করে ৩২০৮ ; সঙ্কীৰ্ত্তন যজ্ঞে তাঁরে করে ২১১৮৮ ; সঙ্কীৰ্ত্তন যজ্ঞে তাঁরে ভঞ্জে ১৩৬২ ; সঙ্কীৰ্ত্তন হৈতে পাপ ৩২০১০ ; সঙ্কীৰ্ত্তনামৃত সহ বর্ষে ২১৩৮৮ ।

সঙ্কেত বেণুনাদে রাধা ৩১৭১২৩ ।

সঙ্কোচ না কর তুমি ৩১৩২৭ ; সঙ্কোচ পাইয়া রূপ ৩১১২২ ; সঙ্কোচিত হঞা প্রভু ২৩১০২ ।

সঙ্গ ছাড়ি আগে গেলা ৩১২৩৫ ; সঙ্গম ইহতে সুখ ২১৪১৭৪ ।

সঙ্গীতে গন্ধর্ব্বসম ২১০১১৪ ।

সঙ্গে এক বট নাহি ২৪১৮৩ ; সঙ্গে কেন আনিয়াছ ২২০১২৪ ; সঙ্গে গোপালভট্ট ২১৮১৪৩ ; সঙ্গে চলি আইসে কাজী ১১৭১২১৭ ; সঙ্গে চলে কৃষ্ণ বোলে ২১৭১৪১ ; সঙ্গে নিত্যানন্দ চন্দ্রশেখর ১১৭১২৬৬ ; সঙ্গে লঞা সখীগণ ৩৮১০৪ ; সঙ্গে সজ্জ্বট ভাল নহে ২১১২১৪ ; সঙ্গে সহস্রেক লোক ২১১১৫৩ ; সঙ্গে সেবক চলে ৩১৩৮২ ; সঙ্গে সেবা করি চলে ২১৬১২৫ ; সঙ্গেতে চলিলা ভট্ট ২১১১৪২ ; সঙ্গের ভক্তগণ লঞা ৩১১১০ ; সঙ্গের ভক্ত লঞা করে ২১১২৩৭ ।

সচ্চিৎ আনন্দময় ২৮১১৮ ; সচ্চিদানন্দ তনু ২৮১০৮ ; সচ্চিদানন্দ দেহ ২১৮১৮১ ; সচ্চিদানন্দ পূর্ণ ১১৪১৫৪ ।

সচেতন রহ দূরে ৩১৬১১৫ ।

সজ্জন দুর্জয় পদ ১১৭১২৪ ।

সঙ্কর না কৈলে ২১৫১২৬ ; সঙ্কারি সাধিক স্থায়িতাবের ৩৫১২১ ; সঙ্কারি সাধিক স্থায়ী সভার ২১৩১১৬৪ ।

সঙ্কর পুরুষোত্তম ৩১০১২ ।

সড়া গন্ধে তৈলঙ্গা গাই ৩৬৩০২ ।

সংকুল বিগ্রহ নহে ৩৪১৬২ ; সংচিৎ আনন্দময় ২৬১৪৪ ; সংচিৎ রূপ গুণ ২১২৪৩৩ ; সংসঙ্গ কৃষ্ণসেবা ২১২৪১২৫ ; সংসঙ্গে কর্ম্ম ত্যজি ২১২৪১৩২ ; সংসঙ্গে সেহো করে ২১২৪১৩৮ ; সঙ্গগুণ দ্রষ্টা তাতে ২১২০১২৬৬ ; সঙ্গরে আসিয়া তেঁহো ২১০১২৩ ।

সত্যং পরং সধ্ব ২১২৫১০২ ; সত্য এই হেতু কিঙ্ক ১৪১৫ ; সত্য এক বাত কহৌ ২১১১২০ ; সত্য কহে এই ঘর ৩৩১৪৭ ; সত্য কহে ব্যাস আগে ৩২০১৭৮ ; সত্য কহেন গোসাঞি দুইর ৩৫১২০ ; সত্য ত্রেতা কলিকালে ১৩১২২ ; সত্য ত্রেতা ষাপর কলি চারিযুগ জানি ১৩১৫ ; সত্য ত্রেতা ষাপর কলি চারিযুগের গণন ২১২০১২৭২ ; সত্য বিগ্রহ করি ২১২২৫০ ; সত্যভামা কৃষ্ণের যেন ৩১২১১৫১ ; সত্যভামা প্রায় প্রেমের ৩৭১২৬ ; সত্যভামার আজ্ঞা ৩১১৩৮ ; সত্য যুগে ধর্ম্ম ধ্যান ২১২০১২৮১ ; সত্যরাজ আদি আর ১১০১৪৬ ; সত্যরাজ কহে বৈষ্ণব ২১৫১০৬ ; সত্যরাজধান আর ৩১০১৫৮ ; সত্যরাজ পরমানন্দ ২১০১৮৭ ; সত্য শব্দে কহে তাঁর ২১২০১২৫৮ ; সত্য সীতা আনি দিল ২১২১২১ ; সত্য সেই বাক্য সাক্ষাৎ ৩৮১১৪ ।

সদ্বর্ষ পৃচ্ছা সাধু ২১২২৬১ ; সদ্বুদ্ধি জনের হয় ২১২৪১২৬ ।

সদা আমা নানা নৃত্যে ১৪১১০৮ ; সদাচার সংকুলীন ২১৬১২১৬ ; সদা নাম লৈব যথা ১১৭১২৭ ; সদা রহে আমার উপর ২১৭১২৪ ; সদাশিব পণ্ডিত আর ১১০১৩২ ।

সনকাদি নারদ পৃথু ২১২০১৩০৭ ; সনকাদি ভাগবত ১৫১১০৫ ; সনকাদি শুকদেব তাহাতে ২৬১১৭২ ; সনকাদির মন হরিল ২১২৪১৩৬ ; সনকাদে জ্ঞান শক্তি ২১২০১৩০২ ; সনকাদে কৃষ্ণরূপায় ২১৪১৮২ ।

সনাতন আসি তবে ২২০১২০; সনাতন করাইল তাঁরে ৩১৩৪৪; সনাতন কহে আমি ২২০১১৬; সনাতন কহে কৃষ্ণ আমি নাহি ২২০১৫২; সনাতন কহে তুমি না কর ২২০১৩; সনাতন কহে তুমি স্বতন্ত্র ২১৩২২৫; সনাতন কহে তোমাসম ৩৪১২৪; সনাতন কহে দুঃখ ৩৪১২০; সনাতন কহে নহে ২১৩২২২; সনাতন কহে নীচ ৩৪১২৭; সনাতন কহে ভাল কৈলে ৩৪১৩৩; সনাতন কহে যাতে ২২০১৩০২; সনাতন কহে সাধু ৩১৩৫৭; সনাতন কৃপায় পাইছ ১৫১১৮১; সনাতন কৃষ্ণমার্ধ্য ২২১১১৫; সনাতন কৈল গ্রন্থ ভাগবতায় ৩৪২১০; সনাতন কৈল সভার ৩৪২১১; সনাতন গোকাতে দৌহে ৩১৩৪৫; সনাতন গোসাক্রি আসি ১১১৪৫; সনাতন গোসাক্রি বৃন্দাবনে ২২৫১১৩৮; সনাতন জ্বালি এই ২২০১৭৮; সনাতন তাঁরে জানি ৩১৩৫৪; সনাতন তুমি বাবৎ ২২০১৭৫; সনাতন দেহভাগে কৃষ্ণ ৩৪১৫৪; সনাতন দ্বারায় ভক্তি ৩৫৮৩; সনাতন পণ্ডিতের করেন ৩১৩৪৭; সনাতন পাছে ভাঞ্জে ৩৪১৪৪; সনাতন প্রভুকে কিছু ৩১৩৫৫; সনাতন ব্যয় করে রহে ২১৩৮৮; সনাতন ভিক্ষা করে ৩১৩৪৬; সনাতন মহাপ্রভুর চরণে ৩৪১০৮; সনাতন মুখে কৃষ্ণ ২১১১১১; সনাতন মোরে কিবা ২১৩১২৬৬; সনাতন রূপের এই ২২৫১১৭৩; সনাতন সঙ্গে করিহ ৩১৩৩৭; সনাতন সেই বস্ত্র ৩১৩৫০; সনাতনে আচরিতে ৩৪১৫৩; সনাতনে আলিঙ্গিতে ৩৩১৮; সনাতনে কহিল তুমি ২২৫১৩৫; সনাতনে কহে তুমি ২১৩২৭; সনাতনে কহে হরিদাস ৩৪৮৮; সনাতনে দেখি প্রভুর ৩৩১৭; সনাতনে প্রভুর প্রসাদ ২২৪২৫২; সনাতনে ভিক্ষা দেহ ২২০১৬৮; সনাতনে সঙ্গে লক্ষ্য ২২০১৬৭; সনাতনের ক্ষেপে আমার ৩৪১৭২; সনাতনের দেহে কৃষ্ণ ৩৪১৮৬; সনাতনের নামে পণ্ডিত ৩১৩৭২; সনাতনের বার্তা কহ ২১৩৫১; সনাতনের বার্তা যবে ৩১৪৪৫; সনাতনের বৈরাগ্য প্রভুর ২২০১৭৭; সনাতনের সঙ্গ না ৩১৩৩৭।

সনৌড়িয়া ঘরে সন্ন্যাসী ২১১১১৬৩।

সন্তুষ্ট হইয়া প্রভু সব ৩১০১২১; সন্তুষ্ট হইলাঙ আমি ইহার ৩১০১৪৭; সন্তুষ্ট হইলাম আমি মোহর ২২০১৩০।

সন্তোষ পাইল দেখি ৩২১৬৮।

সন্ধি ছাড়ি ভিন্ন হয়ে ২২১১১; সন্ধিনীর সার অংশ ১৪৫৬।

সন্ধ্যাকালে অকুরে আসি ২১৮১৬; সন্ধ্যাকালে আসি পুন ২১১১২৫; সন্ধ্যাকালে কর সভে ১১১১২২৭; সন্ধ্যাকালে দেখিতে ৩৫৬৫; সন্ধ্যাকালে বসিলা এক ২২০১৩৬; সন্ধ্যাকালে রহিলা এক ৩৬১৭২; সন্ধ্যাকালে রায় আসি ২৮১২১৫; সন্ধ্যাকালে রায় পুন ২৮১২৬; সন্ধ্যাকীর্তন করে শুভিচা ২১৪১০; সন্ধ্যাকৃত্য করি পুন ৩১৩৩৭; সন্ধ্যা ধূপ দেখি আরস্তিল ২১১১২৮; সন্ধ্যা পর্যন্ত রহে ৩২৪৫; সন্ধ্যাস্নান করি কৈল ২১৪২২৬; সন্ধ্যাতে আচার্য্য ২৩১০২; সন্ধ্যাতে চলিব প্রভু ২১৬১১৬; সন্ধ্যাতে চলিলা প্রভু ২১৬১১৭; সন্ধ্যাতে দেউটা সব ১১১১২৮; সন্ধ্যায় গঙ্গা স্নান করি ১১১১১৪; সন্ধ্যায় ভোগ লাগে ক্ষীর ২৪১১৬।

সন্ন্যাস আশ্রম প্রভু ১১১৩১; সন্ন্যাস করহ তুমি ১১৫১৩৬; সন্ন্যাস করি চক্ষিণ বৎসর কৈল ২১৮০; সন্ন্যাস করি প্রভু যদি ১১১৭৫১; সন্ন্যাস করি প্রভু যবে ২১৬২২১; সন্ন্যাস করি প্রেমাবেশে ২৩৩; সন্ন্যাস করি বিশ্বরূপ ২১৭৪৩; সন্ন্যাস করিয়া আমি ১১১১৮; সন্ন্যাস করিয়া চক্ষিণ বৎসর অবস্থান ২১১২২; সন্ন্যাস করিয়া তীর্থ ১১৫১১০; সন্ন্যাস করিয়া প্রভু কৈল ১১১৩৩; সন্ন্যাস করিয়া সদা ৩১৩১৩; সন্ন্যাস করিয়াছ বৃষ্টি ২১৩৮২; সন্ন্যাস করিল শিবা স্ত্র ২১০১০৬; সন্ন্যাস গ্রহণ কৈলা ২১০১০২।

সন্ন্যাসি পণ্ডিতগণের ৩৫৮১; সন্ন্যাসি বৃদ্ধ মোরে ১৮১০।

সন্ন্যাসী চিহ্ন জীব ২১৮১০৫; সন্ন্যাসী দেখিয়া আমি ২১২৪৪; সন্ন্যাসী নাম মাত্র ২১১১১৬; সন্ন্যাসী নাশিলে মোর ২৩২৮; সন্ন্যাসী পণ্ডিত করে ২২৫১১২; সন্ন্যাসী বলিয়া মোরে ২৮১০১; সন্ন্যাসী বিরক্ত আমার ২১১১৬; সন্ন্যাসী বিরক্ত তোমার ৩২৬৭; সন্ন্যাসী মাছ আমার ৩১৩১৪; সন্ন্যাসী মাছ মোর ৩১২১২;

সন্ন্যাসী হইয়া কর নর্জন ১৭৭৬৬ ; সন্ন্যাসী হইয়া করে মিষ্টান্ন তাল৮৪২ ; সন্ন্যাসী হইয়া করেন গায়ন ১৭৭৩২ ; সন্ন্যাসী হইয়া মোরে ২৩১৪১ ।

সন্ন্যাসীকে এত খাওয়াইয়া তাল১৫ ; সন্ন্যাসীকে এত খাওয়াও তাল৭০ ।

সন্ন্যাসীর অন্ন ছিদ্র ২১২১৪৮ ; সন্ন্যাসীর কৃপা লাগি ১৭৭৫৪ ; সন্ন্যাসীর গণ দেখি ২২৫১৬০ ; সন্ন্যাসীর গণে প্রভু ২২৫১৪ ; সন্ন্যাসীর তবে সিদ্ধ তাল৬৩ ; সন্ন্যাসীর ধর্ম নহে ইন্দ্রিয় তাল৬১ ; সন্ন্যাসীর ধর্ম নহে উচ্ছিষ্ট ২৩৭১১ ; সন্ন্যাসীর ধর্ম নহে সন্ন্যাস ২৩১৭৪ ; সন্ন্যাসীর ধর্ম লাগি ২৬১১২ ; সন্ন্যাসীর বুদ্ধ্যে মোরে ১১৭১২৫৮ ; সন্ন্যাসীর বেশ দেখি ২৮১২৩৫ ; সন্ন্যাসীর বেশে মোর ২৮১২৩৭ ; সন্ন্যাসীর মন ফিরাইতে ২২৫১১২ ; সন্ন্যাসীর সঙ্গ ভয়ে ২১৭১২৩ ; সন্ন্যাসীর সঙ্গে নাহি ১৭৭৪৪ ; সন্ন্যাসীর সঙ্গে ভিক্ষা ২১২১২০২ ; সন্ন্যাসীর স্পর্শে মত্ত ২৮১২৫ ; সন্ন্যাসীরে কৃপা করি ২১২৩১ ; সন্ন্যাসীরে কৃপা পূর্বে ২২৫১৫ ; সন্ন্যাসীরে কৃপা শুনি ২২৫১৭১ ।

সপ্ত গোদাবরী দেখি ২১২২০০ ; সপ্ত গৌণ আগন্তুক ২১২১১৬১ ; সপ্তগ্রাম মূলুকের সে তাল১৬ ; সপ্তগ্রামে বার লক্ষ ২১৬১২১৫ ; সপ্ত তালবৃক্ষ তাহা ২১২২৮৪ ; সপ্ত তাল দেখি প্রভু ২১২২৮৫ ; সপ্তদশে গাবী মধ্যে অ২০১২২২ ; সপ্তদশে বন পথে ২২৫১২০৮ ; সপ্তদশে যোবন লীলার ১১৭১৩১৭ ; সপ্ত দীপামুখি লজ্বি ২২০১৩২১ ; সপ্ত দীপে নব খণ্ডে করেন ২২০১৮৭ ; সপ্ত দীপে বৈসে যত তাল৮ ; সপ্ত দীপের লোক আর অ২১২ ; সপ্ত পাতালের যত তাল৭ ; সপ্ত মিশ্র তাঁর পুত্র ১১৩১৫৫ ; সপ্তম পরিচ্ছেদে পঞ্চতন্ত্রের ১১৭১৩১০ ; সপ্তম পরিচ্ছেদে বহুভ অ২০১১০৫ ; সপ্তম শ্লোকের অর্থ ১৫১১০ ; সপ্তমে তীর্থ যাত্রা ২২৫১২০০ ।

সফল হৈল জীবন ২১২৪৬ ।

সব অণ্ডে প্রবেশিলা ১৫১৭৮ ; সব অন্তঃপুর ভালমতে ২১২১১১৮ ; সব অপরাধি গণে ২১৬২০৬ ; সব অবতারের করি ১২১৫৫ ; সব আইল প্রাতে হৈতে ২৪১৬৭ ; সব আনি প্রভু আগে তাল৫২ ; সব এক মত নহে ভিন্ন ২১৭১১৭৪ ; সব কথা না যায় হরিদাসের তাল৮২ ; সব কথা নাহি যায় ২২২১৪৪ ; সব কাশীবাসী করে ২২৫১১৮ ; সব খণ্ডি প্রভু নিজ ২৬১১৬১ ; সব খণ্ডি স্থাপে শেষে ২১৮১১৮৬ ; সব গণ লৈয়া প্রভু ২১২১৭৭ ; সব গোপী হৈতে রাধা ২১৮১৬ ; সব ছাড়ি শুদ্ধভক্তি ২২৪১২২৩ ; সব জগন্নাথ বাসী অ১০১৬০ ; সব জীব প্রেমের ভাসে অ৩২৪১ ; সব জীবের পাপ প্রভু ২১৫১১৬২ ; সব ঠাকুরাণী মহাপ্রভুকে ২১৬১২৪ ; সব তত্ত্ব জান তোমার ২২০১২৮ ; সব তেজি ভক্তি তারে অ১২১৪৮ ; সব দিন প্রেমাবেশে ২১৮১৫৭ ; সব দেশ ভ্রষ্ট কৈল একলা ১১৭১২৪৮ ; সব দেশের সব লোক অ৫১১৪৩ ; সব দ্বার জুড়ি প্রভু অ১০১৮২ ; সব দ্রব্য ছাড়ো যদি তাল২২ ; সব দ্রব্য রাখিল পিলু অ১৩১৭৩ ; সব দ্রব্যের কিছু কিছু অ১০১২৭ ; সব ধন লৈয়া কহে ২৫১৬০ ; সব ফল দেয় ভক্তি ২২৪১৬৫ ; সব বৈকুণ্ঠ ব্যাপক ২২২১৪ ; সব বৈষ্ণব লঞা গোসাঞি অ২১২২৩ ; সব বৈষ্ণব লঞা যবে ২১২১২১ ; সব বৈষ্ণবেরে প্রভু অ১১১৮০ ; সব ব্রহ্মাণ্ড সহ যদি ২১৫১১৭৭ ; সব ভক্ত বন্দে হরিদাসের অ১১১৫১ ; সব ভক্ত মিলি মোরে অ১১১৭ ; সব ভক্ত লঞা প্রভু গেলা ২১৪১২২৪ ; সব ভক্ত লঞা প্রভু নাশিল অ১০১৪৭ ; সব ভক্ত সহ গোসাঞি অ১৩১৭০ ; সব ভক্তে কহে প্রভু অ১২১৬৫ ; সব ভক্তের আজ্ঞা লৈল ২১৪১৫ ; সব ভক্তের পদধ্বজ অ১১১৫৩ ; সব ভক্তগণ করেন প্রভুর অ১২১৬৫ ; সব ভক্তগণ কহে শ্লোক অ১১১১৭ ; সব ভক্তগণ ঠাকুরি অ১৩১৪১ ; সব ভক্তগণ তবে ছাড়িল তাল৫৭ ; সব ভক্তগণ মনে বিশ্বয় অ২১১৫০ ; সব ভক্তগণ মনে হৈল চমৎ ২১১১১৩ ; সব ভক্তগণ মিলি প্রভুরে অ১২১৬৪ ; সব ভক্তগণ সিন্ধে চৌদিকে ২১৪১৭৪ ; সব ভক্তগণে তাঁরে তাল১৪২ ; সব ভক্তগণে প্রভু অ৪১২১ ; সব ভূতগণ কহে ২১৪১২২২ ; সব মনঃকথা গোসাঞি অ৪১২০৭ ; সব মুক্ত করি তুমি অ৩১৭৪ ; সব মেলি রস হয় ২২৩১৩২ ; সব রস হৈতে শৃঙ্গারে ১৪১৪০ ; সব রাত্রি ক্রন্দন করি অ৪১৩৮ ; সব রাত্রি তোমারে সতে অ১৮১১১১ ; সব রাত্রি প্রভু করে অ১৭১৮ ; সব রাত্রি মহাপ্রভু করে অ১৪১৫৫ ; সব লীলা নিত্য প্রকট ২২০১৩১৫ ; সব লীলা সব ব্রহ্মাণ্ডে ২২০১৩২৭ ; সব লুটি বান্ধি রাখে অ১৩১৩৪ ; সব লেখা করাইয়া অ৬১৫০ ; সব লোক আইলা ২৩১১৩৫ ;

সব লোক আসি ২৪।১৪৪ ; সব লোক চৌদিগে প্রভুর ৩।১০৬৬ ; সব লোক দেখিতে আইসে ২।১৮।১৬ ; সব লোক নিস্তারিল ৩।১১৪৪ ; সব লোক পাসরিল ৩।১০।৭৩ ; সব লোক বড় বিপ্রে ২।১৫৫৩ ; সব লোক বসি ক্রমে ২।৪।৮৩ ; সব লোক মান্ত করি ৩।৭।১১২ ; সব লোকে একত্র করি ২।৪।৪৬ ; সব লোকের উৎকর্ষা যবে ২।১০।২৩ ; সব লোকের উথলিল ৩।১০।৭৩ ; সব শিবালয়ে শৈব ২।২।৭০ ; সব শিক্ষাইল প্রভু ২।১২।১০৫ ; সব শ্রোতা বৈষ্ণবের বন্দিয়া ৩।২০।৬২ ; সব শ্রোতা বৈষ্ণবেরে করি ১।১।১৩ ; সব শ্রোতাগণের করি ১।২।২৮ ; ৩।২০।১৪১ ; সব সমাচার ঘাই ৩।১০।২ ; সব সাধি শেষে এই ২।২২।৩৫ ।

সবংশে তোমার সেবক ৩।২।১৪ ; সবংশে তোমারে মারি ১।১৭।১৭৮ ; সবংশে সেই জল ২।১২।৭২ ।

সবাকারে কৃষ্ণনাম ১।৭।১৪৩ ; সবাকে বিদায় দিলা ২।১৫।১৭২ ।

সবে আসি মিলিলা ২।১০।১৮১ ; সবে এক এড়াইল ১।৭।৩৭ ; সবে এক গুণ দেখি ২।২।২৫০ ; সবে এক জানে তাহা ৩।১৮।২১ ; সবে এক দোষ তার ২।১।১৮৩ ; সবে এক সখীগণের ইহা ২।৮।১৬৩ ; সবে একা স্বরূপগোসাঞি ৩।১।৭০ ; সবে কহিবে কিছু মোর ২।৫।৪৩ ; সবে দণ্ড ধন ছিল ২।৫।১৫২ ; সবে দুই জনার যোগ্য ২।২৪।২০০ ; সবে দেখি হয় মোর ৩।১৪।৭৩ ; সবে নিত্যানন্দ দেখে ৩।৬।১০২ ; সবে রামানন্দ জানে তার মুখে ৩।৫।৬ ; সবে রামানন্দ জানে তেঁহো নাহি ২।৮।২৮ ।

সভা আলিঙ্গন করি ২।১৬।২৪৪ ; সভা আলিঙ্গিয়া প্রভু ২।২৫।১৮২ ; সভা করি আশা তুমি ২।৫।২০ ; সভাকার ইচ্ছায় পণ্ডিত ২।১৬।২৮১ ; সভাকার পাদপদ্মে ১।৭।১৬৩ ; সভাকারে বাসা দিল ২।৩।৫৫ ; সভাকারে মিলিয়া আসনে ২।৭।৪১ ; সভা ছাড়াইয়া শিবানন্দ ৩।২২।১৬ ; সভা নমস্করি গেলা ১।৭।৫৭ ; সভা নিস্তারিতে করেন ১।৭।৩৬ ; সভা নিস্তারিতে প্রভু ১।৭।৩৬ ; সভা পাশে আঞ্জা লঞা ২।১।২০৭ ; সভামধ্যে কহে প্রভুর ২।২৫।২২ ; সভা মাতোয়াল করি ২।১।১১২ ; সভা মেলি চলি আইলা ৩।১।২৩ ; সভা লঞা অভ্যন্তরে ২।১।১১৬ ; সভা লঞা আসি কৈল ৩।১০।৭৭ ; সভা লঞা কৈল গুণ্ডিচা ২।১।১৩৩ ; সভা লঞা কৈল জগন্নাথ ৩।১।২১ ; সভা লঞা কৈল প্রভু গুণ্ডিচা ২।১।১২৪ ; ৩।৬।২৪০ ; সভা লঞা কৈল প্রভু বস্ত্র ৩।৬।২৪০ ; সভা লঞা গুণ্ডিচা ২।১৬।৪৭ ; সভা লঞা গেলা প্রভু ২।১।১২৭ ; সভা লঞা গেলা মহা ৩।১৮।৬৭ ; সভা লঞা চলিলা প্রভু ২।২৫।১৮৩ ; সভা লঞা জলকীড়া ৩।১০।৪৭ ; সভা লঞা নানারঙ্গে ২।১৪।২২৬ ; সভা লঞা নিজ কার্য ১।৫।১২৪ ; সভা লঞা প্রভু কৈল ৩।১০।৭৮ ; সভা লঞা প্রভু বসিলা ৩।৪।২২ ; সভা লঞা মহাপ্রভু ৩।১।২১ ; সভা লঞা মহাপ্রসাদ ৩।১৪।১১১ ; সভা লৈঞা আইলা ২।১৬।৪৩ ; সভা লৈয়া কৈল জগন্নাথ ২।১৬।৪৩ ; সভা লৈয়া স্বরূপগোসাঞি ৩।৫।১০৮ ; সভা শুনাইয়া কহে ৩।৭।১৪৪ ; সভা সঙ্গে আইলা প্রভু ২।২।৩১৭ ; সভা সঙ্গে ইহা আজি ২।২৫।১৮৮ ; সভাসঙ্গে তবে প্রভু ২।৭।৭৪ ; সভাসঙ্গে তবে রথযাত্রা ২।১।১২৫ ; সভাসঙ্গে প্রভু মিলাইল ৩।৪।১০২ ; সভাসঙ্গে মহাপ্রভু প্রসাদ ২।১৬।৫২ ; সভাসঙ্গে মহাপ্রভু ভোজন ২।২৫।১৮২ ; সভাসঙ্গে লঞা প্রভু ২।২৫।১৮৭ ; সভাসনে ক্রীড়া করে ২।১৭।১২৩ ; সভাসনে মহাপ্রভু ভট্টে ৩।৭।৪৬ ; সভাসনে যথাযোগ্য ২।১০।১২৪ ; সভাসনে সনাতনের ৩।৪।১০৫ ; সভাসহিত ইহা মোর ২।১৬।২৪৫ ; সভাসহিত যথাযোগ্য ২।৬।৩১ ; সভাসহিত হরিদাসের ৩।৩।২১ ; সভা হৈতে প্রভুর বোকা ২।১২।৮৮ ; সভা হৈতে সকলংশে ১।৬।৬০ ।

সভাই চলিলা নাম ৩।১০।১০ ; সভাই রহিল কেহো ৩।২।৭৬ ।

সভাকে কহিও এ বর্ষ ৩।২।৪২ ; সভাকে কহিল পুরী ২।৪।১৪৮ ; সভাকে খাওয়াইল আগে ১।১৭।৭৮ ; সভাকে পালন করি স্থখে ২।১৬।১৮ ; ৩।২।১৪ ; সভাকে বিদায় দিল ৩।১০।৭৮ ; সভাকে রাখিবে যেন ২।১৭।৫ ; সভাকে শ্রীহস্তে দিলা ২।১২।১২৬ ।

সভাতে কহিলা এই ২।২৫।১১৩ ; সভাতে কহেন কিছু ৩।৭।২৬ ।

সভায় আলিঙ্গিয়া প্রভু ৩।২।১৪৪ ; সভায় বিদায় দিয়া ২।৩।১২০ ।

সভার অঙ্গ পুলকিত ২১৮৩২; সভার অধ্যক্ষ প্রভু ১১০১২২; সভার অর্থ করে প্রভু ১১৮৮; সভার আগে কর নামের ১৪১২৬; সভার আগেতে প্রভু ২১৬২৫৩; সভার আগ্রহে না উঠিল ১১১২২; সভার আগ্রহে প্রভু ১৮১৭২; সভার আশ্রয় কৃষ্ণ ১২৮৭; সভার ইচ্ছায় প্রভু ২১৬২৮২; সভার উচ্চিষ্ট তেঁহো ১১৬২; সভার করিয়াছি বাসাগৃহ ২১১১৫৭; সভার কুশল সনাতন ১৪১২৪; সভার চরণ কৃপা গুরু ১২০১৩৮; সভার চরণ ধরি পড়ে ২১১২০৬; সভার চরণ বন্দি ২১৬১৮২; সভার চরণ রূপ ১১৫০; সভার ঝাটিনা বোঝা ২১২১৮৮; সভার পূজা করি ভট্ট ১১৫৬; সভার প্রেমজ্যোৎস্নায় ১১৩১৪; সভার মুখ দেখি ২১০১৪৮; সভার শরণ লৈল ১১১৪৭; সভার সব কার্য করেন ১১২১৫; সভার সর্বকার্য করেন ১১৬১২; সভার সম্মান কর্তা ১৮১৫২; সভার হইল রূপ ১১৫৩।

সভারে উপদেশ করে ২১৮১৭৪; সভারে কহিল প্রভু ২১৫১৪১; সভারে কহে শ্রীবাস ১১৭১৩৭; সভারে পরাইল প্রভু ২১১২৪; ১১১৮৮; সভারে পালন করে ১১১১; সভারে প্রসাদ দিল ১১৬১২২; সভারে বসাইল প্রভু ১১১১৮৩; সভারে বাঁটিয়া তাহা দিলেন ২১১২২২; সভারে বাঁটিয়া দিল প্রভুর ১১২১৪৭; সভারে বিদায় দিল করিতে ২১১২২৩; সভারে বিদায় দিল প্রভু ২১৫১৩৩; সভারে বিদায় দিল সুস্থির ১১২১৭২; সভারে মিলিয়া কহিল ২১২১১; সভারে মিলিল প্রভু ২১০১৫২; সভারে সম্মান করি ২১০১৮৫; সভারে সম্মানি প্রভুর ২১১১৪৬; সভারে স্বচ্ছন্দ বাসা ২১১১০৭।

সভে আজ্ঞা দেহ আমি ২১৬২৪৪; সভে আজ্ঞা দেহ তবে ২১৬২৪৬; সভে আলিঙ্গিল প্রভু ২১০১৪৬; সভে আশীষ দেহ পায় ১৬১৩৪; সভে আসি কহে কৃষ্ণ ২১৮১৮২; সভে আসি কৃষ্ণ অঙ্গে ১৪১১১; সভে আসি প্রভুপদে ২১০১১; সভে আসিবে শুনি ২১০১৬৭; সভে কহে তুমি কহ ১১১৭২; সভে কহে নাম মহিমা ১১১০৮; সভে কহে প্রভু আছেন ২১০১৫২; সভে কহে প্রভু তাঁরে ২১২১১৩; সভে কহে লোক ভারিতে ২১৫১২৪; সভে কহে হরিদাস ১১১৪২; সবে কৃপা করি ইহঁরে ১১১৪৪; সভে কৃপা করি উদ্ধারহ ২১১২০৩; সভে কৃষ্ণ কহে বৈষ্ণব ২১০১৫; সভে কৃষ্ণ কহে সভার ২১৮১২৬; সভে কৃষ্ণনাম কহে ২১৮১৩; সভে কৃষ্ণভক্ত হৈল ২১৮১৪; সভে কৃষ্ণ ভজন করে ১১৩১৩২; সভে কৃষ্ণ হরি বলি ২১৭১৪৬; সভে গায় জয় জয় ১১১১৮৮; সভে গিয়া রহিল গ্রামের ১১২১১৭; সবে ঘর যাহ আমি নিষেধিব ১১৭১২০৭; সভে চাহে প্রভুসঙ্গে ২১৫১৩৩; সভে জয় পরাজয় ১১৮১৮২; সভে জানি আচার্যের ২১৫১৭২; সভে তোমার হিত কহি ১১১৩৬; সভে দেখে করে প্রভু ২১২১২৩; সভে নিষেধিল ইহার ১১৭১৬২; সভে পারিয়দ, সভে ১১৫১২৪; সভে বোলে কেনে আইলা ২১১১২২; সভে বোলে ধন্য তুমি ২১১২০৬; সভে মিলি আইলা ২১০১৮৩; সভে মিলি আইল শুনি ১১২১২২; সভে মিলি আজ্ঞা দেহ ২১৭১২; সভে মিলি উচ্চ করি ১১৮১৭১; সভে মিলি কর মোর ২১১২৬৭; সভে মিলি গেলা অদ্বৈত ২১১১১২; সভে মিলি জানাহ ১১৮১২২; সভে মিলি তবে তারে ২১৬১৩৪; সভে মিলি নবদীপে ২১০১৮৬; সভে মিলি নৃত্য করে ১১৭১১৩; সভে মিলি পুছে প্রভুর ২১৬১২১; সভে মিলি যুক্তি করি ২১১১১৭; সভে মেলি করে তবে ১১৭১২৪৭; সভে মেলি নীলাচলে ১১১১২; সভে মেলি যুক্তি দেহ ২১৬১২৭৪; সভে মেলি সার্কর্ভোম ২১০১২৪; সভে সব ভ্যাজি তবে ২১২১২২৫; সভে হাসে নাচে গায় ২১৬১৬২; সভে হৈল চতুর্ভুজ ২১২১১৭।

সভেই আসিতেছেন ২১০১৮৮; সভেই আনন্দ কর ১১৬১০৭; সভেই চৈতন্য ভূত্য ১১০১৭২; সভেই পড়িল তথা ২১৫১৩৭; সভেই প্রশংসে নাটক ১১৫১২১; সভেই বৈষ্ণব হয় কহে ২১০১৭।

সমগ্র গণিতে নারে ১১০১৬১; সমদৃশ-শব্দে কহে ২১৮১৮১; সময় দেখিয়া প্রভু ২১১১১১৪; সময় বুঝিয়া তবু ২১২১১৬৩; সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডগণের ২১০১২৪০; সমস্ত ভক্তের দিল ১১৭১৬৬; সমস্ত রাতি বিল নাম ১১১১১৭।

সমা-শব্দে কহে ২১৮১৮১; সমাপ্তি করিল লীলাকে ১১০১৬৬; সমাসে গোণ হইল ১১৬১৫৫।

সমুৎকণ্ঠা হয় সদা ২১২৩১৬; সমুদ্র-তরঙ্গে ভাসি ৩১৮১০২; সমুদ্রতীরে তীরে ২১৭৫৮; সমুদ্রস্নান করি কর ২১১১১৬৮; সমুদ্রস্নান করি প্রভু ২১১১১৮১; সমুদ্রস্নান করিবারে ৩১৭১২; সমুদ্রস্নান করি মহাপ্রভু ২১৬৩৩; সমুদ্রস্নানে গেলা সন্ডে ৩২১১৫২; সমুদ্রে করিলা স্নান ৩১১১৭০; সমুদ্রে মিলিল যেন ৩১৪৮৮; সমুদ্রে নইয়া গেলা ৩১১১৬১; সমুদ্রের আড়ে আইলা ৩১৪১১০; সমুদ্রের তীরে আইলা ৩১৮৩৫; সমুদ্রের তীরে আসি প্রভুরে ২১৩৩১৫; সমুদ্রের তীরে আসি যুক্তি ৩১৮৩৮; সমুদ্রের মধ্যে যেন ৩২০১৭২।

সম্পত্তিমধ্যে জীবের ২১৮১২০১; সম্পত্তি করিল তেঁহো ২১০১৮; সম্পত্তি যেবা হৈত ২১২১৬২; সাম্প্রতিক চুই ব্রহ্ম ২১০১১৫৮; সম্প্রদায় অল্পরোধে তবু ১১৭১২২; সম্প্রদায়ী সন্ন্যাসী ১১৭১৬৫।

সম্বন্ধ অভিধেয় প্রয়োজন নাম ১১৭১৩৩; সম্বন্ধ অভিধেয় প্রয়োজনময় ২১২৫১০৫।

সম্ভবে ধনলোভে লোক ২১৫১৬২; সম্ভাবিলে জানিবে তাঁর ২১৭১৬৬; সম্ভাবিলে জানিবে তুমি ২১৭১৬৪; সম্ভোগ অনন্ত অঙ্গ ২১২৩৪২; সম্ভোগ বিপ্রলম্ব ২১২৩৪২; সম্ভোগে মাদন বিরহে ২১২৩৩৮।

সম্মমে আসন দিয়া ২১২১১৮; সম্মমে দৌহে উঠি ৩১৮৮৫; সম্মমে প্রতাপরুদ্র ২১৩৩১৭৩।

সম্মান করিতে নারি ২১৫১১২৫; সম্মান করিয়া প্রভু ২১০১১৭৮; সম্মুখে আসি আজ্ঞা দিল ৩১৩৩৬; সম্মুখ আবাদিতে ১৪১১৩৫; সম্মুখ কহিল মহাপ্রভুর ২১০১৭৭; সম্মুখ গোপীর মান ২১৪১১৪০; সম্মুখ সার বাসনা ২১৮৮৫।

সম্মুখভগবান্ কৃষ্ণ ২১৬১৩৮; সম্মুক্তিক বাক্যে মন ২১২৫১২০।

সম্মুখেল হঞা তুমি ২১৫১২৭; সম্মুখ শ্রামেরে রাখে ২১৩৩১১৪; সম্মুখ ব্যবহারে করে ২১৪১১৪৪; সম্মুখতী এই বাক্য ২১৮১২০; সম্মুখতী এই শব্দে ৩৫১২২৭; সম্মুখতী যে বোলায় ১১৬১৮৮; সম্মুখতী স্বপ্নে তারে ১১৬১০০; সম্মুখতীর অর্থ এই কৈল ৩৫১১৪৫; সম্মুখতীর অর্থ জ্ঞান ৩৫১১৩৮; সম্মুখত সন্ন্যাসী ২১৪১২৭; সম্মুখবরে জলকীড়া ২১২১১৪৮।

সম্মুখ অংশে আসি ১১৫১১১৪; সম্মুখ অঙ্গ সূনির্মাণ ১১৩৩১১৫; সম্মুখ অবতারবীজ জগত ১১৫৮৫; সম্মুখ অবতার বীজ সম্মুখিয় ১১৫১৭০; সম্মুখ অবতার-লীলা ১১৫১১১৬; সম্মুখ অবতারী কৃষ্ণ ১১৫১৩; সম্মুখ অবতারী সম্মুখারণ ২১৮১০৬; সম্মুখ অমঙ্গল হরে ২১২৪১৪৪; সম্মুখকর্ম ত্যাগ করি ২১২৩৩৬; সম্মুখকান্তি শব্দের ১১৪১৮১; সম্মুখারণ লিখি আদৌ ২১২৪১২৪১; সম্মুখকাল আছে এই ৩১৮৮০; সম্মুখকাল ছুখ পাব ২১২৫১২; সম্মুখকাল হয় তেঁহো ৩১৩১৬; সম্মুখগ অনন্ত বিভু কৃষ্ণতত্ত্ব ১১৫১১৫; সম্মুখগ অনন্ত বিভু বৈকুণ্ঠাদি ১১৫১২; সম্মুখগুণখনি কৃষ্ণকান্তা ১১৪১৬০; সম্মুখ চতুর্ভূহ অংশী ১১৫১২০; সম্মুখচিত্ত আকর্ষক ২১৮১১০; সম্মুখচিত্তজ্ঞাতা প্রভু ৩১৩৩১০২; সম্মুখ-জ্ঞান-দেশ-কাল ২১২৫১২২; সম্মুখ আসি দুঃখী দেখি ২১২০১১২; সম্মুখ ঈশ্বর তুমি ২১৭১২৩; সম্মুখ কহে তাহা আমি ১১৭১১০৬; সম্মুখ কুপালু তুমি ৩১৪১৬২; সম্মুখ গোপাশ্রিত জানি ১১৭১২৫২; সম্মুখ গৌরাঙ্গ প্রভু ২১৬১২৩৪; সম্মুখ নিত্যানন্দ আইলা ৩১৩১৪২; সম্মুখ প্রভু জানি করেন ৩১৭১৭২; সম্মুখ প্রভু জানেন যারে যেই ২১২১১৬৫; সম্মুখ মহাপ্রভু নিবেদিল ৩১৪১৬৮; সম্মুখ মূনির বাক্য ২১২০১২৩; সম্মুখ শিরোমণি চৈতন্য ৩১৬১৪৫; সম্মুখ শিরোমণি প্রভু ৩১৬১৬০; সম্মুখের বাক্যে করে ২১২০১১৪; সম্মুখের বাক্যে মূলধন ২১২০১১৫; সম্মুখতত্ত্ব জ্ঞান হয় ২১৮১২৫৮; সম্মুখতত্ত্ব নিরূপণে প্রবীণ ২১২১১০৭; সম্মুখতত্ত্ব মিলি স্বজিল ২১২০১২৩৬; সম্মুখতীরে হৈল তাঁর ২১৮১২০২; সম্মুখত্যাগি জীবের কর্তব্য ২১৮১২০৮; সম্মুখত্যাগ করি করে ১১৪১১৪৫; সম্মুখত্যাগি কৈল প্রভুর ১১০১৮২; সম্মুখত্যাগি চলিলা ৩১৩১২২; সম্মুখত্যাগী তেঁহো পাছে ৩১৪১২২২; সম্মুখ করিল কৃষ্ণনাম ২১১১৬৬; সম্মুখ করিল ব্রজবিলাস ২১১৩৬; সম্মুখ করেন কৃষ্ণনামের ১১৩১২৬; সম্মুখ গাইয়া বুলি ২১৮১২০১; সম্মুখ জল যাই ২১৪১২১২; সম্মুখ প্রকাশ তাঁর ২১২০১৮৮; সম্মুখ প্রমাণ দিবে ২১২৪১২৫৫; সম্মুখ ব্যাপক প্রভু ৩১৬১২৪; সম্মুখ মাগিয়ে কৃষ্ণচৈতন্য ১১১৮;

সর্বত্র লওয়াইল প্রভু ১১৩২৫ ; সর্বত্র স্থাপয়ে প্রভু ২১৩৮ ; সর্বত্র হয় নিজ ২১৮২২৭ ; সর্বথা ঈশ্বরতত্ত্ব ১৫১৭৩ ; সর্বথা নিশ্চিত ইহা ২১৭১৫৪ ; সর্বথা শরণাপত্তি ২১২২৭৩ ; সর্বদিন করে বৈষ্ণব ৩৬২১৬ ; সর্বদেশ বৈষ্ণব হৈলা ২১৭১০৫ ; সর্বদেশে কালে দশায় ২১৫১০১ ; সর্বনাশ হবে তোর ৩৩১৮২ ; সর্বনাশ হয় মোর ২১৫৬৩ ; সর্বপালিকা সর্ব ১৪১৭৬ ; সর্বপ্রকারে আমার ২১৬৫২ ; সর্বপ্রাণীর উপকার ১২১৪১ ; সর্ববেদস্বত্রে করে ১৭১২২৪ ; সর্ব বৈষ্ণবগণ হরিধ্বনি ১৮১৭১ ; সর্ববৈষ্ণব লঞা প্রভু ২১১২২১ ; সর্ব বৈষ্ণবেরে ইহা ২১১১৫২ ; সর্ব বৈষ্ণবেরে দেখি সুখী ২১১১৫৫ ; সর্ব বোদ্ধ মিলি তবে ২১২৪৬ ; সর্ববোদ্ধ মিলি করে ২১২৫৪ ; সর্বব্যাপক সর্বসাক্ষী ২১২৪৫৬ ; সর্ব ভক্ত চলে তার ২১৬১৭ ; সর্বভাবে আমি হই ১৪১২০ ; সর্বভাবে আশ্রিয়াছে ১১২১৫৫ ; সর্বভাবে কৈল কৃষ্ণ ১৪১২২৪ ; সর্বভাবে ভজ লোক ৩১৭১৬৫ ; সর্বভাবে সর্বপণ্ডিত ১১৬৪৪ ; সর্বভাবে সেবে নিত্যানন্দের ১১১১৩৮ ; সর্বমত দুখি প্রভু ২১৩৩৭ ; সর্বমন্ত্র সার নাম ১৭১৭২ ; সর্বমহাশুগগণ ২১২২৪৩ ; সর্ব মুক্ত করিতে কৃষ্ণের ২১৫১৭০ ; সর্বযজ্ঞ হৈতে ১৩৬৩ ; সর্বরাত্রি করে ভাবে ৩১২১৫৭ ; সর্বরূপে আশ্বাদয়ে ১৫১২ ; সর্বলক্ষ্মীগণের তেঁহো ১৪১৭৭ ; সর্ব লক্ষ্মীগণের শোভা ১৪১৭২ ; সর্বলক্ষ্মী-শব্দ পূর্বে ১৪১৭৭ ; সর্ব লোক কৈল প্রভুর ২১২২১২ ; সর্ব লোক জয় জয় ২১৫১৩৬ ; সর্বলোক নিন্দা করে ৩১২২৬ ; সর্বলোক নিস্তারিতে ৩২১২ ; সর্বলোক মত্ত কৈল ১২১৪৭ সর্বলোক শুনিলে মন্ত্ৰের ১১৭১২০৫ ; সর্বলোক হাসে গায় ২১২৫২০ ; সর্বলোকের করি ইহা ১১৪১১৬ ; সর্বশক্তি নামে দিলেন ৩২০১৫ ; সর্বশাখাগণের যৈছে ১১৭১৩১৩ ; সর্বশাখাশ্রেষ্ঠ শ্রীবীরভদ্র ১১১১৫৩ ; সর্বশাস্ত্র খণ্ডি প্রভু ২১২৫১২ ; সর্বশাস্ত্র সিদ্ধান্তের ইহা ২১২৫২২২ ; সর্বশাস্ত্রে উপদেশে শ্রীকৃষ্ণ ২১২০১১৫ ; সর্বশাস্ত্রে করে কৃষ্ণ ১১৩৬৩ ; সর্বশাস্ত্রে কৃষ্ণভক্ত্যে ৩৭১৫ ; সর্বশাস্ত্রে প্রবীণ ৩১৩২১ ; সর্বশাস্ত্রে বৈষ্ণবের এই ২১২৪৭ ; সর্ব শুভোদয় কৃষ্ণপ্রেমের ৩২০১২ ; সর্বশ্রেষ্ঠ সর্বারাধ্য ২১৮১৮৩ ; সর্ব সমাধান করি কৈল ২১১৮৬ ; সর্ব-সমুচ্চয়ে আর এক ২১২৪২২১ ; সর্বসৌন্দর্য্য কান্তি ১৪১৭২ ; সর্ববহুরূপের ধাম ২১২১২ ; সর্বষ দণ্ডিয়া তার ১১৭১২২ ; সর্বাকর্ষক সর্বাহ্লাদক ২১২৪৩০ ; সর্বাদ্বে গলিত কুষ্ঠ ২১৭১৩৩ ; সর্বাদ্বে পরাইল প্রভুর ২১৫১২৫২ ; সর্বাদ্বে পুলক নেত্রে ৩১৬৮৬ ; সর্বাদ্বে প্রবেদ ছুটে ২১৩২২ ; সর্বাদ্বে বেড়িল কীটে ১১৭১৪২ ; সর্বাদ্বে লেপয়ে প্রভুর ২১৫১৭ ; সর্বাদ্বে হইল কুষ্ঠ ১১৭১৪১ ; সর্বাত্মা সর্বজ্ঞ নিত্য ২১৮১৮১ ; সর্বাদি সর্ব-অংশী ২১২০১৩২ ; সর্বাতীষ্টপূর্তিহেতু ১২১২ ; সর্বাত্ম্য ঈশ্বরের ১৭১২২১ ; সর্বাত্ম্য সর্বাদ্ভূত ১৫১৪০ ; সর্বৈন্দ্রিয় তৃপ্ত হয় ১১৬১০৪ ; সর্বৈন্দ্রিয় ফল এই ২১২০৫৬ ; সর্বৈশ্বর্য্য পরিপূর্ণ ২১৬১৩২ ; সর্বৈশ্বর্য্যপূর্ণ তেঁহো ২১৮১৮০ ; সর্বৈশ্বর্য্যপূর্ণ ষাঁর ২১২০১৩৩ ; সর্বৈশ্বর্য্য সর্বশক্তি ২১৮১০৮ ; সর্বোত্তম আপনাকে ২১৩১৪ ; সর্বোত্তম ভজন ইহার ৩৭১৩২ ; সর্বোত্তম হৈলে তারে ১৮১১১ ; সর্বোপকারক শাস্ত ২১২১৪৬ ; সর্বোপরি কৃষ্ণলোক ২১২১৬ ; সর্বোপরি শ্রীগোকুল ১৫১৪১ ।

সলবণ মৃদগাঙ্কুর ২১৪১৩১ ।

সশরীরে গেল তাল ২১২৮৭ ; সশরীরে সপ্ত তাল ২১২৮৫ ; সশৈল নারীর বক্ষ ৩১৫১২১ ।

সসাগর শৈলমহী ২১৩৭৮ ; সম্মিত কটাক্ষ বাণে ৩১৫১৬৪ ।

সহজ গমন করে ২১৪১২১১ ; সহজ ধর্ম্য কহে তেঁহো ৩৮১৭৭ ; সহজ প্রকট করে পরম ২১৪১১৫ ; সহজ প্রেম বিংশতি ২১৪১৬৩ ; সহজ লোকের কথা ২১৪১২১১ ; সহজ শাস্ত্রের অর্থ ২১২৫৪১ ; সহজে আমারে কিছু ২১২৪৭ ; সহজে গোপীর প্রেম ২১৮১৭৪ ; সহজে চৈতন্যচরিত ২১৮২৫৫ ; সহজে জড় জগতের ৩৫১১১ ; সহজে তোমার গুণে ৩১২৭৭ ; সহজে নির্মল এই ২১৫১২৬৮ ; সহজে নীচ জাতি মুণ্ডি ৩৪১৪৭ ; সহজে বিচিত্র মধুর ২৪১৪ ; সহজে মোর প্রিয় তারা ৩২১০০ ; সহজে যখন শাস্ত্র ১১৭১৬৪ ; সহজেই অবৈষ্ণব রামচন্দ্র ৩৩১৩৮ ; সহজেই নিত্যানন্দ কৃষ্ণপ্রেমো ২১১২০ ; সহজেই পিপীলিকা ৩৮১৪৮ ; সহজেই পূজ্য তুমি ২১৬৫৫ ; সহজেই মোর তাঁই ৩১৩২৮ ; সহজেই মোর দ্রীত ৩১১২৪ ।

সহস্র করে জল সেকে ৩১৮৮৫ ; সহস্র ক্রোশ আসি বলে ২৪১১৮ ; সহস্রগুণ প্রেম বাড়ে ২১৭১২১৩ ; সহস্র দণ্ডবৎ করেন ১১০১২৭ ; সহস্র নয়ন হস্ত ১৫১৮৫ ; সহস্র নামে কৈল ১৩৩৮ ; সহস্র বদন যার নাহি ২১৮১২১৩ ; সহস্র বদনে করে কৃষ্ণগুণ ১৫১১০৪ ; সহস্র বদনে কহে আপনে ২১৬১২৮৬ ; সহস্রবদনে তেঁহো নাহি ১১১৩৪৩ ; সহস্র বদনে বর্ণে ৩২০১৬১ ; সহস্র বদনে যবে কহয়ে ৩১৮১১২ ; সহস্র বদনে যার দিতে নারে ১১০১১৬০ ; সহস্রবদনে যার নাহি ২১৭১২৪১ ; সহস্রবদনে য়েহো শেষ ১৬১৬৫ ; সহস্রবদনে শেষ ১৫১২১০ ; সহস্র বদনে সেবা ১৮১৪২ ; সহস্র বিস্তীর্ণ যার ১৫১১০১ ; সহস্র মন্তক তাঁর ১৫১৮৪ ; সহস্রমুখ চুষনে ৩১৮৮৫ ; সহস্র মুখে বর্ণে যদি ৩১৭১৬০ ; সহস্র মুখে যার গুণ ১১০১৩২ ; সহস্র শীর্ষাদি করি ২১২০১২৫০ ; সহস্র সহস্র গাবী ২৪১১০১ ; সহস্র সহস্র তীর্থ ২১২১২ ; সহস্র সেবক সেবা ১৮১৪২ ; সহস্রাদি পূর্ণ হৈলে ৩১২১৬ ; সহস্রেক সঙ্গে হৈল ২১৬১২৫৫ ।

সহায় করেন তাঁর ১৬১৮ ; সহায় হইয়া, দৈব ২১৫১২৬৩ ; সহায় হইয়া মোরে ২১৫১৭১ ।

সহিতে না পারি আমি ২১৮১১৩৮ ; সহিতে না পারি ছুঃখ ২১৭১২৩ ; সহিতে না পারি মুক্তি ২১২১১২৭ ; সহিতে না পারিব সেই ২১৭১১৭৩ ; সহিতে না পারে দামোদর ৩৩১২ ; সহিতে না পারে প্রভু ৩৫১২৪ ; সহিতে নারে জগদানন্দ ৩১৩৫ ।

সাংখ্য কহে জগতের ২১২৫১৪২ ; সাংখ্য পাতঞ্জল স্মৃতি ২১২৩৬ ।

সাকার গোসাক্ষি সেব্য ২১৮১১২০ ।

সাত্রে সাত প্রহর যায় ৩৬৩০৪ ।

সাত কুণ্ডি বিপ্র তাঁর ৩৬৫৮ ; সাত জন সাত ঠাকুরি ৩৭৫২ ; সাত ঠাকুরি বলে প্রভু ২১৩৫০ ; সাতদিগে সাত সম্প্রদায় ৩১০১৬৪ ; সাত দিন কর তুমি ২৬১১১৬ ; সাত দিন তাঁর ঠাকুরি ২১২১২২ ; সাত দিন পর্য্যন্ত ঐছে ২৬১১১৫ ; সাত দিন রহি তথা ২১৬১২০৬ ; সাত দিন শাস্তি পূরে ২১৬১২৩২ ; সাত বৎসরের বালক ৩১৬৬৩ ; সাত সম্প্রদায় তবে একত্র ২১৩৭১ ; সাত সম্প্রদায় তবে গাইতে ৩১০৫৬ ; সাত সম্প্রদায়ে নৃত্য ৩১০৫৭ ; সাত সম্প্রদায়ে প্রভু ৩১০৫২ ; সাত সম্প্রদায়ে বাজে ২১৩৪৭ ; সাত সাত পুত্র হবে ১১৪১৫২ ; সাত হাজার মুদ্রা তার ২১২০১৩ ; সাত ক্ষীর পূজারীকে ২৪১২০৪ ; সাতাইশ চতুর্য়ুগ ১৩১৭ ; সাধিক ব্যভিচারী ২১২১১৫৫ ; সাধিক সেবা এই স্তব ৩৬১২১০ ।

সাধক না পায় তাতে ৩৪১৫৮ ; সাধক, ব্রহ্মময় ; আর ২১২৪১৭১ ; সাধন করিলে প্রেম ২১২১১৫০ ; সাধন ভক্তি এই চারি ২১২৫১১০০ ; সাধন ভক্তি হৈতে হয় প্রেমের ২১২১১৫১ ; সাধন ভক্তি হৈতে হয় রত্নির ২১২১১৫১ ; সাধনসিদ্ধ দাস সখা ২১২৪১২১০ ; সাধন ভক্ত্যে হয় সর্বানর্থ ২১২৩৬ ; সাধনের ফল প্রেম ২১২৫১৮৭ ।

সাধারণ প্রেম দেখি ২১৮৮৩ ।

সাধি পাড়ি আনি দ্রব্য ৩৩১১৭ ; সাধিলেন নিজ বাহা ১৪১৪৫ ।

সাধুকুপা নাম বিনে ৩৩২৫৩ ; সাধুগুরু প্রসাদে ২১২৫১২২ ; সাধু দৃঢ় ভক্তি তোমার ৩৪১৪২ ; সাধুলক্ষণ সাধুসদ ২১২৪১২৫১ ; সাধুশাস্ত্র গুরুকৃপায় ২১২০১১০৬ ; সাধুসদ কৃপা কিবা ২১২৪১৬৩ ; সাধুসদ কৃষ্ণকৃপা ভক্তির ২১২৪১৭৩ ; সাধুসদ নামকীর্তন ২১২১৭৪ ; সাধুসদ সাধুসদ সর্ব ২১২২৩৩ ; সাধুসদ হৈতে হয় ২১২৩৬ ; সাধুসদে কৃষ্ণভক্ত্যে ২১২২৩১ ; সাধুসদে তপ ছাড়ি ২১২৪১১০ ; সাধুসদে তবে কৃষ্ণ ২১২২২২ ; সাধুসদে সেহ ভজে ২১২৪১১২ ; সাধুসদে সেহো করে ২১২৪১৪২ ; সাধু সাধু গুপ্ত ২১২৫১২৩ ।

সাধবী হঞা কেনে চাহে ২১২১০৬ ।

সাধ্য বস্তু সাধন বিষ ২১৮১৫৮ ; সাধ্যশ্রেষ্ঠ হয় এই ২১২২৩৩ ; সাধ্যসাধন আমি ২১২২৩৭ ; সাধ্যসাধন

তত্ত্ব পুচ্ছিতে ২১২০১৭ ; সাধ্যসাধন তত্ত্ব শিখ ৩৬২৩২ ; সাধ্যসাধন বস্তু নারি ২১৮১১২২ ; সাধ্যসাধন শ্রেষ্ঠ জানাহ ২১২২৩৭ ; সাধ্যসাধন শ্রেষ্ঠ না হয় ১১৬৬২ ।

সাবধানে প্রভুর কৈল ৩৬৩০৬ ; সাবধানে রহে যেন ২১৩১২ ; সাধারণে প্রভুরে ১১২২৫ ; সাবর্ণে সাক্ষভোম ২১২০২৭৬ ; সাবিদ্রী গৌরী সরস্বতী ১১৩১০৪ ।

সামগ্রী আন নৃসিংহ ৩২১৭২ ; সামগ্রী দেখিয়া প্রভুর ৩১০১৪৬ ; সামান্য এক শ্লোক প্রভু ৩১৬৬২ ; সামান্য ঝালি হৈতে ৩১০১৩৫ ; সামান্য বিশেষ রূপে ১১১৬ ; সামান্য বুদ্ধিযুক্ত বত ২১২৪১২২১ ; সামান্য ভাগ্য হৈতে তার ৩১৬৬২২ ; সামান্য সদাচার আর ২১২৪১২৫৬ ।

সায়ুজ্য না লয় ১১৩১৬ ; সায়ুজ্য গুণিতে ভক্তের হয় ২১৬২৪১ ; সায়ুজ্যের অধিকারী ১১৫১৩২ ।

সারি করি দুই পাশে ২১২১২৭ ।

সার্ক সপ্ত প্রহর করে ১১০১০০ ; সার্কভোম আর পড়িছা ২১৫২১ ; সার্কভোম উপদেশে ২১৪১৪ ; সার্কভোম কর দাক ২১৫১৩৬ ; সার্কভোম করে যৈছে ২১৬২৫৪ ; সার্কভোম কহিলা আচার্য ২১৭১৫৮ ; সার্কভোম কহিলেন তোমারে ২১৮১৪৩ ; সার্কভোম কহে আচার্য ২১৬৮৬ ; সার্কভোম কহে আমি ২১২১৭৮ ; সার্কভোম কহে এই নাম ২১৬৭১ ; সার্কভোম কহে এই প্রতাপরুদ্র ২১১১৪ ; সার্কভোম কহে এই রায় ২১০১৪৮ ; সার্কভোম কহে ও-শব্দ ২১৬২৪৫ ; সার্কভোম কহে কর ২১৫১৮৮ ; সার্কভোম কহে কহ ২১১১৫ ; সার্কভোম কহে কৈল ২১১১৩৩ ; সার্কভোম কহে তুমি ২১৩১৭৮ ; সার্কভোম কহে নীলাধর ২১৬৫২ ; সার্কভোম কহে প্রভু ২১০১৩৪ ; সার্কভোম কহে ভিক্ষা ২১৫১৮৭ ; সার্কভোম কহে শীঘ্র ২১৬৩৮ ; সার্কভোম কহে সত্য ২১১১৭ ; সার্কভোম কহে সবে ২১২১১৪ ; সার্কভোম কাশীমিশ্র দুই ২১৩৬১ ; সার্কভোম কিছু তাঁরে ২১৬৬৭ ; সার্কভোম গৃহে গেলা ২১৬২৮ ; সার্কভোম গৃহে দাস ২১৫১২৭৮ ; সার্কভোম ঘরে এই ২১৫১২৩৩ ; সার্কভোম ঘরে প্রভু অল্পমান ২১৬২৪ ; সার্কভোম ঘরে প্রভুর ভিক্ষা ২১১১২৮ ; সার্কভোম ঘরে ভিক্ষা অমোঘ ২১২৫১২০৬ ; সার্কভোমঘরে ভিক্ষা করিলা ২১২৩২৪ ; সার্কভোম তৈছে তারে ২১৬১৫ ; সার্কভোম দেখি আইলা ২১১১০২ ; সার্কভোম নালাচলে ২১১১৫৪ ; সার্কভোম পণ্ডিত গোসাঞি ২১২৫১৮৭ ; সার্কভোম পরিবেশন ২১৬৪২ ; সার্কভোম পাঠাইলা সভা ২১৬৩২ ; সার্কভোম-প্রেম বাঁই ২১৫১২৩৩ ; সার্কভোম বাতুল তাহা ২১২৪৫ ; সার্কভোম বিদ্যাবাচস্পতি ২১৫১৩৩ ; সার্কভোম ভট্টাচার্য আনন্দে ২১৩৩১৫ ; সার্কভোম ভট্টাচার্য কহিল ২১৮১২৮ ; সার্কভোম ভট্টাচার্য পণ্ডিত ২১৭১১১৫ ; সার্কভোম ভট্টাচার্য প্রভুর ২১৪১২ ; সার্কভোম ভট্টাচার্যের কাশীতে ২১১১৩১ ; সার্কভোম মনে তবে ২১৬৩ ; সার্কভোম মহাপ্রভুর ২১৩৩১৬ ; সার্কভোম রামানন্দ আনি দুই ২১৬৩ ; সার্কভোম রামানন্দ জগদানন্দ ৩৪১০৪ ; সার্কভোম রামানন্দ বাণীনাথ দিয়া ২১৪১২২ ; সার্কভোম রামানন্দ বাণীনাথ মিলিলা ২১২৫১৮৬ ; সার্কভোম রামানন্দ স্বরূপাদির ৩১১২২ ; সার্কভোম-রামানন্দে পরীক্ষা ৩১১২৫ ; সার্কভোম লঞা আইলা ২১১২০ ; সার্কভোম লঞা গেলা ২১৬২৫ ; সার্কভোম সঙ্গে আর ২১৩৩২৭ ; সার্কভোম সঙ্গে তোমার ২১৫১২৭০ ; সার্কভোম সঙ্গে মোর ২১৮১২৭ ; সার্কভোমসঙ্গে তুমি ২১৫১২৭৭ ; সার্কভোম সহ খেলে ২১৪১৮০ ; সার্কভোম সহ রাজা ২১৩৫৭ ; সার্কভোম সেই বস্ত্র ২১২১৩৪ ; সার্কভোমস্থানে ঘাইয়া ২১৬২২ ; সার্কভোম হৈলা প্রভুর ২১৬২৩১ ; সার্কভোমে জানাইয়া ২১৬৩০ ; সার্কভোমে তোমার রূপা ২১৮৩২ ; সার্কভোমে দিয়া কহে ১১২১৭৬ ; সার্কভোমে নমস্করি ২১১১৩২ ; সার্কভোমে প্রভু বসাইয়াছেন ১১২১৭৪ ; সার্কভোমের কীর্ত্তি ঘোষে ২১৬২৩০ ; সার্কভোমের হৈল মহাপ্রসাদে ২১৬২০২ ; সার্কভোমেরে প্রভু ২১২১৭৫ ; সাষ্টি-সাক্ষ্য আর ১১৩১৬ ।

সালঙ্কার হৈলে অর্থ ১১৬৬৮০ ; সালোকা সামীপ্য সাক্ষ্য ২১৬২৩২ ; সালোকা সামীপ্য সাষ্টি ১১৫১২৬ ; সালোক্যাদি চারি হয় যদি ২১৬২৪০ ।

সাহজিক প্রীতি দোহার ১১৪১৬১ ।

সাক্ষাৎ অনুভবে যেন ৩১৬৭৩; সাক্ষাৎ আবেশ আর ১১০৫৪; সাক্ষাৎ ঈশ্বর করি ১১৬১০০; সাক্ষাৎ ঈশ্বর ইহো ২১১১৭০; সাক্ষাৎ ঈশ্বর তুমি কে জানে ২১৮৩৫; সাক্ষাৎ ঈশ্বর তুমি কে বুঝিবে ২১৮২৪; সাক্ষাৎ ঈশ্বর তুমি ব্রজেন্দ্রনন্দন ২১৪১২২২; সাক্ষাৎ ঈশ্বর তেহো নাহিক ১১৬১১১; সাক্ষাৎ কন্দপ যৈছে ১১৫১৬২; সাক্ষাৎ কৃষ্ণ তেহো ২১০১১৩; সাক্ষাৎ দেখিছো মোরে ৩১৮৫২; সাক্ষাৎ দেখিল লোক ২১৮৮৮; সাক্ষাৎ পরশ যেন ২১২১৩৪; সাক্ষাৎ পাণ্ডু তুমি ২১০৫১; সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন ১১৫২০১; সাক্ষাৎ ভ্রময়ে এবে ২১৭১২১৪; সাক্ষাৎ মহাপ্রভুর ২১০১০২; সাক্ষাৎ শক্তো অবতার ২১২০৩০৬; সাক্ষাৎ হুমান তুমি ২১৫১৫৬; সাক্ষাদর্শনে আর যোগ্য ৩২১৩; সাক্ষাদর্শনে প্রায় সভা ৩২১৪; সাক্ষাদর্শনে সব জগত ৩২১৬; সাক্ষাতে আমি খাই ৩১২১২১; সাক্ষাতে না দেখা দেন ২১৩১৬০; সাক্ষাতে না দেখিলে ২১৫১০৪; সাক্ষাতে সকল ভরু ১১০৫৫।

সাক্ষিগোপাল দেখি ২১৩১৩৪; সাক্ষিগোপাল দেখিবারে ২১৫১৭; সাক্ষিগোপাল বাল ২১৫১১৭; সাক্ষিগোপালের কথা কহে ২১৬৩৫; সাক্ষিগোপালের কথা শুনি ২১৫১৮।

সাক্ষী দেহ যদি ২১৫১২৩; সাক্ষী বোলাইব তোমা ২১৫১৭৪।

সিংহগ্রীব সিংহবীর্ষ্য ১৩২৩; সিংহদ্বার ভাহিনে ছাড়ি ২১১১১১১; সিংহদ্বার নিকটে আইলা ২১৬৪২; সিংহদ্বারে অন্নার্থী বৈষ্ণব ৩৬২১৪; সিংহদ্বারে আসি প্রভু ৩১১১৭২; সিংহদ্বারে খাড়া রহে ৩৬২১২; সিংহদ্বারে গাবী আগে ৩৬৩০২; সিংহদ্বারে ঠাড়া হয় ৩৬২৫২; সিংহদ্বারে দেখি প্রভুর ৩১৪৬২; সিংহদ্বারে ভিক্ষাবৃত্তি ৩৬২৭২; সিংহদ্বারে যাইতে মোর ৩৪১২১; সিংহদ্বারের উত্তর দিগে ৩১৬৩৮; সিংহদ্বারের উত্তর দিশায় ৩১৪৫৮; সিংহদ্বারের দলই আসি ৩১৬৭৪; সিংহদ্বারের দক্ষিণে রহে ৩১৭১১; সিংহদ্বারের দ্বারী প্রভুকে ৩২০১২০; সিংহদ্বারের পথ শীতল ৩৪১১৮; সিংহরাশি সিংহলয় ১১৩১০; সিংহারি মঠ আইলা ২১২২৭; সিংহাসন মার্জি চারি ২১২১৭২।

সিদ্ধান্ত কামাভট্ট ১১০১৪৭।

সিদ্ধদেহ চিন্তি করে ২১৮১৮৪; সিদ্ধদেহ তুমি সাধনে ৩১১১২৩; সিদ্ধদেহ তুল্য তাতে ৩১৪৮৮; সিদ্ধদেহ পাঞা কুকুর ৩১২১৭; সিদ্ধবট গেলা যাই ২১১১৫; সিদ্ধলোক নাম তার ১১৫২২।

সিদ্ধান্ত বলিয়া চিন্তে ১১২১২২; সিদ্ধান্ত বিরুদ্ধ শুনিতে ৩১৫১২২; সিদ্ধান্ত শাস্ত নাহি ২১২২২২; সিদ্ধান্ত শিখাইলে এই ২১২৩৬২; সিদ্ধান্তসার গ্রন্থ কৈল ৩৪২১১।

সিদ্ধার্থসংহিতা করে ২১২০১২২।

সিদ্ধি অষ্টাদশ মুক্ত ২১২৪২১; সিদ্ধিপ্রাপ্তি কালে ২১০১৩০; সিদ্ধিপ্রাপ্তি হৈল ২১৪১২৪।

সিন্ধুতীরে নীরে করে ৩১৮৩২; সিন্দুর হরিদ্রা তৈল ১১৩১০২।

সীতা লগ্না রাখিলেন ২১১১৮২; সীতার আকৃতি মায়া ২১১১৭৭।

সুকূতা খাইলে সেই ৩১০১২২; সুকূতাপাতা কান্দুদীতে ৩১০১৭; সুকূতা বলিয়া অবজ্ঞা ৩১০১৬; সুকূতায় যে সুখ প্রভুর ৩১০১৬।

সুকূতিলভা ফেলালব ৩১৬৮২; সুকূতি শব্দে কহে কৃষ্ণ ৩১৬১৩।

সুখ অনুভবি প্রভু ২১৭১৬৪; সুখ করি মানে বিষয় ৩৬১২৫; সুখ পাঞা রহে তাই ২১৫১৪; সুখ পাঞা সেই নাম ২১২২২; সুখ বাহ্য নাহি সুখ হয় ১৪১১৫৭; সুখভোগ হৈতে দুঃখ ২১২০১২৩; সুখরূপ কৃষ্ণ করে ২১৮১২১; সুখ লাগি কৈল প্রীতি ২১১১৮।

সুখাবিষ্ট হৈয়া স্বরূপ ২১৪১১৭৫।

সুখী হও সত্তে, কিছু ২১২১৬১; সুখী হৈয়া লোক ১২১৩৮; সুখী হৈলা প্রভু দেখি ২১১০৩৩; সুখী হৈলা লোকমুখে ২১২৫১৭২।

সুখে কাল গোড়ায় রূপ ৩১১৫৭; সুখে গোড়াইব কাল ২১৮১২৫; ২১৮২৪২; সুখে গোড়াইলা প্রভু ২১৮২৪৩। সুখে চলি আইসে প্রভু ২১২৫১৭৫; সুখে নিদ্রা হৈল প্রভুর ৩১০৮৮; সুখে নীলাচল আইলা ২১৬২৪২; সুখে প্রেমফলরস ২১২১১৪৫; সুখে ভোজন করে প্রভু ২১৩১২২; সুখে মহাপ্রভু দেখে ২১৩৩৬।

সুগন্ধি করিয়া তৈল ৩১২১০২; সুগন্ধি চন্দনে লিপ্ত ২১৩১০১; সুগন্ধি পুষ্পের মালা ২১৩১০১; সুগন্ধি শীতল বায়ু ২১৩১২৫; সুগন্ধি সলিলে দেন ২১২৫১৭; সুগন্ধি সুন্দর প্রসাদ ৩৬১১৬।

সুতিয়া রছিল! ঘরে ৩১২১১২।

সুদৃঢ় করিয়া কহ ২১২০৩০৩; সুদৃঢ় বিশ্বাস সহ ২১৩১২২; সুদৃঢ় সরল ভাবে আমায়ে ৩১১১৪৬।

সুন্দর রাজার পুত্র ২১২১৫৫; সুন্দর শরীর যৈছে ১১৩৬৬৬; সুন্দরচল যায় প্রভু ২১৪১১৮; সুন্দরানন্দ নিত্যানন্দের ১১১১২০।

সুপাঠিত বিজ্ঞা কারো ১১৭১২৫০; সুপুরুষ প্রেম কি ২১৮১৫৬।

সুবর্ণ কুণ্ডল কর্ণে ১৫১১৬৪; সুবর্ণ খালির অন্ন ২৬১৪১; সুবর্ণ পর্কত যেন ২১৩১৮০; সুবর্ণ মার্জিনী লৈয়া ২১৩১১৪; সুবর্ণের কড়িবোঁলি ১১৩১১১; সুবর্ণের চৌদোলা করি ২১৪১২৬।

সুবল যৈছে পূর্বে ৩৬৮; সুবলাচের ভাব পর্য্যন্ত ২১২৩৩৫; সুবলিত দীর্ঘার্গল ৩১৫৬৬৬; সুবলিত প্রকাণ্ড দেহ ২১৮১৬; সুবলিত হস্তপদ ১৫১১৬৩; সুবাসিত জল নব্য ২৪১৬৪।

সুবুদ্ধি মিশ্র হৃদয়ানন্দ ১১০১০০২; সুবুদ্ধি রায় বহু স্নেহ ২১২৫১৬৫; সুবুদ্ধি রায়ে মারিবারে ২১২৫১৪৩; সুবুদ্ধি রায়ে তেঁহো ২১২৫১৪২।

সুভদ্রা আর বলদেব ২১৪১২২২; সুভদ্রা বলদেব সিংহাসনেতে ২১৪১৬০; সুভদ্রা বলরামের হৃদয় ২১৩১২৫; সুভদ্রা সহিত দেখে ২১১৭৬।

সুরাবিন্দু পাতে কেহো ২১২১৫০।

সুশীতল করিতে রাখে ২১২৫১৭৪; সুশীল মূহু বদাণ্ড ২১২১১০২; সুশীল সহিষ্ণু শাস্ত ১৮১৫১।

সুস্থ করি রামানন্দ ২১৬১০৬; সুস্থ হও হরিদাস ৩১১১২০; সুস্থ হঞা তিন মৃগ ২১২৪১৮৫; সুস্থ হঞা প্রভু করে ২১৭১৮৫; সুস্থ হৈঞা কহে প্রভু ১১৫১১৫; সুস্থ হৈয়া দৌহে সেই ২১৮১২৭।

সূত্র উপনিষদের মুখ্যার্থ ২১২৫১২৫; সূত্র করি গণে যদি ১১৩১৪৩; সূত্র করি গাঁথিলেন ১১৩১১৫; সূত্র করি দিশা যদি ২১২৪১২৩৮; সূত্র করি সব লীলা ১৮১৪১; সূত্রধৃত কোন লীলা ১৮১৪৩; সূত্রবৃত্তি পাঁজি টাকা ১১৩১২৭; সূত্র মধ্যে আমি তাহা ২১৬১২১০; সূত্ররূপে কহি বিস্তার ২১২১২২৩; সূত্ররূপে মুরারি গুপ্ত ১১৩১১৪; সূত্ররূপে সেই লীলা ২৪১৬।

সূত্রের অর্থ ভাষ্য কহে ২৬১২২৩; সূত্রের করিলে তুমি ২১২৫১৭৩; সূত্রের পরিণামবাদ ২১২৫১৩৩; সূত্রের মুখ্যার্থ তুমি ২৬১২২৪।

সূদীপ্ত সাধিক এই ২৬১১১; সূদীপ্ত সাধিক ভাব হর্ষাদি ২৮১১৩৫।

সূপব্যঞ্জন ভাণ্ড ২৪১৭২।

সূপারক তীর্থে আইলা ২১২১২৫৩; সূর্য্যচন্দ্র বাহিরের ১১১৫৫; সূর্য্যচন্দ্র হরে ১১১৪৮; সূর্য্য জিনি মণিগণ ১৫১১০১; সূর্য্যদাস সরখেল ১১১১২২; সূর্য্যবিহু স্বতন্ত্র তার ২১২৫১২৭; সূর্য্য যেন চর্ম্মচক্ষে ২১২০১৩৫; সূর্য্য যেন সবিগ্রহ ১২১১৭; সূর্য্য যৈছে উদয় করি ২১১২৬৬; সূর্য্যশত সমকান্তি ২৮১১৬; সূর্য্যংশ কিরণ যৈছে ২১২০১০২; সূর্য্যের কিরণে মুখ ২১৩১৬১; সূর্য্যের মণ্ডল যৈছে ১৫১৩০; সূর্য্যোদয় হৈতে ঘাটি ২১২০১৩২৩।

সেই অংশ কহি তারে ১১৬২৫ ; সেই অংশ লঞা জ্যোত ১৫১৩৩ ; সেই অঙ্গ-তষ কৃষ্ণ ২২৪৮৫৫ ; সেই
অল্পম ভাই ৩৪২২ ; সেই অনুসারে লিখি ১১৩৪৫ ; সেই অন্ন কিছু হরিনামে ২১২১২৮ , সেই অন্ন নিও
যত ২২৪১২৮৪ ; সেই অপরাধে ইহার ৩৮২৫ ; সেই অপরাধে তার ১৫১২০২ ; সেই অপরূপ প্রেম ৩১৩৫২ ; সেই
অভিমানে সুখে ১৬৩৩২ ; সেই অভিনাবে করে ২১১২২৪ ; সেই অঘোষ হৈল ২১৫১২০ ; সেই অর্থ কহি ১২১৪ ;
সেই অর্থ চতুঃশ্লোকীতে ২২৫৭৮ ; সেই অর্থ নারদ ব্যাসেরে ২২৫৮০ ; সেই অর্থ হয় সব ২২৪১২২৬ ; সেই অর্থে শ্লোক
কৈল ৩১৭১ ; সেই অষ্ট শ্লোকের অর্থ ৩২০১৫৫ ; সেই আচরিব যেই শাস্ত্র ৩৩২০৮ ; সেই আচরিবে সন্তে
২১২৪৮ ; সেই আচার্যের গণ মহাভাগবত ১১২১১ ; সেই আচার্যের গণে মোর ১১২১৭৪ ; সেই আচার্য
যোগী ২২৪১০৫ ; সেই ঈশ্বরমুক্তি ২২০১২২৭ ; সেই উপাসক হয় ২২৪৮৩ ; সেই এক দণ্ড অষ্ট ২২০১৩২৩ ; সেই
ঐছে কহে তারে ২১৭১২৭ ; সেই কথা ক্রমে তুমি ৩৫১৭ ; সেই কথা প্রভু আগে ২৫৮ ; সেই কথা সভায় যথো
২১৬৩৩ ; সেই কবি সব ছাড়ি ৩৫১৪২ ; সেই কর্ম করার বাতে ৩৩১২৭ ; সেই কর্ম নিরন্তর ইহার ৩৮৭২ ;

সেই কহে ইহা হয় ৩১৬৭৬ ; সেই কহে তিন দিবসে ৩৩২৮ ; সেই কহে মোরে যদি ২১৬১৮ ; সেই কহে
হাস্ত কর ২১২০৮১ ; সেই কালিদাস যবে ৩১৬৩৬ ; সেই কালে আইলা সব ৩১০১৪২ ; সেই কালে এক বিপ্র
১৭১৫০ ; সেই কালে কৃষ্ণ তাঁরে ৩৪১৮৪ ; সেইকালে তপনমিশ্র ২১৭৭৭২ ; সেই কালে তুমি একা ২১১১৪৫ ;
সেইকালে দক্ষিণ হৈতে ২১০১৮২ ; সেইকালে দেবদাসী ৩১৩৭৭ ; সেইকালে দৈবযোগে ১১৩১৮ ; সেই কালে
নিজালয়ে ১১৩২৮ ; সেই কালে ভট্টাচার্যের ২১৬১২২ ; সেই কালে মহাপ্রভু ভক্ত ৩১০১৪১ ; সেই কালে যাই
করিহ ২১৩১৮০ ; সেই কালে রূপগোসাঞি ৩১৭৭৪ ; সেই কালে শ্রীঅদ্বৈত ১৪১২২৫ ; সেই কালে সে যবনের
২১৬১৫২ ; সেই কুণ্ডল কানে পরি ৩১৪১৪১ ; সেই কুণ্ডে যেই একবার ২১৮১৮ ; সেই কৃপা করিবে যাতে
৩৩২০৭ ; সেই কৃপা কারণ হৈল ৩৩১৬২ ; সেই কৃপা মোতে নাহি ৩২১৩৬ ; সেই কৃষ্ণ অবতারী ১২২১১ ;
সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ চৈতন্য ঈশ্বর ১৬৭৭১ ; সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ চৈতন্য গোসাঞি ১২১৬ ; সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য
১৭৭৭ ; সেই কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহে ২১৭১৩১ ; সেই কৃষ্ণ তুমি সাক্ষাৎ ২১২৩১ ; সেই কৃষ্ণ তুমি হেন মোর ২১২১৮ ; সেই
কৃষ্ণ নবদ্বীপে ১৫১৫ ; সেই কৃষ্ণনাম কভু ১৭৭২২ ; সেই কৃষ্ণপ্রাপ্তি হেতু ২১২৪১৫৭ ; সেই কৃষ্ণপ্রেম ফলে ১১২১৪ ;
সেই কৃষ্ণ ভজ তুমি ২১৫১৪২ ; সেই কৃষ্ণ সেই গোপী ১১৭১২২৫ ; সেই কৃষ্ণ গোপিকার ২১২১৩৬ ; সেই ঋগু কাঁই
পড়িল ২১৫১৪২ ; সেই খোলা আঠি চোকা ৩১৬৩৪ ; সেই গন্ধ পাঞা প্রভু ৩১২১৮৩ ; সেই গন্ধের বশ নাসা
৩১২১২১ ; সেই গাড়ে করে প্রভু ৩১৬৩২ ; সেই গীতি শ্লোকে ১৪১২৭ ; সেই গুণ লঞা প্রভু ৩১৬৪৬ ; সেই
গোপীগনমধ্যে ১৪১৭৬ ; সেই গোপীভাবামতে ২১৮১৭৭ ; সেই গোবর্দ্ধনের পুত্র ২১৬১২২০ ; সেই গ্রামে গিয়া কৈল
২১৮১৩১ ; সেই গ্রামে বিপ্রগৃহে ২১২২৫৮ ; সেই গ্রামের যত লোক ২৭১১০৩ ; সেই ঘর আমাকে দেহ ২১১১৬১ ;
সেই ঘরে তিন দিন ৩৩১৫৪ ; সেই চতুর্ভুজ মূর্তি ১১৭১২৮২ ; সেই চারি জনার বিলাস ২১২০১৭২ ; সেই চারি
যুগে ১৩১৫ ; সেই চিহ্ন পায়ে দেখি ১১৪১২ ; সেই ছলে নিস্তারয়ে ২১০১১০ ; সেই ছলে সেই দেশের ২১২৩ ; সেই
ছিত্র অগাপি ২১৫১২২ ; সেই জন আহ্লাদিতে ১৪১২৭ ; সেই জন নিজগ্রামে ২৭১২৭ ; সেই জন পায়
ব্রজে ২১৮১৭৮ ; ২১২১২১ ; সেই জন যায় চৈতন্যের ১১৭১২২২ ; সেই জল বংশ সহিত ২৭১১১২ ;
সেই জলবিন্দু কণা ২১৭১৩১ ; সেই জল লইয়া ২১২১১২০ ; ২১২১১২৩ ; সেই জল সবংশেতে
২১২১৭৭ ; সেই জল স্বন্ধে করে ১১২১৫ ; সেই জল দ্বীপুর্কষে ২১২৪১২৬ ; সেই জলে উর্দ্ধে শোধি
২১২১২৫ ; সেই জলে কৈল অর্দ্ধ ১৫১৮০ ; সেই জলে জীয়ে শাখা ১১২১৬৪ ; সেই জলে পুষ্ট স্বন্ধ
১১২১৩ ; সেই জলে প্রাঙ্গণ সব ২১২১১০০ ; সেই জলে শেষ শয্যায় ২১২০১২৪৪ ; সেই জানা তারে ৩১২১৭ ;
সেই জীব নিস্তরে মায়া ২১২০১০৬ ; সেই জীব সনকাদি সব ২১২৪১৩৩ ; সেই জীব হবে ইহা ৩৩৭৫ ; সেই
জীবে নিজ শক্তি ৩১২১৩ ; সেই ঝারিখণ্ডের পানী ৩৪১২৪ ; সেই ঠাকুর ধন্য তারে ৩৪১৪৬ ; সেই ত অংশের
কহি ১৫১৬২ ; সেই ত অনন্ত ধার ১৫১০৮ ; সেই ত অনন্ত শেষ ১৫১০৩ ; সেই ত ঈশ্বরতত্ত্ব ২১৬১৮২ ; সেই ত
করিবে তোমার ২১৬১২৭৮ ; সেই ত করিহ প্রভু লঞা ২১৪১১০ ; সেই ত কর্তব্য আমার ২১৬১১৪ ; সেই ত
কারণার্গবে ১৫১৪৭ ; সেই ত গোবিন্দ সাক্ষাৎ ১১২১৪ ; সেই ত গোসাঞি ইহা ২১১১৫২ ; সেই ত গোসাঞি
তুমি ২১৮১২১ ; সেই ত পত্নীর কথা ১১২১২৮ ; সেই ত পরাণনাথ ২১১৫০ ; ২১৩১১০৮ ; সেই ত পার্থান সব
২১৮১২০০ ; সেই ত পাষণ্ডী হয় ২১৮১০৭ ; সেই ত পুরুষ ধার ১৫৭৭৬ ; সেই ত পুরুষ হয় ২১২০১২৭ ; সেই ত
ব্রাহ্মণ নিজ সঙ্গে করি ২১৭১১৮১ ; সেই ত ব্রাহ্মণে নিজ দ্বার ৩৩১২৫ ; সেই ত ভূতের কথা ৩১৮১৫৩ ; সেই ত
মাধুর্য সার ২১২১২৮ ; সেই ত মায়া দুই ১৫১৫০ ; সেই ত স্নেহা, আর কলিহত ২১১১৮৮ ; সেই ত স্নেহা,
আর কুবুদ্ধি ১৩১৬৩ ; সেই ত স্নেহা পায় ৩২০১৮ ; সেই তিন জনের তুমি ১১২৪৫ ; সেই তিন জলশায়ী ১১২৪১ ;
সেই তিন সঙ্গে চলে ২১৭১১৩৮ ; সেই তিন স্নেহ কভু ১৪১২২২ ; সেই তিনের অংশী ১১২৪৬ ; সেই তুড়ুক কিছু না
৩৬১১৮ ; সেই তুমি সেই আমি ২১৩১২০ ; সেই তুমি হও হেন ১১৭১২০৮ ; সেই দশ দশা হয় ৩১৪১৪২ ;
সেই দশা কহে ভক্ত ৩১৮১৭৫ ; সেই দামোদর আসি ২১০১১৬ ; সেই দিন আমার এক ১১৭১১৮১ ; সেই দিন

আমি যাইতাম অৱাৱ ১২৬; সেই দিন গদাধর ২১৬২৮০; সেই দিন চলি আইলা ২১৬২১৭; সেই দিন তার ঘরে ২১৬১৮; সেই দিন মহাপ্রভুর ২১৬১১২৭; সেই দিন হৈতে প্রভুর ২১৬১২২; সেই দিন হৈতে শচী ২১৬১৫৭; সেই দিনে আমি অবশ্য ২১৬১৭; সেই দিনে এক বিপ্র ২১৬১৫৪; সেই দিনে ব্যয় করে ২১৬১২৫; সেই দুঃখ তাঁর শক্তো ২১৬১০০; সেই দুঃখ দেখি যেই ২১৬১০০; সেই দুই এক এবে ২১৬১৫০; সেই দুই কহে কলিতে ২১৬১০৬; সেই দুই গ্রন্থবাক্যে ২১৬১০৫; সেই দুই জগতেরে ২১৬১০৬; সেই দুই জন প্রভুর করে ২১৬১২৪; সেই দুই জন প্রভুর সঙ্গে ২১৬১২০৮; সেই দুই প্রভুর করি ২১৬১০১; সেই দুই ধার অংশ ২১৬১০৬; সেই দুই শিষ্য করি ২১৬১০৩; সেই দুই শ্রেষ্ঠ রাধা ২১৬১০৮; সেই দুই স্বন্ধে বহু ২১৬১২০; সেই দুই স্থান তুমি ২১৬১২৫; সেই দুইয়ের দণ্ড হয় ২১৬১০৮; সেই দুঃখ পান করি ২১৬১১৩; সেই দেশ জিনিলেন ২১৬১১২; সেই দেশাধ্যক্ষ নাম অৱাৱ ২১৬১০৮; সেই দেশে বিপ্র নাম ২১৬১০৮; সেই দেশে তাঁর করে ২১৬১০৫; সেই দেশে কৃষ্ণসঙ্গে ২১৬১২৩; সেই দোষে মায়া তার ২১৬১১৭; সেই দোষে মায়া পিশাচী ২১৬১১১; সেই দ্বারায় আর সব ২১৬১১১; সেই দ্বারে আচণ্ডালে ২১৬১০৬; সেই দ্বারে প্রবর্তাইল ২১৬১০৮; সেই দ্রব্যের এই স্বাদ ২১৬১০৩; সেই ধন করিহ নানা ২১৬১০১; সেই ধূলি লঞা কালিদাস ২১৬১২২; সেই নন্দসুত ইহা ২১৬১২৮৬; সেই নাম হয় তার ২১৬১০৮; ২১৬১০৬; সেই নামে আমি তোমা ২১৬১১৬৮; সেই নারায়ণ কৃষ্ণের ২১৬১২০; সেই নারায়ণের অঙ্গ ২১৬১০২; সেই নারী জীয়ে কেনে ২১৬১০৬; সেই নারী বসি করে ২১৬১০৩; সেই নিজ কার্য প্রভু ২১৬১০৫; সেই নিত্যানন্দ কৃষ্ণচৈতন্য ২১৬১২৮৭; সেই নেত্রে অবিস্মিত ২১৬১০৮; সেই নৌকা চড়ি প্রভু ২১৬১০২; সেই পত্নীতে লিখিয়াছে ২১৬১২২; সেই পত্নীদ্বারা জানি ২১৬১০৬; সেই পত্রে প্রভু এক ২১৬১০৮; সেই পথে আবেশে ২১৬১০৭; সেই পথে চলিলা প্রভু ২১৬১০৮; সেই পথে প্রভু লঞা ২১৬১০৮; সেই পথে বাইতে মন ২১৬১০০; সেই পথে সনাতন করিলা ২১৬১০৩; সেই পথে সনাতন চলে ২১৬১০২; সেই পদ্মনাথে হৈল ২১৬১০৭; ২১৬১০৬; সেই পদ্ম হৈল ব্রহ্মার জন্মসদ্ব ২১৬১০৬; সেই পদ্মে হৈল ব্রহ্মার জন্মসদ্ব ২১৬১০৫; সেই পরব্যোম ধামের ২১৬১০৫; সেই পরব্যোমে নারায়ণের ২১৬১০৩; সেই পরম পুরুষার্থ ২১৬১০১; সেই পরিকরণ সঙ্গে ২১৬১০৭; সেই পাটপদ্মে সাক্ষাৎ ২১৬১২১; সেই পানী লক্ষ্যে ইহার ২১৬১০৮; সেই পাপ ইহাতে মোর ২১৬১০৬; সেই পাপী দুঃখ ভোগে ২১৬১০০; সেই পাপে জানি ২১৬১০৫; সেই পুণ্যে এবে হৈলাম ২১৬১০৫; সেই পুরাতন পত্র ২১৬১০০; সেই পুরুষ অনন্ত কোটি ২১৬১০২; সেই পুরুষ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ২১৬১০৮; সেই পুরুষ বিরজাতে ২১৬১০৩; সেই পুরুষ মায়া পানে ২১৬১০৩; সেই পুরুষ সৃষ্টি স্থিতি ২১৬১০৮; সেই পুরুষদি সভার ২১৬১০৮; সেই পুরুষাধম এই ২১৬১০৫; সেই পুরুষের সর্কষণ ২১৬১০২; সেই প্রভু ধন্য ২১৬১০৫; সেই প্রভু নিত্যানন্দ সর্ব ২১৬১০১; ২১৬১০২; সেই প্রসাদান্ন গোবিন্দ ২১৬১০২; সেই প্রসাদান্নমালা ২১৬১০৮; সেই প্রেম প্রয়োজন ২১৬১০২; সেই প্রেমা যার মনে ২১৬১০৫; সেই প্রেমার আমি ২১৬১০৮; সেই প্রেমার শ্রীরাধিকা ২১৬১০৮; সেই প্রেমাস্বরের বৃক্ষ ২১৬১০৮; সেই প্রেমে পায় জীব ২১৬১০৭; সেই প্রেমে মত্ত করে ২১৬১০২; সেই ফেন লৈয়া শুভানন্দ ২১৬১০৫; সেই বচন শুন সেই ২১৬১০৬; সেই বনে কথোক্ষণ ২১৬১০০; সেই বন্যা তাসভারে ২১৬১০৮; সেই বপু ভিন্নাভাসে ২১৬১০২; সেই বপু সেই আকৃতি ২১৬১০৮; সেই বলদেব ইহা ২১৬১০৮; সেই বলরাম সঙ্গে ২১৬১০৫; সেই বস্ত্র সনাতন ২১৬১০৬; সেই বহির্ভাস সার্বভৌম ২১৬১০৮; সেই বাক্যে সরস্বতী ২১৬১০৭; সেই বাসায় হয় প্রভুর ২১৬১০৩; সেই বিজুলীখান হৈল ২১৬১০২; সেই বিপ্র কৃষ্ণদাসে ২১৬১০৫; সেই বিপ্র কৃষ্ণনাম ২১৬১০০; সেই বিপ্রঘরে দৌহে ২১৬১০৫; সেই বিপ্র তাঁরে কৈল ২১৬১০৮; সেই বিপ্র নিমজিয়া ২১৬১০৩; সেই বিপ্র নির্ভয় ২১৬১০৭; সেই বিপ্র প্রভুকে দেখায় ২১৬১০৭; সেই বিপ্র ভৃত্য চারি ২১৬১০২; সেই বিপ্র মহাপ্রভুর কৈল ২১৬১০৮; সেই বিপ্র মহাপ্রভুর মহাভক্ত ২১৬১০১; সেই বিপ্র রামনাম ২১৬১০৭; সেই বিপ্রে সাধে লোক ২১৬১০২; সেই বিভিন্নাংশ জীব ২১৬১০৮; সেই বিষ্ণু যার অংশ ২১৬১০২; সেই বিষ্ণু শেষরূপে ২১৬১০০; সেই বীজ বৃক্ষ হঞা ২১৬১০৬; সেই বীরভদ্র গোসাক্ষির ২১৬১০১; সেই বুঝে গৌরচন্দ্রে ২১৬১০৫; সেই বুঝে দৌহার পদে ২১৬১০৭; সেই বুঝে বর্ণে ২১৬১০৫; সেই বুদ্ধি

দেন তারে ২২৪১২৪ ; সেই বৃক্ষফুলে বসিলা ৩১১২৫ ; সেই বেজন করি ভিক্ষা ৩১২১৬২ ; সেই বেশ কৈল
 এবে ২৩৩৭ ; সেই বৈষ্ণবের নাম ২১৪১১৭২ ; সেই বৈষ্ণব করি তার ২১৫১১১১ ; সেই বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ ২১৬১৭১ ;
 সেই বোলে এই দেখ ৩১৬১৭৮ ; সেই ব্যঞ্জনে আচার্য্য ২৩৮৬ ; সেই ব্যাখ্যা করে যাই ৩১৭১৮৮ ; সেই ব্রজে ব্রজজন
 ২১৩১৩৬ ; সেই ব্রজেশ্বর ইহা ১১৭১২৮৫ ; সেই ব্রজেশ্বরী ইহা ১১৭১২৮৫ ; সেই ব্রহ্ম গোবিন্দের ১২১১০ ; সেই
 ব্রহ্ম বৃহদ্বস্ত ২৩১৩৩১ ; সেই ব্রহ্মশব্দে কহে ২২৪১৫৪ ; সেই ব্রহ্মে পুনরপি ২৩১৩৩৪ ; সেই ভক্ত তাই আসি
 ২১৮১৩৮ ; সেই ভক্ত ধন্য যে না ৩১৪১৪৫ ; সেই ভক্তগণ এবে ১১০১১২৭ ; সেই ভক্তগণ হয় দ্বিবিধ ১১৩১৩১ ;
 সেই ভট্টাচার্য্যের প্রভু ২৩১২০০ ; সেই ভক্ষ্য ভোজ্যপান ৩১৬১২২১ ; সেই ভাগের ইহা স্ত্রমাত্র ২১১১৭ ; সেই
 ভাগ্যবান্ যেই ৩১০১১৫৮ ; সেই ভাত ব্যঞ্জন প্রভু ৩১৮৫৬ ; সেই ভাত রঘুনাথ রাত্রে ৩৩৩১০ ; সেই ভাব গাঢ়
 হৈলে ২২৩০২ ; সেই ভাব সেই কৃষ্ণ ২১৭১৩০ ; সেই ভাব হয় প্রভুর ২২১১০ ; সেই ভাবাবিষ্ট যেই ৩৫১৪৬ ;
 সেই ভাবাবিষ্ট হৈয়া ধূয়া ২১৩১১২২ ; সেই ভাবাবেশে প্রভু পড়ে ২১৩১২২৭ ; সেই ভাবাবেশে
 প্রভু প্রতি-ভক্ত ৩১৫১২২ ; সেই ভাবে অল্পগত ১৩৭৭৫ ; সেই ভাবে আপনাকে ৩১৪১১৩ ; সেই ভাবে
 কহে ১৫১১১৭ ; সেই ভাবে নিজ বাহ্য ১১৪১১৮০ ; সেইভাবে প্রভু সেই ৩২০১৩৭ ; সেই ভাবে মত্ত
 ১১৪১২৫ ; সেই ভাবে সুখ দুঃখ ১১৪১২০ ; সেই ভিতে হাত দিয়া ২১৫১৮৪ ; সেই ভূঞা সঙ্গে হয় ২২০১১৭ ;
 সেই ভেদে নানা প্রকার ২১৪১১৩০ ; সেই মত উন্মাদ প্রলাপ ১১৩১৩০ ; সেই মত পশ্চিম দেশ ২১৮১২১১ ; সেই
 মত বৃন্দাবনে ২১৮১৫০ ; সেই মনুজ্য শিবানন্দ সেনেরে ৩৩২৪৬ ; সেই মহাভাবরূপা ২১৮১২৩ ; সেই মহাভাব হয়
 ২১৮১২৫ ; সেই মানে কৃষ্ণে মোর ৩২০১২৩ ; সেই মুক্তা পরাই ২৫১১২২ ; সেই মুখে এবে সদা ২১২১১৮০ ; সেই
 মুখ্য অর্থ ব্যাস ২৩১২২৫ ; সেই মুরারি গুপ্ত এই ২১৫১১৫৭ ; সেই মৃগমদে বিচিত্রিত ২১৮১৩২ ; সেই মৃত্তিকা লয়
 লোক ২১১১৫৫ ; সেই ম্লেক্ষ মধ্যে এক ২১৮১১৭৫ ; সেই মাই আর গ্রামে ২১৭১১০১ ; সেই মাই নিজ গ্রামে
 ২১৭১১০০ ; সেই যার হয় ফেলা ৩১৬১২৩ ; সেই যুক্তি কর ২৩১১৭৫ ; সেই রঘুনাথ দাস ১১০১১০১ ; সেই রস
 আশ্বাদিতে ১১৪১১৮২ ; সেই রসাবেশে প্রভু ২১৪১২১৫ ; সেই রাজপুত্র মূল্য ৩৩২২২ ; সেই রাজপুত্রের স্বভাব
 ৩৩২২৩ ; সেই রাজা জিনি লৈল ২৫১১২০ ; সেই রাত্রি গোঙাইলা ২১৭১৮৮ ; সেই রাত্রি তার ঘরে ২৩১৩২৬ ; সেই
 রাত্রি তাই প্রভু ২৪১১৬ ; সেই রাত্রি তাই রহি তাঁরে কৃপা ২৩১২০১ ; সেই রাত্রি তাই রহি ভক্তগণ ২৫১৬ ;
 সেই রাত্রি সব মহাস্ত ২১৬১২২ ; সেই রাত্রে অমোঘ ২১৫১২৬২ ; সেই রাত্রে এক সিংহ ১১৭১১৭২ ; সেই রাত্রে
 তাই রহি ২১৮১৬ ; সেই রাত্রে প্রভু ১৫১১৫৮ ; সেই রাত্রে জগন্নাথ ২১৬১৭২ ; সেই রাত্রে দেবালয়ে ২৪১১৫৬ ;
 সেই রাত্রে প্রভু তাই ২১১২১৪ ; সেই রাধার ভাব লঞা ১১৪১১৭২ ; সেই রাম শ্রীচৈতন্য সঙ্গে ১৫১০ ; সেই রূপ
 ব্রজাশ্রয় ২২২১১০১ ; সেই রূপে এই রূপে দেখি ১১৭১১০৭ ; সেই লিখি মদনগোপাল ১১৮১৭৪ ; সেই লিখি যেই
 মহাস্তের ২১৭১৪২ ; সেই লিখি যেই শুনি ১৩১১০১ ; সেই লীলা মহাপ্রভুর ২১২১১৬২ ; সেই লীলা মোরে প্রভু
 ৩১১১৩১ ; সেই লোক প্রেমে মত্ত ২১৭১২৫ ; সেই লোক বৈষ্ণব কৈল ২১৭১১৪ ; সেই শক্তিদ্বারে সুখ ২১৮১২০ ;
 সেই শক্তগণ হৈতে ২১৩১১৫০ ; সেই শব্দে গমন মোর ২৫১২৮ ; সেই শব্দে সরস্বতী ৩৫১১২৮ ; সেই শাস্ত্রে কহে
 ১১৭১১৫০ ; সেই শুদ্ধ ভক্ত তোমা ৩৩১৭৪ ; সেই শ্রেষ্ঠ ঐছে যাতে ৩১৬১২৫ ; সেই শ্লোক আশ্বাদিতে ৩২০১৬ ;
 সেই শ্লোক পঢ়ি আপনে ৩১৫১১২ ; সেই শ্লোক পঢ়ি প্রভু ৩১২১৮৫ ; সেই শ্লোক পঢ়ি প্রলাপ ৩১২১৩৩ ; সেই শ্লোক
 প্রভু লঞা ৩১১৭৭ ; সেই শ্লোক মহাপ্রভু ৩১৫১৫৫ ; সেই শ্লোক শুনি রাধা ২১৩১১৫২ ; সেই শ্লোকাষ্টকের অর্থ
 ৩২০১৩০ ; সেই শ্লোকে আইসে ২৩১৩৩৩ ; সেই শ্লোকে কহি ১১৩১২ ; সেই শ্লোকের অর্থ কেহো ২১১৫২ ; সেই
 শ্লোকের অর্থ শ্লোক ৩১১৬৭ ; সেই সঙ্গে রঘুনাথ ৩৩১১৭৭ ; সেই সতী প্রেমবতী ২১৩১১৪৬ ; সেই সত্য স্মরণার্থ
 ২২৫১২৮ ; সেই সব অস্ত্র হয় ১৩১৫৮ ; সেই সব কথা আগে ২৩১২৫৪ ; সেই সব গুণ তাঁর ১১৮১৫৩ ; সেই সব
 তীর্থ ল্পাশি ২৩১৩ ; সেই সব দয়ালু মোরে ২১২১৭ ; সেই সব দেখি এই ৩১১৪২০ ; সেই সব বৈষ্ণব প্রভুর ২৩১১১ ;
 সেই সব মহাদক্ষ ১১৭১২৮ ; সেই সব রসতত্ত্ব বস্তু ২১৮১৮০ ; সেই সব রসামৃতের ২১৮১১১ ; সেই সব লঞা প্রভু

২১৫১২; সেই সব লভ্য এই ২১৫১২০৮; সেই সব লীলা লেখি অ২২৫৭; সেই সব লীলারস অ২০১৩১; সেই সব লীলার আমি ২১২০১৬৪; সেই সব লীলার ভূমিতে ১৮৮৪৫; সেই সব লোক পথে ২১৩২৪২; সেই সব লোক হয় ২১৩১৬৪; সেই সব লোকে প্রভু প্রসাদ ২১৮১১১৭; সেই সব লোক প্রভুর দর্শন ২১৩২; সেই সব লোক পড়ি ২২১১০০; সেই সব সূত্র লৈয়া ২১২৫৪৫; সেই সতে সাধুসঙ্গে ২১২৪৮৮; সেই সরোববে গিয়া ২১২৫২২৭; সেই সর্ব বেদের ১৭১১৩৫; সেই সাধ্য পাইতে আর ২১৮১৬৬; সেই সিংহ বস্তুক ১৩২৪; সেই স্তবে ময় রয়েছে ১৪১২০২; সেই স্তবে মন্ত কিছু ১৩২২; সেই সূত্র এই তার ১৫১২০৭ সেই সূত্রে যেই স্বর্গ ২১২৫৮৩; সেই সে এসব লীলা ২১৭১০৭; সেই সে তাহারে কৃষ্ণ ২১১১২০; সেই সে বুঝিতে পারে ২১২১২; সেই সেই আচার্য্যের কুপার ১১২১৭৩; সেই সেই ভক্ত স্তবে অ২২১২২; সেই সেই ভাবাবেশে অ২০১৫২; সেই সেই ভাবে নিজ অ২০১৫; সেই সেই ভাবের শ্লোক অ২০১৫২; সেই সেই রসে প্রভু ১১৭১২২২; সেই সেই সেবনের ২১২১১৮৫; সেই সেই সেবা মধ্যে ২৪৮৬; সেই সেই স্থানে কিছু ১১৩০৪৭; সেই সেই স্বভাবে কৃষ্ণ ১১৪১১৫১; সেই সেই হয় বিলাস ২১০১১৭৭; সেই স্বক্কে যত প্রেমকল ১১২২৪; সেই স্থানে গোপীনাথ ২৪১১৪১; সেই স্থানে ভোগ লাগে ২১৩১৮৮; সেই স্থানে রাখিল গোসাক্ষি অ১৩৬২; সেই স্বপ্ন পরতেথ ২১৮৮০; সেই স্বাভাৱ্য লক্ষ্মী ২১২১৮০; সেই হাজিপুরে রয়ে ২১২০৩৭; সেই হাতে ফল ছুঁইল ২১২৫৮২; সেই হেতু বৃন্দাবন ২১৩২৭৫; সেই হৈতে অভ্যন্তর অ১৫০; সেই হৈতে ঈশ্বরপুরী অ১৩০; সেই হৈতে একাদশী ১১২৫৮; সেই হৈতে কৃষ্ণ নাম ২১২২৫; সেই হৈতে গোপালের ২১৫১৩২; সেই হৈতে জিহ্বা মোর ১১৭১১২০; সেই হৈতে ভট্টাচার্য্যের ২১৩২১৩; সেই হৈতে ভাগ্যান ২১২১৬৫; সেই হৈতে রহি আমি ২৪৪২; সেই হৈতে সন্ন্যাসীর ১৭১১৪২; সেই ক্ষণে আসি প্রভু ২১৭১৩৭; সেই ক্ষণে গৌর কৃষ্ণ ভূমি ১১৩১২০; সেই ক্ষণে জাগি নিমাক্ষি ১১২৪৮; সেই ক্ষণে দিব্য দেহে অ২১১৪৬; সেই ক্ষণে ধাইঞা প্রভু ১১৭১২৩৮; সেই ক্ষণে নিজ লোক অ১৫১; সেই ক্ষণে বৃন্দাবনে ১৫১১৭৭; সেই ক্ষেত্রে রয়ে এক ২১৩৮৭।

সেকজল পাঞা ২১২১৪২।

সেতুবদ্ধ আর গোড় ১১৩৩৪; সেতুবদ্ধ পর্য্যন্ত কৈলা ১৭১১৬০; সেতুবদ্ধ স্থান রাশেখর ২১১১০৭; সেতুবদ্ধ হৈতে আমি ২১৭১১১; সেতুবদ্ধে আসি কৈল ২১২১৮৪।

সেন কহে যে জানিল অ১০১৪২।

সেবক কহে গোসাক্ষি মোরে অ১৩৪৪; সেবক কহে রঘুনাথ অ১৪৫; সেবক যোগায় তাহুল ১৫১১৭০; সেবক রক্ষক আর অ১৬৮; সেবক সব গতাগতি অ১৪১২২; সেবকে কহিল দিন অ১৬৩; সেবকে তাহুল লঞা অ১৬৬; সেবকে লাগায় ভোগ ২১২১২১৭; সেবকের প্রাণদণ্ড নহে অ১৪৫।

সেবা অঙ্গীকার করি আছে ২১৫১১৮; সেবা অঙ্গীকার করি জগৎ ২৪১১৭২; সেবা আজ্ঞা পাঞা হৈল ২১৪১২৩৭; সেবা করি কৃষ্ণে স্তব ২১২১১৭২; সেবা করি নৃত্য করে ২১৭১৮৩; সেবা ছাড়িয়াছে তারে অ১৬২; সেবা না করিহ, স্তবে অ১৩২৫; সেবা নামাপরাধাদি ২১২১৬৩; সেবা যেন করে আর অ১৬৩; সেবা লাগি কোটি অপরাধ অ১০১২০; সেবা সারি রাত্রে করে অ১২১৩; সেবার অধ্যক্ষ ১৮৫০; সেবার নির্বন্ধ লোক ২৪১১০৮; সেবার সৌষ্টব দেখি ২৪১১১৩।

সেব্যবুদ্ধি আরোপিয়া অ১১৮; সেব্য ভগবান্ সব মন্ত ২১২৪১২৪২; সেব্য-সেবক ভাব ছাড়ি অ১২৪৪।

সেহ কৃষ্ণপ্রেম মন্ত ২১৮১১১৪; সেহ গোবিন্দের অংশ ১২১১২; সেহ ত ভক্তের বাক্য ১২১২০; সেহ মহাবৈষ্ণব ১৮৮৩৪; সেহ মোর প্রিয় অগ্রজন ১১০১৮০।

সেহো এক জীবের ১১১৫২; সেহো চিড়া দধি কলা অ১২২; সেহো ত কৃষ্ণের লাগি ১৪১১৫০; সেহো ত সম্ভবে তাঁতে ১৫১১১০; সেহো ভোমার অংশ ১৩৫৫; সেহো ভোমার নাম জানে ২১৭১২২১; সেহো

নহে যাতে কর্তা ১৫৫৪ ; সেহো ফল খায় ১৯৪৮ ; সেহো মোর প্রিয় অচ্যুত ২১৫১০২ ; ২১৫১২৭৮ ; সেহো
রহু ব্রজে যবে ২২১১১১ ; সেহো রহু সর্বজ্ঞ ২২১১১০ ।

সৈন্ত্যসঙ্গে চলিয়াছি ২১৬২৭১ ।

সোণার মূল হল ১১০১৭১ ।

সোরোক্ষেত্রে আগে যাঞা ২১৮১৩৪ ; সোরোক্ষেত্রে আসি প্রভু ২১৮১২০৪ ।

সোল্লু বচনরীতি ২২৫৬ ।

সৌদামিনী পীতাম্বর ৩১৫৫৮ ; সৌন্দর্য্য ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্য ২২০১৪২ ; সৌন্দর্য্য কুঙ্কুম ২১৮১৩১ ; সৌন্দর্য্য
দেখিতে তবু ২১৩১৪২ ; সৌন্দর্য্য দেখিতে ভূমে ৩১৫৫০ ; সৌন্দর্য্য প্রেমাবেশ দেখি ২১৮৮২ ; সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য কৃষ্ণলীলার
২১৮২৮০ ; সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য প্রেম ৩৪৩৩ ; সৌন্দর্য্যাদি দেখি ভট্টের ২১৮১৬২ ; সৌভর্য্যাদি প্রায় সেই ২২০১৪২ ;
সৌভাগ্য তিলক চারুললাটে ২১৮১৩৭ ।

স্বপ্নক্ষেত্রতীরে কৈল ২১৯১২ ; স্বপ্নের উপরে বহু ১৯১৫ ।

স্তন পান করে প্রভু ১১৪৩২ ; স্তন পিয়াইতে পুত্রের ১১৪১২ ; স্তব শুনি প্রভুরে কহয়ে ২১৯২৬৪ ;
স্তব্ব হঞা মূল শাখা ২১৯১৪২ ; স্তব্ব কম্প পুলকান্দ ২৩১৫২ ; স্তব্ব কম্প প্রবেদ ২১৯৬২ ; স্তব্বভাব পথে হৈল
৩১৪৮৫ ; স্তব্ব শ্বেদ অশ্রু কম্প ২১৮২২ ; স্তব্ব শ্বেদ পুলকান্দ ২১৩১৭২ ; স্তব্বাদি সাত্বিক অন্তর্য্যবের ২২৩৩১ ;
স্তব্বিল স্বর্ঘ্যের গতি ৩২০১৪৮ ; স্ততি করি এই পাছে ২২১১২ ; স্ততি করি কহে ২১০১৪২ ; স্ততি করে পুলকান্দ
২১৬১০৩ ; স্ততি প্রণতি করি ২১৯১৪ ; স্ততি ভক্ত্য করেন ১৬৩৩৭ ; স্ততি শুনি মহাপ্রভু ২১৬১২৫ ; স্ত্রী কহে জাতি
নহ ২২৫১৪৫ ; স্ত্রী গায় বলি গোবিন্দ ৩১৩৮২ ; স্ত্রী-দরশন সম বিষের ২১১১৬ ; স্ত্রীধন দেখাইয়া তাঁর ২১৯২১০ ;
স্ত্রীপুত্র কহে বিষ ২১৫৪০ ; স্ত্রীপুত্র জাতিবন্ধুর ২১৫৩৫ ; স্ত্রীপুত্র সহিতে রামচন্দ্রে ৩১১৫৩ ; স্ত্রী-পুরুষ কেবা গায়
৩১৩১৭২ ; স্ত্রীবালবন্ধু আর ২১৮১১২ ; স্ত্রী বৃদ্ধ বালক যুবা ১১৭২৩ ; স্ত্রী মারিতে চাহে রাজা ২২৫১৪৬ ; স্ত্রীর নাম
শুনি ৩১৩৮৩ ; স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু ২২২১৪২ ; স্ত্রী সব দুঃখ দিয়া ২১৪২২ ; স্ত্রী সব দূরে ছেতে কৈল ৩১২১৪১ ;
স্ত্রীম্পর্শ হৈলে আমার ৩১৩৮৪ ।

স্বাগু পুরুষ যৈছে ২১৮১০১ ; স্থান লেপি ক্ষীর লঞা ২১৪১২০ ; স্থানে স্থানে ভাগবতে ২২১১২২ ; স্থাবর-জন্ম
দেখে ২১৮২২৭ ; স্থাবর-জন্ম মিলি ২১৭১১২৬ ; স্থাবর জন্ম হৈল ১১৩১২৬ ; স্থাবর জন্মের প্রথম ৩৩৬৩ ; স্থাবর
জন্মের সেই ৩৩৬৪ ; স্থাবর দেহে দেবদেহে ২১৮২১১ ; স্থাবর পর্য্যন্ত কৃষ্ণনাম ৩১৬৬৪ ; স্থাবর হইয়া ধরে ১৯৩০ ;
স্থাবরের শব্দ লাগে ৩৩৬৫ ; স্থায়িভাব রস হয় ২২৩২৮ ; স্থায়িভাবে মিলে যদি ২১৯১৫৪ ; স্থিতিকর্তা বিষ্ণু ১১৪১৭ ;
স্থিরচর জীবের সব ৩৩৭১ ; স্থির হঞা ঘরে যাহ ২১৬২৩৫ ; স্থির হইয়া ভট্টাচার্য্য ২১৬১২২ ; স্থূল এই পঞ্চদোষ
১১৬৭৮ ; স্থূলস্থল জগতের তেঁহো ২১৮১৮২ ; স্থূলে দুই অর্থ স্থূলে ২২৪১২০৪ ।

স্মান করাইয়া পুন ৩১৫৮১ ; স্মান করি কপাট খুলি ২১৪১২২ ; স্মান করি কৈল জগন্নাথ ৩১৯১২৬ ; স্মান
করি গোলা আদি ২১৯২১৭ ; স্মান করি তাঁহা মুক্তি ২১৫১২৮৭ ; স্মান করি নানা ব্যঞ্জন ৩১২১২২ ; স্মান করি প্রভু
প্রাতঃকালে ২১৭১৩১ ; স্মান করি বৃক্ষতলে ২১৪১২২ ; স্মান করি মহাপ্রভু ঘরে ৩১৪১১১ ; স্মান করি মহাপ্রভু
দরশনে ৩১৪১৭৪ ; স্মান করিতে যবে যান ১১৭১৫১ ; স্মান করিবারে আইলা ২১৮১২২ ; স্মান দর্শন ভোজন ৩১৫৫ ;
স্মান ভিক্ষাদি নির্ঝাঁহ ২১৭১২১৫ ; স্মান ভোজন কর আপনে ৩২১৩৮ ; স্মানযাত্রা কবে হবে ২১১১৫০ ; স্মানযাত্রা
দেখি প্রভু পাইল ২১১১৫১ ; স্মানযাত্রা দেখি প্রভু সঙ্গে ২১১১২৪ ; স্মানসঙ্ঘা দস্তধাবন ২১৬২০৩ ; স্মানাদি করায়,
পরায় ৩৫৩৭ ।

স্নেহ করি বার বার ২১২১১৫ ; স্নেহবশ হঞা করে ২১০১৩৬ ; স্নেহভক্তি করি কিছু ২১৬১১২ ; স্নেহ-
লেশাপেক্ষামাত্র ২১০১৩৬ ; স্নেহেতে রাঙ্কিল প্রভুর ৩২১০৭ ।

স্পর্শ মাত্রে সেই ভূত ১১৮৪৬ ; স্পর্শবার কার্য আচুক ২১১৭৭ ।

স্ফুট করি কহ তুমি ১১৭১৭০ ; স্ফুট নাহি করে দোষগুণের ১১৬১২৪ ।

স্বদুর্ভিক্ষানে তেঁহো তাহা ২১৫১৫৪ ।

স্বকর্ম করিতে সেই ২১২১১২ ; স্বকর্মফলভুক পুমান্ ৩২১১৬১ ; স্বকলিত ভাগ্যমেঘে ২১৬১৩০ ; স্বকীয়া পরকীয়া ১৪৪৪১ ।

স্বগণ চড়াইল প্রভু ২১৬১২৩ ; স্বগণসহ মহাপ্রভুর ৩৭১২২৫ ; স্বগণ সহিত প্রভু ২১৬১২৪ ; স্বগণ সহিত মোর মানিল ৩৭১০৫ ; স্বগণ সহিতে চৈতন্তের ১৬৩০ ; স্বগুণে পাণ্ডিত্যে সভার ৩৪১০৭ ।

স্বচরণ দিয়া করে ইচ্ছার ২১২৪৭২ ; স্বচরণায়ত দিয়া বিবয় ২১২১২৬ ; স্বচরণে ভক্তি দেহ ৩১১১৬ ।

স্বচ্ছ ধৌত বস্ত্রে ১৪৪১৪৬ ; স্বচ্ছন্দ আচার কর ৩৩১১৩ ; স্বচ্ছন্দে আসিয়া যৈছে ২১৪১১০ ; স্বচ্ছন্দে করেন জগন্নাথ ৩৬২১৬ ; স্বচ্ছন্দে করেন সভে ৩৮২১ ; স্বচ্ছন্দে তোমার সঙ্গে ৩৩১১৮ ; স্বচ্ছন্দে দর্শন করাইহ ২১১১০৭ ; স্বচ্ছন্দে নিমজ্জন প্রভুর ৩৮২১ ।

স্বজনমৃত্যুভয়ে কহে ২১৫১৮৩ ; স্বজনে করয়ে যত ১৪৪১৪৪ ।

স্বতঃপ্রমাণ বেদ প্রমাণ শিরোমণি ১৭১২২৫ ; স্বতঃপ্রমাণ বেদ সত্য ঘেই ২১৬১২২ ; স্বতঃপ্রমাণ বেদবাক্য ২১৬১৬২ ; স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান তবে ১১৪৮৪ ।

স্বতন্ত্র ঈশ্বর তাঁর আজ্ঞা ২৪১১৬৩ ; স্বতন্ত্র ঈশ্বর তুমি করিবে ২৭৭৪৮ ; স্বতন্ত্র ঈশ্বর তুমি স্বয়ং ২১৭৭৭৬ ; স্বতন্ত্র ঈশ্বর তুমি হও ৩১১২৮ ; স্বতন্ত্র ঈশ্বর প্রভু অত্যন্ত ১৮৮২৮ ; স্বতন্ত্র ঈশ্বর প্রভু কভু না ২৭৭৩২ ; স্বতন্ত্র ঈশ্বর প্রভু করে নানা ২১২১২০০ ; স্বতন্ত্র ঈশ্বর প্রেম ১৮৮১৮ ; স্বতন্ত্র কৃষ্ণের ইচ্ছা ৩১১১২৩ ; স্বতন্ত্র লীলার দুঃখ ১৫১২২২ ; স্বতন্ত্র হইয়া সভে ২১১২৫৭ ।

স্বনিমিত্ত অপরাধাভাসে ৩১০১২৩ ।

স্বপ্ন দেখিল যেন ৩৩৩৪ ; স্বপ্নে ঠাকুর আসি ২৪১২২৫ ।

স্বপ্ন দেখি পুরীগোসাঞি ২৪১০৭ ; স্বপ্ন দেখি পূজারী ২৪১২২২ ; স্বপ্ন দেখি মিশ্র আসি ১১৬১১২ ; স্বপ্ন দেখি শ্রীরূপ ৩১৩৮ ; স্বপ্ন দেখি সেই বালক ২৪৩৪ ; স্বপ্ন দেখি সেই রাণী ২৫১১৩০ ; স্বপ্নপ্রায় কি দেখিছ ২১২৩৫ ; স্বপ্ন ভঙ্গ হৈলে ১৫১১৭৫ ; স্বপ্নাবেশে প্রেমে ৩১৪৩৬ ; স্বপ্নে এক বিপ্র কহে ১১৬১১০ ; স্বপ্নেও না করে তেঁহো ২১০৭৭ ; স্বপ্নের দর্শনাবেশে ৩১৪৩০ ; স্বপ্নের বৃত্তান্ত সব কৈল ১১৬১১২ ; স্বপ্নের বিপ্র কৈল ২১৬১২২ ; স্বপ্নেহো ছাড়িল সভে ৩২১১৪২ ।

স্বপ্নভাবে লোকে সব ২১২৬০ ।

স্ববচন স্থাপিতে আমি ৩৭১২৫ ; স্ববাক্য ছাড়িতে ইহার ২৫১৮৩ ।

স্বভক্তের গাঢ়রূপ ৩২১১৬৬ ।

স্বমত কল্পনা করে ১১২১৭ ; স্বমাধুর্য্য আশ্বাদিতে ১৬৩৪৪ ; স্বমাধুর্য্য দেখি ১৪১১১২ ; স্বমাধুর্য্য প্রেমানন্দ রস ১১৭১৩০৭ ; স্বমাধুর্য্য রাধাপ্রেমরস ১১৭১২৬২ ; স্বমাধুর্য্য করে সদা ২১১১১৭ ; স্বমাধুর্য্য লোকের মন ১৫১১২২ ।

স্বয়ং ভগবন্ত পিছে ১২১৬৮ ; স্বয়ং ভগবন্তে কৃষ্ণ হরে ২১২১৩৪ ; স্বয়ংভগবন্তে ভগবন্তে ২১২৫৬১ ; স্বয়ং ভগবান্ আর ২১২০২০২ ; স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ একলে ১৭৭৫ ; স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ কৃষ্ণ পরতত্ত্ব ১২১৫ ; স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ কৃষ্ণ সর্বাশ্রয় ১২১৮২ ; স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ গোবিন্দাপর ২১২০১৩০ ; স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ চৈতন্ত ৩২১৬৬ ; স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্র ১২১২২০ ; স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণের এই স্বভাব ২১২১৩০ ; স্বয়ং ভগবান্ যেই ১১৭১৩০৪ ; স্বয়ং ভগবান্ শব্দের ১২১৭৪ ; স্বয়ং ভগবান্ সর্ক অংশী ২১২৫১৩২ ; স্বয়ং ভগবানের কর্ম নহে ১৪৭৭ ; স্বয়ং

ভগবানের কৃষ্ণ ১১২৬০; স্বরূপ এক কৃষ্ণ ২১২০১৩০; স্বরূপ কৃষ্ণের কায়বাহ ১১১৪২; স্বরূপ ভদ্রকায়রূপ ২১২০১৩৮; স্বরূপে গোপবেশ ২১২০১৪৮; স্বরূপে স্বয়ংপ্রকাশ ২১২০১৩০; স্বরূপ বিশ্রাম, দীর্ঘবিষ্ণু ২১১৭১৮০।

স্বরূপ অর্থে দুই পার্শ্বে ২১২২০৫; স্বরূপ অমৃতবি তাঁরে ২১২৫১৭; স্বরূপ আজ্ঞায় গোবিন্দ ৩১২২০২, স্বরূপ উঠি কোলে করি ৩১৭৫৭; স্বরূপ ঐশ্বর্য্য করি ২১২৪৫৩; স্বরূপ ঐশ্বর্য্য তাঁর ১১৭১৩২; স্বরূপ ঐশ্বর্য্য-পূর্ণ ২১২০১২৬৭; স্বরূপ কহে উঠ প্রভু ৩১৪১৭০; স্বরূপ কহে এই বলভদ্র ২১১৭১৪; স্বরূপ কহে এই মিথ্যা ৩১২১৫৫; স্বরূপ কহে এই শ্লোক ৩১১০০২; স্বরূপ কহে ঐছে অমৃত ৩১৩০১৩; স্বরূপ কহে কৃষ্ণলীলা ৩১১১১০; স্বরূপ কহে গোপীমান ২১৪১১৩৮; স্বরূপ কহে আনি রূপা ৩১১৭৮; স্বরূপ কহে তথাপি মায়্যা ৩১২০৭৭; স্বরূপ কহে তাঁর হয় ৩১৩৮৬৬; স্বরূপ কহে তুমি আমা ৩১৭১২১; স্বরূপ কহে তুমি গোয়াল ৩১৫০৮; স্বরূপ কহে তোমার ইচ্ছা ৩১৩১২২; স্বরূপ কহে প্রভু বসি ৩১১১৮২; স্বরূপ কহে প্রভু মোর ২১০১২২০; স্বরূপ কহে প্রেমবতীর ২১৪১২২৫; স্বরূপ কহে মনে কিছু ৩১২৬৮; স্বরূপ কহে মহাপ্রভুর ৩১২০৩; স্বরূপ কহে যবে এই ৩১১৮২; স্বরূপ কহে যারে তুমি ৩১৮৬১; স্বরূপ কহে শুন প্রভু ২১৪১২২০; স্বরূপ কহেন, প্রভু করেন ২১২৫১২০৫; স্বরূপ কহেন যাতে আনিল ২১১৬৬; স্বরূপ কহেন শ্রীবাস ২১৪১২০৫; স্বরূপ গায় রায় করে ৩১৫১২৪; স্বরূপ গোবিন্দ দুই ৩১৪১৫৪; স্বরূপ গোবিন্দ দৌহার ৩১২০৫৮; স্বরূপ গোবিন্দ দ্বারায় ৩১২২২৮; স্বরূপ গোবিন্দ শুইল ৩১২০৫৩; স্বরূপগোসাঞি আদি ৩১১১৪৮; স্বরূপগোসাঞি আর রঘুনাথ ৩১৪১৬ স্বরূপগোসাঞি আর রামানন্দ ৩১১১১৪; স্বরূপগোসাঞি আর রায় ৩১১০৫; স্বরূপগোসাঞি আসি পণ্ডিতে ৩১৩১৫; স্বরূপগোসাঞি কড়চায় ৩১২৫৬; স্বরূপগোসাঞি করে কৃষ্ণলীলা ৩১৪১৫২। স্বরূপগোসাঞি কহে শুন ৩১১৩৬; স্বরূপগোসাঞি কহিলেন ৩১১১৭৭; স্বরূপগোসাঞি কিছু ৩১২০২৮; স্বরূপগোসাঞি কৈলা বিগ্রহ ৩১০১০২; স্বরূপগোসাঞি গায় বিদ্যাপতি ৩১৭৫৮; স্বরূপগোসাঞি গোড়ে ৩১১৮; স্বরূপগোসাঞি জগদানন্দ গোবিন্দ ৩১১১৩৮; স্বরূপগোসাঞি জগদানন্দ দামোদর ২১২১১৬০; স্বরূপগোসাঞি জানে, না কহে ২১৩১২৮; স্বরূপগোসাঞি তবে উচ্চ ৩১৪৬৫; স্বরূপগোসাঞি তবে কহিতে ৩১৮১০৮; স্বরূপগোসাঞি তবে কৈলা ২১৪১৩৮; স্বরূপগোসাঞি তবে চিন্তা ৩১২০৬৩; স্বরূপগোসাঞি তবে সেই ৩১১০১; স্বরূপগোসাঞি তবে সৃজিল ৩১৩১৬; স্বরূপগোসাঞি তারে পুছিল ৩১৮১৪২; স্বরূপগোসাঞি দামোদর ২১১১১২২; স্বরূপগোসাঞি দিলেন ৩১২২৩; স্বরূপগোসাই পদ কৈল ৩১৫১৭৭; স্বরূপগোসাঞি পসারিবে ৩১১১৭৫; স্বরূপগোসাঞি পাদপদ্ম ১৪১২২৮; স্বরূপগোসাঞি প্রভুকে করাইল ৩১১১৬০; স্বরূপগোসাঞি প্রভুকে ঘরে ৩১১১৭৬; স্বরূপগোসাঞি প্রভুর অতি ১৪১২২; স্বরূপগোসাঞি প্রভুর ভাব ৩১৭১২২; স্বরূপগোসাঞি প্রভুরে কৈল ২১১১৮৬; স্বরূপগোসাঞি ভাল ২১২১১৭০; স্বরূপগোসাঞি মাত্র ১৪১১৩৭; স্বরূপগোসাঞি যবে ৩১৫১৭৩; স্বরূপগোসাঞি সভায় ২১৭১২২; স্বরূপগোসাঞি সহ ৩১২৮৪; স্বরূপগোসাঞিকে কহে গাও ৩১৫১৭১; স্বরূপ গোসাঞিকে কহে জগদানন্দ ৩১৩৮; স্বরূপগোসাঞিকে কিছু ৩১৪১৮৮; স্বরূপগোসাঞিকে দেখি ৩১৮১০৭; স্বরূপগোসাঞির ঠাঞি পণ্ডিত ৩১৩১২৬; স্বরূপগোসাঞির বোলে ৩১৩৩২; স্বরূপগোসাঞির ভাগ্য ২১৩১৫৫; স্বরূপগোসাঞির মত ২১২৮২; স্বরূপগোসাঞিরে আচার্য্য ৩১২০১; স্বরূপগোসাঞিরে আনি ২১২১২২; স্বরূপগোসাঞিরে শ্লোক ২১১৬৪; স্বরূপ জগদানন্দ কাশীধর ৩১৫৩; ৩১১৮৩; স্বরূপ জগদানন্দ পণ্ডিত ৩১৪১৮৩; স্বরূপঠাঞি উত্তরে যদি ৩১৫০৩; স্বরূপদেহ চিদানন্দ ৩১১১৮; স্বরূপ পরীক্ষা কৈলে ২১০১১০; স্বরূপবিগ্রহ কৃষ্ণের ১৫১২৩; স্বরূপ বিনা কেহো অর্থ ২১৩১১৬; স্বরূপ রামানন্দ এই দুই জনার সঙ্গে ৩১২০৩; স্বরূপরামানন্দ এই দুই জনে লঞা ৩১৫১০; স্বরূপ রামানন্দ গায় ৩১২০৪; স্বরূপ রামানন্দ রায় করি ৩১২০৪; স্বরূপ রামানন্দ সনে ২১২৬৬; স্বরূপ রূপসনাতন, রঘুনাথের শ্রীচরণ ধূলি করি ২১২৮০; স্বরূপ রূপসনাতন, রঘুনাথের শ্রীচরণ শিরে ধরি ৩১৬১৪১; স্বরূপ লক্ষণ আর ২১২০২৫। স্বরূপলক্ষণে তুমি ২১৮১১৬; স্বরূপশক্তিরূপে তাঁর ২১২৫৫; স্বরূপশক্তি শক্তিকার্য্যের

২২০১৩০ ; স্বরূপ শক্তি হ্লাদিনী ১৪৪৫২ ; স্বরূপ শ্রীবাস তার ২১৩৩৩১ ; স্বরূপ সঙ্গে যার অর্থ ২১৩১২২ ; স্বরূপ সহিতে তাঁর হয় ২১৩১৭৬ ; স্বরূপ স্বত্বকর্তা ৩১৪১২ ।

স্বরূপাদি আসি পুছিল ৩২১১১৪ ; স্বরূপাদিগণ তাই ৩১৪১২২ ; স্বরূপাদি ভক্তগণসনে ৩১৩১১০৩ ; স্বরূপাদি ভক্তঠাকুরি ৩১৩১১৫ ; স্বরূপাদি মিলি তবে ৩২১১৬৪ ; স্বরূপাদি সব ভক্তের অভ্যাস ৩১৩১২০ ; স্বরূপাদি সহ গোসাঞি ৩১৩১৮৭ ।

স্বরূপে কহে সিংহদ্বারে ৩১২১৭৮ ; স্বরূপে পুছয়ে জানি ৩১২১৩২ ; স্বরূপে পুছিল তবে ৩১২১৬৭ ; স্বরূপে পুছেন প্রভু ২১১১৬৫ ; স্বরূপের অন্তর্ধানে ১১০১২১ ; স্বরূপের ইন্দ্রিয়ে প্রভুর ২১৩১৫৬ ; স্বরূপের উচ্চ গান ২১২১১৩৮ ; স্বরূপের ঠাকুরি আচার্য্য ৩৫১২৬ ; স্বরূপের ঠাকুরি আছে ২১১১১২৮ ; স্বরূপের ঠাকুরি ইহার ৩১২১৩৬ ; স্বরূপের পরীক্ষা লাগি ৩১১১৭৭ ; স্বরূপের রঘুনাথ ৩১২১০১ ; স্বরূপের সঙ্গে দিল ২১৩১৭৩ ; স্বরূপের সঙ্গে পাইল ৩১১১৩৪ ; স্বরূপের সঙ্গে মাত্র ৩১০১৭৫ ; স্বরূপের সঙ্গে সেহো ৩১০১৭৫ ; স্বরূপের স্থানে তাঁরে ৩১২১৪২ ; স্বরূপের স্থানে তোমা ৩১১১৪০ ; স্বরূপের হস্তে তাঁরে ৩১২১০২ ; স্বরূপেবে কহে কৃপা ৩১১১২২ ; স্বরূপেবে বোলাইল ৩১১১১২ ; স্বরূপেবে সেই পদ ৩১০১৬৫ ।

স্বর্গ রোপ্য বস্ত্রগন্ধ ২১৪১২২ ; স্বর্গ মোক্ষ কৃষ্ণভক্ত ২১২১১৭৫ ; স্বর্গে বাণ নৃত্য করে ১১৩১২৫ ।

স্বসঙ্গ ছাড়াঞা কেনে ১১৩১১৬ ; স্বসুখার্থ সালোক্যাদি ১৪১১৭২ ; স্বসৌভাগ্য যার নাম ২১২১৮৬ ; স্বস্বভাবে কৃষ্ণের ২১৪১১৫০ ; স্বস্বপ্রেম অনুরূপ ১১৩১২৫ ; স্বস্ব মত স্থাপে পরমত্তের ২১২১৭৭ ।

স্বহস্তে করান তার ৩৫১১৫ ; স্বহস্তে করান মান ৩৫১১৫ ; স্বহস্তে করেন মল ৩১৮১২৭ ; স্বহস্তে পরাইলা সভারে ২১৩১২৮ ; স্বহস্তে পুরান বস্ত্র ৩৫১১৬ ; স্বহস্তে সভারে প্রভু ২১৩১৪৪ ; স্বহৃদয়ে আনি ধরিল ৩১১১৫৩ ।

স্বাংশ বিভিন্নাংশরূপে ২১২১১৬ ; স্বাংশ-বিস্তার চতুর্ক্যূহ ২১২১৭৭ ; স্বাংশের ভেদ এবে ২১২১২১১ ; স্বাভাবিক বিশেষাভাস-রূপে ২১২১২৩৪ ; স্বাদ জানি তৈছে ভোগ ২১৪১১২ ; স্বাহ স্নগন্ধ দেখি ৩১০১১২৭ ; স্বাভাবিক কৃষ্ণের তিন ২১২১১০২ ; স্বাভাবিক তিন শক্তি ২১৬১৪৩ ; স্বাভাবিক দাসীভাব ৩৫১১৮ ; স্বাভাবিক প্রেম দৌহার ২১৮১২১ ; স্বাভাবিক প্রেমার স্বভাব ৩২০১৩৪ ; স্বামি আজ্ঞা পালে এই ৩১১১২০ ; স্বাম্বভূবে যজ্ঞ ২১২১২৭৫ ।

স্বৈদ কল্প অশ্রুজল ২১২১২১৪ ; স্বৈদ কল্প অশ্রু দৌহে ২১৬১২০৭ ; স্বৈদ কল্প অশ্রু পুলক ২১৩১১২ ; স্বৈদ কল্প অশ্রু শুভ ২১২১১৬০ ; স্বৈদ কল্প পুলকাদি ১১৮১২৩ ; স্বৈদ কল্প বৈবর্ণ্যাশ্র ২১২১১৩৫ ; স্বৈদ কল্প রোমাঞ্চাশ্র ১১৭১৮৬ ।

স্মরণের কালে গলে ৩১২১৮৪ ; স্মিতকান্তি সুকপূর ২১৮১৩১ ; স্মিতকিরণ সুকপূর ২১২১১১৮ ।

হ

হ

হ

হ

হংস মধ্যে বক যৈছে ৩৫১১২১ ।

হইবে ভাবেতে জ্ঞান ৩১৪১১০ ।

হড় হড় করি রথ ২১৪১৫৩ ।

হনুমানাবেশে প্রভু ২১৫১৩৪ ।

হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্রে ২১২১২০৬ ।

হরয়ে নাম কৃষ্ণ ১১১৭১১৬ ।

হরিকীর্তন-কোলাহল ৩১১১৭১ ; হরি, কৃষ্ণ, অধোক্ষজ ২১২১১৭৩ ; হরি কৃষ্ণ আদি হয় ২১২১১৭৮ ; হরি কৃষ্ণ কহ দৌহে ২১৩১১৫০ ; হরি কৃষ্ণ নারায়ণ লৈলে ১১৭১২১১ ; হরি কৃষ্ণ শব্দে সত্তে ৩১১১৫৭ ; হরিচন্দন পাত্র যাই ৩১২১৪৪ ; হরিচন্দনের স্বন্ধে ২১৩১৮৬ ; হরিদাস আছিল পৃথিবীর ৩১১১২৬ ; হরিদাস করে গোকায় ৩১২১২২ ;

হরিদাস করে প্রেমে ২।১।১৭০; হরিদাস কলিকালে ৩।৩।৪২; হরিদাস কহে আজি ৩।১।১৭; হরিদাস কহে
 কর ৩।৩।২৪৬; হরিদাস কহে কেনে ৩।৩।১৮৩; হরিদাস কহে গোসাক্রি ৩।৩।২০৫; হরিদাস কহে তুমি ঈশ্বর
 ৩।৪।১৮০; হরিদাস কহে তোমা ৩।৩।১০৬; হরিদাস কহে তোমার ৩।১।১৫৫; হরিদাস কহে নামের ৩।৩।১৭০;
 হরিদাস কহে প্রভু আসিব ৩।৪।১৪; হরিদাস কহে প্রভু চিন্তা ৩।৩।৫১; হরিদাস কহে প্রভু না ছুইহ ২।১।১৭৩;
 হরিদাস কহে প্রভু যাতে ৩।৩।৬৩; হরিদাস কহে প্রভু যে কহিলে ৩।৪।১৭৩; হরিদাস কহে প্রভু যে কৃপা ৩।১।৪৬;
 হরিদাস কহে মিথ্যা ৩।৪।৮৪; হরিদাস কহে মুক্তি নীচজাতি ২।১।১৫০; হরিদাস কহে মুক্তি পাপিষ্ঠ ২।৩।৬০;
 হরিদাস কহে যদি ৩।৩।১৮৬; হরিদাস কহে যাবৎ ৩।৩।৭৩; হরিদাস কহে যৈছে ৩।৩।১৭৩; হরিদাস কহে গুন
 ৩।১।২৫; হরিদাস কহে সনাতন ৩।৪।১৭; হরিদাস কান্দি কহে ২।৩।২০; হরিদাস কাই তাতে ৩।২।১৪৮;
 হরিদাস কাই যদি ৩।২।১৬১; হরিদাস কৃপা করে ৩।৩।১৬২; হরিদাস কৈল নামের ৩।২।১৮৮; হরিদাস কৈল
 প্রভুর ৩।৪।১৪১; হরিদাস গায়ন যেন ৩।২।১৫২; হরিদাস গোবিন্দানন্দ ২।১।৭২; হরিদাস জানি তাঁরে ৩।৪।১৩;
 হরিদাস ঠাকুর আর পণ্ডিত বক্রেশ্বর ২।১।১২৭; হরিদাস ঠাকুর আর পণ্ডিত শঙ্কর ২।২।১৮১; হরিদাস ঠাকুর
 আর রূপ সনাতন ২।১।৫৭; হরিদাস ঠাকুর এই ২।১।৭৫; হরিদাস ঠাকুর কহে ৩।৩।২৩৬; হরিদাস ঠাকুর চলি
 ৩।৩।৫৭; হরিদাস ঠাকুর তাতে ৩।১।৪১; হরিদাস ঠাকুর তাহা ২।১।৩৪০; হরিদাস ঠাকুর মহা ৩।৭।৩৫; হরিদাস
 ঠাকুর রূপে ৩।১।৫৪; হরিদাস ঠাকুর শাখার ১।১০।৪১; হরিদাস ঠাকুরে তবে ৩।১।১৬১; হরিদাস ঠাকুরে তুষ্টি
 ৩।৩।১৮২; হরিদাস ঠাকুরে যাই ৩।৩।১৬১; হরিদাস ঠাকুরের কৈল ৩।৩।২৫৮; হরিদাস ঠাকুরের মহোৎসব
 ৩।১।৭৩; হরিদাস ঠাকুরের হৈল ২।১।২২২; হরিদাস ঠাকুরেরে করিল ১।১।৭৬৭; হরিদাস ঠাকুরে আইলা ৩।২।৩৫;
 হরিদাস তাতে বহু ৩।৩।১১১; হরিদাস দরশনে আছে ৩।১।১২২; হরিদাস দ্বারায় নাম ৩।৫।৮৩; হরিদাস না দেখিয়া
 ২।১।১৪৬; হরিদাস নিজাগ্রেতে ৩।১।৫২; হরিদাস পাছে নাচে ২।৩।১১০; হরিদাস বন্দিল প্রভু আর ৩।১।৪৫;
 হরিদাস বলি প্রভু ২।১।২১৫৭; হরিদাস বিষ্ণুদাস ২।১।৩৪১; হরিদাস মিলি আইসে ২।১।৫৫; হরিদাস যবে নিজ
 ৩।৩।২১; হরিদাস লঞা তিনে ৩।১।৪৪; হরিদাস লাগি কিছু ৩।২।২২০; হরিদাস সনাতন বসিলা ৩।৪।২২;
 হরিদাস হরি বোল বোলে ২।১।৩৮২; হরিদাস হাসি কহে ৩।৩।১২১; হরিদাসে কহে প্রভু ৩।৪।৮২; হরিদাসে
 কৈলা প্রভু ৩।৪।১৪১; হরিদাসে দিতে গেল ৩।০।১৫; হরিদাসে দেখিতে আইলা ৩।১।১৪৪; হরিদাসে প্রদক্ষিণ
 করি ৩।১।৭১; হরিদাসে প্রশংসে লোক ৩।৩।১২৮; হরিদাসে প্রসাদ লাগি ৩।২।২২৮; হরিদাসে বেড়ি করে
 ৩।১।৪৮; হরিদাসে মিলি প্রভু ৩।১।৪৩; হরিদাসে মিলি সত্তে ২।১।১৮০; হরিদাসে মিলিতে আইলা ৩।৪।১৫;
 হরিদাসে লৈয়া সজে ১।১।৩৮৮; হরিদাসে লোকের পূজা ৩।৩।২৫; হরিদাসে সমুদ্রজলে ৩।১।১৬৩; হরিদাসের
 অঙ্গে দিল ৩।১।৬৪; হরিদাসের অপরাধে হৈল ৩।৩।১৩৮; হরিদাসের আগে আসি ৩।১।১৪৫; হরিদাসের ইচ্ছা
 যবে ৩।১।২৪৪; হরিদাসের কৃপাপাত্র ৩।৩।৫২; হরিদাসের কৈল তেঁহো ৩।৪।১৩; হরিদাসের গুণ কহিতে
 ৩।১।৫০; হরিদাসের গুণ কহে ৩।৩।৮৫; হরিদাসের গুণ কিছু করিয়াছে ৩।৩।৮৮; হরিদাসের গুণ কিছু গুন
 ৩।৩।২০; হরিদাসের গুণগণ ৩।৩।৮৭; হরিদাসের গুণ প্রভু ৩।১।৪২; হরিদাসের গুণ সত্তে ৩।৩।১৬৭; হরিদাসের
 গুণে সভার ৩।১।৫১; হরিদাসের তত্ত্ব (প্রভু) কোলে ৩।১।৫৮; হরিদাসের পাদোদক ৩।১।১৬৪; হরিদাসের
 বার্তা তেঁহো ৩।২।৫৮; হরিদাসের বাসা গেলা ৩।৩।১০১; হরিদাসের বিজয়োৎসব ৩।১।২০ হরিদাসের মহিমা
 কহে ৩।৩।৩৫; হরিদাসের সিদ্ধিপ্রাপ্তি ২।১।২৪৩; হরিদেব আগে নাছে ২।১।৮১৬; হরিদেব দেখি তাই ২।১।৮১৪;
 হরিদেব নারায়ণ আদি ২।১।৮১৫; হরিদেবের ভৃত্য প্রভুর ২।১।৮১৭; হরিদ্রা সিন্দুর আর ১।১।৭৩৫; হরিধ্বনি
 উঠিল সেই ২।১।২২৫; হরিধ্বনি করি উঠি ৩।৩।১১৮; হরিধ্বনি করি সব ভক্ত ৩।২।১৪৪; হরিধ্বনি করি সত্তে
 কৈল ৩।৩।১০৮; হরিধ্বনি করে বৈষ্ণব ২।১।২০০; হরিধ্বনি করে লোক আনন্দে ৩।০।৬৭; হরিধ্বনি করে
 লোক স্বর্গমর্ত্য ১।৭।২৫২; হরিধ্বনি করে লোক হৈল ৩।০।৬২; হরিধ্বনি কোলাহলে ৩।১।৬৩; হরি নাম
 লওয়াইয়া ১।১।২০; হরিবংশে করিয়াছে ২।২।৫৮; হরিরল্লভ সেবতী কর্পূর ২।১।২৮; হরি বলি নারীগণ দেখ

১১৩৯৫ ; হরি বলি নৃত্য করে সব ২১২১৪৬ ; হরি বলি হিন্দুকে হস্ত ১১৩৯৮ ; হরি বোল বলি তারে ২১৪১৪৩ ; হরি বোল বলি প্রভু উঠিলা ৩১৪১২৫ ; হরি বোল বলি প্রভু করে উচ্চ ধনি ২১৭১৭২ ; হরি বোল বলি প্রভু করেন ভ্রমণ ৩১৭১২০ ; হরি বোল বলি প্রভু গজিয়া ৩১৪১৬৬ ; হরি বোল হরি বোল বোলে ৩১১৬৭ ; হরিভক্তিবিলাস আর ২১১৩০ ; হরিভক্তি বিলাস গ্রন্থ ৩৪১২১২ ; হরিভক্তো হিংসাশূন্য ২১২৪১২৮ ; হরিভট্ট গঙ্গাদাস ২১১১৪৪ ; হরিশঙ্কর এই মুখ্যার্থ ২১২৪১৮ ; হরিশঙ্কর নানা অর্থ ২১২৪১৮ ; হরি হরি করি হিন্দু ১১৭১৮৮ ; হরি হরি ধনি উঠি ভরিল ৩৬৮৫ ; হরি হরি ধনি উঠে সব ৩১৭১৫৫ ; হরি হরি ধনি বিনা নাহি ১১৭১৮৬ ; হরি হরি ধনি বিনে আন নাহি ১১৭১১৭ ; হরি হরি বলি উঠে ২১৩১১ ; হরি হরি বলি নাচে ২৬২১৫ ; হরি হরি বলি বৈষ্ণব ৩৬৮৬ ; হরি হরি বলি লোক ২১৭৮৫ ; হরি হরি বোলে কাদাল ২১৪১৪৪ ; হরি হরি বোলে লোক আনন্দিত ২১৩১০৬ ; হরি হরি বোলে লোক হরষিত ১১৩১১২ ; হরি হরি বোলে সন্তে ২১১২০৪ ।

হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহি ৩১৬১৭ ; হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কহে ৩১৫৫ ; হরে নারীর তনুমন ৩১২১২০ ; হরেনীম শ্লোকের কৈল ১১৭১৮ ; হরেনীম শ্লোকের যেই ২১২৫১৮ ।

হর্ষ দৈত্য চাপল্যাঙ্গ ২১২৫১২ ; হর্ষ বিবাদে প্রভু বিশ্রাম ৩১১১২২ ; হর্ষ ভয় দৈত্যভাবে ২১৩১৬৪ ; হর্ষাদি ব্যভিচারী সব ৩১৫১৭৪ ; হর্ষে প্রভু কহে স্তন ৩২০১৭ ।

হস্ত তুলি রহিলা প্রভু ৩১২১২৭ ; হস্ত তুলি শ্লোক পড়ে ২১৩১১৫ ; হস্তপদ গ্রীবা কটি ৩১৪১৬২ ; হস্তপদ শির সব ২১২১২ ; হস্ত পদের সন্ধি যত ২১২১১ ; হস্ত মুখ নেত্র অঙ্গ ১৬৩৪ ; হস্ত হালে মনোবুজি ৩২০১৮৪ ।

হস্তি উপরে তাম্বুগৃহে ২১৬১১৬ ; হস্তিগণ মধ্যে ঘেন ২১২১৫৪ ।

হস্তী ব্যাঘ্র পথ ছাড়ে ২১৭১২৪ ।

হস্তে তারে স্পর্শ কহে ২১৩১৮৮ ।

হা কৃষ্ণ প্রাণনাথ ৩১২১৪ ।

হাটে হাটে বলে ২১৪১৩১ ।

হাড়ি আনাইয়া সব ১১৭১৪০ ।

হাতে করোয়া ছিড়া কন্বা ২১০১৩৫ ।

হাথে ধরি গোপীনাথচার্য ২১৫১২৭৬ ; হাথে যার দাসীপত ২১৪১২৮ ; হাথাহাথি করি হৈল ২১৩১৮৪ ।

হানি লাভ সম শোকাধির ২১২১৬৫ ।

হারাম হারাম বোল ৩৩৫২ ।

হারি হরি প্রভুমতে ২১২১৩২ ।

হাসায় নাচায় মোরে ১১৭১৭২ ।

হাসি কান্দি নাচি গাই ১১৭১৭৫ ; হাসি তারে মহাপ্রভু ১১৭১৬৪ । হাসি মহাপ্রভু আর এক ৩৬১২ ; হাসি মহাপ্রভু তবে অদ্বৈতে ২১৪১৮৬ ; হাসি মহাপ্রভু রঘুনাথের ৩৬২৩১ ; হাসিতে লাগিলা দেখি ৩৬১৭০ ; হাসিতে লাগিলা প্রভু ২১৪১৩৩ ; হাসিয়া গোপাল কহে ২১৫১২৬ ; হাসিয়া গোপালদেব ২১৫১০৫ ; হাসিয়া তাহার কিছু ৩৬৩১২ ; হাসিয়া লাগিলা দৌহে ২১৩১৭৫ ; হাসিয়া হাসিয়া প্রভু ৩৬২৬ ।

হাসে কান্দে নাচে গড়ি যায় ১১৭১৮৭ ; হাসে কান্দে নাচে গায়, উঠি ইতি উতি ২১২৬২ ; হাসে কান্দে নাচে গায় উন্নত ৩২১১৭ ; হাসে কান্দে নাচে গায় কৃষ্ণনাম ২১৭১৫৩ ; হাসে কান্দে নাচে গায় পরম ২১৪১৭ ; হাসে কান্দে নাচে গায় বাড়লের ২১৬১৬৬ ; হাসে কান্দে নাচে গায় বোলে হরি ৩১৮১৪১ ; হাসে কান্দে নাচে পড়ে ২১৮১৬৬ ; হাসে কান্দে নাচে প্রভু ২১৫১৪৫ ; হাসে কান্দে পড়ে উঠে ১১৭১২০১ ।

হাস্তপরিহাসে দৌছে ২১২১০৪ ; হাস্তাভূত বীর করুণ ২১২১১৬০ ।

হাহা করি বিষ্ণুপাশ ২১৩১৬১ ; হাহাকার করি কান্দে ২১২১৫১ ; হাহা কাঁহা বৃন্দাবন ২১২১৪৮ ; হাহা কি কর
কি কর ২১৩১৬২ ; হা হা কৃষ্ণ প্রাণধন ২১১১৫৬ ; হা হা প্রিয় প্রাণসখি ২১৩১২১ ; হা হা শ্যামসুন্দর ২১১১৫৬ ;
হা হা সখি কি করি ২১১১৪২ ।

হিত লাগি আইলাম ২১৪১৩৫ ; হিত লাগি আইলোঁ মুক্তি ২১৪১৪৬ ; হিতোপদেশ কৈল প্রভু ২১১১৫২ ।

হিন্দুকে পরিহাস কৈল ২১১১১২৪ ; হিন্দুচর কহে সেই ২১১৬১৬০ ; হিন্দুধর্ম নষ্ট কৈল ২১১১২০৩ ; হিন্দুবেশ
ধরি সেই ২১৩১১৭৬ ; হিন্দুশাস্ত্রে ঈশ্বরনাম ২১১১২০৫ ; হিন্দু হরি বোলে তার ২১১১১৮২ ; হিন্দু হৈলে পাইতাম
২১৩১১৮০ ; হিন্দুর ঈশ্বর বড় যেই ২১১১২০৮ ; হিন্দুর দেবতার নাম ২১১১১২০ ।

হিরণ্যগর্ত অন্তর্যামী গর্তোদক ২১২০১২৫০ ; হিরণ্যগর্ত অন্তর্যামী জগত ২১৫১২০ ; হিরণ্যগর্তের আত্মা ২১২১৪২ ;
হিরণ্যগোবর্দ্ধন দুই ২১৩১৫৮ ; হিরণ্যগোবর্দ্ধন নাম ২১৩১২১৫ ; হিরণ্যদাস মূলক নিল ২১৩১১৭ ; হিরণ্য-মজুমদার পলাইল
২১৩১২১ ।

হীন কর্মে রত মুক্তি ২১১১২৬ ; হীন জাতিতে জন্ম মোর ২১১১২৬ ; হীনাচার কর কেনে ২১১১৬৮ ।

ছকার করয়ে ক্রোশে ২১৪১২৭ ; ছকার করি যমুনার ২১২১৭২ ; ছকার করিয়া উঠে বোলে ২১১৮১৬৭ ; ছকার করিয়া
উঠে হরি হরি ২১৩১৩৭ ; ছকার করিয়া প্রভু ২১৮১৭২ ; ছকারে আকৃষ্ট হৈলা ২১৩১৬২ ।

ছসেন খাঁ সৈয়দ করে ২১২৫১৪০ ।

ছছকার শব্দে ত্রস্তাণ্ড ২১২১১৪৩

ছদ্ রোগ কাম তার ২১৫১৪৪ ।

ছদয় উপরে ধরে ২১২০১৪২ ; ছদয় জানিয়া স্বরূপ ২১৩১১০৭ ।

ছদয়ানন্দসেন আর ২১১০১৫৮ ।

ছদয়ে কি আছে তোমার ২১৩১২১ ; ছদয়ে ধরয়ে যে ২১৪১২০ ; ছদয়ে ধরিমু তোমার ২১১১৩২ ; ছদয়ে প্রেরণ
কর ২১৮১২৫ ; ছদয়ে বাঢ়য়ে প্রেমলোভ ২১৪১১৮ ।

ছদি কোপ মুখে কহে ২১৪১১৪৩ ।

ছবীকেশ গদাচক্র ২১২০১০০ ।

হেতু শব্দে কহে তুষ্টি ২১২৫১২০ ।

হেথা কাশীমিশ্র আসি ২১২১১৪ ।

হেনকালে অমোঘ নামে ২১৫১২৪২ ; হেনকালে আইল যুগাবতার ২১৪১২২৪ ; হেনকালে আইলা গোঁড়ের
২১১১১৬ ; হেনকালে আইলা তথা ২১৩১১৬ ; হেনকালে আইলা তাঁহা গোপীনাথ আচার্য ২১১১৫৫ ; হেনকালে
আইলা তাঁহা ভবানন্দ ২১০১৪৭ ; হেনকালে আইলা তাঁহা রাঘব ২১৩১১০ ; হেনকালে আইলা তাঁহা রায় ২১২১২৫ ;
হেনকালে আইলা পুরী ২১৪১১০৭ ; হেনকালে আইলা প্রভু ২১১১৫৬ ; হেনকালে আইলা বৈষ্ণব ২১৮১৭৫ ; হেন-
কালে আইলা রঘু ২১২১৮৫ ; হেনকালে আইলা সব ২১৩১২৩ ; হেনকালে আইলা আচার্য গোঁড়ের ২১৩১২৭ ;
হেনকালে আর লোক ২১৩১৩৩ ; ২১২১৪০ ; হেনকালে ঈশ্বরের উপল ২১৫১২০ ; হেনকালে এক গোঁড়িয়া ২১২১১১২ ;
হেনকালে এক নারী ২১৩১২২ ; হেনকালে এক ময়ূরপুচ্ছের ২১৫১২২২ ; হেনকালে কাশীমিশ্র আইলা ২১২১৫৮ ;
হেনকালে কাশীমিশ্র পড়িছা ২১১১১৫৪ ; হেনকালে খচিত ঘাছে ২১৪১২২৬ ; হেনকালে গেল রাজা ২১২১২৭ ;
হেনকালে গোবিন্দের ২১০১২২৮ ; হেনকালে গোপাল বল্লভ ২১৩১৮১ ; হেনকালে গোঁড়ের সব ২১৩১৫৫ ; হেনকালে
জগন্নাথের পানিশঙ্খ ২১৪১৭৪ ; হেনকালে জগন্নাথের মহাপ্রসাদ ২১৩১২২২ ; হেনকালে তাঁহা আশোয়ার ২১৮১৫৩ ;

হেনকালে তুমি সব কোলাহল করি ৩১৭১২৬; হেনকালে তুমি সব কোলাহল কৈলা ৩১৮১০৮; হেনকালে বিগ-
বিজয়ী ১১৬১২৭; হেনকালে দোলায় চড়ি ২১৮১২২; হেনকালে নিন্দা শুনি ২১২৫১১১; হেনকালে পাবতী হিন্দু
১১৭১২৬; হেনকালে প্রতাপরুদ্র করিলা ২১৮১৩; হেনকালে প্রতাপরুদ্র পুরুষোত্তমে ২১১১১০; হেনকালে প্রভু
আইলা ৩১৭১৩; হেনকালে প্রভু উপল ৩১৮১৫; হেনকালে প্রভু পঞ্চ ২১২৫১৫১; হেনকালে বরুণ ভট্ট ৩১৭১৩;
হেনকালে বিপ্র আসি ২১২৫১১৩; হেনকালে বৈদিক এক ২১৮১৪৫; হেনকালে বৈষ্ণবগণ ২১১১১৬২; হেনকালে ভোগ
সরি ২১৮১২০; হেনকালে ব্যাঘ্র তথা ২১৭১৩৫; হেনকালে মহাকাশ ২১৮১৪৮; হেনকালে মহাপ্রভু চেতন ২১৮১১৬৬;
হেনকালে মহাপ্রভু নিজগণ ২১১১১১২; হেনকালে মহাপ্রভু মধ্যাহ্ন ২১৫১২২০; হেনকালে মহাপ্রভু এক ৩১৬১৬;
হেনকালে মোরে ধরি ৩১৮১১০৬; হেনকালে রঘুনাথ ৩১৬১৮৭; হেনকালে রাধা আসি ১১৭১২৮১; হেনকালে
রামচন্দ্রপুরী ৩১৬১৬; হেনকালে রামানন্দ ২১১১১২৬; হেনকালে শিবানন্দ ঘাটি ৩১২১২০; হেনকালে শ্রীনিবাস
২১৩১৮৭; হেনকালে সেই ভোগ ২১৮১১৮; হেনকালে সেই মহারাষ্ট্রি ২১২৫১১৩; হেনকালে স্বরূপাদি ৩১৫১৫০;
হেন কৃপাময় চৈতন্য ১১৮১১১; হেন কৃষ্ণ অঙ্গগন্ধ ২১২১২০; হেন কৃষ্ণ ছাড়ি পণ্ডিত ২১২১৫১; হেন কৃষ্ণ নাম যদি
১১৮১২৫; হেন কৃষ্ণাধর স্নান ৩১৬১১৩৮; হেন চরণ স্পর্শ পাইল ৩১২১২৮; হেন চিত্র লীলা করে ১৭১৪৫; হেন জন
গোপালের ২১৮১১৭৮; হেন জন চন্দন ভার ২১৮১১৭৩; হেন জীব ঈশ্বর সনে ২১৬১৪৮; হেন জীবতত্ত্ব লক্ষ্য ১৭১১১৩;
হেন জীবে অভেদ কর ২১৬১৪২; হেন ভোমার এই জীব ২১৬১১৮২; হেন ভোমার সঙ্গে মোর ২১২১১২২; হেন
নারায়ণ ধীর ১৫১২১; হেন প্রভু নিত্যানন্দ ১৫১১০৮; হেন প্রেম শ্রীচৈতন্য দিল ১১৮১১৭; হেন বংশে ঘৃণা ছাড়ি
৩১৮১২৮; হেন বিষয় হৈতে কৃষ্ণ ৩১৬১১২৮; হেন বুঝি অগ্নিবেন ১১৩১৮৫; হেন বুঝি বালগোপাল ২১৫১৬০; হেন
ভগবান্ তুমি ২১৬১৪২; হেন ভাব ব্যক্ত করে ৩১৮১৭৬; হেন মতে অন্নকূট ২১৮১৭৪; হেন মতে মহাপ্রভু ৩১৩১২;
হেন মোরে স্পর্শ তুমি ২১৭১১৪১; হেন যে গোবিন্দ ১৫১২০৩; হেন রস পান মোরে ৩৫১৭৩; হেন শক্তি নাহি মান
২১৬১৪৭; হেন সঙ্গ বিধি মোরে ২১৭১৪৬।

হেমকালিত চন্দন ৩১২১৮২।

হেলায় মুক্তি পাবে ২১২৫১১২।

হৈতে হৈতে হৈল গর্ত ১১৩১৮৭; হৈল গোপীভাবেশ ৩১৭১৩১।

হোরা পঞ্চমী দেখি ২১৬১৫৩; হোরা পঞ্চমীতে দেখিল ২১১১৩৫; হোরা পঞ্চমী যাত্রা কৈল ৩১০১০২; হোরা
পঞ্চমীর দিন আইল ২১৮১১০৮।

হ্লাদিনী করায় কৃষ্ণ ১৮১৫৩; হ্লাদিনীদ্বারায় করে ১৮১৫৩; হ্লাদিনীর সার অংশ ২১৮১২২;
হ্লাদিনীর সার প্রেম ১৮১৫২।

ক্ষ

ক্ষ

ক্ষ

ক্ষ

ক্ষণ মাত্র নাহি ছাড়ে ৩১২৫০।

ক্ষণে অঙ্গ ক্ষণ হয় ২১২১৫; ক্ষণে উঠে ক্ষণে পড়ে নাহি ২১৮১২১; ক্ষণে উঠে ক্ষণে পড়ে ক্ষণেকে ২৩১২০;
ক্ষণে নাচে ক্ষণে গায় ২১৭১১০৮; ক্ষণে বাহ হৈল মন ২১২১৩৫; ক্ষণে মন স্থির হয় ৩১৮১৫০; ক্ষণে শীঘ্র চলে রথ
২১৩১২৬; ক্ষণে স্থির হৈয়া রহে ২১৩১২৭; ক্ষণে হৃদয় করে ২১৭১১০৮; ক্ষণে ক্ষণে অহুভবি ৩১৮১৮;
ক্ষণে ক্ষণে উঠে প্রেমার ৩১৮১২০; ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি যজ্ঞতপ ২১১১১৭৫; ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি সর্বভীর্থে
২১১১১৭৫; ক্ষণে ক্ষণে বাড়ে দৌহে ১৮১১২৪; ক্ষণে ক্ষণে বাড়ে প্রভুর ৩১০১৭২; ক্ষণেক ইহা বৈস বাসি
২১৮১১৬১; ক্ষণেক বিশ্রাম করি ২১২১৩৩; ক্ষণেক ধাঁহার মুখ ৩১২১৩৫; ক্ষণেক রোমন করি ২১৮১৪৫;

ক্ষণেকে অশ্রু মুছি তা৩৩৪ ; ক্ষণেকে আবেশ ছাড়ি ২১২২৬৪ ; ক্ষণেকে প্রভুর বাহু হৈল তা১৭১৫৮ ; ক্ষণেকে বসিলাচাৰ্য
১৬১৭৪ ; ক্ষণেকে সভার সেই ২১২১১৮ ।

ক্ষত হয় রক্ত পড়ে তা১২১৬১ ।

ক্ষম অপরাধ পূর্বে ১১৭১১৪১ ।

ক্ষীর এক রাখিয়াছি ২১৪১২৬ ; ক্ষীর চুরির কথা ২১১৮৮ ; ক্ষীর চোরা গোপীনাথ ২১৪১১৮ ; ক্ষীর দিয়া
পূজারী ২১৪১৩৪ ; ক্ষীর দেখি মহাপ্রভুর ২১৪২০৩ ; ক্ষীরপুলি নারিকেল পুলি ২১৫১২১৩ ; ক্ষীরপুলি নারিকেল যত
২১৩৪৭ ; ক্ষীর প্রসাদ দিয়া তাঁরে ২১৪১৫৫ ; ক্ষীর প্রসাদ পাঞা সভার ২১৬১৩০ ; ক্ষীর বাঁটি সভারে দিল
২১৬১৩০ ; ক্ষীর লঞা সুখে ২১৪১৩৩ ; ক্ষীর লহ এই যার ২১৪১৩২ ।

ক্ষীরে ইচ্ছা হৈল ২১৪১২৩ ; ক্ষীরের বৃত্তান্ত তাঁরে ২১৪১৩৫ ।

ক্ষীরোদক তীরে যাই ১১৫১২৭ ; ক্ষীরোদকশায়ী তেঁহো ২১২০১২৫৩ ।

ক্ষুদ্র জীব সব মৰ্কট তা২১১৮ ।

ক্ষুধা নাহি বাধে তা৬১৮৪ ; ক্ষুধা লাগিলে তোমার ১১২৪১৩১ ।

ক্ষেত্র ছাড়ে পুন যদি ২১১১৩৪ ; ক্ষেত্রবাসী রামানন্দ ২১১২৪০ ; ক্ষেত্রসন্ন্যাস না ছাড়িহ ২১৬১২২ ; ক্ষেত্রসন্ন্যাস
মোর ২১৬১৩০ ; ক্ষেত্রে আসি রাজা ২১১১৩২ ।

ভগবৎ-স্বরূপ-বিগ্রহ-পরিকর-মুচী

অ

অ

উ

উ

আকুর (মথুরাপার্বদ) ১১০৭৪ ; ১১৮১২৬ ;
৩১২১৪৬

অগস্ত্য (বিগ্রহ, মলয় পর্বতে) ২১২২০৬

অচ্যুত (পরব্যোম-চতুর্ক্যুহাস্তগত সঙ্কর্ণের বিলাস)
১১২০১৭৩ ; ১১২০১৭৪ ; ১১২০১২০২

অজিত (চাক্ষু-মহন্তরের মন্তরাবতার) ১১২০১২৭৬

অর্ধৈত (কারণার্ণবশায়ী অবতার) শ্রীগ্রন্থের বহুস্থলে
উল্লিখিত

অধোক্ষজ (পরব্যোম-চতুর্ক্যুহাস্তগত বাসুদেবের
বিলাস) ১১২০১৭৩ ; ১১২০১৭৪ ; ১১২০১২০৪

অনন্ত (ভূধারী, সহস্রবদন) ১১৫১০০১-০৮ ;
১১২০১৩০৮-২ ; ১১২১১২ ; ইত্যাদি

অনন্ত (দাক্ষিণাত্যের শ্রীবিগ্রহবিশেষ) ১১১১০৬

অনন্ত পদ্মনাভ (অনন্ত পদ্মনাভ-স্থানে বিগ্রহ) ১১২১২২৪

অনিরুদ্ধ (প্রাভব-বিলাস, দ্বারকাচতুর্ক্যুহাস্তগত)
১১৫১২০ ; ১১২০১১৫৫

অনিরুদ্ধ (প্রাভব-বিলাস, পরব্যোমচতুর্ক্যুহাস্তগত)
১১৫১৩৪ ; ১১২০১১২৪

অমৃতলিঙ্গশিব (কাবেরী তীরে বিগ্রহ) ১১২১১০

অর্জুন (দ্বারকা-পরিকর) ১১২১২৩-৪ ; ১১২১১৬৩ ;
১১২১১৭০ ; ১১২২১৩৪

অহোবল নৃসিংহ (দাক্ষিণাত্যে বিগ্রহ) ১১২১১৭ ;
১১২১১৪

আ

আ

আত্মা (স্বয়ং ভগবান্ পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ) ১১২৪১৫৬ ;
১১২৪১৫২

আদি কেশব (দাক্ষিণাত্যে পয়োহিনী তীরে বিগ্রহ)
১১২১১৭

আলালনাথ (নীলাচল হইতে কিছু দূরে আলালনাথ
স্থানে বিগ্রহ) ১১৭৭৪ ; ইত্যাদি

উদুপকৃষ্ণ (দাক্ষিণাত্যে মধ্বাচার্য্যস্থানে বিগ্রহ)
১১২১২২৮-৩২

উদ্ধব (দ্বারকা-মথুরা-পরিকর) ১১৬১৫৪ ; ১১১৩৩২ ;
১১১৭৮ ; ১১২১৩ ; ১১১৩১৩২ ; ১১৭১৩৩ ; ১১৪১১২

উপেন্দ্র (পরব্যোম-চতুর্ক্যুহাস্তগত সঙ্কর্ণের বিলাস)
১১২০১৭৩-৭৪ ; ১১২০১২০৪

উরুক্রম (শ্রীকৃষ্ণ) ১১২৪১১৫-১৮

ঈ

ঈ

ঈশ্বর (দক্ষসাবর্ণ-মহন্তরে মন্তরাবতার) ১১২০১২৭৬

ক

ক

কন্যাকুমারী (মলয় পর্বতে বিগ্রহ) ১১২১২০৬

কপোতেশ্বর (শিববিগ্রহ ; কটক হইতে নীলাচলের
পথে) ১১৫১৪১

কারণাক্ষিশায়ী (প্রথম পুরুষ ; মহাবিশ্ব ; প্রকৃতির
ঈক্ষণকর্তা ; কারণসমূহে অবস্থিত ভগবৎ-স্বরূপ) ১১৫১৪৭-
৪৮ ; ১১৫১৫৭-৫৯ ; ১১২০১৪০

কুন্তী (পাণ্ডব-জন্মদাতা, পার্বদ) ১১১০১৫১

কুর্শ (নীলাবতার) ১১৫১৬৭ ; ১১২০১২৫৬

কুর্শ (দাক্ষিণাত্যে কুর্শক্ষেত্র-নামক স্থানে বিগ্রহ)
১১১১৩৩ ; ১১৭১১০

কৃষ্ণ (স্বয়ং ভগবান্ ব্রহ্মেন্দ্রনন্দন) বহুস্থলে উল্লিখিত

কৃষ্ণ (পরব্যোম-চতুর্ক্যুহাস্তগত অনিরুদ্ধের বিলাস ;

ইনি ব্রহ্মেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ নহেন) ১১২০১৭৩ ; ১১২০১১৭৫ ;
১১২০১২০৪

কৃষ্ণ (বর্তমান চতুর্ক্যুহাস্তগত দ্বাপরের অবতার এবং
উপাস্ত ; স্বয়ংরূপ) ১১২০১২৮০ ; ১১২০১২৮৩।

কেশব (পরব্যোম-চতুর্ক্যুহাস্তগত বাসুদেবের প্রকাশ)
১১২০১১৬৪ ; ১১২০১১৬৭ ; ১১২০১১২৫

কেশব (মথুরাস্থিত বিগ্রহ) ১১১৭১৪৭

কেশব (স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণ) ১১৭১৩ শ্লোক

গ গ

গঙ্গা (গঙ্গার অধিষ্ঠাত্রী দেবী) ১।১৪৪৭
 গদাধরপতি (প্রভুর নিঃশক্তি ; গৌরপরিকর)
 ১।১২৩ ; ইত্যাদি
 গরুড় (নীলাচলস্থিত স্তম্বরূপী বিগ্রহবিশেষ) ২।২৪৭ ;
 ২।৬৬২ ; ৩।১৪১১-২২ ; ৩।১৬৭২
 গর্ভোদকশায়ী (ব্যাটব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্ধ্যামী ; দ্বিতীয়-
 পুরুষাবতার) ১।২৪০-৪২ ; ১।৫৬৫ ; ১।৫৭২-২৩ ;
 ২।২০২৫০
 গোকর্ষ শিব (পঞ্চাপসরা তীর্থস্থিত বিগ্রহ) ২।২২৫৩
 গোপাল (গোবর্দ্ধনপতি, বজ্রের স্থাপিত বিগ্রহ)
 ২।১৮৭ ; ২।৪৪০-১০৬ ; ২।৪১১৪ ; ২।৪১৪৭-৪২ ;
 ২।৪১৫৬-৬৩ ; ২।৪১৭৪-৭৫ ; ২।৪১৮৫-৮৭ ; ২।৬৩১ ;
 ২।৭১১৫২ ; ২।৮২০-৪২ ; ২।১৩৩৮।
 গোপীনাথ (শ্রীকৃন্দাবনস্থ প্রসিদ্ধ বিগ্রহ) ১।১২ ;
 ৩।২০১৩৪
 গোপীনাথ (নীলাচলস্থিত টোটা-গোপীনাথ-নামক
 বিগ্রহ) ২।১৬১৩১
 গোপীনাথ (রেমুণাস্থিত ক্ষীরচোরা গোপীনাথ-নামক
 বিগ্রহ) ২।৪১২ ; ২।৪১২৫-৪১
 গোবর্দ্ধন শিলা (শ্রীমন্মহাপ্রভুর এবং শ্রীমদাস-
 গোস্বামীর সেবিত বিগ্রহ) ৩।৬২৮১-৩০১
 গোবিন্দ (স্বয়ং ভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন) ৩।২৫০ ;
 ইত্যাদি
 গোবিন্দ (নীলাচল জগন্নাথ-মন্দিরস্থ বিগ্রহ-বিশেষ ;
 জলকলি-আদি-লীলাতে শ্রীজগন্নাথের প্রতিনিধি বিগ্রহ)
 ৩।১০৪০ ; ৩।১০৫০
 গোবিন্দ (পরব্যোম-চতুর্ক্যুহাস্তগর্ত সঙ্কর্ণের বিলাস ;
 ইনি ব্রজেন্দ্র-নন্দন গোবিন্দ নহেন) ২।২০১৬৫ ; ২।২০১৬৮ ;
 ২।২০১২৭
 গোবিন্দ (শ্রীকৃন্দাবনস্থ প্রসিদ্ধ বিগ্রহ) ১।১২ ;
 ১।৫১৮২ ; ১।৫১২৪-২০৩ ; ৩।০৮৭ ; ৩।২০১৩৩ ;
 ইত্যাদি
 গোসমাজ শিব (কাবেরী নদীতীরস্থ বিগ্রহবিশেষ)
 ২।২৬২
 গৌরাদ (রাধাকৃষ্ণ-মিলিতস্বরূপ) শ্রীগ্রন্থের সর্বত্র
 গৌরী (মহাদেবের কান্তাশক্তি) ১।৩৩১০৪

চ চ

চতুর্ভুজ বিষ্ণু (ত্রিপদী-ত্রিমল্লস্থিত বিগ্রহ) ২।২৫৮
 চোরাভগবতী (দাক্ষিণাত্যে কোলাপুরস্থিত বিগ্রহ)
 ২।২২৫৪
 জ জ
 জগন্নাথ (নীলাচলস্থিত প্রসিদ্ধ বিগ্রহ) ২।৫১৪৩ ;
 ইত্যাদি
 জনার্দন (দাক্ষিণাত্যস্থিত বিগ্রহ বিশেষ) ২।১১০৬ ;
 ২।২২২৫
 জনার্দন (পরব্যোম-চতুর্ক্যুহাস্তগর্ত প্রহ্মার বিলাস)
 ২।২০১৭৩ ; ২।২০১৭৫ ; ২।২০১৮৫ ; ২।২০২০৩
 জিয়ড়-নৃসিংহ, জীয়ড় নৃসিংহ (জিয়ড়-নৃসিংহক্ষেত্রস্থিত
 নৃসিংহ-বিগ্রহ) ২।১২৪ ; ২।৮২-৫
 ত ত
 তমালকার্তিক (মল্লার দেশস্থিত বিগ্রহ) ২।২০৮
 তৃতীয় পুরুষ (পরোক্ষায়ী বিষ্ণু, শুণাবতার এবং
 পুরুষাবতার) ১।৫৮৮ ; ২।২০২৫২-৫৩
 ত্রিকূপবিশালা (কল্কতীর্থস্থ বিগ্রহ) ২।২২৫২
 ত্রিবিক্রম (দাক্ষিণাত্যে ত্রিমঠস্থ বিগ্রহ) ২।২১২
 ত্রিবিক্রম (পরব্যোম-চতুর্ক্যুহাস্তগর্ত প্রহ্মার বিলাস)
 ২।২০১৬৬ ; ২।২০১৬২ ; ২।২০১২৮
 ত্র্যম্বক (নাসিকস্থিত শিব-বিগ্রহ) ২।২২৮২
 দ দ
 দামোদর (ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ) ৩।২৫০
 দামোদর (পরব্যোম-চতুর্ক্যুহাস্তগর্ত অনির্কৃৎকের বিলাস,
 ইনি ব্রজেন্দ্র-নন্দন রাধাদামোদর নহেন) ২।২০১৬৬ ;
 ২।২০১৬২-৭০ ; ২।২০২০১
 দাসরাম মহাদেব (দাক্ষিণাত্যস্থিত বিগ্রহ বিশেষ)
 ২।২১৪
 দুর্গা (ভগবতী, শিব-শক্তি) ১।১৪৪৭ ; ১।১৭১২৩৫
 দেবকী (বাসুদেব-জননী, দ্বারকা-পরিকর) ২।২০১৬৩ ;
 ২।২০১৪৬
 দ্বিতীয় পুরুষ (গর্ভোদকশায়ী, ব্যাটব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্ধ্যামী)
 ২।২০২৪১-৫১

ধ ধ

ধর্মসেতু (ধর্মসাবর্ণ-মহন্তরের মনস্তরাবতার) ২।২০২৭৭

ন

ন

নন্দ (ব্রজরাজ) ১১৬৫১-৫৫ ; ১১৩৫৭

নয়ত্রিপদী (দাক্ষিণাত্যে তাম্রপর্ণীতীরস্থিত বিগ্রহ)
২১২২০২

নরনারায়ণ (ভগবৎ স্বরূপ) ১২১২৫ ; ১৫১১২

নর্তক গোপাল (মাধবাচার্য্যস্থানে বিগ্রহ) ২১২২২০-৩২

নারায়ণ (স্বয়ংভগবান্ ব্রজেন্দ্র-নন্দন) ১২১২৬-৩০

নারায়ণ (পরব্যোম-চতুর্ক্যূহাস্তর্গত) ১২১১৫ ; ২২০১১৬১

নারায়ণ (ঋষভ-পর্বতস্থিত বিগ্রহ) ২১২১৫১

নারায়ণ (গর্ভোদশায়ী, দ্বিতীয় পুরুষাবতার) ১৫১২৩

ইত্যাদি

নারায়ণ (কারণাক্রিয়ারী; প্রথম পুরুষাবতার, সমষ্টি-
ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্ধ্যায়ী) ১৫১৩২-৪০ ইত্যাদি

নারায়ণ (ক্ষীরাক্রিয়ারী; তৃতীয় পুরুষাবতার, জীব-
অন্তর্ধ্যায়ী) ১৫১৩৮-৪০ ইত্যাদি

নারায়ণ (পরব্যোম-চতুর্ক্যূহাস্তর্গত বাসুদেবের বিলাস)
২১২০১৬৪ ; ২১২০১৬৭ ; ২১২০১২৬

নিত্যানন্দ (বলরামের নবদীপ-লীলার রূপ) শ্রীগ্রন্থের
প্রায় সর্বত্র

নৃসিংহ (লীলাবতার) ২১২০২৫৬

নৃসিংহ (পরব্যোম-চতুর্ক্যূহাস্তর্গত প্রহ্মার বিলাস)
২১২০১৭৩ ; ২১২০১৭৫ ; ২১২০২০২

নৃসিংহ (নীলাচলে জগন্নাথ-মন্দিরের সিংহদ্বারে বিগ্রহ
বিশেষ) ৩১৬১৪৭

প

প

পদ্মনাভ (দাক্ষিণাত্যস্থিত বিগ্রহবিশেষ) ২১১১০৬

পদ্মনাভ (পরব্যোম-চতুর্ক্যূহাস্তর্গত অনিরুদ্ধের বিলাস)
২১২০১৬৬ ; ২১২০১৬৩১ ২১২০২০০

পরশুরাম (মহেন্দ্রশৈলস্থিত বিগ্রহ ২১১১৮৩

পরশুরাম (শক্ত্যাবেশ-অবতার) ২১২০১০৭ ;
২১২০১০১০

পানান-নরসিংহ (দাক্ষিণাত্যের বিগ্রহবিশেষ) ২১১৩০

পার্বতী (ভগবতী) ২১৮১৪৪

পীত (বর্তমান কলির উপাস্ত) ২১২০২৮০ ; ২১২০২৮৪

পীতাম্বর শিব (দাক্ষিণাত্যের বিগ্রহ-বিশেষ) ২১১৩৭

পুরুষোত্তম (দাক্ষিণাত্যের বিগ্রহ-বিশেষ) ২১১১০৬

পুরুষোত্তম (পরব্যোম-চতুর্ক্যূহাস্তর্গত বাসুদেবের
বিলাস ২১২০১৭৩-৭৪ ; ২১২০২০১

পুরুষোত্তম (ব্রজেন্দ্র-নন্দন কৃষ্ণ) ৩১৬১৭৮

পুরুষোত্তম (নীলাচলচন্দ্র জগন্নাথের নামান্তর)
২১২০১৮৪

পৃথু (শক্ত্যাবেশ অবতার) ১১১৩৪ ; ২১২০১০৭ ;
২১২০১০১০

প্রথম পুরুষ (কারণাক্রিয়ারী পুরুষ) ১৫১৪৭-৪৮ ;
১৫১৫৭-৫৯ ; ২১২০২২২-৪০

প্রহ্মার (দ্বারকাচতুর্ক্যূহাস্তর্গত) ১৫১২০ ; ২১২০১৫৫

প্রহ্মার (পরব্যোম-চতুর্ক্যূহাস্তর্গত) ১৫১৩৪ ;
২১২০১৬৬ ; ২১২০১৭৫ ; ২১২০১২৪

ব

ব

বরাহ (লীলাবতার) ২১২০২৫৬

বরাহ (যাজপুরস্থিত বিগ্রহ) ২১৫১২

বলদেব বা বলরাম (শ্রীকৃষ্ণের বিলাসরূপ) ১১১৩৩ ;
১১১৪৫ ; ১৫১৩৩ ; ১৬৬৩-৬৪ ; ১৬৭৫ ; ১৬৯১ ;
১১৭১১১২ ; ২১২০১২৪৫ ; ২১২০১৫৭ ; ২১২০২২২

বলদেব বা বলরাম বা রাম (নীলাচলস্থ প্রসিদ্ধ বিগ্রহ)
২১২১৪৬ ; ২১২৩২৫ ; ২১২৩১৮৩ ; ২১২৪৬০ ; ২১২৪১২২ ;
২১৬১৭৩ ; ৩১৪১৩১

বামন (লীলাবতার) ২১২০২৫৬

বামন (পরব্যোম-চতুর্ক্যূহাস্তর্গত প্রহ্মার বিলাস)
২১২০১৬৬ ; ২১২০১৬৩ ; ২১২০১৭৮ ; ২১২০১৮৩ ;
২১২০১২৩

বামন (বৈবস্বত-মহন্তরের মহন্তরাবতার) ২১২০২৭৬

বালগোপাল (শ্রীজগন্নাথমিশ্র গৃহস্থিত বিগ্রহ) ১১১৪১৭ ;
২১২৫৫৬ ; ২১২৫৬০ ; ২১২৫৬৪

বাসুদেব (দ্বারকাচতুর্ক্যূহাস্তর্গত প্রথম বাহ) ১১১৩৩ ;
১৫১২০ ; ২১২০১৪৬-৫০ ; ২১২৪১৫৫

বাসুদেব (পরব্যোমচতুর্ক্যূহাস্তর্গত প্রথম বাহ)
১৫১৩৪ ; ২১২০১৬৪ ; ২১২০১৭৪ ; ২১২০১৭৩ ;
২১২০১২৩

বাসুদেব (দাক্ষিণাত্যের বিগ্রহবিশেষ) ২১১১০৬

বাসুদেব (আনন্দারণ্যস্থিত বিগ্রহ) ২১২০১৮৫

বর্ষ্ঠল ঠাকুর (দাক্ষিণাত্যে পাণ্ডুরঙ্গ বিগ্রহ)	ব্রহ্ম (স্বয়ং ভগবান্)	১৭১১০৬; ১৭১১৪১;
২১২২৫৫; ২১২২৭৫	২১৩১৩১-৩২; ২১৩১৩৮; ২১২৪১৫৪-৫৫	
বিধি (ব্রহ্ম) ২১২৪১৮৪	ব্রহ্ম (নির্বিশেষ স্বরূপ, শ্রীগোবিন্দের অঙ্গকাস্তি)	
বিন্দুমাধব (প্রয়াগস্থ বিগ্রহ-বিশেষ)	১২১৭-১০; ২১২০১৩৪-৩৫	
২১২৩৩৭; ২১২৩৪০	ব্রহ্ম (গুণাবতার) ১২১২২; ২১২০১২৪৩; ২১২০১২৫৮-৬১;	
বিন্দুমাধব (বারাণসীস্থিত বিগ্রহবিশেষ)	২১২১১২-২১; ২১২১৪৪-৭২	
২১২১৮২		
বিভু (স্বারোচিষ-মহন্তরের মনস্তরাবতার)		
২১২০১২৭৫		
বিশ্বস্তর (মহাপ্রভুর কোণীর নাম)		
১১৩২৫; ১১৩৫;		
১১২৪১১৬; ১১২৪১৬২		
বিশ্বরূপ (মহাপ্রভুর বড়ভাই; সম্রাটসাম্রাজ্যের নাম)		
শঙ্করারণ্য) ১১৩০৭২-৭৪; ১১২৫১২-১২; ২১৩১৪০-১;		
২১৭১১০-১৪; ২১৭১৪৩		
বিশ্বক্সেন (ব্রহ্মসাবর্ণ মনস্তরের মনস্তরাবতার)		
২১২০১২৭৭		
বিশাখা (ব্রহ্মপরিবর; শ্রীরাধার সখী)		
৩১২৫১১১; ৩১২৫১৫৫; ৩১২৫১৬৮; ৩১২৩৩৩		
বিশালাক্ষী (ত্রিতরুপস্থ বিগ্রহবিশেষ)		
২১২২৫২		
বিশ্বেশ্বর (বারাণসীস্থ প্রসিদ্ধ বিগ্রহ)		
১৭১১৫০; ২১২১৮২; ২১২৫১২৮		
বিষ্ণু (পালন-কর্তা, তৃতীয় পুরুষ, পুরুষাবতার ও)		
গুণাবতার) ১৪১৭-১২; ১৫১৮৮; ১৫১২৪-২২; ১৮১৭;		
১১০১৬৩; ২১২০১২৪৭; ২১২০১২৪৩; ২১২০১২৫২-৫৩		
২১২০১২৫৮; ২১২০১২৬৬-৬৮		
বিষ্ণু (পরব্যোম-চতুর্ক্স্যাহাস্তর্গত সর্কর্ণের প্রকাশ)		
২১২০১১৬৫; ২১২০১১৬৮; ২১২০১১২৭		
বিষ্ণু (দাক্ষিণাত্যে শ্রীবৈকুণ্ঠস্থ বিগ্রহ)		
২১২০১২০৫		
বিষ্ণু (দাক্ষিণাত্যে গজেন্দ্রমোক্ষণতীর্থে বিগ্রহ)		
২১২০১২০৪		
বিষ্ণু (দাক্ষিণাত্যে দেবস্থানস্থ বিগ্রহ)		
২১২০১১২		
বিষ্ণু (দাক্ষিণাত্যে পাপনাশনে বিগ্রহ)		
২১২০১১৩		
বিষ্ণুপ্রিয়া (মহাপ্রভুর দ্বিতীয় গৃহিণী)		
১১৩১২৩		
বীরভদ্র (নিত্যানন্দ-তনয়)		
১১১১৫-২; ১১১১৫৩		
বৃহদভানু (ইন্দ্রসাবর্ণ-মনস্তরের মনস্তরাবতার)		
২১২০১২৭৮		
বেণীমাধব (প্রয়াগস্থ প্রসিদ্ধ বিগ্রহ)		
২১২০১১৪০		
বৈকুণ্ঠ (বৈবত-মনস্তরের মনস্তরাবতার)		
২১২০১২৭৬		
ব্যাস (শক্ত্যাবেশাবতার)		
১১১৩৪ ইত্যাদি		
	ভব (শিব)	১১৩১৪৩
	ভবানী (শিবকাস্তা)	১১৩১৫২
	ভৈরবী (দাক্ষিণাত্যে পীতাম্বর-শিবস্থানে বিগ্রহ)	
	২১২১৬৮	
	অ	অ
	অংশু (লীলাবতার; অংশাবতার)	১১১৩৩;
	১৪১১০; ১৫১৬৭; ২১২০১২৫৭	
	মদনগোপাল (মদনমোহন; শ্রীবৃন্দাবনস্থ প্রসিদ্ধ বিগ্রহ)	
	১৫১১৮২; ১৫১১২৩; ১৮১৬৮; ১৮১৭৩; ১৮১৭৪-৭৫;	
	২১১২৭; ৩৪১২১৩; ৩২০১২২; ৩২০১৩৩	
	মদনমোহন (শ্রীবৃন্দাবনের মদনগোপাল বিগ্রহ)	
	১৫১১২৩; ১৮১৭৩; ১৮১৭৫ ইত্যাদি	
	মদনমোহন (সর্কচিত্তাকর্ষক ব্রজেন্দ্রনন্দন)	২১২১৪৩;
	২১১৭১২০১; ২১২১৮৬; ৩১২৩২	
	মধুসূদন (পরব্যোম-চতুর্ক্স্যাহাস্তর্গত সর্কর্ণের বিলাস)	
	২১২০১১৬৫; ২১২০১১৬৮; ২১২০১১২৮	
	মধুসূদন (মন্দারস্থিত বিগ্রহ)	২১২০১১৮৫
	মহাদেব (দাক্ষিণাত্যে ত্রিকালহস্তীস্থিত বিগ্রহ)	
	২১২১৬৫	
	মহাদেব (দাক্ষিণাত্যে বেদাবনস্থিত বিগ্রহ)	২১২১৬৩
	মহাপুরুষ (কারণার্ণবশায়ী প্রথমপুরুষ)	১৫১৬৫
	মহাবিশ্ব (কারণার্ণবশায়ী প্রথম পুরুষ)	১৫১৬৫;
	২১২০১২৩৭-৪০; ২১২০১২৭৩-৭৪; ২১২১৩০	
	মহালক্ষ্মী (নীলাচলস্থ বিগ্রহ)	২১১৩২২
	মহাসর্কর্ণ (পরব্যোম চতুর্ক্স্যাহাস্তর্গত দ্বিতীয়ব্যূহ)	
	১৫১৩৫; ১৫১৩৮-৪১	
	মহেশ (দাক্ষিণাত্যে মল্লিকার্জুনতীর্থেস্থিত বিগ্রহ)	
	২১২১৩	

মহেশ (কপোতেশ্বরে বিগ্রহ) ২৫১১৪২	রাম (দাক্ষিণাত্যে আমলীতলায় বিগ্রহ) ২১২২০৭
মহেশ (শিব, গুণাবতার) ১১৪১৪৭	রাম (দাক্ষিণাত্যে ত্রিপদীতে বিগ্রহ) ২১২৫২
মাধব (ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ) ২১৩১১১ ; ৩১৩১৫০	রাম-লক্ষ্মণ (দাক্ষিণাত্যে চামতাপুরে বিগ্রহ) ২১২২০৫
মাধব (পরব্যোম-চতুর্ভুজাস্তর্গত বাসুদেবের বিলাস) ২১২০১৬৪ ; ২১২০১৬৮ ; ২১২০১২৬	রাম-লক্ষ্মণ (দাক্ষিণাত্যে চিড়মতলায় বিগ্রহ) ২১২২০৩
মাধব (প্রয়াগস্থ বিগ্রহ) ২১১৭১৪০	রামেশ্বর (সেতুবন্ধস্থিত শিব-বিগ্রহ) ২১১১০৭ ; ২১১১৮৪
মুকুন্দ (ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ) ২১৩৫-৬	রুক্মিণী (শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকা-মহিষী) ১১৩১৬২ ; ১১৩১২৩৪ ; ২১৫২৬ ; ২১২১১৭১ ; ২১২৪১৩২ ; ৩১১২২৮ ; ৩১১১৩১
মূল নারায়ণ (স্বয়ং ভগবান ব্রজেন্দ্র-নন্দন) ১১২৩০০-৪৬	রুদ্র (গুণাবতার, ব্রহ্মাণ্ডের সংহার-কর্তা) ১১৫১৮২ ; ১১৬১৬৬-৬৭ ; ২১২০২৪৮-৪৯ ; ২১২০২৬২-৬৩
মূলসঙ্কর্ষণ (শ্রীবলরাম) ১১৫১৬	
য	য
যজ্ঞ (স্বয়ম্ভুব মন্বন্তরের মন্বন্তরাবতার) ২১২০১২৭৫	
যশোদানন্দন (স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ) ১১১৪১২ ; ১১১৭১২৬৮ ; ৩১১৭০	
যোগমায়া (চিচ্ছক্তি) ১১৪১২৬ ; ২১২১৩৪ ; ২১২১১৮৫	
যোগেশ্বর (দেবসাবর্ণ-মন্বন্তরের মন্বন্তরাবতার) ২১২০১২৭৭	
র	র
রক্ত (জ্যোতির যুগাবতার) ২১২০১২৮০ ; ২১২০১২৮২	
রঘুনন্দন (রঘুনাথ, রাম) ২১১১২৭	
রঘুনাথ (লীলাবতার) ২১১৫১৪৫-৫০ ; ২১২০১২৫৬ ; ৩১৪১২২-৪১	
রঘুনাথ (দাক্ষিণাত্যে চুর্কেশন-নামক স্থানে বিগ্রহ) ২১১১৮৩	
রঘুনাথ (দাক্ষিণাত্যে বাতাপানী-নামক স্থানে বিগ্রহ) ২১১২০৮	
রঘুনাথ (দাক্ষিণাত্যে সিদ্ধিবিটে বিগ্রহ) ২১১১৬	
রঘুনাথ (দাক্ষিণাত্যে ত্রিপদীতে বিগ্রহ) ২১১৫২	
রজনী (শ্রীরুক্মিণী প্রসিদ্ধ বিগ্রহ) ২১১১৮ ; ২১১৭৪ ; ২১১৮১ ; ২১১১৪৮	
রাধা (কৃষ্ণপ্রেমসী-শিরোমণি ; সমস্ত কান্তাশক্তির অংশিনী) শ্রীগ্রন্থের বহুস্থানে	
রাধা (শ্রীকৃষ্ণাবনে শ্রীমদনমোহন ও শ্রীগোবিন্দ মন্দিরের বিগ্রহ) ১১৫১২১-২২ ; ১১৫১২৭	
রাধা-দামোদর (ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ) ২১২০১১৭০	
রাম (বলরাম) ১১৫১৩৫ ; ১১৫১৭৬	
রাম (দশরথ-ভ্রমর ; লীলাবতার) ১১৫১২৮-৩২ ; ১১৬১৭৭ ; ২১১১৭৭-২২ ; ২১১১৮৭-২৭	
	ল
	ল
	ললিতা (শ্রীরাধার সখী) ২১৮১২২৬ ; ৩১৬১২
	ললিতা (শ্রীকৃষ্ণাবনে মদনগোপাল-মন্দিরে বিগ্রহ) ১১৫১২১-২২
	লক্ষ্মণ (শ্রীবলদেবের অংশ ; শ্রীরামের কনিষ্ঠ ভ্রাতা) ১১৫১২৮-৩২ ; ১১৬১৭৭ ; ১১৬১২১ ; ২১১১৬৮
	লক্ষ্মণ (দাক্ষিণাত্যে চামতাপুরে বিগ্রহ) ২১১২০৫
	লক্ষ্মণ (দাক্ষিণাত্যে চিড়মতলায় বিগ্রহ) ২১১২০৩
	লক্ষ্মী (বৈকুণ্ঠেশ্বরী) ১১৫১২০০ ; ১১৬১৪২ ; ১১৫১১৮ ; ১১৭১২৩৫ ; ২১৮১১১৩ ; ২১৮১১৪৪ ; ২১৮১১৮৬ ; ২১১১০৫-৪০ ; ৩১২৫১ ; ৩১৭১৪৪ ; ৩১২০১১১
	লক্ষ্মী (পরব্যোমস্থিত ভগবৎস্বরূপগণের কান্তাশক্তি) ১১৪১৬৭
	লক্ষ্মী (দাক্ষিণাত্যে কোলাপুরস্থিত বিগ্রহ) ২১১২৫৪
	লক্ষ্মী (নীলাচলে শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরে বিগ্রহ) ২১১৪১০৫ ; ২১১৪১১২-২০ ; ২১১৪১২৪ ; ২১১৪১২২-৩৩ ২১১৪১৩৭ ; ২১১৪১২০-২০০
	লক্ষ্মী (মহাপ্রভুর প্রথম গৃহিণী) ১১১৪৫২-৬৫ ; ১১৬১১৮-১২
	লক্ষ্মী (ব্রজমণ্ডলে শেষশায়ীতে বিগ্রহ) ২১১৮১৫৮
	লক্ষ্মীনারায়ণ (বৈকুণ্ঠেশ্বর-বৈকুণ্ঠেশ্বরী) ১১৫১১৮ ; ২১১১০৩
	লক্ষ্মীনারায়ণ (দাক্ষিণাত্যে বিষ্ণুকাঞ্চীতে বিগ্রহ) ২১১৬৩

লাজা-গণেশ (দাক্ষিণাত্যে কোলাপুরে বিগ্রহ) ২১২২৫৪

লীলাপুরুষোত্তম (ব্রজেন্দ্র-নন্দন কৃষ্ণ) ২১২০১২০২

শ

শ

শঙ্কর নারায়ণ (দাক্ষিণাত্যে পয়্যোক্ষীতে বিগ্রহ)

২১২২২৬

শিব (রুদ্র ; গুণাবতার) ১১৬৬৬-৬৭ ; ২১২০১২৫৮ ;

২১২০১২৬২-৫

শিব (দাক্ষিণাত্যে বৃদ্ধকানীতে বিগ্রহ) ২১২০৩২

শিব (দাক্ষিণাত্যে ভিলকাঙ্কীতে বিগ্রহ) ২১২০২০৩

শিব (দাক্ষিণাত্যে পক্ষতীর্থে বিগ্রহ) ২১২০৬৬

শিব (দাক্ষিণাত্যে শিবক্ষেত্রে বিগ্রহ) ২১২০৭২

শিবদুর্গা (দাক্ষিণাত্যে শ্রীশৈলে বিগ্রহ) ২১২০১৬০

শিয়ালী (শিয়ালী ভৈরবী ; দাক্ষিণাত্যের বিগ্রহ-বিশেষ) ২১২০৬৮

সুক্র (সত্যযুগের যুগাবতার) ২১২০১২৮০-৮২

শেষ (ধরণীধর ; সহস্রবর্ণাধর শেষ নাগ ; আবেশ-অবতার) ১১৫১০০-১১৭ ; ১১৬৬৫ ; ২১২০১৩০৮ ;

২১২০১৩১০

শেষ-সকর্ষণ (শেষ-দ্রষ্টব্য)

শ্বেতবরাহ (দাক্ষিণাত্যে বৃদ্ধকোলতীর্থে বিগ্রহ)

২১২০৬৬-৭

শ্রীজনার্দন (দাক্ষিণাত্যের বিগ্রহবিশেষ ২১২০২২৫

শ্রীদাম (কৃষ্ণসখা) ১১৬৫৬ ; ২১২০১১৬৩

শ্রীধর (পরব্যোম-চতুর্কূহাস্তর্গত প্রত্নাস্ত্রের বিলাস)

২১২০১১৬৬ ; ২১২০১১৬৭ ; ২১২০১১৬৯

শ্রীরঙ্গ (রঙ্গনাথ ; শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে বিগ্রহ) ২১১০৮

শ্রীরাধা (রাধাদ্রষ্টব্য)

স

স

সকর্ষণ (দ্বারকাচতুর্কূহাস্তর্গত দ্বিতীয়বুহ) ১১১০৩০ ; ২১২০১১৫৫

সকর্ষণ (পরব্যোম-চতুর্কূহাস্তর্গত দ্বিতীয় বুহ) ১১৫১০৪ ; ১১৫১০৯-৪১ ; ১১৫১৪৭ ; ১১৫১৬৪ ; ১১৫১৭৩ ; ২১২০১১৬৫ ; ২১২০১১৭৪ ; ২১২০১১৯৩

সকর্ষণ (দ্বাংশ ; পুরুষাবতার) ২১২০১২১২

সকর্ষণ (বলরাম ; মূল ভক্ত-অবতার) ১১৬০৮

সত্যভামা (শ্রীকৃষ্ণ-মহিষী) ১১১০১২০ ; ২১৮১১৪৩ ; ২১৮১১৩৬ ; ৩১১০৮ ; ৩১১০৩ ; ৩১১১২৬ ; ৩১২১১৫১

সত্যসেন (উত্তম-মহাস্তরের মহাস্তরাবতার ২১২০১২৭৫

সদাশিব (রুদ্রের অংশী ১১৬৬৬

সরস্বতী (জ্ঞানার্থিত্রাঙ্গী দেবী) ১১৩০১০৪ ; ১১৬৮৩-৪ ; ১১৬৮৮৮-৯১ ; ১১৬৮৯২-১০০ ; ২১৮১২০ ; ৩১১২২৭-২৮ ; ৩১১২৩৭-৩৮

সার্কর্ভোম (সার্বর্ণ-মহাস্তরের মহাস্তরাবতার) ২১২০১২৭৬

সাক্ষীগোপাল (কটকের প্রসিদ্ধ বিগ্রহ) ২১১০৮ ; ২১৫১৪-১৩২

সীতা (শ্রীরাম-গৃহিণী) ২১২০১৬৮ ; ২১২০১৭৩ ; ২১২০১৭৬-৭৮ ; ২১২০১৮৬-৯১

সীতাঠাকুরাণী (শ্রীঅর্জুন-গৃহিণী) ১১৩০১২০ ; ১১৩০১১৭ ; ২১৩০৮ ; ২১৩০২০

সীতাপতি (দাক্ষিণাত্যে সিদ্ধিবটে বিগ্রহ) ২১২০১৫

সীতাপতি (দাক্ষিণাত্যে পানাগড়িতীর্থে বিগ্রহ) ২১২০২০৪

সুধামা (রুদ্রসার্বর্ণ-মহাস্তরের মহাস্তরাবতার) ২১২০১২৭৭

সুবল (শ্রীকৃষ্ণসখা) ২১২০৩৫ ; ৩১৬৮

সুভদ্রা (শ্রীকৃষ্ণভগিনী ; নীলাচলস্থিত বিগ্রহবিশেষ) ২১১০৭৬ ; ২১২০৪৬ ; ২১৩০২১ ; ২১৩০২৫ ; ২১৩০১৮৩ ; ২১৩০৬০ ; ২১৩০১২২ ; ৩১৩০৩১

স্বন্দ (দাক্ষিণাত্যে স্বন্দতীর্থে বিগ্রহ) ২১২০১২০

স্বয়ং ভগবান্ (ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ) ২১২০১২০০

হ

হ

হরমান্ (শ্রীরাম-কিঙ্কর) ২১১৫১৩৪-৫ ; ২১১৫১১৫৬

হরমান্ (গোদাবরীতীরে বিষ্ণাপুরে বিগ্রহ) ২১৮১২৫১

হরগ্রীব (নববাহুর এক বাহ) ২১২০১২১০ ; ২১২০১২২০

হর (গুণাবতার ; শিব) ২১২০১২৮

হরি (স্বয়ংরূপ কৃষ্ণ) ২১৮১৮৪ ; ২১২০১৪৪-৪৮

হরি (পরব্যোম-চতুর্কূহাস্তর্গত অনিরুদ্ধের বিলাস) ২১২০১১৭৩ ; ২১২০১১৭৫ ; ২১২০১২০৩

হরি (ভাস্কর-মহাস্তরের মন্থস্তরাবতার) ২১২০১২৭৫ হরি	ক্ষ	ক্ষ
(মায়াপুরে বিগ্রহ) ২১২০১৮৬	ক্ষীরচোরা গোপীনাথ (রেমুণার প্রসিদ্ধ বিগ্রহ) ২১৪	
হরিদেব (গোবর্দ্ধনগ্রামে বিগ্রহ) ২১৮৮১৪-১৯	পরিচ্ছেদ	
হলধর (বলরাম ; নীলাচলে বিগ্রহ) ২১৩৩২১ ;	ক্ষীর ভগবতী (দাক্ষিণাত্যে কোলাপুরে বিগ্রহ)	
২১৩৩১৭০	২১৩২৫৪	
হিরণ্যগর্ভ (ব্রহ্মা) ১৫১২০	ক্ষীরোদশায়ী, ক্ষীরোদকশায়ী (তৃতীয় পুরুষ ;	
ঋষীকেশ (পরব্যোম-চতুর্ভূহাস্তগর্ত অনিরুদ্ধের বিলাস)	জগতের পালনকর্তা) ১১২১৪২ ; ১৫১৬৫ ; ২১২০১২৫৩ ;	
২১২০১৬৬ ; ২১২০১৬৯ ; ২১২০১২০০	২১২১৩০	

পাত্রসূচী

অ

অ

ঈ

ঈ

অকিঞ্চন কৃষ্ণদাস (শ্রীচৈতন্য-শাখা) ১১০১৬৪ ;
৩১০১৮

অচ্যুত-জ্ঞানী (শ্রীঅষ্টৈতাচার্য-গৃহিণী) ১১৬৩০

অচ্যুতানন্দ (অষ্টৈত-ভনয়) ১১০১১৪৮ ; ১১২১১১ ;
১১৩১৪৪ ; ৩১০১৫৮ ; ৩১০১১১২

অষ্টৈত আচার্য—বহু স্থলে উল্লিখিত

অনন্ত আচার্য (গদাধর-শাখা) ১৮১৫৪-৫৫ ;
১১২১৫৬ ; ১১২১৭২

অনন্তদাস (অষ্টৈত-শাখা) ১১২১৫২

অম্বুপম বল্লভ (শ্রীকৃষ্ণগোবিন্দমীর কনিষ্ঠভ্রাতা)
১১০১৮২ ; ১১০১৮৩ ; ১১২১৩২-৩৬ ; ১১২১৪৪-৫০ ;
১১২১৫৫-৫৬ ; ১১২১৮১ ; ১১২০৬১ ; ৩১১৩২ ; ৩১১৩৪ ;
৩১১৪৭ ; ৩১১২৬ ; ৩১১২২-৪২ ; ৩১১২১৮

অমোঘ (সার্কর্ভোম ভট্টাচার্যের ভ্রাতা) ১১৫১২৪২-
২২০

অমোঘ পণ্ডিত (গদাধর-শাখা) ১১২১৮৬

আ

আ

আচার্যনিধি ১১৩৫৩ ; ১১০১৮০ ; ১১২১১৫৪ ;
৩১১৩৭ ; ৩১০১৩ ; ৩১০১১১৭ ; ৩১০১১৩৬

আচার্য বৈষ্ণবানন্দ (রঘুনাথপুরী ; নিত্যানন্দ-শাখা)
১১১১৩২

আচার্য রত্ন (চন্দ্রশেখর আচার্য ; শ্রীচৈতন্য-শাখা)
১১৬৪৫ ; ১১০১১০-১১ ; ১১৩১১০১ ; ১১৩১১০৭ ;
১১৩১১০২ ; ১১১১১২ ; ১১১১১৩৪ ; ১১১১১৬৬ ;
১১৩১২ ; ১১৩১৮ ; ১১৩১৩৪ ; ১১০১৮০ ; ১১১১১৭৪ ;
১১১১১৪৪ ; ১১২১১৫৪ ; ১১৩১১৫ ; ১১৩১২৩ ;
১১৩১৫৭ ; ৩১১৩৭ ; ৩১০১৩ ; ৩১০১১১৭ ; ৩১০১১৩৬ ;
৩১২১১০

আচার্যরত্ন-গৃহিণী (শচীমাতার ভগিনী) ১১৩১১০২ ;
১১৬১২৩ ; ৩১২১১০

ঈশান (শ্রীচৈতন্য-শাখা ; মিশ্রপুরন্দরের গৃহ-সেবক)
১১০১১০৮ ; ১১৫১৬৪

ঈশান (গোপাল-দর্শনে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গী) ১১৮১৪৬

ঈশান (শ্রীসনাতনের সেবক) ১১২০১২২-২৪ ;
১১২০১৩৩-৩৫

ঈশ্বরপুরী (লৌকিক-সীলায় শ্রামন্ মহাপ্রভুর দীক্ষাগুরু)
১১৩১৭৫ ; ১১৩১২ ; ১১০১১৩৬ ; ১১৩১৫২ ; ১১১১৭৬ ;
১১৪১১৭ ; ১১২১৬৪ ; ১১০১১২২-১৩০ ; ১১০১১৩২-৩৩ ;
১১১১৬২-৭০ ; ৩১১২৭-৩০

উ

উ

উড়িয়া স্ত্রী (নীলাচল-বাসিনী) ৩১৪১২২-২৮

উদ্ধবদাস (গদাধর-শাখা) ১১২১৮২ ; ১১৮১৪৫

উদ্ধারণ দত্ত (নিত্যানন্দ-শাখা) ১১১১৩৮ ; ৩১৬১২

উপেন্দ্র মিশ্র (মহাপ্রভুর পিতামহ) ১১৩১৫৪

ও

ও

ওড় কৃষ্ণানন্দ (শ্রীচৈতন্য-শাখা) ১১০১১৩৩

ওড় শিবানন্দ (শ্রীচৈতন্য-শাখা) ১১০১১৩৩

ওড় সিংহেশ্বর (শ্রীচৈতন্য-শাখা) ১১০১১৪৬

ক

ক

কংসারি (মহাপ্রভুর পিতৃব্য) ১১৩১৫৫

কংসারি সেন (নিত্যানন্দ-শাখা) ১১১১৪৮

কণ্ঠাভরণ (গদাধর-শাখা) ১১২১৭২

কবিচন্দ্র (শ্রীচৈতন্য-শাখা) ১১০১১০৭ ; ১১০১১১১

কবিদত্ত (গদাধর-শাখা) ১১২১৭২

কমলনয়ন (শ্রীচৈতন্য-শাখা) ১১০১১০২

কমলাকর পিঙ্গলাই (নিত্যানন্দ-শাখা) ১১১১২১ ;
৩১৬১০

কমলাকান্ত (শ্রীচৈতন্য-শাখা) ১১০১১১৭

কমলাকান্ত দ্বিজ (ইনি পরমানন্দপুরীর সঙ্গে নবদ্বীপ
হইতে নীলাচলে আসিয়াছিলেন) ১১০১২২

ল	ল	শৌনক (ঋষি) ২১২৪৮৩
লীলাশুক (বিষমজল ঠাকুর) ২১২৬৮ ; ৩১৭১৪৭		শ্রীধরস্বামী (ভাগবতটীকাকার) ২১২৪১১ ; ৩১৭২৭-২২ ; ৩১৭১১৩১২০
শ	শ	স
শঙ্করাচার্য (মায়াবাদ-ভাষ্যকার) ১১৭১০৪-২৩ ; ২১৬১৫৬-৫৯ ; ২১৭২২৭ ; ২১২৫১৩৬ ; ২১২৫১৩২-৪০ ; ২১২৫১৪৩		সনক (ঋষি) ১১৫১১০৫ ; ২১৬১৭২ ; ২১২৭১৬২ ; ২১২০১২০৭ ; ২১২০১৩০২ ; ২১২১১৮ ; ২১২১১৪৬ ; ২১২৪১৩৬ ; ২১২৪১৮১-২ ; ২১২৪১১৩৩-৩৪ ; ৩১৩২৪২
শচী (ইন্দ্রমহিষী) ১১৩১১০৪		সনাতন (ঋষি) ১১৬৪৩
শিশুপাল (চন্দ্রৌরাজ) ৩৫১১৩৭		সাবিত্রী (অক্ষর পত্নী) ১১৩১১০৪
জকদেব (ঋষি) ১১৬৪৩ ; ২১৬১৭২ ; ২১২১১২২ ; ২১২৪১৩৭ ; ২১২৪১৮১ ; ২১২৪১৮৩ ; ২১২৪১১৩৪ ; ৩১৭১২৬ ; ৩১৩২ ; ৩১৬৪৪৩ ; ৩১২১৬৬		হৃতগোসাঞি (পুরাণবক্তা) ১১৩১৬-৭ ; ১১৩৭৬-৭১

প্রাচীন ঋষি-কবি-ভক্ত-রাজ্য-বর্গসূচী

অ	অ	প	প
অজুর (দ্বারকা-পরিকর) ১১০৭৪ ; ১১৮১২৬ ; ৩১২১৪৬		পর্কত (ঋষি) ২১২৪১২০-২৮	
অগস্ত্য (ঋষি) ২১২২০৬		পাণ্ডু (পঞ্চপাণ্ডবের পিতা) ১১০৭১৩০ ; ২১০৭৫১ ; পিঙ্গলা ৩১৭৭৫০	
অজামিল ৩৩৫৫ ; ৩৩৬০		পৃথু (শক্ত্যাবেশ) ১১১৩৪ ; ২১২০৩০৭ ; ২১২০৩১০	
অরুন্ধতী (বশিষ্ঠ-পত্নী) ১১৩১০০৪ ; ২১৮১৪৪		প্রহ্লাদ (ভক্তরাজ) ১১০৭৪৩ ; ২১৮১৪ ; ২১৫১১৬৫ ; ৩১২৫০ ; ৩১২২	
অম্বরীষ (মহারাজ ; ভক্ত) ২১২২১৭৮			
অর্জুন (কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ; পাণ্ডব) ২১২২৩০৪ ; ২১২২১৬৩ ; ২১২২১৭০ ; ২১২২১৩৪		ব	ব
ই	ই	বিদুর (হস্তিনাপুরস্থ কৃষ্ণভক্ত) ২১০৭১৩৫ ; ৩১২২৬৬	
ইন্দ্র (দেবরাজ) ৩৫১২৮১-৩০ ; ৩৭১১১২		বিদ্যাপতি (কবি) ১১৩৩৪০ ; ২১২৬৬ ; ২১০৭১১৩ ; ৩১৫১২৫ ; ৩১৭৭৫ ; ৩১৭৭৫৮	
উ	উ	বিষমদল (কবি) ২১২৬৬ ; ২১২৬৮ ; ২১০৭১৭১ ; ৩১৫১২৫ ; ৩১৭৭৪৭	
উদ্ধব (যদুরাজ-মন্ত্রী) ১১৬৫৪ ; ১১৩৩৩২ ; ২১১৭৮ ; ২১২১৩ ; ২১৩১৩২ ; ৩১৭৩৩ ; ৩১৪১২২		বৈশম্পায়ন (ঋষি) ১৩৩৩৮	
ক	ক	বাস (ঋষি) ১১১৩৪ ; ১৩৬৬ ; ১৭১১০১ ; ১৭১১১৪ ; ১৮১৩০ ; ১১১১৫২ ; ১১৭১৩০২ ; ২১৬১৫৩ ; ২১৬১৫৬ ; ২১২০২২৭ ; ২১২৪৮৩ ; ২১২৫১৩৩ ; ২১২৫১৪৫ ; ২১২৫১৭৫ ; ২১২৪৮০ ; ৩১৭২৬ ; ৩১২২ ; ২১২০৭৭	
কংস (মথুরার রাজা) ২১৩১৪২০		ভ	ভ
কর্দম (ঋষি) ২১২০২৮১		ভক্তব্যাস ২১২৪১৫২-২০২	
কুন্তী (পাণ্ডব-জন্মদাতা) ২১০৭৫১		ভীম (পঞ্চপাণ্ডবের একতম) ২১২১৬৩	
গ	গ	ভীম (কুরুবৃদ্ধ ; কৃষ্ণভক্ত) ২১৬১৪৩ ; ৩১১১৫৬	
গর্গ (জ্যোতির্বিদ ঋষি) ১৩২৮		ভীষ্মক (কলিঙ্গীর পিতা, বিদূর্ভরাজ) ২১৫১২৬-২৭	
চ	চ	অ	অ
চণ্ডীদাস (কবি) ১১৩৩৪০ ; ২১২৬৬ ; ২১০৭১১৩ ; ৩১৭৭৫		অশ্বাচার্য (আচার্য) ২১২২২২-৩১ ; ২১২২৪৮	
জ	জ	য	য
জয়দেব (কবি) ১১৩৩৪০ ; ১১৬৩৫ ; ২১০৭১১৩ ; ৩১৫১২৫ ; ৩১৭৭৫ ; ৩১৭৭৫৮ ; ৩২০৭৫৮		যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণী ২১২২২২	
জরাসন্ধ (মগধের রাজা) ১১৮১৭-৮ ; ৩৫১৩৪		র	র
ম	ন	রক্তা (স্বর্গ-দেবী) ১১৩১০৪	
নবযোগেন্দ্র (শান্ত ভক্ত) ২১২২১৬২ ; ২১২৪৮৪		রোমহর্ষণ (পুরাণবক্তা সূত) ১৫১১৪৮	
নারদ (ঋষি) ১১৬৪৩ ; ২১২০৩০৭ ; ২১২০৩০২ ; ২১২৪৮৪ ; ২১২৪৮২ ; ২১২০১৫২-২০১ ; ২১২৫১৭২-৮০ ; ৩১২৫০			

কমলাঙ্ক বিশ্বাস (অধৈত-শাখা) ১১২১২৬-৫৩
 কমলানন্দ (শ্রীচৈতন্য-শাখা) ১১০১১৪৭
 কমলাঙ্ক (শ্রীঅধৈতচার্যের অপরা নাম) ১৬১২৭
 কর্ণপুর (কবি ; শিবানন্দ সেনের পুত্র পরমানন্দদাস ;
 পুরীদাস) ১১০১৬০ ; ১১২১১০২-১০ ; ১১২৪২৫৯ ;
 ৩৬২৫৯-৬০ ; ৩১২১৪৪-৪২ ; ৩১৬৬০-৬৯
 কলানিধি (শ্রীচৈতন্য-শাখা) ১১০১১৩১
 কাজী ১১৭১১১৮-২১৯
 কানাক্রি খুটিয়া ১১৫১২০ ; ১১৫১৩০-৩১
 কাঙ্ক্ষাকুর (নিত্যানন্দ-শাখা ; পুরুষোত্তম দাসের
 পুত্র) ১১১১৩৭
 কান্ত পণ্ডিত (অধৈত-শাখা) ১১২১৫৯
 কামদেব (অধৈত-শাখা) ১১২১৫৭
 কামাতট (শ্রীচৈতন্য-শাখা) ১১০১১৪৭
 কালাকৃষ্ণদাস (নিত্যানন্দ-শাখা) ১১১১৫৪
 (কৃষ্ণদাস কুলীন ব্রাহ্মণ দ্রষ্টব্য)
 কালিদাস (রঘুনাথদাস গোস্বামীর জ্যতি খুড়া)
 ৩১৬১৫-৪৬
 কালীনাথ রুদ্র (শ্রীচৈতন্য-শাখা) ১১০১১০৪
 কালীমিশ্র ১১০১১২৯ ; ১১১১২০ ; ১৬১২৫৩ ;
 ১৬১৩২১ ; ১১০১১২-২১ ; ১১০১২৬ ; ১১০১২২-৩১ ;
 ১১০১৩৪ ; ১১০১৯৯ ; ১১১১১০৫ ; ১১১১১১১ ;
 ১১১১১৫৪-৬৪ ; ১১২১৬৯ ; ১১২১১৫১ ; ১১৩১৫৬ ;
 ১১৩৬১ ; ১১৪১১০৪-১১০ ; ১১৪১১১৩ ; ১১৫১২১ ;
 ১১৬১৪৪ ; ১১৬১২৫২ ; ১১৭১৮১ ; ৩১৭১৮-১০২ ;
 ৩১১১১৪-২৪ ; ৩১১১৭৯ ; ৩১১৮৪-৮৫
 কাশীশ্বর গোসাঞি (শ্রীবন্দাবনে শ্রীগোবিন্দদেবের
 শ্রিয়সেবক গোবিন্দ-গোসাঞির গুরু) ১৮১৬১
 কাশীশ্বর ব্রহ্মচারী (ঈশ্বরপুরীর শিষ্য) ১১০১১৩৬ ;
 ১১০১১৩৯ ; ১১০১১৪০ ; ১১১১২০ ; ১১২১৩৯ ;
 ১১০১১৩১ ; ১১০১১৭৮-৭৯ ; ১১২১১৬০ ; ১১২১১০৪ ;
 ১১৩১৮৪ ; ১১৩১১৭৫ ; ১১৫১১৮২ ; ১১৬১১২৬ ;
 ১১৭১১৮০ ; ৩১২১৫১ ; ৩১৪১০৫ ; ৩১৭১৩৮ ; ৩১৭১৫৩ ;
 ৩১৮১৩৮ ; ৩১৮১৫৮ ; ৩১০১১৫১ ; ৩১১১৮৩

কাঠকাটা জগন্নাথদাস (গদাধর-শাখা) ১১২১৮২
 কুটী বিপ্লবের পত্নী (পতিব্রতা-শিরোমণি) ৩২০১৪৮

কৃষ্ণ (দাক্ষিণাত্যের জনৈক বৈদিক ব্রাহ্মণ) ১১৭১১৮-
 ২৬ ; ১১৭১৩২ ; ১১৭১৩৫-৩৬
 কৃষ্ণদাস (কুলীন ব্রাহ্মণ ; মহাপ্রভুর দক্ষিণদেশ ভ্রমণের
 সঙ্গী ; ইনিই কালাকৃষ্ণদাস ; ১১০১৬০ এবং ১১০১৭৩ পয়ার
 দ্রষ্টব্য) ; ১১০১১৪৩ ; ১১১১৩৪ ; ১১১১০৩ ; ১১৭১৩৮-৩৯ ;
 ১১৭১৩১ ; ১১২১০২-১৬ ; ১১২১৩১০ ; ১১০১৬০-৭৮
 কৃষ্ণদাস (দেবানন্দের ভ্রাতা ; নিত্যানন্দ-শাখা)
 ১১১১৪৩
 কৃষ্ণদাস (বিজ ; রাঢ়ে জন্ম ; নিত্যানন্দ-শাখা)
 ১১১১৩৩
 কৃষ্ণদাস (রাঢ়দেশবাসী বিপ্র) ১১৬১৫০-৫১
 কৃষ্ণদাস (অধৈত-শাখা) ১১২১৬০
 কৃষ্ণদাস (নিত্যানন্দ-শাখা ; স্বর্ধ্যদাস পণ্ডিতের ভ্রাতা)
 ১১১১২২
 কৃষ্ণদাস (স্বর্ণবেত্রধারী জগন্নাথ-সেবক) ১১০১৪০
 কৃষ্ণদাস কবিরাজ—প্রতি পারিচ্ছেদে
 কৃষ্ণদাস বৈজ্ঞ (শ্রীচৈতন্য-শাখা) ১১০১১০৭
 কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী (গদাধর-শাখা) ১১২১৮৩
 কৃষ্ণদাস রাজপুত্র ১১৮১৭৫-৮৩ ; ১১৮১২৮ ; ১১৮১
 ১৪৮-২০৮ ; ১১৯১৮২
 কৃষ্ণদাস হোড় ৩৬৬১
 কৃষ্ণমিশ্র (অধৈতশাখা ; অধৈতচার্যের পুত্র) ১১২১১৬
 কৃষ্ণানন্দ (নিত্যানন্দ-শাখা) ১১১১৪৭
 কৃষ্ণানন্দ পুরী (ভক্তি-কল্পতরুর নবমূল্যের একমূল)
 ১১২১২২
 কেশবছত্রী (হুসেনসাহের চর) ১১১১৬১-৬৪
 কেশবপুরী (ভক্তি-কল্পতরুর নবমূল্যের একমূল) ১১২১২২
 কেশবভারতী (লৌকিক-লীলায় মহাপ্রভুর সন্ন্যাসের
 গুরু) ১১৭১৬৪ ; ১১২১১১ ; ১১২১১২ ; ১১৩১৫২ ; ১১৭১
 ২৬১-৬৫ ; ১৬৭১০ ; ১১৭১১১২
 গ গ
 গঙ্গাদাস (নিত্যানন্দ-শাখা) ১১১১৪০ ; ১১৩১৩৮
 গঙ্গাদাস পণ্ডিত (শ্রীচৈতন্য-শাখা) ১১০১২৭ ; ১১৩১৫৯ ;
 ১১৫১১০ ; ১১৬১৫০ ; ১১১১৭৪ ; ১১১১১৪৪ ; ৩১০১৮
 গদাধর (নিত্যানন্দের গণ) ৩১৬১৬০

গদ্যাম্বী (গদ্যধরশাখা) ১১২১২

গজপতি (রাজা প্রতাপরুদ্র; প্রতাপরুদ্ররাজা দ্রষ্টব্য) ১১১২১২-২০

গদ্যধরদাস (শ্রীচৈতন্যশাখা; নামপ্রেম-বিতরণের কার্যে শ্রীনিত্যানন্দের সঙ্গী) ১১০১৫১; ১১১১১০; ১১১১১৪; ১১৫১৪৪; ৩১০১৪৭

গদ্যধর পণ্ডিত গোস্বামী ১১২২৩; ১৪১১৮৫, ১৬৪৫; ১৭১১৬২; ১৮১৫৪; ১৮১৬৩; ১১০১১৩-১৪; ১১০১২২৩; ১১২১৭৭; ১১৩১২; ১১৭১২২২; ১১৭১৩২৩; ১১২১০৫; ১১২১৩৮; ১১২১৬৭; ১১৩১৫০; ১১০১৮০; ১১১১৭৩; ১১১১১৪৪; ১১২১১৫৪; ১১৪১৭১; ১১৫১১৮১; ১১৬১৭৭; ১১৬১১২২-৪৫; ১১৬১২৫৩; ১১৬১২৭৫-৮১; ১১৭১২৮৩-৮৪; ১১৭১১৮০; ১১৭১১৮৭-৮২; ৩৪১১০৪; ৩৭১৩৭; ৩৭১৫৮; ৩৭১৭৪-৮৩; ৩৭১১২৮-৩৬; ৩৭১১৩৮-৫০; ৩৭১১৫৪-৫৫; ৩৮১৮৩; ৩১০১১৫০; ৩১৪১৮৩

গরুড়পণ্ডিত (শ্রীচৈতন্যশাখা) ১১০১৭৩; ৩১০১২

গুণরাজখান (কুলীন প্রামাণ্য) ১১০১১০০

গুণার্ণবমিশ্র (কবিরাজগোস্বামীর ঝামটপুর গৃহে শ্রীবিগ্রহের সেবক) ১১৫১৪৬

গোকুলদাস (নিত্যানন্দশাখা) ১১১১৪৬

গোপাল (নিত্যানন্দশাখা) ১১১১৪৭

গোপাল (অদ্বৈত-তনয়; অদ্বৈতশাখা) ১১২১১৭-২৪; ১১২১১৪০-৪৭

গোপাল আচার্য (শ্রীচৈতন্যশাখা) ১১০১১২

গোপাল চক্রবর্তী (হিরণ্যদাস-গোবর্দ্ধনদাসের আরিন্দা) ৩৩১৭৮-২৭

গোপালদাস (শ্রীচৈতন্যশাখা) ১১০১১১১

গোপালদাস (শ্রীকৃষ্ণের গণ) ১১৮১৪৫

গোপালভট্ট গোস্বামী ১১১১৮; ১১০১১০৩; ১১৮১৪৩

গোপাল ভট্টাচার্য (ভগবান্ আচার্যের ভ্রাতা) ৩২৮৮-২২

গোপীকান্ত (শ্রীচৈতন্যশাখা) ১১০১১০৮

গোপীনাথ আচার্য (শ্রীচৈতন্যশাখা) ১১০১১২৮; ১৬১১৬-৩০; ১৬১৪৬; ১৬১৪২-৫১; ১৬১৬৩-১০৬; ১৭১৫৮; ১৭১৮৪; ১২১৩১৩; ১১১১৫৫-১১০; ১১১১১১১;

১১১১১৫৮; ১১১১১৬৪-৬৬; ১১১১১৬৯; ১১১১১৮৭-৮৮; ১১১১১৯১; ১১২১১৬০; ১১২১১৭৬-৮১; ১১৩১৩৯(৭); ১১৪১৮১-৮৫; ১১৫১২৬৫-৬৬; ১১৫১২৭৬; ১১৫১২৮৮; ১১৬১২২৭; ৩১০১১৫১

গোপীনাথ পট্টনায়ক (শ্রীচৈতন্যশাখা) ১১০১১৩১; ১১২১২১; ৩১১১২-১৪২

গোপীনাথ সিংহ (শ্রীচৈতন্যশাখা) ১১০১৭৪

গোবর্দ্ধন দাস ১১৬১২১৫-২০; ৩৩১১৫৮; ৩৩১১৬৪-৯৫; ৩৩১৩৫-৪০; ৩৩১১৭৬-৮১; ৩৩১১৯৩-৯৫; ৩৩১২৪৫-৫৮

গোবিন্দ (মহাপ্রভুর অঙ্গসেবক) ১১০১১৩৬; ১১০১৩৯; ১১০১১৪১-৪২; ১১১১২০; ১১২১৩৯; ১১২১৬৭; ১১০১১২৮-৪৫; ১১১১৬৩-৭০; ১১১১১৯০; ১১২১১৯৮-৯৯; ১১২১২০৪; ১১৩১৮৪; ১১৩১১৭৫; ১১৫১১৮২; ১১৬১১২৬; ১১২১১৮০; ৩১২১৩০-৩১, ৩১২১৫১-৫৪; ৩৪১৪২; ৩৪১১০৫; ৩৪১১১৬; ৩৪১২০৪-৫; ৩৪১২১১; ৩৪১২১১; ৩৪১২২৮; ৩৪১২৭৭; ৩৪১৩১৪; ৩৪১৩৮; ৩৪১৪২-৫২; ৩৪১৫৫-৫৮; ৩১০১৫৩; ৩১০১৮১-১৬; ৩১০১১০৫; ৩১১১১৫-১৮; ৩১২১৩৬-৩৭; ৩১২১৫১-৫২; ৩১২১১০৩-১৪; ৩১২১১৪৩-৫০; ৩১৩১০৩; ৩১৪১২৩-২৪; ৩১৪১৫৪; ৩১৪১৯০-২১; ৩১৬১৪০-৪১; ৩১৬১৮৫; ৩১৬১৯৮; ৩১৭১১২; ৩১৯১৫৩-৬৪

গোবিন্দ কবিরাজ (নিত্যানন্দশাখা) ১১১১১৪৮

গোবিন্দ গোসাঞি (শ্রীকৃষ্ণাবনে শ্রীগোবিন্দদেবের সেবক) ১৮১৬১; ১১৮১৪৪

গোবিন্দ ঘোষ (শ্রীচৈতন্যশাখা) ১১০১১১৩; ১১০১১৬; ১১১১১৭৭; ১১৩১৪১; ১১৩১৭২(৭); ১১৬১১৫

গোবিন্দ দত্ত (শ্রীচৈতন্যশাখা) ১১০১৬২; ১১৩১৩৬; ১১৩১৭২(৭)

গোবিন্দভক্ত (শ্রীকৃষ্ণের গণ) ১১৮১৪৬

গোবিন্দানন্দ (শ্রীচৈতন্যশাখা) ১১০১৬২; ১১৩১৩৬; ১১৩১৭২

গোসাঞিদাস পূজারী (শ্রীকৃষ্ণাবনে শ্রীমদনগোপালের সেবক) ১৮১৬৯-৭১

গৌরচন্দ্র (মহাপ্রভু) বহুস্থানে উল্লিখিত

গৌরীদাস (নিত্যানন্দশাখা) ১১১১১০০

গৌর দাস পণ্ডিত (নিত্যানন্দশাখা) ১১১১২৩-২৪ ;

৩/৩/৬১

চ

চ

চক্রপানি আচার্য (অষ্টমত-শাখা) ১১২১৫৬

চন্দ্রনেশ্বর (সার্বভৌম ভট্টাচার্যের পুত্র) ২১৬৩২

চন্দ্রনেশ্বর (নীলাচলবাসী বৈষ্ণব) ২১১০১৩

চন্দ্রশেখর আচার্য—আচার্যরত্ন দ্রষ্টব্য

চন্দ্রশেখর আচার্য-গৃহিণী—আচার্যরত্ন-গৃহিণী দ্রষ্টব্য

চন্দ্রশেখর বৈষ্ণ (বারাণসীবাসী) ১১১৪৩ ; ১১১৪৭ ;

১১১১৪৬ ; ১১০১১০ ; ১১০১১৫০ ; ১১০১১৫২ ;

২১১১৮৭-৯৪ ; ২১১২০২-৪ ; ২১১২০৬-১০ ; ২১২০৪৫-

৪৯ ; ২১২০৫২ ; ২১২০৬২-৬৬ ; ২১২০৭৩ ; ২১২০১১ ;

২১২০৫৪ ; ২১২০১৩২ ; ২১২০১৬৯-৭০ ; ৩১৩০৪২ ;

৩১৩০১০১

চাপাল গোপাল ১১১১৩৩-৫৫ ; ২১১১৪৩

চিরঞ্জীব (খণ্ডবাসী ; শ্রীচৈতন্যশাখা) ১১০১৭৬ ;

১১০১১৭৭ ; ২১১১৮১

চৈতন্যদাস (নিত্যানন্দশাখা) ১১১১৫০

চৈতন্যদাস (অষ্টমতশাখা) ১১২১৫৭

চৈতন্যদাস (গদাধরশাখা) ১১২১৮১

চৈতন্যদাস (রত্নবাটী চৈতন্যদাস ; গদাধরশাখা)

১১২১৮৪

চৈতন্যদাস (শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীগোবিন্দদেবের পূজক)

১১৮১৬৪

চৈতন্যদাস (শিবানন্দ সেনের পুত্র) ১১০১৬০ ;

২১১৬২২ ; ৩১০১৩৩২-৪১ ; ৩১০১৪৫-৪৮

চৈতন্য বল্লভ (গদাধর-শাখা) ১১২১৮৬

চৈতন্যানন্দ (স্বরূপদামোদরের সন্ন্যাসের গুরু)

২১০১১০৩

ছ

ছ

ছোটবিপ্র (বিধানগর বাসী) ২১৫১১৬ ; ২১৫১২০ ;

২১৫১২৫ ; ২১৫১৩০-১১৮

ছোট হরিদাস (শ্রীচৈতন্যশাখা) ১১০১১৪৫ ; ২১১২৪৫ ;

২১০১১৪৪ ; ২১৩০৩৮ (?) ; ৩১১০১০১-১০৬ ; ৩১২

১১০-৬৪

জ

জ

জগদানন্দ পণ্ডিত—১১০১১২-২১ ; ১১০১১২৩ ;

২১১২১ ; ২১১২০৫ ; ২১১২৩৯ ; ২১১২৬৭ ; ২১১২০৬ ;

২১১২২৪-২৮ ; ২১১২০০-২১ ; ২১১২৩১২ ; ২১১০৬৫ ;

২১১০১২৪ ; ২১১১২৫ ; ২১১১১৮০ ; ২১১১১২২ ;

২১১২১৬০ ; ২১১২১৬৬-৬৯ ; ২১১৫১৮২ ; ২১১৬১২৬ ;

২১২৫১৮০ ; ৩১১৪২-৭৭ ; ৩১১৫১ ; ৩১১০৪ ;

৩১১১৩০-৩১ ; ৩১১১৫১-৬৪ ; ৩১১৩৭ ; ৩১১৫৩ ; ৩১১

১২৬-২৭ ; ৩১১২-১৫ ; ৩১০১৫১ ; ৩১১১৮৩ ; ৩১২১৮৫-

১৫৩ ; ৩১৩০২ ; ৩১৩০৫-৭২ ; ৩১৩০৭৬ ; ৩১৪১৮৩ ;

৩১১১৩-২২

জগদীশ (শ্রীনিত্যানন্দের গণ) ৩৩/৬১

জগদীশ (অষ্টমতশাখা ; শ্রীঅষ্টমতের পুত্রস্বরূপ শাখা)

১১২১২৫

জগদীশ পণ্ডিত (শ্রীচৈতন্যশাখা) ১১০১৬৮-৬৯ ;

১১৪১৩৬

জগদীশ পণ্ডিত (নিত্যানন্দশাখা) ১১১১২৭

জগন্নাথ (নিত্যানন্দশাখা) ১১১১৪২

জগন্নাথ আচার্য (শ্রীচৈতন্যশাখা) ১১০১১০৬

জগন্নাথ কর (অষ্টমতশাখা) ১১২১৫৮

জগন্নাথ তীর্থ (শ্রীচৈতন্যশাখা) ১১০১১১২

জগন্নাথ দাস (শ্রীচৈতন্যশাখা) ১১০১১১০

জগন্নাথ মন্দিরের দলই ৩১৬১৭৪-৭৮

জগন্নাথ মাহিতী ২১৫১২০ ; ২১৫১৩০-৩১

জগন্নাথ মিশ্র (মহাপ্রভুর পিতা) ১১৩১৭৫ ; ১১৩১৫২ ;

১১৩১৫৫ ; ১১৩১৫৬ ; ১১৩১৫৭ ; ১১৩১০৬-৭ ;

১১৩১১৭-৮ ; ১১৩১১১২ ; ১১৪১১৭ ; ১১৪১৬৭ ;

১১৪১৭৫, ৭৮-৮৮ ; ১১৪১২০ ; ১১৫১১২ ; ১১৫১২১ ;

১১৭১২৮৫ ; ২১৬১০ ; ২১৬১৫৩ ; ২১২১৬৮ ; ২১২১৭৩ ;

২১৬১২১১

জগাই ১১৫১৮৩ ; ১১৮১১৭ ; ১১০১১১৮ ; ১১৭১১৫ ;

২১১১৮১-৮৫ (ব্রাহ্মণজাতি) ; ২১১১৩৬

জনার্দন (মহাপ্রভুর পিতৃব্য) ১১৩১৫৫

জনার্দন (জগন্নাথের লেবক) ২১০১৬৯

জনার্দন দাস (অষ্টমত-শাখা) ১১২১৫২

জানকীনাথ (বিপ্র ; শ্রীচৈতন্য-শাখা) ১১০১১১২

জালিয়া (সমুদ্রে পতিত মহাপ্রভুকে যিনি জালে
তুলিয়াছিলেন) ৩১৮১১-৬৭; ৩১৮১১০-১১

জিতামিত্র (গদাধর-শাখা) ১১২৮২

জীব গোস্বামী (শ্রীজীব গোস্বামী ঈষ্টব্য)

জ্ঞানদাস (নিত্যানন্দ-শাখা) ১১১১৪২

ঝ ঝ

ঝড়ুঠাকুর ৩১৬১৪-২৮; ৩১৬১৩০-৩২

ঝড়ুঠাকুর-গৃহিণী ৩১৬১৫-১৬; ৩১৬১৩১-৩৩

ড ড

তপন আচার্য (শ্রীচৈতন্য-শাখা) ১১০১৪৬

তপন মিশ্র ১১১৪৪; ১১১৪৭; ১১১৪৬;

১১০১২০-৫২; ১১৬৮-১৫; ১১১১৭২-৮৪;

১১২২০৫-১০; ১১২০৬২, ৬৭-৭৩; ১১২১১১; ১১২১৫৪;

১১২১১৩২; ১১২১১৬২-৭০; ৩১৩১৪২; ৩১৩১০১

তুলসী পড়িছাপান ১১২১৫১; ১১৫১২১; ১১৫১২৮-
২২; ১১২১৮৫

ত্রিমলভট্ট ১১১১১-১০১

ত্রৈলোক্যনাথ (মহাপ্রভুর পিতৃব্য) ১১৩১৫৫

ঢ ঢ

দত্তর শিবানন্দ (শ্রীচৈতন্যশাখা) ১১০১৪৭

দবীরধাস (শ্রীকৃষ্ণগোস্বামীর নবাবপ্রদত্ত নাম)

১১১১৬৫; ১১১১৭১; ১১১১২৪

দয়রাজী (রাঘব পণ্ডিতের ভগিনী; শ্রীচৈতন্যশাখা)

১১০১২৩-২৬; ৩১০১১২-৩৮

দয়িতাগণ (জগন্নাথের সেবক) ১১৩১১-১০

দরজী যবন ১১১১২২৪-২৫

দামোদর ১১৪১৮৫; ১১৩১৫১

দামোদর দাস (নিত্যানন্দশাখা) ১১১১৪২

দামোদর পণ্ডিত ১১০১২২-৩১; ১১০১২৪; ১১১১১১;

১১১২২২; ১১১২৩৮; ১১১২৪৫; ১১৩২০৬; ১১৬২২৪-

২৮; ১১১২৪২-২৬; ১১৩১১২; ১১০১৬৫; ১১০১৮১;

১১১১১৩২-৩৪; ১১১১১৮০; ১১১১১২২; ১১২১২১-২৬;

১১২১১৬০; ১১৩১৩৬; ১১৫১১৮২; ১১৬১২৭;

১১২১১৮১; ৩১১১৫১; ৩১৮১৪-৪৫; ৩১৮১০৩; ৩১৮১০৭;

৩১৮১০৩

দাস (জগন্নাথের মণি সোয়ার) ১১০১৪১

দাক্ষিণাত্য বিপ্র (প্রয়াগবাসী) ১১২১৪৩; ১১২১৫৪;
১১২১২০১

দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত ১১৬১২৩-১০২

দ্বিজ হরিদাস (শ্রীচৈতন্যশাখা) ১১০১১১০

দুর্লভ বিশ্বাস (অষ্টৈতন্যশাখা) ১১২১৫৭

দেবানন্দ (নিত্যানন্দশাখা) ১১১১৪৩

দেবানন্দ (ভাগবতী; শ্রীচৈতন্যশাখা) ১১০১৭৫;
১১১১৪৩

ধ ধ

ধনঞ্জয় পণ্ডিত (নিত্যানন্দশাখা) ১১১১২৮; ৩১৬১৩

ধ্রুবানন্দ (গদাধরশাখা) ১১২১৭৮

ন ন

নকড়ি (নিত্যানন্দশাখা) ১১১১৪৫

নকুল ব্রহ্মচারী—সুসিংহানন্দ ঈষ্টব্য

নন্দন (নিত্যানন্দশাখা) ১১১১৪০

নন্দন আচার্য (শ্রীচৈতন্যশাখা) ১১০১৩৭; ১১৩১৫১;
১১০১৮২; ১১১১৭৮; ৩১০১১৩৬

নন্দাই (শ্রীচৈতন্যশাখা) ১১০১১৪১-৪২; ১১০১১৪৪-
৪৫; ১১৬১২৮; ৩১২১১৪৭; ৩১৪১৮৩

নন্দাই (নিত্যানন্দশাখা) ১১১১৪৬

নন্দিনী অষ্টৈতন্যশাখা) ১১২১৫৭

নবমী হোড় (নিত্যানন্দশাখা) ১১১১৪৭

নয়ন মিশ্র (গদাধরশাখা) ১১২১৭৯

নরহরি দাস (খণ্ডবাসী; শ্রীচৈতন্যশাখা) ১১০১৭৬;
১১১১২৩; ১১০১৮৮; ১১১১৮১; ১১৩১৪৫; ১১৫১
১১২; ১১৫১৩২; ১১৬১১৭; ৩১০১৫৮

নরুৎক গোপাল (নিত্যানন্দশাখা) ১১১১৫০

নারায়ণ ১১১১৭৮; ১১৩১৩৬

নারায়ণ (দেবানন্দের ভ্রাতা; নিত্যানন্দশাখা)
১১১১৪৩

নারায়ণদাস (অষ্টৈতন্য-শাখা) ১১২১৫৯

নারায়ণদাস (শ্রীকৃষ্ণের গণ) ১১৮১৪৫

নারায়ণপণ্ডিত (শ্রীচৈতন্যশাখা) ১১০১৩৪; ১১১১৭৫

নারায়ণী (বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের মাতা) ১১৮১৩৭;
১১১১৫১; ১১১১২২৩

নিত্যানন্দ—বহুস্থলে উল্লিখিত

নির্লোম গদ্যদাস (শ্রীচৈতন্য-শাখা) ১১০।৪৯

নীলাই ৩১৪।৮৩

নীলাধর (রঘুনীলাধর ? ; শ্রীচৈতন্য-শাখা) ১১০।১৪৬

নীলাধর চক্রবর্তী (মহাপ্রভুর মাতামহ) ১১৩।৫৮ ;

১১৩।৮৮ ; ১১৩।১২০ ; ১১৪।১০-১৬ ; ২৬।৫১-৫২ ;

২১৬।২১৮ ; ৩৬।১২৩-২৪

নৃসিংহ (নিত্যানন্দ-শাখা) ১১১।৫০

নৃসিংহ তীর্থ ১১১।১২

নৃসিংহানন্দ (নকুলব্রহ্মচারী ; প্রহ্মায় ব্রহ্মচারী ;
শ্রীচৈতন্য-শাখা) ১১০।৩৩ ; ১১০।৫৫-৫৭ ; ২১১।৪৫-

৫২ , ২১১।৭৬ ; ২১৬।২০২ ; ৩২।৪-৫ ; ৩২।১৫-৩১ ;

৩২।৩৫-৭৩ ; ৩১০।১০

জ্ঞানার্চ্য ২১২।১৫৪

প

প

পড়িছাপাত্র ২১১।১০৫ ; ২১১।১৫৪-৬৪ ; ২১২।

৬২-৭৫

পরমানন্দ (মহাপ্রভুর পিতৃব্য) ১১৩।৫৫

পরমানন্দ (মহাপ্রভুর পিতৃব্য) ১১৩।৫৫

পরমানন্দ (কুলীনগ্রামবাসী) ২১০।৮৭

পরমানন্দ অবধূত (নিত্যানন্দ-শাখা) ১১১।৪৬

পরমানন্দ উপাধ্যায় (নিত্যানন্দ-শাখা) ১১১।৪১

পরমানন্দ কীর্তনীয়া (কাশীবাসী চন্দ্রশেখরের সঙ্গী)

২১২।৩৩ ; ২১২।৫৪ ; ২১২।১৩২

পরমানন্দ গুপ্ত (নিত্যানন্দ-শাখা) ১১১।৪২

পরমানন্দ দাস (কবিকর্ণপুর ; কর্ণপুর দ্রষ্টব্য) ৩১২।

৪৪-৪৯

পরমানন্দপুরী ১১১।১১ ; ১১১।১৪ ; ১১০।১২৩ ;

২১১।১০২ ; ২১১।১২০ ; ২১১।১৩৯ ; ২১১।২৪৯ ; ২১২।৬৭ ;

২১২।১৫২-৫৯ ; ২১০।৮৯-৯৯ ; ২১০।১২৫ ; ২১১।২৪ ;

২১১।১৮৮ ; ২১২।১০৬ ; ২১২।১৫৩ ; ২১২।২০৫ ;

২১৩।২৯ ; ২১৪।৯০ ; ২১৫।১৮২ ; ২১৫।১৯২ ; ২১৬।

১২৬ ; ২১৫।১৭৯ ; ৩২।১২৬-৩৫ ; ৩৪।১০৪ ; ৩৭।৪৯ ;

৩৮।৬-৭ ; ৩৮।৬৫-৭৮ ; ৩১১।৮৬ ; ৩১৪।৮৪ ; ৩১৪।

১০৭-১১০ ; ৩১৬।৯৮ ; ৩১৬।১১১ ।

পরমানন্দ মহাপাত্র (শ্রীচৈতন্য-শাখা ; শ্রীক্ষেত্রবাসী)

১১০।১৩৩ ; ২১০।৪৪

পরমেশ্বর দাস (নিত্যানন্দ-শাখা) ১১১।২৬ ; ৩৬।৬১

পরমেশ্বর মোদক (নদীয়াবাসী মোদক) ৩১২।৫৩-৫৯

পীতাম্বর (নিত্যানন্দ-শাখা) ১১১।৪৯

পুণ্ডরীক বিজ্ঞানিধি (শ্রীচৈতন্য-শাখা) ১১০।১২ ;

১১৩।৫৩ ; ২১১।২৪১ ; ২১৩।১৫০ ; ২১১।৭৩ ; ২১১।

১৪৪ ; ২১৪।৭৮ ; ২১৬।৭৫-৮০ ; ৩১২।১২

পুণ্ডরীকানন্দ (শ্রীকৃষ্ণের গণ) ২১৮।৪৬

পুরন্দর (শ্রীনিত্যানন্দের সঙ্গী) ৩৬।৬০

পুরন্দর আচার্য (শ্রীচৈতন্য-শাখা) ১১০।২৮ ; ২১১।৭৪ ;

২১১।১৪৪

পুরন্দর পণ্ডিত (নিত্যানন্দ-শাখা) ১১১।২৫

পুরীদাস (শিবানন্দ সেনের কনিষ্ঠ পুত্র ; কবি কর্ণপুর ;

কর্ণপুর দ্রষ্টব্য) ৩১২।৪৬-৭৯ ; ৩১৬।৬০-৬৯

পুরুষোত্তম (শ্রীচৈতন্য-শাখা) ১১০।১১০ ; ৩১০।১২

পুরুষোত্তম (কুলীনগ্রামবাসী ; শ্রীচৈতন্য-শাখা)

১১০।৭৮

পুরুষোত্তম (শ্রীচৈতন্য-শাখা ; প্রভুর ছাত্র) ১১০।৭০

২১১।৭২

পুরুষোত্তম আচার্য (ব্রহ্মপদামোদরের পূর্বাশ্রমের
নাম) ২১০।১০১

পুরুষোত্তম আনা (রাজা প্রতাপরুদ্রের বড় পুত্র)
৩১২।৭৭

পুরুষোত্তম দাস (সদাশিব কবিরাজের পুত্র ;
নিত্যানন্দ-শাখা) ১১১।৩৫-৩৬

পুরুষোত্তম দেব (উৎকলের রাজা) ২১৫।১১১-৩২

পুরুষোত্তম পণ্ডিত (নিত্যানন্দ-শাখা) ১১১।৩০

পুরুষোত্তম পণ্ডিত (অদ্বৈত-শাখা) ১১২।৬১

পুরুষোত্তমবাসী ব্রাহ্মণকুমার ৩১২।২০

পুরুষোত্তম ব্রহ্মচারী (অদ্বৈত-শাখা) ১১২।৬০

পুষ্প-গোপাল (গদাধর-শাখা) ১১২।৮৩

প্রকাশানন্দ সরস্বতী ১৭।৬০ ; ১৭।৬৩ ; ১৭।১০০-

২৪ ; ২১২।২২ ; ২১২।৫৬-১১২

প্রতাপরুদ্র রাজা (গজপতি) ১১০।১৩৩ ; ২১১।২২৬ ;

২১১।৩৮ ; ২১২।৫১ ; ২১০।২-২০ ; ২১১।৪ ; ২১১।১০ ;

২১১।১৪২-২৩ ; ২১১।৩২-১০২ ; ২১১।২১২-২০ ;

২১২।৩০২ ; ২১২।১২ ; ২১২।১৮-২০ ; ২১২।৩৪-৫৪ ;

২১২।৫৪ ; ২১২।৬৩-৬৪ ; ২১৩।৫ ; ২১৩।১৪-১৭ ;

৩।১৩।৫৫-৬১ ; ২।১৩।৮৫-৯২ ; ২।১৩।১৭২-৮০ ; ২।১৪।৩-২০ ; ২।১৮।৯২-৯৫ ; ২।১৮।১২০-২২ ; ২।১৮।১২৮-২০৮ ;
 ২।১৪।৫৮ ; ২।১৪।১০৪-১০ ; ২।১৫।২১ ; ২।১৫।২৮ ; ২।১৬। ২।১৯।৫৫ ; ২।১৯।৮০-৮২ ; ২।১৯।২০৬ ; ৩।৩।৬৮ ;
 ২-৫ ; ২।১৬।১০১-১১৬ ; ২।১৬।২৮২ ; ৩।৯।১৬-২১ ; ৩।৯। ৩।৪।২০১
 ৪৪-৪৯ ; ৩।৯।৭৮-১০৫ ; ৩।১০।৬১

প্রতাপরুদ্র রাজার পুত্র (যিনি প্রভুর সঙ্গে মিলিত
 হইয়াছিলেন) ২।১২।৫২-৬৫

প্রহ্লাদব্রজচারী—নুসিংহানন্দ দ্রষ্টব্য।

প্রহ্লাদমিশ্র (নীলাচলবাসী ; শ্রীচৈতন্য-শাখা) ১।১০।
 ১২৯ ; ২।১।১২০ ; ২।১।২৫০ ; ২।১০।৪১ ; ২।১৬।২৫২ ;
 ২।২৫।১৮১ ; ৩।৫।৩-৭৬

প্রহরাজ মহাপাত্র (নীলাচলবাসী) ২।১০।৪৪

প্রেমী কৃষ্ণদাস (বৃন্দাবনবাসী) ১।৮।৬৪

প্রেমী কৃষ্ণদাস (কৃষ্ণদাস রাজপুত) ২।১৮।১৪৮

ব ব

বজ্রেশ্বর পণ্ডিত (শ্রীচৈতন্য-শাখা) ১।৬।৪৫ ; ১।১০।
 ১৫-১৮ ; ১।১০।৭৫ ; ১।১০।১২৩ ; ২।১।২০৫ ; ২।১।২৩৮ ;
 ২।৩।১৫০ ; ২।১০।৮০ ; ২।১১।৭৩ ; ২।১১।২১১ ; ২।১২।১৫৪ ;
 ২।১৩।৩৪ ; ২।১৩।৪২ ; ২।১৪।৭৯ ; ২।১৪।৯৮ ; ২।১৬।১২৭ ;
 ২।২৫।১৮০ ; ৩।৪।১০৬ ; ৩।৭।৩৭ ; ৩।৭।৫৮ ; ৩।১০।৫৮ ;
 ২।১০।১৫১ ; ৩।১।১৪৭ ; ৩।১।১৬২ ; ৩।১।১৬৬

বঙ্গদেশীয় কবি ৩।৫।৮৮-১৪৯

বড় বিপ্র বিদ্যানগরের) ২।৫।২৪ ; ২।৫।২৬-১১৮

বঃ হরিদাস (কৌশলনীয়া ; শ্রীচৈতন্য-শাখা) ১।১০।১৪৫ ;
 ২।১০।১৪৪ ; ২।১৩।৪১ (?) ; ২।১৩।৭২ (?)

বনমালী আচার্য ১।১৭।১১৩

বনমালী কবিচন্দ্র (অদ্বৈত-শাখা) ১।১২।৬১

বনমালী ঘটক (প্রভুর সঙ্গে লক্ষ্মীদেবীর বিবাহের
 ঘটক) ১।১৫।৩৬

বনমালীদাস (অদ্বৈত-শাখা) ১।১২।৫৭

বনমালী পণ্ডিত (শ্রীচৈতন্য-শাখা) ১।১০।৭১

বলভদ্র ভট্টাচার্য (প্রভুর বৃন্দাবন-গমনের সঙ্গী)
 ১।১০।১৪৪ ; ২।১।২২২ ; ২।১।২২৪ ; ২।১।২২৬ ;
 ২।১৭।১৪-১৯ ; ২।১৭।২৬ ; ২।১৭।৩৮ ; ২।১৭।৫৪-৬২ ;
 ২।১৭।৬৫-৭৭ ; ২।১৭।৮৪ ; ২।১৭।১৪১ ; ২।১৭।১৬৫ ;
 ২।১৭।১৬৭ , ২।১৭।২০৫-১০ ; ২।১৮।১১ ; ২।১৮।১৮ ;

বলরাম (অদ্বৈত-তনয় ; অদ্বৈত শাখা) ১।১২।২৫
 বলরাম আচার্য (হিরণ্যদাস গোবর্দ্ধনদাসের পুরো-
 হিত) ৩।৩।১৫৭-৬৪ ; ৩।৩।১৮৮-৮৯ ; ৩।৩।২০১

বলরামদাস (নিত্যানন্দ শাখা) ১।১।১৩১

বল্লভ (গদাধর-শাখা) ১।১২।৮১

বল্লভভট্ট (শ্রীমদভাগবতের চীকাকার) ২।১২।৪৯ ;
 ২।১৯।৫৭-৮৪ ; ৩।৭।৩-১৪৬

বল্লভসেন (নিত্যানন্দ-শাখা) ২।১।৭৯ ; ২।১৩।৪০

বল্লভাচার্য (গৌরপ্রিয়সী লক্ষ্মীদেবীর পিতা)
 ১।১৪।৫৯ ; ১।১৫।২৫

বসন্ত (নিত্যানন্দ-শাখা) ১।১।১৪৭

বাণীকৃষ্ণ দাস (শ্রীকৃষ্ণের গণ) ২।১৮।৪৬

বাণীনাথ (বিপ্র ; শ্রীচৈতন্য-শাখা) ১।১০।১১২ ;
 ২।১২।১৬০ (?)

বাণীনাথ (কুলীনগ্রামবাসী ; শ্রীচৈতন্য-শাখা)
 ১।১০।৭৯

বা নাথ পট্টনায়ক (রায় ভবানন্দের পুত্র
 ১।১০।১৩১ ; ২।১০।৫৪-৫৯ ; ২।১১।৯৫-৯৬ ; ২।১১।১৫৯ ;
 ২।১১।১৬৪-৬৬ ; ২।১২।১৫০ ; ২।১২।১৬০ (?)
 ২।১৪।২১-২২ ; ২।১৪।৯১ ; ২।১৬।৪৪ ; ২।১৬।৯৭ ;
 ২।১৬।২৫২ ; ২।২৫।১৮৬ ; ৩।৯।১৩৬ ; ৩।১১।৭৯

বাণীনাথ ব্রজচারী (গদাধর-শাখা) ১।১২।৮১

বাসুদেব (গলিতকুণ্ডী) ২।১।৯৩ ; ২।৭।১৩৩-৪৪ ;
 ২।৭।১৪৭

বাসুদেব ঘোষ (শ্রীচৈতন্য-শাখা) ১।১০।১১৩ ;
 ১।১০।১১৬ ; ১।১১।১২ ; ১।১১।১৬ ; ১।১৩।২ ;
 ২।১২।৪১ ; ২।৩।১৫১ ; ২।১১।৭৭ ; ২।১৩।৩৯ ;
 ২।১৩।৪২

বাসুদেব দত্ত (শ্রীচৈতন্য-শাখা) ১।১০।৩৯-৪০ ;
 ১।১২।৫৫ ; ২।১২।৪১ ; ২।১০।৭৯ ; ২।১১।৭৬ ;
 ২।১১।১২৩-২৮ ; ২।১৩।৩৯ ; ২।১৩।৪২ ; ২।১৪।৭৮ ;
 ২।১৪।৯৬ ; ২।১৫।১৪-১৭ ; ২।১৫।১৫৮-৭৮ ; ২।১৬।১৫ ;
 ২।১৬।২০৩ ; ৩।৩।৬৯ ; ৩।৪।১০৩ ; ৩।৬।১৫৯ ; ৩।৭।৩৮ ;

৩১০৮ ; ৩১০১১৮ ; ৩১০১৩৭ ; ৩১১১১২ ;
 ৩১২১৭৭
 বিজয় (নদীয়াবাসী) ২১০৮১ ; ২১১১৭২
 বিজয় আচার্য্য ১১৭১২৩৯
 বিজয় দাস (ব্রহ্মবাহু ; আখরিয়্য ; শ্রীচৈতন্য-শাখা)
 ১১০১৬৩-৬৪ ; ২১০১৫১
 বিজয় দাস (অদ্বৈত-শাখা) ১১২১৫৯
 বিজয় পণ্ডিত (অদ্বৈত-শাখা) ১১২১৬৩ ; ২১২১৫১
 বিজুলীখান (পাঠান বৈষ্ণব) ২১৮১১৯৭ ; ২১৮১২০২
 বিঠলেশ্বর (বল্লভভট্টের পুত্র) ২১৮১৪১
 বিজ্ঞানন্দ (কুলীনগ্রামী ; শ্রীচৈতন্য-শাখা) ১১০১৭৮
 বিজ্ঞানচম্পতি (বাসুদেব সার্কর্ভোমের ভ্রাতা)
 ২১১১৪০ ; ২১১১৩৩-৩৬ ; ২১১৩২০৪
 বিশ্বরূপ (মহাপ্রভুর স্তোত্র ভ্রাতা) ১১৩১৭২-৭৪ ;
 ১১৫১২-১০ ; ২১৭১১০ ; ২১৭১১২ ; ২১৭১৪৩ ; ২১২১৭১-৭৩
 বিশারদ (সার্কর্ভোমের পিতা) ২১৬১১৭ ; ২১৬১৫২
 বিষ্ণু হাজরা (নিত্যানন্দ-শাখা) ১১১১৪৭
 বিষ্ণুদাস (শ্রীচৈতন্য-শাখা) ১১০১১৪২ ; ২১৩১৪১
 বিষ্ণুদাস (নিত্যানন্দ-শাখা) ১১১১৪০
 বিষ্ণুদাস (নীলাচলবাসী ভক্ত) ২১০১৪৩
 বিষ্ণুদাস আচার্য্য (অদ্বৈত-শাখা) ১১২১৫৬
 বিষ্ণুপুরী (ভক্তিকল্পতরুর নবমূলের একমূল) ১১২১২২
 বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী (প্রভুর দ্বিতীয়গৃহিণী) ১১৬১২৩
 বিহারী কৃষ্ণদাস (নিত্যানন্দ-শাখা) ১১১১৪৪
 বীরভদ্র গোস্বামী (নিত্যানন্দ-তনয় ; নিত্যানন্দ-শাখা)
 ১১১১৫ ; ১১১১১২ ; ১১১১৫৩
 বুদ্ধিমন্তধান (শ্রীচৈতন্য-শাখা) ১১০১৭২ ; ২১৩১৫১ ;
 ৩১০১১ ; ৩১০১১১৮
 বৃন্দাবনদাস ঠাকুর (শ্রীচৈতন্যভাগবত-প্রণেতা)
 ১৮১৩০-৩১ ; ১৮১৩৫-৩৭ ; ১৮১৪০ ; ১৮১৭৬ ; ১৮১৭৭ ;
 ১১১১৫১-৫২ ; ১১৩১৪৬ ৪৮ ; ১১৪১৯১ ; ১১৫১৫ ;
 ১১৫১২৮-২৯ ; ১১৬১২৪ ; ১১৬১১০৩ ; ১১৭১১৩২ ;
 ১১৭১১৩৬ ; ১১৭১২৬৭ ; ১১৭১৩২০ ; ২১১৩ ;
 ২১১৬ ; ২১১৮ ; ২১৩১২৪ ; ২১৪৩ ; ২১৪১৪ ;
 ২১৫১৩৯ ; ২১২১১৪৭ ; ২১৫১১২ ; ২১৬১৫৫ ; ২১৬১৮০ ;
 ২১৬১২১২ ; ৩১৩১৮৮ ; ৩১৩১২০ ; ৩১০১৪৮ ; ৩১২০৬৪ ;
 ৩১২০৭৩-৭৮

বেঙ্কট ভট্ট (শ্রীবৈষ্ণব) ২১২১৭৬-৮০ ; ২১২১৩২-৫০
 বৈষ্ণনাথ (অদ্বৈত-শাখা) ১১২১৬১
 বৈষ্ণবানন্দ আচার্য্য—রঘুনাথপুরী দ্রষ্টব্য
 ব্রহ্মানন্দপুরী (ভক্তিকল্পতরুর নবমূলের এক মূল)
 ১১২১১১
 ব্রহ্মানন্দ ভারতী ১১২১১১ ; ১১০১১৩৪ ; ২১১২৭১ ;
 ২১০১১৪৬-৭৬ ; ২১১১২৪ ; ২১১১১৮৮ ; ২১২১১০৬ ;
 ২১২১১৫৩ ; ২১২১২০৫ ; ২১৩১২২ ; ২১৪১২০ ; ২১২৫১
 ১৭১ ; ৩১৪১০৪ ; ৩১১১৮৬ ; ৩১৪১৮৪ ; ৩১৪১১০৭-৮ ;
 ৩১৬১৯৮

ভ ভ

ভগবান আচার্য্য (শ্রীচৈতন্য-শাখা) ১১০১৩৪ ;
 ২১১২৩৯ ; ২১০১১৭৭ ; ৩১৮৩-১১১ ; ৩১৮১২ ; ৩১৫১
 ৯৬-১০৭ ; ৩১৮১৩ ; ৩১০১১৫১ ; ৩১৪১৮৪
 ভগবান পণ্ডিত (শ্রীচৈতন্য-শাখা) ১১০১৬৭ ;
 ৩১০১৯
 ভগবান মিশ্র (শ্রীচৈতন্য-শাখা) ১১০১১০৮
 ভবনাথ কর (অদ্বৈত-শাখা) ১১২১৫৮
 ভবানন্দ রায় (রায়রামানন্দের পিতা ; শ্রীচৈতন্য-শাখা)
 ১১০১১২২-১৩২ ; ২১১১২১ ; ২১০১৪৭-৫৯ ; ২১১১১৫ ;
 ৩১১১৪ ; ৩১১৬০ ; ৩১১১০১ ; ৩১১১১৮-২৪ ; ৩১১২৫-২৯
 ভাগবত দাস (গদাধর-শাখা) ১১২১৮০
 ভাগবতাচার্য্য (গদাধর-শাখা) ১১০১১১ ; ১১০১১১৭ ;
 ১১২১৫৬ ; ১১২১৭৮
 ভূগর্ভগোসাঞি (গদাধর-শাখা) ১৮১৬৩ ; ১১২১৫৮ ;
 ২১৮১৪৪
 ভোলানাথ দাস (অদ্বৈত-শাখা) ১১২১৫৮

ম ম

মকরধ্বজ কর (শ্রীচৈতন্য-শাখা) ১১০১২২ ;
 ৩১০১৩৮
 মঙ্গল বৈষ্ণব (গদাধর-শাখা) ১১২১৮৬
 মধুসূদন (শ্রীচৈতন্য-শাখা) ১১০১১০২
 মনোহর (নিত্যানন্দ-শাখা) ১১১১৪২
 মনোহর (দেবানন্দের ভ্রাতা ; নিত্যানন্দ-শাখা)
 ১১১১৪৩

মর্দরাজ মহাপাত্র (রাজা প্রতাপরুদ্রের কর্মচারী)
২১৩১১২-১৫; ২১৩১২৫

মহারাজী বিশ্র ২১১১১৭; ২১১১১০১-৩৯; ২১১১
২১১১; ২১২০১৪-১৬; ২১২০১৬-১৪; ২১২০১৫০-৫২;
২১২০১১৩-১৪; ২১২০১৩২; ২১২০১৬৩

মহীধর (নিত্যানন্দ-শাখা) ১১১১৪৫

মহেশ (নিত্যানন্দের গণ) ৩৩৬৬

মহেশ পণ্ডিত (শ্রীচৈতন্য-শাখা) ১১০১০৯;
১১১১২৯

মাধুর ব্রাহ্মণ (সনোড়িয়া) ২১১১১৪২-৫০; ২১১১
১৫৫-১৬; ২১১৮৬২; ২১১৮১১১; ২১১৮১২২-২০৮

মাধব (নিত্যানন্দ-শাখা) ১১১১৪৫; ২১৩০১২ (?)

মাধব (শ্রীকৃষ্ণের গণ) ২১১৮৪৫

মাধব ঘোষ (শ্রীচৈতন্য-শাখা; নাম-প্রেম-প্রচারে
শ্রীনিত্যানন্দের সঙ্গী) ১১০১১১৩; ১১০১১১৬; ১১১১১২;
১১১১১৫; ২১১১১৭; ২১৩০৪২; ২১৩০১২ (?)

মাধব দাস (নীলাচল হইতে গোড়ে আসার সময়ে
মহাপ্রভু ইঁহার গৃহে সাতদিন ছিলেন) ২১৩১২০৫-৬

মাধব পণ্ডিত (অষ্টৈত-শাখা) ১১২১৬২

মাধবপুরী (মাধবজপুরী; ভক্তিকল্পতরুর প্রথম
অঙ্কুর) ১৩১৭৫; ১৩১৩৬; ১৩১৮; ১১৩১৫২;
২১১৮৭; ২১৪১২-১২৪; ২১৪২৫৮; ২১৪২৬৭;
২১৪৬৬১; ২১৪৬২৬৯; ২১৪৭১৫৭-৫৯; ২১৪৭১৬৩;
২১৪৭১৬৬-৭৫; ২১৮১১১১; ৩৮১১৭-৩৫

মাধবাচার্য (শ্রীচৈতন্য-শাখা) ১১০১১১৭

মাধবাচার্য (নিত্যানন্দ-শাখা) ১১১১৪২

মাধবী দেবী (নীলাচলবাসী শিখিমাহিতীর ভগিনী;
শ্রীচৈতন্য-শাখা) ১১০১১৩৫; ৩২১১০২-৬; ৩২১১০৯

মাধাই (নবদ্বীপবাসী ব্রাহ্মণ-সন্তান; শ্রীচৈতন্য-শাখা)
১৫১১৮৩; ১৮১১৭; ১১০১১১৮; ১১৭১১৫; ২১১৮১১-
৮৩ (ব্রাহ্মণজাতি); ২১১১৩৬

মানু ঠাকুর (গদাধর-শাখা) ১১২১৭৯

মালিনী (শ্রীবাস-গৃহিণী) ১১৩০১০৯; ২১৩১২১;
২১৩১৫৬; ৩১২১১০; ৩১২১৬১

মীনকেনন রামদাস (নিত্যানন্দ-শাখা) ১৫১১৩৯-
৫৬; ১১১১৫০

মুকুন্দ (নিত্যানন্দ-শাখা) ১১১১৪৫

মুকুন্দ (নিত্যানন্দ-শাখা) ১১১১৪২; ১১১১১২৪-

২৬ (?); ২১৩০১২ (?)

মুকুন্দ (শ্রীচৈতন্য-শাখা) ১৩১৪৫; ১১০১১০৮;
১১৩০২; ১১৩০৫২; ২১৩১৫১; ২১৩০৩৯ (?);

২১৩০১২ (?); ৩১১৩৮

মুকুন্দ (খণ্ডবাসী; মুকুন্দদাস কি ?) ২১১০৮৮

মুকুন্দ কবিরাজ (নিত্যানন্দ-শাখা) ১১১১৪৮

মুকুন্দ দত্ত (শ্রীচৈতন্য-শাখা) ১১০১৩৮; ১১২১৩৯;
১১৭১৬১; ১১৭১২২৬; ২১১২১; ২১১১০৫; ২১১২৪১;
২১৩১২; ২১৩১৫৮-৫৯; ২১৩১০৩; ২১৩১১৮-২৩; ২১৩
২০৬; ২১৩১৮-২৭; ২১৩১৭-১০৭; ২১৩২২৭;
২১৭১২২-২৩; ২১৩৩১২; ২১০১৬৫; ২১০১১২৪;
২১০১১৬৬; ২১০১২৫০-৫২; ২১১১১৫; ১১১১১৮০;
১১৩০৩৯ (?); ২১৩০১২ (?); ২১৩১২৬
২১৩১৮৭; ৩২১১৫১; ৩১৩৮৮

মুকুন্দ দাস (খণ্ডবাসী; শ্রীচৈতন্য-শাখা) ১১০১৭৬;
২১১১৮১; ২১১৫১২২-২৭

মুকুন্দসরস্বতী (জৈনিক সরস্বতী, যিনি শ্রীসনাতন
গোপাশ্রমকে এক বহির্কাস দিয়াছিলেন) ৩১৩০৪২;
৩১৩০৫২

মুকুন্দানন্দ চক্রবর্তী (বুন্দাবনবাসী) ১৮১৬৪

মুকুন্দের মাতা (পরমেশ্বর মোদকের পত্নী) ৩১২১
৫৭-৫৮

মুরারি (মুরারিগুপ্ত ?) ১৪১১৮৫; ১৩১৪৫; ২১১
২০৫; ২১৩০৩৯ (?); ৩৩১৬০

মুরারি (মুরারি দত্ত ? ২১৩১৫ পয়সে বলা হইয়াছে
—“বাসুদেব মুরারি গোবিন্দ তিন ডাই”। এস্থলের বাসু-
দেব এবং গোবিন্দ বোধহয় “ঘোষ” নহেন; কারণ
১১০১১১৩ পয়সে বলা হইয়াছে—“গোবিন্দ মাধব
বাসুদেব তিন ডাই”। বা-সভার কীর্তনে নাচেন চৈতন্য-
নিতাই ॥”—ইঁহার “ঘোষ”। তাহা হইলে “বাসুদেব
মুরারি গোবিন্দ তিন ডাই” কি দত্ত-উপাধিধারী ?)
২১৩১৫

মুরারিগুপ্ত (শ্রীচৈতন্য-শাখা; প্রসিদ্ধ কড়চাকর্ষী)
১১০১৪৭-৪৯; ১১৩০৩; ১১৩০১৪; ১১৩০৪৪; ১১৩০৫২;

১১৭৭৬৫ ; ১১৭৭৭২ ; ২১১২৪১ ; ২১৩১৫০ ;
২১০৭৭২ ; ২১১১৭৫ ; ২১১১৩৭-৪৩ ; ২১৩৩৩৯ (?) ;
২১৪৭৭৮ ; ২১৫১৩৭-৫৭ ; ৩৪৪৪৪ ; ৩৪১১০৩ ;
৩৭৭৩৮ ; ৩১০১১৮ ; ৩১০১৩৭ ; ৩১২১২২ ; ৩১২১২৭
মুরারি-চৈতন্যদাস (নিত্যানন্দশাখা) ১১১১১৭
মুরারি পণ্ডিত (অষ্টৈতন্যশাখা) ১১২১৬২ ; ৩১০১২
মুরারি ব্রাহ্মণ (নীলাচলবাসী-ভক্ত) ২১০১৪৩
মুরারি মাহিতী (শিখিমাহিতীর ভাই ; শ্রীচৈতন্যশাখা)
১১০১৩৪ ; ২১০১৪২

য

য

যদু গাঙ্গুলী (গদাধরশাখা) ১১২১৮৬
যদুনন্দন (শ্রীচৈতন্যশাখা) ১১০১১৭
যদুনন্দন আচার্য্য (অষ্টৈতন্য-শাখা ; দাসগোষামীর
শুক্র) ১১২১৫৪ ; ৩৬১৫৮-৬৭ ; ৩৬১৭৪-৭৫
যদুনাথ (কুলীনগ্রামী ; শ্রীচৈতন্যশাখা) ১১০৭৭৮
যদুনাথ কবিচন্দ্র (নিত্যানন্দশাখা) ১১১১৩২
যবন দরজী—দরজী যবন ঈষ্টব্য
যবনরাজা ২১৬১৫৬-২৭
যবনরাজার বিশ্বাস ২১৬১৬৭-৭৬
যাদবদাস (অষ্টৈতন্যশাখা) ১১২১৫২
যাদবচার্য্য গোসাঞি (বৃন্দাবনবাসী) ১৮৬২ ;
২১৮১৪৪

র

র

রঘু (রঘুনীলাধর ? ; শ্রীচৈতন্যশাখা) ১১০১৪৬ ;
২১৩৭২
রঘুনন্দন (খণ্ডবাসী ; শ্রীচৈতন্যশাখা) ১১০৭৭৬ ;
১১০১১৭ ; ২১০৮৮ ; ২১১১৮১ ; ২১৩৪৫ ;
২১৫১১২-৩১ ; ২১৬১৭
রঘুনাথ (অষ্টৈতন্যশাখা) ১১২১৬১
রঘুনাথ (গদাধরশাখা) ১১২১৮৪
রঘুনাথ দাসগোষামীর (শ্রীচৈতন্যশাখা) ১১১১৮ ;
১৫১৮০ ; ১১০৮২-১০২ ; ১১০১২৪ ; ২১২১৬২-৭০ ;
২১২৭৩ ; ২১২৮২-৮৩ ; ২১৬২১৪-২৪২ ; ২১৮১৪৩ ;
৩৩১৬১-৬৩ ; ৩৪২২৭ ; ৩৬১১১-৩২০ ; ৩২১৬২ ;
৩১২১৪২ ; ৩১২১৪৭ ; ৩১৪১৬-২ ; ৩১৪১৬ ;
৩১৪১১৩ ; ৩১৬৮ ; ৩১৬৮০ ; ৩১৭৬৭ ; ৩১২১৭১ ;

রঘুনাথ পুরী (আচার্য্য বৈষ্ণবানন্দ ; নিত্যানন্দশাখা)
১১১১৩২
রঘুনাথ বৈষ্ণ (শ্রীচৈতন্যশাখা) ১১০১২৪
রঘুনাথ বৈষ্ণ উপাধ্যায় (নিত্যানন্দশাখা) ১১১১১২
রঘুনাথ ভট্টগোষামীর (তপনমিশ্রের পুত্র ; শ্রীচৈতন্য-
শাখা) ১১১১৮ ; ১৫১৮০ ; ১১০১৫১-৫৬ ; ২১৭৭৮৬ ;
২১৮১৪৩ ; ২১২১৩২ ; ৩১৩৮৮-১১৪ ; ৩২০৮৮
রঘুপতি উপাধ্যায় (তিরোহিতা পণ্ডিত) ২১২১৮৫-২৭
রঘুমিশ্র (গদাধরশাখা) ১১২১৮৪
রঙ্গবাটী চৈতন্যদাস (গদাধর-শাখা) ১১২১৮৪
রাঘব (রাঘবপণ্ডিত নহেন ; ২১৩৩৩৬ পয়ার ঈষ্টব্য)
২১৩৪১
রাঘব পণ্ডিত (শ্রীচৈতন্য-শাখা) ১১০১২২ ; ২১০৮২ ;
২১১৭৮ ; ২১২১৫৪ ; ২১৩৩৬ ; ২১৪৭৭২ ;
২১৫১৬২-২৩ ; ২১৬১১৬ ; ২১৬১২০১ ; ৩৪১০৩ ;
৩৬১৭০-৭৫ ; ৩৬১০৫-২৬ ; ৩৬১৪৩ ; ৩৬১৪৬-৫১ ;
৩৭১৫৩ ; ৩৭১৫৮ ; ৩১০১২২-৩৮ ; ৩১০১২৫ ;
৩১০১৩৬ ; ৩১২১১১
রাজপুত্র (রাজা প্রতাপরুদ্রের পুত্র ; আলিঙ্গনাদি দ্বারা
যাহাকে মহাপ্রভু বিশেষ কৃপা করিয়াছিলেন) ২১২১৫৪-৬৫
রাজা প্রতাপরুদ্র (প্রতাপরুদ্র রাজা ঈষ্টব্য)
রাজেন্দ্র (শ্রীকৃষ্ণ-সনাতনের উপশাখা ; শ্রীচৈতন্যশাখা)
১১০৮৩
রামচন্দ্র কবিরাজ (নিত্যানন্দ-শাখা) ১১১১৪৮
রামচন্দ্র খান (বৈষ্ণবধেয়ী ভূম্যধিকারী) ৩৩২৪-
১৫৬
রামচন্দ্রপুরী (মাধবেন্দ্রপুরী গোষামীর নিম্নকৃষ্ণভাব
শিষ্য) ২১১২৫২ ; ২১৮৬-২৩
রামদাস (পাঠানপীর) ২১৮১৭৫-২৮
রামদাস (শিবানন্দসেনের পুত্র ; শ্রীচৈতন্য-শাখা)
১১০৬০
রামদাস অভিষ্য (শ্রীচৈতন্য-শাখা ; নাম-প্রেম
প্রচারে ঐনিত্যানন্দের সঙ্গী) ১৬৪৫ ; ১১০১১৪ ;
১১০১১৬ ; ১১১১১০ ; ১১১১১৩ ; ২১৫১৪৪ ; ৩৬৬০ ;
৩৬৮২
রামদাস কবিচন্দ্র (শ্রীচৈতন্য-শাখা) ১১০১১১

রামদাস বিপ্র (কৃতমালানদীতীরবর্তী দক্ষিণমথুরা-
বাসী) ২।১।১০৪; ২।১।১০৯-১০; ২।২।১৬৩-৮২;
২।২।১২২-২০১

রামদাস বিশ্বাস (কাব্যপ্রকাশ-অধ্যাপক; কায়স্থ)
৩।১৩।২০-২৮; ৩।১৩।১০৮-১০

রাম ভদ্র (নিত্যানন্দ-শাখা) ১।১।১৫০

রামভদ্রাচার্য (শ্রীচৈতন্য-শাখা) ১।১০।১৪৬;

২।১০।১৭৭; ৩।১০।১৫১

রামসেন (নিত্যানন্দ-শাখা) ১।১।১৪৮

রামাই (শ্রীচৈতন্য-শাখা) ১।১০।১৪১-৪২; ২।৩।১৫০;
২।১০।১৪৪-৪৫; ২।১৩।৭২; ২।১৬।১৫; ২।১৬।১২৮;
৩।১২।১৪২; ৩।১২।১৪৭; ৩।১৪।৮৩

রামানন্দ বসু (কুলীনগ্রামী; শ্রীচৈতন্য-শাখা)
১।১০।৭৮; ২।১।৮০; ২।১৩।৪৩; ২।১৪।২৩৩-৩৮;
২।১৫।১০৩-১১

রামানন্দ বসু (নিত্যানন্দ-শাখা) ১।১।১৪৫

রামানন্দ রায় (শ্রীচৈতন্য-শাখা) ১।১০।১৩১-৩২;
১।১৩।৪০; ২।১।২৫; ২।১।১১৮-১২; ২।১।১৩২; ২।১।২৪০;
২।১।২৫০; ২।১।২৫১; ২।২।৬৬; ২।৭।৬১-৬৬;
২।৮।১২-২৫০; ২।২।২০১-৩০৭; ২।১০।৪৮-৫০;
২।১০।৫৭; ২।১।১১-৩১; ২।১।৪৮; ২।১।১২৬;
২।১২।৩৬-৫৪; ২।১৪।২২; ২।১৪।৮০; ২।১৬।৩;
২।১৬।৬-২; ২।১৬।৮৬-২২; ২।১৬।২৭; ২।১৬।১০০-১০১;
২।১৬।১০৬; ২।১৬।১১৫; ২।১৬।১২৫; ২।১৬।১৪২-৫৩;
২।১৬।১৫২; ২।১৭।২-১৮; ২।১২।১০৬; ২।২০।২০;
২।২৫।১৮৬; ৩।১।২২-২৫; ৩।১।১০২-১০৪; ৩।১।১০৭-৫৪;
৩।৪।১০৪; ৩।৫।৬-৮২; ৩।৫।১৫১; ৩।৬।৫; ৩।৬।৭-৮;
৩।৬।১০; ৩।৭।২০-২৮; ৩।২।৬২; ৩।২।২০-২২;
৩।২।২৭; ৩।২।১৩৬; ৩।১।১১১; ৩।১।১১৪; ৩।১।১৪২;
৩।১৪।৩৮; ৩।১৪।৫১; ৩।১৪।৫৪; ৩।১৫।২২-২৫;
৩।১৫।৬১; ৩।১৫।৮০; ৩।১৫।৮২; ৩।১৬।২২; ৩।১৬।১০২;
৩।১৬।১৩০; ৩।১৭।৩-৭; ৩।২০।৩২; ৩।২০।৫১-৫৩;
৩।২০।২৪; ৩।২০।৩

রুদ্র (শ্রীচৈতন্য-শাখা) ১।১০।১০৪

রূপগোস্বামী (শ্রীরূপগোস্বামী দ্রষ্টব্য)

ল

ল

লঘু হরিদাস (শ্রীকৃষ্ণের গণ, ছোট হরিদাস নহেন)

২।১৮।৪৬

লক্ষ্মীনাথ পণ্ডিত (গদাধরশাখা) ১।১২।৮৪

লক্ষ্মীদেবী (প্রভুর প্রথম গৃহিণী) ১।১৪।৫২-৬৫;

১।১৫।২৪-২৭; ১।১৬।১৮-১২

লোকনাথ গোস্বামী (বৃন্দাবনবাসী) ২।১৮।৪৩

লোকনাথ পণ্ডিত (অষ্টম-শাখা) ১।১২।৬২

শ

শ

শঙ্কর (কুলীনগ্রামী; শ্রীচৈতন্যশাখা) ১।১০।৭৮

শঙ্কর (নিত্যানন্দশাখা) ১।১।৪২

শঙ্কর (নীলাচলবাসী) ২।১০।১২৪

শঙ্কর পণ্ডিত ১।১০।৩১; ১।১০।১২৩; ২।১।২৩৮;

২।১।১৭৪; ২।১।১৩২-৩৪; ২।১২।১৬০; ২।২৫।১৮১;

৩।২।১৫১; ৩।৪।১০৪; ৩।৭।৩৭; ৩।৭।৫৩; ৩।১০।১৫১;

৩।১।৮৩; ৩।১৪।৮৩; ৩।২০।৬৪-৭০

শঙ্করারণ্য (শচীতনয়-বিশ্বকৃষ্ণের সন্ন্যাসাশ্রমের নাম)

২।২।২৭১-৭৩

শঙ্করারণ্য আচার্য (শ্রীচৈতন্যশাখা) ১।১০।১০৪;

২।১২।১৫৪

শঙ্করারণ্য সুরস্বতী ৩।৬।৮২

শচীদেবী (আই) ১।৩।৭৫; ১।৪।২২৭; ১।১২।৪০;

১।১৩।৫২; ১।১৩।৫৮; ১।১৩।১১৭; ১।১৩।১১৮; ১।১৪।১৭;

১।১৪।৩৮-৩৯; ১।১৪।৬৭; ১।১৪।৬৮-৭৭; ১।১৫।২৬;

১।১৭।১৫; ১।১৭।৬৭; ১।১৭।২৮৫; ২।১।২১২;

২।৩।১৩৪-৪৭; ২।৩।১৫৭; ২।৩।১৬০-৬৪; ২।৩।১৬৬-৬৮;

২।৩।১৭৬-৮৩; ২।৩।১৯২-২০১; ২।৩।২০৭-৮; ২।২।২৬২-

২৭১; ২।১০।৭০; ২।১০।৭৩-৭৫; ২।১০।৮৬; ২।১০।৯০;

২।১০।৯৭; ২।১৬।২০৭; ৩।১।২; ৩।১২।১৩; ৩।১২।৮৫-

২৪; ৩।২০।৪-১৫

শতানন্দ খান (ভগবান্ আচার্যের পিতা) ৩।২।৮৭

শিখি মাহিতী (শ্রীচৈতন্যশাখা) ১।১০।১৩৪; ১।১০।

১৩৫; ২।১।২২১; ২।১০।৪০; ২।১৬।২৫২

শিবাই (নিত্যানন্দশাখা) ১।১।১৪৬

শিবানন্দ চক্রবর্তী (গদাধরশাখা) ১।৮।৬৫; ১।১২।৮৫

শিবানন্দ সেন (শ্রীচৈতন্যশাখা) ১।১০।৫২-৫৩; ১।১০।

৫৮-৬১; ২।১।২৩; ২।১।২২২-৩০; ২।১০।৭২; ২।১১।

১৩৫-৩৬; ২১৫১২৪-২৮; ২১৬১১৮-১২; ২১৬২১;
২১৬২২৫-২৬; ২১৬২৩০; ৩১১১০; ৩১১১১-২৬;
৩২১২১-৩১; ৩২১৩৬; ৩২১৪১-৭৭; ৩২১৮১; ৩২১৬০;
৩৬১৭৮-৮০; ৩৬২৪৩-৪৪; ৩৬২৪৬-৬১; ৩১০১১১;
৩১০১৩২-৪৪; ৩১২১৭; ৩১২১৪৩-৩৩; ৩১২১৪৩-৫২;
৩১২১০১; ৩১৬৬০

শিবানন্দ সেন-গৃহিণী ২১৬২১; ৩১২১১;
৩১২১২০-২২; ৩১৬৬০

শুক্লাধর ব্রহ্মচারী (শ্রীচৈতন্য-শাখা) ১১০১৩৬;
২৩১৫০; ২১১১৭২; ৩১০১১০

শুভানন্দ (শ্রীচৈতন্য-শাখা) ১১০১০৮; ২১৩৩৮;
২১৩১০৫

শেখর পণ্ডিত (শ্রীচৈতন্য-শাখা) ১১০১০৭

শ্রীকর (শ্রীচৈতন্য-শাখা) ১১০১০২

শ্রীকান্ত (সনাতনগোস্বামী-ভগিনীপতি) ২২০১৩৭-৪৩

শ্রীকান্ত সেন (সেন শিবানন্দের ভাগিনেয়; শ্রীচৈতন্য-
শাখা) ১১০৬১; ২১১১৭৮; ২১৩৪০; ৩২১৩৬-৪৩;
৩১২১৩৩-৪০

শ্রীগালিম (শ্রীচৈতন্য-শাখা) ১১০১১০

শ্রীজীবগোস্বামী (শ্রীচৈতন্য-শাখা) ১১১১৮;
১১০১৮৩; ২১১৩৭-৪০; ২১৮১৪৪; ৩৪২১৮-২৬;
৩২০১৮৮

শ্রীজীব পণ্ডিত (নিত্যানন্দ-শাখা) ১১১১৪১

শ্রীধর (নিত্যানন্দ-শাখা) ১১১১৪৫

শ্রীধর (খোলাবেচা; শ্রীচৈতন্য-শাখা) ১১০১৬৫-৬৬;
১১৭১৬৬; ২৩১৫১; ২১০১৮১; ২১১১৭২

শ্রীধর ব্রহ্মচারী (গদাধর-শাখা) ১১২১৭৮

শ্রীনাথ চক্রবর্তী (গদাধর-শাখা) ১১২১৮১

শ্রীনাথ পণ্ডিত (শ্রীচৈতন্য-শাখা) ১১০১০৫

শ্রীনাথ মিশ্র (শ্রীচৈতন্য-শাখা) ১১০১০৮

শ্রীনিধি (শ্রীচৈতন্য-শাখা) ১১০১০৮

শ্রীনিধি (শ্রীবাসপণ্ডিতের ভাই; শ্রীচৈতন্য-শাখা)
১১০১৭

শ্রীনিবাস-শ্রীবাসপণ্ডিত দ্ব্যেব্য।

শ্রীপতি (শ্রীবাসপণ্ডিতের ভাই; শ্রীচৈতন্য-শাখা)
১১০১৭

শ্রীবৎস পণ্ডিত (অদ্বৈত-শাখা) ১১২১৬০

শ্রীবল্লভ সেন (শ্রীচৈতন্য-শাখা) ১১০১৬১

শ্রীবাসপণ্ডিত (শ্রীনিবাস; শ্রীচৈতন্য-শাখা) ১১২২০;

১৪১১৮৫; ১৫১১২৩; ১৬১৩৪; ১৬১৪৫; ১৭১১৪;
১৭১১৬২; ১১০১৬; ১১৩১২ (শ্রীনিবাস); ১১৩১৫৩;
১১৩১০১; ১১৩১০৭; ১১৩১০২; ১১৭১৩০;
১১৭১৩২-৪০; ১১৭১৪৮; ১১৭১৫৩; ১১৭১৫৫;
১১৭১৮৪; ১১৭১৮৮-২২; ১১৭১২২১-২২; ১১৭১২২৪;
১১৭১২২৬-৩৩; ১১৭১২২১; ১১৭১২২৩; ২১১২;
২১১১৪৩; ২১১২০৫; ২১১২৪১; ২১১২৫৫; ২১১২৬৪-
৬৭; ২৩১৫০; ২৩১৬৫; ২১০১৬৭; ২১০১৭৫;
২১০১১৫; ২১১১৭৩; ১১১১১১৫; ২১১১১৩০-৩১;
২১১১২১১; ২১২১১৫৪; ২১৩৩৩১; ২১৩৩০৭;
২১৩৩৭২; ২১৪১৭২; ২১৪১২২০-২০৫; ২১৪১২১৪;
২১৫১৪৬-৬৭; ২১৬১১৫; ২১৬১২১; ২১৬১৫৫-৫৬;
২১৬১২০২; ৩২১১৫২, ১৬২; ৩৪১১০৩; ৩৭১৫৮;
৩১০১৩; ৩১০১৫৮; ৩১০১১৬; ৩১০১১৩৬;
৩১২১১০

শ্রীমন্ত (নিত্যানন্দ-শাখা) ১১১১৪৬

শ্রীমান পণ্ডিত (শ্রীচৈতন্য-শাখা) ১১০১৩৫; ২১০১৮১;
২১১১৭৮; ২১৩৩৮; ৩১০১৮; ৩১০১১১২

শ্রীমান সেন (শ্রীচৈতন্য-শাখা) ১১০১৫০; ২১১১২৩;
২১১১৭৬; ৩১০১৮; ৩১০১১১২

শ্রীমদ্র কবিরাজ (নিত্যানন্দ-শাখা) ১১১১৪৮

শ্রীমদ্রপুরী ২১১১০৪; ২১২১৫৮-৭৪

শ্রীরাম (শ্রীচৈতন্য-শাখা) ১১০১০৮

শ্রীরাম পণ্ডিত (অদ্বৈত-শাখা) ১১২১৬৩

শ্রীরাম পণ্ডিত (শ্রীবাসপণ্ডিতের ভাই; শ্রীচৈতন্য-শাখা)
১১০১৬; ২১০১৮১; ২১৩৩৮

শ্রীরূপগোস্বামী (শ্রীচৈতন্য-শাখা) ১১১১৮; ১১১
৬৭; ১৪১২২২; ১৫১১৭২; ১৫১১৮১; ১৫১১৮৮;
১১০১৮২; ১১০১৮৩-৮৮; ১১০১২৩; ১১০১০৩;
২১১২৬-২২; ২১৩৩১-৩৬; ২১১৫৩-৬৮; ২১১৭৫;
দ্বীপ খাস ২১১১৬৫-২১০; ২১১২২৭-২২২; ২১১২৪৪;
২১১৮২-৮৩; ২১৩১২৮; ২১৩১২৮; ২১৬১২৫৮-৬২;
২১৬১৩২-৪৮; ২১২১২-১১; ২১২১৩০-৪০; ২১২১৪৪-

৬৮; ২।১২।৮১-৮২; ২।১২।১০৪-২০১; ২।১২।২১৩;
২।২০।২; ২।২০।৬১; ২।২০।৫৩; ২।২০।১৩২; ২।২০।
১৫২-৬১; ২।২০।১৬৮-৭৩; ৩।১২।২০-১৩৬; ৩।৪।২;
৩।৪।২৫; ৩।৪।৩১; ৩।৪।২০৪-৭; ৩।৫।৮৪; ৩।৪।১০৫;
৩।৫।৮৪; ৩।৫।২৫; ৩।২০।৮৮

শ্রীসনাতনগোস্বামী (সনাতনগোস্বামী দ্রষ্টব্য)

শ্রীহরি আচাৰ্য্য (গদাধর-শাখা) ১।১২।৮৩

শ্রীহরিচরণ (অষ্টৈত-শাখা) ১।১২।৬২

শ্রীহর্ষ (গদাধর-শাখা) ১।১২।৮৪

ষ

ষ

ষষ্ঠাবর (কীর্তনীয়া; শ্রীচৈতন্য-শাখা) ১।১০।১০৭

ষাঠি (সার্বভৌম ভট্টাচার্য্যের কল্পা) ২।১৫।২৪২;

২।১৫।২৬১

ষাঠীর মাতা (সার্বভৌম ভট্টাচার্য্যের গৃহিণী) ২।১।

১২৮; ২।৭।৫১; ২।১৫।১২৮-২০১; ২।১৫।২৪২; ২।১৫।

২৫৭-৬১; ২।১৫।২৪৪

স

স

সঙ্কর (শ্রীচৈতন্য শাখা; প্রভুর ছাত্র) ১।১৫।৭০;

২।৩।৫১; ২।১১।৭২; ৩।১০।২

সত্যরাজ খান (কুলীনগ্রামী শ্রীচৈতন্যশাখা)

১।১০।৪৬; ১।১০।৭৮; ২।১০।৮৭; ২।১১।৮০; ২।১৩।

৪৩; ২।১৪।২৩৩-৩৮; ২।১৫।১০৩-১১; ৩।১০।৫৮

সদাশিব কবিরাজ (নিত্যানন্দ-শাখা) ৩।১১।৩৫;

৩।৬।৬০

সদাশিব পণ্ডিত (শ্রীচৈতন্য-শাখা) ১।১০।৩২

সনাতন (নিত্যানন্দ-শাখা) ১।১১।৪৭

সনাতন গোস্বামী (শ্রীচৈতন্য-শাখা) ১।১১।৮;

১।৫।১৭২; ১।৭।৪৫; ১।৭।১৪৬; ১।৭।১৫৩; ১।১০।৮২;

১।১০।৮৩-৮৮; ১।১০।২৩; ১।১০।১০৩; ২।১২।৬৩-৩১;

২।১।৫৭; ২।১১।৭২-২১০; ২।১২।১৪; ২।১২।৩০-৩১;

২।১১।৪৬-৪৭; ২।১।৮৩; ২।১৬।২৫৮-৬৪; ২।১৬।৬৬;

২।১৭।৭১; ২।১৮।৩২; ২।১৯।২-৪; ২।১৯।১২-২২;

২।১৯।৫১-৫৩; ২।১৯।১১১-১২; ২।২০।২-২২৪।২৬০;

২।২০।৫৪; ২।২০।১৩৫-৩৬; ২।২০।১৩৮; ২।২০।১৬২-৬৬;

৩।১।৪৫-৪৭; ৩।১।১৪৫-৪৭; ৩।৪।২-২২৮; ৩।৫।৮৩;

৩।৯।৬২; ৩।১৩।৩৫; ৩।১৩।৩৭; ৩।১৩।৩৯; ৩।১৩।৪৩-
৬২; ৩।১৩।৭২; ৩।২০।৮৮

সনোড়িয়া বিপ্র—মাথুর ব্রাহ্মণ দ্রষ্টব্য

সর্বেশ্বর (মহাপ্রভুর পিতৃব্য) ১।১৩।৫৫

সাকর মল্লিক (সনাতন গোস্বামীর নবাব-প্রদত্ত নাম)

২।১।১৭৪

সাদিপুত্রিয়া গোপাল (গদাধর-শাখা) ১।১২।৮৩

সারঙ্গ দাস (শ্রীচৈতন্য-শাখা) ১।১০।১১১

সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য (শ্রীচৈতন্য-শাখা) ১।১০।১২৮;

২।১২।২০; ২।১২।২২; ২।১১।১১৫; ২।১১।২৮; ২।১১।৩১;

২।৪।২; ২।৬।৪-১৩; ২।৬।২৮-২৫৬; ২।৭।৪০-৫৪;

২।৭।৫৮-৭২; ২।৮।২৮-৩২; ২।৮।৪৩; ২।৯।৩৫-১৬;

২।৯।৩২২-২২; ২।১০।২-৬৩; ২।১০।১২৪; ২।১০।১২৭;

২।১১।২-১০; ২।১১।৩২-১১২; ২।১২।৪-১৪; ২।১২।৩৪।

২।১২।৬২; ২।১২।১৫৫; ২।১২।১৭৪-৮২; ২।১৩।৫৭;

২।১৩।৬১; ২।১৩।১৭৮-৮০; ২।১৪।২২; ২।১৪।৮০-৮৫;

২।১৫।২১; ২।১৫।১৩৩-৩৬; ২।১৫।১৮৪-২৮২; ২।১৬।৩;

২।১৬।৬২; ২।১৬।৮৬-৯২; ২।১৬।২৫২; ২।১৭।১১৫;

২।২৪।৩; ২।২৪।৫; ২।২৫।১৮৬; ২।২৫।১৮৭-৮৯;

৩।১২।২-২৫; ৩।১।১০২; ৩।৪।১০৪; ৩।৭।১৮-১৯;

৩।৮।৮৩; ৩।১০।১৫০; ৩।১১।৪২; ৩।১৬।৯২

সিংহেশ্বর (শ্রীক্ষেত্রবাসী ভক্ত) ২।১০।৪৩

সিদ্ধান্ত (শ্রীচৈতন্যশাখা) ১।১০।৪৭

সীতাঠাকুরণী (অষ্টৈত-গৃহিণী) ১।১৩।১১০;

১।১৩।১১৭

স্থানন্দ পুরী (ভক্তিকল্পতরুর নবমূল্যের একমূল)

১।৯।১২

স্থানান্ধি (শ্রীচৈতন্য-শাখা) ১।১০।১৩১

স্থানানন্দ (নিত্যানন্দ শাখা) ১।১১।২০; ৩।৬।৬০

স্থবুদ্ধি মিশ্র (শ্রীচৈতন্য-শাখা) ১।১০।১০২

স্থবুদ্ধিরাম ২।২৫।১৩২-৫২; ২।২৫।১৬৫

স্থলোচন (খণ্ডবাসী; শ্রীচৈতন্য-শাখা) ১।১০।৭৬;

২।১১।৮১

স্থলোচন (নিত্যানন্দ-শাখা) ১।১১।৪৭

স্থধা (নিত্যানন্দ-শাখা) ১।১১।৪৫

স্থধাদাস সখেল (নিত্যানন্দ-শাখা) ১।১১।২২

স্বপ্নেশ্বর বিপ্র (কটকবাসী) ২।১৬।৯২

স্বরূপদামোদর (দামোদর ; শ্রীচৈতন্য-শাখা)

১৪১২৬ ; ১৪১২৭ (দামোদর) ; ১৪১৩৭ ; ১৪১৮৫ ; ১৪১২২৮ ; ১৪১৮০ ; ১৪১৮১ ; ১৪১১২২৩ ; ১৪১৩৩ ; ১৪১৩৫ ; ১৪১৩৪০ ; ১৪১৩৪৪ ; ১৪১৫৩ ; ১৪১৬৪-৬৮ ; ১৪১১২১ ; ১৪১২৩৯ ; ১৪১৬৬-৬৭ ; ১৪১৭৩ ; ১৪১৮২-৮৩ ; ১৪১২৬৩ ; ১৪১০১০০-২৬ ; ১৪১১২৪ ; ১৪১১৬৩-৭০ ; ১৪১১৮৬-৯০ ; ১৪১১১০৬ ; ১৪১২১২২-২৬ ; ১৪১২১৩৮ ; ১৪১২১৬০ ; ১৪১২১৬৫ ; ১৪১২১৭০-৭৩ ; ১৪১২১৯৭ ; ১৪১২২০৫ ; ১৪১৩৩১ ; ১৪১৩৩৫ ; ১৪১৩৭৩ ; ১৪১৩১০৭-৯ ; ১৪১৩১১৬ ; ১৪১৩১২৮-৯ ; ১৪১৩১৫৩ ; ১৪১৩১৫৫-৫৯ ; ১৪১৪৩৮-৯ ; ১৪১৪৭৮ ; ১৪১৪১৯ ; ১৪১৪১১৪-২১৭ ; ১৪১৫১৮২ ; ১৪১৫১৯৩ ; ১৪১৫১৯৬ ; ১৪১৬৪০ ; ১৪১৬৭৬ ; ১৪১৬১২৬ ; ১৪১৭১২-১৮ ; ১৪১৭১২২ ; ১৪১৭১৮০ ; ১৪১৮ ; ১৪১৭০ ; ১৪১৭৭-৮২ ; ১৪১৮২-৯৫ ; ১৪১১০১ ; ১৪১১১০-১৫৪ ; ১৪১৯১-৯৮ ; ১৪১১১৪-২৪ ; ১৪১১৩৬-৩৯ ; ১৪১৫১-৫৭ ; ১৪১১০৪ ; ১৪১৯২-১৪৬ ; ১৪১৫ ; ১৪১৭-৮ ; ১০ ; ১৪১৮৭ ; ১৪১৯০ ; ১৪১৯৯-২০৩ (স্বরূপের হাতে অর্পণ) ; ১৪১২২৬-৩১ ; ১৪১২৭৭-৭৮ ; ১৪১২৯৩ ; ১৪১৩১২-১৩ ; ১৪১২৯-৩৪ ; ১৪১৫৩ ; ১৪১৩৫-৩৯ ; ১৪১০৭৫ ; ১৪১০১২৮ ; ১৪১১১১ ; ১৪১১১৪ ; ১৪১১৪৮ ; ১৪১১৬০ ; ১৪১১৭৬ ; ১৪১১৭৭-৭৮ ; ১৪১১৮২-৮৩ ; ১৪১৩৮-১৮ ; ১৪১৩২৬-৩২ ১৪১৩১০৩ ; ১৪১৪৬-৯ ; ১৪১৪৯৯ ; ১৪১৪৫২ ; ১৪১৪৫৪-৫৬ ; ১৪১৪৫৯ ; ১৪১৪৬৫ ; ১৪১৪৮৩ ; ১৪১৪৯২ ; ১৪১৪৯৮ ; ১৪১৫১২২-২৫ ; ১৪১৫১০ ; ১৪১৫১১-৭৮ ; ১৪১৬৯৯ ; ১৪১৭৩-৭ ১৪১৭১২-২৯ ; ১৪১৭৫৭-৫৮ ; ১৪১৮৩১-৭৩ ; ১৪১৮১০৭-১৬ (রূপ গোস্বামী) ; ১৪১৯২৩-২৮ ; ১৪১৯৩২ ; ১৪১৯৫১-৬৪ ; ১৪১৯৯৪ ; ১৪২০৩ ; ১৪২০৮

হ

হ

হরিচন্দন (রাজা প্রতাপরুদ্রের পাত্র) ১৪১৩৮৬-৯২ ;

১৪১৬১১২-১৫ ; ১৪১৬১২৫

হরিদাস (বড় হরিদাস ?) ১৪১৩৪১ ; ১৪১৩৭২

হরিদাস ঠাকুর (শ্রীচৈতন্য-শাখা) ১৪১৮৫ ; ১৪১৪৫ ; ১৪১০৪১-৪৫ ; ১৪১০১২৪ ; ১৪১৩২ ; ১৪১৩৫৩ ; ১৪১৭৬৭ ; ১৪১৭১৩০ ; ১৪১৭১২৩৮ ; ১৪১৫৭ ; ১৪১১৭৩-৭৪ ; ১৪১২০৫ ; ১৪১২৩৮ ; ১৪১২৪৩ ; ১৪১৫৮ ; ১৪১৬০ ; ১৪১১০৩ ; ১৪১১১০ ; ১৪১১২৮ ; ১৪১১৯০-৯৪ ; ১৪১০৭৯ ; ১৪১১৭৫ ; ১৪১১১৪৬-৫৩ ; ১৪১১১৭০-৮০ ; ১৪১১১৯০ ; ১৪১১৫৭-৫৯ ; ১৪১২১৯৮ ; ১৪১৩৩৪ ; ১৪১৩৪০ ; ১৪১৩৮২ ; ১৪১৬১২৭ ; ১৪২৫১৮১ ; ১৪১৪০-৪৪ ; ১৪১৫৪-৫৬ ; ১৪১৮৫ ; ১৪১৮৯-৯১ ; ১৪১৯৯ ; ১৪১১৫৪-৫৭ ; ১৪১৪৮-২৫৮ ; ১৪১৪৭-৪৮ ; ১৪১৮২-৯৮ ১৪১৪১ ; ১৪১১৭৩-৮৯ ; ১৪১১৯৩-৯৭ ; ১৪১৮৩ ; ১৪১৩৫-৩৬ ; ১৪১৫৮ ; ১৪১১১৫-১০৪

হরিদাস পণ্ডিত (বৃন্দাবনস্থ শ্রীগোবিন্দদেবের সেবার অধ্যক্ষ) ১৪১৫০-৫৩ ; ১৪১৫৫-৬০ ; ১৪১৮৪

হরিদাস ব্রহ্মচারী (অর্ধৈত-শাখা) ১৪১২৬০

হরিদাস ব্রহ্মচারী (গদাধর-শাখা) ১৪১২৭৮

হরিভট্ট ১৪১১৭৬ ; ১৪১১১৪৪

হরিহরানন্দ (নিত্যানন্দ-শাখা) ১৪১১৪৬

হস্তিগোপাল (গদাধর-শাখা) ১৪১২৮৬

হিন্দুচর (যবন-রাজার চর) ১৪১৬১৬০-৬৬

হিরণ্য দাস (সপ্তগ্রামমূলকের অধিকারী) ১৪১৬১১৫-২২০ ; ১৪১১৫৮ ; ১৪১১৬৪-৯৫ ; ১৪১১৭ ; ১৪১১৯ ; ১৪১১৯৩-৯৫ ; ১৪১৪৪-৫১

হিরণ্য পণ্ডিত (শ্রীচৈতন্য-শাখা) ১৪১০৬৮-৬৯ ; ১৪১৪৩৬

হসেন সাহ (গোঁড়েশ্বর) ১৪১১৫৮-৭১ ; ১৪১৯১৭-২৯ ; ১৪২৫১৪০-৪৬

হৃদয়ানন্দ (শ্রীচৈতন্য-শাখা) ১৪১০১০৯

হৃদয়ানন্দ সেন (অর্ধৈত-শাখা) ১৪১২৫৮

হোড় কৃষ্ণদাস—কৃষ্ণদাস হোড় ঐষ্টব্য

প্রগক ব্রহ্মাণ্ডাভিত ভগবদ্ধাম-সূচী

(সংলিষ্ট সমস্ত পয়ার উল্লিখিত হয় নাই)

কারণার্ণব (কারণ-সমুদ্র বিরজা, বিরজানদী)	বৈকুণ্ঠ ১১২১৩৪ ; ১১৫১১২ ; ১১৫১৪৩
১১৫১৪৩-৪৪	বৃন্দাবন ১১৫১১৪
কুঙ্কলোক ১১৫১১৩ ; ২১২০১১৮২-৮৩	ভ্রজলোক ১১৫১১৪
গোকুল ১১৫১১৪ ; ২১২০১১৮৩	মথুরা ১১৫১১৩ ; ২১২০১১৮৩
গোলোক ১১৫১১৩	শ্বেতদ্বীপ (গোকুল) ১১৫১১৪
দ্বারকা ১১৫১২৩ ; ২১২০১১৮৩	শ্বেতদ্বীপ (ক্ষীরোদ সমুদ্রস্থিত পালনকর্তা বিষ্ণুর ধাম)
পরব্যোম ১১২১১৫ ; ১১৫১১১ ; ১১৫১২২ ; ২১৫১৩১ ; ১১৫১২৪	
১১৫১৩৩ ; ২১২০১১৮১	সিদ্ধলোক ১১৫১২৮-২৯ ; ১১৫১৩১-৩২

স্থান-বদ-বদী-গর্ভজাতি সূচী

(সংশ্লিষ্ট সকল পয়সার উল্লিখিত হয় নাই)

অ	অ	২১২২০ ; ২১৬৩৪ ; ২১৬৩৯ ; ২১৬৩৩৫ ; ২১৭১২৩
অকুয়-তীর্থ ২১৮১৬৩ ; ২১৮১৬৭ ; ২১৮১৭১-৭২ ;	কপোতেশ্বর (কপোতেশ্বর-শিবের স্থান) ২১৫১৪১	
২১৮১৮২ ; ২১৮১১৮ ; ২১৮১২২৪	কমলপুর ২১৫১৪০	
অনন্ত পদ্মনাভ-স্থান ২১২২২৪	কাটোয়া ১১৭১২৬৫	
অন্নকুটগ্রাম ২১৮১২২	কানাইর নাটশালা ২১১১৪৯ ; ২১১১৫২ ; ২১১২১৩ ;	
অমৃতলিঙ্গশিব-স্থান ২১৮১০	২১৬২১০-১১ ; ২১৬২৬৫	
অম্বুয়া মূলুক ৩২১১৫	কাগুজ ২১৮১২৩	
অযোধ্যা ২১২৫১৫৩ ; ৩৩৭৬	কাবেরী (নদী) ২১১৮৮ ; ২১১৮৮ ; ২১১৭৪	
অহোবল নৃসিংহ-স্থান ২১১২৭ ; ২১১১৪	কামকোষ্ঠীপুরী ২১১১৬২-৬৩	
	কামাবন ২১৮১৪৯	
আ	আ	কালিন্দী (নদী) ৩১৬১৩৬
আইটোটা ২১৪১৬৩ ; ২১৪১৮৯ ; ৩১১৫৭	কালীয় হ্রদ ২১৫১১৩ ; ২১৮১৬৪	
আঠারনালা ২১৫১৪৬ ; ২১৬৩৩৭ ; ২১২৫১৭৬	কাশী (বারানসী) ১১৭৩৭-৩৮ ; ১১৭১৪৩	
আউড়লগ্রাম ২১২১৫৭ ; ২১২১৭৬	১১৭১৪৭-৮ ; ১১৭১৫৪ ; ১১০১৫০ ; ১১৬১৪৪-১৬ ;	
আনন্দারণ্য ২১২০১৮৫	২১৭১৭৮ ; ২১২৫২	
আমলীতলা ২১২২০৭	কুমারহট্ট ২১৬২০২	
আরিটগ্রাম ২১৮১২-৩	কুমদবন ২১৭১৮২	
আলালনাথ ২১১১১৩ ; ২১৭১৫৮ ; ২১৭১৭৪ ; ২১২১১০ ;	কুরুক্ষেত্র ২১১৪৮ ; ২১১৭১ ; ২১২১৪৬ ; ২১৩১১৮ ;	
২১১১৫২ ; ৩২১১৩০ ; ৩১২৫২ ; ৩১২৭৬ ; ৩১২৮২ ;	৩১৪১৩২	
৩১২১১	কুলিয়া, কুলিয়াগ্রাম ১১৭১৫১ ; ২১৬২০৪ ;	
ই	ই	২১১১৪১-৪৩ ; ২১১১৫৩
ইন্দ্রদ্রুম সরোবর ২১৪১৭৩	কুলীনগ্রাম ১১০১৭৮-৮১ ; ২১১১২২ ; ২১১৪৬	
উ	উ	কুশাবর্ত ২১২২৮৯
উড়িয়াকটক ২১৬১১৫২	কুম্ভকর্ণ-কপাল-স্থান ২১২১৭২	
উৎকল ২১৪১৮১ ; ২১৫১১২ ; ২১৫১২১৬ ; ২১৭১৪৯	কুর্মক্ষেত্র, কুর্মস্থান ২১১২৩ ; ২১৭১১০	
ঋ	ঋ	কৃতমালা (নদী) ২১১১৮২
ঋষভ পর্বত ২১২১৫১	কৃষ্ণবেণী (নদী) ২১২২৭৬	
ঋষ্ণমুখ পর্বত ২১২২৮৩	কেশীতীর্থ ২১৫১৩	
ও	ও	কোণার্ক ৩১৮১২২ ; ৩১৮১৩৪
ওড়দেশ (উড়িষ্যাদেশ) ২১৬১১৫৪	কোলাপুর ২১২২৫৪	
ক	ক	খ
কটক ২১৫১৪ ; ২১৫১২৩ ; ২১৫১৩২ ; ২১২১৪ ;	খণ্ড (শ্রীখণ্ড) ১১০১৭৬ ; ২১১১২২	খ
	খদির বন ২১৮১৫৭	

খেলাতীথ ২।১৮।৫২

গ

গ

গঙ্গা (নদী) ২।১৪।৪৫

গজেন্দ্রমোক্ষণ তীর্থ ২।২০।২৪

গঙ্গীরা ২।২।৬ ; ৩।১০।৭২ ; ৩।১৭।৮ ; ৩।২০।৫২-৫৩ ;

৩।২০।৫৫

গয়া ২।১৭।৬ ; ২।১৭।১২২ ; ২।৫।১০

গাঁওলি গ্রাম ২।১৮।২৫ ; ২।১৮।৩০

গুণ্ডিচা মন্দির ২।১৪।৫৬ ; ৩।১৮।৩৪

গোকর্ণ ২।১৭।১৮০

গোকুল ২।১৮।৬২

গোদাবরী (নদী) ২।১২।৫ ; ২।৬।১ ; ২।২০।২৮২

গোবর্দ্ধন (পর্বত) ২।১৭।২৭৪ ; ২।৫।১১

গোবর্দ্ধন গ্রাম ২।১৮।১৪

গোবিন্দ কুণ্ড ২।৪।২২ ; ২।১৮।৩০

গোসমাজ-শিব-স্থান ২।২।৬২

গৌড় ২।১।১৪ ; ২।১।১১৬ ; ২।১।১২২ ; ২।১।২০৮

গৌতমী গঙ্গা (নদী) ২।২।১২

চ

চ

চটক পর্বত ২।২।৮ ; ৩।১৪।৭২ ; ৩।১৮।৩৪

চতুর্দার ২।১৬।১১৫ ; ২।১৬।১২১

চান্দপুর ৩।৩।১৫৭

চামতাপুর ২।২০।২৫

চিড়মতলা তীর্থ ২।২০।২৩

চিট্রোৎপলা নদী ২।১৬।১১৮

চিরাইয়া পর্বত ৩।১৮।৩৮

চীরঘাট ২।১৮।৬৮

ছ

ছ

ছত্রভোগ ২।৩।২১৩ ; ৩।৬।১৮৩

জ

জ

জগন্নাথ (জগন্নাথ-ক্ষেত্র) ২।৪।৬ ; ২।৪।৬০

জগন্নাথবল্লভ উদ্ভান ২।১৪।১০৩ ; ৩।২০।৭৪

জাহ্নবী (নদী, গঙ্গা) ২।১৬।৫

জীমুড় নৃসিংহক্ষেত্র ২।১০।২৪ ; ২।৮।২

ঝ

ঝ

ঝাঁকরা ৩।৬।১৭২ ; ৩।৬।২৪৪

ঝামটপুর ২।৫।১৫২

ঝাঝিখণ্ড ২।১।২২৪ ; ২।১৭।৫০ ; ৩।৩।৬৮

ভ

ভ

ভাপী নদী ২।২।২৮২

ভাষপর্বা (নদী) ২।২।২০১-২

ভালবন ২।১৭।১৮২

ভিরোহিত (ত্রিহত) ২।১২।৮৫

ভিলকাধী ২।২।২০৩

ভুঙ্গভদ্রা (নদী) ২।২।২২৭

ভেঁতুলীতলা ২।১৮।৬৮-৭১

ভিকাল হস্তী-স্থান ২।২।৬৫

ভিতরূপ ২।২।২৫২

ভিপদী ২।১২।৬ ; ২।২।৫২

ভিপদীত্রিমল ২।২।৫৮

ভিবেনী (নদী) ২।১৭।১৪০ ; ২।১৮।২১২ ; ২।২৪।১৫২ ;

ভিমঠ ২।২।১২

ভিমল ২।২।২৬

ভ্রামক ২।২।২৮২

দ

দ

দণ্ডকারণা ২।২।২৮৩

দশাখমেধঘাট (প্রয়াগে) ২।১২।১০৪

দক্ষিণমথুরা ২।২।১৬৩ ; ২।২।১২৫

দাদরায় মহাদেব-স্থান ২।২।১৪

দাক্ষিণাত্য ২।১৮।১২৩

দীর্ঘবিষ্ণু ২।১৭।১৮০

দূর্কেশন ২।২।১৮২-৮৩

দেবস্থান ২।২।৭১

দাদশ আদিত্য ২।১৮।৬৫ ; ৩।১৩।৬৮

দাদশ বন ২।৫।১১

দায়কা ২।২।২৭৪

দারাবতী (দায়কা) ২।২।১৭৪

দৈপায়নী ২।২।২৫৩

ধ

ধ

ধহুতীর্থ (সেতুধক্ষে) ২।২।১৮৪

ধহুতীর্থ (নর্মদাতীরে) ২।২।২৮৩—

ধবঘাট (মণ্ডরায়) ২।২।১৩৩

ন	ন	প্রয়াগ ২১১২৭ ; ২১১১০ ; ২১১৭১৪০ ; ২১১৮১৩৩ ; ২১১৮১৩৫-৩৬ ; ২১২০১৮৫
নদীয়া ১১৩২২ ; ১১১০৩০ ; ১১৩৩৭ ; ১১৭১২১৪ ; ১১৭১২৬১ ; ২১৩১৩৫ ইত্যাদি	প্রবন্ধন-২১১৮৬৪	
নন্দীশ্বর ২১১৮৫১	ফ	ফ
নবখণ্ড ২১২০১৮৭	ফকতীর্থ ২১২২৫১	
নবদ্বীপ ১১৩২৩ ; ১১৪১২২৭ ইত্যাদি	ব	ব
নবদ্বীপগ্রাম ১১৩২৮ ; ১১৩৩১	বঙ্গ ১১৬৮ ; ১১৬১৮	
নরেন্দ্র সরোবর ২১৪১১০০ ; ২১৬৪১ ; ৩১৮১৩৪	বলগতি স্থান ২১৩১৮৫	
নর্মাদা (নদী) ২১২৮২	বহলাবন ২১৭১৮২	
নাসিক ২১২৮২	বাতাপানী ২১২০৮	
নীলাচল (শ্রীক্ষেত্র) ১১৭১৫১, ২১১১৪ ; ২১১৪১ ; ২১১৮৬ ; ২১১১১২ ; ২১১১১৫ ; ২১১১১৮ ; ২১১২১৭ ; ২১৪১১১২ ; ২১২০১৮৪ ইত্যাদি	বারাণসী ২১১১০ (কাশী-দ্রষ্টব্য)	
নীলাচল (জগন্নাথ-মন্দিরের স্থান) ২১৪১১১২	বিদ্যানগর ২১১২ ; ২১১১১৮ ; ২১৭৬১ ; ২১৮২৫২ (বিদ্যাপুর) ; ২১২২০ ; ৩১১৫৭	
নির্বিক্ষা নদী ২১২৮৩	বিপ্রশাসন ২১৩১৮৬	
নৈমিষারণ্য ২১২১১৫৩-৫৪	বিশ্রামঘাট—২১৭১৪৭	
নৈহাটি ১১১১৫২	বিষ্ণুকাশী ২১১৬৩ ; ২১২০১৮৬	
	বৃদ্ধকাশী ২১১৩২	
	বৃদ্ধকোলতীর্থ ২১১৬৬	
	বৃন্দাবন ১৭১১৫৩ ; ১৮১৪৬ ; ২১১১৪ ; ২১১৪০	
প	প	২১১৮২ ; ২১১২৫ ইত্যাদি
পঞ্চনদ ২১২১৫১	বেকট অচল ২১১৫৮	
পঞ্চবটী ২১২৮৮	বেণাপোল ৩১৩২১	
পঞ্চপসরাতীর্থ ২১২২৫২	বেদাবন ২১১৬৩	
পম্পাসরোবর ২১২৮৮	ব্রহ্মকুণ্ড ২১৮১৮	
পয়স্বিনী নদী ২১২১৭	ব্রহ্মগিরি ২১২৮২	
পয়োকী ২১২২৬	ভ	ভ
পঞ্চতীর্থ ২১১৬৬	ভদ্রক ২১১১৩২	
পাণ্ডুপুর ২১২২৫৫	ভদ্রবন ২১৮১২২	
পাণ্ড্যদেশ ২১২২০১	ভবানীপুর ২১৬১২৬	
পাতয়া পর্বত ২১২০১৫	ভাণ্ডারবন ২১৮১২২	
পানাগড়িতীর্থ ২১২২০৪	ভার্গবিন্দী ২১১১৪০	
পানানরসিংহ-স্থান ২১১৬০	ভীমবতী নদী ২১২২৭৫	
পাণিহাটি ২১৬১২২২ ; ৩১১৫৩ ; ৩১১৬৮ ; ৩১১৪২	ভুবনেশ্বর ২১১১৩২ ; ২১৬১২৮	
পাপনাশন ২১১৭৩	ভূতেশ্বর ২১৭১৮০	
পাবনকুণ্ড ২১৮১৫২	ম	ম
পিছলদা ২১৬১১৫৭ ; ২১৬১২৬	মকা ২১২০১২	
পিতাম্বরশিব-স্থান ২১১৬৭	মণিকর্ণিকা (কাশীতে) ২১৭১৭৮	
পুরুষোত্তম ২১০১৬০ ; ৩১৩৩		

মৎস্যতীর্থ ২১২২৭

মথুরা ১৭৭৪২ ; ১৭৭৫৭ ; ২৫১১০ ; ২১৮৬২ ;

২১২০১৮৫

মধুপুরী ২১৭১৭৬

মধুবন ২১৭১৮২

মধ্বাচার্য-স্থান ২১২২৮

মহেশ্বর (নদ) ২১৬১২৬

মন্দর (পর্বত) ১১১১২৫

মন্দার ২১২০১৮৫

মলয় (পর্বত) ২১২২০৬

মল্লারদেশ ২১২২০৭

মল্লিকার্জুনতীর্থ ২১২১৩

মহাবন ২১৮৬০ ; ৩১৩৪৪-৪৭

মহাবিভা ২১৭১৮০

মহেন্দ্র শৈল ২১২১৮৩

মানস গঙ্গা ২১৮১৮ ; ৩১৬১৬৬

মায়াপুর ২১২০১৮৬

মালজাঠা দণ্ডপাট ৩১২১৭

মহিমাতীপুর ২১২২৮২

ষ

ষ

ষড়পুরী ২১৩১৪৭

যমলার্জুনভঙ্গস্থান ২১৮৬১

যমুনা (নদী) ২১৮৮৪

যমুনার চব্বিশঘাট ২১৭১৭২

যমেশ্বর টোটা ৩৪১১১ ; ৩১৩৭৭

যাজপুর ২৫১২ ; ২১৬১৪৮

র

র

রাজমহিন্দা (রাজমহেন্দ্রী) ৩১২২০

রাজদেশ ১১১১৩৩ ; ১১৩৫২ ; ২১৮৩৩ ; ২১৩৩-৪

রাধাকুণ্ড ২১৮১৩-১০

রামকেলি ২১১১৫৬ ; ২১৬২০৮ ; ২১৬২৫৮ ;

২১২১২

রামেশ্বর ২১১১০৭ ; ২১৮৮৪

রাসস্থলী ২১৮৬৫

রেমুণা ২১৪১১-১২ ; ২১৬২৭

ল

ল

লক্ষা ২১৫১৩৪

লৌহবন ২১৮৬০

শ

শ

শান্তিপুর ২১৮৫ ; ২১২১৮ ; ২১৪১০২ ; ২১৬২১২ ;

২১৬২২১ ; ৩১২০১

শিবকাঞ্চী ২১৮৬২

শিবক্ষেত্র ২১২৭২

শিয়ালী-ভৈরবী-স্থান ২১৮৬৮

শেষশায়ী ২১৮৫৮

শ্রীখণ্ড—খণ্ড দ্রষ্টব্য

শ্রীজনার্দন ২১২২৫

শ্রীবন ২১৮৬০

শ্রীবৈকুণ্ঠ ২১২০৫

শ্রীরঙ্গক্ষেত্র ২১১২৮ ; ২১২৭৩

শ্রীশৈল ২১১৫২

শ্রীহট্ট ১১৩৫৪

স

স

সত্যভামাপুর ৩১১৩৫

সপ্তগোদাবরী (নদী) ২১২২০

সপ্তগ্রাম ২১৬২১৫ ; ৩৬১৬

সপ্তদ্বীপ ২১২০১৮৭ ; ৩২১২ ; ৩১৮৮

সাক্ষীগোপাল ২৫১৪

সিংহারি মঠ ২১২২৭

সিন্ধিবট ২১১৫ ; ২১২০

সিন্ধু (নদী) ১১০৮৫

সিন্ধু (বঙ্গোপসাগর ; সমুদ্র) ২১২৭ ; ৩১৮২৬

সুন্দরাচল (গুণ্ডিচামন্দির স্থান) ২১৪১১১

সুমনঃ সরোবর ২১৮১২

সুপারিকতীর্থ ২১২২৫৩

সেতুবন্ধ ১৭১৬০ ; ২১১৮৪ ; ২১১০৭ ; ২১১৫৬

২১১৮৪

সোরোক্ষেত্র ২১৮১৩৪ ; ২১৮২০৪

স্বন্দক্ষেত্র ২১২১২

স্বয়ম্ভু তীর্থ ২১৭১৮০

হ

হ

হাজিপুর ২১২০১৩৬-৩৭

হিমালয় (পর্বত) ১১৫৮৫

পারিভাষিক-শব্দ-সূচী

(উল্লিখিত পয়ারসমূহের টীকা দ্রষ্টব্য)

অ	অ	অর্থালঙ্কার ১১৬।৬৭	অ
অঙ্গ ৩।১।১৩৫		অর্ধকুটীয়ায় ১।৫।১৫৪	
অঙ্গাগলন্তন-ন্যায় ১।৫।৫৩		অশ্রু ২।২।২৬	
অদ্ভুত-রস ২।২।১৬০		অষ্ট সাধিক ২।২।৬২	
অধিকা ২।১৪।১৪২		অষ্টাদশ সিদ্ধি ২।১২।১৩২ ; ২।২৪।২১	
অধিকৃত-ভাব ১।৪।১৩২ ; ২।৬।১২ ; ২।১৪।১৬১ ;		অহ্মা ২।২।৫৮ ; ২।৮।১৩৫ ; ২।১৪।১৭১	
২।২৩।৩৭		আ	আ
অধীর প্রগল্ভা ২।১৪।১৪২		আজ্ঞ ২।২৩।৩৮	
অধীর মধ্য ২।২।৫২ ; ২।১৪।১৪২		আবির্ভাব ৩।২।৩	
অধীরা ২।২।৫২ ; ২।১৪।১৪১-৪৫		আবেগ ২।৮।১৩৫	
অনুপ্রাস ১।১৬।৪৩		আবেশ ১।১।৩২-৩৪ ; ৩।২।৩	
অনুবাদ ১।২।৩ ; ১।২।৬২ ; ১।১৬।৫৩-৫৪		আবেশ-অবতার ২।২০।৬০ শ্লো	
অনুভাব ২।২।৬২ ; ২।১২।১৫৪-৫৫ ; ২।২৩।২৮ ;		আমুখ ৩।১।১১৮	
২।২৩।৩১		আমুখবীণী ৩।১।১৩৬	
অনুমান অলঙ্কার ১।১৬।৭৭		আলম্বন ২।১২।১৫৪ ; ২।২৩।৩০	
অনুরাগ ১।৪।১৪৬ ; ২।৮।১৩০		আলস্ত ২।৮।১৩৫	
অনুরাগ (সাধক-দেহে) ৩।২০।১৫		আশ্রয় ১।৪।১১৪ ; ১।৪।১৬২	
অপস্মৃতি ২।৮।১৩৫		আশ্রিত্য দোষ ২।৬।২৪৬	
অবজ্ঞ ২।২৩।৩৮		উ	উ
অবতার ১।১।৩২-৩৪ ; ১।২।৫০ ; ১।৫।৬২		উজ্জল ২।২৩।৩৮	
অবধূত ২।৩।৮২		উদগ্রাহ ২।২।৩৭ ; ৩।৭।৮৪	
অবহিষ্টা ২।২।৬০ ; ২।৮।১৩৫		উদঘাতক ৩।১।১৩৬	
অবিমৃষ্ট-বিধেয়াংশ ১।২।৭৩ ; ১।১৬।৫২		উদ্বৃণা ২।১।৭৮ ; ২।২৩।৩৮	
অভিজ্ঞ ২।২৩।৩৮		উদ্বীপন ২।১২।১৫৪ ; ২।২৩।৩০	
অভিধাবৃষ্টি ১।৭।১০৩ ; ১।৭।১২৪ ; ২।৬।১২৬		উদ্বীপ্ত ২।৬।১১ ; ২।৮।১৩৫	
অভিধেয় ১।৭।১৩৫ ; ২।২০।১১০ ; ২।২২।৩		উদ্বিগ্ন ২।২।৫০ ; ৩।১।১৩	
অভিমান ৩।১।১২০		উদভাস্বর ২।২।৬২ ; ২।২৩।৩১	
অভিযোগ ৩।১।১২০		উন্নাদ ২।১।৭৮ ; ২।২।৫৪	
অভিনাষ ২।১৪।১৭১		উপমা ৩।১।১২০	
অমর্ষ ২।২।৫৪		উপমা অলঙ্কার ১।১৬।৪৩	
অর্থবাদ ১।১৭।৬৮		উপাদান কারণ ১।৫।৫০	

ঔ	ঔ	চারিবিধ পাপ ২।২৪।৪৫
ঔগ্র ২।৮।১৩৫		চিত্ত ২।২।২৭
ঔৎসুক্য ২।২।৫৪ ; ৩।১৭।৪৬		চিহ্নব্রহ্ম ২।২৩।৩৮-৪০
ঔদার্য ২।৮।১৩৬		চিন্তা ২।৮।১৩৫ ; ৩।১১।১৩
		চেষ্টা ৩।১।১২০
ক	ক	চৌদ্দভুবন ১।৫।৮২
কম্প ২।২।৬২		
করণপাটব ১।২।৭২		ছ
করণরস ২।১২।১৬০		ছল ২।৬।১৬১
কলহাস্তরিতা ২।২।৬০		জ
কান্তাপ্রেম ২।৮।৬৩		জাড্য ২।৮।১৩৫
কাস্তি ২।৮।১৩৬		জীবমুক্ত ২।২২।২০
কাম ১।৪।১৪১		
কামলেন্থন ৩।১।১২০		ভ
কায়বাহ ১।১।৪২ ; ১।১।৩২ শ্লো ; ২।২০।১৪২		ভট্ট স্ব লক্ষণ ২।১৮।১১৬ ; ২।২০।২২৬
কারুণ্য ২।৮।১২৮		ভদ্রীয়বিশেষ ৩।১।১২০
কালসাম্য ৩।১।১১৮		ভদেকান্তরূপ ২।২০।১৫২
কিলকিঞ্চিত ২।৮।১৩৬ ; ২।১৪।১৬৬-৬৮ ; ২।১৪।৫ শ্লো		ভিত্তিকা ২।১২।৩৭ শ্লো
কুটমিত ২।৮।১৩৬ ; ২।১৪।১২-১৩ শ্লো ; ২।১৪।১৮৪-৮৭		ভেত্রিশ ব্যভিচারী ২।৮।১৩৫
ক্রোধ ২।১৪।১৭১		ভ্রাস ২।৮।১৩৫ ; ৩।৭।১৩১ ; ৩।১৭।৪৬
গ	গ	
গর্ভ ২।২।৫৬ ; ২।৮।১৩৫ ; ২।৮।১৩৯ ; ২।১৪।১৭১		দ
গুণ ১।১৬।৪২		দম ২।১২।৩৭ শ্লো
গৌণবৃত্তি ১।৭।১০৪ ; ২।২৫।২৪		দশ দশা ৩।১৪।৪২-৫০ ; ৩।১৪।৪ শ্লো
গৌণরস ২।১২।১৬০		দক্ষিণা নায়িকা ২।১৪।১৫৬
গৌণার্থ ১।৭।১০৪		দাস্ত্রপ্রেম (রতি) ২।৮।৬০ ; ২।১২।১৫৭-৮
গানি ২।৮।১৩৫		দিব্যোন্মাদ ২।২।৫৫ ; ২।২৩।৩৮ ; ২।২৩।৪১
		দীপ্ত ২।৮।১৩৫
		দীপ্তি ২।৮।১৩৬
		দৈত ২।২।৩২ ; ২।২।৫৪
		দ্বাদশ বন ২।১২।২২৫
চ	চ	
চকিত ২।১৪।১৬৩-৬৪		ধ
চতুঃষষ্টিকলা ২।৮।১৪৩		ধীর ললিত ২।৮।১৪৭ ; ২।৮।৪২ শ্লো
চতুঃসম ৩।৪।১৮৮		ধীর অংগলভা ২।২।৬০ ; ২।১৪।১৪২
চতুর্সিদ্ধা মুক্তি ১।৩।১৫-১৬ ; ২।৬।২৪০		ধীর মধ্য ২।২।৫৮ ; ২।১৪।১৪২
চতুর্কুহ ১।৪।১৪		ধীরা ২।১৪।১৪১-৪৪
চক্ষিণ ঘাট ২।১৭।১৭২		ধীরাধীরা ২।৮।১৩৩ ; ২।১৪।১৪১-৪৬
চাপল ২।২।৫২		

ধীরা ধীর প্রগল্ভা ২।১৪।১৪৯
ধীরা ধীর মধ্যা ২।২।৫৭ ; ২।১৪।১৪৯
ধৃতি ২।১৯।৩৭ শ্লো ; ৩।১৭।৪৬
দৈর্ঘ্য ২।২।৬৫ ; ২।৮।১৩৬

ন

ন

নব খণ্ড ৩।২।৯-১০
নান্দী ৩।১।৩০
নিগর্ভযোগী ২।২৪।১০৬
নিগ্রহ ২।৬।১৬১
নিদ্রা ২।৮।১৩৫
নিমিত্তকারণ ১।৫।৫৪
নিয়ম ২।২২।৮৩
নির্বিশেষ ২।৬।১৩৩
নির্বেদ ২।২।৩২ ; ২।২।৬৫ ; ২।৯।২৩ শ্লো
নিষ্কণ্টার্থী ৩।১।৫১ শ্লো

প

প

পরকীয়া ১।৪।৪১
পতিব্রতা ২।৮।১৪৪
পরিজ্ঞান ২।২৩।৩৮
পরিণামবাদ ১।৭।১১৪ ; ২।৬।১৫৪
পরিভাষা ১।২।৪৮
পুনরাস্তদোধ ১।১৬।৬২
পুনরুক্তবদাভাস ১।১৬।৬৮ ; ১।১৬।৭১-৭২
পুরুষাবতার ২।২০।২১৭
পূর্ণ ভগবান্ ১।৪।৯
পূর্বপক্ষ ২।৬।১৬০
পূর্বরাগ ২।২৩।৪৩-৪৪ ; ৩।১।১২০
প্রকাশ ১।১।৩৬-৩৭ ; ১।১।৩২-৩৪ শ্লো
প্রকৃতি ১।৫।৫০
প্রথরা ২।১৪।১৫০
প্রগল্ভতা ২।৮।১৩৬
প্রগল্ভা ২।১৪।১৪৭
প্রজ্ঞান ২।২৩।৩৮
প্রণয় ২।২।৫৬ ; ২।৮।১৩০ ; ২।১৯।১৫২
প্রতিজ্ঞান ২।২৩।৩৮
প্রধান ১।৫।৫০

প্রবর্তক ৩।১।১১৮

প্রবাস ২।২৩।৪৩

প্রমাদ ১।২।৭২

প্রয়োচনা ৩।১।১১২

প্রলয় ২।২।৬২ ; ২।৬।১১

প্রলাপ ২।১।৭৮ ; ৩।১।১১৩

প্রস্তাবনা ৩।১।৬৫

প্রবেদ ২।২।৬২

প্রহসন ৩।১।১৩৫

প্রাভব প্রকাশ ১।২।৮০ ; ২।২০।১৪০-৪২ ; ২।২০।১৪৭

প্রাভব বিলাস ২।২০।১৫৭-৬০ ; ২।২০।১৭৬ ;
২।২০।১৭৯

প্রেম ১।৪।১৪১ ; ২।৮।১৩৪ ; ২।২৩।৩ শ্লো

প্রেমবিলাস-বিবর্ত ২।৮।১৫০-৫৬

প্রেমবৈচিত্র্য ২।৮।১৩৭ ; ২।২৩।৪৩

ব

ব

বাৎসল্যরতি ২।৮।৬২ ; ২।১৯।১৫৭-৫৮

বামা ২।১৪।১৫৬

বাম্য ১।৪।১১৩

বিশতি অলঙ্কার ২।৮।১৩৬

বিকৃত ২।৮।১৩৬

বিচ্ছিন্ন ২।৮।১৩৬

বিজ্ঞান ২।২৩।৩৮

বিজ্ঞাতীয়ভাব ১।৪।১২১

বিতণ্ডা ২।৬।১৬১

বিতর্ক ২।৮।১৩৫

বিধিধর্ম ২।১১।৯৯ ; ২।২২।৮০

বিধিভক্তি ১।৩।১৫ ; ২।৮।১৮২ ; ২।২২।৫৯

বিধিমাগ ২।৮।১৮২ ; ২।২২।৫৯ ; ২।২২।৮০

বিধিলিঙ ১।৪।৩১

বিধেয় ১।২।৩ ; ১।২।৬২ ; ১।১৬।৫৩-৫৪

বিপ্রলম্ব ২।২৩।৪২

বিপ্রলিপ্সা ১।২।৭২

বিবর্ত ১।৭।১১৬

বিবর্তবাদ ১।৭।১১৫ ; ২।৬।১৫৬

বিস্কোচ ২।৮।১৩৬

বিভাব ২।১৯।১৫৪
 বিভূতি ২।২০।৩০৬
 বিক্রম ২।৮।১৩৬
 বিয়োগ ২।২৩।৩৬
 বিরজা ১।৫।৪৩-৪৬
 বিরুদ্ধমতিকূল ১।১৬।৫৮
 বিরোধাত্মক ১।১৬।৭৩-৭৪ ; ৩।১৮।২৫
 বিলাস (ভগবৎ-স্বরূপ) ১।১।৩৮-৩৯ ; ১।১।৩৫ শ্লো ;
 ২।২০।১৫৩-৫৬
 বিলাস (ভাব) ২।৮।১৩৬ ; ২।১৪।১৭৬-৮০ ;
 ২।১৪।৮-৯ শ্লো
 বিষয় ১।৪।১১৪ ; ১।৪।১৬৯
 বিষাদ ২।২।২৫ ; ২।২।৬৫ ; ৩।১৭।৪৬
 বীথী ৩।১।১৩৫
 বীভৎস রস ২।১৯।১৬০
 বীর রস ২।১০।১৬০
 বৈবর্ণ্য ২।২।৬২
 বৈভব-প্রকাশ ১।২।৮০ ; ১।৪।৬৭ ; ২।২০।১৪৩-৪৬ ;
 ২।২০।১৫৭
 বৈভব বিলাস ১।৪।৬৭ ; ২।২০।১৪৭ ; ২।২০।১৬০-৭৯
 বৈভব-বিলাসাত্মক ১।৪।৬৭
 বৈষ্ণব অপরাধ ২।১৯।১৩৮
 বোধ ২।৮।১৩৫
 ব্যভিচারী (বা সঞ্চারী) ভাব ২।১।১৩৫ ; ২।১৯।১৫৫ ;
 ২।২৩।৩২
 ব্যাজস্তুতি ২।২।৫৬
 ব্যাধি ২।৮।১৩৫
 ব্রীড়া (লজ্জা) ২।৮।১২৯ ; ২।৮।১৩৫

ভ

ভ

ভক্তিরস ২।১৯।১৫৪-৫৫ ; ২।২৩।৪৪-৪৭ শ্লো ; ভূমিকা
 ৩২৪ পৃঃ
 ভগ্নক্রম ১।১৬।৫২
 ভগ্ন-রস ২।১৯।১৬০
 ভাব (প্রেম) ১।৪।৫৯
 ভাব (রতির আবির্ভাবে প্রথম চিন্তাবিকার) ২।৮।১৩৬

ভাব (রত্নাকর) ২।২৩।২ শ্লো ; ২।২৩।৩-৪
 ভাবশাস্তি ২।১৩।১৬৪
 ভাবশাবল্য ২।২।৫৪ ; ২।১৩।১৬৪ ; ৩।১৭।৪৭
 ভাবসন্তি ২।২।৫৪
 ভাগ্য ১।৭।১০৪

ম

ম

মঙ্গলাচরণ ১।১।১ শ্লো ; ১।১।২ শ্লো ; ১।১।৩-৫
 মতি ২।২।৫৮ ; ২।৮।১৩৫ ; ৩।১৭।৪৬
 মদ ২।৮।১৩৫
 মধুর রতি ১।৪।৩৮-৪১ ; ২।১৯।১৫৭-৫৮, ২।২৩।৩৭
 মধ্যা নাগিকা ২।১৪।১৪৭
 মধুস্তন্যবিতার ২।২০।২৬৯-৭৮
 মন্থ্য ২।২।৬৫
 মহাস্ত ২।২৫।২২৮
 মহাবাক্য ১।৭।১২১
 মহাভাব ১।৪।৫৯ ; ২।৮।১২৩ ; ২।১৯।১৫২ ; ২।২৩।৩৭
 মাদন ২।২৩।৩৮
 মাধুকরী ২।২০।৭৬
 মাধুর্য ২।৮।১৩৬
 মান ২।২।৫৬ ; ২।৮।১৩০ ; ২।১৪।১৩৪ ; ২।১৯।১৫২ ;
 ২।২৩।৪৩
 মায়াবাদী ১।৭।৩৭
 মুক্তি ১।৩।১৬ ; ২।২৪।২১
 মুখরা নাগিকা ২।১৪।১৫০
 মুখ্যবৃত্তি ১।৭।১০৩
 মুখ্যার্থ ১।৭।১০৩ ; ২।২৫।২৪
 মুগ্ধা নাগিকা ২।১৪।১৪৭-৪৮
 মৃতি ২।৮।১৩৫ ; ২।২৩।৩৬
 মৃদী নাগিকা ২।১৪।১৫০
 মোটোগ্রাফিত ২।৮।১৩৬
 মোদন ২।২৩।২৮
 মোহ ২।৮।১৩৫
 মোহন ২।২৩।৩৮
 মোক্ষ ২।১৪।১৬৩-৬৪
 ময় ২।২৩।৩৮

ম

ম

যাবদাশ্রয়বৃত্তি ২১২৩৩৭

যুক্তবৈরাগ্য ২১২৩৫৬

যুগাবতার ২১২০১২৭৯-৮৯

যোগ ২১২৩৩৬

যোগপট্ট ২১১০১১০৬

যোগপীঠ ১১৫১১২৫

র

র

রতি (ভাব) ২১২৩২২ স্লো

রস ২১১৯১৫৪-৫৬ ; ভূমিকা ৩২৪ পৃঃ

রসাভাস ২১১৪১৫৫

রসাল ২১১৪১৭৩

রাগ ১১৪১১৪ ; ২১৮১৩৪ ; ২১২২৮৬

রাগমার্গ ১১৪১১৪ ; ২১১১১২৯

রাগাঙ্কিকা ২১২২৮৫-৮৭

রাগাহুগা ২১৮১৭৮ ; ২১২২৮৫-৯১

রুচ্যভাব ২১২৩৩৭

রুচিবৃত্তি ২১৬২৪৭ ; ২১২৪১৫৯

রোমাঞ্চ ২১২১৬২

রোষ ২১২১৫৪

রৌদ্ররস ২১১৯১৬০

ল

ল

লঘু নায়িকা ২১১৪১৪৯

লজ্জা (ব্রীড়া) ২১৮১২২

ললিত ২১৮১৩৬ ; ২১১৪১৮১-৮৩ ; ২১১৪১০ ১১ স্লো

লক্ষণা ১১৭১১০৪ ; ১১৭১২২৪

লাবণ্য ২১৮১২২৯

লীলা ২১৮১৩৬ ; ২১২৩৪১

শ

শ

শঠ ২১২১৭

শম ২১১৯৩৭ স্লো

শঙ্কা ২১৮১৩৫

শঙ্কালঙ্কার ১১১৬৬৭

শাখাচক্রায় ২১২০১২১৬

শান্তরতি ২১১৯১৫৭-৫৮ ; ২১১৯১৭৩-৭৮

শাবল্য ২১২১৫৪ ; ২১৩১১৬৪ ; ৩১৩১৪৭

শুদ্ধ (বা বিশুদ্ধ) শব্দ ১১৪১৫৫ ; ১১৪১৫৬

শুদ্ধ (ফল) বৈরাগ্য ২১২৩৫৬

শৃঙ্গার রস ২১৮১১১২ ; ২১২৩৪২

শোভা ২১৮১৩৬

শ্রামরস ২১৮১৪১

শ্রদ্ধা ২১২২৩ স্লো ; ২১২২৪৭

শ্রম ২১৮১৩৫

স

স

সংঘটনা ৩১১৬৫

সংজ্ঞ ২১২৩৩৮

সংখ্যাপ্রেম (রতি) ২১৮১৩১ ; ২১১৯১৫৭-৫৮

সংগর্ভযোগী ২১২৪১০৬

সংকারী (বা ব্যভিচারী) ভাব ২১৮১৩৫ ; ২১২১৫৫

সব্দ ২১২১৬২ ; ২১৬১০ ; ২১২৩৩১

সন্ধি ২১২১৫৪

সপ্তদ্বীপ ২১২০১২২৭ ; ৩১২১২-১০

সপ্ত সমুদ্র ২১২০১৩২১

সমঞ্জসা ২১২৩৩৭

সমর্থ ২১২৩৩৭

সমা ২১১৪১৪৯-৫০

সন্ধিনী ১১৪১৫৫ ; ১১৪১২ স্লো

সম্বন্ধ (প্রেমোৎপত্তিবিশয়ে) ৩১১১২০

সম্বন্ধ ২১২০১১০২ ; ২১২২২

সম্বিত ১১৪১৫৫ ; ১১৪১২ স্লো

সন্তোষ ২১২৩৪২-৪৩

সাম্বিকভাব ২১২১৬২

সাধারণী ২১২৩৩৭

সিদ্ধলোক ১১৫১৩২

সিদ্ধি ২১১৯১৩২ ; ২১২৪১২১

সুজ্ঞ ২১২৩৩৮

স্থিতি ২১৮১৩৫

সুদীপ্ত ১৬১১১

সৌন্দর্য ২১৮১৩১

সৌভাগ্য ২১৮১৩৭

স্তম্ভ ২১২১৬২

স্বাধীভাব ২১১৬১৬৪ ; ২১১৯১৫৪

স্নেহ ২।১২।১৫২

স্বকীয়া ১।৪।৪১

স্বতন্ত্র (অনুনিরপেক্ষ) ১।৭।৪৩

স্বভাব (প্রেমোৎপত্তিবিশয়ে) ৩।১।১২০

স্বরূপ ১।১।৪২

স্বরভেদ ২।২।৬২

স্বরূপ লক্ষণ ২।১৮।১১৬ ; ২।২০।২২৬

স্ব-সংযুক্তদশা ২।২৩।৩৭

স্বৈদ ২।২।৬২

স্বাংশ ২।২০।১৫৩

স্বত্তি ২।৮।১৩৫

হ

হ

হর্ষ ২।২।৬৫ ; ২।৮।১৩৫

হাব ২।৮।১৩৬

হাস্তব্রস ২।১২।১৬০

হেলা ২।৮।১৩৬

হ্লাদিনী ১।৪।৫৫ ; ১।৪।২ শ্লো

প্রাদেশিক ও বিশেষার্থক শব্দের অর্থ ও সূচী

(সকল পয়ার উল্লিখিত হইল না)

অ
অকথা—কহিবাব অযোগ্য ১।৫।১২৪
অগেয়ান—অজ্ঞান ২।২।১২
অমঙ্গলা—অঙ্গের ময়লা ২।৪।৫২
অঙ্গী করিয়াছে—অঙ্গীকার করিয়াছে ১।১৭।২৬২
অবর-নয়নে—অজস্র অশ্রুজল-নয়নে ৩।২।৭৪
অটহাস—অট্ট হাস ১।৬।৪৭
অট্টালী—অট্টালিকা ২।১।২১২
অধিকাই—অধিক ১।৪।২১৫
অনবসর—জগন্নাথদেবের স্নানযাত্রার পরের পনের দিন ২।১।১১৩
অনর্গল—বাধাবিহীন শৃঙ্গ ১।১১।৫৬
অনাচার—আচারহীন ১।১০।৮৭
অনুকার—তুল্য ১।১৭।১১২
অনুক্ৰম—আবস্ত ১।১৭।২
অনুপায়—অতুলনীয় ২।১।১৫৬
অনুবন্ধ—আবস্ত ১।১৩।৫; প্রাপ্য বস্ত ২।২০।১১৫
অনুবাদ—কথিত বিষয়ের সংক্ষিপ্ত পুনরুল্লেখ ১।১৭।৩০১
অনুব্রজি—পাছে পাছে যাইয়া ২।৭।১৩২
অনুযায়ী—অনুপ্রবিষ্ট ১।৬।৭৮
অন্যোন্তে—পরস্পর ১।৪।৪২
অন্ত—কুলকিনারা ১।৪।১৮৮
অন্তর—পার্থক্য ১।৪।১৪৭
অস্তিকে—নিকটে ৩।১৫।৩৫
অন্ধা—অন্ধকার, অন্ধতা, অজ্ঞান ৩।৭।১১৩
অপতিত—নিয়মভঙ্গ না করিয়া ১।১০।২২
অপরশ—অপরের স্পর্শহীন ভাবে ১।১০।১৪০
অপার—অনন্ত ১।১৬।৭৮
অব—এক্ষণে ২।৮।১৫৬
অবগাহ সাধ—সাধ মিটাইয়া অবগাহন ১।১২।২২
অবজান—অবজ্ঞা, উপেক্ষা ৩।৭।১০২
অবতারি—অবতীর্ণ হইয়া ১।৪।৩৫

তবতয়ে—অবতীর্ণ হয় ১।৪।২
অবতারি—অবতীর্ণ করাইয়া ১।৪।২২৬
অবতারিলা—অবতীর্ণ করাইলেন ১।১৩।৫১
অবতারী—অবতার-কর্তা ১।৫।৬৭
অবধান—দৃষ্টি ১।৫।৫৭; মনোযোগ ২।১৫।২৪৬
অবসর—স্থযোগ ৩।৩।১৬; অবকাশ ২।১৫।৮১
অবসাদ—অবসন্নতা ১।৭।৬১
অবস্থা—দুরবস্থা, কষ্ট ২।২৪।১৭১
অবহি—এক্ষণেই ২।১৮।১৬০
অবিধেয়—অনুচিত ১।১৬।৫৩
অভাগিয়া—হতভাগ্য ২।৮।২১৩
অভিমান—অভিলাষ ১।১৩।১১২
অভ্যাগত—অতিথি ১।১৭।১৩২
অম্বরস—আপোষ ৩।৬।৩৩
অর্পিল—অর্পণ করিল ২।৪।৬৪
অয়ন—আশ্রয় ১।২।২২
অয়ে—অয়ি, ওহে ১।৫।১৭৩
অলপ—অল্প ৩।২০।৪৫
অলম্পট—অনাসক্ত ১।১৩।১১২
অলস—আগ্রহের অভাব ১।২।২২
অলক্ষিতে—দৃষ্টির অগোচরে ৩।১৮।২৬
অলাত—জলন্ত কাঠ ২।১৩।৭৭
অস্বরে—অস্বরের মধ্যে ১।৮।১১

আ

আ

আই—মাতা ২।৩।১৪২; ঘুঁই ফুল ২।১৪।৬৩
আইহু—আসিলাম ১।৫।১৭৭
আইল—আসিল ১।১৬।২৭
আইলা—আসিলেন ১।১০।১১৫
আইলাম—আসিলাম ৩।১।৪৬
আইসে—আসেন ৩।১৩।১
আইসেন—আসেন ৩।১।৪২
আউটে—আল দেয় ২।১৪।২০১

আউল—আকুলতা ৩।১২।২০
 আউলায়—এলাইয়া পড়ে ১।৮।২০
 —বিশ্বজ্ঞান হইয়া যায় ৩।১৭।৪৩
 আকৃত্যে—আকৃতিতে ২।১৮।১০২
 আখরিয়া—পুঁথিলেখক ১।১০।৬৩
 আখি—চক্ষু ২।১৪।৬
 আগল—অগ্রগণ্য ১।৬।৪৪
 আগে—পূর্বে ১।১৪।৩০ ; পরে, ভবিষ্যতে ২।১।৬২ ;
 অগ্রে, সম্মুখে ১।৫।১৮৭ ; অগ্রে তুলনায় ১।৭।২৩
 আগে ত—পরে, পরবর্তিকালে ৩।৩।১৩৬
 আগে হৈলা—অগ্রসর হইলেন ৩।৪।১৮
 আগুবাড়ি—অগ্রসর করিয়া ২।১৬।৪০
 আকটিয়া পাত—অথও কলাপাত ২।৩।৪০
 আকিনা—অঙ্গন ৩।১২।১১৮
 আচষিতে—হঠাৎ ৩।১।৪২
 আচরি—আচরণ করিয়া ১।৪।৩৭
 অচরিয়ে—আচরণ করি ২।২।২৪৮
 আঁচল—কাপড়ের শেষ প্রান্ত ৩।২।৩৮
 আছয়—আছে ২।৮।৬৪
 আচয়ে—আছে ১।১৬।৭৮
 আছাড়—হঠাৎ মাটিতে পড়িয়া যাওয়া ২।৩।১৬০
 আছিল—ছিল ১।১৩।১০৮
 আছিলিঙ—ছিলাম ১।১৭।১০৪
 আছিল—রহিয়াছ ৩।১০।৮২
 আঁজুক—থাকুক ১।৬।৫৩
 আছো—আছি ২।১৫।৫৩
 আছাদিল—আছাদন করিয়া দিল ২।৪।৮১
 আজ—অন্ত ১।১২।৩৪
 আজা—মাতামহ ৩।৬।১২৩
 আজাড়—খালি ৩।১০।৫০
 আজিহ—অতাপিও ৩।৪।১৫২
 আজুক—অন্তকার ২।৩।১১
 আজ্জাকারী—আজ্জা পালনকারী ২।১১।১৬৩
 আটোপ—ছদ্ম গর্জন উল্লঙ্গনাদি ৩।১০।৬২
 আঠিয়া কলা—বীচিকলা ২।৩।৪০
 আড়ানী—বড় পাখা ২।১৫।১২২
 আড়ে—আড়ালে ৩।১৩।৩৮ ; তীরে, ঘাটে ৩।১৪।১১০

আশ্র—নিজেকে ১।১৪।৩০
 আশ্রসাথ—অঙ্গীকার ১।১।২
 আদিবস্থা—স্নেহস্বচক গালি ৩।১০।১৩৩
 আদৌ—প্রথমে ৩।৫।২৭
 আন—অন্ত ১।১।৩৮ ; অন্তথা ১।৫।২০১
 আনন—আনয়ন করা ৩।১৮।৬২
 আনহ—লইয়া আস ৩।২।১০২
 আনাইয়া—আনয়ন করাইয়া ২।৪।৮০
 আনাইলা—আনয়ন করাইলা ২।৬।৪০
 আনি—আনিয়া ১।২।৭
 আনিঞা—আনয়ন করিয়া ২।৪।২২
 আনের—অন্তের ৩।২।১২০
 আনমন—অনমনস্ক ২।১৫।২৪৪
 আপনা—আপনাকে ১।৭।২
 আপনি—নিজে ১।৪।৩৭
 আপনে—নিজে ১।৪।৩৫
 আপুনি—আপনি, তুমি ৩।৫।৫২
 আবরণ—পাহারা ২।১৬।২৪২
 —বেড়া বা প্রাচীর ২।১২।১৩২
 আবরিল—আবৃত্ত করিয়া দিল ২।৪।৮১
 আভাস—উপক্রমণিকা ১।৪।৩
 আমা—আমাকে ১।৪।২০৪
 আমাপানে—আমার দিকে ২।১১।২১৬
 আমায়—আমাতে ১।৫।৭৪ ; স্থান হয় ৩।১১।১২
 আমার—আমার প্রতি ২।১৩।৫২
 আমারে—আমাকে ১।৪।২০
 আমিহ—আমিও ১।৪।২৭
 আয়—আসিয়া ১।৫।২০৮
 আর—অন্ত ১।৪।২
 আরাম—উত্তান ২।১৩।১২৬
 আরিন্দা—খাজনার টাকা বহনকারী ৩।৩।১৭৮
 আরে—অন্তকে ১।৫।১৫৫ ; পার একটীতে ৩।৬।৬৪
 আরোপণ—রোপণ ২।১২।১৩৪
 আর্থ—পূজনীয় ১।৬।১০৪
 আর্থ—সংপথ ১।৪।১৪
 আলবাটা—পিক্দানী ৩।১৬।১২৩
 আশ—আশা ১।১৭।৩২৬

আশ-পাশ—চারিদিকে ২।৮।১৩৮
আশ্রিয়াছে—আশ্রয় করিয়াছে ১।১২।৫৫
আমোয়াণ—অস্বস্তি ২।১৪।১২২
আমোয়ার—অশ্বারোহী ২।১৮।১৫৩
আন্তব্যস্তে—উদ্বিগ্নচিত্তে, খুব তাড়াতাড়ি ১।১৫।১৫

ই

ই

ইতর—অন্য ; যাহারা সংস্কৃত জানে না ২।২।৭৪
ইতি উতি—এদিক ওদিক ১।৭।৮৫
ইতিমধ্যে—ইহার মধ্যে ১।৭।৪৭
ইথিলাগি—এইজন ১।৪।৫১
ইথে—ইহাতে ১।২।৩৫ ; ১।৭।১১২
—এই হেতু ১।৭।১০
ইহ—ইনি ১।২।৫০
ইহা—এইস্থানে ১।২।৬৫
ইহায়—ইহাতে ১।৭।২৬
ইহো—ইনি ১।২।২১

উ

উ

উকাশিতে—খুলিতে ২।২।১২
উখড়া—মুড়কি ৩।১০।২৯
উঘাড় অঙ্গে—খালি গায়ে ৩।২৯।৬৮
উঘাড়িয়া—খুলিয়া ৩।৩।১০৩ ;
—ভাঙ্গিয়া, খুলিয়া ১।৭।১৮
—ব্যক্ত করিয়া ২।২।৩২
উঘাড়িল—খুলিয়া গেল বা খুলিয়া দিল ২।৪।২০০
উঘাড়ে—উন্নীলিত হয়, খোলে ৩।৭।১০৩
উজাড়—জনশূন্য ২।১৮।২৬ ; ধ্বংস ১।৭।২-৪
উজাড়ে—শূন্য করিয়া ফেলে ১।৭।১২
উজীর—প্রধান রাজকর্মচারী ৩।৩।১৫১
উজোর—উজ্জল ৩।১২।৩৪
উঝালি—ছড়াইয়া ২।৩।২১
উঠাঞা—উঠাইয়া ১।২।৩৩
উঠাঞাছ—উঠাইয়াছ ৩।১৮।৬২
উড়াইয়ে—উড়াইয়া দেই ১।১২।১০
উড়ান—উড়ানত ৩।১২।৩৭
উড়িয়া—উড়িয়াবাসী ২।১২।২৭
উড়ি—উড়ানী, চাদর ৩।১৪।৪২

উতরে—নামিয়া আসে ২।১৮।৩৭
উতার—খোল ৩।১২।৩৬
উত্তরীলা—নামিল ২।১৮।১৫৩
উত্তরীলামিয়া—আসিয়া উপনীত হইলেন ২।৪।১৫৩
উত্তান শয়ন—চিৎ হইয়া শয়ন ১।১৪।৪
উত্তরে—উত্তীর্ণ হয় ; অস্বাভাবিক হয় ৩।৫।২৩
উথলিল—উচ্ছৃঙ্খলিত হইল ১।৭।২৩ ;
—উদ্ভিত হইল ৩।৫।৭৪

উদার—প্রশস্তচিত্ত ১।১১।২২
উদাস—উপেক্ষা ২।৩।১৪৪ ; ঔদাসীন্য ২।১৪।১৮
উদুখল—ধান ভানিবার যন্ত্র-বিশেষ ২।২।১১২
উদ্দেশ—উদ্দেশ্য ২।১।৬২
উদ্ধার—উদ্ধার কর ২।১২।৫২
উদ্ধারিম্—উদ্ধার করিব ১।১৭।৪৭
উদ্বম—আরম্ভ, ঘটনা, ১।১৭।১২০
উপজয়—উৎপন্ন হয় ২।২২।২২
উপজয়ে—উৎপন্ন হয় ১।৭।৮০
উপজাঞা—উৎপন্ন করাইয়া ৩।৪।১৮৬
উপজায়—উৎপন্ন করে ১।৪।১৩৫
উপজিবে—উৎপন্ন হইবে ২।২।৭৬
উপজিল—উৎপন্ন হইল ১।২।২
উপজিলা—উৎপন্ন হইল ১।১৩।৭২
উপজে—উৎপন্ন হয় ৩।৫।২৮
উপদেশি—উপদেশ করিয়া ১।৭।৮২
উপদেশে—উপদেশ করে ১।৬।৪৭
উপযোগ—উপভোগ, আহাৰ ৩।১০।১৩
উপরাগ—গ্রহণ ১।১৩।২৯
উপোষণ—উপবাস ২।১১।১০২
উবরিল—উদ্বৃত্ত (বৈশি) হইল ২।১৪।৪১
উলটি—ফিরিয়া ২।৫।২৭
উল্লাস—উচ্ছ্বাস ১।৪।৬২
উল্ল—পেটক ১।৩।৬২
উল্লিঙ্গি—উল্লিঙ্গ ; অস্থিরভাবে উঠা-বসা, নড়া-চড়া
৩।৩।১১৫

এ

এ

এ—এই ১।১০।৫৪ ; ইহা (এই লতা) ৩।১৫।৩৭
এইমত—এইরূপ ১।১০।১৪ ; এইরূপে ১।৪।৩৭

এই লাগি—এইজ্ঞা ২১২২৫

একগ্রামী—এক গ্রামও ২১৫১২৩২

এক ঠাকুর—এক স্থানে ১৪৮৫০

একতান—একান্ত ২১৬২৩১

একল—একাকী ২১৫১২৩

একলা—একাকী—১২১৩২

একলি—একাকী ১৪১১২১ ; একমাত্র ১৪১১২৮

একলে—একাকী ১২১৩২

একিবারে—একসঙ্গে ৩১৫১৭

একে—একটীতে ৩১৬১৬

একেশ্বর—একাকী ২১৫১১২৩

একৈক—এক এক ২৪৮৮২ ; প্রত্যেক ১২১১৭

এড়াইবে—পলাইবে, বাদ পড়িবে ১১৭১৩৫

এড়াইল—পলাইয়া গেল, বাদ পড়িল ১১৭১৩০ ;

—অব্যাহতি—পাইল ২৪১১৮১

এত—এ সমস্ত ১৩১৮৬

এতেক—এইরূপে ২১২১২৫

এথা—এই স্থানে ১১৪১১৬

এথাই—এই স্থানেই ২১১০১৪৭

এথাকে—এইস্থানে ৩২১৩২

এবে—এক্ষণে ১৪১৪৮

এভো—এখনও ৩১২১১২

এমতে—এইরূপে ১৩১৮৮

এ সভায়—এই সকলের ১১১৪৩

এহা—ইহাও ১৪১৮২

ঐ

ঐ

ঐছন—এইরূপ ১১৩১১০০

ঐছে—এইরূপ ১২১১৪

ও

ও

ওঝা—ভূতে পাওয়ার চিকিৎসক ৩১৮১৫৩

ওড়ফুল—জবাফুল ১১৭১৩৫

ওড়ন-পাড়ন—লেও ও তোষক ৩১৩১৮

ওড়—উড়িয়ারাসী ১১০১১৩৩

ওড়ায়—উড়ুনার মত করিয়া গায়ে দেয় ৩১২১৬৮

ওত হৈয়া—দেহকে গোপন করিয়া ২১২৪১৫৬

ওথা—ঐস্থানে ৩১৮১৫৬

ওর—সীমা ২৩১১১

ওর-পার—সীমা-পরীসীমা ৩২০১৭১

ওলাহম—ওল্লাহ ; মুহু অভিযোগ ৩৭১১৪০

—আক্ষেপসূচক বাক্য ; মুহু ভৎসনা ১১৪১৩৮

ক

ক

কচড়া—দিনলিপি ; সংক্ষিপ্ত লিখন ৩১৩১৩

কড়মড়ি—কড়মড় শব্দ ১১৭১১৭৩

কড়ার—প্রসাদী চন্দন ৩১১১৬৫

কড়ি—কড়া ১১৩১১১১

—দধি ও বেসম যোগে প্রস্তুত এক রকম

খাণ্ড ২৪১৬২

কণ—কণিকা-২১২১৮৪

কতি—কোথায় ১১২১৪০

কতে—কত-রকম ২৪১৫৭

কতেক—কত পরিমাণ ১১৭১৮

কথন—কথা ১৫১১৮২

কথোক—কিছু পরিমাণ ৩১০১২৬

কথোজনক—কয়েক জন ১১১১৫৪

কথো দিন—কয়েক দিন ১১৫১২১

কথো দিনে—কয়েক দিন পরে ১১৪১১৮

কথো দূরে—কিছু দূরে ৩১৬১৪৫

কথো দূরে বহি—কতকদূর পর্যন্ত গেলে ২১৭১৬

কদম্ব—সমূহ ১৫১১৪৪

কদর্থনা—যন্ত্রণা ২১২৪১৭২

কদর্বিয়া—কষ্ট দিয়া ২১২৪১৭৩

কর্ধদ্বয়—কর্ধপর্যন্ত ৩১৪১১০৩

কন্দরা—গুহা ৩১৮১১০৩

কবাট—কপাট, দ্বার ১১৭১৩১

কপাট মারিয়া—দ্বার বন্ধ করিয়া ৩১২১১১২

কবে—কখন ২৪১৬৮

কভু—কখনও ১১২১৬০

—কখনশ কখনও ১১৮১১৬

কয়—কহে, বলে ১৪১৩১

করঙ্গ—জলপাত্র ৩১৬১৩৭

করঙ্গিয়া—জলকরঙ্গ-বহনকারী ২১২৫১৩৬

করঙ্গীয়া লোণ—এক রকম লবণ ৩১০১১৪৬

করয়—করে ১১৭১২৫১

করয়ে লাগানি—বিক্রমে কথ্য বলে ২।১।১৬৩

করসিঞা—আসিয়া কর ৩।১৬।১১৭

করহ—কর ৩।২।১২১

করাইলি—করাইয়াছ ১।১৭।৪৮

করাইহ—করাইও ৩।৩।৩৯

করাঙ—করাইব ৩।১৬।৭৬

করাঞা—করাইয়া ৩।২।০।৪৪

করাকরি—হাতে হাতে ৩।১৮।৮৪

করিমু—করিলাম ১।৫।১৫২

করিবেক—করিবে—১।৪।২৬

করিমু—করিব ১।৩।২১

করিয়াছো—করিয়াছি ২।৩।৩৬

করিলা—করিলেন ৩।১।২

করু—করে বা করিবে ১।১১।৪

করেন—করায়েন ১।৩।৭৪

করো—করি ১।১৭।৩২৬ ;

—করিব ১।৩।৮২

করোয়া—জলপাত্র ৩।১৪।২১

কর্যাছে—করিয়াছে ২।৪।১৮২

কর্ণে লাগে তালি—কান বধির হইয়া

যায় ১।১৭।২০

কহাই—বলাইয়া ৩।১।২৮

কহাইতে—বলাইতে ৩।১৬।৬৫

কহাইল—বলাইল ৩।১৬।৬৪

কহায়—বলায়েন ৩।১।১৫৬

কহি—বলি ১।৩।২০

কহিমু—কহিলাম ২।১।১৫২

কহিমু—কহিব ২।৫।১০৩

কহিয়—বলিও ৩।২।৪১

কহিয়ে—কহি, বলি ১।১।৩৭

কহিলা—বলিলেন ৩।১।৪৩

কহিলে না হয়—বলা যায়না ১।১০।৩২

কহো—কহি ১।৮।১২

কাঁকর—কঙ্কর ২।১২।২০

কাটন—অতিবাহিত করা ২।২।৫১

কাঁটা—কণ্টক ৩।১৩।৮১

কাড়—কাহির কর ২।৪।৩৬

কাঢ়ি—কাঢ়িয়া লইয়া ১।১০।৩৬

কাঢ়িতে—ছুটাইয়া আনিতে ২।১৫।১৪২

কাঢ়িবারে—ছুটাইয়া আনিতে ২।১৩।১৩৩

কাঢ়িয়ে—অগ্রত লইয়া যাই ২।১৮।১৩২

কাঢ়িল—তুলিয়া আনিল ২।১৩।৪৮

কাণা—ফুটা, ছিদ্রযুক্ত ২।২।২৮

কাণাকানি বাত—কানাঘুষা কথা ৩।৩।১৬

কাঁধা—পূরাতন বস্ত্রে প্রস্তুত কথা ২।২৫।১৬৬

কান্দিল—ক্রন্দন করিলা ১।১০।১২

কায়—কায়না, বাসনা ১।৫।১৩৪ ;

—কর্ম ২।২৪।১৬৪

—আত্মেন্দ্রিয়প্রীতি-ইচ্ছা ১।৪।১৩২

কায়—দেহ ৩।১৮।৪৮ ;

—স্বরূপ ১।৫।১৬

কারিকর—শিল্পী ৩।১৪।৪১

কারে—কাহাকেও ১।৫।১৪২ ;

—কাহারও নিকটে ১।১৭।২৬

কারো—কাহারও ১।২।৩৬

কালি—কল্যা ১।১৬।২৮

কালিকার—গতকল্যাকার, অপক ৩।৪।১৫৩

কাসাঁ—কংস, কঁাস ২।৮।২৪৫

কাঁহা—কোথায় ১।২।৩২

—কি ৩।৬।৩১৫

—কাহারও ২।২।৭৫

কাঁহা কাঁহা—কি কি ২।৪।১১২

কাঁহাতে—কোনও স্থানে ৩।১।৬১

কাঁহাসো—কাহারও সহিত ২।২।৭৫

কাহে—কেন ১।১২।৪৭

কাহো—কোনও স্বরূপ ১।৫।১১১

কাহো—কোনও স্থানে ২।২৫।২১২

কীড়া—কীট, পোকা ২।৭।১৩৩-৩৪

কীড়ায়—কীটদ্বারা ১।১৭।৪৭

কুজা—জলপাত্র বিশেষ ৩।৬।২২০

কুটা—ক্ষুদ্র তৃণখণ্ড ২।১২।১২৮

কুটার—কুঁড়ে ঘর ২।২৪।১৮২

কুঠার—গাছ কাটার যন্ত্র ২।৪।৪৮

কুড়াইতে—একত্র করিতে ২।১২।১২৮

কুড়ায়—ঝাট দিয়া একত্র করে ২।২২।২২২
 কুড়ায়ে—কুড়াইয়া, সংগ্রহ করিয়া ১।২।২৮
 কুণ্ডিকা—ভাণ্ড ২।৩।৫০
 কুমারের—কুম্ভকারের ৩।১৫।৫
 কুর্পর—দাস ২।১।১৮২
 কেতাব—পুস্তক ১।১৭।১৪২
 কেনে—কেন, কি কারণে ১।৭।৬৮
 কেমনে—কি প্রকারে ২।৩।২২
 কেমনে—কি প্রকারে ২।২৪।১৭৫
 কেহো—কোন কোন ব্যক্তি ১।৫।১১১
 কৈছে—কিভাবে ১।২।২৫
 কৈছু—করিলাম ১।৭।১৪১
 কৈফিতি—কৈফিয়ত, নালিশ ৩।৩।১২
 কৈল—করিল ১।১।৬২ ; কহিল ১।৪।৪৬
 কৈলা—করিল ১।৭।৩২
 কৈলু—করিলাম ১।৪।১৫৪
 কৈলে—করিলে ৩।৫।১১৩
 কৌকড়—কাঁকা ; কৌকড়া ৩।৩।১২৭
 কোঙর—কুমার ; পুত্র ২।২০।১৭০
 কোঠরি—কোঠা ২।২।১৩৭
 কোথলি—থলিয়া ৩।১০।২১
 কোথা—কোনও স্থানে ১।১৬।২৪
 কোথাকে—কোথায় ২।৩।২২
 কোদালি—মাটি খোঁড়ার যন্ত্র ২।৪।৪৮
 কোন্ দ্বারে—কাহা দ্বারা ৩।৪।৮৫
 কোন পাকে—কোনও প্রকারে ১।১২।২৮
 কোন্দল—কলহ ১।১০।২১
 কোল—অঙ্ক ২।৪।১২৬
 কোলি—কুল, বদরি ৩।১০।২২
 ক্রোশে—চীৎকার করে ২।৪।১২৭
 কোড়ি—কড়ি, টাকা ৩।২।২৫

খ

খ

খটমটি—খুটিনাটি বিষয় লইয়া প্রণয় কোন্দল ৩।৭।১২৭
 —সামান্য কথায় ১।১০।২১
 খণ্ড—খাঁড়, গুড় ৩।১০।২৪
 খণ্ডাইল—খণ্ডন করাইল ১।১৭।৬৭

খণ্ডাহ—খণ্ডন কর ১।১৭।২৮০
 খণ্ডিতে—লঙ্ঘন করিতে ২।৪।২১
 খণ্ডিম্—উপেক্ষা করিব ২।১২।১২৮
 খসাইতে—খুলিতে ২।১৮।৪৬
 খসাইয়া—খুলিয়া ২।১০।১২৮
 খসায়—খুলিয়া দেয় ৩।১৬।১১২
 খাই—আহার করি ৩।২।৭৬
 খাএন—খায়েন, আহার করেন ৩।১৬।৬২
 খাওন—খাওয়া, ভক্ষণ করা ২।১৫।২৩৫
 খাওয়াইম্—ভক্ষণ করাইব ১।১৭।৪৭
 খাজুয়া—চুলকুনি ৩।৪।৪
 খাঞা—খাইয়া ১।১৭।২০১
 খাটে—পালকে ১।১৭।২
 খাড়া—দণ্ডায়মান ৩।৩।২৫২
 খানিক—একখণ্ড, একটু ২।১১।১৫১
 খাপরা—ভাঙ্গা ঘটের খোলা, অথবা যুক্ত করের
 অঙ্গলি ২।১২।২৫
 খায়েন—আহার করেন ৩।১৬।৩১
 খাল—গর্তবিশেষ ২।২।৪৭
 খাস—নিজ দখলে ২।১২।২৪
 খুড়া—পিতৃব্য ৩।১৬।৮
 খেলস—খেলা ৩।১০।৪৫
 খোদাইতে—খনন করাইতে ২।২৫।১৪১
 খোদাইল—খনন করাইল ৩।৩।১৪২
 খোলা—বহুল ৩।১৬।৩১

গ

গ

গড়খাই—পরিখা ২।১৫।১৭৪
 গড়বড়ি—হট্টগোল ২।১৮।১৩৮
 গড়াগড়ি—মাটিতে পড়িয়া এপিট ওপিট করা ১।২।৪৫
 গড়িঘার—গড়ের (দুর্গের) ফটক ২।২০।১৫
 গড়ি যায়—গড়াগড়ি দেয় ২।১৩।৮০
 গণ—পার্শ্বদ, সঙ্গীয় লোক ৩।১০।১৩৫
 গণি—গণ্য করি ১।২।২৬
 —গণনার মধ্যে আনি ২।৩।১৮২
 গণে—পরিকরবৃন্দে, অল্পগত জনসমূহে ১।১২।৭৪ ;
 —গণনা করে ১।১৩।৪৩
 গতি—অবস্থা ২।৩।১২০

গরগর—চঞ্চল ২।১৭।২০২
 গরুড়—গরুড় স্তম্ভ ৩।১৬।৭২
 গলাগলি—পরস্পরের গলা ধরিয়া ২।৭।১৪৬
 গলে—গলায় ১।৮।৭১
 গাই—গান করি ১।২।৬
 গাইবেক—গান করিবে ১।২।৩৮
 গাগরী—কলসী ৩।২২।১০২
 গাঞা—গান করিয়া ২।১।২৫৫
 গাড়ে—গর্ভ ৩।১৬।৩৮
 গাথু—বালিস ৩।১৩।৭
 গাধি—গ্রহন করিয়া ১।৪।৩৬
 গানী—গান্ধী ২।৪।১০১
 গায়—গান করে ১।৫।১৭০
 গায়ন—গান, কীর্তন ১।৭।৩২
 —গায়ক ২।১৩।৩৩

গায়ন—গান করেন ৩।২।১৫২
 গালাগালি—পরস্পরের প্রতি কটুবাক্য বলা
 ২।১২।১২৩

গাঁলিপাড়ে—গালি দেয় ৩।১২।১৮
 গুঁজিয়া—টুকাইয়া ২।১।৫৫
 গুড়জুক—দারুচিনি ৩।১৬।১০২
 গুণ্ডি—গুঁড়া, চূর্ণ ৩।১০।১৫
 গুণ্ডিচা—রথযাত্রা ২।১।৪৩
 গুপত—গুপ্ত বা রক্ষিত ১।১০।২৪
 গুপ্তে—গোপনে ১।১৩।১২০
 গেলাঙ—গিয়াছিল ১।৮।৬৮
 গেলু—গেলায় ১।১৭।১৮২
 গেহে—গৃহে ১।১৩।৭২
 গৈরিক—গিরিমাটি ৩।১৩।৮
 গোড়াইতে—কাটাইতে ২।২।৫০
 গোড়াইলু—অতিবাহিত করিয়া ২।২০।২৩
 গোড়াইব—কাটাইব ২।৮।২৪২
 গোড়াইয়া—কাটাইয়া, অতিবাহিত করিয়া ২।৪।২০৬
 গোড়াইল—অতিবাহিত করিল ২।১।৭২
 গোড়াইলা—কাটাইলেন ২।৮।২৪৩
 গোফা—গুহা ২।১৮।৫৫
 গোয়াঙ—কাটাইব—২।১১।১৫১

গোয়াল—গোয়াল ১।১১।২২ ; ৩।৩।১৪৫
 গোসাঞি—গোস্বামী ১।৭।৭৮
 —ভগবান ২।১।১৫২
 গোহালি—গরু বাধার স্থান ৩।৩।১৪৫
 গোড়—উড়িছাদেশবাসী এক জাতীয় লোক ২।১৩।২৬
 গোড়েরে—গোড়দেশে ২।১।১৩৮

ঘ

ঘ

ঘটপটিয়া—তার্কিক ৩।৩।১৮৮
 ঘট—সংঘট ৩।২।২৫
 ঘটি একে—এক ঘটকার মধ্যে ১।১৬।৩৪
 ঘড়া—কলস ১।১০।১৪২
 ঘরভাত—ঘরে রান্না করা অন্নাদি ৩।১০।১৫২
 ঘর্ষ—শব্দ বিশেষ ৩।১৪।৮৭
 ঘর্ষ—রোহিত ৩।২০।১২
 ঘষিতে—ঘর্ষণ করিতে ২।৪।১২০
 ঘাগর—ঘাগরা ২।১৩।২০
 ঘাট—নদীর ঘাট ২।৮।১১
 ঘাটাইয়া—কমাইয়া ৩।২।২২
 ঘাটাইল—কমাইল ২।১৫।১২০
 ঘাটি মূল্য—কম মূল্য ৩।২।২৫
 ঘাটি—কর আদায়ের স্থান ২।৪।১৮৩
 ঘাটিআল—কর আদায়ের অধ্যক্ষ ৩।১।১৫
 ঘুচাও—দূর কর ২।১৫।১৬৩
 ঘুচাহ—ছাড়িও ৩।২।১৩৭
 ঘুচিল—দূর হইল ১।১৭।২১৩
 ঘুমাঞা—ঘুমাইয়া ৩।১২।৬৭
 ঘুমায়—নিদ্রা যায় ৩।১২।৬২
 ঘোড়াপিড়া—ঘোড়া ও অন্যান্য জিনিস ২।১৮।১৬৪

চ

চ

চক্ৰ ভ্রমি—চাকার মত ঘুরিয়া ২।১৩।৭৭
 চড়—চাপড় ১।১১।১৭
 চড়াইতে—চাপড় মারিতে ২।১৫।২৭৬
 চড়াইল—চাপড় মারিল ১।৫।১৩৬
 চড়ায়—চাপড় মারে ২।১৫।২৭৫
 চড়াই—উঠাইয়া ২।৩।৩৭

চটাইয়া—উঠাইয়া ৩।১।৬১
 চটাইল—উঠাইল ২।১৬।১১৬ ; বসাইল ৩।১৩।৪৮
 চটাইলা—উঠাইলেন, লিপ্ত করিলেন ২।৪।১৭৩
 চড়ি—আরোহণ করিয়া ১।১৩।১১৩
 চড়িয়া—আরোহণ করিয়া ২।৩।২৭
 চড়ে—উঠে ১।৫।১৪২
 চরাঞা—উপভোগ করিয়া ৩।২।১১৮
 চরায়—পালন করে ১।১০।৮১
 চলহ—যাও ৩।৩।২০
 চলয়ে—নড়ে ২।৬।২
 চলিলা—বিচলিত হইলে ৩।৭।১৪৫
 চলে—অগ্রগতি হয় ২।৫।৮০
 চলে হালে—নড়ে বা হেলিয়া পড়ে ২।৩।৪৮
 চক্ষে—চক্ষুতে ১।২।২
 চাক—চক্র, চাকা ৩।১৫।৫
 চাখি—পরীক্ষার্থ আস্থাদান করে ১।১২।২৩
 চাকড়া—ভাণ্ড ৩।১।১৭৪
 চাক্কে—উচ্চমঞ্চে ৩।২।১২
 চাচা—খুড়া ১।১৭।১৪২
 চাঞা—চাহিয়া ২।১৩।১৫৪
 চাটি—জিন্সা দ্বারা লেহন করিয়া ৩।১৬।১২
 চাঁদ—চন্দ্র ২।১।১২৩
 চানা চাবানা—শুক ছোলা ২।২৫।১৫৭
 চান্দ—চন্দ্র ৩।৬।১২৮
 চান্দোয়া—চন্দ্রাতপ ২।১৩।১২
 চাপড়—হাতের তালু দিয়া আঘাত ২।১।৬২
 চাপয়ে—চাপড় দেয় ১।৫।১৪২
 চাপয়ে—চাপিয়া ধরে ৩।১৮।৫৫
 চাপি—চাপিয়া ৩।১২।৬৩
 চাবাইয়া—চর্ষণ করিয়া ৩।১৩।৭৪
 চাবুক—দড়িনির্ষিত প্রহারের অস্ত্র ২।২৫।১৪১
 চাম—কর্ষ ২।১০।১৫২
 চারিভিতে চারিদিকে ২।২।২১৫
 চাল—ঘরের ছাউনি ২।১।৫৫
 চালাইতে—নড়িতে ২।৪।৫১
 চালাইল—ক্ষেপাইবার চেষ্টা করিল ৩।৭।১৪৫ ;
 —ছুড়িয়া দিল ২।১২।২৫

চালায়—আচরণ করে ১।১৭।১২২
 চালু—চাউল ১।১৪।৪৮
 চাহয়ে—চায়ে ১।১৬।৮২
 চাহি—অন্বেষণ করিয়া ২।৮।৮০ ;
 —থাকা উচিত ২।১৫।১৫৪
 চিঠি—ফর্দ ৩।৬।১৫০
 চিত—চিত্ত ১।৮।৫২
 চিতে—চিত্তে ১।১৩।১১৬
 চিত্র—অঙ্কিত, আশ্চর্য্য ২।১৩।১৩৬
 চিত্রবর্ণ—বিচিত্রবর্ণের ১।১৩।১১২
 চিরকাল—বেশীদিন ৩।১৩।৩৮ ; বহুকাল ২।২।১০৭
 চিরকালের—বহুকালের ১।১৫।৪
 চিরদিনে—বহুকাল পরে ২।৩।১১১
 চিরস্থায়ী—বহুদিন স্থায়ী ৩।১০।২৩
 চিরি চিরি—ছিন্ন করিয়া ৩।১৩।১৭
 চিহ্নিতে—চিনিতে ৩।৮।৮২
 চুবায়—চুবাইয়া ধরে ২।২০।১০৫
 চুষে—চুষন করে ২।৩।১৩৩
 চুন্নি—আত্মগোপন-চেষ্টা ২।৩।৬৮
 চুলা—চুল্লী, উত্তন ৩।১৩।৫৪
 চেড়ী—দাসী ১।১৩।১১৩
 চোকা—যাহা চুষিয়া খাওয়া হইয়াছে ৩।১৬।৩২
 চৌদিকে—চারিদিকে ২।১১।২১৬
 চোঁঠ জন—চতুর্থ জন ২।৪।১২৩
 চোঁঠা—চারিভাগের একভাগ ৩।৮।৫০
 চোঁতরা—চত্বর ৩।৬।৫২
 চৌদোলা—চতুর্দোল ২।১৪।১২৬
 চৌবুরী—এক শ্রেষ্ঠব্যক্তি ৩।৬।১৬

ছ

ছ

ছটা—লেশমাত্র ৩।১৫।১২
 ছত্র—সত্র ; অন্নাদি বিতরণের স্থান ৩।৬।২১৭
 ছদ্ম—হল ২।১০।১৫০
 ছাইল—আচ্ছন্ন করিল ১।২।১৬
 ছাওনি—চালা, ডেরা ৩।১৩।৬২
 ছাওয়াল—মস্তান ১।১৭।১০৫
 ছাড়াঞা—ছাড়াইয়া ১।১৬।১৬

ছাড়িব—ত্যাগ করিব ৩৪১১
ছানি—ছাঁকিয়া ৩১১৩১
ছানিঞা—ছাঁকিয়া ২৪১৫৪
ছার—তুচ্ছ ২১৫২৭৫
ছারথার—তুচ্ছ ১১২১৭২
ছাল—চাম ৩১৩১৭৫
ছেণ্ডা কানি—ছেঁড়া পুরাতন বস্ত্র ৩৬১০৬
ছিণ্ডিয়া—ছিঁড়িয়া ১১৭১৫৮
ছুঁই—স্পর্শ করিয়া ১১৭১২১২
ছুঁইতে—স্পর্শ করিতে ১৭১২৮
ছুঁইলা—স্পর্শ করিলা ১১৪১৭০
ছুঁইহ—স্পর্শ করিও ৩৪১১১
ছুটিল—দূর হইল ১১৭১১১
ছুটিলু—নিস্তার পাইলাম ২২০১২১
ছোড়াইয়া—মুক্ত করিয়া ১১০১৪০
ছোড়াইল—মুক্ত করিল ৩৬৩০
ছোড়ায়—মুক্ত করে ৩৩৫৫
ছোয়—স্পর্শ করে ৩১৮১২২

জ

জ

জগজন—জগদ্বাসী লোক ২২৫১২২৮
জগভরি—জগৎ ভরিয়া, সমস্ত জগতে ১১৩০৫৭
জগমন—জগদ্বাসীর মন ৩১৩০৭৮
জগমোহন—শ্রীমন্দিরের সম্মুখস্থ কক্ষ ৩১৩০৭৭
জগাতি—ঝাড়াট, আপদ-বিপদ ২৪১১৮২
জগাল—বিপদ, ঝাড়াট ২৪১১৭৪
জড়িয়া—জড়তা ৩১৭১১৬
জনম—জন্ম ১৪১২০১
জন্মাইহ—উৎপাদন করিও ৩৩২৮
জরজরে—জর্জরিত ২২১২০
জরদগব—বুড়াগরু ১১৭১১৫৫
জরে—জর্জরিত হয় ২৩০১২১
জলাজলি—জল ফেলা ফেলি ৩১৮১৮৪
জাড্য—জড়তা ১৫১১৪৪
জাতি যে লইমু—জাতি নষ্ট করিব ১১৭১২২২
—৬/৩৫

জানা—রাজপুত্র ৩১১২২
জাড়ি—জালা, পাত্র ২২০১২০
জানি—যেন, মনে হয় ১১৪১৭
জানিয়ে—জানে ১৩০৭০
জানিল—জানিতে পারিল ২৬১২৫২
জানিল না যায়—জানিবার উপায় নাই ২২১১৭২
জানিহ—জানিও ১৪১৫৩
জাহুচঙক্রমণ—হামাগুড়ি দেওয়া ১১৪১১৮
জানে—জানি ২২১১২০
জারণ—দাহ ১৫১৫২
জারেন—দধু করেন, জর্জরিত করেন ৩২০১৩১
জালিক—জালিয়া ২১৮১৪৩
জালিয়া—যে জাল দিয়া মাছ ধরে ৩১৮১৪১
জিনি—জয় করিয়া ১৫১১৭৫
জিনিহু—জয় করিলাম ২৬১২০৮
জিনিবারে—জয় করিতে ২৫১৬৩
জিনিয়া—পরাজিত করিয়া ২৩১১০৭
জিনে—পরাজিত করে ১১১২৪
—জয়লাভ করে ২১৪১৭৬
জিন্দাপীর—জীবমুক্ত মহাপুরুষ ২২০১৪
জীতে—জীবিত থাকিতে ৩১১১৪২
জীব'—জীবিত থাকিব ২৩১১৭৩
জীবাতু—জীবন ধারণের উপায় ১৫১২০৫
জীবিত—জীবন ৩১৬১১২৬
জীবে—জীবিত থাকিবে ২২১২২
জীয়া—জীবিত থাকে ২২১৩৮
জীয়াইতে—বাঁচাইতে ১১৭১১৫৪
জীয়াইল—জীবিত করিল ১১২১৬৬
জীয়াইলা—বাঁচাইলা ২১৫১২৮৪
জীয়াও—জীবিত রাখ ২১৩১১৩৮
জীয়াহ—বাঁচাও ২১১৫২
জীয়ায়—বাঁচাইয়া রাখে ৩১১১৪২
জীয়ে—জীবিত থাকে ১১২১৬৪
—বাঁচি ৩১৬১১১
জীলা—জীবিত হইল ২২৫১১৭৭
জুড়াইল—শীতল হইল ৩১৮১১৬

জুড়ায়—শীতল হয় ১৪৮২০০

জুয়ায়—সদত হয় ১৪৮১৮৮

জলি পুড়ি—জলিয়া পুড়িয়া,

অন্তর্দাহ ভোগ করিয়া ১১৭৭০২

জ্যোঠা—পিতার বড়ভাই ৩৬২০

ঝ

ঝ

ঝনঝন—ঝনঝন শব্দ করিয়া ১১৪৮৭৪

ঝনঝনি—ঝনঝন শব্দ ২১২১৭৮

ঝলমল—চক্ চক্ ১১৬৮০

ঝাটিনা—ঝাটদিয়া সংগৃহীত আবর্জনা ২১২২৮৮

ঝাঁপ—ঝম্প ৩১৮১২৬

ঝারী—জলপাত ৩২০৭২

ঝালি—বস্ত্রনির্মিত আধার ১১০১২৪

ঝিকড়—ঘাটীর পাত ভাঙা খোলা ২১২২৮৫

ঝুট—উচ্ছিষ্ট ২৩৮৪

ঝুটা—উচ্ছিষ্ট ৩১৬১৫৩

ঝুরি—দধি হইয়া ২১১৫০

ঝুরোঁ—ঝুরি, চিস্তায় ভ্রিয়মান হই ২১৩১৪২

ঝুলনি—শিরোবেষ্টন, পাগড়ি ৩১৪৮২

ঝুলি—ঝুলনা ২১৪৮১

ঞ

ঞ

ঞিহা—এইখানে ১১২১৩৪

ট

ট

টলমল—চঞ্চল ১৪৮১৩৪

টলিল—বিচলিত হইল ২১৫১৫৩

টাটি—বেড়া ২৪৮১

টানাটানি—বর্ণনার স্বা চেষ্টা ২১২১৩১

টুকী—মক্ ২১৫১২১

টুটি—ছিঁড়িয়া ২১৪১২৩১

টোটা—বাগান ২১১১৫১

ঠ

ঠ

ঠক—প্রত্যয়ক ২১১১৫২

ঠাই—স্থানে ১১৬১৫২

ঠাকুর—শাসনকর্তা ১১৭১২০৬

ঠাকুরাণী—বৈষ্ণবগৃহিণী ২১৬১২০

ঠাকুরালী—প্রভু ৩১২১৩৪

ঠাঞি—স্থানে, নিকটে ২১১১২০

ঠাট—সমূহ ১১৭১২৭৫

ঠাড়া—দণ্ডায়মান ৩৬২৫২

ঠান—স্থান, স্থিতি ৩১২১৩৭

ঠাম—ভদ্রী ১১৩১১৪

ঠারঠারি—নয়ন ভদ্রীপূর্বক ইসারা ২১৫১৩৭

ঠারে—ইন্দিতে ৩১৬১৫০

ঠারে—ঠোরে—ইন্দিতে ১১৩১১০০

ঠিকারী—ছোটছোট টুকরা ২১৪১২৩৮

ঠেকাঠেকি—ঠোকাঠোকা ২১২১৭৮

ঠেকি—ঠোকাঠোকা হইয়া ২১২১১০৭

ঠেঁধা—লাঠি ১১৭১২৪৩

ঠেলাঠেলি—পরস্পর পরস্পরকে ঠেলা দেওয়া

২১৩১১৪

ড

ড

ডর—ভয় ৩৬২২

ডরে—ভয়ে ১১১৬৩

ডাকা—ডাকাইত ৩১২১৮১

ডাকাতিয়া—ডাকাইতের জায় ৩১৫১৬৫

ডাকি—চীৎকার দিয়া ৩১৬১২০

ডারা—ঠেলিয়া দেওয়া ৩১২১৬

ডারি—ফেলিয়া ৩১২১৩

ডারিয়া—ফেলিয়া ৩১২১৪০

ডরিয়াছে—ফেলিয়া রাখিয়াছে ২১৮১৫৫

ডারে—ফেলিয়া দেয় ২১২১২৪

ডাল—শাখা ১১৩১১৫৮

ডাহিনে—দক্ষিণ দিকে ১১৫১৬৭

ডিহাতে—নৌকায় ২১২১৩০

ডুবায়—ডুবাইয়া ধরে ২১২১১০৫

ডোকা—কলাগাছের খোলদ্বারা প্রস্তুত পাত্র ২৩৬৪২

ডোর—বস্ত্রখণ্ড ২১০১১৬৫

ডোরি—ঘুনসি ১১৩১১১২

ডোয়ী—দড়ি, কাছি ২১৪১২৩৪

ঢ ঢা—ঢাক ১।১১।২৯
ঢে—কৌতুকময় কোশল ২।৩।২৩
ঢাকা—আচ্ছাদন করা ২।১৮।১১০
ঢেকা—ধাক্কা ২।১২।১২৫

ড ডা—টাকা ২।১২।৩০
ডটে—ডীরে ১।১২।১৩
ডতি—সমূহ, সকল ১।১৩।১০২
ডতেকে—তাহাতে ৩।২০।৮০
ডধা—সেই ব্যাপারে ১।১৪।১৮
—সেই স্থানে

ডধাই—সেই স্থানেই ২।১।৫৪
ডথি—সেস্থানে ১।৫।৪৫
ডথি লাগি—সেজন্ত ১।৩।৩১
ডবহি—ডধাপি ৩।৫।৩৪
ডবে—তাহা হইলে ১।১০।১৭
—তাহা দেখিয়া ২।৭।৮১
—তাহার পরে ২।৮।২৭

ডভু—ডধাপি ১।১৪।৬১
ডম—অন্ধকার ১।১৩।৩
ডরি—উত্তীর্ণ হই ২।১০।১৫৪
ডরিমু—উদ্ধার পাইব ২।১৪।১৭৫
ডরে—নিমিস্ত ১।৮।৬০
ডর্জা—দুর্কোষ্য বাক্য, হেয়ালি ২।১৬।৫২
ডলানে—ডলায় ৩।৬।৬৫
ডলে—নীচে ২।১১।১০৫
ডহি—সেজন্ত ১।৬।১৮
ডহি মধ্যে—তাহার মধ্যে ১।১।১৩
ডাডন—প্রহার ১।১৪।৪২
—শাস্তি ৩।১।১৫

ডাডনে—উৎপীড়নে ১।১০।৪৩
ডাড়িতে—ডাডনা করিতে ৩।৬।২৭
ডাতে—তাহাতে ৩।১৪।৬১
ডাতে—তাহা হইতে ২।২১।২৭
—তাহাতে, সেজন্ত ১।১৬।৪৬

ডায়া—ডায় ২।৮।২৪৫
ডার—ডাহার ১।৩।২৫
ডারি—ডাহারই ৩।৫।১৩০
ডারিতে—ডাণ করিতে ৩।২।১২
ডারিবে—উদ্ধার করিবে ১।১৩।১২০
ডারিলা—উদ্ধার করিলেন ২।৪।১৭২
ডারে—ডাহাকে ১।৮।১১
ডাড়ে—ডাহাকে ১।৫।৬৭
ডালাক—শপথ ১।১৭।২১৫
ডা-লাগি—সেই জন্ত ১।৪।৪৭
ডালি—কানে ডালা ১।১৭।২০০

হাতে ডালি দ্বারা বাস্ত ২।৬।২১৫
ডা-সভার—ডাহাদের সকলের ১।৪।১৫২
ডাই—সেই স্থানে ১।৫।৮৪
ডাইই—সেই স্থানেই ১।৭।৪৫
ডাহাঞি—সেই স্থানে ১।৫।১২
ডাহে—ডাহাতে আবার ২।২।৬৮
ডিহো—তিনি ১।২।২১
ডুঞ্জি—ডুই, ডুমি ৩।১।৭৬
ডুডুক—ডুরঙ্গদেশীয় মুসলমান ৩।৬।১৮
ডুডুকধাড়ী—যবন শ্রেষ্ঠ ২।১৮।২৩
ডুমিহ—ডুমিও ২।১২।১৩
ডুরিতে—ডাড়াডাড়ি ৩।৫।৫১
ডুলী—ডুলায় বালিশ ২।১৩।১০

—ডোষক ৩।১৩।৭
ডুধি—ডুই করিয়া ১।১৭।২৩৩
ডেজি—ড্যাগ করিয়া ৩।১১।৪৮
ডেজিয়া—ড্যাগ করিয়া ৩।১১।৪৪
ডেন—সেইরূপ ৩।১২।২৬
ডেরছ—আড়নমনে ২।২।১৮৭
ডেঁহ—তিনি ১।২।৫০
ডোয়—ডোমাতে ৩।১০।৪৭
ডেঁহো—তিনি ১।১।২৫
ডৈছে—সেইরূপে ১।২।১৩
ড্যজন—ড্যাগ ২।২।৪৫
ড্যাগি—ড্যাগ করিয়া ১।১০।৮২

থ থ
থরহরি—থর থর করিয়া কল্প ২।৬।১৮৮
থালি—থালী ১।১৩।১০৩
থালী—থালী ২।২।৪৭
থুইল—রাখিল ১।১৩।১১৬
থেহ—স্থিরতা ২।১।৩১১

দ দ
দঢ়—দঢ়, শক্ত ১।১৮।১৫৭
দণ্ড—শাস্তি ১।১২।৩৩
দণ্ডপরগাম—দণ্ডবৎ প্রণাম ২।১২।২৬০
দণ্ডিতে—শাস্তি দিতে, ক্ষতি করিতে ২।৩।৮২
দণ্ডিয়া—দণ্ড করিয়া, বাজেয়াপ্ত করিয়া ১।১৭।১২২
দড়ী—রজ্জু ৩।৬।৩৯
দরজী—দর্জি, যে সেলাইয়ের কাজ করে ১।১৭।২২৪
দরবেশ—মুসলমান ফকির ২।২০।১২
দলই—দ্বারপাল ৩।১৬।৭৪
দাগ—চিহ্ন ১।৪।১৪৬
দাড়ি—শৃঙ্গ ১।১৭।১৮৩
দাঢ়কা—লোহার বেড়ী ২।২০।১১
দাঙাইয়া—দাঁড়াইয়া ৩।১।১০২
দান—পথকর ২।৪।১৮৩
—ভিক্ষা ১।১৭।২১৪
দানী—কর আদায়কারী ২।৪।১১
দারবী—দারু (কাঠ) নির্মিত ৩।২।১১৭
দারীনাটুয়া—পরত্নী ও নর্ত্তকাদি ৩।১।৩১
দালি—ডাইল ২।৪।৬৬
দিগ্‌মাত্র—দিগ্‌দর্শন ১।১০।১৫৭
দিবসকথো—কয়েকদিন ২।৭।৪২
দিবা—দিবে ৩।২।১১২
দিমু—দিব ২।৩।১৬৮
দিয়েটী—মশাল ৩।১৪।৫৭
দিল—দিলেন ৩।১।১৫৮
দিলা—দিলেন ৩।১।১৬০
দিশা—দিক্ ১।১০।৮৩
দিহ—দিও ৩।৩।২৬
দীঘল—দীর্ঘ ৩।১৮।৪২

দৌঘী—বড় জ্ঞানায় ২।২৫।১৪১
দুখ—দুঃখ ১।১২।৩১
দুবাছ—দুই বাছ ১।১৩।১১১
দুয়ার—দ্বার ২।৪।৪৮
দুহার—দুইয়ের ২।৭।৬৪
দুহাসনে—দুইজনের সঙ্গে ৩।১।৫৫
দেউটী—মশাল ১।১০।৩৫
দেউল—দেবালয় ২।৫।১৪৩
দেখাইছ—দেখাইয়া দিও ২।৩।১৫
দেখাঞাছি—দেখাইয়াছি ৩।১৮।১১
দেখিছোঁ—দেখিতেছ (সঙ্গমার্থে) ৩।১৮।৫২
দেখিলু—দেখিলাম ২।২।৩৩
দেখিলাঙ—দেখিলাম ১।১৭।১০৬
দেখিলু—দেখিলাম ২।৪।৬
দেখোঁ—দোখ ১।১৩।৮১
—দেখিব ১।১৭।১২৮
দেঙ—দিয়া থাকি—৩।১।১১২
দেবা—দেবতা ৩।২০।৪৮
দেহ—দাও ১।১০।১৭
—শরীর ১।১৪।২৪
দৈবত—যথার্থতঃ ১।১২।৩২
দোনা—ডোন্না ২।৩।৮৭
দোলে—চলে ১।৫।১৬৭
দোলা—পাকী ১।১৩।১১৩
দোষায়—দোষ দেয় ২।৫।১৫৬
দোহাই—শপথ ২।১৮।১৫৮
দৌহার—দুইজনের ১।৪।৪৭
দৌহার—দুইজনে ৩।৪।৩৮
দৌহে—উভয়ে ১।৪।৫০
—উভয়কে ১।৪।২৮
—দুইজনে ১।১০।৮৭
দৌহেতে—দুই জনের মধ্যে ১।৫।১৩২
দ্বাদশ—সন্ন্যাসীদের হাতের দণ্ড ৩।১৪।৪২
দ্বারে—দ্বারা, উপলক্ষে ১।৪।২৯
দ্রবাইলে—দ্রব করিলে ২।৬।১১৪
দ্রবিল—দ্রব (সিক্ত) হইল, গলিল ১।১৩।১১৫

দ্রবে—আর্দ্র হয় ১১০।৪৭

দ্রব্য—টাকা ৩২।১২

ধ

ধ

ধক ধকী—ধক্ ধক্ করিয়া ১৪।১১৮

ধটী—ধড়া ৩২।১০৫

ধড় ফড়—হাত পা ছুড়িয়া ছুট্ ফট্ করা ২২৪।১৫৪

ধড় ফড়ি—ছুট্ ফট্ ২২৪।১৫৩

ধড়া—বস্ত্র বিশেষ ২২৪।১২৭

ধড়ে—দেহে ৩।১৮৫০

ধরিয়াছ—রাখিয়াছ ৩।১০।১৪১

ধরিলুঁ—ধরিলাম ২।৫।১৪৮

ধরেঁ—ধারণ করি ১।১৭।৩২৪

ধাইয়া—ধাবিত হইয়া ১।১৭।৮৬

ধাঞা—ধাবিত হইয়া ১।৭।২৮

ধাম—জ্যোতিঃ, তেজ ২।২।২৪

—আলয় ২।২।২৬

ধায়—ধাবিত হয় ১।৪।১১৬

ধার—ধারা ১।১৬।১০৪

ধুই—ধৌত করিয়া ২।১২।১১৭

ধুইল—ধৌত করিল ২।১২।১১৭

ধুতি—পুরুষের পরিধানের কাপড় ৩।৬।৫৮

ধুতুরা—একরকম বিষাক্ত ফল ২।৫।৫২

ধুনি—নদী ১।১৩।১২২

ধোয়ান—ধ্যান ২।১৫।৭৮

ধোয়—ধৌত করে ২।১২।১০৮

ধোয়াইল—ধৌত করাইল ২।১২।১১৮

—ধৌত করিল ২।১২।১২৩

ধোয়া পাখলা—ধৌত করা, প্রক্ষালন করা ২।১২।২০০

ন

ন

নখা নখি—নখে নখে ৩।১৮।৮৪

নগরিয়া লোকে—নগরবাসী লোকদিগকে ১।১৭।১১৫

নগরিয়াকে—নগরবাসীকে ১।১৭।২০২

নটকায়—ঝুলিয়া আছে, নড়বড় করে ৩।১৮।৬১

নড়বড়ে—ঝুলিয়া নড়ে চড়ে ৩।১৮।৫০

নতি—নমস্কার ২।১০।১৫৭

নব—নূতন ২।১৩।১৮

—নয় (২) ১।২।১৩

নব্য—নূতন ২।১৬।১১৩

নব্যবাস—নূতন বাসগৃহ ২।১৬।১১৩

নমস্করি—নমস্কার করিয়া ১।৭।৫৭

নয়ান—নয়ন, চক্ষু ৩।১৪।৬৪

নহিব উদাস—ভুলিব না ২।৩।১৪৪

নহিল—হইল না ১।১০।৪৩

—হয় নাই ২।১।১৮১

নহক—না হউক ২।৪।৮

নাঞি—নাই ৩।৬।২৫

নাচন—নৃত্য ১।৭।৩২

নাচাই—নাচাইয়া ৩।২০।৩৮

নাচাইমু—নাচাইব ১।৩।১৭

নাচাইলে—ইচ্ছামত আচরণ করিলে ২।৩।১০৩

নাচায়ন—নাচানো ২।৩।১০৩

নাচিলা—নৃত্য করিলেন ১।১৭।১৭

নাচো—নৃত্য করে ৩।১৬।১৪০

নাচো—নৃত্য কর ১।৭।৮২

নাচো—নৃত্য করি ১।৭।১৭

নাট—নৃত্য ; বাসস্থান ১।১৩।১০৫

নাটশালা—নাটমন্দির ২।১২।১১৭

না দে—দেয়না ৩।১৩।৩৪

নানা—বিবিধ ১।৪।৭০

—যাতামহ ১।১৭।১৪৩

নামাইল—নামাইল ৩।২।৫০

নাষি—নামিয়া ৩।৬।৬৮

নার—পার না ১।১৭।১৫৮

—জীবসমূহ ১।২।২২

নারি—পারি না ১।৪।১১৬

নারিব—পারিব না ২।৮।১২৪

নারিবা—পারিবে না ৩।৬।২৫৭

নারিল—পারিল না ১।৭।২৮

নারিলেক—পারিল না ৩।৬।৩৮

নারে—পারে না ১।২।১

নারেন—পারেন না ৩।১২।১৩৭

নাশাবে—নষ্ট করাইবে ২।১২৫৭

নাশিমু—ধ্বংস করিব ১।১৭।১৭৮

নাহিক—নাই ১।৫।২০২

নাহি মানে—গ্রাহ করে না ২।১।৮৯

নিকসিল—বাহির হইল ১।২।১৩

নিকাশিয়া—বাহির করিয়া ৩।১৬।৩১

নিগূঢ়—অতি গোপনীয় ১।৪।১৩৭

নিচয়—সম্বৎ ১।৬।৫৬

নিজ ধাম—নিজের জ্যোতিঃ ২।২।২৪

নিষ্ঠুর—নিষ্ঠুর ৩।১২।৪৪

নিষ্ঠুরাই—নিষ্ঠুরতা ২।৩।১৪০

নিতি—প্রত্যহ ২।১৩।১৪৭

নিতি নিতি—নিত্য, প্রত্যহ ২।১৩।১৪৭

নিন্দয়ে—নিন্দা করে ১।৭।৪৯

নিন্দিতে—নিন্দা করিতে ১।৭।৩৮

নিবর্তিলা—নিবারণ করিলেন ২।১৬।১৬

নিবেদিলু—নিবেদন করিলাম ১।৭।৭৭

নিমজ্জিল—নিমজ্জন করিল ২।২৫।১০

নিয়োজিল—নিযুক্ত করিল ২।৪।৮৬

নিরমিল—নির্মাণ করিল ৩।১১।৩১

নিম্বর্ণ—কু-কর্মরত ১।৫।১৮৫

নির্জ্বিতে—পরাজিত করিতে ১।২।৫১

নির্বীচন—কথা বলার শক্তিহীন ১।২।৫৪

নির্বিশেষ—সমানভাবে ১।১০।৫৫

নির্ঘন—সমর্পণ ৩।১।১৪

নিল—গ্রহণ করিলাম ২।৬।৫৮

নিলয়—বাসস্থান ২।১৫।৫

নিলে—গ্রহণ করিলে ৩।১।১২৮

নিষেধিল—নিষেধ করিলাম ২।৫।৬৫

নিশ্চয়—নিশ্চিত অভিপ্রায় ২।৫।৩৫

নিস্কুড়ি—ফলমূলদি ৩।৬।৭১

নেউটি—ফিরিয়া ৩।১৩।৮৭

নেতধটা—শিরোপা ৩।১।১০৫

নেহু—লেবু ৩।১০।১৪

নোঙাইয়া—নত করিয়া ১।১৭।১৩৮

নৌকা—এক রকম গ্রাম্য জলযান ২।৩।১২

ন্যায়—বিচারার্থ নাশি ২।৫।৪১

ন্যায়—তর্কিত বিষয়, মোকদ্দমা ২।৫।৬০

প

প

পচে—কষ্ট পায় ১।১৭।১৫৯

পট্টডোরী—পট্টনির্মিত রজ্জ্ব ২।১৪।২৩১

পট্টপাড়ি—পাটের সূতার পাইড়যুক্ত ১।১৩।১১২

পড়য়ে—পড়ে ১।৫।১৮৭

পড়িছা—ছড়িদার, জগন্নাথের সেবক বিশেষ ২।৬।৪

পড়িলু—পড়িলাম ১।৫।১৬০

পড়িয়াছে—পড়িয়াছি ৩।২০।২৬

পড়িলু—পড়িলাম ২।৫।১৪৮

পড়ু—পড়ুক ২।২।২৬

পড়ো—পড়ি, পতিত হই ৩।৪।১২

পড়াঞা—পড়াইয়া ১।১৬।১৬

পড়িয়া—পাঠ করিয়া ১।১২।২১

পঢ়ুয়া—ছাত্র ১।৭।২৭

পঢ়েন—পাঠ করেন ১।১২।২২

পঢ়ো—পাঠ করি ২।১।২৫

পণ্ডিতেহো—পণ্ডিত লোকও ৩।১১।১৮

পত্রিকা—পত্র, চিঠি ১।১২।২৭

পত্রী—পত্র, চিঠি ১।১২।২৮

পদচঙ্করণ—পায়ে হাটা ১।১৪।২০

পয়াণ—প্রয়াণ, গমন ২।১৬।২৩

পরকাশ—প্রকাশ ৩।১৮।১৬

পরচার—প্রচার ৩।৫।৭১

পরণাম—প্রণাম ১।১০।১৭

পরতেথ—প্রত্যক্ষ ২।১৮।৮০

পরবীণ—প্রবীণ, দক্ষ ২।২।২০

পরমাণ—প্রমাণ ১।৩।৫৪

পরমুণ্ডে—পরের মাথায় ৩।৫।৭৪

পরশ—স্পর্শ ২।১২।২৫

পরসন্ন—প্রসন্ন ১।১৩।১০০

পর্য—শ্রেষ্ঠা ১।৪।৮২

পর্যাইয়া—পরিধান করাইয়া ৩।১৮।৭০

পর্যাইল—পর্যাইয়া দিল ১।৪।৩৬

পর্যাণে—প্রাণ ৩।১৫।১৫

পর্যি—পরিধান করিয়া ১।৩।৩৭

পরিবার—পরিজন, পরিবর ১১২১৫

—অন্তর্ভুক্ত বস্তু ১৪৪৫৮

পরিবেশে—পরিবেশন করে ২১৩৮৬

পরিমুগ্ণা—নির্মগ্নন ৩১০১৩ ন্নোক্ত

পরীক্ষিতে—পরীক্ষা করিতে ৩৪১৮৬

পরোক্ষেহ—অসাক্ষাতেও ২১৮৩০

পলাঞাছিল—পলায়ন করিয়াছিল ১৭৭৩৩

পলায়—পলায়ন করে ১৩৩১

পশার—দিঁড়ির ৩১৬৩৮

পশিল—প্রবেশ করিল ১১৩৮৪

পসার—দোকান ৩১১৭৫

পসারি—দোকানদার ৩৬১০

—প্রসারিত করিয়া ২১২১১০১

পহিলহি—প্রথমে ২১৮১৫২

পহিলে—প্রথমে ২১২০১৮

পাইক—পেয়াদা ৩৩১১

পাইলু—পাইলাম ১৪১২০১

পাইমু—পাই ১১৭১২২২

পাইলা—পাইল ৩১৫১

পাকশালা—রান্নাঘর ২১২১১১৭

পাকিল—পক হইল ১১১২৫

পাকে—রন্ধন বিষয়ে ৩১৩১১০৬

পাখালি—প্রক্ষালন করিয়া, ধুইয়া ২১৩৩১

পাখালিয়া—ধুইয়া ৩১৩৩১

পাগলাই—পাগলামী ২১৩৮৪

পাঙ—পাই ২১১১২২

পাঁচ বাণ—কামদেবের পাঁচটা শর ২১২১০

পাঁচের বিচার—পঞ্চতত্ত্ব সম্বন্ধীয় বিচার ১৭১২

পাছে—পশ্চাতে ১২১৬৬

—পরে ১৮৪১

—শেষে ১১২১১০

—পশ্চাদ্বর্তী ২১১১৫

পাছে সম্ভদায়ে—পশ্চাদ্বর্তী সম্ভদায়ে ১১৭১১০১

পাঞা—পাইয়া ১২১৫৬

পাঞাছ—পাইয়াছ ২১৬৮৮

পাঞাছি—পাইয়াছি ২১১৪৮

পাঞাছে—পাইয়াছে ৩১১১৬

পাঞাছো—পাইয়াছি ৩১১৪

পাটুয়া খোলা—কলাগাছের খোলাদ্বারা প্রস্তুত ঠোঙ্গা
৩১৬৩১

পাঠান—মুসলমান জাতিবিশেষ ২১৮১১৫৩

পাঠায়া—পাঠাইয়া ১১৩৮১

পাঠাল্য—পাঠাইল ১১০১০

পাড়ন—তোষকের মত পাতিবার জিনিস ৩১৩১৮

পাড়াপড়নী—প্রতিবেশী ১১৪১৩

পাড়িয়া—পতন (মৃত্যু) ঘটাইবে ৩১১১৩১

পাতশা—বাদশা, রাজা ২১৮১১৫৮

পাতশাহা—রাজা ২১৮১১৫২

পাত—পাত্র ২১৫১০

পাতনা—ছিটা (ক্ষতহীন) ধান ১১২১১০

পাতি—পাতিয়া, স্থাপন করিয়া ২১৩১০

পাঁতি—পংক্তি, সারি ১১৬১৬১

পাতিব—স্থাপিত করিব ১৭১০

পাতিয়ায়—প্রত্যয় (বিশ্বাস) করে ২১২৪৩

পাথর—প্রস্তর ২১৪১০

পাথারে—সাগরে ২১৭১২১১

পানী—জল ১১১৭

পান—জল ১১৩১২২

পাঁপড়ি—পর্পটী ৩১০১৩৩

পাবে—পাইবে ১৮১৩১

পায়ু—পাইব ২১৩৫১

পায়—পদে ১৭১৩৪

পায়ে—চরণে ২১৪৮

পায়েতে—চরণে ১১১১৬০

পায়—তীরে ২১৩১৩৫

—সীমা ২১১৩৮

পালনে—পালন ৩১১২

পালায়—পলাইয়া যায় ১১৭১২৪৪

পালিগান—গানের দোহার ২১৩১৩৫

পালিবা—পালন করিবে ৩২১১২

পালে পালে—দলে দলে ২১৭১২৫

পাশক—পাশা ৩১৬৭

পাতাল—পাইজোড় ১১৩১১১
 পাশে—পার্শ্ব ১৫১১২২
 পাশও—হিন্দুধর্ম-বিরোধী মত ১১৭১২০০
 পাসরায়—ভুলায় ৩১৬১১২
 পাসরি—ভুলিয়া যাই ১৪১২১০
 পাসরিতে—ভুলিতে ৩১৭১৫৩
 পাসরিয়া—ভুলিয়া গেল ২১৩১১৩৬
 পাসরে—ভুলে ১৬৩৩২
 পিঙ—পান করিব ৩১৬১১৬
 পিঙো পিঙো—পান করিব, পান করিব ৩১৯১২১
 পিচকারী—জলযন্ত্র বিশেষ ২১১১২০৬
 পিছে—পশ্চাতে, পরে ১১১৬৮
 পিছোড়া—বহনকারী লোক ৩১১১৭৬
 পিঞা—পান করিয়া ৩১৬১১৬
 পিঁড়ি—পিণ্ডা, বেদী ৩৬১৫৮ ;

—বসিবার আসন ৩৬২২৩

পিণ্ডা—বেদী ৩১১১৬৮ ; উচ্চ ভিটা ৩১১২৮
 পিতে—পান করিতে ৩১৬১১৩৫
 পিব—পান করিব ১১৪১৩১
 পিয়া—পান করিয়া ১৭১২০
 পিয়াইতে—পান করাইতে ১১৪১২
 পিয়াইল—পান করাইল ১১৪১৮
 পিয়াও—পান করাও ২১৪১১৫
 পিয়ায়—পান করায় ৩১৬১১৫
 পিয়াস—পিপাসা ৩১৫১৫৭
 পিয়ে—পান করে ১৭১১২
 পিরীত—প্রীতি ২১৩৮১
 পিল—পান করিল ৩১৬১৪৩
 পিলা—পান করিল ১১০১৬৬
 পীতে—পান করিতে ৩১৫১৬০
 পীর—মহাপুরুষ ২১৮১১৭৫
 পুছ—জিজ্ঞাসা কর ২১১১৬৮
 পুছয়ে—জিজ্ঞাসা করে ৩১৩৬১
 পুছি—জিজ্ঞাসা করিয়া ৩৪১১২
 পুছিতে—জিজ্ঞাসা করিতে ৩৫১৫১

পুছিয়ে—জিজ্ঞাসা করি ১১৬১৪৮
 পুছিল—জিজ্ঞাসা করিল ১৭১৬৪
 পুছে—জিজ্ঞাসা করেন ৩৬২৭৭
 পুছেন—জিজ্ঞাসা করেন ১১৭১৬৪
 পুছোঁ—জিজ্ঞাসা করিব ৩১৭১৪৮
 পুঞ্জা—স্তব ৩১১১৭৭
 পুত—পুত্র ৩১৮১৫২
 পুস্তলি—পুস্তলিকা ১৮১৭৪
 পুঁথি—পুস্তক ১১০১৬৩
 পুরস্কার—কৃতার্থ ১১৭১০৮
 পুরয়—পূর্ণ হয় ১১৭১৭২
 পুরে—পূর্ণ হয় ১১৭১৭৭
 পেট—উদর ১১৯৪৪
 পেটাদি—জামা ৩১২১৩৬
 পেটারি—পেটারী, বাক্স ১১৩১১৩
 পেয়াদা—নিম্নপদস্থ কর্মচারী বিশেষ ১১৭১৬৮
 পেলাইয়া—ফেলিয়া ৩১২৪
 পেলা-পেলি—ফেলাফেলি ৩১৮১৮২
 পেলে—ফেলিয়া দেয় ৩৬৩১০
 পেয়ল—পিষ্ট করিল ২১৮১৫৩
 পৈছা—পয়সা ২১২৫১৫৬
 পৈতা—উপবীত ১১৭১৫৮
 পৈশে—প্রবেশ করে ৩১৮১৪৮
 পোড়ে—দগ্ধ হয় ২১২১৫২
 পোতা—মাটির নীচে রক্ষিত ২১৮১২৭৫
 পোষ—পোষণ, পুষ্টি ১১৭১২৭
 পোষে—পুষ্ট করে ১৪১১৬৬
 পোষ্টা—পালনকর্তা ৩৫১৫৮
 প্রকটেহ—প্রকাশ্যভাবেই ২১৩১৪৮
 প্রচার—অধিক রূপে যাতায়াত ৩৪১১২১
 প্রচারণ—প্রচার ১৪১১৪
 প্রতিপক্ষ—বিরোধীপক্ষ, শত্রু ৩৬১৮
 প্রতীত—বিশ্বাস ২১৩১৫২
 প্রবর্তাইল—প্রবর্তিত করিল ১৪১১৮৪
 প্রবর্তাইলে—প্রবর্তিত করিলে ৩৭১১০
 প্রবর্তাইমু—প্রবর্তিত করিব ১৩১১৭
 প্রবল—খুব বড় ২১৭১১৫

প্রবীণ—প্রাচীন, ব্যাপন্ন ১১৫১৫
 প্রবেশে—প্রবেশ করে ১১৬৬
 প্রবোধি—প্রবোধ (মাঝনা) দিয়া ২১৩২১০
 প্রলাপিত—প্রলাপ করিলাম ২১২৩৫
 প্রসাদ—অমৃতগ্রহ ১১৫১৩৮
 প্রায়—তুল্য ২১৪১৩
 প্রেম—কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-বাসনা ১১৪১৪১
 প্রেরিলা—প্রেরণ করিলা, পাঠাইলা ১১৫১৭৪
 প্রৌঢ়—অতিশয় বৃদ্ধিযুক্ত ১১৪১৪৪
 প্রৌঢ়ি—প্রগল্ভতাময় ৩২০১৩৬

ফ

ফ

ফলিত—ফলযুক্ত ১১৭১৭৫
 ফলে—ফল ধারণ করে ১১৭১৮০
 ফল্গু—তুচ্ছ ২১২২৪৩
 ফাঁকি—সঙ্গত বিষয়ের অসঙ্গতি দেখাইয়া সঙ্গতির
 উদ্দেশ্যে প্রসঙ্গ ১১৬১৩০

কাটে—বিদীর্ণ হয় ১১৭১৪২
 ফাড়িমু—বিদীর্ণ করিব ১১৭১১৭৪
 ফান্দ—ফাঁদ, কোশল ৩১৫১৬২
 ফাঁফর—কিংকর্তব্যবিমূঢ় ১১৬১৮২
 ফিরি—পরিবর্তিত হইয়া ১১৭১২৪
 ফিরি গেল—পরিবর্তিত হইল ৩১৩১২২
 ফিরাইলা ঘুরাইলা ২১১১৩৬
 ফিরে—বেড়ায়, ভ্রমণ করে ১১৭১৪০
 ফুকার—চীৎকার, হৈচৈ ৩১৪১৮২
 ফুকারি—চীৎকার করি ২১৮১১৬৪
 ফুকারে—হৃৎথের কথা জানায়—৩১৩১৩০
 ফুটা—ভাঙ্গা, ছিন্নযুক্ত ১১০১৬৬
 ফুলে—মোটা হয় ২১২১৫
 ফেরাফেরি—ঘুরাঘুরি ২১২১৪
 ফেলাইল—ফেলিয়া দিল ১১৭১৮৮
 ফেলা—কৃষ্ণের ভুক্তাবশেষ ৩১৩১৪১
 ফৈজতি—গোলমাল—২১২১২৪
 ফোফা—ঠোকা ৩১৪১১৫

ব

ব

বই—বিনা, ব্যতীত ১১৪১১২
 বকপাতি—বকের সারি ২১২১২১

বন্ধন—অবস্থান ২১৪১৬
 বন্ধিয়া—বাস করিয়া ২১৫১৩৮
 বট—কড়ি ২১৪১৮৩
 বটুয়া—বটুক, ছাত্র ৩১৪১৫৩
 বড় জানা—বড় রাজপুত্র ৩১২১২
 বড়াফি—প্রাধান্য স্থাপন, আশ্রয় ১১৩১৬২
 বজ্রিশা আঠিয়া কলা—বজ্রিশ কান্দিযুক্ত কলার ছড়া
 যে আঠিয়া কলাগাছে হয় ২১৩১৪০
 বদলে—পরিবর্তে ১১৭১১৭৪
 বন্দ—বন্দনা করি ১১১২২
 বন্দিল—বন্দনা (নমস্কার) করি ১১৫১৪১
 বন্দিহ—নমস্কার করিও ৩১৩১৩০
 বন্দো—বন্দনা করি ১১১২২
 বন্দোঁ—বন্দনা করি ১১৭১৩২৬
 বয়—বহে, প্রবাহিত হয় ১১৮১২০
 বয়িষণ—বর্ষণ ৩১৫১৬০
 বর্জন—নিবেধ ১১৭১১২৫
 বর্জিহ—নিবেধ করিও ২১৬১৪০
 বর্জ্জ—নিবেধ করে ২১৬১৪০
 বর্ণিলা—বর্ণন করিলেন ১১১১৫২
 বর্জন—বেতন, মাহিয়ানা ৩১২১০৪
 বর্জিব—বাঁচিব ২১২১১৭২
 বল—শক্তি ২১৪১৩৪
 বলাৎকারে—বলপূর্বক ৩১৪১২০
 বলী—বলবান্ ২১১১১৮
 বলে—শক্তিতে ৩১৬১১৮ ; কহে
 বলভ—প্রিয় ১১৪১১২
 বল—বলীভূত ১১৪১২১৬
 বলাইলা—বসাইয়া দিলেন ২১২১২২৭
 বসি—বসিয়া ১১৫১২৬
 —বাস করি ২১৪১২৭

বসিলাচার্য—বসিলা আচার্য ১১৬১৭৪
 বস্ত্রপুণ্ড—কাপড়ে ঢাকা ১১৩১১১৩
 বহাইয়া—বহন করাইয়া ২১৩১৭
 বহাইল—প্রবাহিত করিয়া বা ছাড়িয়া দিল ২১২১১৩১
 বাহি—বিনা, ব্যতীত ২১১১৮০

বহুত—অনেক, বিস্তার ১।৪।১৪৭

বহু বেরি—বহুব্যবহার ৩।১৪।২৫

বহু—প্রবাহিত হয় ১।১০।২৬

বাউরী—পাগলিনী ৩।১২।২০

বাউল—বাতুল, পাগল ২।২।৪

বাউলি—পাগলিনী— ৩।১৭।৪৩

বাউলিয়া—পাগলা ১।১২।৩৪

বাথানি—প্রশংসা করি ১।১৬।২৬

বাথানে—প্রশংসা করে ৩।৫।১০২

বান্দাল—বন্দদেশীয় ৩।২০।১০২

বাছারে—বাপরে ২।৩।১৪০

বাজ—বজ্র ২।২।২৬

বাজনা—বাত ২।৮।১২

বাজায়—বাত করে ২।৮।১২

বাজিকর—ভেকীওয়াল ৩।১৬।১১৫

বাক্সি—ইচ্ছা করি, চাহি ৩।২০।৪৩

বাক্সিলে—ইচ্ছা করিলে ২।১৫।১৬৭

বাক্সে—ইচ্ছা করে, চাহেন ৩।২০।৪৪

বাট—পথ ১।১৭।২৭৫

বাটপাড়—ঠক, যাহারা পথে রাহাজানি করে

২।১৮।১৬৫

বাটি—ভাগ করিয়া ২।৭।৮৪

বাটিয়া—বটন (ভাগ) করিয়া ২।৪।২০৪

বাটোয়ার—বাটপাড়, দস্য ২।১৮।১৫৫

বড়—লও, দাও, পরিবেশন কর ৩।১২।১২৬

বাড়য়ে—বুদ্ধি পায় ১।৪।১১১

বাড়ল—বুদ্ধি পাইতে থাকিল ২।৮।১৫২

বাড়াইল—পরিবেশন করিল, স্থাপন করিল ২।৩।৩৩

বাড়ায়—বর্দ্ধিত করে ২।৮।৫২

বাড়িতে—বুদ্ধি পাইতে ১।৪।১১১

বাড়িয়া—বুদ্ধি পাইয়া ১।২।৩১

বাড়িল—পরিবেশন করিল ২।১৫।৬২

—বুদ্ধি পাইল ১।১০।৮৪

বাড়ে—বুদ্ধি পায় ১।৪।১২২

বাত—বার্তা, কথা ২।১৫।১২৭

বাতুল—পাগল ২।৮।২৪২

বাত্তে—কথায় ৩।২।৬৬

—বাতাসে ১।৪।২১০

বাথান—গরু রাখার স্থান ৩।৬।১৭২

বাদ—কথা কাটাকাটি, তর্ক ১।৫।১৫০

—বাধা, বিঘ্ন ১।১৬।৫৪

—অগুণা ২।১১।১০৭

বাদল—বর্ষা ২।১৩।৪৮

বাদিয়ার বাজী—বাদিয়ার মত আসর সাজাইয়া

২।১৬।২৭০

বাধ্য—দুঃখ ৩।১৫।৬৮

বাধ্য—বাধ্য দেয়, কষ্ট দেয় ৩।৬।৩

বাধিবে—বাধ্য দিবে ১।১৭।২১৫

বাধে—বিঘ্ন জন্মায় ১।৪।১৭১

—কষ্ট দেয় ২।৪।১২৩

বাধ্য—বাধ্যপ্রাপ্ত ১।২।৬২

বাপ—পিতা ৩।৬।২০

বাপরে—পিতাকে— ১।১৪।৭৩

বারণ—দমন ২।৩।৬৭

বারমাসী—বারমাসের (সন্তানের) উপযোগী

১।১০।২৩

বারি—বেড়া ৩।১৩।৮০

বারে বারে—পুনঃ পুনঃ ১।৭।২০

বালুকা—ছেলে মালুঘ ৩।৪।১৫৫

বালাই—দুঃখকষ্ট ৩।১২।২২

বালু—বালুকা ৩।১১।৬৭

বাস—গৃহ ২।৩।৩৫

—বস্ত্র ২।১২।৮৬

বাসহ—মনে কর ৩।৩।২০৬

বাসা—বাসস্থানে ১।১৬।২৮

বাসি—পুরাতন, পুর্যাসিত ৩।১০।১২২

মনে করি ২।১।১৭২

বাসিয়ে—মনে করি ২।২।৩২

বাসি লাজ—লজ্জা অনুভব করি ২।১।১৭২

বাসো—মনে করি ৩।৩।২০৭

বাহি—বাহিয়া, ভিজাইয়া ৩।৬।২৮

বাহিরাইল—বাহির হইল ৩।১৭।২০

বাহিরায়—বাহিরে প্রকাশ পায় ৩।৬।৪

—বাহির হয় ১।১৬।২৩

বাহড়ি—ফিরিয়া ৩১৩৮৩
 বাহড়িয়া—ফিরাইয়া ২৪১২০৪
 বাহু—বাহু দশা ১১৭৮৮
 —বাহিরের কথা ২৮৮৫৫
 বিকাইলাঙ—বিক্রীত হইলাম ৩৫১৭৩
 বিকায়—বিক্রয় হয় ২১২৫১২২
 বিকি-কিনি—ক্রয় বিক্রয় করিয়া ৩২১১২
 বিগীত—নিন্দিত ১১৬৮৬৬
 বিচারি—বিচার করিয়া ১৪১২০৬
 বিচারিতে—যদি বিচার করিয়া দেখি ২৮৮৮১
 বিচারিলা—বিচার করিলেন ৩৩১১৭
 বিচ্ছেদ—ভেদ ১৮৮৭
 বিজয়—গমন ২১৪১২২২
 বিড়া—পান ২৪৮৭২
 বিদরে—বিদীর্ণ হয় ২১৩১২৩
 বিদিতে—জানাইলেন, অথবা দৃষ্টির গোচরীভূত
 করিলেন ২৪৮৫১
 বিদূর—বিশেষ দূরবর্তী ৩১২৪৭
 বিনা—ব্যতীত ১৪৮৬২
 বিনাশয়—বিনষ্ট করে ৩১৬১১২
 বিনিমূলে—বিনামূল্যে ৩১৭৪৩
 বিন্ম—ব্যতীত ১৫১৮৫
 বিনে—ব্যতীত ১৫১২০৫
 বিন্ধি—বিদ্ধ করিয়া ২১২২০
 বিবরিতে—বিবৃত করিতে ৩১৫২
 বিবরিব—বর্ণনা করিব ১৪৮৮
 বিবরিল—বিবৃত করিলাম ২১২৭৩
 বিবাহিতে—বিবাহ করিতে ২৫১৫১
 বিরোধ—বিরুদ্ধ ১১৬৭৪
 বিলসয়ে—বিহার করেন ১৫১১২
 বিলক্ষণ—বিভিন্ন লক্ষণযুক্ত ১৪১১৪০
 বিলাইল—বিনামূল্যে বিতরণ করিল ১৮১১৮
 বিলাত—প্রাপ্য টাকা ৩২৩৩১
 বিলায়—বিতরণ করে ১২২৫
 বিশ্বাসখানা—গোপনীয় বিভাগ ৩১৩৩০
 বিশ্রাম—নিভাস্থিতি ১৫১১২
 —কাস্ত, সমাপন ৩৫৬৩

বিহরয়ে—বিহার করেন ৩৫১৮৭
 বিহান—প্রাতঃকাল ২৮১২১৫
 বিহার—বিলাস ১৬৩৫
 বুঝন না যায়—বুঝা যায় না ৩২১২৫
 বুঢ়া—বৃদ্ধ ৩১৬৮
 বুলি—বাক্য, অথবা বলিয়া ২১৪৮
 বুলুন—ভ্রমণ করুন ২১১১৬০
 বুলে—ভ্রমণ করে ১১৭১৩১
 বেচি—বিক্রয় করি ১৩৮৬
 বেচিয়াছি—বিক্রয় করিয়াছি ২১৫১৪২
 বেচিয়াছো—বিক্রয় করিয়াছি ৩৪৩২
 বেড়ায়—ভ্রমণ করে ৩৮৮৪
 —ধাবিত হয় ১৭১২৩
 বেঢ়াকীর্জন—চারিদিকে ঘুরিয়া কীর্জন ৩১০৫৬
 বেড়ানুতা—মন্দিরের চারিদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া নৃত্য
 ২১১১২০৭
 বেড়ি—বেঁটন করিয়া ১৫১৬৮
 বেড়িয়া—বেঁটন করিয়া ২১১১২০৩
 বৈকুণ্ঠকে—বৈকুণ্ঠে ৩১২৭
 বৈকুণ্ঠাঙ্গে—বৈকুণ্ঠাদিতে ১৪১২৫
 বৈল—বলিল ১১৪১২১
 বৈসয়ে—বসে, অবস্থিত হয় ১৪৮৭২
 বৈসে—বাস করেন ১৫১২০৪
 বোঝারি—বোঝা-বহনকারী ৩১০৩৬
 বোল—বাক্য, কথা ১৫১৬৭
 বোলয়—বলে, কহে ১১৭১২৫
 বোলয়ে—কহেন ৩২১২২
 বোলাইয়া—ডাকাইয়া ৩১৩৩২
 বোলাইল—কহাইল ১১৪১২২
 —ডাকিল ১১৪১২
 বোলাইলা—ডাকাইলা ১১৭১৩৭
 —ডাকিলা ১১২৪৪
 বোলাঞাছে—ডাকিয়াছেন ৩৪১১৪
 বোলাবুলি—পদ্যের প্রতি বলা ২১২১২৩
 বোলায়—বলায়, কহায় ১১৬৮৮
 —ডাকেন ৩২১২৩

বোলাহ—ডাক ৩২।২৬

বোলে—কহে ১।৭।২০

—কথায় ৩।১৩।৩২

বোলি—বকুলের বীজ ১।১০।১১১

ব্যবহার লাগি—বৈষয়িক বস্তুর ক্ষুদ্র ৩।২।৬৭

ব্যাকরণীয়া—ব্যাকরণের অধ্যাপক ১।১৬।৪৭

ব্যাপে—ব্যাপ্ত হয় ১।৭।২৬

ব্রণ—কত ১।১৭।১৮৩

ভ

ভক্টো—ভক্তিতে ২।১৮।১৮৩

ভজয়—ভজন করে ২।৮।১৭৭

ভজি—ভজন করি, ফল দেই ১।৪।১৮

ভজিলেহ—ভজন করিলেও ২।৮।১৮৫

ভজে—ভজন করে ২।৮।১৭৮

ভঙ্গ—কৌরবকর্ম ২।২০।৪১

ভব্যলোক—শিষ্টলোক ১।১৭।১৩৭

ভরাইল—পূর্ণ করিল ৩।১৩।৭৬

ভরিব—শোধ করিব ৩।২।২২

ভরে—পূর্ণ হয় ১।১৩।১১৮

—দেয় ৩।০।১৭২

ভর্তা—পালন কর্তা ১।৫।৬৮

ভং'লিহু—তিরস্কার করিলাম ১।৫।১৫৮

ভং'সিয়া—তিরস্কার করিয়া ১।১৪।৬৮

ভাগ—পালাও ২।১৮।২৪

—পলাইয়া গিয়া থাক ৩।৬।৪২

ভাগিনা—ভগিনীপুত্র ১।১৭।১৪৩

ভাগে—পলাইয়া যায় ১।১৭।৮৭

ভাঙ্গিল—ভগ্ন হইলে ২।২।১৭

ভাজন—পাত্র, স্থানী ২।১৫।৬৩

ভাজে—দূরে যায় ৩।৩।৪৫

ভাণ—তুলা ১।১৩।১১৫

ভাণ্ডিয়া—ভাঁড়াইয়া ২।৩।১১৪

ভাতি—রকম ৩।১৮।১০১

ভাব—প্রেম ৩।১।১২২

—মনের ভাব, ইচ্ছা ২।১৮।৩৬

—প্রেম-গাঢ়তার ক্রমে অমুহুর্তের পরবর্তী ভাব

২।২২।১৫২

ভাবক—ভাব-প্রবণ লোক ১।৭।৪০

ভাবকালী—ভাবুকতা ২।২৫।১২১

ভাবকের—ভাবপ্রবণ লোকের ১।৭।৪০

ভাবি—ভাবিয়া ১।৩।২২

ভায়—পছন্দ হয় ২।১০।১৫৩

ভায়—বোঝা ; দৈত্যকৃত উৎপীড়ন ১।৪।৬

ভারি—অত্যন্ত ৩।১৭।৪৫

ভারিভূরি—চালাকী, ভিতরের কথা ২।৩।৬৮

ভাষা করি—বাঙ্গালা ভাষায় ২।২।৭৭

ভাস—আভাস, ইঙ্গিত ১।১৩।১০০

—কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান ৩।৮।৭০

ভাসে—প্রকাশ পায় ৩।৫।১৩৮

ভিখারী—ভিক্ষুক ৩।১৪।৪০

ভিত—দেওয়াল ২।১২।৭২

ভিতর—অভ্যন্তরে ২।১৪।২২২

ভিতে—দেওয়ালে ২।৬।২২৮

—দিকে ২।২।২১৫

ভিত্তি—দেওয়াল ২।১২।২৪

ভিত্ত্যে—দেওয়ালে ২।৬।২২২

—ভিত্তিতে, মেজ্জেতে ২।১৫।৮২

ভিয়ানে—পাক-প্রণালীতে ২।৪।১১৪

ভিকা—সন্ন্যাসীর ভোজন ১।৭।১৪৪

ভুঞ্জ—ভোগ কর ২।১৬।২৩৬

ভুঞ্জাইতে—ভোগ করাইতে ২।৭।২০

ভুঞ্জাইবে—ভোগ করাইবে ১।১৫।১৬৮

ভুঞ্জাইল—ভোগ করাইল ৩।৩।১২২

ভুঞ্জায়—ভোগ করায় ১।১০।৪২

ভুঞ্জিতে—ভোগ করিতে ১।১০।৪০

ভুঞ্জে—ভোগ করে ২।২।১০

ভূনি ফোতা—এক রকম চাদর ১।১৩।১১২

ভূঞা—ভূমির মালিক ২।২০।১৭

ভূমিক—ভূমির মালিক ২।১০।১৬

ভূমিত—ভূমিতে ২।৪।১২৫

ভৃগুপাত—পর্যন্ত হইতে পড়িয়া স্রবণ ১।১০।২২

ভেউ ভেউ—কুকুরের ডাক, কুতর্ক ২।১২।১৮০

ভেট—উপহার ২।২।৭৩

ভেল—হইল ২।৮।১৫২

ভেলী—হইলি ২।৮।১৫৩

ভোক—ক্ষুধা ২।৪।২৫

ভোকে—ক্ষুধায় উপবাসী ২।৪।১৭৯

—ভোগে, উপভোগে ৩।৮।৪২

ভোথে—ক্ষুধায় ৩।১২।১৮

ভোট কয়ল—এক রকম কয়ল ২।২০।৪৩

ভ্রময়ে—ভ্রমণ করে ৩।১৫।৫৪

ভ্রমি—ঘুরিয়া ২।১৩।৭৭

ভ্রমিতে—ভ্রমণ করিতে ৩।১৮।২৪

ভ্রমিলা—ভ্রমণ করিল ২।৫।৭

ভ্রমে—ভ্রমণ করে ৩।১৮।৪

—ভ্রম (ভুল) বশতঃ ৩।১৮।২৬

অ

অ

অঠি—অঠ ৩।১৩।৬৮

অড়া—অড় ৩।১৮।৫১

অগিমা—সর্বোত্তম ; সম্মান সূচক শব্দ ২।১৩।১৩

অত কহ—কহিও না ২।৬।১০৮

অতি—অন ৩।৩।২৮

অতি জানে—না জানেন, যনে না করেন ৩।২।১১৭

অথনী—অর্থন ২।৪।৭৩

অথে—অর্থন করে ২।১৪।২০১

অনসাব্—ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী ২।২৫।১৪১

অনোবলে—অনের আনন্দে—১।১৩।১০১

অরয়ে—অরে ৩।১৭।৪২

অর্জনিয়া—অর্জনকারী ৩।১২।১১১

অর্ধ—অর্ধজ ১।৪।১৩৯

অলবর—বাকমল ১।১৩।১১১

অলা—অয়লা ২।৪।৫২

অহাতুষ্টি—অহা সন্তুষ্ট ১।৪।১৬৮

অহাসোয়ার—প্রধান পাচক ২।১০।৪১

অহাস্ত—অহাভাগবত ১।১০।৪

অহরী—মোরী ৩।১০।২০০

অাইল—আইল ৩।১২।২৩

অাইলা—আইলেন ২।১৭।৩০

অাগয়—আচ্ছা করে ১।১৭।২৫

অাগাইল—চাহিয়া আনাইল ৩।২।৫৫

মাগিহে—আচ্ছা করি ১।১৭।২১৪

মাগেন—আচ্ছা করেন ১।২।২২

মাগো—ভিক্ষা করি ১।৭।৫১

মাজি ভাত—ভাতের মধ্যাংশ ৩।৬।৩১১

মাটি—মৃত্তিকা ১।১৪।২৩

মাঠা—ঘোল ১।১০।২৬

মাড়য়া—মাড়যুক্ত ২।১৬।৭৮

মাতা—মস্ত ২।১২।১৩৮

মাতায়—মস্ত করে ৩।১৬।১১৩

মাতিল—মস্ত হইল ১।২।৪৪

মাতে—মস্ত হয় ৩।১৬।১০৪

মাতোয়াল—মস্তপানে মস্ত ১।২।৪৮

মাথামাধি—মাথায় মাথায় ১।৫।১১২

মাথামুড়ি—মাথা মুড়াইয়া ৩।৩।১৩২

মাথে—মস্তকে ১।৫।১৬০

মানহ—মনে কর ১।৭।২৭

মানা—নিষেধ ১।১৭।১২৮

মানি—অঙ্গীকার করিয়া ১।৭।৫৩

—মনে করি ১।৪।৫৫

মানিল—গ্রাহ্য করিল ২।৭।৩২

মানে—অঙ্গীকার (স্বীকার) করে ১।৭।৪৪

—মনে করে ১।৪।১৭

—অপেক্ষা রাখে ২।২২।৮৮

মানো—মানি, মনে করি ২।২১।২০

মামা—মায়ের ভাই ১।১৭।১৪৪

মায়ী—মায়ার সহিত সম্বন্ধ বিশিষ্ট ১।২।৪০

মায়িবার—প্রহার করিতে ১।১৭।২৪৩

মায়িয়া—বন্ধ করিয়া ৩।১২।১১২

মারে—প্রহার করে ১।১৪।৩৭

মাল—মালা ৩।১৫।৫৮

মিঠা—মিষ্ট ৩।১৭।৩৬

মিতালি—মিত্রতা ২।১৬।১২০

মিত্রের—মিত্রের ৩।১৮।২৫

মিলয়ে—মিলে ২।৩।২১৫

মিলাইয়া—মিলিত করিয়া ২।৬।১৭৬

মিলাইলা—মিলিত করাইলেন ৩।১।৪২

মিলাহ—মিলিত করাও ৩।৬।৩২

মিলি—মিলিত হইয়া ১৭৭৩

মিলিলা—মিলিত হইলেন ৩১১০

মিলি—মিলিত হয় ১৪১২

মিলে'—মিলিত হইব ২১২৮

মিশাল—মিশ্রণ ১৪৮

মিষে—ছলে ৩১৬১৩৮

মুই—আমি ১৫১৭৫

মুক্তি—মুক্তি ২১৫১৩৪

মুক্তা—মুক্তা ৩১৮৭

মুখবাস—আহারান্তে মুখস্তম্ভির উপকরণ ২৩১০০

মুখামুখি—মুখে মুখে ৩১৮৫১

মুগ্ধ—আমি ১১২২

মুড়ি—ফিরায় ১৪১৬৪

—মুড়াইয়া ৩৩১৩২

মূঢ়—মায়ামুগ্ধ অভক্ত ১৪১৮২

মুদি—দোকানী ২১২৮

মুদতি—মেয়াদ ৩২৫৩

মুদ্রা—শিলমোহর ১৭১৮

মুধা—মিথ্যা, নগণ্য ৩১৬১৩৪

মুর্খো—মূর্ত্তিতে ১৬৬

মূলুক—দেশ ৩২১৫

মূল—মূল্য ১২২৫

মুঠোক—একমুষ্টি ২৩৭২

মৃতক—মৃতদেহ ৩১৮৪৪

মুদভাজন—মাটির পাত্র ২৪৬৭

মেলা—মিলন, সঙ্গ ৩১৬১২১

মেলি—মিলিত হইয়া ১১৭২৪৭

মৈল—মরিল ১১৩১২২

মৈলে—মরিলে ৩১৮৫২

মো—আমার ছায় ১৫১২৪

—আমার সম্বন্ধে ১৪১২৬

মো-অধমে—আমার ছায়-অধমে ১৫১২৪

মোকতা—মোক্তা ; বন্দোবস্ত ৩৬১৭

মোচন—মুক্তি ২১২৫৩

মোছে—মুছিয়া দেয় ২৩১৩২

মোতে—আমাতে ১৪১২১৬

—আমার সম্বন্ধে ৩৭১০৫

মো-পাপিষ্ঠে—আমার ছায় পাপিষ্ঠকে ১৫১৮৮

মো-বিহু—আমাব্যতীত ২১১২০

মো-বিষয়ে—আমার সম্বন্ধে ১৪১২৬

মোয়—আমাতে ৩১২৪৭

মোর—আমার ১১২

মোরে—আমাকে ১২১২৪

মোহে—মুগ্ধ হয় ২১৭১১৪

মো-হেন—আমার ছায় ১৫১৮৭

মোয়চয়—ময়ূর সমূহ ৩১৫৫২

মোসিন—তদ্বাবধায়ক, বন্ধক ৩১০১৩৮

য

য

যতেক—যত কিছু ২২১৮৩

যত্বেহ—যত্বেও ২২১৬২

যথি তথি—যেখানে ইচ্ছা সেখানে ৩৮২৩

যদ্বা তদ্বা—যে-সে, নগণ্য ৩৫১২২

যবে—যখন ১৪১৩৪

যাইছোঁ—যাইতেছি ৩১৮৫৩

যাইবার—যাইতে ১৫১৭৬

যাইবারে—যাইতে ৩১৩১৩৪

যাইমু—যাইব ২৫১০৩

যাইহু—যাইও ৩১৮৫৬

যাউক—চলুক ৩৩২২

যাঙ—যাইব ২২৫৩

যাঞা—যাইয়া ১১৪৪০

যাতে—যাহাতে বা যে বিষয়ে ১৬৫০

—যেহেতু ১১৭১২৭০

—যদ্বারা ১৩৭৭

যান—গমন করেন ২১৫৮

যায়—যাহার ১৫৬৬

যারে—যাহাকে ১১০১৪৩

যা-সভা—যে সকলের ১৬৫২

যাহ—যাও ১১৬২৮

যাহা—যে-স্থানে ১৭২১

যাহার—যাহাদের ১২২২

যাহি—যাও ৩৫১৩৪

যুক্তি—যুক্তি ৩১৮৫৬

যুক্তিম—যুক্ত করিব ৩৫১৩৪

যুড়ি—যুক্ত করিয়া ২১৩৭৫

যেই—যে জন ২১১২১৭

যেন—যেদ্বপ ১২১৭

যে লাগি—যাহার নিমিত্ত ১৪১২৩

যেঁহো—যিনি ১১০১২

যৈছন—যেমন ১১১২৫

যৈছে—যে প্রকারে ১১৩৭

—যেমন, যেন ১৫১৬২

যোই কোই—যে কেহ ২২৪৪৫

যোটন—যোগ, সংযোগ ২১৪৪৮

র

র

রই—রহি, থাকি ২৪৩৫

রঙ্গ—লীলা ১৭১৩

—কৌশল ১৭১৩০

—উল্লাস ১১৩১০০

রঙ্গ—উল্লাসে, কোঁতুহলে ১১৩১০২

রঞ্চ—কণিকা ৩১১১২

রদারদি—দাঁতে দাঁতে ৩১৮৮৪

রমে—রমণ করে ২২৪১০

রয়—রহে, থাকে ৩১৫৭০

রসবাস—কবাবচিনি ৩১৬১০২

রসা—রস ৩৪১২০

রঙ্গই—রঙ্গন, রান্না ৩১২১৪২

রহঃস্থানে—গোপনীয় স্থানে ২৮৫৩

রহ—থাক ৩৪৪৭

রহয়ে—থামিয়া যায় ১২৩২১

রহায়—থামায় ১১৭২৪৪

রহিছ—রহিলাম ১১৭১৪০

রহিল—থাকিল ৩১১৪

রহিলা—থাকিল ৩৩১০৮

রহ—থাকে ১১৭২১৩

—থাকুক ১৬৫৫

রহে—থাকে ১৪৪০

রক্ষিতা—রক্ষাকর্তা ১২৩২

রাই—সরিষা ২১৫১৭৫

রাখিলা—রাখিয়া দিলেন ৩১৭২

রাগ—অনুরক্তি ২২৭৫

রাঙ্গা—রক্তবর্ণ, লাল ১৫১৬৮

রাঙ্গাইল—রং করিল ৩১৩৬

রাজঘরে—রাজার কারাগারে ২১২৫২

রাজকাম—রাজার কার্য ২২০১৩৭

রাজলেখা—রাজার ছাড়পত্র ২৪১৫২

রাড়বাড়—অতঃপ্ত ১১৭২০৪

রাঁড়ী—বিধবা ২১৫২৪২

রাটী—রাটদেশীয় ২১৬৫০

রাণী—বিধবা ২১১২৮

রাঙ্কে—রাঙ্গা করে ৩১৩১০৬

রীত—রীতি ১১৩৭৮

রুইল—রোপণ করিল ৩৩১৩৬

রুপিলা—রোপণ করিলা ১২৭

রুপা—রোপ্য ২৮২৪৫

ল

ল

লই—গ্রহণ করি ১৭৭৪

লইছ—লইলাম ১১১২

লইমু—লইব ১১৭১২২

লওয়াইল—গ্রহণ করাইল ২১২৫

লওয়াইলা—গ্রহণ করাইলে ১১৭২৫৪

লকলকি—একরকম পিঠা ২৩৫২

লখিতে—লক্ষ্য করিতে ২১৩৫৩

লগুড়—লাঠি ২১১৩৬

লঘু—কনিষ্ঠ ১৬৪২

লজ্জি—অতিক্রম করিয়া ৩১২৭০

—উপেক্ষা করিয়া ৩১২৬৮

লজ্জিয়া—ভিঙ্গাইয়া ৩১০৮৬

লঞা—লইয়া ১২৪৪

লটপটী বচন—গোলমেলে কথা ; এদিক ওদিক করিয়া

কথা বলা ২৫৮৩

লব—সুত্র অংশ ৩১৬২১

—অল্প ২২২৩৩

লবে—লইবে ১৬১০২

লভ্য—লাভের বস্তু ১৫১৭৩

লভন—পুষ্ট ২২৪২৫৪

লয়—গ্রহণ করে ১২২৪

—লোপ পাইল ২৪৮৩৩

—মিশিয়া যাওয়া ১৫৮৩২

লয়ে—গ্রহণ করে ১৫১৮৪

লয়া—লইয়া ১৩১০

লাউ—একরকম তরকারী, অলাবু ৩১৪৪১

লাখে লাখে—লক্ষ লক্ষ ৩১৪১২১

লাগ পাইমু—দেখিব ১১৭১২২

লাগয়—সঙ্গত হয় ২২৪১৫২

লাগ লৈয়া—লাগিয়া, লগ হইয়া ২৪১১৪৬

লাগাইতে—প্রকাশ করিতে ১৪৮৩

লাগানি করিল—অতিরিক্ত বিক্রম কথ্য বলিল

৩২২৬

লাগায়—আরম্ভ করে ১১০২১

লাগি—নিমিত্ত ১৪৮১৩

লাগি না পাইল—দেখা পাইলেন না ৩১১৩৪

লাগিল—উৎপন্ন হইল ১২২৪

লাগে—উৎপন্ন হয় ১২২৩

—ধরে ২১৫১৭১

—সংলগ্ন হয় ১২২২

লাজ—লজ্জা ২১২৩২

লাজায়—লজ্জিত করে ৩১৭১৪২

লাফ—লক্ষ ১১৭১৭৩

লিখিয়ে—লিখিব ৩১১৭

লুকা—গোপনীয় ২৪৮৭৭

লুকাইয়া—লুকায়িত থাকিয়া ১১০১৩৭

লুকাঞা—লুকাইয়া ৩১৬২২৩

লুকায়—লুকায়িত থাকে ২২২৪২

লুটে—লুট করে ১৭১১৪

লুফিয়া—ব্যগ্রতার সহিত কুড়াইয়া ২১৫১২৪

লেউটি—ফিরিয়া ২১৭১৪৪

লেখা—গণনা ১২২১

—লিখিত সর্ব ৩২২৩৪

লেখা দায়—হিসাবপত্রের দায়িত্ব ৩২১২২

লেখায়—তুলনায় ২৩১৭৩

লেপাপিণ্ডি—বেদী, যাহা মাটিদ্বারা লেপন করা

হইয়াছে ৩৩২১৮

লেপিয়া—লেপন করিলেন, মাথিলেন ৩১৬২২

লেভ—ছায়সঙ্গতভাবে প্রাপ্তির যোগ্য ২১২১১৫

লেখু—লেখু ৩১০১৩৪

লেখ—লও ৩২২০

লৈগেল—লইয়া গেল ৩২২৩

লৈতে—লইতে ১২২২

—গ্রহণ করিতে ১৭১৭৪

লৈব—লইব ১১২১৬৩

—লইবে ৩২২৩৪

লৈয়া—লইয়া ১৬৩৫

লৈল—লইল ১২২৬

লোকে—জগতে ১৪১১৪

লোটায়—গড়াগড়ি যায় ২১৩৮০

লোণ—লবণ ৩৬৩১১

লোভাইল—লোভ জন্মাইবার চেষ্টা করিলায়

২১৫১৩৮

শ

শ

শাকি—সমর্থ হই

শরলা—সুদূর ভাগা ৩১৩৪

শাটী—শাড়ী ২৮১২২৮

শাপিব—শাপ দিব ১১৭১৫৮

শাপে—শাপ দেয় ১১৭১৫৮

শাঁস—শস্ত্র ; নারিকেল ২১৫১৭৮

শিখাইমু—শিক্ষা দিব ১৩১৮

শিখাহ—শিক্ষা দাও ২১২১১৪

শিক্ষা করি—শিক্ষা দান করিয়া ২১২২২৪

শিক্ষাইতে—শিক্ষা দিতে ২১১২৭

শিক্ষাইল—শিক্ষা দিল ১৭১৭৩

শীতচেতন—শীতই বাহার ঘূর্ণ ভাঙ্গিয়া যায় ৩১২১৬৩

শীর্ষে—যন্তকে ১১৩১১৬

শুকাইয়া—শুক হইয়া ১১২১৬৭

শুকাকথা—নীরস এবং কল্পিত কথা ৩৬

শুখাইয়া—শুক হইয়া ৩২০১১৮

শুখে—জ্ঞান লয় ৩১৭১৭

শুদ্ধ—সঙ্গত ১১৬৬০

শুনহ—শুন ১৪১১৩৬

শুনিঞা—শুনিয়া ১৪১৪১

শুনিহু—শুনিলাম ১।৫।১৭৬
 শেষ—অন্ত ১।৪।২১০
 শোক—দুঃখ ১।১৭।১২৩
 শোধ—শোধন (পরিকার) কর ২।১২।২০
 শোধন—পরিকার করণ ২।১২।৭৮
 শোধয়—শোধন করেন ২।১২।৮১
 শোধি—শোধন করিয়া ২।১২।৮৪
 শোধিতে—শুদ্ধ করিতে ১।১১।৪
 শোধিল—শোধন করিল ২।১২।৭২
 শোভে—শোভা পায় ১।১৪।৫
 শোভাইয়া—শয়ন করাইয়া ২।৬।৭
 শোষ—শুদ্ধতা, তৃষ্ণা ২।৪।২৫
 শোষি যায়—শুকাইয়া যায় ১।১৪।২২
 শ্রবণ—কর্ণ ১।৪।২০১

ষ

ষ

ষোল সাঙ্গ—যাহা বহন করিতে বত্রিশ জন লোকের
 দরকার ১।১০।১১৪

জ

জ

জংবরীলা—সমাপন করিলেন ২।৩।১১৭
 জংবিত—জ্ঞান ১।১২।২০
 জংলাপ—উক্তি-প্রত্যুক্তিময় বাক্য ১।১৬।৩০
 জংসারে—সংসারবাসী জীবদিগকে ১।১৩।১২০
 সকলনগরে—নগরের কোনও স্থানে ১।১৭।১২১
 জঘন—যুদ্ধযুদ্ধ, পুনঃ পুনঃ ৩।১৬।২৬
 জগন্ম—একত্র স্থিতি ২।১।১৮৬
 জগৎপট্ট—ভিড় ২।১।১৪০
 জগন্ম—সমূহ ২।৪।৭২
 জগন্ম—একত্রিত ৩।১০।১০৮
 জগন্ম—প্রচার করিয়া ১।১৭।২০৩
 —অহুপ্রবিষ্ট করিয়া ৩।১।৮১
 জগন্ম—সংসারিত করিয়া ৩।১৬।১১৮
 জগন্ম—সংসারিত হইল ৩।১৬।১০৫
 জগন্মে—সংসারিত হয় ২।২২।৪৩
 জগন্মে—পচা গন্ধে ৩।৬।৩০২
 জগন্মে—পচিয়া ৩।৬।৩০৮
 জগন্মে—প্রশংসা ১।১৬।৩৫

সতিনী—সপত্নী ১।১৪।৫৫
 সদাই—সর্বদাই ১।৪।২১৭
 সনে—সঙ্গে ১।৭।৪০
 সন্ধে—সন্ধান (লক্ষ্য) করে ২।২।২০
 সব—সকল ১।১০।৫৮
 সব—কেবলমাত্র ১।৪।১৩২
 —একমাত্র ২।১।১৮৮
 সবের—সকলের ১।১০।১৪২
 সভা—সকল ১।৬।৬০
 —বহু লোকের একত্র মিলন ২।৫।২০
 সভাতে—সকলের মধ্যে ১।১।৪১
 সভায়—সকলকে ১।১৩।১০৮
 সভার—সকলের ১।৭।৬২
 সভারে—সকলকে ১।৭।২৩
 —সভাতে, গোষ্ঠিতে ১।১৭।২৪৫
 সভে—সকলে ১।২।৩১
 সমতুল—সমান, তুল্য ২।৮।২৪২
 সমাধান—শেষ ২।৩।১০৮
 —নির্বাহ ৩।১।১১
 সমুখে—বুকে ১।১২।৫২
 সম্প্রতিক—বর্তমানে ২।১০।১৫৮
 সম্বরবে—সম্বরণ করিবে ৩।১।৩০
 সম্বল—উপায়, টাকা-পয়সাদি ২।৪।১৫১
 সম্ভাল—সম্বরণ ৩।৭।৬১
 —ধৈর্য ৩।৫।১২২
 সম্ভালিতে—বুঝিতে ১।১৩।১০৬
 সম্ভাষ—নমস্কারাদি ১।৫।১৪৭
 সম্ভমে—তাড়াতাড়ি ২।১৩।১৭৩
 সরান—প্রসিদ্ধ রাস্তা ৩।৬।১৮৩
 সরি—শেষ হইল ২।৪।১২০
 সরিলা—শেষ হইল ৩।১।২০
 সর্ক—কৃশ ৩।১০।৬২
 সর্কজিহু—সর্ককর্তা, সর্কজয়ী ১।৫।৬৫
 সর্কথাই—সর্কপ্রকারে ৩।৬।৪
 সহজ—প্রকৃত স্বাভাবিক কথা ২।১৫।২৫৪
 সহজ বস্তু—প্রকৃত-তত্ত্ব ২।২।৭৫
 সহিমু—সহ করিব ১।১৭।১৭৮

মাঁচা—সত্য ১১৭১৪২
 মাজন—সজ্জা ২১৪১২৩
 মাজনি—সজ্জা ২১৩১৮
 মাজিল—সজ্জিত (প্রস্তুত) হইল ২১৮১২৩
 মাথ—সহিত ১২১২১
 মাথে—সঙ্গে ১১০১২০
 মাধন—অহুনয়-বিনয় ৩২০১৪৫
 মাধি—আদায় করিয়া ৩২১৩১
 মাধিপাড়ি—রাজ-করাদি আদায় করিয়া ৩২১১৭
 মাধিবার—মাধিয়া আনিবার ৩৩১১৬২
 মাধিলেন—পূর্ণ করিলেন ১৪১৪৫
 মাধে—সিদ্ধ করে ১৫১১২৪
 মাধেন—আদায় করেন ৩৬১১৮
 মাধস—ত্রাস ১১৭১২৭৭
 মানি—মিশাইয়া ৩১২১৩২
 মানিল—মিশ্রিত করিল ৩৬১৫৬
 মারি—পংক্তি ২১২১২২৭
 সিঞ্জের—একরকম কাঁটা গাছের ৩১৩১৮০
 সিকি—সিদ্ধন করিয়া ১২১৭
 সিনান—স্নান ২১১১২০৬
 সিয়ে—সেলাই করে ১১৭১২২৪
 স্কুতা—পাটপাতা ৩১০১৫
 স্কুতি—কৃষ্ণকৃপাহেতু পুণ্য ৩১৬১২৩
 স্কুতিয়া—শয়ন করিয়া ৩১২১১১২
 স্কুপুথ প্রেমক—স্কুপুথের প্রেমের ২১৮১৫৬
 স্কুবোধ—স্কুবোধ ১১৬১৭৪
 স্কুপ—ডাইল, বা ঝোল ২৪১৬৮
 স্কুজে—সৃষ্টি করে ১৬১১০
 সে—মাত্র ১১১৫৫
 সেবয়—সেবা করে ১৫১২৪
 সেবিলা—সেবন করিলা ১১২১১১
 সেবোঁ—সেবা করি ৩৫১৪০
 সেয়াকুল—একরকম কাঁটা গাছ ৩১২১৩৮
 সেহ—তাহাও ১১১৫২
 সেহো—তাহাও ১৪১১৩২
 —তিনিও ১৪১২১৪
 সোনা—স্বর্ণ ২১৮১২৪৫

সোঁপিল—সমর্পণ করিল ৩৬১২০০
 সোয়াথ—সোয়াস্তি ৩২১৫২
 সোয়াস্তি—সাম্বনা ২১৩১২২
 স্তন—স্তন্য দুগ্ধ ১১৪১৮
 স্তন্তিল—স্তন্তিত (স্থির) করিল ৩২০১৪৮
 স্থানে—নিকটে ১৭১৬৭
 স্থাপ্য—গচ্ছিত ৩৪১৮৩
 স্বপন—স্নান ২৪১৩৭
 স্কুট—বিস্তৃতভাবে বর্ণনা ১১৬১২৪
 —খুলিয়া ১১৭১১৭০
 স্কুরয়—স্কুরিত হয় ২৮১২২৮
 স্কুরিয়াছে—স্কুরিত হইয়াছে ২৪১১২২
 স্কুরক—স্কুরিত হউক ২২৩১৬৬
 স্কুরে—স্কুরিত হয় ১৪১৭৩
 স্বতস্তর—স্বতন্ত্র, স্বাধীন ২১৫১১৪৪
 স্বপন—স্বপ্ন ১১৪১৮৮
 স্বস্ত্যে—সোয়াস্তিতে, আশ্রমে ৩১২১১৫০
 স্বাস্থ্য—সোয়াস্তি ৩১২১৫
 স্মরিয়া—স্মরণ করিয়া ৩১৪১৩২
 হ
 হইয়াছোঁ—হইয়াছি ১১৭১৪৪
 হইলাঙ—হইলাম ১৭১৭৭
 হঙ—হই ২৮১১২
 হঞা—হইয়া ১৪১১৬৮
 হঞাছে—হইয়াছে ২১২১১২১
 হঠ—জেদ, জোর অসম্মতি ২১৬১৮৭
 হঠ রঙ্গে—জেদ ২৭১১৫
 হয়া—হইয়া ১৩১৪
 হরষিত—আনন্দিত ১১৩১১২
 হরিবারে—হরণ করিতে ১৪১৬
 হরিষ—আনন্দিত ১১৩১১৭
 হরিষে—হর্ষে ২৪১৪২
 হরে—হরণ করে ১৪১২৩
 হল—লাঙ্গল—১১০১৭১
 হাটেতে—বাজারে ২৪১১২৮
 হাড়—অস্থি ৩১৩১৪
 হাড়ি—নীচ জাতি বিশেষ ১১৭১৪০
 হাণী—হাড়ি ১১৪১৬২

হাতমানি—হাতে ইশারা করিয়া ১।৫।১৭৪

হাথ—হস্ত ১।২।২১

হাথগণিতা—যে হাত দেখিয়া সব বলিতে পারে
২।২০।১৭

হাথাহাথি—হাত ধরাধরি ২।১০।৭

হাথী—হস্তী ২।১২।১৩৮

হাথে—হস্তে ১।১০।২০

হাথেতে—হাতে ১।৭।৬৩

হাম—আমি ৩।৬।১২৩

হারাম—শুকর ৩।৩।৫২

হারি—পরাজয় স্বীকার করে ১।৪।১২৪

হালে—হেলিয়া পড়ে, নড়ে ২।২।৫

হাসি—উপহাস ১।১৭।২৫১

হাসিতে—উপহাস করিতে ১।১৭।৩১

হাসে—পরিহাস করে ১।১৩।২৩

হাস্ত—পরিহাস ১।১৩।২৪

হিন্দুয়ানী—হিন্দুধর্মের আচরণ ১।১৭।১২০

হড়াহড়ি—ধাক্কাধাক্কি ৩।১৭।৮২

—জেদাজেদি করিয়া ১।৪।১৬৪

হুড়ুম—চাউল বা চিড়া ভাজা ৩।১০।২৬

হুলাহুলি—উল্ধনি ১।১৩।২৫

হৃদয়—বুকে ১।১৭।১৭২

হৃদাহৃদি—বুকে বুকে ৩।১৮।৮৪

হৃদি—হৃদয়ে, চিত্তে ১।১৫।২১

হেথা—সেইস্থানে ২।৩।২২

হেনকালে—সেই সময়ে ১।১৭।২৮১

হেমজড়ি—স্বর্ণজড়িত ১।১৩।১১২

হৈঞা—হইয়া ১।৪।১২

হৈত—হইত ১।২।৭০

হৈতে—হইতে ১।১।৬১

হৈলু—হইলাম ১।৫।১৬১

হৈয়াছে—হইয়াছে ১।৫।১৭৫

হৈল—হইল ১।২।৬৭

হৈলা—হইলা ১।৩।২১

হৈলাঙ—হইলাম ১।১৭।১০৫

হোড়—হড়াহড়ি, স্পর্ধা ১।৪।১২৪

হোলনা—পাত্র, মালসা ৩।৬।৬৬

ক্ষ

ক্ষ

ক্ষণেকে—ক্ষণকাল পরে ১।৬।৭৪

ক্ষণক্ষণ—প্রতিক্ষণে ১।৪।১২২

ক্ষমাইতে—ক্ষমা করাইতে ১।২।২২

ক্ষমাইল—ক্ষমা করাইলেন ৩।১।২৬

ক্ষমায়—ক্ষমা করায় ২।১২।১৭০

মূলগ্রন্থের বিষয় সূচী

অ

অ

অ

অ

অকিঞ্চনের লক্ষণ ২।২২।৫৩-৫৪।

অচ্যুতানন্দ-প্রসঙ্গ। অষ্টেত-তনয় ১।১০।১৪৮; আজন্ম চৈতন্যসেবা ১।১২।১১; পঞ্চম বর্ষ বয়সে শ্রীচৈতন্য-সদ্বন্ধে সিকান্তের সার কথন ১।১২।১২-১৫; তাঁহার অহুগত জনগুণই মহাভাগবত ১।১২।৭৩; অচ্যুতের মতই সার ১।১২।৭২; নীলাচলে রথাগ্রে কীর্তন-সময়ে নৃত্য ২।১৩।৪৪; গুণ্ডিচামন্দিরে সঙ্কীৰ্তনমধ্যে নৃত্য ২।১৪।৬২; মহাপ্রভুর বেঢ়া-কীর্তনে নৃত্য ৩।১০।৫৮; গোবিন্দের নিকটে প্রভুর জন্ম ভোগ্যবস্তু দান ৩।১০।১১২।

অজ্ঞান-ভ্রমোদ্রম। ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ-বাঙ্খাদি ১।১।৫০-৫২।

অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্ব। ব্রজেন্দ্র-নন্দন-কৃষ্ণ ১।২।৫৩; ১।৭।৫; ২।২০।১৩১; ২।২২।৫; ২।২৪।৫৫।

অষ্টেত-গৃহে প্রভুর ভোগের উপকরণ ২।৩।৪০-৫৪।

অষ্টেত-তনয়। অচ্যুতানন্দ ১।১২।১১; কৃষ্ণ মিশ্র ১।১২।১৬; গোপাল ১।১২।১৭; বলরাম ১।১২।২৫; পুত্রস্বরূপ শাখা জগদীশ ১।১২।২৫।

অষ্টেত-নিত্যানন্দের প্রেম-কোন্দল ২।৩।৭৬-৮৪; ২।৩।২০-২৮; ২।১২।১৮৫-২৩।

অষ্টেত-প্রসঙ্গ। অষ্টেতাচার্যের তত্ত্ব। প্রভুর অংশ অবতার ১।১২।১; সাক্ষাৎ ঈশ্বর ১।৩।৫২; ১।৫।১২৬-২৭; ১।৬।৩; মহাবিশ্বের অবতার ১।৬।৪-১২; বিশ্বের উপাদান-কারণ ১।৬।১৩-১৪; জড়-প্রকৃতিতে শক্তি সঞ্চার ১।৬।১৭; কোটিব্রহ্মাণ্ডের কর্তা ১।৬।১৮; নারায়ণের মুখ্য অঙ্গ ১।৬।১৯; শ্রীচৈতন্যের মুখ্য অঙ্গ ১।৬।৩৩; বলরামের প্রকাশ-বিশেষ ১।৬।৭৫-৭৯; ঈশ্বর হইতে অভিন্ন ১।৬।২২; ভক্ত-অবতার ১।৩।৭২; ১।৭।১২; ১।১৭।২৮২; ভক্তি-প্রবর্তক ১।৬।২৩-২৬; ভক্তি-কল্পতরুর স্বরূপ ১।২।১২; ১।১২।২; অপার নাম কমলাক্ষ ১।৬।২৭-২৯।

চরিত্র:—মহাপ্রভুর পূর্বে অবতীর্ণ ১।১৩।৫৩; মাধবেন্দ্রপুরীর নিকট দীক্ষা ২।৪।১০২-১০; প্রভুর আবির্ভাবের পূর্বে বৈষ্ণবগণের নিকটে শাস্ত্রের ভক্তি-ব্যাখ্যা ১।১৩।৬১-৬৪; সপ্তগ্রাম হইতে আগত হরিদাস-ঠাকুরের সম্বন্ধনা ও তাঁহাকে শ্রাদ্ধ পাত্র ভোজন করান ৩।৩।২০২-২; ১।১০।৪২; হুকাবে পাপ-পাষাণী পলায়ন করে ১।৩।৬১; জীবের বহিঃস্থতা দর্শনে হুঃখ ও প্রতীকার-চেষ্টা ১।১৩।৬৫-৬৯; ৩।৩।২১০; শ্রীকৃষ্ণকে আবির্ভূত করাইবার উদ্দেশ্যে কৃষ্ণপূজা ১।১৩।৬৭-৬৯; ৩।৩।২১১; তাঁহার আরাধনায় শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব ১।৬।৩০; ৩।৩।২১৩; কৃষ্ণকে অবতীর্ণ করাইয়া ভক্তি-প্রচার ১।১৭।২৮২; অষ্টেতদ্বারায় মহাপ্রভুর কীর্তন-প্রচার ও জগত-নিস্তার ১।৬।৩১; অপার গুণ-মহিমা ১।৬।৩২; প্রভুর আবির্ভাব-দিনে হরিদাস-ঠাকুরের সহিত নৃত্য ও গঙ্গাস্নান ১।১৩।৯৮-১০০; শিশু-প্রভুকে দর্শনের নিমিত্ত সীতা-ঠাকুরাণীর প্রতি আদেশ ১।১৩।১১০-১১৭; অষ্টেতের প্রতি প্রভুর গুরুবুদ্ধি ১।৬।৩৬-৩৭; প্রভুর প্রতি অষ্টেতের প্রভুবুদ্ধি ১।৬।৩৮; অষ্টেতের শ্রীচৈতন্যদাসাভিমান ১।৬।৩৮-৩৯; দাস-অভিমানের মহিমা-খ্যাপন ১।৬।৩০-৭৪; গুরুবুদ্ধিতে মহা-প্রভু সম্মান দেখান বলিয়া প্রভুর নিকট হইতে শান্তিপ্ৰাপ্তির উদ্দেশ্যে যোগবাশিষ্ট ব্যাখ্যান ও প্রভুর নিকট হইতে দণ্ড-প্রসাদ প্রাপ্তি ১।১২।৩৭-৪০; ভঙ্গীপূর্বক জ্ঞানমার্গের প্রাধান্য ব্যাখ্যা ও প্রভুকর্তৃক অবজান ১।১৭।৬২-৬৪; বিশ্বরূপ দর্শন ১।১৭।৮; শচীমাতার অপরাধ-খণ্ডনাভিনয় ১।১৭।৬৭; কাজীদমনের দিনে নগরকীর্তনে মধ্যসম্প্রদায়ে নৃত্য ১।১৭।৩০; দাস্ত ও সখ্য অষ্টেতের সহজভাব ১।১৭।২২০; প্রভুর সম্মাস্ত্রে গঙ্গাতীর লইতে প্রভুকে স্বগৃহে আনয়ন ২।৩।২৭-৩৭; প্রভুকে ভিক্ষা দান ও নিত্যানন্দের সঙ্গে প্রেম-কোন্দল ২।৩।৩৮-১০৪; স্বগৃহে কীর্তন ২।৬।১০২-৩৩; দশ দিন পর্যন্ত স্বগৃহে প্রভুর ও ভক্তবৃন্দের সেবা ২।৩।১৩৩-২০২; প্রভুর নীলাচল-বাসসম্বন্ধে ভক্তবৃন্দের সহিত শচীমাতার আদেশ প্রার্থনা ২।৩।১৭৬-৮৪; প্রভুর নীলাচল-গমনের সঙ্গি-নির্বাচন ২।৩।২০৬; প্রভুর নীলাচল-যাত্রা-সময়ে অহুগমন ও প্রভু-

কর্তৃক নিবর্তন ২।৩।২০৮-১২ ; দক্ষিণ-ভ্রমণ হইতে প্রভুর নীলাচলে প্রত্যাবর্তনের সংবাদ পাইয়া শচীমাতার আদেশ গ্রহণ-পূর্বক ভক্তবৃন্দের সহিত নীলাদ্রি যাত্রা ২।১।১৭৬-৮৮ ; নীলাচলে উপনীত এবং প্রভুকর্তৃক সম্বর্দ্ধিত ২।১।১৫২-৭২ ; ২।১।১১১-১৩ ; ২।১।১২০-২২ ; সিদ্ধ-স্নানান্তে প্রভুর আবাসে ভোজন ২।১।১৮১-২৩ ; সন্ধ্যা সময় জগন্নাথ-মন্দিরের কীর্তনে নৃত্য ২।১।২১০ ; প্রভুর সহিত গুণ্ডিচামার্জন ২।২।১০৬ ; গুণ্ডিচামন্দিরে স্বীয় পুত্র গোপালের মূর্ত্তায় বিচলিত ও নৃসিংহ-মদ্রোচ্চারণ ২।২।১৪০-৪৪ ; প্রভু ও ভক্তবৃন্দের সহিত উত্তানে ভোজন ২।২।১৫৩ ; ভোজনকালে নিত্যানন্দের সহিত প্রণয়-কলহ ২।২।১৮৫-২৩ ; রথযাত্রা-দিনে প্রভুর হস্তে মালা-চন্দন-প্রাপ্তি ২।৩।২৮-৩০ ; কীর্তনে নৃত্য ২।৩।৩৭ ; আইটোটাতে প্রভুর নিমন্ত্রণ ২।১৪।৬৪ ; ২।১৪।৯০ ; কীর্তনে নৃত্য ২।১৪।৬২ ; ইন্দ্রহাস-সরোবরে জলকেলি ২।১৪।৭৭ ; শেষশায়ী লীলা ২।১৪।৮৭-৮৮ ; মহাপ্রভুর পূজা ২।১৫।৬-৮ ; প্রভুকর্তৃক অষ্টৈতের পূজা ২।১৫।২-১০ ; প্রভুর নিমন্ত্রণ ২।১৫।১১-১২ ; কৃষ্ণযাত্রা-দিনে প্রভুর সহিত রহস্যলাপ ২।১৫।২৩ ; প্রসাদী বস্ত্র প্রাপ্তি ২।১৫।২২ ; প্রতি বৎসর নীলাচলে আসার আজ্ঞাপ্রাপ্তি ২।১৫।৪১ ; প্রভুকর্তৃক আচণ্ডালে কৃষ্ণ-ভক্তিদানের আদেশ প্রাপ্তি ২।১৫।৪২ ; পুনরায় নীলাচলে গমনোত্তোগ ২।১৬।১২ ; আঠার-নালায় গমনের পরে প্রভু-প্রেমিত মালা প্রাপ্তি ২।১৬।৩৮ ; পুরীতে প্রভুর নিমন্ত্রণ ২।১৬।৫৪ ; গৌর-নিত্যানন্দের নিভৃত আলোচনাকালে তর্জাপঠন ও তর্জায় প্রার্থিত বস্ত্র প্রভুর অম্মদোদন পাইয়াছে জানিয়া নৃত্য ২।১৬।৫৮-৬১ ; শান্তিপুরে প্রভুর সহিত মিলন ২।১৬।২০৭ ; ২।১৬।২১৪ ; শান্তিপুরে আগত রঘুনাথ দাসের প্রতি কৃপা ২।১৬।২২৩-২৪ ; সেই বৎসর নীলাচলে না যাওয়ার আদেশ প্রাপ্তি ২।১৬।২৪৩-৪৬ ; নীলাচলে শ্রীরূপের সহিত মিলন ৩।১।৪৮ ; শ্রীরূপকে কৃপা করার নিমিত্ত প্রভুর আকাজ্ঞা ৩।১।৫১-২ ; নীলাচলে প্রভুকর্তৃক সনাতন গোস্বামীর সহিত মিলন সংঘটন ৩।৪।১০৩ ; নীলাচলে রঘুনাথ দাসের প্রতি কৃপা ৩।৬।২৪২ ; প্রভুর মৃখে অষ্টৈতের গুণকীর্তন ৩।৭।১৪-১৬ ; রথযাত্রা-দিনে কীর্তনে নৃত্য ৩।৭।৫৮ ; বসন্ত-ভট্টের সহিত মিলন ৩।৭।৮৭-৮৯ ; বর্ষান্তরে নীলাচলে যাত্রা ৩।১০।৩ ; বেঢ়াকীর্তনে নৃত্য ৩।১০।৫৭ ; প্রভুর ভোজনের নিমিত্ত গোবিন্দের নিকট বস্ত্র দান ৩।১০।১১১ ; ৩।১০।১১৫ ; প্রভুর মধুর বচন ৩।১২।৬৯-৭৮ ; শান্তিপুরে জগদানন্দের সহিত মিলন ৩।১২।৯৬ ; পুনরায় শান্তিপুরে জগদানন্দের সহিত মিলন এবং জগদানন্দের নীলাচল-যাত্রাকালে তাঁহার সঙ্গে প্রভুর নিকটে তর্জাপ্রহেলী প্রেরণ ৩।১২।১৫-২০ ; অষ্টৈতের স্বপ্নশোধ করাইবার উদ্দেশ্যে কমলাকান্তের আচরণে প্রভুর দণ্ড-প্রসাদ উপলক্ষ্যে প্রভুর প্রতি প্রীতি-ওলাহন ১।১২।২৬-৫২ ।

অষ্টৈতাচার্য্যকর্তৃক প্রভুর এবং প্রভুকর্তৃক অষ্টৈতাচার্য্যের পূজা ২।১৫।৬-১১ ।

অষ্টৈতাচার্য্যের তর্জা ৩।১২।১৫-২০ ।

অষ্টৈতাচার্য্যের সহজ ভাব ১।১৭।২০০ ।

অনন্তরূপে ভগবানের একরূপ ১।২।২০ ; ১।২।৮৩ ; ২।৩।১৪১ ; ২।২০।১৩৭ ।

অনর্গল প্রেমভক্তি-দানের আদেশ ২।১৫।৪২-৪৫ ।

অনাসন্ন ভজনে প্রেমলাভ হয় না ১।৮।১৫ ।

অনুপম-বসন্তভের ভক্তিনিষ্ঠার কাহিনী ৩।৪।২২-৪২ ।

অস্তরঙ্গা শক্তি ২।৮।১১৭ ("শক্তি" দ্রষ্টব্য) ।

অন্তর্যামী ঈশ্বরের ভক্তচিন্তেজ্ঞান-প্রকাশের রীতি ২।৮।২১৮-১৯ ।

অম্মদোষে সন্ন্যাসীর ক্ষতি হয় না ২।১২।১৮৪-৮৮ ।

অম্মগীঠ সমান প্রসাদ ২।১৫।২৩৩-৩৪ ।

অগ্রকামীও কৃষ্ণভজন করিলে কৃষ্ণচরণ পাইতে পারেন ২।২২।২৪-২৭ ।

অগ্রসাধন অজাগলস্তন-দ্বায় ২।২৪।৬৬ ।

অপরোধীর চিন্তে কৃষ্ণনাম অঙ্কুরিত হয় না ১।৮।২৫-২৬ ।

অবতার ১১১৩২-৩৩; অবতারের সংজ্ঞা ২১২০১২৭-২৮।

অশ্রুগণ ভক্তিরঙ্গ অনুভব করিতে পারে না ২১২৩৫১।

অভিধেয় ১১৭১৩৪-৩৫; ১১৭১৩৯; ২১৬১৬২; ২১২০১০৯-১০; ২১২০১২২; ২১২০১২৬; ২১২১৩-৪; ২১২১১৪; ২১২৫৮৬ (মাধনভক্তি দ্রষ্টব্য); অভিধেয়-মাধনভক্তি ২১২১১৪-২৫; সর্বদেশ-কাল-পাত্র-দশাতে ব্যাপ্তি ২১২৫১২৯-১০১; (মাধনভক্তি দ্রষ্টব্য)।

অমোঘের উদ্ধার-কাহিনী ২১৫১২৬৬-২০

অর্জুনের প্রতি কৃষ্ণের শেষ উপদেশ ২১২১৩৪।

অলৌকিকী-লীলাতে অবিখ্যাসের ফল ২১৭১০৮।

অহৈতুকী-ভক্তি : ভুক্তি-সিদ্ধ-মুক্তি-বাস্তবহীনা, কৃষ্ণমুখ-তাৎপর্যময়ী-সেবাবাসনা-মূলা ভক্তি ২১২৪১২০-২২।

আ

আ

আ

আ

আচণ্ডালে অনর্গল প্রেমভক্তিদানের আদেশ ২১৫১৪২-৪৫

আত্মসমর্পণ ও তাহার মহিমা ২১২১৫৩-৫৪

আত্মারাম-শ্লোকের অর্থ ২১৬১৬৯-৭০; ২১২৪১৩-২৩৪

আদি চতুর্বিহ। দ্বারকার বাহুদেব সঙ্কর্ষণ প্রহ্লাদ ও অনিরুদ্ধ; অনন্ত চতুর্বিহের মূল ২১২০১৫৫-৫৮।

আবির্ভাবে মহাপ্রভুর নিত্য উপস্থিতি : নিত্যানন্দের নর্তনে ২১৫১৪৫; শ্রীবাসের কীর্তনে ২১৫১৪৭;

শচীমাতার গৃহে ২১৫১৫৪; রাঘব-ভবনে ৩১২৩৩-৪।

আবির্ভাবে লোকনিস্তার ৩১২৩২-৭৭।

আবির্ভাবে শচীগৃহে প্রভুর ভোজন-প্রসঙ্গ ৩১২২০-৩২।

আবেশে লোকনিস্তার ৩১২১০-৩১।

আত্ম মহোৎসব-প্রসঙ্গ ১১৭১৭৩-৮২।

আর্ত ও অর্থার্থী সকাম ২১২৪৬৭।

আলিঙ্গনে প্রেমদান ২১৭১০২; আলিঙ্গনে শক্তিসঞ্চার ২১৭১২৬।

আশ্রয়ালম্বন ২১২৩৪২।

ই

ই

ই

ই

ইখন্তুত শব্দের অর্থ ২১২৪১২০-৩২।

ইন্দ্র ও দৈত্যাদিকর্তৃক শ্রীকৃষ্ণ-ভংগনাস্ত্রক বাক্যের সম্বন্ধীকৃত অর্থ ৩১৫১২৮-৩৭।

ই

ই

ই

ই

ঈশ্বর-কৃপা জাতি-কুলাদির অপেক্ষা-হীন ২১০১১৩৪-৩৭।

ঈশ্বর-কোটি ব্রহ্মা ২১২০১২৬১।

ঈশ্বর-তত্ত্ব জানিবার একমাত্র উপায় তাঁহার কৃপা ২১৬৮২-৮৫; ২১১১১২০-২১।

ঈশ্বর-বিগ্রহের সম্বন্ধ-বিকারত্ব খণ্ডন ২১৬১৫০-৫৩।

ঈশ্বরত্বে ভেদ মানিলে অপরাধ ২১২১৪০-৪১।

ঈশ্বরপুরীর প্রতি মাধনেন্দ্রপুরীর প্রসাদ-প্রসঙ্গ ৩১৮২৭-৩০।

ঈশ্বরে দেহ-দেহিভেদ নাই ৩১৫১১৭-১৮।

ঈশ্বরের এক বিগ্রহেই নানাকার রূপ ১১২২০; ১১২৮৩; ২১২১৪১; ২১২০১৩৭।

ঈশ্বরের কৃপাব্যতীত তাঁহাকে জানা যায় না ২১৬৮২-৮৫; ২১১১১২০-২১।

উ

উ

উ

উ

উড়ুপ-কৃষ্ণের বিবরণ ২১২২৮-৩২।

উত্তম অধিকারী ভক্তের লক্ষণ ২১২১৩৯ (“ভক্ত” দ্রষ্টব্য)।

উজ্জ্বল গোপসুন্দরীদিগের পদধূলি প্রার্থনা করেন ৩৭১৩৩-৩৪।

উপপত্তিভাব ১৪১২৬।

উপাসন-কারণ ১৫১৫০ ; ১৬১১১-১৪ ; ২১২০২৩২।

উপাসনাভেদে ঈশ্বর-মহিমার উপলক্ষি ভেদ ১২১১৬-১৯ ; ২১২০১৩৪ ; ২১২৪১৫৭-৮ ; জ্ঞানমার্গের সাধনে নির্বিশেষ ব্রহ্মের উপলক্ষি ১২১১৮ ; ২১২৪১৬০ ; যোগমার্গের সাধনে অন্তর্ধ্যামী পরমাত্মার অহুভব ১২১১৮ ; ২১২৪১৬০ ; ভক্তিমার্গে ভগবানের অহুভব ১২১১৫-১৭ ; ২১২৪১৬১ ; বিধিভক্তিতে বৈকুণ্ঠ-প্রাপ্তি ১৩১১৫ ; ২১২৪১৬২ ; রাগভক্তিতে স্বয়ংভগবান্ ব্রহ্মেন্দ্রনন্দনের সেবা-প্রাপ্তি ২১৮১৭৮ ; ২১২৪১৬১।

এ

এ

এ

এ

এক অঙ্গের সাধনেও প্রেম জন্মিতে পারে ২১২১৭৬-৭৭।

একই বিগ্রহে ভগবানের অনন্তস্বরূপ ১২১২০ ; ১২১৮৩ ; ২১২১৪১ ; ২১২০১৩৭।

একপাদ ঐশ্বর্য ২১২১৪১ ; একপাদ ঐশ্বর্যেরও অচিন্ত্য ২১২১৪২-৭১।

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

ঐশ্বর্যজ্ঞান-মিশ্রা রতি ২১২১১৬৬ ; ৩৭১২৩ ; ঐশ্বর্যজ্ঞানে প্রীতি সঙ্কোচিত হয় ২১২১১৬৭-৭১ ; ঐশ্বর্যজ্ঞানে ব্রহ্মেন্দ্রনন্দনের সেবা দুর্লভ ১৩১১৩ ; ২১৮১৮৫ ; ৩৭১২৩-২৪ ; ঐশ্বর্যজ্ঞানের ভজনে বৈকুণ্ঠ-প্রাপ্তি ১৩১১৫-৬ ; ঐশ্বর্য-শিখিল প্রেমে কৃষ্ণ প্রীত হয়েন না ১৩১১৪।

ক

ক

ক

ক

কটকে রাজা প্রতাপরুদ্রের প্রতি মহাপ্রভুর কৃপা ২১৬১০১-২০।

কনিষ্ঠ অধিকারী ভক্তের লক্ষণ ২১২১৪১ (“ভক্ত”-দ্রষ্টব্য)।

কবিরাজগোস্বামীর গুরুর উল্লেখ ৩২০১৮ ; ৩২০১৩৬ ; কবিরাজগোস্বামীর-দৈন্যথাপন ১৫১১৮৩-৮৮ ; কবিরাজগোস্বামীর শিক্ষাগুরু ১১১১৮।

কর্ণপূরের পুরীদাস-নামরহস্য ৩১২১৪৪-৪৯ ; কর্ণপূরের প্রতি প্রভুর কৃপা ৩১২১৪৯ ; ৩১৬১৬৮-৭০।

কর্ম-জ্ঞান-যোগাদি অপেক্ষা ভক্তির উৎকর্ষ ২১২০১২১ ; কর্ম-যোগ-জ্ঞান ভক্তিমুখ-নিরীক্ষক ২১২১১৪-১৬ ; কর্ম-যোগ-জ্ঞান-মার্গের সাধনে কৃষ্ণমাধুর্য দুর্লভ ২১২১১০০ ; কর্ম হইতে প্রেমভক্তি হয় না ২১২১৪২।

কলিকালে নামাভাসে মুক্তি হয় ২১২৫১২ ; কলিকালে সন্ন্যাসে সংসার-জয় হয় না ২১২৫১৭ ; কলিতে গোবধ নিষিদ্ধ ১১৭১১৫৭।

কলির যুগধর্ম নাম-সঙ্কীর্ণন ১৩৩১ ; ১৩৪০ ; ১৩৪০ ; ১৭১৫২ ; ২১১১৮৭-৮৮ ; ২১২০২৮৪-৮৭ ; ৩৭১২ ; ৩২০১৭।

কাকাল-ভোজন ২১৪১৪১-৪৪।

কান্তাপ্রেম ২১৮১৬৩ ; কান্তাপ্রেমে পরিপূর্ণ-কৃষ্ণপ্রাপ্তি এবং কৃষ্ণের পূর্ণব্রততা ২১৮১৬২-৭১ ; কান্তাপ্রেমের বৈশিষ্ট্যবর্ণন ২১৮১৬২-৭৩ ; কান্তারতি (মহাভাব-সীমা) ২১২৪১৭।

কাম ১৪১১৪০-৪২ ; ২১৮১৭৫ ; কাম ও প্রেম ১৪১১৪০-৪৭ ; ২১৮১৭৫-৭৬।

কামগায়ত্রী ২১৮১০২ ; কামগায়ত্রী-কামবীজে কৃষ্ণের উপাসনা ২১৮১০২ ; কামগায়ত্রীর অর্থ ২১২১১০৪-১৪ ; কামবীজ ২১৮১০২।

কারণার্ণব (কারণাক্তি, বিরজা) ১৫৪৩-৪৪ ; ১৫৪৬-৪৭ ; ১৫৪৯ ; ২১৫১৭৪-৭৫ ; ২২০২৩০-৩১ ।

কারণাক্তিশায়ী ১২৪০ ; ১৬৭৮ ; ২২০২২২-৩০ ; ২২০২৪০ (“স্বাংশভেদ” দ্রষ্টব্য) ।

কালিদাসের প্রতি মহাপ্রভুর কৃপা ৩১৬৩৬-৪৬ ; ৩১৬৫০-৫২ ; কালিদাসের বৈষ্ণবোচ্ছিষ্টে নিষ্ঠাপ্রসঙ্গ ৩১৬৫-৪৬ ।

কাশীতে বিন্দুমাধব-মন্দির-প্রাপ্তি সশিষ্য প্রকাশানন্দ সরস্বতীর সহিত মহাপ্রভুর মিলন ২২৫১৫৩-১১২ ।

কাশীবাসী মায়াবাদী সন্ন্যাসীদের উদ্ধার ১৭১৩৮-১৪৪ ; ২২৫১৬-১১২ ; কাশীবাসী সন্ন্যাসীদের উদ্ধারের জন্য প্রভুর চরণে ভক্তগণের নিবেদন ১৭১৪৭-৫৫ ; কাশীবাসী সন্ন্যাসীদের উদ্ধার-প্রসঙ্গে প্রভুর প্রতি প্রধান সন্ন্যাসীর উক্তি ১৭১৬০-৬৮ ; ১৭১২৪-১০০ ; কাশীবাসী সন্ন্যাসি-প্রধানের প্রতি প্রভুর উক্তি ১৭১৬২-২৩ ; কাশীবাসী সন্ন্যাসীদের সহিত প্রভুর বেদান্ত-বিচার ১৭১১০১-১৪০ ।

কুলীনগ্রামবাসী ভক্ত ১১০৭৮-৮১ ; কুলীনগ্রামীদের জগন্নাথের পট্টভোরীর সেবালাভ ২১৪২৩৩-৩৮ ; ২১৫১২২ ; কুলীনগ্রামীদের প্রতি উপদেশ, গৃহস্থের কর্তব্যসম্বন্ধে ২১৫১০৩-১১ ; ২১৬১৬৮-৭৪ ; কুলীনগ্রামীদের ভাগ্যের কথা ২১৫১২২-১০২ ।

কৃষ্ণ-তত্ত্ব স্বয়ংভগবান, ব্রজেন্দ্র-নন্দন, পূর্ণতত্ত্ব ১১১৪১ ; ১২১৫ ; ১২১৫৭ ; ১২১৮২ ; ১৩৩ ; ১৫১৩ ; ১৭১৫ ; ১১৭১৩০৪ ; ২৬১৩৮ ; ২৮১১০৬ ; ২৯১৩৩০-৩৪ ; ২১৫১৩২ ; ২২০১৩৩ ; ২২০৩৩২-৩৩ ; ২২১১২৭ ; ২২১১৭৫ ; ২২১১৮০ ; ২২২১৫ ; ২২২১৫৫ ; ৩৭১২০ ; পরম-দৈব ১২১৮২ ; ২৮১১০৬ ; ২২০১৩২ ; ২২১১২৭ ; মূলনারায়ণ ১২১২৩-৪৭ ; সর্ববৃহত্তম তত্ত্ব, পরব্রহ্ম ১৭১১০৬ ; ২৬১৩৮ ; ২২৪১৫৪ ; ২২৪১৫২ ; পরতত্ত্ব ১১১৪১ ; সর্ব-অংশী ২১৫১৩২ ; ২২০১৩২ ; নির্বিশেষ-ব্রহ্ম কৃষ্ণের অঙ্গকাস্তি ১২১৮ ; ১২১১০ ; ২২০১৩৫ ; পরমাত্মা কৃষ্ণের অংশবিভূতি ১২১১২ ১৩ ; ২২০১৩৬ ; পরব্যোমাধিপতি নারায়ণ কৃষ্ণের বিলাসরূপ ১১১১৫-২০ ; সমস্ত-ভগবৎ-স্বরূপ কৃষ্ণের অংশ ২২০১৩৫-৩১২ ; সর্বাশ্রয় ১২১৭৮ ; ১২১৮৭-২ ; ১৫১১১১-১৫ ; ২৮১১০৭ ; ২৯১৪১ ; ২১৫১৩২ ; ২২০১৩০ ; ২২০১৩২ ; অবতারী ১২১৮২ ; ১২১২১ ; ১৪১৬৬ ; ১৫১৩ ; ২৮১১০৬ ; অদ্বয়-জ্ঞান-তত্ত্ব ১২১৫৩ ; ১৭১৫ ; ২২০১৩১ ; ২২২১৫ ; ২২৪১৫৫ ; সকলের আদি ২২০১৩২ ; সর্বকারণ-প্রধান ২৮১১০৬ ; সমস্ত তত্ত্ব ২২০১১৫ ; ২২০১২৭—২২১১২৫ ; সমস্ত শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য ২২০১২৭-২৮ ; ১২২১২ ; স্বরূপে দ্বিভূজ, নরবপু ১৫১২৩ ; ২২১১৮৩ ; গোপবেশ, নটবর ২২১১৮৩ ; দেহ পরিচ্ছিন্নবৎ প্রতীয়মান হইলেও স্বরূপতঃ অপরিচ্ছিন্ন, সর্বগ-অনন্ত-বিভু ১৫১১১ ; ১৫১১৫ দেহ অপ্রাকৃত চিন্ময় ১৪১১০৬ ; সচ্চিদানন্দ ১৪১৫৪ ; ১৪১১০৬ ; ২৬১৪৪ ; ২৬১৫০ ; ২৮১১০৮ ; ২৮১১১৮ ; ২১৭১৩০ ; ২১৮১৮১ ; দেহ-দেহি-ভেদশূন্য ২১৭১২৮ ; নাম-রূপ-গুণ-লীলা সমস্তই চিদানন্দ ২১৭১৩০ ; নাম-দেহ-বিলাস স্বপ্রকাশ, প্রাকৃতেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নহে ২১৭১২২ ; একমাত্র প্রেমদাতা ১৩১২০ ; ৩৭১১২ ; নিত্য কিশোর ১২১৮২ ; ২২০৩১৮ ; ২২১১৮৩ ; অপ্রাকৃত নবীন-মদন ২৮১১০২ ; নায়ক-শিরোমণি ২২৩৪৫ ; রসময়, রসের সদন ১৪১৭৪ ; ১৪১১০৩ ; ১৪১১০৫-৬ ; ১৪১১৮১ ; ১৪১১২৫ ; ২৮১১১২ ; ২১৪১১৫৩-৫৪ ; ৩২০৩২ ; শৃঙ্গার-রসরাজময় মৃতিধর ২৮১১১২ ; সমস্ত রসের বিষয় ও আশ্রয় ২৮১১১১ ; রসিক শেখর ১৪১১৫ ; ১৪১২০ ; ১৭১৫ ; ২১৪১১৫৩ ; ২১৫১১৪০ ; স্বরূপ এবং সুখ-আনন্দক ২৮১১২১ ; বিদগ্ধ ২২১৬০ ; ২১৩১৩২ ; ২১৩১৩৭ ; ২১৪১১২৫ ; ২১৫১১৪০-৪১ ; ২২০১৪২ ; একই বিগ্রহে নানাকার রূপ ২৯১৪১ ; পূর্ণশক্তিমান ১৪১৮৩ ; অচিন্ত্য শক্তি ১৭১১১৭-২০ ; ১১৭১২৬৬ ; ২৬১১৫৪ ; ২২১১৫৬ ; অনন্তশক্তি ২৮১১১৬ ; ২২০২১৮ ; অনন্ত শক্তির মধ্যে তিন শক্তি প্রধান : স্বরূপের বিচারে— চিচ্ছক্তি (নামান্তর অন্তরঙ্গা শক্তি বা স্বরূপশক্তি), মায়াশক্তি (বা বহিরঙ্গা শক্তি) এবং জীবশক্তি (বা তটস্থা শক্তি বা ক্ষেত্রজ্ঞা শক্তি) ২৮১১১৬ ; ২২০১১০৩ ; এই তিন শক্তির মধ্যে চিচ্ছক্তি বা স্বরূপশক্তি সর্বশ্রেষ্ঠ ২৮১১১৭ ;

শ্রীকৃষ্ণের ত্রিপাদ ঐশ্বর্য্য হইল চিহ্নজ্ঞতির বিভূতি ২১২১৪১; ষড়ৈশ্বর্য্য হইল চিহ্নজ্ঞতির বিলাস ১৫১৩৭; ২১২১৭২; স্বরূপ-শক্তির তিনটি বৃত্তি—সন্ধিনী, সংবিত্ত এবং হ্লাদিনী ১৪১৫৪-৫৫; ২১৮১১৮-২; শ্রীকৃষ্ণের ধাম, মাতা-পিতা-রূপ নিত্যসিদ্ধ পরিকর, আসন-শয্যাাদি সন্ধিনী শক্তির (নামাস্তব আধার শক্তির) বিলাস ১৪১৫৬-৫৭; ১৫১৩৬; কৃষ্ণের ভগবৎজ্ঞান এবং অত্যান্ত ভগবৎ-স্বরূপের জ্ঞান হইল সংবিত্তের সার ১৪১৫৮; প্রেম, ভাব, মহাভাবাদি হইল হ্লাদিনীর বৃত্তি ১৪১৫৯; ২১৮১২২-২৩; কৃষ্ণকান্তা-শিরোমণি শ্রীরাধা হইলেন মহাভাব-স্বরূপিণী ১৪১৬০; ২১৮১২৩; স্তবরাং হ্লাদিনীর স্তব বিগ্রহ ১১১৫ শ্লো; ললিতাদি সখীগণ হইলেন শ্রীরাধার কায়বাহরূপা ১৪১৬৮; ২১৮১২৬; শ্রীরাধারূপ প্রেমকল্প-লতার পল্লব পুষ্প-পাতা-সদৃশী ২১৮১৬২-৭০; শ্রীকৃষ্ণ হইতে যেমন অল্প সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপের প্রকাশ, তদ্রূপ শ্রীরাধা হইতেই ব্রজের কৃষ্ণ-প্রেমসী গোপীগণ, দ্বারকার মহিষীগণ এবং বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীগণের প্রকাশ ১৪১৬৩-৬৯; স্তবরাং সমস্ত কান্তাশক্তিগণই হ্লাদিনীর বিলাস-স্বরূপ। বহিঃস্বা মায়াশক্তিই শ্রীকৃষ্ণের শক্তিতে জগজ্জপে পরিণত ১৫১৫০-৫২; আর অনন্তকোটি জীব হইল তাঁহার জীবশক্তির বিকাশ ১৫১৩৮; ২১২০১০১; সৃষ্টিব্যাপারে ইচ্ছাশক্তি, জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি এই তিনটি শক্তিই তাঁহার অনন্ত চিহ্নজ্ঞতি-বৈচিত্রীর মধ্যে প্রধান ২১২০১২৮; স্বরূপে এবং শক্তিরূপেই শ্রীকৃষ্ণ আহ্বান করেন ২১২১৫-৭; তাঁহার অনন্ত বৈভব ১২১৮৪-৫; ২১২০১২২-৩০; অনন্ত ঐশ্বর্য্য ২১২১১১-৮১; অনন্ত সদ্গুণ ২১৫১১৪০; ২১২০১৩৩; ২১২১৮-১০; ৩২৩০৪৬; অনন্ত সদ্গুণের মধ্যে চৌষটিটি প্রধান ২১২০৪৬; পরম করুণ ১৪১১৫; ২১২৫২; ২১৩০১৩২; ২১৩০১৩৭; পরম মধুর ১৪১১৩৪; ২১৫১১৩৮; মধুর চরিত্র, মধুর বিলাস ২১৫১১৪১; অপূর্ব মাধুর্য্য ২১২৫৩; ২১২৬৪; ৩১৫১১৩-২২; রূপের মাধুর্য্য ২১২২৬; ২১২১৮৪-৮৭; ২১২১১১৪-১৭; ৩১৫১১৭; ৩১৫১৫৬-৫৯; ৩১৫১৬২-৬৬; শব্দের (বচনের) মাধুর্য্য ২১২২৮; ৩১৫১১৮; ৩১৭১৩৮-৪৫; স্পর্শমাধুর্য্য ২১২৩১; ৩১৫১১২; ৩১৫১৬৭; গন্ধমাধুর্য্য ২১২২২; ৩১৫১২০; ৩১২০৮৬-৯৩; অধরামৃতমাধুর্য্য ২১২৩০; ২১২১১১৮; ৩১৫১২১; ৩১৬১১০৩-৭ ৩১৬১১২২-২৪; বেণুমাধুর্য্য ২১২১১১৮-২২; ৩১৫১৫২; সাক্ষাৎ মম্বদ-মদন, মদনমোহন ২১৮১১০; ২১২১৮২; সর্কচিত্তাকর্ষক ১৫১২০০; ২১৮১১০; ২১৮১১২২-১৪; ২১৮১০৫-১১; ২১৮১১৭; ২১৮১৩০-৩৫; ২১২০১৫০-৫১; ২১২১৮৪-৮২; স্বাবর-জঙ্গমাদির চিত্তাকর্ষক ২১৮১১০; ২১২১১০; নারীপুরুষ-সকলের চিত্তাকর্ষক ২১৮১১০; পরব্যোমস্থিত ভগবৎ-স্বরূপগণের চিত্তাকর্ষক ২১২১৮৮; পরব্যোমস্থিত লক্ষ্মীগণের চিত্তাকর্ষক ২১২১৮৮; মথুরা-নাগরীগণের চিত্তাকর্ষক ২১২১১৩০-১০৩; বাসুদেবের চিত্তাকর্ষক ২১২০১৫০-৫১; কৃষ্ণের আশ্র-চিত্তাকর্ষক ২১৮১১২; ২১২১৮৬-৭; লীলা। শ্রীকৃষ্ণ লীলাপুরুষোত্তম ২১২০১২০২; তাঁহার লীলা নরলীলা ২১২১৮৩; লীলা অপ্রকট ও প্রকট ভেদে দুই রকম; উভয় লীলাই নিত্য ২১২০১৩২-৩১; অপ্রকট-লীলা গোলোকাদি ধামে; গোলোকে নিত্য বিহার ১৩০৩; ২১২০১৩৩; ২১২০১৩৩১; ২১২১৭৪; গোকুল, মথুরা ও দ্বারকায় সহজ নিত্যসিদ্ধি ২১২১৭৪; এই তিন লোকে কৃষ্ণ কেবল লীলাময় ১৫১২১; গোলোকাদিধাম বিহু ১৫১১৪-১৫; ২১২০১৩৩০; সৃষ্টি-লীলা নির্বাহ করেন সর্কর্ণগাদি চারিরূপে ১৫১৭; পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণই বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কর্তা ২১৬১৩৪-৩৫; এবং জগতের মূলকর্তা ১৫১৫৩; প্রকট-লীলা: ব্রহ্মার একদিনে কৃষ্ণ একবার তাঁহার লীলা ব্রহ্মাণ্ডে প্রকটিত করেন ১৩০৪; অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে কোনও না কোনও এক ব্রহ্মাণ্ডে সর্কর্দাই লীলা প্রকটিত করেন ২১২০১৩১৬; ২১২০১৩৩১; বৈবস্বত মন্বন্তরের অষ্টাবিংশ চতুর্গণের দ্বাপরের শেষে এই ব্রহ্মাণ্ডে লীলা প্রকটিত করিয়াছিলেন ১৩০৭-৮; ব্রহ্মাণ্ডে লীলা-প্রকটনের সময় তাঁহার ধামও প্রকটিত হয় ১৩০৮; ১৫১১৬; ২১২০১৩৩০; অবতারের বা লীলা-প্রকটনের আবিস্কৃত কারণ অম্বর-সংহার ১৪১১৩; ১৪১৩২; মুখ্য কারণ ভক্তের প্রেমবস-নির্ধাস-আবাদন ও রাগমার্গের ভক্তি-প্রচার ১৪১১৪-১৫; স্বীয় নিত্যলীলার পরিকরদের সহিতই কৃষ্ণ ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইলেন ১৪১২৪; প্রথমে মাতা-পিতাদি ভক্তগণকে প্রকটিত করাইয়া পরে জন্মাদি-লীলা-ক্রমে তিনি অবতীর্ণ হইলেন ২১২০১৩১৪; এবং সমস্ত লীলাকে যথাক্রমে প্রকটিত করেন ২১২০১৩১৫; পূর্ণভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যখন অবতীর্ণ হইলেন নারায়ণ-চতুর্কূহাদি সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপ তাঁহাতে আসিয়া মিলিত হইলেন ১৪১২-১১; প্রকট-লীলায় গোপীদিগের

শ্রীকৃষ্ণ উপপত্তি-ভাব ১৪৮২৬; ব্রজবাসীত অগ্ৰ পরকীয়া-ভাব নাই ১৪৮৪২; কৃষ্ণের কিশোর-বয়সই ধর্মী ২১২০১৩; ২১২০১৩ শ্লো; বালা ও পৌগণ্ড হইল কিশোরের ধর্ম ২১২০১৩২; বাৎসল্য-আবেশে কৌমার এবং সখ্যের আবেশে পৌগণ্ড সফল করেন ১৪৮১০০; রাসাদি-লীলায় কৈশোরকে সফল করেন ১৪৮১০১-২; রসনির্যাস-আস্বাদাত্মিকা লীলার দ্বারায় ভক্তদিগকে কৃপা করেন ১৪৮২২-৩১; ব্রজলীলায় অশেষ-বিশেষে রস আন্বাদন করিয়াও কৃষ্ণের তিনটি বাসনা অপরূপ থাকে ১৪৮১০৩-৪; এই বাসনাত্রয় হইতেছে, প্রথমতঃ শ্রীরাধাকর্তৃক আন্বাদিত আশ্রয়-জাতীয় স্থখ আন্বাদনের বাসনা ১৪৮১১৬; দ্বিতীয়তঃ স্বমাদুর্ধ্য আন্বাদনের বাসনা ১৪৮১২৬; তৃতীয়তঃ রাধা-প্রেমের মহিমা জানিবার বাসনা ১৪৮১৩২-৭৮; শ্রীকৃষ্ণ ইহাও চিন্তা করিলেন—যে প্রেমের সহায়তায় শ্রীরাধা তাঁহার মাদুর্ধ্য সম্পূর্ণরূপে আন্বাদন করেন (১৪৮১২১), সেই প্রেমের তিনি কেবল বিষয় এবং শ্রীরাধাই পরম-আশ্রয় ১৪৮১১৪; যদি কখনও তিনি সেই প্রেমের আশ্রয় হইতে পারেন, তাহা হইলেই তাঁহার বাসনা পূর্ণ হইতে পারে ১৪৮১১৭; তাই রাধিকা-স্বরূপ হওয়ার জন্ত তাঁহার বাসনা জাগে ১৪৮১২৭; এইভাবে শ্রীকৃষ্ণ সওয়া-শত বৎসর পর্যন্ত প্রকট বিহার করিয়াছেন ৩১২০১৩৬; তারপর তিনি লীলার অন্তর্ধান করেন ১৪৮১১১; অন্তর্ধানের পরে তিনি মনে মনে বিচার করেন—বহুকাল যাবৎ তিনি প্রেমভক্তি দান করেন নাই ১৪৮১১১-১২; বিচার করিয়া স্থির করিলেন, স্বীয় পরিকরদিগকে সঙ্গে লইয়া তিনি ভক্তভাব অঙ্গীকারপূর্বক পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইবেন, চারিভাবের ভক্তি দান করিবেন এবং নিজে আরচরণ করিয়া সাধনভক্তির আদর্শ স্থাপন করিবেন ১৪৮১১৭-২১; ইহারই ফলে কলির প্রথম-সন্ধ্যায় শ্রীচৈতন্যরূপে তিনি নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইলেন ১৪৮১২২।

কৃষ্ণ অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্ব ১১২১৫৩; ১১৭১৫; ২১২০১৩১; ২১২২১৫; ২১২৪১৫৫।

কৃষ্ণ অনন্তরূপে একরূপ ১১২১৮৩; ২১২১৪১; একই বিগ্রহে নানাকার রূপ ধারণ করেন ১১২১৪১।

কৃষ্ণ অগ্নিকামী সাধককেও স্বচরণ দেন ২১২১২৪-২৭; ২১২৪১৭২।

কৃষ্ণ অবতারী ১১২১৮২; ২১২১২১; ১৪৮১৬৬; ১৫১৩; ২১৮১১০৬; সমস্ত অবতারের কারণ ১১২১৭৬; কৃষ্ণ অবতীর্ণ হওয়ার নিয়ম ও প্রণালী: ব্রহ্মার এক দিনে একবার অবতীর্ণ হইলেন ১৪৮১৪; স্বীয় নিত্যসিদ্ধ পরিকরদিগের সহিত অবতীর্ণ হইলেন ১৪৮১২৪; প্রথমে মাতা-পিতা-আদি পরিকরবর্গকে অবতীর্ণ করান, পরে জন্মাদি-লীলাক্রমে নিজে অবতীর্ণ হইলেন ২১২০১৩১৪; এবং সমস্ত লীলাকে যথাক্রমে অবতীর্ণ করান ২১২০১৩১৫; পূর্ণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যখন অবতীর্ণ হইলেন, অগ্ন সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপ তাঁহার মধ্যেই আসিয়া মিলিত হইলেন ১৪৮১২-১১।

কৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন বৈবস্বত মন্বন্তরের অষ্টাবিংশ চতুর্যুগের দ্বাপরের শেষে ১৪৮১৭-৮।

কৃষ্ণ অবতীর্ণ হওয়ার সময়ে তাঁহার ইচ্ছায় তাঁহার ধামও অবতীর্ণ হয় ১৪৮১৮; ১৫১১৬; ২১২০১৩৩০।

কৃষ্ণ একই বিগ্রহে নানাকার-রূপ ধারণ করেন ২১২১৪১।

কৃষ্ণই একমাত্র ভজনীয় ২১২১৫১-৫২; কৃষ্ণ সর্বসেব্য ১৪৮১৭০; কৃষ্ণ একলে ঈশ্বর ১৫১১২১।

কৃষ্ণকর্ণামৃত-গ্রন্থ-প্রাপ্তির বিবরণ ২১২১৭৬-৮১।

কৃষ্ণকান্তাগণ কেন কৃষ্ণকে নিজেদের দেহ দান করেন ৩১২০১৫০।

কৃষ্ণ কি প্রকারে ছয়রূপে বিলাস করেন ১১১২৫-৪৩।

কৃষ্ণ-কৃপা অগ্ন বাসনা ছাড়ায় ২১২৪৬২; ২১২৪১৭৩; মুক্ষা ছাড়ায় ২১২৪১২০; কৃষ্ণকৃপাতেই বেদ-লোক-ধর্ম ত্যাগ সম্ভব ২১১১১০৪; কৃষ্ণকৃপায় জীবের স্বভাবের উদয় হয় ২১২৪১৩১; ২১২৪১৩৫।

কৃষ্ণ-কৃপায় ভজন ২১১২১৩৩; ২১২৪১১৭; ২১২৪১২৩; ২১২৪১৪১।

কৃষ্ণ কৃষ্ণ-গুরু-শক্তি-আদি ছয়রূপে বিলাস করেন ১১১১৫; কি প্রকারে তাহা করেন ১১১২৫-৪৩।

কৃষ্ণ জগতের মূলকর্তা ১৫১৫৩; সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কর্তা ২১৬১৩৪-৩৫।

কৃষ্ণতত্ত্ব-বেত্তা জ্ঞানী, বিপ্র বা শূদ্র হইলেও গুরু হইতে পারেন ২।৮।১০০।

কৃষ্ণ তুরীয় ১।২।৪৩; ২।২।২১।

কৃষ্ণদর্শনে মুমুক্ষা ছড়ান ২।২।৪০; কৃষ্ণদর্শনের জ্ঞান মহাপ্রভুর উৎকর্ষা ৩।১২।৩৪-৪২।

কৃষ্ণদাস বিপ্রকর্তৃক মহাপ্রভুর অভিব্যক্তি ২।১৬।৫০-৫১।

কৃষ্ণদাস রাজপুত্রের বিবরণ ২।১৮।৭৫-৮৩; ২।১৮।১২৫-২৮; ২।১৮।১৪৮-৭৪; ২।১৮।২০৫-৮।

কৃষ্ণ দেবী গোপীব্যতীত বা অন্য স্ত্রী অঙ্গীকার করেন না ২।২।১২৪-২৬।

কৃষ্ণনাম দীক্ষা-পূরস্কার্যাবিধির অপেক্ষা রাখে না ২।১৫।১০২।

কৃষ্ণনাম-অহিমা ১।৮।২২-২৫; ২।২।২৬-২৯; (‘‘নাম-সকীর্তন-মাহাত্ম্য’’ দ্রষ্টব্য)।

কৃষ্ণ নায়ক-শিরোমণি ২।২৩।৪৫; নিত্যকিশোর ১।২।৮২; ২।২০।৩১৮; ২।২।১৮৩।

কৃষ্ণ-প্রাপ্তির উপায় বহুবিধ; কিন্তু কৃষ্ণপ্রাপ্তির তারতম্যও বহু ২।৮।৬৪।

কৃষ্ণ-প্রাপ্তির ত্রিবিধ সাধন—জ্ঞান, যোগ ও ভক্তি ২।২৪।৫৭; তিন সাধনে ভগবান, তিন স্বরূপে অমৃতভূত হয়েন—ব্রহ্ম, পরামাত্মা এবং ভগবান ২।২০।১৩৪; ২।২৪।৫৮।

কৃষ্ণপ্রেম-নিত্যসিদ্ধ, সাধ্য নয়; অবগাদি-সুদুর্লভ উদ্ভিত হয় ২।২২।৫৭; কৃষ্ণরতি গাঢ় প্রাপ্ত হইলে প্রেমনামে অভিহিত হয় ২।১২।১৫১; ২।২৩।৩; প্রেমের লক্ষণ—চিত্ত সম্যকরূপে মগ্ন হয়, কৃষ্ণে মমত্বাতিশয় জন্মে ২।২৩।৩-৪ শ্লো; প্রেম গাঢ়তাপ্রাপ্ত হইতে হইতে ক্রমশঃ স্নেহ-মান-প্রণয়াদিতে পরিণত হয় ২।১২।১৫২-৫৩; কৃষ্ণপ্রেমের অপূর্ণ প্রভাব—গুরু-সম-লঘু সকলের চিত্তেই দাস্যভাব জাগায় ১।৬।৪২-২৭; কৃষ্ণপ্রেমের অমৃত চরিত্র—বিষামৃতে একত্রে মিলন ২।২।৪৪-৪৫; ২।২।৭ শ্লো; প্রেমের স্বভাবই এই যে, বাহার চিত্তে এই প্রেম আছে, তিনিই মনে করেন, ‘‘কৃষ্ণে মোর নাহি প্রেম গন্ধ’’ ৩।২০।২৩; ২।২।৪০-৪১; ২।২।৬ শ্লো।

কৃষ্ণ-বহিন্মুখ-জগতের উদ্ধার সম্বন্ধে অদ্বৈতাচার্য্যাদি ভক্তবৃন্দের অভিমত ১।১৩।৬১-৬২।

কৃষ্ণবিগ্রহের, কৃষ্ণের পাদপীঠের ও দ্বারকাধামের বিভূষণ-প্রতিপাদিকা নীলা ২।২।৪৪-৭১।

কৃষ্ণব্যতীত অপর কেহ ব্রহ্মপ্রেম দিতে পারেন না ১।৩।২০; ৩।৭।১১-১২।

কৃষ্ণভক্ত নিকাম, অতএব শাস্ত ২।১২।১৩২।

কৃষ্ণভক্তের গুণ ২।২২।৪৩-৪৭; কৃষ্ণভক্তের প্রতি খ্রীতির মাহাত্ম্য ২।১১।২২-২৩।

কৃষ্ণভক্তিই অবিধেয় ১।৭।১৩৪-৩৫; ২।২০।১০২-১০; ২।২০।১২১-২৬; ২।২২।৪; ২।২২।১৪; ২।২৫।৮৬; ২।২৫।৯২-১০১; কৃষ্ণভক্তি-জন্মমূল হইতেছে সাধুসঙ্গ ২।২২।৪৮; কৃষ্ণভক্তিব্যতীত বুদ্ধি শুদ্ধ হয় না ২।২২।২০-২১; কৃষ্ণ-ভক্তির রূপাব্যতীত কর্ম-যোগ-জ্ঞান স্বয়ং ফল দিতে পারে না ২।২২।১৪-১৬; কৃষ্ণভক্তির বাধক—সুভাস্ত-কর্ম ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ বাসনা ১।১।৫২; ১।১।৫০-৫১; কৃষ্ণভক্তিদাতাই গুরু ২।১৫।১১৩-১৭; কৃষ্ণভক্তি-রস ২।১২।১৫২-১৬১; ২।২৩।২৫-২৯; কৃষ্ণভক্তি-রসে ভক্ত স্থখী, কৃষ্ণ বশীভূত ২।২৩।২৬; ভক্তই কৃষ্ণভক্তি-রস আশ্বাদন করিতে পারেন, অভক্ত পারেন না ২।২৩।৫১; কৃষ্ণভক্তিরসের ভেদ ২।১২।১৫৮-৯; ২।২৩।২৫-২৬ (ভক্তিরস দ্রষ্টব্য)।

কৃষ্ণ ভজন করিলে দেব-ঋষি-পিত্রাদিকের ঋণে ঋণী হইতে হয় না ২।২২।৭২।

কৃষ্ণ ভজনানুরূপ ফল দিয়া থাকেন ১।৪।১৮।

কৃষ্ণ-ভজনে জাতি-কুলাদির বিচার নাই ৩।৪।৬২-৬৪; সর্বদেশ-কাল-পাত্র-দশাতে কৃষ্ণভজনের ব্যাপ্তি ২।২৫।৯২-১০১।

কৃষ্ণ-মাধুর্য্য ১।৪।১২০; ১।৪।১২৫-২৬; ১।৪।১২৮-৩৫; ২।২০।১৪২-৫১; ২।২১।৮৪-১২৩; ৩।৪।৪০; অনন্তসিদ্ধি ২।২১।২৮; অসমোর্ধ ২।২১।২৬; পরব্যোম-স্বরূপগণে, এমন কি নারায়ণেও এমন মাধুর্য্যের অভাব ২।২১।২৬-২৭; কৃষ্ণমাধুর্য্য হইতেই অপর ভগবৎ-স্বরূপগণের মাধুর্য্য ২।২১।২৮; ২।২১।১০১-২; গোপীপ্রেমে কৃষ্ণমাধুর্য্যের

বুদ্ধি এবং কৃষ্ণমাধুর্য্য দর্শনে গোপীপ্রেমের বুদ্ধি ১৪১২৩-২৪ ; ২২১১২২ ; কৃষ্ণমাধুর্য্য কৃষ্ণ-আদি নরনারীকে চঞ্চল করে ১৪১২৮-২৯ ; অস্বাদনের জন্ম বাসুদেবেরও লোভ জন্মে ২২০১৫০-৫১ ; কৃষ্ণমাধুর্য্য সর্বচিন্তাকর্ষক ২৮১১১০ ; ২৮১১১৭ ; ২৮১১৩০-৩৪ ; অচিন্তাকর্ষক ২৮১১১২ ; ২৮১১১৪ ; ২২১১৮৬-৭ ; বাসুদেবের চিন্তাকর্ষক ২২০১৫০-৫১ ; মথুরা-নাগরীগণের চিন্তাকর্ষক ২২১১২৩-১০৩ ; পরব্যোমস্থিত এবং কোটিব্রহ্মাণ্ডস্থিত ভগবৎ-স্বরূপগণের চিন্তাকর্ষক ২৮১১১৩ ; ২২১১৮৮ ; লক্ষ্মীগণের চিন্তাকর্ষক ১৫১২০০ ; ২৮১১১৩ ; ২৮১১০৫-১১০ ; ২৮১১৩০-৩৪ ; ২২১১৮৮ ; ২২১১২৭ ; পুরুষযোষিৎ এবং স্থাবর-জঙ্গমাদিরও চিন্তাকর্ষক ২৮১১১০ ।

কৃষ্ণ-রতি । সাধনভক্তির অহুষ্ঠানে রতির উদয় ২১২১৫১ ; প্রীতাসুর ২২২১২৩ ; প্রীতাসুরের অপরা দুইটা নাম রতি ও ভাব ২২২১২৪ ; ইহার স্বরূপ-লক্ষণ হইল হলাদিনীর সার শুদ্ধস্ব এবং তটস্থ লক্ষণ হইল এই যে, ইহা চিন্তের স্নিগ্ধতাসম্পাদক ২২২৩৪ ; ২২২৩২ ; শ্লোঃ ; ইহা দ্বারা ভগবান্ বশীভূত হয়েন ২২২১২৪ ; এবং কৃষ্ণের প্রেমসেবা লাভ হয় ২২২১২৫ ; হা হাতে চিন্তে কৃষ্ণরতির উদয় হয়, তাঁহাতে নয়টা লক্ষণ প্রকাশ পায় ২২২৩১০-২০ ; ভক্তভেদে রতি পাঁচ রকমের ২২২১৫৭-৫৮ ; ২২৩১২৫ ; এই পাঁচ প্রকারের রতি হইল পাঁচ রকম কৃষ্ণভক্তি-রসের স্থায়ীভাব ২১২১৫৮-৫৯ ; ২২৩১২৬ ; কৃষ্ণরতি কিরূপে রসে পরিণত হয় ২১২১৫৪-৫৬ ; ২২৩১২৭-২৮ ; কৃষ্ণরতি দুই রকমের—কেবলা ও ঐশ্বর্য্যজ্ঞানমিশ্র ২১২১১৬৫ ; কেবলা রতির নামান্তর শুদ্ধ প্রেম, শুদ্ধভাব, শুদ্ধভক্তি, গোকুলে কেবলা রতি ২১২১১৬৬ ; কেবলা রতির আশ্রয় ভক্তগণ শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যের কথা জানেন না, ঐশ্বর্য্য দেখিলেও কৃষ্ণের সহিত নিজেদের সম্বন্ধই মানেন ২১২১১৬৭ ; ২১২১১৭২ ; ৩৭১২৭ ; শ্রীকৃষ্ণ কেবলা প্রীতিতে অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করেন এবং কেবলা রতির বশীভূত হয়েন ১৪১২০-২৩ ; ২৮১৬২ ; ৩৭১২৫-২৬ ; ঐশ্বর্য্যজ্ঞানমিশ্রা রতিতে শ্রীকৃষ্ণ প্রীত হয়েন না, এই রতির বশীভূতও হয়েন না ১৪১১৬-১৭ ; ঐশ্বর্য্যজ্ঞানমিশ্রা রতি দ্বারকা-মথুরায় ২১২১১৬৬ ; ঐশ্বর্য্য দেখিলে ঐশ্বর্য্যজ্ঞানমিশ্রা রতির আশ্রয় ভক্তদের কৃষ্ণপ্রীতি সঙ্কোচিত হইয়া যায় ২১২১১৬৮-৭১ ; ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে ব্রজেন্দ্র-নন্দনকে পাওয়া যায় না ৩৭১২৩ ; ২৮১১৩৫ ; ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে বৈকুণ্ঠ-প্রাপ্তি হইতে পারে ১৩১১৫ ।

কৃষ্ণলীলা । দুই রকম—প্রকট ও অপ্রকট । প্রকটলীলাও নিত্য এবং প্রকটের অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেক খণ্ডলীলাও নিত্য ২২০১৩৫-১৭ ; জ্যোতিষচক্রের প্রমাণে প্রকট-লীলার নিত্যত্ব-খ্যাপন ২২০১৩১২-২২ ; অপ্রকট গোলোকে নিত্য অপ্রকট-লীলা ১৩৩৩ ; ২২০১৩৩১ ; কৃষ্ণের ইচ্ছাতে ব্রহ্মাণ্ডে লীলার প্রকটন ২২০১৩৩১ ।

কৃষ্ণলীলা-গৌরলীলা বর্ণনের অধিকারী ৩৫১১০০-১০৩ ; ৩৫১১২৩-২৫ ।

কৃষ্ণলোক । ত্রিবিধে স্থিতি—দ্বারকা, মথুরা ও গোকুল ১৫১১৩ ; ২২০১১৮৩ ; ২২১১৭৪ ; গোকুলের অপরাধের নাম—ব্রজলোক, গোলোক, শ্বেতদ্বীপ ও বৃন্দাবন ১৫১১৪ ; কৃষ্ণলোক সর্বগ, অনন্ত বিভূ ১৫১১৫ ; কৃষ্ণের ইচ্ছায় ব্রহ্মাণ্ডে প্রকাশ ১৫১১৬ ; একই স্বরূপ, দুই কায় নাই ১৫১১৬ ; প্রাকৃত চক্রেতে প্রপঞ্চের মত মনে হয় ; কিন্তু প্রেম-নেত্রে স্বরূপের দর্শন পাওয়া যায় ১৫১১৭-১৮ ; পরব্যোমের উপরে কৃষ্ণলোকের স্থিতি ১৫১১৩ ; ২২০১১৮২ ; ২২১১৬ ; কৃষ্ণলোকের তিনটা ধামের মধ্যে গোকুল বা গোলোকের স্থিতি সর্বোপরি ১৫১১৪ ; গোলোক শ্রীকৃষ্ণের অন্তঃপুরসদৃশ ২২১১৩৩ ; ইহা মধুরৈশ্বর্য্য-রূপাদি ভাণ্ডার, এই ধামেই রাসাদিলীলাসার ২২১১৩৪ ; গোলোকে পিতামাতা-বন্ধুবর্গের সহিত কৃষ্ণের নিত্যস্থিতি ১৩৩৩ ; ২২১১৩৩ ; ২২১১৭৪ ; হরিবংশে গোলোকের স্থিতি-সম্বন্ধীয় উক্তির বিচার ২২৩১৫৮ ।

কৃষ্ণ সমস্ত রসের বিষয় ও আশ্রয় ২৮১১১১ ।

কৃষ্ণ সমস্ত শাস্ত্রের প্রতিপাত্ত ২২০১১২৭-২৮ ; ২২২১২ ।

কৃষ্ণই সমস্তভূত ২২০১১১৫ ; ২২০১১২৭-২২১১২৫ ।

কৃষ্ণ সূর্য্যসম, মায়া অন্ধকার ; যেখানে কৃষ্ণ, সেখানে মায়া নাই ২২২১২১ ।

কৃষ্ণ স্বরূপ-বিগ্রহে কেবল দ্বিভূজ ১৫১২৩ ; ২২১১৮৩ ; গোপবশ নটবর ২২১১৮৩ ; তথাপি কিন্তু সর্বগ, অনন্ত বিভূ ১৫১১১ ; ১১৫১১৫ ।

কৃষ্ণ স্বরূপে ও শক্তিরূপে অবস্থান করেন ২১২১৫-৭।

কৃষ্ণাবতরণের প্রকার ১১৩৭৩-৭৪ ; মূখ্য কারণ ১১৪১৪ ; আনুষঙ্গ্য কারণ ১১৪১৬-৭ ; ভক্তের ইচ্ছায় অবতরণ ১১৩৯০ ; অবতার-কালে সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপের তাঁহাতে মিলন ১১৪১২-১১ ; অবতরণের সময় ১১৩৪৮-৮।

কৃষ্ণে গালি দেওয়ার নিমিত্ত উচ্চারিত নামও মূক্তির কারণ হয় ৩৫১১৪৬।

কৃষ্ণে সকল ভগবৎ-স্বরূপের অবস্থান ১১৪১২-১১ ; ১১৫১১১-১৫ ; ২১২১৪১।

কৃষ্ণের অংশবিভূতি আত্মান্তর্যামী, পরমাত্মা ১২১১২-১৩ ; ২১২০১৩৬।

কৃষ্ণের অজকান্তি ব্রহ্ম ১২১৮ ; ১২১১০ ; ২১২০১৩৫।

কৃষ্ণের অচিন্ত্য শক্তি ১১৭১১৭-২০ ; ১১৭১২২৬ ; ২১৬১৫৪ ; ২১২১৫৬।

কৃষ্ণের অনন্ত অবতার, অনন্ত স্বরূপ ২১২০১১৬-২১২০১৩৫ ; অনন্ত প্রকাশে মূর্তিভেদ নাই ২১২০১৪৪ ; এক বিগ্রহেই অনন্ত স্বরূপ ২১২১৪১ ; ২১২০১৩৭ ; ১১২০১৪৪।

কৃষ্ণের অনন্ত দিব্য সদ্গুণ ব্রহ্ম-শিবাদির, এমন কি কৃষ্ণেরও অনধিগম্য ২১২১৮-১০।

কৃষ্ণের উপপত্তি-ভাব প্রকটলীলাতে ১১৪১২৬।

কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যনিখিল প্রেমে বশ্যতা নাই ১১৪১১৬।

কৃষ্ণের কিশোর বয়সই ধর্ম্মী, বাল্যদৌগণ্ড তাহার ধর্ম্ম ১১৪১২ ; ২১২০১২৫ ; ২১২০১৩২-১৩।

কৃষ্ণের কৃপা ঐহিক প্রীতি হয়, গুরু-অন্তর্যামিরূপে তিনি তাঁহাকে শিক্ষা দেন ২১২১৩০।

কৃষ্ণের গুণ-মহিমা ২১২৪১২২-৪৩ ; ২১২৪১৪৫-৪৮ ; ২১২৪১৮১-৮৫ ; ২১২৪১২৩ ; ২১২৪১১০৮ ; ২১২৪১১১৪ ; ২১২৪১১৩১ ; ২১২৪১১৩৫।

কৃষ্ণের গোলোকে নিত্য বিহার ১১৩১৩ ; ২১২০১৩৩।

কৃষ্ণের চতুঃষষ্টি প্রধান গুণ ২১২৩৪৬ ; ২১২৩২৪-৩৮ শ্লো।

কৃষ্ণের চৈতন্যরূপে অবতার ১১৩২২-২৩ ; ১১৪১৮১ ; চৈতন্যরূপে অবতরণের হেতু ১১৩১১১-২১ ; মূখ্য হেতু ব্রজলীলার তিনটি অপূর্ণ বাসনার পূরণ ১১৪১২২-১৮০।

কৃষ্ণের ব্রজলীলার তিনটি অপূর্ণ বাসনা ১১১১৬ শ্লো ; ১১৪১২২-১৮০ ; বিচার ১১৪১২০-২২১।

কৃষ্ণের তিন প্রধানশক্তি ২১৮১১৬ ; ২১২০১০২-৩ ; কৃষ্ণের তিনটি প্রধান শক্তিই (অন্তরঙ্গ স্বরূপশক্তি, বহিরঙ্গ মায়াশক্তি এবং জীবশক্তি) প্রেমভক্তি করে ২১৬১৪৬ (‘‘শক্তি’’ দ্রষ্টব্য)।

কৃষ্ণের তদেকান্তরূপ ২১২০১৫২-২০৬ ; তদেকান্তরূপের বিবিধ বিভেদ ২১২০১৫৩-২০৬।

কৃষ্ণের ত্রিবিধ বিহার—ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান্ ১২১৭ ; ২১২৪২ ; ১২১৫৩।

কৃষ্ণের নরলীলাই সর্বোত্তম ২১২১৮৩।

কৃষ্ণের নাম-গুণ-লীলা-দেহ-স্বরূপ চিদানন্দ, প্রাকৃতেন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে ২১৭১১২২-৩০।

কৃষ্ণের পূর্ণতা, পূর্ণভরতা, পূর্ণতমতা ২১২০১৩২-৩৩

কৃষ্ণের প্রকট বিহারের সময়—সওয়াশত বৎসর ২১২০১২৬।

কৃষ্ণের প্রকাশরূপ ২১২০১৪০-৪৮ ; মূখ্য প্রকাশ ১১১৩৫-৩৭ (প্রকাশ দ্রষ্টব্য)।

কৃষ্ণের বিলাসরূপ ১১১৩৮ ; ২১২০১৫৬ ; পরব্যোমাধিপতি নারায়ণ কৃষ্ণের বিলাসরূপ ১২১৪৬ ; ২১২১৩১ ; (‘‘বিলাস’’ দ্রষ্টব্য)।

কৃষ্ণের বেগুধনি ও ভূষণধনি শ্রবণের জন্ত মহাপ্রভুর উৎকর্ষা ৩১৭১২৭।

কৃষ্ণের ব্রহ্মমোহন লীলার অচিন্ত্য ২১২১১১-২১।

কৃষ্ণের মধুর রূপ ২১২১৮৪-১২৩ ; আত্মচিন্তাকর্ষক ২১২১৮৬-৮৭ ; সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপের চিত্তাকর্ষক

২১২১৮৮; লক্ষ্মীগণের চিত্তাকর্ষক ২১২১৮৮; বাহুদেবের চিত্তাকর্ষক ২১২১৫০-৫১; মথুরা-নাগরীগণের চিত্তাকর্ষক ২১২১২৩-১০৩; স্থাবর-জঙ্গমাঙ্গি চিত্তাকর্ষক ২১২১২০।

কৃষ্ণের মাধুর্য্য ৩১৫১১৩-২২; অঙ্গগন্ধের মাধুর্য্য ৩১৫১২০; ৩১২১৮৬-২৩; অধরামৃতের মাধুর্য্য ৩১৫১২১; ৩১৬১০৩-৭; ৩১৬১১২-২৪; বচন-মাধুর্য্য ৩১৫১১৮; ৩১৭১৩৮-৪৫; স্পর্শ-মাধুর্য্য ৩১৫১১২; ৩১৫১৬৭; কৃষ্ণের মাধুর্য্য আশ্বাদনের উৎকর্ষায় বিধির নিন্দা ১৪১১৩০-৩৩; ২১২১১০৩; ২১২১১১১-১৩।

কৃষ্ণের মূল-নারায়ণত্ব স্থাপন ১১২১২৩-৪৭।

কৃষ্ণের রূপ-রসাদি পঞ্চগুণের আকর্ষকত্ব-থাপক মহাপ্রভুর প্রলাপ ৩১৫১১৩-২২।

কৃষ্ণের ষড়্‌বিধ অবতার ২১২০২১৩-১৪।

কৃষ্ণের স্বভাব ভক্তনিন্দা সহ্য করিতে পারেন না ৩৩২০০।

কৃষ্ণের স্বয়ং-ভাগবত-সম্বন্ধে বিচার ১১২১৫৩-৮২।

কৃষ্ণের স্বয়ংরূপ ২১২০১৩২; ২১২০১৪৮-৫১।

কৃষ্ণের স্বরূপ বিচার ২১২০১৩১-৩৩৪।

কৃষ্ণের স্বরূপে ষড়্‌বিধ বিলাস ১১২১৮০-৮১; এই ছয় রূপে অনন্ত বিভেদ ১১২১৮৩।

কেবল ব্রহ্মোপাসক ২১২৪১৭৬-৭৭।

কেবলা ও ঐশ্বর্য্য জ্ঞানমিশ্রা রতি ২১২১১৬৫-৭২; (কৃষ্ণ-রতি দ্রষ্টব্য)।

কৈতব ১১১৫০; ২১২৪১৭০; কৈতব-প্রধান ১১১৫১; ২১২৪১৭১।

কৈশোরে কৃষ্ণের নিত্যস্থিতি ২১২০৩১৮; কৈশোরের ধর্ম বাল্য ও পৌরগণ্ড ১৪১২২; ২১২০২১৫; ২১২০৩১২-১৩।

গ

গ

গ

গ

গদাধর পণ্ডিতের প্রতিজ্ঞা-কৃষ্ণ-সেবা-ভ্যাগ-প্রসঙ্গ ২১৬১২২২-৪৫।

গভ্রোদকশায়ী—পুরুষাবতার দ্রষ্টব্য।

গলৎকৃত্তী বাহুদেবের উদ্ধার-কাহিনী ২১৭১৩৩-৪৫।

গায়ত্রীর অর্থে শ্রীমদ্ভাগবতের আরম্ভ ২১২৫১০২।

গুঞ্জামালা। পণ্ডিত জগদানন্দের সঙ্গে বৃন্দাবন হইতে শ্রীপাদ সনাতনকর্তৃক প্রভুর জন্ম প্রেরিত ৩১৩০৬৬; অপর এক গুঞ্জামালা শঙ্করাচার্য্য সরস্বতী বৃন্দাবন হইতে আনিয়া প্রভুকে দিয়াছিলেন ৩৬২৮৩; প্রভু স্বর্ণের কালে এই গুঞ্জামালা গলায় পরিতেন; তিন বৎসর ধারণের পরে গোবর্দ্ধন-শিলার সঙ্গে প্রভু এই গুঞ্জামালা রঘুনাথদাস গোস্বামীকে দান করেন ৩৬২৮৪-৮৭; গুঞ্জামালা পাইয়া রঘুনাথ মনে করিলেন, গুঞ্জামালা দিয়া প্রভু তাঁহাকে রাধিকা-চরণেই অর্পণ করিলেন ৩৬৩০১ (“গোবর্দ্ধন-শিলা” দ্রষ্টব্য)।

গুণাবতার ১১১৩২; ১১১৩৪; ২১২০২১৪; ২১২০২৫৭-৬৮।

গুণ্ডিচা-মার্জ্জন-লীলা ২১২১৬২-১৪৭; গুণ্ডিচা-মার্জ্জন-লীলায় অদ্বৈত-তনয় গোপালের মূর্ছা ২১২১১৪০-৪৬ গুণ্ডিচামার্জ্জনাঙ্গে উজানে ভোজন-লীলা ২১২১১৫০-২০০।

গুরু-অন্তর্ধ্যামিরূপে কৃষ্ণ শিক্ষা দেন ২১২১৩০; গুরু-আজ্ঞা বলবান্ ২১০১১৪১।

গুরু-তত্ত্ব। দীক্ষাগুরু-তত্ত্ব ১১১২৬-২৭; শিক্ষাগুরুতত্ত্ব ১১১২৮; শিক্ষাগুরু দ্বিবিধ—অন্তর্ধ্যামী ও ভক্তপ্রার্থ ১১১২৮; অন্তর্ধ্যামী চৈতন্যগুরু ১১১২২; মহাস্ত-শিক্ষাগুরু ১১১২২।

গুঢ় ভাগবত-সিদ্ধান্ত ২১২০৫৭-৬০।

গৃহস্থ বিষয়ীর কর্তব্য সম্বন্ধে প্রভুর উপদেশ ২১৫১১০৪-১১; ২১৬১৬৮-৭৪।

গোকুল ও তাহার বিভিন্ন নাম ২১৫১৪-১৮ ; গোলোক দ্রষ্টব্য ।

গোপাল-দর্শন-সময়ে শ্রীরূপের সঙ্গী ২১৮১৪২-৪৭ ।

গোপীভক্ত। গোপীগণ শ্রীরাধার প্রকাশ ১৪১৬৪ ; রাধার কায়বাহ ১৪১৬৮ ; লীলার সহায়তার উদ্দেশ্যে শ্রীরাধার বহুরূপে প্রকাশ ১৪১৬৯ ; রাধারূপ-প্রেমকল্প-লতার-পল্লব-পুষ্প-পাতা সদৃশ ২১৮১৬৯ ; গোপীপ্রেম : অধিকৃতভাব ; বিস্তৃত নির্মল, কাম নহে ১৪১৬৯-৭৫ ; ২১৮১৬৭-৭৬ ; ২১৪১৫৪-৫৫ ; ৩৭১৩০-৩৪ ; ৩২০৫৩ ; গোপীভাবের স্বভাব—অগ্রহ মন যায় না ১১৭১২৭১-৮৪ (“সখীত্ব” দ্রষ্টব্য) ।

গোপীদ্বারা লক্ষ্মীর কৃষ্ণসঙ্গাস্বাদ ২১২১৪০ ।

গোপীনাথ-পট্টনায়কের উদ্ধার-কাহিনী ৩১১২-১৩৩ ; গোপীনাথ-পট্টনায়কের প্রতি প্রভুর উপদেশ ৩১১৩৪-৪২ ।

গোপীনাথচার্য্য কর্তৃক রাজা প্রতাপরুদ্রের নিকটে গোড়ীয় ভক্তদের পরিচয় দান ২১১১৬৩-৮৫ ।

গোপীনাথের ক্ষীর চুরির কাহিনী ২৪১১১১-১৪১ ।

গোপীমাধব-সম্বন্ধে স্বরূপদামোদরের বিবৃতি ২১৪১১৩৮-৮৯ ।

গোবধ-প্রসঙ্গ । কাজীর সঙ্গে গোবধ-সম্বন্ধে প্রভুর আলোচনা ১১৭১১৪৭-৫৬ ; কলিকালে গোবধ নিষিদ্ধ ১১৭১৫৭ ; গোবধের শাস্তি ১১৭১৫৮-৫৯ ।

গোবর্দ্ধনপতি গোপালদেবের প্রাকট্যের বিবরণ ২৪১২২-১০৩ ; গোপালের আদেশে মাধবেন্দ্রপুরী কর্তৃক চন্দন আনয়ন এবং গোপালের আদেশে রেণুগায় গোপীনাথের সঙ্গে চন্দন লেপন ২৪১১০৪-৬৭ ।

গোবর্দ্ধন শিলা । পণ্ডিত জগদানন্দের সঙ্গে শ্রীবৃন্দাবন হইতে শ্রীপাদ সনাতনকর্তৃক ভেটবস্তুরূপে মহাপ্রভুর নিকটে প্রেরিত ৩১৩৩৬ ; অপর এক শিলাবিগ্রহ বৃন্দাবন হইতে শঙ্করাচার্য্য সর্বস্বতী কর্তৃক আনীত এবং মহাপ্রভুকে প্রদত্ত হইয়াছিলেন ৩১২৮২-৮৩ ; এই শিলাকে প্রভু কৃষ্ণ-কলেবর মনে করিতেন, হৃদয়ে নেত্রে ধারণ করিতেন, নাসায় শিলার ঘ্রাণ লইতেন ৩১২৮৫-৮৬ ; তিন বৎসর প্রভু এই শিলার সেবা করিয়া রঘুনাথদাস গোস্বামীকে অর্পণ করেন ৩১২৮৭ ; প্রভুর আদেশে “কৃষ্ণের বিগ্রহ”—জানে রঘুনাথ এই শিলার সার্বিক পূজা করিতেন ৩১২৮৮-৯৯ ; রঘুনাথদাস মনে করিলেন—শিলা দিয়া প্রভু তাঁহাকে গোবর্দ্ধনে সমর্পণ করিলেন ৩১৩০০-১ (“গুণমালা” দ্রষ্টব্য) ।

গোবিন্দের সেবা-নিষ্ঠা-কাহিনী ৩১০৮০-৯৬ ।

গোলোক । কৃষ্ণলোকান্তর্গত, দ্বারকা-মথুরার উপরে অবস্থিত ১১৫১৩-১৪ ; নামান্তর—গোকুল, ব্রজলোক, শ্বেতদ্বীপ, বৃন্দাবন ১১৫১৪ ; গোলোক বৃন্দাবন ১১২১৩৬ ; গোলোকাখ্য গোকুল ২১২১৭৪ ; সর্বগ, অনন্ত, বিভূ ১১৫১৫ ; ২১২০৩০০ ; প্রকটলীলা-কালে কৃষ্ণের ইচ্ছায় ব্রজাণ্ডে প্রকাশ ১১৫১৬ ; ২১২০৩০০ ; মায়াতীত ২১২১৪০-৪১ ; ১১৫১৭-১৮ ; শ্রীকৃষ্ণের অন্তপুর সদৃশ ২১২১৩৩ ; গোলোকে সপরিবার ব্রজেন্দ্র-নন্দনের নিত্য বিহার ১৩৩ ; ২১২০৩৩১ ; ২১২১৩৩ ; গোলোক মধুরৈশ্বর্য্য-কৃপাদি-ভাণ্ডার ২১২১৩৪ ; এই ধামের পরিকরদের শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ে ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীনা কেবলারতি ২১৮১১৮-২০ ; ২১২১১৬৬ ।

গৌণ ভক্তিরস । হস্তাঙ্কুতাди ২১২১৬০-৬১ ।

গৌড়যাত্রায় প্রভুর সঙ্গী ২১৬১২৬-২৮ ।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের নীলাচলে ভোজন-প্রসঙ্গ ২১১১৮২-২৪ ।

গৌড়ীয় ভক্তদের নীলাচল-যাত্রা ; যাত্রার আয়োজন ২১০৭৩-৮৮ ; ৩১২১৬-৩১ ; নীলাচলে আগমন ও প্রভুর সহিত মিলন ২১১১৫২-১২৫ ; ৩১২১৪০-৫২ ।

গৌড়ীয় ভক্তদের সহিত জগন্নাথ-মন্দিরে প্রভুর বোচাকীর্তন ২।১।১২৭-২২১।

গৌর। বিভিন্ন নাম—গৌরকৃষ্ণ, গৌরচন্দ্র, গৌরধাম, গৌর ভগবান, গৌররায়, গৌরহরি, গৌরানন্দ, চৈতন্যকৃষ্ণ, প্রভু, বিশ্বম্ভর, মহাপ্রভু, শচীসুত, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, শ্রীচৈতন্য। ভক্ত। স্বয়ং ভগবান-ব্রজেন্দ্র-নন্দন কৃষ্ণ ১।১।২৪; ১।২।৬; ১।২।১৪; ১।২।২১-২২; ১।২।১০২; ১।৩।২২; ১।৪।৩৩; ১।৪।১৮১; ১।১৭।২৬৮; একলে ঈশ্বর ১।৫।১২২; রাধাভাবস্বলিত কৃষ্ণ ১।৪।৪৫; ১।৪।১৭২; ১।১৭।২৬৮-৭০; রাধাভাব-কান্তিযুক্ত কৃষ্ণ ২।৮।২০০; রাধাকৃষ্ণ-মিলিত স্বরূপ ১।৪।৪২-৫০; ১।৪।৮৬-৮৭; রসরাজ-মহাভাব দুইয়ে একরূপ ২।৮।২২০-৪১; রসের সদন ১।৪।১৮৩; রস-আশ্বাদক ১।৪।১৮৩; ২।৮।২৩২; সর্বাভার-লীলাকারী ১।৫।১১৬; ব্রজেন্দ্র-নন্দনকে স্বীয় কান্ত মনন ১।১৭।২৭০; জগ্ৰোধ-পরিমণ্ডল ১।৩।৩৩-৩৪; স্বয়ং ভগবানের গৌর-রূপের শাস্ত্রীয় প্রমাণঃ শ্রীমদভাগবত-প্রমাণ ১।৩।৬ শ্লো; ১।৩।১০ শ্লো; মহাভারত-প্রমাণ ১।৩।৮ শ্লো; উপপুরাণ-প্রমাণ ১।৩।১৫ শ্লো; ক্ষতি-প্রমাণ—ভূমিকার ২৮১ পৃষ্ঠায় (ঙ) অল্পচ্ছেদে উদ্ধৃত মুণ্ডকোপনিষদের বাক্য। অবতরণের সূচনা। দ্বাপর-লীলা অন্তর্ধানের পরে কৃষ্ণের বিচার; প্রেমভক্তিদান ও ভক্তের আদর্শ স্থাপনের এবং ভক্তভাব অঙ্গীকারের এবং স্বীয় পরিকরদের সহিত অবতরণের সঙ্কল্প ১।৩।১১-২১; কৃষ্ণাবতরণের উদ্দেশ্যে শ্রীঅদ্বৈতের আরাধনা ১।৩।৭৬-৮২; ১।৪।২২৫; ১।৬।৩০; ১।৬।৯২; ১।১৩।৬৮-৬৯; ৩।৩।২১০-১৩; এবং শ্রীহরিদাস-ঠাকুরের নাম-সঙ্কীর্তন ৩।৩।২১০-১৩; এই দুইজনের ভক্তিতে অবতীর্ণ ৩।৩।২১৩; ভক্তের ইচ্ছায় অবতরণ ১।৩।৮২-৯৩; অবতারের কারণ। ব্রজলীলার (রাধার প্রণয়-মহিমা কিরূপ, শ্রীকৃষ্ণের নিজের মাধুর্য্যই বা কিরূপ, সেই মাধুর্য্য আশ্বাদন করিয়া শ্রীরাধা যে স্থখ পায়েন, তাহাই বা কিরূপ ১।১।১৬ শ্লো, এই) তিনটি অপূর্ণ বাসনার পূরণ ১।৪।২০-২২৩; আবুদ্বা বা বহিরঙ্গ কারণ—নাম-প্রেম বিতরণ ১।১।৪ শ্লো, ১।৩।২১; ১।৪।৪-৫; ১।৪।৮২। অবতরণের প্রকারঃ প্রথমে স্বীয় নিত্যপরিকরভুক্ত গুরুবর্গের অবতারণ ১।৩।৭৩-৭৫; ১।১৩।৫১-৬০; অবতরণের সূচনায় জ্যোতির্ষয়-ধামরূপে পিতা-মাতারূপ নিত্য-পরিকর শচী-জগন্নাথের হৃদয়ে আবির্ভাব ১।১৩।৮৪-৮৫; হরিনাম জন্মাইয়া নিজের জন্ম-লীলা প্রকটন ১।১৩।১৮-১২; ১।১৩।২১-২৩। অবতরণের সময়ঃ কলির প্রথম সন্ধ্যা ১।৩।২২; চৌদশত ছয় শকের মাঘমাসে শচী-জগন্নাথের দেহে গৌরকৃষ্ণের প্রকাশ ১।১৩।৭৭; চৌদশত সাত শকের কান্তনী পূর্ণিমা তিথিতে সন্ধ্যা সময় জন্মলীলার প্রকটন ১।১৩।৮; ১।১৩।১৮; ১।১৩।৮২-২৩; ১।১৩।২২ শ্লো। লীলাঃ বাল্যলীলার বর্ণনা ১।১৪ পরিচ্ছেদে; বাল্য-লীলায় জ্ঞানযোগ-কথন ১।১৪।২৪-২৬; অতিথি-বিপ্রেের অন্নভোজন ১।১৪।৩৪; চোর কর্তৃক অগ্নিস্থানে নীত ১।১৪।৩৫; হিরণ্য-জগদীশের বিষ্ণুর্নবেণ্ড গ্রহণ ১।১৪।৩৬; প্রতিবেশীর গৃহে চৌর্য্যলীলা ১।১৪।৩৭-৩৯; মাতার ওলাহনে জ্রোধ-বশতঃ স্বীয় গৃহের জিনিসের অপচয় ১।১৪।৩৮-৪১ মৃদুহস্তে মাতার তাড়ন, মাতার মূর্ছা, মাতার স্বস্থতাসম্পাদনের জন্ত নারীগণের আদেশে নারিকেল আনয়ন ১।১৪।৪২-৪৪; গঙ্গাঘাটে কন্যাগণের সহিত কোন্দল ১।১৪।৪৫-৫৮; গঙ্গাঘাটে লক্ষ্মীদেবীর সহিত লীলা ১।১৪।৫২-৬৫; উচ্ছিষ্ট তাক্ত হাড়ীর উপর উপবেশন ও মাতার প্রতি ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ ১।১৪।৬৮-৭১; শূন্যপদে নৃপুরুষনি ১।১৪।৭২-৭৫; অদৃশ্যে দেবগণকর্তৃক স্তুতি ১।১৪।৭৬-৭৭; স্বপ্নে প্রভু সম্বন্ধে জগন্নাথ মিশ্রের তত্ত্বজ্ঞান-লাভ ১।১৪।৭৯-৮৮; হাতে খড়ি ১।১৪।৮০। পৌগণ্ডলীলার বর্ণনা ১।১৫ পরিচ্ছেদে; মুখ্য লীলা—অধ্যায়ন ১।১৫।২-৫; একাদশীব্রত-পালনের নিমিত্ত মাতার প্রতি উপদেশ ১।১৫।৬-৮; বিশ্বরূপের সম্মানে পিতামাতার হৃৎখে সাঙ্ঘনাদান ১।১৫।২-১৩; নৈবেদ্য-তাম্বুল ভোজনে অচেতন অবস্থা, অচেতন-অবস্থায় বিশ্বরূপকর্তৃক সম্মান গ্রহণের উপদেশ, প্রভুর অস্বীকৃতি জানাইয়া পিতামাতার সাঙ্ঘনা ১।১৫।১৪-২০; জগন্নাথমিশ্রের অন্তর্দ্বানে লৌকিক রীতিতে পিতৃক্রিয়া ১।১৫।২১-২২; লক্ষ্মীদেবীর সহিত বিবাহ ১।১৫।২৩-২৮। কৈশোর-লীলাঃ বর্ণনা ১।১৬ পরিচ্ছেদে; অধ্যাপনের আরম্ভ ১।১৬।২-৫; বঙ্গদেশে (পূর্ববঙ্গে) গমন ১।১৬।৬; বঙ্গদেশে নাম-সঙ্কীর্তন প্রচার এবং অধ্যাপন ১।১৬।৬-৭; তপন মিশ্রের নিকটে সাধ্যসাধন-তত্ত্ব-প্রকাশ এবং তাঁহার প্রতি নাম-সঙ্কীর্তনের উপদেশ ১।১৬।৮-১৩; তপন মিশ্রের প্রতি বারাগসী-গমনের আদেশ ১।১৬।১৪-১৬; বঙ্গের লোকের হিত-সাধন ১।১৬।১৭; নবদ্বীপে লক্ষ্মীদেবীর তিরোধান ১।১৬।১৮-১৯; প্রভুর নবদ্বীপে প্রত্যাভর্তন ও শচীমাতাকে সাঙ্ঘনাদান ১।১৬।২০-২১; পুনরায় অধ্যাপনারম্ভ

এবং বিদ্যোক্তা-প্রকাশ ১১৬২২; বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর সহিত বিবাহ ১১৬২৩; দিগ্‌বিজয়ীজয় ১১৬২৩-১০৩; **যৌবন লীলা**: বর্ণনা ১১৭ পরিচ্ছেদে; অধ্যাপন ও বিদ্যোক্তা-প্রকাশ ১১৭১৪; বায়ু-ব্যাধিচ্ছলে প্রেম-প্রকাশ এবং ভক্তগণের সহিত বিবিধ বিলাস ১১৭১৫; গয়াতে গমন ১১৭১৬; গয়াতে ঈশ্বরপুরীর নিকট দীক্ষা এবং প্রেম-প্রকাশ ১১৭১৬-৭; দেশে প্রত্যাবর্তন ও প্রেম-বিলাস ১১৭১৭; শচীমাতাকে প্রেমদান ১১৭১৮; অঈশ্বরের সহিত মিলন ও অঈশ্বরের নিকটে বিধ্বরূপ প্রকাশ ১১৭১৮; শ্রীবাস-কর্তৃক প্রভুর অভিষেক এবং প্রভুকর্তৃক ঈশ্বর্য্য প্রকাশ ১১৭১৯; নিত্যানন্দের সহিত মিলন এবং নিত্যানন্দের নিকট যড়ভুজরূপ প্রকাশ ১১৭১১০-১৩; নিত্যানন্দাবেশে মূলধারণ ১১৭১১৪; শচীর রামকৃষ্ণ দর্শন এবং জগাই-মাধাইয়ের উদ্ধার ১১৭১১৫; সপ্তপ্রহরিয়া ভাবাবেশ ১১৭১১৬; মুরারি-গৃহে বরাহ-ভাবের আবেশ ১১৭১১৭; শুক্লাধরের তণ্ডুল-ভক্ষণ ১১৭১১৮; হরেনাম-শ্লোকের অর্থ প্রকাশ এবং হরি-নাম-গ্রহণের রীতিসম্বন্ধে উপদেশ ১১৭১১৮-২২; শ্রীবাসের গৃহে একবৎসর রাত্রিতে কীর্তন ১১৭১৩০-৩২; গোপালের কুর্কম্ব, তাহার ফলে কুষ্ঠব্যাধি, প্রভুর নিকটে উদ্ধার প্রার্থনা, প্রভুর ক্রোধ ১১৭১৩২-৫০; সন্ন্যাসের পরে গোপাল-চাপালের প্রতি কৃপা ১১৭১৫১-৫৫; প্রভুর ব্রহ্মসাপ অঙ্গীকার ১১৭১৫৬-৬০; মুকুন্দ-দত্তের প্রতি দণ্ডপ্রসাদ ১১৭১৬১; অঈশ্বত আচার্য্যের আবজ্ঞান ১১৭১৬২-৬৪; মুরারিগুপ্তের ললাটে রামদাস-নাম লিখন ১১৭১৬৫; শ্রীধরের লৌহপাত্রে জলপান ১১৭১৬৬; ভক্তবৃন্দের প্রতি ইষ্টবর দান ১১৭১৬৬; হরিদাস-ঠাকুরের প্রতি প্রসাদ ১১৭১৬৭; অঈশ্বতচার্য্যস্থানে শচীমাতার অপরাধ-খণ্ডন-লীলা ১১৭১৬৭; ভক্তগণের নিকটে নাম-মহিমা-খ্যাপন-সময়ে জটনৈক পড়ুয়াকর্তৃক নামে অর্থবাদের কথা শুনিয়া সচলে গঙ্গাস্নান এবং ভক্তির মহিমা খ্যাপন ১১৭১৬৮-৭২; আশ্র-মহোৎসব ১১৭১৭৩-৮২; কীর্তনকালে মেঘ-নিবারণ ১১৭১৮৩; নৃসিংহের আবেশ ১১৭১৮৪-৯২; মহেশ্বরের আবেশ ১১৭১৯৩-৯৪; ভিক্ষুককে প্রেমদান ১১৭১৯৫-৯৬; সর্বজ্ঞ জ্যোতিষীর মুখে স্থায়ী তত্ত্ব প্রকাশ ১১৭১৯৭-১০৮; বলদেব-আবেশ ও যমুনাকর্ণ-লীলা ১১৭১১০৯-১১৪; নবদ্বীপে ঘরে ঘরে নামকীর্তন প্রবর্তন ১১৭১১১৫-১১৭; যবন কাজীর উৎপীড়নে লোক ভয় পাইলে অভয়দানপূর্বক পুনরায় ঘরে ঘরে কীর্তনের আদেশ ১১৭১১১৮-২৫; নগর-কীর্তন ও যবন কাজীর প্রতি প্রসাদ ১১৭১১২৬-২১৯; শ্রীবাসের মৃতপুত্রের মুখে জ্ঞানের কথা প্রকাশ ১১৭১২২০-২২; ভক্তদিগকে বরদান ১১৭১২২৩; নারায়ণকে উচ্ছিষ্টদান ১১৭১২২৩; শ্রীবাসের যবন-দরজীর প্রতি কৃপা ১১৭১২২৪-২৫; শ্রীবাসের নিকটে আবেশে বংশী-বাচ্ঞা এবং শ্রীবাসকর্তৃক বৃন্দাবন-লীলা বর্ণন ১১৭১২২৬-৩৩; চন্দ্রশেখর আচার্য্যের গৃহে কৃষ্ণলীলা প্রকাশ ১১৭১২৩৪-৩৫; ভক্তদিগকে প্রেমভক্তিদান ১১৭১২৩৫; এক ব্রাহ্মণী প্রভুর চরণ-স্পর্শ করিলে প্রভুর গঙ্গাতে পতন ১১৭১২৩৬-৩৯; গোপীভাবে “গোপী গোপী” নাম গ্রহণ; শুনিয়া এক পড়ুয়া কৃষ্ণনাম জপের উপদেশ দেওয়ায় তাহার প্রতি ক্রোধাদি ১১৭১২৪০-৫১; পঢ়ুয়া-নিন্দকাদির উদ্ধারের উপায়-চিন্তন এবং সন্ন্যাস-গ্রহণের সঙ্কল্প ১১৭১২৫২-৬০; কেশব-ভারতীর নবদ্বীপে আগমন এবং প্রভুকর্তৃক তাঁহার নিমন্ত্রণ ১১৭১২৬১-৬৩; ভারতীর নিকটে প্রভুর সংসার-মোচন প্রার্থনা এবং ভারতীর আশ্বাস দান ১১৭১১৬২-৬৪; কাটোয়াতে ভারতীর নিকটে সন্ন্যাস-গ্রহণ ১১৭১২৬৫; নিত্যানন্দ, চন্দ্রশেখর আচার্য্য এবং মুকুন্দ দত্তকর্তৃক সন্ন্যাসের অস্থায়িক কার্য্য নির্বাহ ১১৭১২৬৬; **মধ্যলীলা**: সন্ন্যাসান্তে বৃন্দাবন-গমনের আবেশে নিত্যানন্দ, চন্দ্রশেখর আচার্য্য এবং মুকুন্দ দত্তের সহিত রাত্রিশেষে তিন দিন ভ্রমণ, নিত্যানন্দের কোশলে গঙ্গাতীরে আগমন ১১৭১২৪-২৬; যমুনা-জ্ঞানে গঙ্গা স্নান ১১৭১২৪-২৬; অঈশ্বতচার্য্যের দর্শনে আবেশ ভঙ্গ, আচার্য্যের গৃহে গমন ও ভিক্ষা, ভিক্ষান্তে আচার্য্যকর্তৃক প্রভুর সেবা ১১৭১২৭-১০৪; শান্তিপুরবাসীদিগকে দর্শন দান ১১৭১১০৫-৮; সন্ধ্যাতে আচার্য্যগৃহে-কীর্তন-বিলাস ১১৭১১০২-৩২; পরদিন প্রভাতে নবদ্বীপবাসী ভক্তবৃন্দের সহিত শচীমাতার শান্তি-ঘরে আগমন, প্রভুর সহিত তাঁহার মিলন ১১৭১৩৪-৪৬; ভক্তবৃন্দের সহিত প্রভুর মিলন ১১৭১৪৮-৫৭; ভক্তদের সহিত রাত্রিতে কীর্তন-বিলাস ১১৭১৫৮-৬৪; নীলাচলে বাসের জন্ত শচীমাতার আদেশ ১১৭১১০৮-৮৪; ভক্তগণের প্রতি কৃষ্ণভক্তনের উপদেশ ১১৭১৮৭; ১১৭১২০৪; নীলাচল-গমনের উদ্দেশ্যে ভক্তগণের বিদায়-দান ১১৭১৮৬-৮৯; হরিদাস ঠাকুরের আশ্রি এবং তাঁহাকে নীলাচলে নেওয়ার আশ্বাস দান ১১৭১২০০-২৪; অঈশ্বতচার্য্যের আগ্রহে সেই দিন

নীলাচল যাত্রা স্থগিত, কয়েক দিন আচার্য্যগৃহে অবস্থান ২।৩।১২৫-২০২; দশদিন অবস্থানের পরে (২।৩।১৩৩) নীলাচল গমনের উদ্দেশ্যে কৃষ্ণভক্তের উপদেশ দিয়া ভক্তবৃন্দকে পুনরায় বিদায় দান ২।৩।২০৩-৮; নিত্যানন্দ, জগদানন্দ পণ্ডিত, দামোদর পণ্ডিত ও মুকুন্দ দত্তের সঙ্গে নীলাচল যাত্রা ২।৩।২০৬-১২; গঙ্গাতীর-পথে ছত্রভোগে আগমন ২।৩।২১৩; গমন-পথে প্রভুকর্তৃক গ্রামে অন্ন ভিক্ষা ২।৪।১০; পথিমধ্যে দানীদের প্রতি কৃপা ২।৪।১১; রেমুণাতে আগমন এবং ক্ষীর-চোরা গোপীনাথ ও মাধবেন্দ্র পুরীর বিবরণ কখন ২।৩।১১-২০১; রেমুণা ত্যাগ ২।৪।২০৬; যাজপুরে আগমন ২।৫।২; কটকে আগমন ২।৫।৪; নিত্যানন্দের মুখে সাক্ষীগোপাল-বিবরণ শ্রবণ ২।৫।৮-১৩২; ভুবনেশ্বরে আগমন ২।৫।১৩২; কমলপুরে আগমন এবং ভার্গী নদীতে স্নান ২।৫।১৪০; কপোতেশ্বর শিব দর্শন ২।৫।১৪১; নিত্যানন্দ প্রভুকর্তৃক মহাপ্রভুর দণ্ডভঙ্গ ২।৫।১৪১-৪২; প্রেমাবেশে নৃত্য করিতে করিতে আঠার নালায় আগমন ২।৫।১৪৩-৪৬; আঠার নালায় দণ্ডাহুসন্ধান, নিত্যানন্দ প্রদত্ত কৈকিয়ত ২।৫।১৪৭-৫০; দণ্ডভঙ্গে প্রভুর দুঃখ, সঙ্গীদের ত্যাগ করিয়া একাকী গমন ২।৫।১৫১-৫৫; জগন্নাথ-মন্দিরে একাকী আগমন এবং জগন্নাথ-দর্শনে প্রেমাবেশে মূচ্ছা, পড়িছাদের নির্ঘাতন হইতে সার্কর্ভৌমকর্তৃক রক্ষা ২।৬।২-৬; মূচ্ছিত প্রভুকে লোকদ্বারা বহন করাইয়া সার্কর্ভৌমকর্তৃক স্বগৃহে আনয়ন ২।৬।৬-৭; প্রভুর অবস্থা দেখিয়া সার্কর্ভৌমের চিন্তা এবং বিচার ২।৬।৮-১২; সার্কর্ভৌমের ভগিনীপতি গোপীনাথ আচার্য্যের সঙ্গে নিত্যানন্দাদির সার্কর্ভৌম গৃহে আগমন এবং প্রভুর অবস্থাদর্শনে দুঃখ-হর্ষ ২।৬।১৩-৩১; বেলা তৃতীয় প্রহরে প্রভুর বাহুমুষ্টি, সমুদ্রস্নান, সার্কর্ভৌম গৃহে ভিক্ষা ২।৬।৩৬-৪৫; সার্কর্ভৌমের সহিত মিলন ২।৬।৪৬-৬২; প্রভুর বাসা নির্ণয় ২।৬।৪৮-৬৫; সার্কর্ভৌমের মুখে বেদান্তের মায়াবাদ-ভাষ্য-শ্রবণ ২।৬।১১০-২১; মায়াবাদ ভাষ্যের বিচার ও দোষ প্রদর্শন ২।৬।১২২-৬৭; আত্মারাম-শ্লোকের অর্থ প্রকাশ ২।৬।১৬৮-৭২; সার্কর্ভৌমের উদ্ধার ২।৬।১৮০-২৪; সার্কর্ভৌমকে মহাপ্রসাদ দান, সার্কর্ভৌমকর্তৃক তৎক্ষণাৎ মহাপ্রসাদ ভোজন; দেখিয়া প্রভুর আনন্দ ২।৬।১২৬-২১২; সার্কর্ভৌমের প্রার্থনায় ভক্তি-সাধন-শ্রেষ্ঠের উপদেশ ২।৬।২১৬-২৩; সার্কর্ভৌমকর্তৃক রচিত প্রভুর মাহাত্ম্যবাক্যক শ্লোকদ্বয় সম্বলিত তাল পত্রের নষ্টীকরণ ২।৬।২২৬-২২; সার্কর্ভৌমকর্তৃক ভাগবত-শ্লোকের পাঠ পরিবর্তন সম্বন্ধে বিচার ২।৬।২৩৩-৪২; নীলাচল হইতে দক্ষিণ যাত্রার উদ্যোগ ২।৭।২-৫৫; দক্ষিণ যাত্রা ২।৭।৫৬; সঙ্গে কৃষ্ণদাস নামক ব্রাহ্মণ ২।৭।৩৩-৪০; গোদাবরীতীরে রায় রামানন্দের সঙ্গে মিলনের জন্ত সার্কর্ভৌমের প্রার্থনা ২।৭।৬০-৬৭; অলাল নাথে আগমন ২।৭।৭৪; আলালনাথ-বাসীদিগকে প্রেম দান ২।৭।৭৫-৮৭; আলালনাথ ত্যাগ ২।৭।৮২-২৩; পথে লোকদিগকে প্রেমদান, কৃষ্ণনামোপদেশ, পরস্পরাক্রমে সকলকে বৈষ্ণব করণ ২।৭।৯৪-১০৬; কুর্মস্থানে আগমন এবং দর্শনদানে সকলকে বৈষ্ণব করণ ২।৭।১১-১৭; কুর্ম নামক বিপ্রেের প্রতি কৃপা ২।৭।১১৮-২৬; কুর্মস্থান ত্যাগ ২।৭।১৩১; আবির্ভাবে গলিত কুষ্ঠী বাহুদেবের প্রতি কৃপা ২।৭।১৩৩-৪৬; জিয়ড়-নৃসিংহ-ক্ষেত্রে আগমন ২।৮।২-৬; জিয়ড় নৃসিংহ হইতে গোদাবরীতীরে আগমন, গোদাবরী দর্শনে যমুনা-স্মৃতি, প্রেমাবেশে গোদাবরীতীরস্থ বনে নৃত্যগীত, গোদাবরীতে স্নানান্তে তীরে বসিয়া নাম কীর্ত্তন ২।৮।৮-১১; রামানন্দ রায়ের সহিত মিলন ২।৮।১২-৫০; বিত্তানগরের এক বৈদিক বৈষ্ণব ব্রাহ্মণের গৃহে অবস্থান ২।৮।৪৫-৬; ২।৮।৫১; সন্ধ্যায় ব্রাহ্মণের গৃহে রামানন্দের সহিত মিলন ও সাঁধ্যসাধন তত্ত্বের আলোচনা ২।৮।৫২-১৮৬; রায়ের সঙ্গে ইষ্টগোষ্ঠী ২।৮।১৮২-২১২; নীলাচলে রামানন্দ রায়ের সঙ্গে একত্রে থাকার জন্ত প্রভুর ইচ্ছা প্রকাশ ২।৮।১২২-২৫; রামানন্দ রায়ের সংশয় ভঞ্জন এবং তাঁহরে নিকটে স্থায়ী স্বরূপ প্রকাশ ২।৮।২২০-৪২; রাজকার্য্য ছাড়িয়া নীলাচলে যাওয়ার জন্ত রামানন্দের প্রতি আদেশ ২।৮।২৪৭-৪২; বিত্তানগর ত্যাগ ২।৮।২৫১; দক্ষিণ দেশে নানা তীর্থে ভ্রমণ এবং লোকসকলকে প্রেম দান ২।৯।২-২২০; সিদ্ধিবটে রামজগী বিপ্রেের মুখে কৃষ্ণনাম প্রকাশ ২।৮।১৫-৩১; বৃদ্ধকানীতে অসংখ্য লোককে বৈষ্ণব করণ ২।৮।৩২-৩২; বৌদ্ধাচার্য্যগণের গর্কধওন, এবং প্রভুর মত গ্রহণ ২।৮।৪০-৫৭; শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে শ্রীবৈষ্ণব বেক্টভট্টের সহিত মিলন, তাঁহার গৃহে চাতুর্মাশকাল অবস্থান, বেক্ট ভট্টের গর্ক খওন এবং বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত প্রকাশ ২।৮।৭৩-১৪৮; শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে গীতাধ্যায়ী বিপ্রেের প্রতি কৃপা ২।৯।৮৭-১০১; ঋষভ-পর্বতে পরমানন্দপুরীর সহিত মিলন ২।৯।১৫১-৫২; শ্রীশৈলে ব্রাহ্মণবেশী শিব-দুর্গার সহিত মিলন ২।৯।১৫২-৬২; দক্ষিণ মথুরায় রামদাস বিপ্রেের সহিত

মিলন, সীতাহরণ-সম্বন্ধে ইষ্টগোষ্ঠী ২৯।১৬৩-৮২; রামেশ্বরে কৃষ্ণপুরাণ-শ্রবণ, রাবণকর্তৃক সীতাহরণ-বিবরণ অবগতি, নৃতন পত্র লিখাইয়া কৃষ্ণ-পুরাণের পুরাতন পত্র আনিয়া দক্ষিণ মথুরায় পুনরাগমন এবং রামদাস বিপ্রেয় হস্তে অর্পণ ২৯।১৮৫-২০১; ভট্টমারী হইতে স্বীয় সঙ্গী কৃষ্ণদাসের উদ্ধার ২৯।২০২-১৬; পয়স্বিনীতীরে আদিকেশব-মন্দিরে ব্রহ্মসংহিতা-প্রাপ্তি ২৯।২১৭-২৪; মাধ্বাচার্য্যস্থানে উড়ুপকৃষ্ণ দর্শন এবং তত্ত্ববাদী আচার্য্যদের সঙ্গে বিচার ২৯।২২৮-৫১; পাণ্ডুপুরে শ্রীরঙ্গপুরীর সহিত মিলন, বিশ্বরূপের সিদ্ধি-প্রাপ্তির কথা অবগতি ২৯।২৫৭-৭৪; কৃষ্ণবেধাতীরে কৃষ্ণকর্ণামৃত প্রাপ্তি ২৯।২৭৬-৮১; দণ্ডকারণে স্বয়ংমুখ পর্বতে সমুত্তাল বিমোচন ২৯।২৮৩-৮৫; বিজানগরে রামানন্দ রায়ের সঙ্গে পুনর্মিলন, রায়ের নিকটে তীর্থযাত্রা-কথা-প্রকাশ, পাঁচ-সাত দিন পর্য্যন্ত ইষ্টগোষ্ঠী, রামানন্দকর্তৃক নীলাচলে প্রভুর চরণে বাসের জন্ম রাজা প্রতাপরুদ্রের আদেশ-প্রাপ্তির কথা প্রকাশ ২৯।২৯০-৩০৭; বিজানগর হইতে আলালনাথে আগমন, সংবাদ জানাইবার জন্ম কৃষ্ণদাসকে নীলাচলে প্রেরণ ২৯।৩০৭-১০; নিত্যানন্দাদির আলালনাথে আগমন, তাঁহাদের সঙ্গে প্রভুর নীলাচলে গমন ২৯।৩১১-৩০; কান্ধিমিশ্রের প্রতি কৃপা, চতুর্ভূজরূপ প্রকাশ ২৯।৩৩০-৩১; কান্ধিমিশ্রের গৃহে বাসা অঙ্গীকার ২৯।২২-৩৫; পুরুষোত্তমবাসী ভক্তদের সহিত মিলন ২৯।৩৩৬-৬০; কালা কৃষ্ণদাসের ভট্টমারী গৃহে গমন-ব্যাপারের প্রকাশ ২৯।৩৬০-৬৪; পরমানন্দপুরী (২৯।৩৮২-৮৮), স্বরূপদামোদর (২৯।৩১০০-২৬), গোবিন্দ (২৯।৩১২৮-৪৫), ব্রহ্মানন্দভারতী (২৯।৩১৪৬-৭৬), রামভদ্রাচার্য্য ও ভগবান্ আচার্য্য (২৯।৩১৭৭), কান্ধিমিশ্র গোসাঞি (২৯।৩১৭৮-৭৯) প্রভৃতি ভক্তের নীলাচলে আগমন ও প্রভুর নিকটে অবস্থান ২৯।৩১৮০-৮১; সার্বভৌমকর্তৃক রাজা প্রতাপরুদ্রকে দর্শন দানের প্রস্তাব, প্রভুকর্তৃক প্রত্যাখ্যান ২৯।৩১২-১০; নীলাচলে রায়রামানন্দের সহিত মিলন, রামানন্দকর্তৃক কৌশলে প্রতাপরুদ্রের আভিষেক ২৯।৩১১-৩১; জগন্নাথের স্নানযাত্রা দর্শন, অনবসরে আলালনাথে গমন, গোড়ীয় ভক্তদের নীলাচলে আগমন-বার্তা-শ্রবণে প্রত্যাবর্তন ২৯।৩১৫১-৫৪; গোড়ীয়-ভক্তদের সহিত মিলন ২৯।৩১১১-২৫; হরিদাসের সহিত মিলন ২৯।৩১৭০-৮০; গোড়ীয় বৈষ্ণবদের ভোজন-লীলা ২৯।৩১৮২-২৪; জগন্নাথ-মন্দিরে বেঢ়াকীর্তন ২৯।৩১২৭-২২১; কীর্তন-কালে ঐশ্বর্য্য প্রকাশ ২৯।৩১২২-১৬; নিত্যানন্দের মুখে প্রতাপরুদ্রের উৎকর্ষা-প্রকাশ, রাজার সহিত মিলনে প্রভুর অসম্মতি, বহির্কাস দান ২৯।২৫-৩৪; রামানন্দকর্তৃক প্রতাপরুদ্রের মিলনোৎকর্ষা-জ্ঞাপন, মিলনবিষয়ে প্রভুর অনিচ্ছা, রাজপুত্রের সহিত মিলনের ইচ্ছা জ্ঞাপন ২৯।২৪০-৫৩; রামানন্দকর্তৃক প্রভুর সহিত রাজপুত্রের মিলন-সংঘটন ২৯।৩১৫৪-৬৫; গুণ্ডিচামার্জ্জন-লীলা ২৯।২৬২-১৪৭; গুণ্ডিচামার্জ্জনাশ্বে জলকেলি ও উপবনে প্রসাদ ভোজন ২৯।২১৪৮-২০০; জগন্নাথের নেত্রোৎসব-দর্শন ২৯।২১২০১-১৬; রথযাত্রাদর্শনে গমন, জগন্নাথের রথে আগমন-লীলা দর্শন ২৯।৩৩০-১৩; প্রতাপরুদ্রের হীনসেবা দর্শনে আনন্দ ২৯।৩১৪-১৭; রথের অগ্রভাগে সাত সম্প্রদায়ের কীর্তন ২৯।৩২৮-৬৮; উক্ত কীর্তনে ঐশ্বর্য্য প্রকাশ ২৯।৩৫১-৬১; প্রভুর নিজের কীর্তন ২৯।৩৬২; এবং ঐশ্বর্য্য প্রকাশ ২৯।৩৬৩-৬৭; জগন্নাথের গুণ্ডিচা-গমন-কালে সাত সম্প্রদায় একত্র করিয়া প্রভুর নিজের নৃত্য, জগন্নাথের স্তুতি ২৯।৩৭১-১০৬; স্বরূপের গানে প্রভুর নৃত্য ২৯।৩১০৭-১৫; কুরুক্ষেত্র-মিলনে শ্রীরাধার ভাবের আবেশে প্রভুর প্রলাপ-লীলা ২৯।৩১১৫-৭১; নৃত্যাবেশে প্রতাপরুদ্রের অগ্রে ভূমিতে পতনোত্ত, রাজার স্পর্শে আত্মধিকার, প্রতাপরুদ্রের ভয়, সার্বভৌমকর্তৃক অভয় দান ২৯।৩১৭২-৮০; মাধ্য রথ-ঠেলা ২৯।৩১৮১-৮২; বলগুণ্ডি-স্থানে রথ আসিলে গণসহ প্রভুর উচ্চানে গমন ও বিশ্রাম ২৯।৩১২০-২৬; উচ্চানে বৈষ্ণব-বেশী প্রতাপরুদ্রের প্রতি কৃপা ২৯।৩১৩-২০; উচ্চানে ভক্তগণের সহিত প্রসাদ ভোজন ২৯।৩১২১-৪৪; কান্ধালদিগকে প্রসাদ দান ২৯।৩১৪১-৪৪; বলগুণ্ডি-স্থান হইতে গুণ্ডিচাতে রথের আনয়ন ২৯।৩১৪৫-৫৬; গুণ্ডিচা-মন্দিরের অঙ্গনে নৃত্যকীর্তন ২৯।৩১৬১-৭২; ২৯।৩১২৩-২২; আইটোটাতে বিশ্রাম ২৯।৩১৬৩; ইন্দ্রহাস-সরোবরে জলকেলি ও শেষশায়ী-লীলা প্রকটন ২৯।৩১৭৩-৮২; নরেন্দ্র জলকেলি ২৯।৩১১০০; হোরাপঞ্চমী-লীলা দর্শন এবং স্বরূপের মুখে গোপীমানের কথা শ্রবণ ২৯।৩১১৪-৮২; স্বরূপ ও শ্রীবাসের প্রেমকোন্দল আবাদন ২৯।৩১২০-২১৭; কুলীনগ্রামীদের প্রতি পট্টডোয়ী-সেবার আদেশ ২৯।৩১২৩১-৩৮; মহাপ্রভু ও অর্ধৈতপ্রভুর পরস্পরের পূজা ২৯।৩১৬-১১; অর্ধৈত-গৃহে প্রভুর নিয়ন্ত্রণ

২১৫১১১-১২ ; অত্যাচ্ছ ভক্তগণকর্তৃক নিমন্ত্রণ ২১৫১১৩-১৬ ; কৃষ্ণজয়যাত্রায় প্রভুর গোপবেশ ও গোপলীলা ২১৫১১৭-৩২ ; বিজয়াদশমীতে লক্ষা-বিজয় লীলা ২১৫১৩৩-৩৬ ; নিত্যানন্দের সহিত নিভৃতে যুক্তি ২১৫১৩৮-৩৯ ; গুণকীর্তন-পূর্বক গোড়ীয় ভক্তদের বিদায় ২১৫১৪০-১৮০ ; গোড়ীয় ভক্তদের বিদায়-প্রসঙ্গে প্রতি বৎসর নীলাচলে আসিয়া গুণ্ডিচা দর্শনের আদেশ ২১৫১৪০-৪১ ; অদ্বৈত ও নিত্যানন্দের প্রতি আচণ্ডালাদিকে অনর্গল প্রেমভক্তি দানের আদেশ ২১৫১৪২-৪৫ ; মধ্যে মধ্যে অলক্ষিতে নিত্যানন্দের নৃত্য দর্শনের ইচ্ছা প্রকাশ ২১৫১৪৫ ; শ্রীবাসের গৃহে কীর্তনে নৃত্যের প্রতিশ্রুতি এবং শ্রীবাসের সঙ্গে মাতার জন্ম বস্ত্র প্রেরণ, মাতার চরণে দণ্ডবতাদি জ্ঞাপন, মাতৃগৃহে নিত্য ভোজনের বিবরণ ২১৫১৪৬-৬৮ ; রাঘব-পণ্ডিতের কৃষ্ণসেবায় প্রীতির মহিমা-থাপন ২১৫১৬৯-৯৩ ; বাহুদেব দত্তের বৈষয়িক ব্যাপার সমাধানের জন্ম এবং গোড়ীয় ভক্তদের পালন করিয়া প্রতিবর্ষে গুণ্ডিচা দর্শনের জন্ম আনয়ন করিবার নিমিত্ত শিবানন্দসেনের প্রতি আদেশ ২১৫১৯৪-৯৮ ; কুলীনগ্রামীদের প্রতি প্রীতির কথা ২১৫১৯৯-১০২ ; কুলীনগ্রামী রামানন্দ ও সত্যরাজ খানের প্রসঙ্গে গৃহস্থ বিষয়ীর ভজন বিয়য়ে উপদেশ এবং তৎপ্রসঙ্গে বৈষ্ণবের সাধারণ লক্ষণ এবং নাম-মহিমা প্রকাশ ২১৫১১০৩-১১১ ; খণ্ডবাসী ভক্তদের গুণকীর্তন ২১৫১১১২-৩২ ; সার্কভোম ও বিজ্ঞাবচম্পতির কর্তব্য-নির্দেশ ২১৫১১৩৩-৩৬ ; মুরারি গুপ্তের ভক্তিনিষ্ঠা-থাপন ২১৫১১৩৭-৫৭ ; বাহুদেব দত্তের গুণ, সমস্ত জীবের পাপ লইয়া, নরক ভোগ করিয়াও সকলের উদ্ধার-প্রার্থনা-থাপন ২১৫১১৫৮-৭৮ ; গোড়ীয় ভক্তদের দেশে প্রত্যাবর্তনের পরে যমেশ্বর-টোটাতে গদাধর-পণ্ডিতের বাসস্থান-নির্ধারণ ২১৫১১৮১ ; সার্কভোমগৃহে প্রভুর নিমন্ত্রণ, ভোজনবিলাস, অমোঘের উদ্ধার ২১৫১১৮৪-২২০ ; বর্ধাস্তরে নীলাচলে গোড়ীয় ভক্তদের সহিত মিলন ২১৬১১১-৪৬ ; পূর্ববৎ ভক্তদের সঙ্গে গুণ্ডিচামার্জন, রথোত্তরে নৃত্য-কীর্তনাদি এবং হোরা পঞ্চমী লীলা দর্শন ২১৬১৪৭-৫৩ ; আচার্য্য গোসাঞি ও শ্রীবাস পণ্ডিতাদির নিমন্ত্রণ ২১৬১৫৪-৫৭ ; চাতুর্মাস্ত্র অন্তে নিত্যানন্দের সঙ্গে পুনরায় নিভৃতে যুক্তি, অদ্বৈতাচার্য্যের তর্জায় প্রার্থনা ও তাহার অঙ্গীকার ২১৬১৫৮-৬১ ; প্রতি বর্ষে নীলাচলে না আসার জন্ম এবং গোড়ে থাকিয়া ভক্তি প্রচারের জন্ম নিত্যানন্দের প্রতি আদেশ ২১৬১৬২-৬৭ ; কুলীনগ্রামীদের প্রসঙ্গে পুনরায় গৃহস্থ বিষয়ীর কর্তব্য, প্রসঙ্গ ক্রমে বৈষ্ণবত্ব ও বৈষ্ণবত্বের লক্ষণ প্রকাশ ২১৬১৬৮-৭৪ ; গোড়ীয় ভক্তগণের বিদায় ২১৬১৭৫ ; গোড় হইয়া প্রভুর বৃন্দাবন যাওয়ার যুক্তি ২১৬১৮৬-৯২ ; (১৪৩৬ শকের) বিজয়াদশমীতে গোড়যাত্রা ২১৬১৯৩ ; কটকে প্রতাপরুদ্রের প্রতি কৃপা ২১৬১১০১-২০ ; কটকে গদাধর পণ্ডিতের প্রতি উপদেশ এবং প্রভুর সঙ্গ হইতে তাঁহাকে নিবর্তিত করণ ২১৬১২২-৪৭ ; কটক হইতে যাজপুর, রেমুণা হইয়া ওড়িশা সীমায় আগমন ২১৬১১৪৮-৫৪ ; যবন রাজার প্রতি অহুগ্রহ ২১৬১১৫৫-২৭ ; যবন রাজার সেবা অঙ্গীকার, তাঁহার প্রদত্ত নৌকায় পিছলদা হইয়া পাণিহাটীতে আগমন ২১৬১১৮৫-২০১ ; পাণিহাটী হইতে কুমারহট্ট, শিবানন্দের গৃহ, বাহুদেব দত্তের গৃহ, বিজ্ঞাবচম্পতির গৃহ, কুলিয়া, শান্তিপুর ও রামকেলি হইয়া কানাইর নাটশালায় আগমন এবং সনাতনের উপদেশ অল্পসারে বহু লোক সঙ্গে বৃন্দাবন যাওয়ার সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়া নীলাচলে প্রত্যাবর্তনের উদ্দেশ্যে কানাইর নাটশালা হইতে পুনরায় শান্তিপুরে অগমন ২১৬১২০২-১২ ; শান্তিপুরে রঘুনাথদাসের সহিত মিলন এবং তাঁহার প্রতি উপদেশ ২১৬১২১৪-৪২ ; শান্তিপুর হইতে নীলাচলে প্রত্যাবর্তন এবং নীলাচলের ভক্তদের নিকটে প্রত্যাবর্তনের কারণ বর্ণন ২১৬১২৪৩-৭৩ ; বৃন্দাবন যাওয়ার পরামর্শ ২১৬১২৭৪-৮২ ; ২১৭১২-১২ ; বলভদ্র ভট্টাচার্য্য সঙ্গে বৃন্দাবনযাত্রা, ঝারিখণ্ডে স্থাবর-জঙ্গমাদিকে প্রেমদান ২১৭১১২-৫১ ; বনপথের স্থানান্তর, বলভদ্র ভট্টাচার্য্যের প্রশংসা ২১৭১৫২-৭৭ ; কাশীতে আগমন এবং তপনমিশ্র, চন্দ্রশেখর, মহারাষ্ট্রী-বিপ্লবের সহিত মিলন ২১৭১৭৮-৯৭ ; এক বিপ্লবের প্রসঙ্গে মায়াবাদীর কৃষ্ণপরাধিষের হেতু-কথন ২১৭১১০১-৩৬ ; দিনদশেক (২১৭১৯৬) কাশীতে অবস্থান করিয়া প্রয়াগে গমন ২১৭১১৩৭-৪১ ; প্রয়াগে তিন দিন থাকিয়া, পথে কৃষ্ণনাম-প্রেম বিতরণ করিতে করিতে মথুরায় বিশ্রান্তিতীর্থে আগমন ২১৭১১৪২-৪৭ ; মাথুর-ব্রাহ্মণের সহিত মিলন, তাঁহার গৃহে ভিক্ষা ২১৭১১৪৮-৭৬ ; যমুনার চব্বিশঘাটে স্নান, দ্বাদশবন দর্শন এবং প্রেমাবেশ ২১৭১১৭৯-২১৬ ; আরিটগ্রামে রাধাকৃষ্ণের আবিষ্কার ও স্নানাদি ২১৮১২-১১ ; স্তম্ভনসরোবর, গোবর্দ্ধন, হরিদেব ও ব্রহ্মকুণ্ড দর্শন, সর্বত্র প্রেমাবেশ ২১৮১১২-১২ ; মনস-গঙ্গায়

এক গোবিন্দকৃষ্ণে স্নান ও গাঁঠুলিগ্রামে গোপাল দর্শন, প্রেমাবেশ ২১৮১২০-৩৫; প্রেমাবেশে কামাবন ও নন্দীশ্বর দর্শন, পাবনাদিকৃষ্ণে স্নান, নন্দীশ্বরে নন্দ-যশোদাও গোপালের শ্রীমুখি দর্শন, খদিরবন, শেষশায়ী, খেলাতীর্থ, ভাগীরবন, ভদ্রবন, শ্রীবন, লৌহবন, মহাবন, যমলার্জুন-ভদ্রস্থান ও গোবুল দর্শন করিয়া মথুরায় গমন ২১৮১৪২-৬৩; বৃন্দাবনে গমন, কালিয়হ্রদে স্নান, দ্বাদশাদিত্যটীলা, কেশীতীর্থ ও রাসস্থলী দর্শন, রাসস্থলীতে প্রেমাবেশ, সন্ধ্যাকালে মথুরায় অকুরতীর্থে প্রত্যাবর্তন ২১৮১৬৪-৬৭; প্রাতে বৃন্দাবনে গমন, চৌরঘাটে স্নান, তেঁতুলীতলায় নামকীর্তন, দর্শনার্থীদের নাম-সঙ্কীর্ণ উপদেশ ২১৮১৬৮-৭৪; কৃষ্ণদাস-রাজপুত্রের সহিত মিলন, তাঁহার প্রেমলাভ ও প্রভুসঙ্গে অবস্থান ২১৮১৭৫-৮৩; কালিয়দহে কৃষ্ণবিভাবের প্রসঙ্গে লোকের প্রতি উপদেশ, প্রভুকে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া লোক-সকলের অমূল্যব ২১৮১৮৪-১১৭; অকুরঘাটে প্রভুর দর্শনের এবং নিমন্ত্রণের জন্য লোকের সংঘট ২১৮১১৮-২৪; প্রভুর যমুনার বাস্পপ্রদান, বলভদ্র ভট্টাচার্য্যকর্তৃক উদ্ভোলন ২১৮১১২৫-২৮; লোকের সংঘট এবং নিমন্ত্রণের হাদ্যমায়, বিশেষতঃ প্রভুর নিরাপত্তার চিন্তায় অস্থির হইয়া প্রয়াগে যাওয়ার জন্য বলভদ্রের প্রার্থনা, প্রভুর সম্মতি ২১৮১১২২-৪৪; প্রয়াগযাত্রা, পথে গাবীগণ দর্শনে প্রেমাবেশে মূর্ছা, রেচ্ছপাঠানদের উদ্ধার ২১৮১১৪৫-২০৩; সোরোক্ষেত্রে গঙ্গাস্নান করিয়া গঙ্গাতীর-পথে প্রয়াগে আগমন, দশদিন অবস্থান ২১৮১২০৪-১২; প্রয়াগে শ্রীকৃষ্ণ ও অল্পম-বল্লভের সহিত মিলন ২১৮১৩৬-৫৬; বল্লভভট্টের সঙ্গে মিলন, ভট্টের গৃহে ভিক্ষা অঙ্গীকার, ভট্ট-গৃহে রঘুপতি উপাধ্যায়ের সহিত ইষ্টগোষ্ঠী ২১৮১৫৭-১০৩; শক্তিসঙ্কর করিয়া প্রয়াগে দশাশ্বমেধ-ঘাটে দশদিন পর্য্যন্ত জীবতত্ত্ব, সাধনভক্তি, প্রেমতত্ত্ব, রসতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শিক্ষা এবং বৃন্দাবন-গমনের জন্য শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আদেশ ২১৮১১০৪-২০০; প্রভুর বারাগসীতে আগমন এবং তপনমিশ্রাদির সহিত মিলন ২১৮১২০২-১২; কাশীতে সনাতনের সহিত মিলন ২১৮১৪৪-৭০; সনাতনের বৈরাগ্যে প্রভুর আনন্দ, সনাতনের ভোট কহল ছাড়ান ২১৮১৭১-৮৮; জীবতত্ত্ব, কৃষ্ণতত্ত্ব, ভক্তিতত্ত্ব, রসতত্ত্ব, সঙ্কর, অভিধেয় ও প্রয়োজন তদাদি বিষয়ে এবং ভাগবতের গূঢ়সিদ্ধান্ত বিষয়ে ছই মাস পর্য্যন্ত সনাতনের প্রতি প্রভুর শিক্ষা ২১৮১৮২-২১২৩-৬০; বৃন্দাবনে লুপ্ততীর্থ উদ্ধার, বৈষ্ণবাচার ও কৃষ্ণসেবা প্রচার এবং ভক্তিস্বতীশাস্ত্র প্রচারের জন্য সনাতনের প্রতি আদেশ ২১৮১৫৪-৫৫; সনাতনের প্রার্থনায় আত্মারাম-শ্লোকের একষষ্ঠি বাক্য অর্থের প্রকাশ ২১৮১৩০-২২৭; ভাগবতের স্বরূপ কখন, ভাগবত কৃষ্ণতুল্য ২১৮১২৩১-৩৩; সনাতনের প্রার্থনায় বৈষ্ণব-স্বতীর সূত্ররূপে দিগ্‌দর্শন দান ২১৮১২৩৬-৫৭; প্রকাশানন্দ-সরস্বতী-প্রমুখ কাশীবাসী সন্ন্যাসীদিগের উদ্ধার ১৭৭৪৭-১৪৩; ২১৮১৬-১১২; প্রকাশানন্দের নিকটে ভাগবতের ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য প্রতীপাদন ২১৮১৭৩-১১১; স্ববুদ্ধি রায়ের প্রতি প্রভুর রূপা ২১৮১১৪০-৫২; বারাগসী হইতে ঝাড়িখণ্ডের নিষ্কন বনপথে প্রভুর নীলাচলে প্রত্যাবর্তন ২১৮১১৭৪-২০; **অন্ত্যলীলা** : নীলাচলে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলন, শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধিত নাটকে কৃষ্ণকে ব্রহ্ম হইতে বাহির না করার আদেশ ৩১১৩৩-৬১; শ্রীকৃষ্ণকৃত “প্রিয়ঃ সোহয়ং কৃষ্ণঃ” শ্লোকের আশ্বাদন ৩১১৬৭-৮২; শ্রীকৃষ্ণকৃত নাটকের কতিপয় শ্লোকের আশ্বাদন ৩১১৮৪-১৪১; শ্রীকৃষ্ণের প্রতি রূপা ৩১১১৪২-৫৩; শক্তিসঙ্কর পূর্বক বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের কর্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ ৩১১১৬০-৬৪; সাক্ষাদর্শন, আবেশ ও আবির্ভাবে লোক-নিস্তার ৩১২৩১৪; নকুল ব্রহ্মচারীর দেহে আবেশ ৩১২১৫-৩১; শচীর মন্দিরে, নিত্যানন্দ-নর্তনে, শ্রীবাসকীর্তনে এবং রাঘব-ভবনে নিত্য আবির্ভাব ৩১২৩৩-৩৪; ৩১২৭৮-৮০; শিবানন্দের গৃহে আবির্ভাব ৩১২৩৫-৭৭; ভগবান আচার্য্য কর্তৃক তদীয় কনিষ্ঠ সহোদর গোপাল ভট্টাচার্য্যের প্রভুর সহিত মিলন-সংঘটন ৩১২৮৮-২০; ভগবান আচার্য্যের গৃহে নিমন্ত্রণ অঙ্গীকার, তত্পলক্ষ্যে লোক-শিক্ষার্থ ছোট হরিদাসের বর্জন, বৈরাগীর পক্ষে প্রকৃতি-সম্ভাবণের দোষ কখন, পরোক্ষে ছোট হরিদাসের প্রতি রূপা ৩১২১০০-৬৫; দামোদর-পণ্ডিতের বাক্যদণ্ড অঙ্গীকার, দামোদরের নিরপেক্ষতায় প্রভুর আনন্দ, তাঁহাকে নদীয়ায় প্রেরণ, মাতার প্রতি নমস্কার জ্ঞাপন, মাতার গৃহে ভোজনের বিবরণ ৩১২২-৪১; হরিদাস-ঠাকুরের সঙ্গে যবন ও স্বাবর-জঙ্গমাদির উদ্ধার-বিষয়ে ইষ্টগোষ্ঠী ৩১২৪৮-৮৪; ভক্তগণের নিকটে হরিদাসের গুণকীর্তন ৩১২৮৫-৮৬; নীলাচলে সনাতনের সহিত মিলন, সনাতনের মুখে অল্পম-বল্লভের ভক্তিনিষ্ঠার কথা শ্রবণ, প্রভুকর্তৃক মুরারিগুপ্তের ভক্তিনিষ্ঠার উল্লেখ ৩১২৪২-৪২; সনাতনের দেহত্যাগের সঙ্কল্প ত্যাগ করান, ভজনের মাহাত্ম্য-খ্যাপন, শ্রেষ্ঠ-ভজনের কথা

প্রকাশ ৩৪৫৩-৬৭; সনাতনের দ্বারা প্রভু কি কি কাজ করাইতে চাহেন, তাহার উল্লেখ, সনাতনের দেহ যে প্রভুর নিজধন, তাহার উল্লেখ ৩৪৬৮-৮৬; জ্যৈষ্ঠমাসের রৌদ্রে প্রভুকর্তৃক সনাতনের পরীক্ষা ৩৪১১০-২২; সনাতনের প্রতি জগদানন্দ পণ্ডিতের উপদেশের কথা শুনিয়া জগদানন্দের প্রতি রোষ, সনাতনের গুণ-কখন, সনাতনের প্রতি প্রভুর মনোভাব প্রকাশ, সনাতনের প্রতি রূপা ৩৪১৩০-২২; প্রহ্লাদমিশ্রের কৃষ্ণকথা-শ্রবণের ইচ্ছা হইলে তাঁহাকে রামানন্দরায়ের নিকট প্রেরণ, রামানন্দের মহিমা-কীর্তন ৩৫৩-৭২; অন্তরে কৃষ্ণবিয়োগ-দুঃখ, স্বরূপ-রামানন্দের গীত-শ্লোকে কিঞ্চিৎ সাস্থনা লাভ ৩৬৩-১০; পানিহাটিতে রঘুনাথদাসের দণ্ড-মহোৎসবে আবির্ভাবে প্রভুর উপস্থিতি এবং চিড়া ভোজন ৩৬৭৬-৮৪; রাত্রিতে রাঘবের গৃহে আবির্ভাবে ভোজন ৩৬১০৭-১৬; নীলাচলে প্রভুর সহিত রঘুনাথের মিলন, স্বরূপের হস্তে তাঁহাকে সমর্পণ, রঘুনাথের সম্ভরণের জন্ম গোবিন্দের প্রতি আদেশ ৩৬১৫৩-২১০; রঘুনাথের বৈরাগ্য-দর্শনে প্রভুর আনন্দ, তাঁহার প্রতি ভজনাঙ্গের উপদেশ পুনরায় স্বরূপের হস্তে সমর্পণ ৩৬২১১-৩৮; রঘুনাথের নিমন্ত্রণ অঙ্গীকার ৩৬২৬৪-৬৬; দুই বৎসর পরে রঘুনাথ নিমন্ত্রণ বন্ধ করেন, কারণ জানিয়া প্রভুর আনন্দ ৩৬২৬৬-৭৫; রঘুনাথের অধিকতর বৈরাগ্যের কথা জানিয়া প্রভুর প্রশংসা, তাঁহাকে গোবর্দ্ধন-শিলা ও গুঞ্জামালা দান ৩৬২৭৬-২২; রঘুনাথের অদ্ভুত বৈরাগ্য দর্শনে প্রভুর আনন্দাতিশয্য ৩৬৩০৮-১৮; নীলাচলে বল্লভভট্টের সহিত মিলন, ভট্টের চিত্তে অভিমান আছে জানিয়া তাঁহার নিকটে প্রভুকর্তৃক স্থায় পরিকর-ভুক্ত ভক্তদের গুণকীর্তন ৩৭১৩-৪৪; ভট্টকর্তৃক গণসহ প্রভুর নিমন্ত্রণ ৩৭১৪৫-৫৬; রথযাত্রা-কালে ভক্তদের সহিত পূর্ববৎ নৃত্যকীর্তনাদি ৩৭১৫৭-৬৪; ভট্টকৃত শ্রীমদ্ভাগবত-টীকা, কৃষ্ণনামের অর্থাদির প্রতি প্রভুর উপেক্ষা ৩৭১৬৫-৭২; ৩৭১৮৪-৯৩; ৩৭১৯৬-১০০; বল্লভভট্টের গর্ষ দূরীকরণ ও তাঁহার প্রতি রূপা ৩৭১১০৪-২৫; নীলাচলে রামচন্দ্রপুরীর সহিত মিলন ৩৮৬-২; রামচন্দ্রপুরীর ভয়ে প্রভুর ভিক্ষা-সঙ্কোচন ৩৮৩৮-৮৮; গোপীনাথ-পট্টনায়কের উদ্ধার ৩৯১২-১৪২; বর্ষান্তরে গোড়ীয় ভক্তদের সহিত মিলন এবং তাঁহাদের সহিত নরেন্দ্র-সরোবরে প্রভুর জলকেলি ৩১০৩২-৪৮; জগন্নাথ-মন্দিরে বেঢ়া-কীর্তন ৩১০৫৫-৭৭; প্রভুর অঙ্গসেবক গোবিন্দের সেবা-নিষ্ঠা প্রকটন ৩১০৮০-৯৬; গোড়ীয়-ভক্তদের সহিত পূর্ববৎ গুণ্ডিচা-মার্জনা হইতে কৃষ্ণজন্মযাত্রা-দর্শন ৩১০১১০০-১০৩ ভক্তদত্ত দ্রব্যাদান ৩১০১০৪-২২; ভক্তকৃত নিমন্ত্রণে ভিক্ষা ৩১০১৩১-৫২; হরিদাস-ঠাকুরের নির্যাস প্রার্থনার অঙ্গীকার, নির্যাস-কালে ভক্তবৃন্দের সহিত তদীয় অঙ্গনে নৃত্যকীর্তনাদি, তাঁহার পরিত্যক্তদেহের বালুদান, তিরোভাব-মহোৎসবের অলুষ্ঠানাদি ৩১১১৫-১০৪; নিরন্তর কৃষ্ণবিয়োগ-দশার স্মৃতি ৩১২১৩-৫; শিবানন্দসেনের ভাগিনেয় শ্রীকান্তের সহিত মিলন ৩১২১৩৩-৪০; বর্ষান্তরে গোড়ীয় ভক্তদের সহিত মিলন ৩১২১৪০-৫২; পরমানন্দদাসের (কবিকর্ণপুরের) আবির্ভাব-সম্বন্ধে সেন শিবানন্দের নিকটে প্রভুর ইঙ্গিত ৩১২১৪৫-৪৮; গোড়ীয় ভক্তদের সহিত চাতুর্মাশ্ত্রের শেষ পর্য্যন্ত নানা লীলা এবং চাতুর্মাশ্ত্রান্তে তাঁহাদের বিদায় ৩১২১৬০-৮৪; জগদানন্দকর্তৃক প্রভুর জন্ম আনীত চন্দনাদি তৈল গ্রহণে আপত্তি, জগদানন্দকর্তৃক তৈলভাণ্ড-ভঙ্গ ও রোষ, প্রভুকর্তৃক তাঁহার সাস্থনা বিধান ৩১২১১০১-৫০; জগদানন্দকৃত তুলীগাণ্ড-প্রত্যাখ্যান, স্বরূপকৃত ওড়ন-পাড়নের অঙ্গীকার ৩১৩১৪-১২; জগদানন্দের বৃন্দাবন-যাত্রায় অলুমতি ও তাঁহার প্রতি উপদেশ ৩১৩২০-৪০; বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবৃত্ত জগদানন্দের সহিত মিলন এবং তাঁহার সঙ্গে সনাতন-প্রেরিত ভেট-বস্তুর অঙ্গীকার ৩১৩৭০-৭৬; যমেশ্বরটোটার পথে দেবদাসীর গীত-শ্রবণে প্রভুর বৈকল্য ৩১৩৭৭-৮৭; নীলাচলে রঘুনাথভট্টের সহিত মিলন, নীলাচলে তাঁহার আটমাস-স্থিতিকালে মধ্যে মধ্যে তাঁহার নিমন্ত্রণ অঙ্গীকার ৩১৩৮৮-১০৭; রামদাস বিশ্বাসের সহিত মিলন ৩১৩১০৮-১০; রঘুনাথভট্টের-বিদায়-কালে তাঁহার প্রতি উপদেশ ৩১৩১১১-১৪; রঘুনাথভট্টের সহিত পুনরায় নীলাচলে মিলন, উপদেশদান পূর্বক তাঁহাকে বৃন্দাবনে প্রেরণ ৩১৩১১৬-২৪; স্বপ্নে রাসলীলা দর্শন, সেইভাবে আবেশে জগন্নাথ-দর্শনে গমন, এক উড়িয়া-স্ত্রীলোকের আর্ত্তির-প্রশংসা, কুরুক্ষেত্র-মিলনে শ্রীরাধার ভাবে আবেশ ৩১৪১৫-৩৩; গম্ভীরায় প্রত্যাবর্তনের পরেও আবেশ অক্ষুণ্ণ, রাত্রিতে প্রলাপে স্বরূপ-রামানন্দের নিকটে মনের ভাবের প্রকাশ ৩১৪১৬-৪২; ভাবাবেশে প্রভুর দীর্ঘাকৃতি-ধারণ-

লীলা ৩।১৪।৫৩-৭৩; চটকপর্কিত-দর্শনে গোবর্দ্ধন-শৈল-জ্ঞানে আবেশ ৩।১৪।৭২-১১০; জগন্নাথ-দর্শনে জগন্নাথকে সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন-জ্ঞানে শ্রীকৃষ্ণের পঞ্চগুণে প্রভুর পঞ্চেন্দ্রিয়ের আকর্ষণ-জনিত বিকলতা ও প্রলাপ ৩।১৫।৬-২৫; সমুদ্রতীর-পথে পুষ্পোত্তান দর্শনে বৃন্দাবন-ভ্রমে তাহাতে প্রবেশ এবং শারদীয় মহারাসে শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্দ্বানব পরে কৃষ্ণাশ্বেষণরতা পোপীদের ভাবের আবেশে প্রলাপ ৩।১৫।২৬-৪৭; কদম্ব-মূলে শ্রীকৃষ্ণ দর্শনে মূচ্ছা, স্বরূপাদির চেষ্টায় অর্দ্ধবাহ্যের উদয় এবং শ্রীকৃষ্ণের দর্শন-লোভে প্রলাপ ৩।১৫।৪৮-৮০; বৈষ্ণবোচ্ছিষ্ট-নিষ্ঠ কালিদাসের প্রতি কৃপা ৩।১৬।৩৬-৪৬; ৩।১৬।৪২-৫২; শিবানন্দসেনের কনিষ্ঠ-পুত্র পুরীদাসের মিলন, তাহাকে কৃষ্ণনামোপদেশ এবং তাহার মুখে শ্লোকপ্রকাশ ৩।১৬।৬০-৭০; সিংহদ্বারের দলইর প্রতি কৃপা, জগন্নাথে মূবলীবদন দর্শন ৩।১৬।৭৪-৮০; ফেনালবের আশ্বাদন ও মহিমা বর্ণন ৩।১৬।৮১-১০৮; কৃষ্ণাধরামৃত-লুকা রাধার ভাবে প্রলাপ ৩।১৬।১০২-১৩২; প্রভুর কৃষ্ণাকৃতি-ধারণ-লীলা এবং গোপীভাবের আবেশে প্রলাপ ৩।১৬।৭-৫৮; রাসলীলার ভাবে আবেশ ৩।১৮।৩-৮; রাসান্তে জনকেলি-লীলার ভাবে আবিষ্ট প্রভুর সমুদ্রে পতন এবং দীর্ঘাকৃতি-ধারণ, এক জালিয়া কর্তৃক মুচ্ছিতাবস্থায় উত্তোলন, স্বরূপাদির চেষ্টায় অর্দ্ধবাহ্য ৩।১৮।২৩-৭৩; অর্দ্ধবাহ্যাবস্থায় প্রলাপে জনকেলি-লীলার বর্ণনা ৩।১৮।৭৬-১১৫; মাতৃভক্তি প্রদর্শন ও জগদানন্দকে নদীয়ায়-প্রেরণ ৩।১৯।৪-১৪; জগদানন্দের সঙ্গের প্রেরিত অদ্বৈতাচার্যের তর্জনা-প্রাপ্তিতে-কৃষ্ণ বিচ্ছেদ-দশার-আধিক্য ৩।১৯।১৮-২২; কৃষ্ণবিচ্ছেদান্তিতে প্রলাপ ৩।১৯।৩০-৫৩; কৃষ্ণবিরহ-ব্যাকুলতার ভিত্তিতে মুখ-সংসর্গ ৩।১৯।৫৪-৬১; স্বরূপাদি কর্তৃক শব্দ-পণ্ডিতের প্রভুর সঙ্গে শয়নের ব্যবস্থা, প্রভুকর্তৃক তাহার অঙ্গীকার ৩।১৯।৬২-৭০; বৈশাখের পৌর্ণমাসী রজনীতে জগন্নাথ-বল্লভোত্তানে প্রবেশ, বসন্ত-রাস-লীলার ভাবে আবেশ, অশোকতলে শ্রীকৃষ্ণ-দর্শন, ও শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্দ্বান, কিন্তু তাহার অঙ্গগন্ধের অহুভব ৩।১৯।৭২-৮৪; কৃষ্ণাঙ্গগন্ধ-লুকা-শ্রীরাধার ভাবাবেশে প্রলাপ ৩।১৯।৮৫-৯৪; ভাবাবেশে স্বরচিত শিক্ষাষ্টকের আশ্বাদন, নামসঙ্কীর্ণন-মাহাত্ম্য-খ্যাপন, রাধাপ্রেমের বৈশিষ্ট্য-বর্ণন ৩।২০।৭-৫১; প্রভুর অন্তর্দ্বান লীলা, ১৪৫৫ শকে ১।১৩।৮।

গৌর-অবতারের হেতু। মুখ্য হেতু—ব্রজলীলার তিনটি অপূর্ণ-বাসনার পূরণ, স্বমার্ধ্য আশ্বাদন ১।৪।২০-২২৩; আত্মসঙ্গ বা বহিঃসঙ্গ কারণ—নাম-প্রেম-বিতরণ ১।১।৪ শ্লো; ১।৩।২১; ১।৪।৪-৫; ১।৪।৮২।

গৌরকর্তৃক প্রেমদান। এক ভিক্ষুককে ১।১৭।২৫-৬; সর্বজ্ঞ জ্যোতিষীকে ১।১৭।১০৮; যবন-দরঙ্গীকে ১।১৭।২২৪-২৫; নবদ্বীপের ভক্তগণকে ১।১০।২৩৫; সার্কভৌমকে ২।৬।১৮৭-৮৮; আলালনাথে ২।৭।৭৬-৭৯; ২।৭।৮৬-৮৭; দক্ষিণ-গমন-পথে সকলকে ২।৭।২৪-১০৬; ২।৭।১১৩-১৫; ২।৭।১১৮-৩০; ২।৭।১৩৩-৪৫; ২।৮।৮; ২।৮।২০-৩২; ২।৮।২৫২; ২।৮।৬-৯; ২।১২।৬০-৬৪ (রাজপুত্রকে); ২।১৫।২৭২-৭৩ (অমোঘকে); ২।১৬।১১২ (রাজমহিষীদিগকে); যবনরাজকে ২।১৬।১৭৬-৮৫; ঝারিখণ্ডের স্বাবর-জঙ্গমাদিকে ২।১৭।২৪-৪৩; ঝারিখণ্ডবাসী ভিন্নপ্রায় লোকদিগকে ২।১৭।৪৪-৫১; প্রয়াগে ২।১৭।১৪২-৪৪; মাথুর-ব্রাহ্মণকে ২।১৭।১৪২-৫০; কৃষ্ণদাস রাজপুতকে ২।১৮।৭৭-৮১; বৃন্দাবনে ২।১৮।১১৭; অকুরঘাটে ২।১৮।১১৮; স্নেহপাঠানদিগকে ২।১৮।১২৪-২৬; প্রকাশানন্দ প্রমুখ সন্ন্যাসীদিগকে ২।২৫।৫৭-৫৯; প্রতাপকৃত্তকে ২।১২।৬৪; ২।১৪।১০-১৬; ২।১৬।১০২-৬; দৃষ্টিদ্বারা প্রেমদান ১।৩।৪২; প্রভুর দর্শনে প্রেমপ্রাপ্তি ২।৩।১০-১১; ২।৭।২২-১০১; ২।৭।১১৩-১৫; ২।৮।৬-১২; ২।৮।৩৫; ২।১৬।১১২-২০; ২।১৬।১৬৩-৬৬; ২।১৬।১৭৭; ২।১৮।১১১-১৩; ২।১৮।৭৭-৮১; ২।১৮।২০২-১১; ২।১৯।৪৬; ২।২৫।৫৭-৫৯; ৩।৭।১১; ৩।৮।৬-১১; দর্শন-প্রভাবে কৃষ্ণনাম-স্মরণ ২।৮।৩৮-৩৯; ২।৮।২৪-২৫; ২।১৬।১১২; ২।১৭।১২৪; দর্শন-শ্রবণ-প্রভাবে প্রেমপ্রাপ্তি ২।১৬।১৭৩; ২।১৭।৪৮; গৌরের নাম-শ্রবণে প্রেমপ্রাপ্তি ২।১৮।১১৪; স্পর্শে প্রেমপ্রাপ্তি ২।১২।৬০-৬১।

গৌরকর্তৃক হরিনাম-প্রচার। বাল্যে ১।১৩।২০-২২; যৌবনে ১।১৩।২৫; কৈশোরে কীর্ত্তনরস্তু ১।১৩।২২; সন্ন্যাসের পরে সর্বত্র; সর্বপ্রথম সঙ্কীর্ণন-প্রচার পূর্ববঙ্গে ১।১৬।১৭।

গৌরলীলা কৃষ্ণলীলামৃতসার-শতধারার উৎস ২।২৫।২২৩।

গৌরলীলা-কৃষ্ণলীলার যুগপৎ ভজনীয়তা ২২৫১২৩-৩১।

গৌরলীলা-কৃষ্ণলীলার সম্মিলনে মাধুর্য-প্রাচুর্য ২২৫১২৩-২৮।

গৌরলীলাবত্বের সূচনা। ব্রজলীলা অন্তর্ধানের পরে শ্রীকৃষ্ণের বিচার এবং প্রেমভক্তিদান ও ভজনাদর্শ-স্থাপনের সঙ্কল্প ১৩১১-২১; শ্রীকৃষ্ণের ভক্তভাব অঙ্গীকারের এবং স্বীয় পরিকরবর্গের সহিত অবতরণের সঙ্কল্প ১৩১৮-২১; কৃষ্ণাবতারের জগৎ অধ্বৈতের আরাধনা ১৩১৭৬-৮২; ১৪১২২৫; ১৩১৩০; ১৩১৩২; ১৩১৩৬৮-২; ৩৩২১০-১৩; এবং হরিদাসঠাকুরের নাম-কীর্তন ৩৩২১০-১৩; প্রথমে স্বীয় পরিকরভুক্ত গুরুবর্গের অবতারণ ১৩১৭৩-৭৫; ১৩১৩৫১-৬০; জ্যোতির্ময়ধামরূপে শচী-জগন্নাথের হৃদয়ে আবির্ভাব ১৩১৩৮৮-৮৫; হরিনাম জন্মাইয়া স্বীয় জন্মলীলা প্রকটন ১৩১৩১৮-১২; ১৩১৩২১-২৩।

গৌরলীলার মহিমা। ১১২১২২; ১১১৭২২৭; ১১১৭২২২; ১১১৭৩২১; ২২১৭২; ২২১৭৬; ২১৭১৪৮; ২১৮২৫৫-৬১; ২১৪১২৪১; ২১৫১২২১-২৫; ২১৬১২৮; ২১৮২১৫-১৮; ২১২১২১৪; ২২৩১৬৮; ২২৫১২২০-২২; ৩১১১৬৬; ৩২১১৬৫; ৩২১১৬৮-৬৯; ৩৩২৫৪-৫৫; ৩৪১২২২; ৩৫১৮৫-৮৬; ৩৫১১৫৩-৫৪; ৩৭১১৫৬; ৩৮১২৪-২৫; ৩৯১১৫০; ৩১০১৫৭-৫৮; ৩১১১০৫-৬; ৩১৩১৩৭; ৩১৪১১৫; ৩১৬১৪১; ৩১৮১১১৭; ৩১৯১২২-১০৪; ৩২০১৪২-৪৩।

গৌরলীলারূপ সর্বোপরে ভক্তি-সিদ্ধান্তরূপ প্রফুল্লপদ্ম বিরাজিত ২২৫১২২৫।

গৌরে অনন্ত বৈকুণ্ঠ-ব্রহ্মাণ্ডের অবস্থিতি ১১৭১২২।

গৌরে বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপের অবস্থিতি ১১৭১৮ (বিশ্বরূপ); ১১৭১০ (ষড়্ভূজ); ১১৭১১৭ (বরাহ); ১১৭১৮৪-২২ (নৃসিংহ); ১১৭১২৪ (মহেশ); ১১৭১০২-১৪ (বলদেব); ১১৭১২৩৪-৩৫ (কৃষ্ণিণী, দুর্গা ও লক্ষ্মী)।

গৌরের অস্থি-গ্রন্থির শিথিলতা ও দীর্ঘাকৃতি ধারণ লীলা ৩১৪১৫৩-৭৩; ৩১৮১২৪-৭৩।

গৌরের কুর্মাাকৃতি ধারণ-লীলা ৩১৭১৮-২৭।

গৌরের কৃষ্ণবিরহ-ভাব ২১১৪৬-৫০; ২১১৭৬-৭৮; ২২১২-১৬; ২২১৫৫-৫৬; ২২১৬২-৬৩; ৩৬৩৩-১০; ৩৬৩৩-৫; ৩১১১০-১৪; ৩১২১৩-৫; ৩১৩১২-৩; ৩১৪১১১-১৪; ৩১৪১৩২-৩৮; ৩১৪১৫১-৬৭; ৩১৪১৭২-১০২; ৩১৫১৩-১২; ৩১৫১২২; ৩১৫১২৬-৫৫; ৩১৫১৬১; ৩১৫১৫৮-৮০; ৩১৬১২-৪; ৩১৬১৭২-৭৩; ৩১৭১২; ৩১৭১৪৬-৭; ৩১৭১৫০-৫৪; ৩১৭১৫৭-৬০; ৩১৮১২-৮; ৩১৯১২; ৩১৯১২২-৩৩; ৩২০১২-৬; ৩২০১১২; ৩২০১৩৬; ৩২০১৫৭-৬০।

চ

চ

চ

চ

চতুঃশ্লোকীর অর্থ ২২৫১৮৫-১০৪।

চতুঃষষ্টি অঙ্গ-সাধন ভক্তি ২২২১৬০-৭৩; তন্মধ্যে কৃষ্ণের অভিযত চারি অঙ্গ—তুঙ্গসী-বৈষ্ণব-মথুরা ভাগবত সেবা ২২২১৭১; সাধুসঙ্গ-নামকীর্তনাদি পঞ্চ-অঙ্গ সকল-সাধনশ্রেষ্ঠ ২২২১৭৫; এই পাঁচের অঙ্গ-সঙ্গণ্ড কৃষ্ণপ্রেম জন্মায় ২২২১৭৫; নিষ্ঠা হইলে এক-অঙ্গের সাধনেও প্রেম জন্মিতে পারে ২২২১৭৬; আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাসনা পরিত্যাগপূর্বক শাস্ত্র-আজ্ঞায়-সাধনভক্তির অহুষ্ঠান করিলে দেব-ঋষি-পিতৃাদিকের নিকটে ঋণী হইতে হয় না ২২২১৭৯; বিধিধর্ম ছাড়িয়া কৃষ্ণভজন করিলে নিষিদ্ধ পাপাচারে মন যায় না ২২২১৮০; অজ্ঞানেও পাপ উপস্থিত হইলে কৃষ্ণ শুদ্ধ করেন ২২২১৮১; জ্ঞান-বৈরাগ্য সাধন-ভক্তির-অঙ্গ নহে ২২২১৮২; অগ্রবাঙ্কা, অগ্রপূজা ও জ্ঞানকর্ম পরিত্যাগ-পূর্বক আহুতুল্যে কৃষ্ণহুশীলনই শুদ্ধভক্তির সাধন ২১৯১১৪৮; সাধনভক্তির অহুষ্ঠানে শ্রীকৃষ্ণে রতি জন্মে ২১৯১১৫১; যাহাতে বৈষ্ণব-অপরাধ না জন্মে এবং ভক্তিলতার অঙ্গে উপশাখা—ভুক্তি-মুক্তি-বাঙ্কা, নিষিদ্ধাচার-কুটিনাটী-জীবহিংসা, লাভ-পূজাপ্রতিষ্ঠাদি-বাসনা—না জন্মিতে পারে, তদ্বিষয়ে সতর্কতা প্রয়োজন ১১৯১১৬৮-৪৩; সাধন-ভক্তির-অহুষ্ঠানে দেশ-কাল-পাত্র-দশাদির বিচার নাই ২২৫১৯২-১০০; জাতিকুলাদির বিচারও নাই ৩৪১৬৩; নাম-সঙ্কীর্ণনই সর্বশ্রেষ্ঠ সাধন ৩৪১৬৬।

চতুর্বিধ দোষ (ভ্রম-প্রমাদাদি) ১২১৭২ ; ১১৭১০২ ।

চতুর্বিধা মুক্তি ১৩১১৬ ; ১৫১২৬ ; নারায়ণই চতুর্বিধা-মুক্তিদাতা ১৫১২৬ ; ঐশ্বর্যজ্ঞানে বিধিমার্গের ভঞ্জে
চ চতুর্বিধা মুক্তি পাওয়া যায় ১৩১১৫ ।

চতুর্ক্যূহ । মথুরায় ও দ্বারকায় ১৫১১২-২০ ; ২২০১১৫০ ; দ্বারকা-চতুর্ক্যূহ হইলেন অত্র সকল চতুর্ক্যূহের মূল
১৫১১২-২০ ; পরব্যোম-চতুর্ক্যূহ ১৫১৩৩-৩৪ (দ্বারকা-চতুর্ক্যূহের প্রকাশ) ; ২২০১১৬১-৬২ ; অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে
চতুর্ক্যূহ ২২০১২৫৮ ।

চন্দ্রনাড়ি-ভৈল-প্রসঙ্গ । ৩১২১০১-৫০ ।

চারিপুরুষার্থ : ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ—এসকল হইল অজ্ঞানতমঃ ; কৈতব ১১১৫০ ; কৃষ্ণপ্রেম হইল পঞ্চম
পুরুষার্থ বা পরম পুরুষার্থ, যাহার তুলনায় চারিপুরুষার্থ তৃণতুলা ১১৭৮১-৮২ ।

চারিহ্মানে মহাপ্রভুর সত্তা আবির্ভাব : ৩২১৩৩-৩৪ ; ৩২১৭৮-৭৯ ।

চিহ্নস্তি—“শক্তি” দ্রষ্টব্য ।

চিড়াদি-মহোৎসব ৩৬১৪১-২২ ।

চৈতন্য—“গৌর” দ্রষ্টব্য ।

চৈতন্যচরিতামৃত : রচনার সূচনা ; বৃন্দাবনবাসী ভক্তবৃন্দের আদেশে ১৮১৪৪-৬৭ ; ২২১৮৪ ; মদন-গোপালের
আজ্ঞামালা-প্রাপ্তি ১৮১৬৮-৭২ ; ৩২০১২০-২২ ; মদনগোপালই গ্রন্থ লেখান ১৮১৭৩-৭৪ ; গোবিন্দদেবাবির কৃপা
৩২০১৮৬-৮২ ; গ্রন্থরচনা-কালে গ্রন্থকার কবিরাজগোস্বামীর শারীরিক অবস্থা ২২১৭৮-৭৯ ; ৩১১৬ ; ৩২০১৮৩-৮৬ ;
গ্রন্থের উপাদান-সমূহের আঁকর ; মুরারীশপ্তের কড়চা ১১৩১১৪ ; ১১৩১১৬ ; ১১৩১৪৪-৪৫ ; স্বরূপদামোদরের কড়চা
১১৩১১৫-১৬ ; ১১৩১৪৪-৪৫ ; ২২১৭৩ ; ২২১৮২ ; ২২১২৬৩ ; ৩৩২২৫৬-৭ ; ৩১৪১৬-২ ; বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের গ্রন্থ
১৮১৭৬ ; ১১৩১৪৫-৪৮ ; ১১৪১২১ ; ১১৫১৫ ; ১১৫১২৮-২২ ; ১১৬১২৪ ; ১১৬১১০৩ ; ১১৭১১৩২ ; ১১৭১১৩৬ ;
১১৭১২৬৭ ; ১১৭১৩২০ ; ২১১৩ ; ২১১৬-৮ ; ২৩২১১৪ ; ২৪১৩-৪ ; ২৫১১৩২ ; ২১২১১৪৭ ; ২১৫১১২ ; ২১৬১৫৫ ;
২১৬১৮০ ; ২১৬১২১২ ; ৩৩১৮৮-২০ ; ৩১০১৪৮ ; ৩২০১৬৪-৬৫ ; ৩২০১৭৩-৭৮ ; রঘুনাথ দাসগোস্বামীর গ্রন্থ ও উক্তি
২২১৭৩ ; ২২১৮২ ; ৩৩২২৫৬-৭ ; ৩১৪১৬-২ ; ৩১৪১৬৮ ; ৩১৪১৭৮ ; ৩১৪১১১৩ ; ৩১৬১৮০ ; ৩১৭১৬৭ ; ৩১২১৭১ ;
মহাস্তদের বাক্য ২১৭১১৪২ ; শ্রীকৃষ্ণগোস্বামীর গ্রন্থ ১৩১১১-১২ শ্লো ; ১৪১৬-৭, ৪৫-৪৭ শ্লো ; ১৪১২২২ ; ২১৩১২ শ্লো ;
৩১৫১৮৪ ; ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ও উজ্জলনীলমণি ; শ্রীজীবগোস্বামীর গ্রন্থ ১৩১৬৫ ; কবিকর্ণপুরের গ্রন্থ ২১৬৮, ২০-২১ শ্লো ;
২১১০৩ শ্লো ; ২১১১২, ৩২, ১৩ শ্লো ; ২১২১১০২-১০ ; ২২২১২২২ ; ৩৩২২২২-৬০ ; ৩১৬১৬০-৬২ ; চৈতন্যচরিত-
শ্রবণ-মহিমা—কৃষ্ণে প্রীতি জন্মে, রসের রীতি জানিতে পারে, প্রেমভক্তি লাভ হয় ১১৬১১০৪ ; ২২১৭৬ ;
২২১৩৩১-৩৬ ; ২১৩১১২২ (গৌরলীলা-মহিমা দ্রষ্টব্য) ; গ্রন্থবর্ণিত লীলার অম্ববাদ ; আদিলীলার ১১৭১৩০১-২০ ;
মধ্যলীলার ২২৫১১২৪-২১৫ ; অন্ত্যলীলার ৩২০১২৩-১৩২ ; গ্রন্থ-সমাপ্তির তারিখ—১৫৩৭ শকের জ্যৈষ্ঠমাসের
কৃষ্ণপক্ষীয় রবিবার—উপসংহার শ্লোক (ঘ) ।

চৈতন্যদাসকৃত প্রভুর নিমন্ত্রণ ৩১০১১৪৫-৪৮ ।

চৈতন্য-নাম-মহিমা : কীর্তনে প্রেম লাভ ১৮১১২ ।

চৈতন্য-নিত্যানন্দে অপরাধের বিচার নাই ১৮১২৭ ।

চৈতন্য-ভক্তিমণ্ডপের মূলস্তম্ভ বীরভদ্র গোস্বামী ১১১১৭ ।

চৈতন্যমঙ্গল : বৃন্দাবনদাস ঠাকুর রচিত শ্রীচৈতন্যভাগবতের পূর্বনাম ; চৈতন্যমঙ্গলের উল্লেখ-স্থল ১৮১২২ ;
১৮৩১ ; ১৮৩৪ ; ১৮৪০ ; ১১১১৫১ ; ১১৫১৫ ; ১১৫১৩০ ; ১১৭১১৩২ ; ১১৭১৩২০ ; ২১১৬ ; ২৩২১১৪ ;
২৪১৬ ; ৩৩১৮৮ ; ৩১০১৪৮ ; ৩২০১৭৬ ; ৩২০১৭৮ ; চৈতন্যমঙ্গল-শ্রবণ-মহিমা ১৮১২২-৩৮ ।

চৈতন্যাবতারে ব্রহ্মাণ্ড-সনকাদি সকলেই প্রেমলুকু হইয়া মন্থ্য-লোকে জন্মগ্রহণ করিয়া প্রেমে মত্ত
৩৩২৪৭-৫৩; ৩৩২৪-১১।

চৈতন্যের অনুসন্ধানব্যতীতই তাঁহার কৃপা লোককে কৃতার্থ করে ২১৪১৪।

চৌদ্দ মন্থন্তর ও মন্থন্তরাবতারের নাম ২২০২৭৪-৭৮।

ছ

ছ

ছ

ছ

ছত্রে ভিক্ষার মহিমা ৩৩২৮০।

ছোটহরিদাসের বর্জ্জন-প্রসঙ্গ ৩২১০০-১৬৪; বর্জ্জন কেবল লোকশিক্ষার্থ ৩২১২১; ৩২১৩৪;
৩২১৪১-৪২; ৩২১৬৬-৬৭; ছোট হরিদাসের গুণ ৩২১৫৫-৫৭; ৩২১৪০; ৩২১৪৪-৪৭।

জ

জ

জ

জ

জগতের ভার-হরণ বিষ্ণুর কাজ, স্বয়ংভগবানের কাজ নহে ১৪১৭; কৃষ্ণ বিষ্ণুদ্বারা অস্থায়ী সংহার করেন
১৪১২২।

জগতের মধ্যে সাড়ে তিনজন পাত্র ৩২১০৪-৫।

জগতের মিথ্যা-খণ্ডন ২৩১৫৭; ১৭১১৫।

জগদানন্দ পণ্ডিত প্রসঙ্গ : জগদানন্দের শুদ্ধ ভাব, বাম্যস্বভাব, প্রভুর সঙ্গে খটমটি ৩৭১২৬-২৭; শচীমাতার
সহিত মিলন ৩১২৮৫-২৪; নদীয়ার ভক্তদের সহিত মিলন ৩১২৯৫-১০১; প্রভুর জন্ম চন্দ্রনাথ তৈল আনয়ন,
এহণে প্রভুর অস্বীকৃতিতে তৈলভাণ্ড ভঞ্জন ও অভিমান ৩১২১০১-১২; প্রভু কর্তৃক অভিমান-ভঞ্জন ৩১২১২০-৫০;
প্রভুর জন্ম তুলসীগাও পুস্তক ৩১৩৪-১৫; বৃন্দাবন গমন, প্রভুর উপদেশ ৩১৩২০-৪৭; বৃন্দাবনে সনাতনের সহিত
মিলন, সনাতনের নিমন্ত্রণ ৩১৩৪৮-৬২; সনাতনের নিকটে প্রভুর প্রেরিত বার্তা কখন, বিদায় ৩১৩৬৩-৬৭;
নীলাচলে প্রত্যাবর্তন ৩১১৭০-৭৬; পুনরায় নদীয়াগমন ৩১২৩০-১৬; তাঁহার সঙ্গে প্রভুর জন্ম প্রেরিত অদ্বৈতের
তর্জা ৩১৩১৬-২২; জগদানন্দের চৈতন্য-নিষ্ঠা ৩১৩৪৮-৬০।

জগন্নাথ দর্শনার্থিনী উড়িয়া স্ত্রীলোকের প্রসঙ্গ ৩১৪২১-২৮।

জগন্নাথ-মন্দিরে প্রভুর প্রথম প্রবেশ ও ভাববিকার ২৩২-৩৭।

জগন্নাথ-মন্দিরে প্রভুর বেঢ়াসকীর্তন ৩১০৫৫-৭৭।

জগন্নাথকে প্রভুর মুরলীবদনরূপে দর্শনলীলা ৩১৬৭৪-৮০।

জগন্নাথের নেত্রোৎসব দর্শন-লীলা ২১২১২০১-১৬।

জগন্নাথের রথ কাহারও বলে চলে না, জগন্নাথের ইচ্ছাতেই চলে ২১৩২৭; ২১৪৪৫-৫৬।

জগন্নাথের সিংহদ্বারের দলই ও প্রভুর প্রসঙ্গ ৩১৬৭৪-৭২।

জড়রূপা প্রকৃতির জগৎ-কারণস্থ খণ্ডন ১৫৫১; ১৫৫৩; ১৫১৫; ২২০২২৪-২৬।

জাতরতি ভক্তের লক্ষণ ২২৩১০-১২।

জিজ্ঞাসু ও জ্ঞানী ভক্ত মোক্ষকামী ২২৪৬৭।

জীব : অনন্ত জীব ২১২১২৫; স্বাবর-জন্ম দুই ভেদ, ২১২১২৭; তার মধ্যে মহুয়াজাতি অতি অল্পতর,
শ্বেচ্ছ পুলিন্দাদি বহু লোক বেদ মানে না ২১২১২৮; বেদনিষ্ঠমধ্যে অষ্টক কেবল মুখেই বেদ মানে ২১২১২২;
ধর্মচারিমধ্যে বহু কর্মনিষ্ঠ; কোটিকর্মনিষ্ঠমধ্যে এক জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ ২১২১৩০; কোটিজ্ঞানিমধ্যে এক জন মুক্ত; কোটি
মুক্তমধ্যে এক কৃষ্ণভক্ত দুর্লভ ২১২১৩১; জীব আবার দুই বকমের—নিত্যমুক্ত ও অনাদিবদ্ধ ২২২১৮; নিত্যমুক্ত
জীব পার্শ্বদ্রোণীভুক্ত ২২২১২; অনাদিবদ্ধ জীব অনাদিকাল হইতে কৃষ্ণ বহিমুখ ২২২১০; বহিমুখতাবশতঃ

মায়া তাকে শাস্তি দেয় ২১২০১০৪-৬; ২১২১১০০-১২; ২১২১১৭; ২১২৪১২৪; মায়াবদ্ধ জীবের সংসার মুক্তির উপায় ২১২০১০৬; ২১২১১৮-২২; জীবের স্বভাব কৃষ্ণদাস-অভিমান ২১২৪১১৩০; কৃষ্ণকুপাদি হইতে স্বভাবের উদয় ২১২৪১১৩১ (‘‘জীবতত্ত্ব’’ দ্রষ্টব্য)।

জীবকোটি-ব্রহ্মা ২১২০১২৫২-৬০; বর্তমান কল্পের ব্রহ্মা জীবকোটি ২১২৫১৭২; ২১২৫১৮৮-২০।

জীবগোশ্বামী : শ্রীকৃষ্ণসনাতনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা অহুপম বসন্তের পুত্র ৩৪১২১৮; শ্রীচৈতন্যশাখা ১১১০১৮৩; শ্রীনিত্যানন্দের আজ্ঞা লইয়া বৃন্দাবনে আগমন ৩৪১২২৩-২৬; বহু ভক্তিগ্রন্থ প্রচার করেন ৩৪১২১২-২২; ২১১৩৭-৩৯; বহুকাল ভক্তি প্রচার করেন ৩৪১২২৬; মথুরায় গোপাল-দর্শনকালে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গী ২১১৮১৪৪; কবিরাজ গোশ্বামীর একতম শিক্ষাগুরু ১১১১৮; ৩১২০১৮৮।

জীবতত্ত্ব। কৃষ্ণের তটস্থা-শক্তি (অর্থাৎ জীবশক্তি) ১১৫৩৮; ১১৭১১১২; ২১২০১০১; ২১২১৭; ২১২৪১২২৪; জীব স্বরূপে অতি সূক্ষ্ম ১১৭১১১১; ২১১৮১০৫-৬; ২১১৯১২৬; ২১২০১০২; কৃষ্ণের বিভিন্নাংশ ২১২১৭; কৃষ্ণের ভেদাভেদ প্রকাশ ২১২০১০১; কৃষ্ণের নিত্যদাস ২১২০১০১; ২১২১১৭ (‘‘জীব’’ দ্রষ্টব্য)।

জীবমুক্ত : ২১২৪১১-২২।

জীব-ব্রহ্মের অভেদত্ব খণ্ডন ১১৭১১১১-১৩; ২১৬১১৪৮-৪৯; জীব ও ঈশ্বরে ভেদ ২১৬১১৪৮; ২১১৮১০৪-৬; ৩১১১১২।

জীবশক্তি : শ্রীকৃষ্ণের তটস্থা-শক্তি ২১৬১১৪৬; ২১৬১১৪৯; ২১৮১১১৬-১৭; ২১২০১০৩; ২১২১৭ (‘‘শক্তি’’ দ্রষ্টব্য)।

জীবে ঈশ্বরবুদ্ধি অপরাধ-অনক ২১১৮৭; ২১২৫১৬৬-৭।

জীবে সম্মানদানের আবশ্যিকতা ৩১২০১২০।

জীবের পাপ লইয়া বাস্তবদেব দত্তের নরকভোগের এবং সমস্ত জীবের উদ্ধারের জন্য প্রার্থনা ২১১৫১১৫২-৭৮।

জ্ঞান-বৈরাগ্য ভক্তির অঙ্গ নহে ২১২১৮২-৮৩।

জ্ঞান-মার্গ : এই মার্গের উপাসনায় কৃষ্ণের সবিশেষত্বের অহুভব অনভা ১১২১২; নির্বিশেষ ব্রহ্মের অহুভব লাভ হয় ১১২১৮; জ্ঞানমার্গের উপাসক দ্বিবিধ, কেবল-ব্রহ্মোপাসক ও মোক্ষকাজী ২১২৪১৭৬; কেবল-ব্রহ্মোপাসক আবার ত্রিবিধ—সাধক, ব্রহ্মময়, প্রাপ্ত ব্রহ্মলয় ২১২৪১৭৭; প্রাপ্ত-ব্রহ্মলয় কেবল-ব্রহ্মোপাসক ২১২৪১৭৮-৮০; ২১২৪১২৬; ব্রহ্মময় কেবল-ব্রহ্মোপাসক ২১২৪১৮১-৮৩; সাধক কেবল-ব্রহ্মোপাসক ২১২৪১৮৪-৮৫; মোক্ষকাজী জ্ঞানী ত্রিবিধ—মুম্ক্ষ, জীবমুক্ত, প্রাপ্তস্বরূপ ২১২৪১৮৬; মুম্ক্ষ ২১২৪১৮৭-২০; জীবমুক্ত ২১২৪১১-২২; প্রাপ্তস্বরূপ ২১২৪১২৩।

বা

বা

বা

বা

ঝড়ুঠাকুর এবং বৈষ্ণবোচ্ছিষ্ট-নিষ্ঠ কালিদাসের প্রসঙ্গ ৩১৬১১৪-৩৫।

ঝারিখণ্ড-পথে মহাপ্রভু কর্তৃক প্রেমদান-লীলা ২১১৭১২৩-৫১।

ঝারিখণ্ড-পথে সনাতন-গোশ্বামীর নীলাচলে আগমন-কথা ৩৪১২-১৪।

ভ

ভ

ভ

ভ

ভট্টস্ব বিচারে ভাবের তারতম্য ৩১৮১৬৫-৬৮।

ভট্টস্ব লক্ষণ ২১২০১২৫-২৬; ২১২০১২২২-৩০০।

ভট্টস্থা শক্তি ২১৬১১৪৬; ২১২০১০১ (‘‘জীবশক্তি’’ দ্রষ্টব্য)।

ভববস্তু : কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তি, প্রেম, নাম-সঙ্গীর্জন ১১১৫৪।

ভববাদীদের সঙ্গে প্রভুর মিলন ও বিচার ২১২১২৮-৫০; ভববাদীদের মত খণ্ডন ২১২১২৪০-৫০; ভববাদীদের পাদ্য-সাধন ২১২১৩৭-৩৯।

তত্ত্বমসির মহাশাক্যত্ব খণ্ডন ১৭১২১-২৩; ২৬১৫৮-৫৯।

তদেকাক্ষরূপ ২১০১৩৮; ২১০১৫২-২৮৮।

তীর্থের বিধান ক্ষৌর-উপবাস-প্রসঙ্গ ২১১১২৫-১০৪।

তুণ্ডে তাণ্ডবিনী শ্লোক প্রসঙ্গ ৩১৮৪-২০; ৩১১০৫-১০৮।

তৃতীয় পুরুষ—“বিষ্ণু” দ্রষ্টব্য।

ত্রিপাদ ঐশ্বর্য ২১১১৪১; তাহার মহিমা ২১১১৪২-৭১।

ত্রিবিধ বয়োধর্ম বাল্য, পৌরুষ ও কৈশোর; তাহাদের সফলতা ১৪১২২-১০২।

ত্র্যধীশ্বর শব্দের অর্থ ২১১১২৭-৭৫, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব এই তিনের অধীশ্বর ২১১১২৮; তিন পুরুষাবতারের অধীশ্বর ২১১১২৯-৩১; গোলোক, পরব্যোম এবং ব্রহ্মাণ্ড এই তিনের অধীশ্বর ২১১১৩২-৪০; গোলোকাখ্য গোকুল, মথুরা ও দ্বারকা এই তিন ধামের অধীশ্বর ২১১১৭৩-৭৫।

দ

দ

দ

দ

দণ্ডভঙ্গ-লীলা ২৫১১৪০-৫৭।

দর্শনে প্রেমপ্রাপ্তি ২৩১০০-১১; ২৭৭৮-৮৭; ২৭৭২৫-৬ ২৭৭২২-১০১; ২৭৭১১৩-১৪; ২৭৭৬-১২; ২৭৭৩৫; ২১৬১১১২-২০২; ২১৬১১৬৩-৬৬; ২১৬১৭৭; ২১৮১১১-১৩; ২১৮১৭৭-৮১; ২১৮১২০২-১১; ২১৮১৪৬; ২১২৫১৭-২; ৩৭৭১১; ৩৭৭৬-১১; দর্শনকারীর দর্শনেও প্রেমপ্রাপ্তি ২৭৭২২-১০১; ১৭৭১১৩-১৪।

দক্ষিণ মথুরাস্থিত রামদাসবিগ্রের বিবরণ ২৭৭১৬৩-৮২; ২৭৭১২২-২০১।

দামোদর পণ্ডিতের প্রভুর প্রতি বাক্যদণ্ড ৩৩২-৪৫।

দামোদর পণ্ডিতের নিরপেক্ষতায় প্রভুর সন্তোষ ১১০১৩০; ৩৩১৭-২৪।

দামোদর পণ্ডিতের প্রভুকর্তৃক নদীয়ায় প্রেরণ ৩৩২০-৪৪।

দাস-অভিমানের মাহাত্ম্য ১৬৪০-২৭; লক্ষ্মীর দাস্তভাব ১৬৪২; পার্শদগণের এবং বিধি-ভব-নারদাদির দাস্তভাব ১৬৪৩; নন্দ মহারাজের দাস-অভিমান ১৬৪১-৫৫; শ্রীদামাদি সখাদের ১৬৪৬-৭; কৃষ্ণপ্রিয়সী গোপীগণের ১৬৪৮-৯; শ্রীরাধার ১৬৪০-৬১; ক্লিষ্টা আদির ১৬৪২; বলদেবের ১৬৪৩-৬৪; ১৬৭৫; সহস্রবদন শেষের ১৬৪৫; কৃষ্ণের ১৬৪৬-৬৮; লক্ষ্মণের ১৬৭৭; সর্ষপের ১৬৭৬; কারণাক্ষিশায়ী ১৬৭৮; ভূধারী শেষের ১৬৮২-৮৩; স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের ১৬৯৩-৯৬।

দাসগোষ্ঠামীর দণ্ডমহোৎসব ৩৬৪১-২২।

দাস্তপ্রেম ২৮৬০, ২১২৩৩৪ (রাগদশা পর্য্যন্ত); ২১২৩২৫ (রাগদশা অন্ত)।

দাস্তভক্তের নাম ২১২১৬২।

দাস্তরতির লক্ষণ ২১২১৭৮-৮০।

দীক্ষাগুরু তত্ত্ব ১১১২৬-২৭।

দুঃসঙ্গ : কৃষ্ণ-কৃষ্ণভক্তি বিনা অগ্র কামনা ২১২৪৭০।

দেবী বা অন্ত্রী কৃষ্ণ অঙ্গীকার করেন না ২১১২৪-২৬।

দেবীধাম : প্রাকৃত-ব্রহ্মাণ্ড ২১১৩২২।

দেহত্যাগাদি ভয়োধর্ম ৩৪১৫৪-৫৮।

দেহত্যাগে কৃষ্ণ মিলে না, মিলে ভজনে ৩৪১৫৪-৬১।

দেহত্যাগ হইতে প্রভুকর্তৃক সমাভিমের রক্ষা ৩৪১৫৩-৮৭।

দ্বাদশ আচমনের দেবতা ২১২০১৬৭-৭১।

দ্বাদশ তিলকের দেবতা ২১২০।১৬৭-৭১।

দ্বাদশ মাসের দেবতা ২১২০।১৬৭-৭০।

দ্বারকাধামের বিভূষণ-সূচিকা লীলা ২১২১।৪৪-৬৩।

দ্বারকাতে ব্রজ্যার কৃষ্ণদর্শন-প্রসঙ্গ ২১২১।৪৪-৭২।

দ্বিতীয় পুরুষ—“পুরুষাবতার” দ্রষ্টব্য।

ন

ন

ন

ন

নকুল-ব্রজচারীতে প্রভুর আবেশ-বিবরণ ৩২।১৫-৩১।

নকুল-ব্রজচারীর প্রতি প্রভুর রূপা ৩২।৪-৫; তাঁহার দেহে প্রভুর আবেশ ৩২।১৫-৩১।

নবদ্বীপে যে-শক্তির প্রকাশ হয় নাই, দক্ষিণ-ভ্রমণে প্রভুর সেই শক্তির প্রকাশ ২।৭।১০৬।

নববুহ (আবরণ-দেবতা) ২১২০।২১০।

নরবপু কৃষ্ণের স্বরূপ ২১২।৮৩।

নরলীলাই কৃষ্ণের সর্বোত্তম লীলা ২১২।৮৩।

নাম প্রসঙ্গ : নাম মহামন্ত্র ১।৭।৮০; ১।১৭।২০৫; দীক্ষা-পুরস্কারাদির অপেক্ষা রাখে না ২।১৫।১০২; নাম, বিগ্রহ ও স্বরূপ অভিন্ন ২।১৭।১২৬-২৮; কলিতে নামরূপে কৃষ্ণের অবতার ১।১৭।১২; নাম-গ্রহণ-বিষয়ে কোনও নিয়মের অপেক্ষা নাই ৩২০।১৪; নামের মহিমা তর্কের অগোচর ৩।৩।২৩; নামের অক্ষর ব্যবহিত হইলেও নামের প্রভাব নষ্ট হয় না ৩।৩।৫৭; কৃষ্ণে গালি দেওয়ার জন্ত উচ্চারিত নামও মুক্তির কারণ হয় ৩।৫।১৪৬; নামে নববিধা ভক্তির পূর্ণতা ২।১৫।১০৮; নামে সর্বশক্তি সঞ্চারিত ৩২০।১৫; নাম-সঙ্কীর্ণ ভক্তনের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ২।৬।২১৮; ৩।৪।৬৬; নাম সর্বযজ্ঞসার ১।৩।৬৩; সর্বমন্ত্রসার ১।৭।৭২; নাম আনন্দস্বরূপ ১।১।৫৪; নাম-স্মরণের ফল—চারিবিধ পাপ নষ্ট হয়, ভক্তিবান্ধব কক্ষাবিহীন, প্রেমের প্রকাশ ২।২৪।৪৫-৪৬; নাম জপ ও কীর্তনের ফল প্রেম লাভ আনুশঙ্গিক ভাবে সংসার-মুক্তি ১।৭।৭০-২৩; ১।৮।২২-২৪; ১।১৭।১২-২২; ২।১৭।২১০-১১; ২।১৭।১৭৪-৭৬ (সর্বতীর্থ স্নান ও চারিবেদাধ্যয়নের ফল নামে); ২।১৫।১০৮-১১; ২।১৮।১২৫; ২।১৯।১৬৭; ২।২০।২৮৭; ৩।৩।৬৪; ৩।৩।৭১। ৩।৩।১৬৯-৭৫; ৩।৭।২২; ৩।৭।১২১; ২।২০।৭-১১; উচ্চ-সঙ্কীর্ণের মহিমা ৩।৩।৬৪; ৩।৩।৭১; কলির যুগধর্ম নামসঙ্কীর্ণ ১।৩।৩১; ১।৩।৪০; ১।৩।৮০; ১।৭।৫২; ১।১৭।১২-২২; ২।১১।৮৭-৮৮; ২।২০।২৮৪-৮৭; ৩।৭।২; ৩।২০।৭; কৃষ্ণনাম অপরাধের বিচার করে ১।৮।২১; নিরপরাধে নাম গ্রহণ করিলেই প্রেম লাভ হয় ৩।৪।৬৬; তৃণ অপেক্ষাও নীচ, তরুর ত্রায় সহিষ্ণু এবং অমানী-মানদ হইয়া নামকীর্তন করিলে প্রেম লাভ হয় ১।১৭।২৩-২৭; ৩২০।১৬-২১।

নামাভাস প্রসঙ্গ : নামাভাসের তাৎপর্য—অগ্রবস্ত্রকে উপলক্ষ্য করিয়া নাম উচ্চারণ ৩।৩।৫৪; নামাভাসেও নামের প্রভাব অক্ষুণ্ণ থাকে ৩।৩।৫৪; নামাভাসে পাপক্ষয় ২।১।১৮৩; এবং মুক্তি লাভ হয় ২।২৫।২২; ৩।৩।৫২-৬০ ৩।৩।১৭৬-৮৬।

নারায়ণ গোপিকার মন হরণ করিতে পারেন না ২।২।১৩৪-৩৬; এমন কি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণও যদি কৌতুকবশতঃ নারায়ণের রূপধারণ করেন, তাহাতেও গোপিকার চিত্ত আকৃষ্ট হয় না ১।১৭।২৭৩-৮১।

নারায়ণ হইতে কৃষ্ণের উৎকর্ষ ২।২।১০৮-১০; ২।২।১১৭; ২।২।১৩০-৩৬।

নিত্যবদ্ধ জীব ২।২২।৮-১৩।

নিত্যমুক্ত জীব ২।২২।৮-২।

নিত্যানন্দ-প্রসঙ্গ : তত্ত্ব : প্রভুর স্বরূপ প্রকাশ ১।১।২২; সাক্ষাৎ হলধর (বলরাম) ১।৩।৫২; ১।৫।৫; ১।৫।২; ১।৫।১৩৪; ১।১৭।২৮৬; ২।১।২৩; স্বয়ং বলদেব বলিয়া দ্বারকার ও পরব্যোমের চতুর্কর্ম্মহাস্তর্গত সূর্যবর্ণের

এবং কার্ণারবিশায়ী, গর্ভোদশায়ী ও স্বীরোদ-শায়ী—এই তিন পুরুষের অংশী ১৫১১২-২২; ধরনীধর শেষ এবং মহেশ্বরদন অনন্ত নিত্যানন্দের অংশ ১৫১১০০-১০৮; ত্রৈলোক্যবতারের লক্ষণ নিত্যানন্দের অংশ ১৫১১২৮-৩৩; শ্রীচৈতন্যের অঙ্গ ১৩৫৭; ১৩৬৩৩; ভক্তস্বরূপ ১৭১১০; শ্রীচৈতন্যের দাস-অভিমান ১৫১১১৭; ১৩৪৪১; ১৩৪৪৪; ১৩৪৭৫; ২১১২৩; কভু গুরু, কভু সখা, কভু তৃতালীলা ১৫১১১৮; বাৎসল্য-দাস্ত-সখ্যভাবময় ১১৭১২৮৭; নিত্যানন্দের স্বরূপ হৃদ্বিজ্ঞেয় ১১৭১১০৩; লীলাঃ জয়লীলা রাঢ় দেশে ১১৩৫২; তীর্থ ভ্রমণ ২৩৭৮; ২৫১৭; ২১৭১১৬; নবদ্বীপে আগমন ১১৭১১০; ষড়্ভুজরূপের দর্শন ১১৭১১০-১৩; ব্যাসপূজা ১১৭১১৪; মহাপ্রভুর বলরামাবেশ-কালে গঙ্গাজলপাত্র-ধারণ ১১৭১১০২-১১; কাজীদমনোপলক্ষ্যে নগরকীর্তনে প্রভুর সঙ্গে পঞ্চদ্বর্তী সম্প্রদায়ে নৃত্য ১১৭১১৩১; শ্রীচৈতন্যের সহায় ১১৭১২৮৭; গঙ্গাধরদাসের গৃহে দানকেলি লীলার অহুষ্ঠান ১১১১১৪; ভক্তিকল্পতরুর স্বরূপ ১১২১১২; ১১১১২; মহাপ্রভুর সন্ন্যাস-কালে প্রভুর সঙ্গী ১১৭১২৬৬; সন্ন্যাসান্তে রাত্রভ্রমণে প্রভুর সঙ্গী ২৩৩২; পথে গোপ-বালকদ্বয়ের প্রতি শিক্ষা ২৩১৪-১৫; আচার্য্যরত্নকে শাস্তিপুত্রে ও নবদ্বীপে প্রেরণ ২৩১৮-২০; প্রভুকে গঙ্গাসন্নিধানে আনয়ন ২৩২২-২৪; অষ্টমতগৃহে ভোজনকালে অষ্টমতের সঙ্গে প্রেমকোন্দল ২৩৭৬-৮৫; ২৩১০-২৮; অষ্টমতগৃহে কীর্ত্তনে প্রভুর সঙ্গী ও বক্ষক ২৩১১০-৩১; প্রভুর সঙ্গে নীলাচলে যাত্রা ২৩২০৬; রেমুণাতে প্রভুর মুখে মানবেন্দ্র-গুরুর বিবরণ শ্রবণ এবং প্রেমাবিষ্ট প্রভুর সান্নিধ্য ২৪১১৭০-২০০; কটকে সাক্ষিগোপালের বিবরণ কথন ২৫১৭-১৩২; প্রভুর দণ্ডভঙ্গকরণ ২৫১৪০-৪২; দণ্ডভঙ্গের জন্ত কৈফিয়ৎদান ২৫১৪৭-৫০; জগন্নাথ-মন্দির-নিকটে উপস্থিতি, সার্ক-ভোমের গৃহে গমন ২৬১১৩-৩০; জগন্নাথদর্শনে ভাবাবেগ ২৬৩৩-৩৪; প্রভুর দক্ষিণ গমন-কালে কৃষ্ণদাসকে সঙ্গে প্রেরণ ২৭১৪-৪০; দক্ষিণযাত্রায় প্রভুর সঙ্গে আলালনাথে গমন ২৭১৭২; আলালনাথে নিত্যানন্দ ২৭১৮০-২১; দক্ষিণ হইতে প্রত্যাগত প্রভুর সহিত মিলনের জন্ত আলালনাথের দিকে ধাবন ২৮৩১১; প্রভুর নিকটে প্রতাপরুদ্রের উৎকর্ষাজ্ঞাপন, রাজার জন্ত প্রভুর বহির্দাস আদায় ২১১১১৫-৩৪; গুণ্ডিচামার্জ্জনাতে ভোজন-কালে অষ্টমতের সঙ্গে প্রেমকোন্দল ২১২১৮৫-২৩; প্রভুকর্তৃক নিভৃত উপদেশ ২১৫১৮৮-৩২; গোড়দেশে অনর্গল প্রেমভক্তিদানের জন্ত প্রভুকর্তৃক আদেশ ২১৫১৪৩-৪৫; প্রভুর আদেশে গোড়ে গমন ১১০১১৫; ১১১১১১; প্রেমভক্তিদাতা ১১৭১২৮৮; গোড়ে প্রেমদান ২১১১২-২৫; চৈতন্যভক্তনের উপদেশ দান ২১১২৪; প্রভুর নিষেধ সত্ত্বেও পুনরায় নীলাচলে গমন ২১৬১১৩-১৪; প্রভুর সহিত নিভৃতে যুক্তি ২১৬৫৮-৬১; নীলাচলে না আসার জন্ত প্রভুকর্তৃক পুনরাদেশ ২১৬১৬২-৬৭; ৩১২১৮০; রামচন্দ্রখানের প্রতি দণ্ড দান ৩৩১৪০-৫৬; পানিহাটিতে রঘুনাথদাসের প্রতি কৃপা ৩৬৪১-১৫২; প্রভুর মুখে নিত্যানন্দ-মহিমা ৩৭১১৭; প্রভুর আদেশ লঙ্ঘন করিয়া পুনরায় নীলাচলে গমন ২১৬১১৩-১৪; ৩১০১৪; ৩১২১২; শাস্তিচ্ছলে শিবানন্দের প্রতি কৃপা ৩১২১১৬-৩২; নিত্যানন্দ পাষাণ-দলনবান ১৩৬১; নিত্যানন্দ-চৈতন্যে অপরাধের বিচার নাই ১৩৮২৭; স্বপ্নে কবিরাজগোস্বামীর প্রতি কৃপা ১৫১১৩৬-৭৪; নিত্যানন্দ-নাম-মহিমা ১৩৮২০।

নিত্যানন্দ-কর্তৃক রঘুনাথদাসের দণ্ড ও কৃপা ৩৬৪১-১৫২।

নিত্যানন্দের গণ সব ভ্রজের সখা ১১১১১৮।

নিত্যানন্দের নীলাচলে গমন, প্রভুর নিষেধ সত্ত্বেও ২১৬১১৩-১৪; ৩১০১৪; ৩১২১২।

নিত্যানন্দের প্রেমকোন্দল, অষ্টমতের সঙ্গে ২৩৭৬-৮৪; ২৩১০-২৮; ২১২১৮৫-২৩।

নিত্যানন্দের ভাব—বাৎসল্য, দাস্ত, সখ্য ১১৭১২৮৭।

নিন্দার উদ্দেশ্যে উচ্চারিত কৃষ্ণনাম ও মুক্তিপ্রদ ২১১১৮৪।

নিন্দুকের উদ্ধার, প্রভুকর্তৃক ১৭১২৭-৩০; ১৭১৩৩-৩৫; ১৩৮২-১০; ১২৪৮; ২১১১৪৪।

নিমিত্ত কারণ, ব্রহ্মাণ্ডের ১৫১৫৪; ১৬১১১-১৪; ২২০২৩২।

নির্গর্ভ ঘোণী ২১২৪১০৬।

নীলাচলে প্রভুর স্থিতিকাল, অষ্টাদশ বৎসর ২১১১৭ ; পূর্ববর্তী ছয় বৎসরও মধ্যে মধ্যে নীলাচলে স্থিতি, মধ্যে মধ্যে অন্ত্র গমন ২১১১৫ ।

নৃসিংহানন্দকর্তৃক প্রভুর বৃন্দাবন-পথ-সঙ্ক ২১১১৪৫-৫০ ।

নৃসিংহানন্দের প্রতি প্রভুর কৃপা (“প্রহ্লাদ ব্রহ্মচারীর প্রতি কৃপা” দ্রষ্টব্য) ।

প

প

প

প

পঞ্চভস্ম : আমি ৭ম পরিচ্ছেদ ; ১১৭১৩-৪ ; ১১৭১১৮ ; পঞ্চভস্মকর্তৃক প্রেম-বিতরণ ১১৭১৫৬ ; ১১৭১৬১ ।

পঞ্চপ্রধান জাধন ২১২১৭৪-৭৫ ; ২১২৪১২৫-২৬ ।

পঞ্চবিধ ভক্তির নাম ২১২১৬২-৬৪ ।

পঞ্চবিধ ভক্তিরস ২১২১৫২ ।

পঞ্চবিধা কৃষ্ণরতি ২১২১৫৭-৫৮ ।

পঞ্চবিধা মুক্তি ২১৬২৩২ ; ভক্ত কোনওরূপ মুক্তি চাহেন না ১৪১১৭২ ; ২১২৪৩-৪৪ ।

পর-উপকারের মহিমা ১২১৩২-৪১ ।

পরকীয়া ভাব ১৪১৪১-৪২ ।

পরব্যোম ১৫১১১-১২ ; মায়াভীত ১৫১১১ ; ২১২১৪০ ; ষড়ৈশ্বর্য-ভাণ্ডার ২১২১৩৬ ; পারিষদগণ ষড়ৈশ্বর্যময় ২১২১৩৭ ; শ্রীকৃষ্ণভ্যাতীত অপর ভগবৎ-স্বরূপ সমূহের ধাম পরব্যোম ১৫১১২ ; ২১২১১২ ; ২১২১৩৫-৬ ; পরব্যোম বিভূ ১৫১১১-১২ ; ২১২১৪-৫ ; পরব্যোমে নারায়ণের নিত্যস্থিতি ২১২০১৮২ ; পরব্যোমের মহিমা ২১২১২-৬ ; ২১২১৩৫-৩৭ ; নালোক্যাদি চতুর্বিধামুক্তি প্রাপ্ত জীবের প্রাপ্য ধাম ১৩১১৫ ; পরব্যোমস্থ যে-সকল স্বরূপের ব্রহ্মাণ্ডেও স্থিতি আছে, তাঁহাদের নাম ও ব্রহ্মাণ্ডস্থ ধাম ২১২০১৮১-৮২ ।

পরম (বা পঞ্চম) পুরুষার্থ : প্রেম ১১৭১৮১-৮২ ; ১১৭১৮৮ ; ১১৭১৩৭ ; ২১৬১৬৬ ; ২১২৪১১ ; ২১২১৪৬ ; ২১২০১১০-১১ ; ৩১৭১২১ ; ইহার তুলনায় চারি পুরুষার্থ তুল্য ১১৭১৮১-৮২ ; ২১২১৪৬ ; কৃষ্ণচরণ-প্রাপ্তির জন্ম লোভ জন্মায়, ১১৭১৮৪ ; কৃষ্ণের আনন্দামৃত-সমুদ্রে ভাসায় ১১৭১৮৭ ; চিন্ত-তত্ত্বের ক্ষোভ জন্মায় ১১৭১৮৪-৮৭ ; কৃষ্ণকে ভক্তের বশীভূত করায় ১১৭১৩৮ ; কৃষ্ণমার্ধ্য আশ্বাদনের কারণ ১১৭১৩৭ ; ২১২০১১০-১১ ; পুরুষার্থ-সীমা ২১২৪১১ ; শুদ্ধভক্তির সাধনে প্রেমের-উদয় হয় ২১২১৪২ ; সাধনভক্তি হইতে রতির (বা ভাবের) উদয় ; রতির গাঢ় অবস্থার নামই প্রেম ২১২১৫১ ; ২১২৩২ ; প্রেম নিত্যসিদ্ধ । শ্রবণাদি-শুদ্ধচিত্তে উদ্ভিত হয় ২১২২৫৭ ।

পরমাত্মা কৃষ্ণের অংশ ১২১১২-১৩ ; ২১২০১৩৬ ; পরমাত্মা অন্তর্যামী ১২১১২ ; ২১২৪৫২ ; যোগমার্গের সাধনে উপলব্ধি হয় ১২১১২ ; ২১২০১৩৪ ; ২১২৪৫৭-৫৮ ।

পরমানন্দ পুরীর সহিত মহাপ্রভুর মিলন ; ঋষভ-পর্বতে ২১২১৫১-৫৮ ; নীলাচলে ২১০১৮২-২২ ।

পরিণামবাদ স্থাপন ও বিবর্তবাদ খণ্ডন, প্রভুকর্তৃক ১১৭১১৪-১২০ ; ২১৬১৫৪-৫৭ ; ২১২৫১৩৩ ।

পাণ্ডুপুরে বিশ্বরূপের (শঙ্করারণ্যের) সিদ্ধিপ্রাপ্তি ২১২১৭১-৭২ ।

পানিহাটিতে মহাপ্রভুর আবির্ভাব ৩৬১৭৬-৮৩ ; ৩৬১০২-৪ ; ৩৬১০৬-১৩ ।

পুণ্ডরীক বিধানিধি ও ওড়নবর্ণী প্রসঙ্গ ২১৬১৭৫-৮০ ।

পুরীদাসের প্রতি মহাপ্রভুর কৃপা ৩১৬১৬০-৬২ ।

পুরুষাবতার ২১২০২১২ ; ২১২০২১৭-৫৪ ; প্রথম পুরুষ, কারণার্ণবশায়ী, জগৎকর্তা ১৫১৪৮ ; ১৫১৫৫ ; ১৫১৫৭-৫৮ ; ১৫১৬৪-৭৬ ; ১৬১১০ ; ২১২০২২২-৪০ ; দ্বিতীয় পুরুষ গর্তোদকশায়ী ১৫১৭৮-২১ ; ২১২০২৪১-৫১ ; তৃতীয় পুরুষ ক্ষীরাকিশায়ী, জীবান্তর্যামী, জগতের পালনকর্তা ১৫১৮৮ ; ১৫১২৪-২২ ; ২১২০২৫২-৫৩ ; পুরুষত্রয় মায়াব সংস্রবে থাকিলেও মায়াপার ১২১৪৪ ; ২১২০২৫১ (“স্বাংশভেদ” দ্রষ্টব্য) ।

পুরুষোত্তমবাসী এক ব্রাহ্মণকুমারের বিবরণ ৩৩২-২।

প্রকট-লীলার নিত্যত্ব, জ্যোতিষক্রেম প্রমাণে খ্যাপিত ২২০৩১৩-৩১।

প্রকাশ ১১১৩৫ ; দ্বিবিধ, প্রাভব ও বৈভব-প্রকাশ ২২০১৪০ ; প্রাভব-প্রকাশ ২২০১৪০-৪২ ; বৈভব-প্রকাশ ১৪১৬৭ ; ২২০১৪৩-৪৮ ; মুখ্য প্রকাশ ১১১৩৬-৩৭।

প্রকাশানন্দকর্তৃক প্রভুর নিন্দা ২১৭১১১-১৭।

প্রকাশানন্দের উদ্ধার ১৭১৩৮-১৪৪ ; ২২৫৬-১১২।

প্রকাশানন্দের এক শিষ্য কর্তৃক মহাপ্রভুর বেদান্ত-ব্যাখ্যার আলোচনা ২২৫২২-৩৭।

প্রণবের মহাবাক্যস্থ স্থাপন ও তত্ত্বমসির মহাবাক্যস্থ খণ্ডন ১৭১২১-২৩ ; ২৬১৫৮-৫৯।

প্রতাপরুদ্র (গজপতি) প্রসঙ্গ। প্রভুর সহিত মিলনের জন্ম সার্কভৌমের নিকট উৎকর্ষা জ্ঞাপন ২১০২-২০ ; সার্কভৌমকর্তৃক প্রভুর নিকটে রাজার মিলনোৎকর্ষা জ্ঞাপন, প্রভুর অসম্মতি ২১১১৪-২ ; প্রতাপরুদ্রের নীলাচলে আগমন ২১১১১০ ; রামানন্দকে প্রভুর চরণ-সেবার অমুমতি, রামানন্দ কর্তৃক প্রভুর নিকটে রাজার আর্তি জ্ঞাপন ২১১১১৪-২৩ ; সার্কভৌমের নিকটে রাজাকে দর্শনদানে প্রভুর অসম্মতির কথা জানিয়া প্রতাপরুদ্রের বিদ্রোহ ও আর্তি, রাজা ও দেহত্যাগের ইচ্ছা প্রকাশ, সার্কভৌমকর্তৃক আশ্বাসদান ২১১১৩২-৪২ ; গোড়ীয়ভক্তদের বাসস্থানের ও প্রসাদ প্রাপ্তির ব্যবস্থা ২১১১৫৪-৫৮ ; গোপীনাথচার্য্য কর্তৃক দূর হইতে রাজার নিকটে গোড়ীয়ভক্তদের পরিচয় দান, ভক্তগণ-কর্তৃক নামসম্বীর্ণনে রাজার বিস্ময়াদি ২১১১৫২-১০২ ; স্বগণসহিত অট্টালিকায় চড়িয়া প্রভুর বেঢ়াকীর্ণন দর্শন ২১১১২১২-২০ ; প্রভুর সহিত মিলনের জন্ম উৎকর্ষা ও আর্তি-প্রকাশ করিয়া কটক হইতে সার্কভৌমের নিকটে পত্রপ্রেরণ, প্রভুর ভক্তদের চরণে তাঁহার প্রার্থনা-জ্ঞাপনের জন্ম অমরোহ ২১২১৩-২ ; সেই পত্র দেখিয়া নিত্যানন্দাদি প্রভুর নিকটে উপনীত হইয়া রাজার আর্তি জ্ঞাপন, প্রভুর অসম্মতি, নিত্যানন্দকর্তৃক রাজার জন্ম প্রভুর বহির্কাস আদায়, তৎপ্রাপ্তিতে রাজার আনন্দ ২১২১১০-৩৫ ; রামানন্দবায়ের আগ্রহে রাজপুত্রের সহিত মিলনে প্রভুর সম্মতি, প্রভুরূপা-প্রাপ্ত রাজপুত্রের দর্শনে ও স্পর্শে রাজার প্রেমাবেশ ২১২১৪২-৬৪ ; পাত্রগণের সহিত প্রভুর গণকে পাণ্ডুবিজয় দর্শন করায়েন ২১৩০৫ ; রথের অগ্রে রাজার হীনসেবা দর্শনে প্রভুর প্রীতি ২১৩০১৪-১৭ ; রথযাত্রাকালে কীর্ণনে প্রভুর ঐশ্বর্য্য দর্শন ২১৩০৫১-৬১ ; শ্রীবাসের চাপড়াঘাত-প্রাপ্ত স্বীয় পাত্র হরিচন্দনের ভাগ্যের প্রশংসা ২১৩০৮৫-২২ ; প্রেমাবেশে ভূমিতে পতনোত্তত প্রভুকে রক্ষা করিতে যাইয়া রাজা তাঁহাকে স্পর্শ করিলে প্রভুর আশ্বষিকার, অপরাধ-ভয়ে রাজার ত্রাস, সার্কভৌমকর্তৃক আশ্বাসদান ২১৩০১৭২-৮০ ; বলগণ্ডীস্থানের নিকটবর্তী উগানে প্রভুর সেবা এবং প্রভুকর্তৃক কৃপা ও ঐশ্বর্য্য প্রকাশ ২১৪১৩-২০ ; বলগণ্ডীস্থান হইতে গুণ্ডিচার দিকে রথ চালাইবার ব্যর্থ-প্রয়াস ২১৪১৪৬-৪৯ ; প্রভুর আগমনে রথ চলিতে দেখিয়া রাজার প্রেমাবেশ ২১৪১৫২-৫৮ ; প্রভুর আনন্দবিধানের উদ্দেশ্যে হোরাপঞ্চমীতে বিশেষ আড়ম্বরের ব্যবস্থা ২১৪১১০৪-১০ ; কৃষ্ণজন্মযাত্রাদিনে প্রভুর সহিত নৃত্য ২১৫১১৮-২২ ; তুলসী পড়িছাছারা প্রভুকে ও প্রভুর গণকে প্রসাদী বস্ত্রদান ২১৫১২৮-২৯ ; প্রভুর বৃন্দাবন-যাওয়ার ইচ্ছার কথা শুনিয়া রাজার দুঃখ ও আর্তি, প্রভুকে রাখার জন্ম সার্কভৌম ও রামানন্দকে অমুনয় ২১৬২-৫ ; গোড়-গমনকালে প্রভু কটকে উপনীত হইলে প্রভুর সঙ্গে রাজার মিলন, প্রভুর কৃপা লাভ, গোড়-পথে প্রভুর সেবার ব্যবস্থা, মহিষীগণের প্রভুদর্শনে প্রেমাবেশ ২১৬১০১-১২ ; গোড় হইতে প্রত্যাবর্তনের পরে প্রভুর বৃন্দাবনযাত্রা চারি-মাস স্থগিত রহিল শুনিয়া রাজার আনন্দ ২১৬১২৮২ ; গোপীনাথ পট্টনায়কের নিকটে রাজার প্রাপ্য টাকা আদায়ের জন্ম তাঁহার ঘোড়াবিক্রয়ের ব্যবস্থা ৩২১১৬-২১ ; পট্টনায়ককে রাজপুত্র চাঙ্গে চড়াইয়াছে, একথা তাঁহার সেবকগণ প্রভুকে জানাইলে প্রভুর বিরক্তির কথা হরিচন্দনের মুখে শুনিয়া, প্রভুর প্রীতির জন্ম পট্টনায়ককে ক্ষমা, তাঁহার দ্বিগুণবর্জন দানাদি ৩২১৪৪-১০৫ ; দূর হইতে প্রভুর বেঢ়াকীর্ণন দর্শন ৩১০১৬১।

প্রতিবৎসর নীলাচলে আসিয়া রথযাত্রাদর্শনের জন্ম গোড়ীয় ভক্তদের প্রতি প্রভুর আদেশ ২১১৪৩ ; ২১১২২৭ ; ২১১২২১ ; ২১৫১৪১ ; ২১৫১২৮-২৯ ; গোড়ীয়ভক্তগণ বিশ বৎসর এইভাবে গত্যাগতি করেন ২১১৪৫।

প্রত্নতত্ত্বচর্চার (নৃসিংহানন্দের) প্রতি প্রভুর রূপা ৩২১৫; শিবানন্দ-গৃহে তাঁহার সাক্ষাতে প্রভুর আবির্ভাব ৩২১৩৬-৭৭।

প্রত্নতত্ত্বশিল্পের কৃষ্ণকথা-শ্রবণ-প্রসঙ্গ ৩৫১৩-৭৫।

প্রভু ও মহাপ্রভু : শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যই মহাপ্রভু, অদ্বৈত ও নিত্যানন্দ প্রভু ১৭১১১-১২।

প্রয়োজন-ভঙ্গ ১৭১১৩৯; ২৬১১৬২; ২২০১১০৯-১০; ২২০১২২৬; ২২৩২২; ২২৩২৯-৫২; ২২৫১৮৭; ২২৫১১০২-১০৪।

প্রাকৃতাপ্রাকৃত-সৃষ্টিরহস্য ২২০২১৮-৫৩।

প্রাপ্তব্রহ্মলয় কেবল-ব্রহ্মোপাসক ২২৪১৭৮-৮০; ২২৪১৯৬।

প্রাপ্তমিদ্ধি যোগী ২২৪১০৭।

প্রাপ্তস্বরূপ মোক্ষাকাজী ২২৪১২৩।

প্রাভব-বিলাস-স্বরূপ-সমূহের অন্ত্রাদি ২২০১২০০-২০৮।

প্রাভব-বিলাস-স্বরূপ-সমূহের বৈকুণ্ঠ ২২০১১৮০।

প্রীত্যঙ্কুর বা রতি বা ভাব ২২২১৯৪; লক্ষণ ২২৩৩৩-৪; বিকাশের ক্রম ২২৩৫৮-৮; জাতরতি ভক্তের লক্ষণ ২২৩১০০-১২।

প্রেম। তদ্ব-হ্লাদিনীর সার ১৪১৫৯; ১৮১২২২; রতির গাঢ় অবস্থা ২১৯১৫১; ২২৩৩৩; ২২৩৩২; সাধনভক্তি হইতে প্রেমের উদয় ২১৯১৫১; সাধনে চিন্তের বিভিন্ন অবস্থার বিকাশ ২২৩৫৮-২; প্রেমবিকাশের ক্রম ২১৯১৫১-৫৩; ২২৩২২২-২৪; প্রেমের লক্ষণ ২২৩২০; ৩১১২২৩; ৩১২৭৩২ শ্লো; প্রেমের স্বভাব ১৭১৮৪-৮৭; ২৪১৮৮; বিষমুতে একত্র মিলন ২২১৪৪-৪৫; প্রেমের স্বাভাবিক রীতি—অন্ত্র বিস্মারণ ২১১১২৬-২৯; ২১১১২২-১০৪; প্রেমগন্ধহীনতার জ্ঞান জন্মায় ৩২০১২৩; দাস্তাভাব জন্মায় ১৬১৪২-৬২; কৃষ্ণমাধুর্য্য আন্বাদন করায় ১৪১৪৪; ১৭১১৩৭; কৃষ্ণকে বশীভূত করায় ১৭১১৩৮; প্রেম কৃষ্ণকে, ভক্তকে এবং নিজেকে নাচায়, তিনে একসঙ্গে নৃত্য করে ৩১৮১১৭; জাতপ্রেম ভক্তের লক্ষণ—উন্নতবৎ হাসে, নাচে, কান্দে, চীৎকার করে ১৭১৭৪-৮৭।

প্রেমে আত্মা লভন করিলেও কৃষ্ণের স্মৃতি ৩১০১৪-৭।

ফ

ফ

ফ

ফ

ফেলানব-প্রসঙ্গ ৩১৬১৮১-১০৮।

ব

ব

ব

ব

বঙ্গদেশীয় কবিকৃত নাটকের প্রসঙ্গ ৩৫১৮৮-১৪৯; কবিকৃত নান্দী-শ্লোকের অর্থ ৩৫১১১০-১১; নান্দী শ্লোকের স্বরূপদামোদরকৃত অর্থ ৩৫১১৩৮-৪৪।

বড় উপাস্ত ২৮২১০; বড় কর্তব্য ২৮২০৮; বড়কীর্ষি ২৮২০০; বড় গান ২৮২০৪; বড় দ্রুত ২৮২১২; বড় ধোয় ২৮২০৭; বড় মুক্ত ২৮২০৩; বড় শ্রবণ ২৮২০২; বড় শ্রেয় ২৮২০৫; বড় সম্পত্তি ২৮২০১।

বড় বিপ্র ও ছোট বিপ্রের কাহিনী ২৫১৮-১৩২।

বর্তমান চতুষ্টয়গৈর ব্রহ্মা জীবতত্ত্ব ৩৩২৩৮।

বলরাম ভক্ত। শ্রীকৃষ্ণের দ্বিতীয় দেহ, আত্মকায়বাহ, মূল সঙ্কর্ষণ ১৫১৩-৬; গোবিন্দের প্রতিমূর্ত্তি ১৫১৬৩; কৃষ্ণের বৈভব-প্রকাশ ২২০১১৪৫; পূরে প্রাভব-বিলাস ২২০১১৫৭; ব্রজে গোপভাব, পূরে ক্ষত্রিয়-ভাব ২২০১১৫৬; ঘরকার এবং পরবোমের সঙ্কর্ষণ বলরামেরই প্রকাশ ২২০১১৫৮-৬২; পাঁচরূপে বলরাম শ্রীকৃষ্ণসেবা করেন ১৫১৬; স্বয়ংরূপে কৃষ্ণলীলার সহায়তা করেন সঙ্কর্ষণ, কারণার্ণবশায়ী, গর্ভোদশায়ী ও ক্ষীরোদশায়ী এই চারিরূপে সৃষ্টিলীলা-কার্যরূপ সেবা করেন ১৫১৭-৮; আবার শেবরূপে বিবিধ সেবা করেন, শয্যাধিরূপে ১৫১৮-৯; শিবে

পৃথিবী-ধারণ; কৃষ্ণগুণগানরূপ সেবা এবং ছত্র-পাহুকা-শযাদিরূপে শেষের সেবা ১৫১১০০-১০৭; স্বয়ংরূপে গুরু, মথা, ভূতা এই তিনভাবে কৃষ্ণের সহিত খেলা করেন ১৫১১৮-২০; রাম-অবতারে তিনিই অংশে লক্ষ্মণ ১৫১২৮-৩০; কৃষ্ণাবতারে স্বয়ংরূপে নানাভাবে কৃষ্ণকে-সুখাস্বাদন করান ১৫১৩১-৩৩; গৌর-অবতারে বলরামই নিত্যানন্দ (নিত্যানন্দ-তত্ত্ব দ্রষ্টব্য)।

বল্লভ ভট্ট প্রসঙ্গ : প্রয়াগের নিকটবর্তী আউল-গ্রামে স্বর্গহে প্রভুর নিমন্ত্রণ ২১২৫৭-৮৪; নীলাচলে প্রভুর সহিত মিলন ৩৭১৩-১৫৫; ভট্টের মনের অভিমান জানিয়া তাঁহার নিকটে প্রভুকর্তৃক স্বভক্তের মহিমা-থাপন এবং স্বীয় দৈন্যপ্রকাশ ৩৭১৩-৩২; ভট্টের অভিমান-গর্ক ৩৭১৪০-৪২; ভট্টকর্তৃক গণসহ প্রভুর নিমন্ত্রণ ৩৭১৪৫-৫৬; ভট্টের বৈষ্ণব-মিলন ৩৭১৪৬-৫৬; রথযাত্রাদিনে প্রভুর নর্তন-দর্শনে ভট্টের বিস্ময় ৩৭১৫৭-৬৪; স্বকৃত ভাগবত-টীকা শ্রবণের জন্ত প্রভুকে অনুরোধ, প্রভুর উপেক্ষা ৩৭১৬৬-৬৮; কৃষ্ণনামের স্বকৃত অর্থ শ্রবণের জন্ত প্রভুকে অনুরোধ, প্রভুর উপেক্ষা ৩৭১৬৯-৭১; গদাধরপণ্ডিতের নিকটে গমন, নামব্যাখ্যা শ্রবণের জন্ত অনুরোধ, বলপূর্বক টীকা পাঠ ৩৭১৭৪-৮৩; অদ্বৈতাচার্যের সঙ্গে উদ্‌গ্রাহাদি ৩৭১৮৪-৯২; শ্রীধরস্বামীর ব্যাখ্যার দোষ কখন, প্রভুকর্তৃক মুহু ভৎসনা ৩৭১৯৬-৯৯; আত্মানুসন্ধান ও স্ববুদ্ধি-প্রকাশ ৩৭১১০৪-৮; প্রভুর চরণে শরণ ও প্রভুর রূপা ৩৭১১০৯-২৫; গদাধর পণ্ডিতের নিকটে কিশোর-গোপাল-মন্ড্রে দীক্ষা প্রার্থনা ৩৭১১৩২-৩৬; গদাধরের নিকটে দীক্ষাগ্রহণ ৩৭১১৫৪-৫৫।

বসন্তরাসে শ্রীরাধাকে সঙ্ক্লেত করিয়া শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্দান-প্রসঙ্গ, শ্রীরাধার অপেক্ষায় নিভৃত নিকুঞ্জে অবস্থিতি, গোপীগণের আগমনে চতুর্ভূজরূপ ধারণ, গোপীগণকর্তৃক স্তব ও অগ্ন্য গমন, পরে শ্রীরাধার আগমনে চেষ্টা সত্ত্বেও চতুর্ভূজরূপ রক্ষণে শ্রীকৃষ্ণের অসামর্থ্য, রাধাপ্রেমের অপূর্বমহিমা ১১১৭২৭৪-৮৪।

বহিরঙ্গা মায়াক্রান্তি : কৃষ্ণের বহিরঙ্গা শক্তি ১২৮৫; ২১৬১৪৬; ২৮১১১৭; মায়ার সহিত ঈশ্বরের স্পর্শ নাই ১৫১৭২-৭৫; যেখানে কৃষ্ণ, সেখানে মায়ার অধিকার নাই ২২২২২১; কারণাক্রির বাহিরে মায়ার অবস্থিতি, মায়ার কারণসমূহকে স্পর্শ করিতে পারে না ১৫১৪৯; ২২০২৩১; পরব্যোমে মায়ার গতি নাই ২২০২৩১; মায়ার দুইরূপে অবস্থিতি—প্রধান (বা গুণমায়) এবং প্রকৃতি (বা জীবমায়) ১৫১৫০; ১৬১১১; ২২০২৩২; মায়ার জগতের কারণ ১২৮৫; প্রধান-অংশে উপাদান কারণ ১৫১৫০; ১৬১১১; ২২০২৩২; আর প্রকৃতি-অংশে নিমিত্ত কারণ ১৬১১১; ২২০২৩২; কিন্তু জড় বলিয়া মায়ার জগতের মুখ্য কারণ নহে, ঈশ্বরের শক্তিতে গৌণকারণ মাত্র ১৫১৫১-৫৩; ২২০২২৪-২৬; মায়ার সৃষ্টিকার্যের সহায়তা মাত্র করে ১৫১৫৪-৫৮; অনন্তব্রহ্মাণ্ড মায়ার বৈভব ১৫১৮৫; মায়ার মায়িক ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বরী ২২১১৩৮-৩৯; কৃষ্ণবহিস্মুখ জীবকে শাস্তি দেন ২২০১১০৪-৫; ২২২১১০-১২; সাধুগুরুর রূপায় কৃষ্ণোন্মত্ততা জন্মিলে জীবের মায়াপাশ ছুটিয়া যায় ২২০১১০৬; ২২২১১৩; ২২২১১৮; বহিরঙ্গা মায়ার শ্রীকৃষ্ণে প্রেমভক্তি করে ২৬১১৪৬ (“শক্তি” দ্রষ্টব্য)।

বহু অঙ্গের সাধনও অনুমোদনীয় ২২২১৭৬; ২২২১৭৮।

বহু জনে মমতা থাকিলেও প্রীতির স্বভাবে ভাবের পার্থক্য হয় ৩৪১১৬৬।

বহু নামের প্রচার, জীবের প্রতি রূপাবশতঃ ৩২০১১৩; সকল নামে সর্বশক্তি সঞ্চারিত ৩২০১১৫।

বাৎসল্য প্রেম (বা বাৎসল্যরতি ২৮৬২; ২১২১১৫৮; শ্রীকৃষ্ণের পরিকরভুক্ত মাতাপিতা-আদি গুরুজন বাৎসল্য রতির আশ্রয় ২১২১১৬৩; ২২৩৪৪২; শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ে লাল্য, পাল্য, অনুগ্রাহ জ্ঞান জন্মায় ১৪১২১; ২১২১১৮৫-৮৮; ইহা অনুরাগের শেষ সীমা পর্যন্ত বর্ধিত হয় ২২৩৪৩৫; ২২৪১২৬; বাৎসল্যে শাস্ত, দাস্ত ও মথ্যের গুণ বর্তমান ২১২১১৮৫-৮৬।

বাল্যপৌগণ্ড শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহের ধর্ম ২২০২২১৫; ২২০৩১২-১৮।

বাসুদেবদত্তের নিজের স্বরূপভোগ-প্রার্থনা-প্রসঙ্গ, জগদ্বাসী সমস্ত জীবের উদ্ধার কামনায় ২১৫১১৫৮-৭৮।

বিধিধর্ম ছাড়িয়া কৃষ্ণভজন করিলে নিষিদ্ধ পাপাচারে মন যায় না, দৈবাৎ গেলেও কৃষ্ণ শুদ্ধ করেন
২১২১৮০-৮১।

বিধিভক্তি (বৈধী-ভক্তি) লক্ষণ ২১২১৫২; সাধন ২১২১৬১-৮৪; বিধিভক্তিতে ব্রজভাব পাওয়া যায় না;
১৩১১৩; ২১৮১৮২; বৈকুণ্ঠ-প্রাপ্তি হয় ১৩১১৫; ২১২৪১৬২; বিধি-ভক্তের ভেদ ২১২৪১২০৬-১১।

বিবর্তবাদ খণ্ডন ১১৭১১৪-২০; ২১৬১৫৪-৫৭; ২১২৫১৬৩।

বিভূতি। শক্তির আভাসের আবেশ ২১২০১৩০৬; ২১২০১৩১১।

বিলাস (শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ-বিশেষ) ১১১৩৫; লক্ষণ ১১১৩৮; বিলাস-স্বরূপের নাম—বলদেব, নারায়ণ, বাসুদেব-
স্বরূপাদি ১১১৩৯; তদেকান্তরূপের বিলাস ২১২০১১৫৩; প্রাভব-বিলাস ২১২০১১৫৫-৫৯; ২১২০১১৬১-১৭৬; ২১২০১১৭৯;
বৈভব-বিলাস ২১২০১১৪৭; ২১২০১১৬০; ২১২০১১৭৭।

বিলাস (ব্রজহৃন্দরীদের ভাব-বিশেষ) ২১১৪১৭৮-৮০।

বিশুদ্ধ-প্রেম-লক্ষণ-জ্ঞাপক প্রলাপ ২১২০১৩২-৫৩।

বিশ্বরূপের বিবাহোচ্চোগ ও সন্ন্যাস ১১৫১২-১৩।

বিশ্বরূপের সিদ্ধিপ্রাপ্তি ২১২২৭১-৭২।

বিষয়ীর অঙ্গের দোষ ৩১৬২৬২-৭৫।

বিষ্ণু। পুরুষাবতার এবং গুণাবতার; পুরুষাবতার, তৃতীয় পুরুষ জীবাস্তর্যামী, জগতের পালনকর্তা, ক্ষীরোদ-
শায়ী ১১২১৪২; ১১৪১৭; ১১৪১১২; ১১৫১৮৮; ১১৫১৯৩-২৫; ২১২০১২৫২-৫৩; ২১২০১২৬৬-৬৮; যুগাবতার ও মন্বন্তর-
বতাররূপে অবতীর্ণ হইয়া ধর্ম স্থাপন করেন ১১৫১৯৬-৯৮; গুণাবতার ২১২০১২৫২; ২১২০১১৫৮।

বৃন্দাবন। শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থল; অপর নাম—গোকুল, ব্রজলোক, গোলোক, শ্বেতদ্বীপ ১১৫১১৪; গোলোক
বৃন্দাবন ২১২০১১৩৬; গোলোকাখ্য গোকুল ২১২১১৭৪; “গোলোক” দ্রষ্টব্য।

বৃন্দাবন-গমনের রীতি ২১১২০২-১০; ২১১২১৫-১৬।

বৃন্দাবনে কৃষ্ণপ্রাকট্য-কাহিনী, মহাপ্রভুর উপস্থিতি-সময়ে ২১১৮৮৫-১১৭।

বৃন্দাবনের গীলু-ভক্ষণ-প্রসঙ্গ ৩১৩০৭২-৭৫।

বৃন্দাবনের স্থাবর-জঙ্গমাদিকে প্রভু কর্তৃক প্রেমদান ২১১৭১৮৩-২১৬।

বেকটভট্ট-প্রসঙ্গ। শ্রীমদ্ভাগ্যবৈষ্ণব; প্রভুকে নিমন্ত্রণ ২১২০৭৬; তাঁহার গৃহে প্রভুর চাতুর্মাশকাল-অবস্থান;
শ্রীরঙ্গক্ষেত্র ২১২০৭৭-৮০; বেকট-ভট্টের সঙ্গে তাঁহার উপাস্ত ও উপাসনা সম্বন্ধে প্রভুর ইষ্টগোষ্ঠী এবং ভট্টের গর্বনাশ
২১২০১০২-৪৭।

বেগু (বংশী)-ধ্বনি-মহিমা ২১২১১০; ২১২১১১৮-২২; ২১২৪১৪০; ৩১৫১৫২; ৩১৬১১১৫-২০; ৩১৭১৩২-৩৬;
৩১২০১৪০।

বেদ স্বতঃপ্রমাণ, প্রমাণ-শিরোমণি ১১৭১২৫; ২১৬১৬৩।

বেদান্তসূত্রের উদ্দেশ্য ২১২৫১৪২-৪৭।

বেদান্তসূত্রের ভাষ্যকরণে শঙ্করাচার্যের উদ্দেশ্য ২১২৫১৩২-৪১।

বৈধীভক্তি—“বিধিভক্তি” দ্রষ্টব্য।

বৈভব প্রকাশ: “প্রকাশ” দ্রষ্টব্য।

বৈরাগীর ধর্ম ৩১২২২০-২৫; বৈরাগীর পক্ষে প্রকৃতি-সম্ভাষণের কুফল ৩১২১১৬-১৮; ৩১২১২২-২৩।

বৈষ্ণব: বৈষ্ণবের লক্ষণ ২১১৫১০৭-১১; বৈষ্ণবত্বের লক্ষণ ২১৬১৭১; বৈষ্ণবত্বের লক্ষণ ২১৬১৭৩;
বৈষ্ণবের গুণ ২১২১৪৪-৪৭; কৃষ্ণভক্ত-কৃষ্ণগুণ সন্ধ্যায়িত হয় ২১২১৪৩; বৈষ্ণবের আচরণ ১১৭১২৩-২৭; বৈষ্ণবের
আচার ২১২১৪২-৫০; বৈষ্ণবের পক্ষে যুক্তবস্ত্র পরিধান অসঙ্গত ৩১৩০৬০; বৈষ্ণবের দেহ অপ্রাকৃত ৩১৬১৮৩-৮৫;

বৈষ্ণব-ভোজনে কোটি ব্রাহ্মণ-ভোজনের ফল ৩৩২০৫-২; বৈষ্ণব ষাহার হিত কামনা করেন, তিনিও বৈষ্ণব ২১৫১৬২; বৈষ্ণব-অপরাধ ও তাহার প্রভাব ২১২১৩৮-৩২; বৈষ্ণবোচ্ছিষ্টাদির মহিমা ৩১৬১৫২-৫৮।

বৈষ্ণব-স্মৃতির সূত্র ২১২৪১২৩৬-৫৭।

বৌদ্ধাচার্যের গর্ব্বখণ্ডন, মহাপ্রভুকর্তৃক ২১২৪০০-৫৭।

ব্রজজন কৃষ্ণকে ঈশ্বর বলিয়া জানেন না ২১২১১৮-২০; ব্রজজনের রতি কেবলা ২১২১১৬৬।

ব্রজ জন : ব্রজজনের শ্রীকৃষ্ণরতি শুদ্ধা, কেবলা ১৪১১২; ২১২১১৬৬; ব্রজজন কৃষ্ণকে ঈশ্বর বলিয়া জানেন না ২১২১১৮-২০; ঈশ্বর্য দেখিলেও তাহাকে কৃষ্ণের ঈশ্বর্য বলিয়া মনে করেন না, কৃষ্ণের সহিত নিজেদের সম্বন্ধের জ্ঞানই তাঁহাদের চিত্তকে ভরিয়া রাখে ২১২১১৬৭; ২১২১১৭২; কৃষ্ণকে নিজেদের পুত্র, সখা বা প্রাণপতি বলিয়া মনে করে ১৪১১২-২৪; ব্রজজনের ভাব—দাস্ত, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর ২১২১১৮০-২২; ব্রজজনের ভাবের আত্মগতময় ভজনেই ব্রজপ্রাপ্তি সম্ভব ২১২১২১; ২১২১৮৭-২৩।

ব্রজমানের প্রকার ও বৈশিষ্ট্য ২১২১১৩৮-৮২।

ব্রহ্ম : ব্রহ্মশব্দের মূখ্য অর্থ—স্বয়ংভগবান্ কৃষ্ণ ১৭১১০৬; ১৭১১৩১-৩২; ২১৬১৩১-৩৮; ২১২৪১৫৩-৫৫; ২১২৫১৩০; ব্রহ্ম নির্বিশেষ নহেন, সবিশেষ ১৭১১৩১-৩৩; ২১৬১৩১-৪১; ২১২৫১৩০; ব্রহ্ম সশক্তিক, নিঃশক্তিক নহেন ২১৬১৪০-৪৭; ২১২৫১৩১; নিরাকার নহেন, সাকার ১৭১১০৭; ২১৬১৩২-৪২; ২১২৫১২৪-২৫; ব্রহ্মের বিভূতি ও দেহাদি চিন্ময় ১৭১১০৭-৮; ২১৬১৩৩; ২১৬১৩৬-৩৭; ব্রহ্মের দেহাদি প্রাকৃত সম্বন্ধের বিকার নহে ১৭১১০৮-১০; ২১৬১৫০-৫৩; ২১২৫১৩২; জীবব্রহ্মের ঐকান্তিক অভেদ শাস্ত্রবিরুদ্ধ : জীব ব্রহ্মের শক্তি, চিৎকণ-অংশ ১৭১১১১-১৩; ২১৬১৪৮-৪২; ব্রহ্ম জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের মূল কারণ ২১৬১৩৪-৩৫; স্বীয় অচিন্ত্য শক্তিতে জগদ্রূপে পরিণত হইয়াও ব্রহ্ম নির্বিকার থাকেন ১৭১১১৪-২০; ২১৬১৫৪-৫৫; জগৎ রজ্জুতে সর্পভ্রমের গায় মিথ্যা নহে, নশ্বরমাত্র ১৭১১১৫; ২১৬১৫৭; পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত স্বরূপ ২১২০১২২; নির্বিশেষ ব্রহ্মও তাঁহার এক প্রকাশ, তাঁহার অঙ্গকাস্তি ১১২১৮-১০; ২১২০১৩৫।

ব্রহ্মময় কেবল-ব্রহ্মোপাসক ২১২৪১৮১-৮৩।

ব্রহ্মমোহনলীলার অচিন্ত্যত্ব ২১২১১১-২১।

ব্রহ্মসংহিতা প্রাপ্তি ও ব্রহ্মসংহিতার মহিমা ২১২২২০-২৪।

ব্রহ্মা : গর্তোদকশায়ীর নাভিপদ্মে জন্ম ১৫১৭৮-৮৬; ২১২০২৪১-৪৫; ব্যষ্টিজীবের সৃষ্টিকর্তা ১৫১৮৭; ২১২০২৪৬; গুণাবতার ২১২০৫৮; ভক্ত-অবতার ২১২০২৬৮; ব্রহ্মা দুই রকমের—জীবকোটি ও ঈশ্বরকোটি; জীবকোটি ব্রহ্মা ২১২০২৫২-৬০; ঈশ্বরকোটি ব্রহ্মা ২১২০২৬১; বর্তমান কল্পের ব্রহ্মা জীবকোটি ২১২০৫৮৮-২০; ব্রহ্মার এক দিনের পরিমাণ চৌদ্দমহাস্তর ১৩৫-৬; ২১২০২৭০; ব্রহ্মার আয়ুষ্কাল শত বৎসর ২১২০২৭১-৭২; ব্রহ্মা-কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গী গোপশিশু এবং বৎসদের হরণ, পরে শ্রীকৃষ্ণের মূল নারায়ণত্ব বা স্বয়ং ভগবত্ব থ্যাপন ১১২১২২-৪৭; দ্বারকাতে ব্রহ্মার কৃষ্ণদর্শন-প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক ব্রহ্মার গর্ব্ব-খণ্ডন ২১২১৪৪-৭২।

ব্রহ্মাওঁহ জীবের বিবরণ ২১২১২৫-৩৩।

ব্রহ্মাওঁহ ভগবৎ-স্বরূপ-সমূহের মধ্যে ষাহারা অবতাররূপে গণনীয়, তাঁহাদের নাম ২১২০১৮২।

ব্রহ্মানন্দ ভারতীর চন্দ্রাম্বর দূরীকরণ, প্রভুকর্তৃক ২১০১১৪৬-৭৬।

ব্রহ্মানন্দ হইতে কৃষ্ণলীলাগুণাদির বৈশিষ্ট্য ২১১৭১৩১-৩৩; কৃষ্ণনামে যে আনন্দ, তাহার বৈশিষ্ট্য ১৭১২৩।

ভ

ভ

ভ

ভ

ভক্ত : তত্ত্ব ১১১৩০; দ্বিবিধ, পারিষদ ও সাধক ১১১৩১; ভক্তের হৃদয়ে কৃষ্ণের বিশ্রাম ১১১৩০; ভক্তচিত্তে, ভক্তগৃহে কৃষ্ণের সর্বদা স্থিতি ৩১৬১২৩, দুঃখহীন, বাৎসল্যহীন, কৃষ্ণপ্রেমসেবা-পূর্ণানন্দ ২১২৪১১২;

নিকাম, শাস্ত ২১২১১৩২ ; সাযুজ্যমুক্তি চাহেন না ২১৬২৪১ ; পঞ্চবিধা মুক্তিও চাহেন না ২১৬২৪৩-৪৪ ; ভক্তের স্বভাব অজ্ঞের দোষ ক্ষমা করেন ৩৩২০০ ; ভক্তভাবেই কৃষ্ণমাধুর্যের আনন্দন সম্ভব ১১৬৮২ ; ভক্তপদ কৃষ্ণের সমতা হইতে বড় ১১৬৮৭-৮৮ ; ভক্তরূপাবশে কৃষ্ণের স্বপ্রতিজ্ঞা ভঙ্গ ২১৬১৪৩ ; ভক্তই ভক্তিরস অল্পভব করিতে পারেন ২১২৩৫০-৫১ ; ভক্তহৃৎকের জুই প্রভুর অবতার ৩৮৮৫ ; ভক্তধর্মহানি প্রভুর অসহ ২১৬১৪৬ ; ভক্তপদধূলি, ভক্তপদজন ও ভক্ত ভুক্তাবশেষ এই তিনের মহিমা ৩১৬৫৩-৫৮ ; ভক্তের প্রেমবিকারের মহিমা ৩১৮১৪২-২৭ ; সাক্ষাদর্শন, আবেশ ও আবির্ভাব—এই তিন স্বরূপে প্রভু ভক্তকে রূপা করেন ১১০৫৪০-৫৭ ; ভক্তকৃত নিমন্ত্রণে প্রভুর ভিক্ষা ৩১০১৩১-৫২ ; ভক্তভেদে রতিভেদ ২১২১৫৭ ; মূল ভক্ত-অবতার শ্রীসদ্বর্ষ ১১৬৮৮ ; শ্রদ্ধাবান জনই ভক্তির অধিকারী ২১২১৩৮ ; অধিকারিভেদে ভক্ত ত্রিবিধ—উত্তম, মধ্যম এবং কনিষ্ঠ ২১২১৩৮ ; উত্তম অধিকারী শাস্ত্রযুক্তো হুনিপুণ এবং দৃঢ়শ্রদ্ধাবান ২১২১৩৯ ; মধ্যম অধিকারী শাস্ত্রমুক্তিতে নিপুণ নহেন, কিন্তু দৃঢ় শ্রদ্ধাবান ২১২১৪০ ; কোমলশ্রদ্ধ ভক্তই কনিষ্ঠ অধিকারী ২১২১৪১ ; রতিপ্রেম-তারতম্যে ভক্তের তরতমতা ২১২১৪২ ; কৃষ্ণভক্তে কৃষ্ণগুণ সঞ্চারিত হয় ২১২১৪৩ ; ভক্তের গুণ বা লক্ষণ ২১২১৪৪-৪৭ ।

ভক্ত-ব্যাহের কাহিনী ২১২৪১৫১-২০২ ।

ভক্তি : ভক্তি-শব্দের দশ রকম অর্থ ২১২৪১২৩-২৪ ; ভক্তি দুই রকম—সাধ্যভক্তি ও সাধনভক্তি ; সাধ্যভক্তি হইল রতি, বা ভাব, বা প্রেম ১৭১১৩৫ ; ২১২১৪৭ ; ২১২১৪৯ ; ২১২১৫১ ; ২১২১৫৬ ; প্রেমলাভের উপায় হইল সাধনভক্তি, অভিধেয় ১৭১১৩৪-৩৫ ; অন্ন বাহ্য, অন্ন পূজা, জ্ঞানকর্মাদি পরিত্যাগ পূর্বক, আত্মকুলো কৃষ্ণাত্মশীলন ২১২১৪৮ ; শ্রবণকীর্তনাদি হইল সাধনভক্তির স্বরূপ লক্ষণ, তটস্থ-লক্ষণ প্রেমোৎপত্তি ২১২১৫৫-৫৭ ; সাধনে প্রবর্তক ভাব অল্পসারে সাধনভক্তি দ্বিবিধ—বৈধী ও রাগাত্মগা ২১২১৫৮ ; কেবল শাস্ত্র-শাসনের ভয়ে যে ভজন, তার নাম বৈধী ভক্তি ২১২১৫৯ ; শ্রীকৃষ্ণসেবার লোভ হইতে যে ভজন, তার নাম রাগাত্মগা ২১২১৮৪-৮৮ ; বিধিভক্তির সাধন—চতুষ্টয় অঙ্গ সাধনভক্তি ২১২১৬০-৮৩ ; তন্মধ্যে সাধুসঙ্গাদি পাঁচটি প্রধান ২১২১৭৪-৭৫ ; ২১২৪১২৫ ; নিষ্ঠার সহিত এক অঙ্গের সাধনেও প্রেমলাভ হইতে পারে ২১২১৭৬ ; ভজনের মধ্যে শ্রবণ-কীর্তনাদি নববিধাভক্তিই শ্রেষ্ঠ ৩৪১৬৫ ; তার মধ্যে আবার নাম-সংকীর্তনই সর্বশ্রেষ্ঠ ৩৪১৬৬ ; রাগাত্মগার সাধন—দুই অঙ্গ, বাহ ও অন্তর ২১২১৮২ ; বাহ—যথাবস্থিত দেহে শ্রবণকীর্তনাদি ২১২১৮২ ; অন্তর—সিদ্ধদেহ চিন্তা করিয়া ভাবাত্মক কৃষ্ণপরিকরদের আত্মগতো ব্রজে কৃষ্ণসেবা ২১৮১৮৩-৮৫ ; ২১২১৯০-৯৩ ; ৩৬২৩৪-৩৫ ; বৈধীভক্তিতে ব্রজভাব পাওয়া যায় না ১৩১১৩ ; ২১৮১৮২ ; বৈকুণ্ঠ-প্রাপ্তি হইতে পারে ১৩১১৫ ; ২১২৪১৬২ ; সাধ্যভক্তি বিকাশের ক্রম ২১২১৫১-৫৩ ; ২১২৩২২-২৪ ; ভক্তির জন্ম-মূল সাধুসঙ্গ ২১২১৪৮ ; মহৎরূপাব্যতীত কিছুতেই ভক্তিলাভ হইতে পারে না ২১২১৩২ ; ভক্তির বাধক—ভুক্তিমুক্তি-বাসনাদি ১১১৫১-৫২ ; ১৮১১৬ ; ২১২৪১৬৬ ।

ভক্তিগ্রহিণী : ভক্তি বিনা জগতের অবস্থান নাই ১৩১১২ ; একমাত্র ভক্তিতেই কৃষ্ণ বশীভূত হন ১১৭১৭০-৭২ ; ভক্তিতে লোক হিংসা শূন্য হয় ২১২৪১২৪ ; ভক্তিই পরম পুরুষার্থ ২১৬১৬৬-৬৭ ; ভক্তিস্থতের তুলনায় মুক্তি তুচ্ছ ৩৩১৭৭ ; ৩৩১৮৪ ; ভক্তির স্বভাব—অন্ন বাসনা দূর করে ৩২৪১৭৩ ; ২১২৪১২৮ ; এবং মুক্ত জীবকেও ব্রহ্ম হইতে আকর্ষণ করিয়া ভজন করায় ২১২৪১২-৮০ ; ভক্তির সাহচর্য্যব্যতীত কেবল জ্ঞানে মুক্তি হয় না ২১২১১৬ ; ২১২৪১৭৮ ; ২১২৪১৯৫ ; ২১২৫১২২ ; কর্মযোগ-জ্ঞানাদি ভক্তির অপেক্ষা রাখে ২১২১১৪-১৫ ; ২১২৪১৬৫ ; ভক্তিব্যতীত অন্ন সাধন অজাগলন্তনপ্রায় ২১২৪১৬৬ ; ভক্তি সমস্ত ফল দিতে পারে ২১২৪১৬৫ ; ভক্তিসাধন সর্বোপরি ২১২১৪৬ ।

ভক্তিরস : প্রেম-স্নেহ-মান-প্রণয়াদি হইল ভক্তিরসের স্থায়ীভাব ২১২১১৫২-৫৪ ; স্নেহ-মান-প্রণয়াদির অধিকারী ভেদে রতি পাঁচ প্রকার—শাস্ত, দাস্ত, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর ২১২১১৫৭-৫৮ ; ইহারাও রসের স্থায়ীভাব ২১২৩২২-২৬ ; স্থায়ীভাবের সহিত বিভাব-অমুভাবাদির মিলনে ভক্তি বা রতি রসে পরিণত হয় ২১২১১৫৪-৫৬ ; ২১২৩২৬-৩২ ; রতিভেদে ভক্তিরস পাঁচ রকমের—শাস্ত, দাস্ত, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর-২১২১১৫৮-৫৯ ; ২১২৩৩৩ ; এই পাঁচটি

হইল ভক্তিরসের মধ্যে প্রধান ২১২১৫২; ইহাদের মধ্যে মধুর-রসই সর্বশ্রেষ্ঠ ১৪৪০-৪১; ২২৩০৩৩; আবার সাতটি গোণভক্তিরসও আছে, ইহারা আগন্তুক ২১২১৬০-৬১; ভক্তিরসে ভক্তস্বখী এবং কৃষ্ণ বশীভূত হন ২২৩২৬; ভক্তই ভক্তিরস আবাদন করিতে পারেন, অভক্ত পারেন না ২২৩৫১।

ভক্তিকল্পতরু। বর্ণনা ১২ পরিচ্ছেদে; নবমূল ১২১১-১৩; মধ্যমূল ১২১৪; প্রথম অঙ্কুর ১২১৮; পুষ্ট অঙ্কুর ১২২২; মূলস্বচ্ছ ১২২২; দুই স্বচ্ছ ১২২২; চৈতন্যশাখা ১১০ পরিচ্ছেদ; নিত্যানন্দশাখা ১১১ পরিচ্ছেদ; অদ্বৈতশাখা ১১২ পরিচ্ছেদ; স্বক্ৰমশাখা ১১১৫; সর্বশাখা-শ্রেষ্ঠ ১১১৫৩; ফল—প্রেম ১২২৪-২৫; ফল বিতরণের সঙ্কল্প ও আদেশ ১২৩২-৩২।

ভক্তিলতার বিবরণ। গুরু-কৃষ্ণপ্রসাদে বীজ লাভ ২১২১৩৩; মালীরূপে তাহা রোপণ এবং শ্রবণ-কীর্তনাদি রূপ জল সেচন করিলে লতা উৎপন্ন হইয়া বর্ধিত হয়, ব্রহ্মাণ্ড, বিরজা, বঙ্গলোক, পরব্যোম ভেদ করিয়া গোলোক বৃন্দাবনে যাইয়া কৃষ্ণচরণরূপ কল্পবৃক্ষে আরোহণ করে, প্রেমফল ধারণ করে ২১২১৩৪-৩৭; বৈষ্ণব-অপরাধে লতা ছিড়িয়া যায়, শুকাইয়া যায় ২১২১৩৮-৩৯; ভুক্তি-মুক্তি-বাসনাদিরূপ উপশাখা জন্মিলেও লতার বৃদ্ধি স্তম্ভিত হয় ২১২১৪০-৪৩; ভক্তিলতার ফল প্রেমই পরম পুরুষার্থ ২১২১৪৪-৪৬।

ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইল নববিধা ভক্তি ৩৪৬৫; তার মধ্যে নামসঙ্কীর্ণন সর্বশ্রেষ্ঠ ৩৪৬৬।

ভগবদ্ধামের স্বরূপ। বিভূ, মায়াভীত ১৫১২; ১৫১৫; ২০২০৩০; ২২১২-৪; আনন্দ-চিন্ময় ১৫১৭-১৮; ২২১৪; শুদ্ধসত্ত্বময় ১৫১৩৬; ১৫১৪৫; একই স্বরূপ, দ্বিতীয় কায় নাই ১৫১৬; কৃষ্ণের ইচ্ছায় ব্রহ্মাণ্ডে প্রকাশ ১৫১৬; ২২০৩০০।

ভগবান্ আচার্য্যের গৃহে প্রভুর ভিক্ষা-প্রসঙ্গ ৩২১০০-১১; এবং তৎপ্রসঙ্গে ছোট হরিদাসের বর্জ্জন ৩২১১০-৬৪।

ভট্টমারীদের কবল হইতে প্রভুকর্তৃক কৃষ্ণদাসের উদ্ধার ২২২০২-১৬।

ভবানন্দরায়। প্রভুর সহিত মিলন ২১০৪৭-৫৯; তাঁহাকে প্রভু সাক্ষাৎ পাণ্ডু বলিয়াছেন এবং তাঁহার পত্নীকে কুন্তী বলিয়াছেন ২১০৫১; তাঁহার পঞ্চপুত্র—রামানন্দ রায়, গোপীনাথ পট্টনায়ক, কলানিধি, সুধানিধি এবং বাণীনাথ পট্টনায়ক ১১০১৩১-৩২; ইহারা সকলেই প্রভুর প্রিয়পাত্র ১১০১৩২; তাঁহারা জন্মে জন্মে প্রভুর নিজ দাস ৩২১৩২; ইহাদিগকে প্রভু পঞ্চ পাণ্ডব বলিয়াছেন ২১০৫১; ভবানন্দ রায় সর্বশেষে জন্মে জন্মে প্রভুর কিঙ্কর ২১০৫৬।

ভাগবত। দুই ভাগবত ১১৫৬; এক শ্রীমদ্ভাগবত-শাস্ত্র এবং অপর ভক্তিরসপাত্র ভক্ত ১১৫৭; শ্রীমদ্ভাগবতের স্বরূপ—কৃষ্ণতুল্য, বিভূ, সর্বাশ্রয় ২২৪২৩১-৩৩; কৃষ্ণভক্তি-রসস্বরূপ ২২৫১১০; শ্রীমদ্ভাগবত বেদান্ত সূত্রের ভাষ্যস্বরূপ ২২৫১৭২; ২২৫১১০; প্রভুকর্তৃক শ্রীমদ্ভাগবতের ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যস্থ-খ্যাপন ২২৫৮১-১১১; সর্ববৈদ্যোপনিষৎ-সার ২২৫৮২-৮৪ (ক); ভাগবতে সঙ্ক-অভিধেয়-প্রয়োজনতত্ত্ব খ্যাপিত হইয়াছে ২২৫৮৫-১০৭; শ্রীমদ্ভাগবত প্রণবের অর্থ ২২৫১৭৮; গায়ত্রীর অর্থে এই গ্রন্থের আরম্ভ ২২৫১০২; বেদশাস্ত্র হইতেও ভাগবতের পরম-মহত্ত্ব ২৫১১০।

ভাব। “কৃষ্ণরতি” দ্রষ্টব্য।

ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিকামী সুবুদ্ধি হইলে কৃষ্ণভজন করে ২২২২৩।

ভৃত্যবাহ্যাপ্তিই কৃষ্ণের একমাত্র কৃত্য ২১৫১৬৬।

ভোগসামগ্রীর বিবরণ ২৩৪০-৫৪; ২১৪১২৩-৩২; ২১৫১৫৫-৫৬; ২১৫১৭১-২১; ২১৫২০০-১২; ৩১০১৪-৩৪ (রাঘবের ঝালি); ৩১০১৩১-৩৫; ৩১০১৪৫-৪৮; ৩১৮২২-১০৩।

ম

ম

ম

ম

মঙ্গলাচরণ ১১৩০-৪; ত্রিবিধ—বস্তুনির্দেশ, আশীর্বাদ, নমস্কার ১১৫; আশীর্বাদ ১১৮; ১৩২২-২৪;

নমস্কার ১১১৬; ১১১১৬-২৫; বস্তুনির্দেশ ১১১৭; ১১২২-১০২; নমস্কাররূপ মঙ্গলাচরণ আবার দুই রকম—সামান্য ও বিশেষ ১১১৬; সামান্য ১১১১৬-২৬; বিশেষ ১১১৪৪-৬২।

মধুর রসি ও মধুর রস : লক্ষণ ২১২১৮২-২২; নামান্তর—কান্তাভাব ২১৮৬৩; পাত্র ২১২১১৬৪; ইহাতে অল্প সকল রসের গুণ আছে ২১৮৬৭-৬৮; ২১২১১২২; কান্তাপ্রেমে পরিপূর্ণ কৃষ্ণপ্রাপ্তি ২১৮৬২; শ্রীকৃষ্ণ এই প্রেমার নিকটে চিরস্থায়ী ২১৮৭০-৭১; কান্তাপ্রেমবতী ব্রজদেবীদের সান্নিধ্যে শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য বর্দ্ধিত হয় ২১৮৭২; শ্রীরাধায় এই প্রেমার চরমতম বিকাশ ১৪৪৪৩; শ্রীরাধার প্রেম কৃষ্ণকেও বিহ্বল করে ১৪৪১০৭-১০৮; রাধাপ্রেম এবং কৃষ্ণ-মাধুর্য্য হুড়াহুড়ি করিয়া বর্দ্ধিত হয়, পরস্পরের সান্নিধ্যে ১৪৪১২৪ (“ভক্তিরস” দ্রষ্টব্য)।

মধ্যম অধিকারী-ভক্ত ২১২২৪০ (“ভক্ত দ্রষ্টব্য”)।

মন্দির-পশ্চাতে কীর্ত্তন-কালে প্রভুর ঐশ্বর্য্য-প্রকাশ ২১১১২১২-১৬।

মহাস্তব : সময় ১৩৫-৬; ব্রহ্মার এক দিনে চৌদ্দমহাস্তব ২১২০২৭০; চৌদ্দ মহাস্তবের নাম ২১২০২৭৫-৭৮; মহাস্তবাবতারের নাম ২১২০২৬২-৭৮।

মর্য্যাদা রক্ষণের মহিমা ৩৪৪১২৪-২৮; ৩৪৪১৬১।

মহৎ-রূপাব্যতীত ভক্তি অনন্ত ২১২২৩২।

মহত্তের অপমান যে গ্রামে হয়, সেই গ্রামের সকলকেই তাহার ফল ভোগ করিতে হয় ৩৩১৫৬।

মহত্তের নিকটে অপরাধের ফল ৩৩১৩৭-৩৯।

মহান্তের তীর্থপাবন ২১০১২-১০।

মহাপুরুষের বক্তৃতা লক্ষণ ১১৪৪১২; ১১৪৪৩ শ্লো।

মহাপ্রভু : “গৌর” দ্রষ্টব্য।

মহাপ্রভু নিজের জয়গান শুনিয়া ক্রুদ্ধ ২১১২৫৫-৬৭।

মহাপ্রভু সর্বত্র ব্যাপক ৩৬১২৪।

মহাপ্রভু স্ত্রী-শব্দ না বলিয়া প্রকৃতি বলিতেন ৩১২১৫২।

মহাপ্রভুকর্তৃক ছোট হরিদাসের বর্জন ৩২১১১১-৬৩।

মহাপ্রভুকর্তৃক জগদানন্দের তুলীগাও উপেক্ষা ৩১৩৪৪-১৫।

মহাপ্রভুকর্তৃক তত্ত্ববিচার : কাজীর সঙ্গে ১১৭১৪৬-৬৪; প্রকাশানন্দ সরস্বতীর সঙ্গে ১১৭১২৬-১৪৪; সার্বভৌমের সঙ্গে ২১৬১২২-৮১; পাঠান পীরের সঙ্গে ২১৮১৭৫-২৪; শ্রীসম্প্রদায়ী বেক্টভট্টের সঙ্গে ২১৮১৭৩-১৪৮; তত্ত্ববাদীদের সঙ্গে ২১২১২৮-৫১ বৌদ্ধাচার্য্যদের সঙ্গে ২১৮৪০-৫৭।

মহাপ্রভুকর্তৃক ফেলালবের আশ্বাদন ও মহিমা-কীর্ত্তন ৩১৬৮১-১০৮।

মহাপ্রভুকর্তৃক ভক্তদত্ত দেব্যাস্বাদ ৩১০১১০৪-২২।

মহাপ্রভুকর্তৃক ভক্তদের নিকটে আশ্বদেহদান ৩১২১৭০-৭৩।

মহাপ্রভুকর্তৃক রাধাভাবাবেশে বিধির নিন্দা ৩১২১৪৩-৫০।

মহাপ্রভুকর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের নাটকাস্বাদন ৩১১০২-১৫৪।

মহাপ্রভুকর্তৃক সন্ন্যাসী-পণ্ডিতগণের গর্বনাশ ৩১৮৮১-৮৪।

মহাপ্রভুকর্তৃক স্বরূপদামোদরের ওড়ন-পাড়ন অঙ্গীকার ৩১৩১৬-১২।

মহাপ্রভুতে স্বয়ংভগবত্বের লক্ষণ ২১৬৮৮; ২১৬২৫২; ২১৮১৬৮-৪০; ২১৭১১৫২-৫৪; ২১৮১১০৮-১৬; ২১২৪১২২২; ২১২৫১৭; ৩১৭১৭-১২।

মহাপ্রভুর অন্তর্দানের সময় : ১৪৫৫-শক ১১৩৮।

মহাপ্রভুর অবস্থিতি-কাল : গৃহস্থায়ণে চব্বিশ বৎসর ১১৩০২ ; ১১৩০৩ ; সন্ন্যাসাশ্রমে চব্বিশ বৎসর ১১৩০১০ ; ১১৩০৩২ ; কাশীতে—বৃন্দাবন-গমন-পথে ২১৭১২৬ ; বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্তনের পথে ২১২৫১২ ; প্রয়াগে—বৃন্দাবন-গমনের পথে ২১৭১১৪২ ; বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্তনের পথে ২১৮১২১২ ; ২১৮১১২২ ; মথুরায় : নির্দিষ্ট সময়ের উল্লেখ নাই ; নীলাচলে অস্থানে যাওয়ার সময় সহ ছয় বৎসর ১১৩০১১ ; ১১৩০৩৩-৩৪ ; নিরবচ্ছিন্ন ভাবে শেষ আঠার বৎসর ১১৩০১২ ; ১১৩০৩৭ ; মোট চব্বিশ বৎসর ।

মহাপ্রভুর আত্মগোপন-চেষ্টা ২১৮১১-৪৩ ; ২১৮১২৬-২২ ; ২১৮১২৫-২৮ ; ৩১১৩০৩২ ।

মহাপ্রভুর আদেশ লঙ্ঘন করিয়াও নিত্যানন্দের নীলাচলে গমন ৩১০১৪ ; ৩১১২১২ ; ২১১২১৬৮ ।

মহাপ্রভুর আনির্ভাবে পানিহাটিতে উপস্থিতি ৩৬১৭৬-৮৩ ; ৩৬১০২-৪ ; ৩৬১০৬-১৩ ।

মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্বের জগতের অবস্থা ১১৩০৬১-৬৫ ।

মহাপ্রভুর কুর্মাভূতি-ধারণ লীলা ৩১৭১৮-২৭ ।

মহাপ্রভুর কৃষ্ণজন্মযাত্রালীলা ২১৫১১৭-৩২ ।

মহাপ্রভুর গমনাগমন-পথে ভীর্থাঙ্গি : সন্ন্যাসান্তে নীলাচলগমনের পথে : শান্তিপুর হইতে গঙ্গা-তীরপথে ছত্রভোগ ২১৩২১৩ ; বেমুণা ২১৪১১১ ; যাজপুর ২১৫১২ ; কটক ২১৫১৪ ; ভুবনেশ্বর ২১৫১৩২ ; কমলপুর, ভার্গী নদী ২১৫১৪০ ; কপোতেশ্বর-স্থান ২১৫১৪১ ; নীলাচল ২১৬২ । **জ্যাক্ষিণাত্য-গমন-পথে :** আলাননাথ ২১৭১৭৪ ; কুর্মস্থান (কুর্ম) ২১৭১১০ ; জিয়ড়-নৃসিংহক্ষেত্র (নৃসিংহ) ২১৮১২ ; গোদাবরীতীর, বিত্তানগর ২১৮১৮ ; গোতমীগঙ্গা ২১৯১২ ; মল্লিকার্জুনতীর্থ (মহেশ) ২১৯১৩ ; দাসরায় মহাদেব-স্থান (মহাদেব) ২১৯১৪ ; অহোবল নৃসিংহস্থান (নৃসিংহ) ২১৯১৪ ; সিদ্ধিবিট (সীতাপতি রঘুনাথ) ২১৯১৫ ; স্বন্দক্ষেত্র (স্বন্দ—কার্ত্তিকেয়) ২১৯১২ ; ত্রিমঠ (ত্রিবিক্রম) ২১৯১২ ; বৃদ্ধকাশী (শিব) ২১৯৩২ ; কোনও এক গ্রাম ২১৯৩৩ ; ত্রিপদী ত্রিমল ২১৯৫৮ ; বেহুট অচল (চতুর্ভূজ বিষ্ণু) ২১৯৫৮ ; ত্রিপদী (শ্রীরাম) ২১৯৫৯ ; পানানরসিংহ (নৃসিংহ) ২১৯৬০ ; শিবকাঞ্চী (শিব) ২১৯৬২ ; বিষ্ণুকাঞ্চী- (লক্ষ্মীনারায়ণ) ২১৯৬৩ ; ত্রিকালহস্তি-স্থান (মহাদেব) ২১৯৬৫ ; পঞ্চতীর্থ (শিব) ২১৯৬৬ ; বৃদ্ধকোলতীর্থ (শ্বেতবরাহ) ২১৯৬৬-৭ ; পীতাম্বর শিবস্থান (শিব) ২১৯৬৭ ; শিয়ালীভৈরবী দেবী-স্থান (শিয়ালী ভৈরবী) ২১৯৬৮ ; কাবেরীতীর (গোস্বামী শিব) ২১৯৬৮-৯ ; বেদাবন (মহাদেব) ২১৯৬৯ ; অমৃতলিঙ্গ শিব-স্থান (অমৃতলিঙ্গ শিব) ২১৯৭০ ; দেবস্থান (বিষ্ণু) ২১৯৭১ ; কুস্তকর্ণ-কপালের সরোবর ২১৯৭২ ; শিবক্ষেত্র (শিব) ২১৯৭২ ; পাপনাশন (বিষ্ণু) ২১৯৭৩ ; শ্রীরঙ্গক্ষেত্র (রঙ্গনাথ) ২১৯৭৩-৪ ; ঋষভপর্বত (নারায়ণ) ২১৯১৫১ ; শ্রীশৈল (শিবভূগী) ২১৯১৫২-৬০ ; কায়-কোঠী পুরী ২১৯১৬২ ; দক্ষিণ মথুরা ২১৯১৬৩ ; কৃতমালা নদী ২১৯১৬৫ ; তুর্কেশন (রঘুনাথ) ২১৯১৮২-৩ ; মহেন্দ্র শৈল (পরশুরাম) ২১৯১৮৩ ; সেতুবন্ধ, ধনুতীর্থ (রামেশ্বর) ২১৯১৮৪ ; দক্ষিণমথুরা (পুনরাগমন) ২১৯১২৫ ; পাণ্ড্যদেশের তাম্রপর্ণী নদী (তীরে নয়-ত্রিপদী) ২১৯২০১-২ ; চিড়িয়াতলা তীর্থ (শ্রীরামলক্ষ্মণ) ২১৯২০৩ ; তিলকাঞ্চী (শিব) ২১৯২০৩ ; গজেন্দ্রমোক্ষণ তীর্থ (বিষ্ণু) ২১৯২০৪ ; পানাগড়িতীর্থ (সীতাপতি) ২১৯২০৪ ; চামতাপুর (শ্রীরাম লক্ষ্মণ) ২১৯২০৫ ; শ্রীবৈকুণ্ঠ (বিষ্ণু) ২১৯২০৫ ; মলয়পর্বত (অগস্ত্য) ২১৯২০৬ ; কঙ্গাকুমারী, মলয়পর্বতে (কঙ্গাকুমারী) ২১৯২০৬ ; আমলীতলা (রাম) ২১৯২০৭ ; মল্লার দেশ (তমাল কার্ত্তিক) ২১৯২০৭-৮ ; বাতাপানী (রঘুনাথ) ২১৯২০৮ ; পয়স্বিনী তীর (আদি কেশব) ২১৯২১৭ ; অনন্ত-পদ্মনাভ-স্থান (পদ্মনাভ) ২১৯২২৪-৫ ; শ্রীজনার্দন-স্থান (শ্রীজনার্দন) ২১৯২২৫ ; পয়োঞ্চী (শঙ্কর-নারায়ণ) ২১৯২২৬ ; সিংহারিমঠ—শঙ্করাচার্য্যস্থান ২১৯২২৭ ; মৎস্ততীর্থ ২১৯২২৭ ; ভৃঙ্গভদ্রা-নদী ২১৯২২৭ ; মধ্যাচার্য্য-স্থান (উড়ুপ কৃষ্ণ) ২১৯২২৮ ; ফল্গুতীর্থ (ত্রিতকুপ বিশালা) ২১৯২২৯ ; পঞ্চাপসরাতীর্থ (গোবর্ধন শিব) ২১৯২২২-৩ ; ষৈবায়নী ২১৯২২৩ ; সূর্য্যারকতীর্থ ২১৯২২৩ ; কোলাপুর (লক্ষ্মী) ২১৯২২৪ ; ক্ষীরভগবতীস্থান, কোলাপুরে (ক্ষীরভগবতী) ২১৯২২৪ ; লাক্ষাগণেশ স্থান, কোলাপুরে

(লাঙ্গাগণেশ) ২১২৫৪; চোরাভগবতী-স্থান (চোরাভগবতী) ২১২৫৪; পাণ্ডুপুর (বিষ্ঠল ঠাকুর) ২১২৫৫; ভীমরথী নদী, পাণ্ডুপুরে ২১২৭৫; কৃষ্ণবেধাতীর ২১২৭৬; তাপীনদী তীর ২১২৮২; মাহিমতীপুর—নন্দদাতীরে ২১২৮২; ধনুতীর্থ ২১২৮৩; নির্বিক্রিয়ানদী ২১২৮৩; স্কন্ধমুখপর্বত—দণ্ডাকরণে ২১২৮৩; পম্পাসরোবর ২১২৮৮; পঞ্চবটী ২১২৮৮; নাসিক ২১২৮৯; আশ্বক ২১২৮৯; ব্রহ্মগিরি ২১২৮৯; কুশাবর্ত—গোদাবরীর জন্মস্থান ২১২৮৯; সপ্তগোদাবরী ২১২৯০; বিজ্ঞানগর (পুনরাগমন) ২১২৯০; আলাননাথ (পুনরাগমন) ২১৩১০।

নীলাচল হইতে গোড়-গমন-পথে: ভুবানীপুর ২১৩১৬; ভুবনেশ্বর ২১৩১৮; কটক ২১৩১৯; চিত্রোৎপলানদী ২১৩১১৮-২১; চতুর্দার ২১৩১২১; যাজপুর ২১৩১৪৮; রেমুণা ২১৩১৫১; ওড়িশ-সীমা ২১৩১৫৪ বা, উড়িয়া কটক ২১৩১৫৯; মল্লেশ্বরনদ ২১৩১৬৬; পিছলদা ২১৩১৬৬; পানীহাটি ২১৩১৬৯; কুমারহট্ট ২১৩১২০২; শিবানন্দ-গৃহ (কাঁচড়াপাড়া) ২১৩১২০৩; বাসুদেব-গৃহ ২১৩১২০৩; বাচস্পতি-গৃহ ২১৩১২০৪; কুলিয়া ২১৩১২০৪; শান্তিপুর ২১৩১২০৭; গোড় ২১৩১২০৮; রামকেলি ২১৩১২০৮; কানাইর নাটশালা ২১৩১২১০; পুনরায় শান্তিপুর ২১৩১২১২।

নীলাচল হইতে বৃন্দাবন গমনাগমন-পথে: ঝারিখণ্ড ২১৭৭২৩; কাশী ২১৭৭৭৮; প্রয়াগ ২১৭৭১৪০; মথুরা ২১৭৭১৪৬-৪৭; দ্বাদশবন ২১৭৭১৮১; আরিষ্টগ্রাম ২১৮১২; রাধাকুণ্ড ২১৮১৩-১০; স্বমনঃসরোবর ২১৮১১২; গোবর্দ্ধন ২১৮১১২; ব্রহ্মকুণ্ড ২১৮১১৮; মানসগঙ্গা ২১৮১২৮; গাঁড়ুলিগ্রাম ২১৮১১৩০; অন্নকূট গ্রাম ২১৮১৩৫; কাম্যাবন ২১৮১৪৯; নন্দীশ্বর ২১৮১৫১; পাবন-সরোবর ২১৮১৫২; খদিরবন ২১৮১৫৭; শেষশায়ী ২১৮১৫৮; খেলাতীর্থ ২১৮১৫৯; ভাণ্ডীরবন ২১৮১৫৯; ভদ্রবন ২১৮১৫৯; শ্রীবন ২১৮১৬০; লোহবন ২১৮১৬০; মহাবন ২১৮১৬০; যমলার্জুনভঙ্গস্থান ২১৮১৬১; গোকুল ২১৮১৬২; মথুরানগর ২১৮১৬২; অক্রুরতীর্থ ২১৮১৬৩; বৃন্দাবন ২১৮১৬৪; কালীয়হ্রদ ২১৮১৬৪; প্রসন্নদন ২১৮১৬৪; দ্বাদশ আদিত্য ২১৮১৬৫; কেনীতীর্থ ২১৮১৬৫; রামস্থলী ২১৮১৬৫; চীরঘাট ২১৮১৬৮; অক্রুর ২১৮১১২৬; মহাবন ২-১৮১৪৬; গঙ্গাতীরবর্তী বৃক্ষতল ২১৮১৪৯; নোরোক্ষেত্র ২১৮১২০৪; প্রয়াগ ২১৮১২০৪; আট্টলগ্রামে ২১৯১৬১-১০৩; পুনঃ প্রয়াগ ২১৯১১০৩; পুনঃ কাশীতে ২১৯১২০২; পুনঃ ঝারিখণ্ডে ২১৯১১৩৪, ১৭৪-৭৫; আঠারনালা ২১৯১১৭৬, পুরী ২১৯১১৮৩।

মহাপ্রভুর গোপীভাবাবেশে উত্তান-ভ্রমণ-লীলা ৩১৫১২৬-৫৫।

মহাপ্রভুর চটক-পর্বত-দর্শনে গোবর্দ্ধনজ্ঞানে লীলা ৩১৪১৭২-১০২।

মহাপ্রভুর চরণচিহ্ন ১১৪১৫।

মহাপ্রভুর জগন্নাথ-দর্শনে শ্রীধার কুক্ষেত্র-ফিলনের ভাবে আবেশ ২১১৪৮-৫২; ২১৩১১৫-৫৪।

মহাপ্রভুর জগন্নাথবল্লভ-উত্তান-লীলা ৩১৯১২৩-২৬।

মহাপ্রভুর জন্মলীলার বর্ণনা: ১১৩ পরিচ্ছেদ; ১১৩৮২-১২০।

মহাপ্রভুর জন্মলীলার সময় ১১৩৮; ১১৩১৮।

মহাপ্রভুর জন্মসময়ে শিশুর বস্ত্রালকারাদির বিবরণ ১১৩১১১-১৩

মহাপ্রভুর জন্ম বৃন্দাবনে একটি স্থান রাখার নিমিত্ত জগদানন্দের যোগে সনাতনের প্রতি আদেশ ৩১৩৩২; ৩১৩৩৪।

মহাপ্রভুর জন্ম সনাতনের প্রেরিত ভেট-বস্ত্র ৩১৩৩৫-৬৬।

মহাপ্রভুর জনকেলি-লীলা প্রলাপ ৩১৮১৭৬-১০৬।

মহাপ্রভুর ত্রয়োদশমাস শচীর গর্ভে স্থিতি ১১৩৮৭।

মহাপ্রভুর দর্শনে প্রেমলাভ—“গৌরকর্তৃক প্রেমদান” দ্রষ্টব্য।

মহাপ্রভুর দর্শনের জন্ম ত্রিগুণতের লোকের এবং গন্ধর্ব্ব কিম্বাদি-প্রহ্লাদ-বলি-আদির আগমন
৩২৬-১১।

মহাপ্রভুর দক্ষিণগমন ও গৌড়গমনের মধ্যবর্তীকাল ২১৬৮৩-৮৫।

মহাপ্রভুর দিব্যোদ্ভাদ-প্রলাপ : ২১২১৭-২৪ ; ২১২২৬-৩১ ; ২১২৩৩-৩৬ ; ২১২৩৮-৩৯ ; ২১২৪০-৪৫ ;
২১২৪৬-৪৯ ; ২১২৫১ ; ২১২৫৩ ; ২১২৫৭-৬২ ; ২১২৬৪ ; ২১৩১৩০-৫২ ; ২১২১৮৩-৯৩ ; ২১২১৯৪-১০৩ ;
২১২১১০৪-১১৪ ; ২১২১১১৫-২৩ ; ৩১৪১৩৯-৪৮ ; ৩১৫১১৩-২২ ; ৩১৫১২৬-৫৫ ; ৩১৫১৫৬-৬৮ ; ৩১৬১১২-২৪ ;
৩১৬১৩২-৪০ ; ৩১৭১৩১-৩৬ ; ৩১৭১৩৮-৪৫ ; ৩১৭১৪৮-৪৯ ; ৩১৭১৫১-৫৩ ; ৩১৭১৫৫-৫৭ ; ৩১৯১৩৪-৪২ ;
৩১৯১৪৩-৫০ ; ৩১৯১৮৬-৯৩ ; ৩২০১৩৯-৫১।

মহাপ্রভুর দীর্ঘাকৃতি-ধারণ-লীলা ৩১৪১৫১-৭৩ ; ৩১৮১২৪-৭৩।

মহাপ্রভুর নিকটে অষ্টৈতাচার্য্য-প্রেরিত ভক্ত ৩১৯১৭-২০

মহাপ্রভুর নিজমুখে দক্ষিণদেশ-ভ্রমণ-কথা-বর্ণন : রায়রামানন্দের নিকটে ২১৯২৯৫ ; সার্কভৌমাদির
নিকটে ২১৯৩২৭।

মহাপ্রভুর নিমন্ত্রণকেনি ২১৪১৬৪-৭৭।

মহাপ্রভুর প্রকট লীলার কাল : ৪৮ বৎসর ১১৩৭।

মহাপ্রভুর প্রকট-কালে সকলজীবেরই বৈকুণ্ঠ-প্রাপ্তি ৩১৩৭৩-৭৮।

মহাপ্রভুর বংশ-পরিচয় ১১৩১৫৪-৫৮।

মহাপ্রভুর বিভিন্ন নামের প্রকটন : জন্ম-সময়ে—নিমাই ১১৩১১৬ ; নামকরণ-সময়ে—বিশ্বস্তর
১১৪১১৬ ; বাল্যে হরিনামে ক্রন্দন-বিরতি-উপলক্ষে—গৌরহরি ১১৩১২৩ ; সম্মাস-কালে—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ২১৬১৭০ ;
গলংকুণ্ডী বাহুদেবোদ্বারে-বাহুদেবামৃতপদ ২১৭১৪৬।

মহাপ্রভুর বৃন্দাবনে-ভ্রমণ-লীলা ২১৭১৮১-২১৬।

মহাপ্রভুর বেদান্ত-বিচার : সার্কভৌম-ভট্টাচার্য্যের সঙ্গে ২১৬১১০-৬৭ ; প্রকাশানন্দ সরস্বতীর সহিত
১১৭১২৪-১৪০ ; ২১২৫১৭০-১১১।

মহাপ্রভুর বেদান্তব্যাখ্যা সম্বন্ধে আলোচনা : প্রকাশানন্দের শিষ্যকর্তৃক ২১২৫১২২-৩৭ ; প্রকাশানন্দ-
কর্তৃক ২১২৫১৩৮-৪৯।

মহাপ্রভুর বৈষ্ণব-মিলন : কেশব-ভারতীর সঙ্গে ১১৭১২৬১-৬৫ ; সন্ন্যাসান্তে শাস্তিপুরে গৌড়ীয়ভক্তদের
সঙ্গে ২১৩১৩৪-২১২ ; সার্কভৌমের সঙ্গে প্রথম মিলন ২১৬৪৪-৬৫ ; শ্রীরঙ্গপুরীর সহিত (দক্ষিণদেশে) ২১৯২৫৭-৭৪ ;
পরমানন্দ-পুরীর সহিত (দক্ষিণদেশে) ২১৯১৫২-৫৯ ; দক্ষিণ হইতে প্রত্যাবর্তনের পরে নীলাচলবাসী
বৈষ্ণবদের সঙ্গে ২১০১৩৬-৬০ ; পরমানন্দ পুরীর সঙ্গে (নীলাচলে) ২১০১৮২-৯২ ; স্বরূপদামোদরের সহিত
২১০১১০০-১২৬ ; গোবিন্দের সহিত ২১০১২৮-৪৫ ; ব্রহ্মানন্দ ভারতীর সহিত ২১০১৪৬-৭৬ ; রামভদ্র ভট্টাচার্য্য
ও ভগবান্ আচার্য্যের সঙ্গে ২১০১১৭৭ ; কালীশ্বর গোস্বামির সঙ্গে ১১০১১৭৮-৭৯ ; অচ্যুত বৈষ্ণবের সঙ্গে
২১০১১৮১ ; গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের সঙ্গে (নীলাচলে) ২১১১১১১-২৫ ; হরিনামের সহিত (নীলাচলে) ২১১১১৭০-৮০ ;
রায়রামানন্দের সহিত (বিদ্যানগরে) ২১৮১১১-২৫০ ; ২১৯২৯০-৩০৬ ; (নীলাচলে) ২১১১১০-৩১ ; প্রতাপরুদ্রের
সহিত (নীলাচলে) ২১৪১৩০-২০ ; (কটকে ; গোড়ে যাওয়ার পথে) ২১৬১০১-২৩ ; গোড়ের পথে পানীহাটিতে
রাঘব-পণ্ডিতাদির সহিত ২১৬১২০১ ; কুমারহট্টে শ্রীবাসের সঙ্গে ১১৬১২০২ ; শিবানন্দ সেন, বাহুদেব, বিদ্যাবাচস্পতি-
আদির সহিত ২১৬১২০৩-৪ ; কুলিয়াতে মাধবদাসগৃহে ২১৬১২০৫-৬ ; শাস্তিপুরে অষ্টৈতাচার্য্যাদির সহিত

২১১৬২০৭; রামকেলিতে রূপ-সনাতনের সহিত ২১১৬২০৮-২; পুনরায় শান্তিপুরে ২১১৬২১২; শান্তিপু্রে রঘুনাথ দাসের সহিত ২১১৬২১৪-৪০; গোড় হইতে নীলাচলে প্রত্যাবর্তনের পরে নীলাচলবাসী ভক্তদের সহিত ২১১৬২৪২-৫৩; তপনমিশ্রের সহিত (বঙ্গে) ২১১৬৮-১৬; (কাশীতে প্রভুর বৃন্দাবন-গমনের পথে) ২১১৭১৮-৮৭, ২৫-২৬; (কাশীতে বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্তনের পথে) ২১১২০৫-১০; চন্দ্রশেখর বৈষ্ণবের সহিত কাশীতে (প্রভুর বৃন্দাবন-গমনের পথে) ২১১৭৮৭-২৪; (বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্তনের পথে) ২১১২০২-৪; মহারাষ্ট্র বিপ্লবের সহিত (বৃন্দাবন-পমনের পথে) ২১১৭১০১-৩৭; (বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্তনের পথে) ২১১২১১; মথুরায়—মাথুর ব্রাহ্মণের সহিত ২১১৭১৪২-৭৬; কৃষ্ণদাস-রাজপুত্রের সহিত ২১১৮১৭৫-৮৩; বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্তন-কালে প্রয়াগে শ্রীরূপ ও অল্পমের সহিত ২১১২৪৪-৬৮; বল্লভ-ভট্টের সহিত (প্রয়াগে) ২১১২৫৭-৮৪; (নীলাচলে) ৩৭১৩-১৫৫; প্রয়াগের নিকটবর্তী আউলগ্রামে (বল্লভভট্টের গৃহে) রঘুপতি উপাধ্যায়ের সহিত ২১১৮৫-২৭; কাশীতে সনাতনের সহিত ২১২০৪৪-৬৪; নীলাচলে শ্রীরূপের সহিত ৩৭১৩৩-১৬৫; নীলাচলে শ্রীসনাতনের সহিত ৩৪১১৫-৪২; নীলাচলে রঘুনাথদাসের সহিত ৩৬১৫৭-৩১৮; রামচন্দ্রপুরীর সহিত ৩৮১৩-৮২; গোড়ীয় ভক্তদের সহিত (নীলাচলে) ৩১০৪২-৫২; ৩১২৪১-৫২; নীলাচলে রঘুনাথভট্টের সহিত ৩১৩৮৮-১১৪; ৩১৩১১৭-২৪; কালিদাসের সহিত ৩১৬১৩৬-৫২।

মহাপ্রভুর ভক্ত-বিদায় ২১৫১৪০-১৭২; ২১৬১৬২-৭৫; ৩১২১৬৫-৮১।

মহাপ্রভুর ভজনীয়ত্ব প্রতিপাদন ১৮১১২-২৮; ১৩১০ ন্নো।

মহাপ্রভুর ভিত্তিতে মুখসংসর্গ-নীলা ৩১২১৫৪-৬১।

মহাপ্রভুর মথুরাত্যাগের সূচনা ২১৮১২৫-৪৪।

মহাপ্রভুর মুখবাস ২১৫১২৫১।

মহাপ্রভুর মাতৃভক্তি-প্রদর্শন ৩১২১৩-১৩।

মহাপ্রভুর লঙ্কাবিজয় নীলা ২১৫১৩৩-৩৬।

মহাপ্রভুর শচী-জগন্নাথের দেহে প্রবেশ ১১৩৭৭-৮৬; প্রবেশের সময় ১১৩৭৭; প্রবেশের প্রভাব ১১৩৭৮-৮৩।

মহাপ্রভুর শাস্ত্র-লোকাভীত ভাব ২১১১০; ৩১৪১৭৬-৭৭।

মহাপ্রভুর শিবানন্দগৃহে আবর্তিত ভোজন ৩১২১৩৬-৭৭।

মহাপ্রভুর ষড়ভুজরূপের প্রকাশ ১১৭১১০-১৩।

মহাপ্রভুর সঙ্গী : কাটোয়াতে সন্ন্যাস-গ্রহণকালে—নিত্যানন্দ, চন্দ্রশেখর আচার্য্য, মুকুন্দ দত্ত ১১৭১২৬৬; সন্ন্যাসান্তে কাটোয়া হইতে শান্তিপুরের পথে—সেই তিন জন ২১৩১২; শান্তিপু হইতে নীলাচলের পথে—নিত্যানন্দ, জগদানন্দ, দামোদর পণ্ডিত, মুকুন্দ দত্ত ২১৩১২০৬-৭; নীলাচল হইতে দক্ষিণদেশ গমনাগমনে—কৃষ্ণদাস ব্রাহ্মণ ২১৭১৩৮-৪০; নীলাচল হইতে গোড়গমন-পথে—পুরীগোসাঞি, স্বরূপ-দামোদর, জগদানন্দ, মুকুন্দ, গোবিন্দ, কাশীশ্বর, হরিদাস ঠাকুর, বক্শের পণ্ডিত, গোপীনাথআচার্য্য, দামোদর পণ্ডিত, রামাই, নন্দাই আদি বহু ভক্ত ২১৬১১২৬-২৮; এবং নিত্যানন্দ প্রভু ২১১১৭৩; নীলাচল হইতে ঝাঝিখণ্ড-পথে বৃন্দাবন-গমন-পথে—বল্লভ ভট্টাচার্য্য ও তাঁহার সঙ্গী বিপ্র ২১১৭১৪১-১২; নিত্য নীলাচল-সঙ্গী : পরমানন্দ পুরী, স্বরূপদামোদর, গদাধর পণ্ডিত, জগদানন্দ পণ্ডিত, শঙ্কর পণ্ডিত, বক্শের, দামোদর পণ্ডিত, হরিদাস ঠাকুর, রঘুনাথ বৈষ্ণব, রঘুনাথদাস প্রভৃতি পূর্বসঙ্গিগণ, মার্কভোম ভট্টাচার্য্য, গোপীনাথ আচার্য্য, কাশীমিশ্র, প্রহ্লাদমিশ্র, রায়ভবানন্দ, রায়-রামানন্দ, গোপীনাথ পট্টনায়ক, কলানিধি, স্বধানিধি, বাণীনাথ নায়ক, প্রতাপ-কন্দ, ওড় কৃষ্ণানন্দ, পরমানন্দ মহাপাত্র, ওড় শিবানন্দ, ভগবান্ আচার্য্য, ব্রহ্মানন্দ ভারতী, শিখি মাহিতী, মুরারী মাহিতী, মাধবী দেবী, কাশীশ্বর ব্রহ্মচারী, গোবিন্দ, রামাই, নন্দাই, কৃষ্ণদাস ব্রাহ্মণ, বল্লভ ভট্টাচার্য্য, বড় হরিদাস, ছোট হরিদাস, রামভদ্রাচার্য্য, ওড় সিংহেশ্বর, তপন আচার্য্য, রঘুনীলাধর, সিদ্ধান্ত, কামান্ত, দত্ত শিবানন্দ, কমলানন্দ, অচ্যুতানন্দ,

(অদ্বৈত-তনয়) নির্লোম গঙ্গাদাস, বিষ্ণুদাস ১০।১০।১২২-৪২ ; ২।১।২৩৮-৪০ ; ২।১৫।১৮১-৮২ ; দশজন সন্ন্যাসী ২।১৫।১২১-২৪ ।

মহাপ্রভুর সঙ্গে শঙ্কর:পণ্ডিতের গভীরায় স্থিতি, রাত্রিতে ৩।১২।৬৪-৭০ ।

মহাপ্রভুর সন্ন্যাসের পরে এবং অন্তর্জ্ঞানের পূর্বে মোট রথযাত্রার সংখ্যা : বিশটি রথযাত্রা-উপলক্ষ্যে গোড়ীয় ভক্তগণ নীলাচলে গমন করেন ২।১।৪৫ ; সন্ন্যাসের অব্যবহিত পরবর্তী যে দুই বৎসর প্রভু দক্ষিণ-ভ্রমণে ছিলেন, সেই দুই বৎসরে দুইটি রথযাত্রা, এই দুই রথযাত্রায় গোড়ীয় ভক্তগণ নীলাচলে যান নাই ; যে বৎসর প্রভু গোড়ে আসেন, সেইবার রথযাত্রায় ভক্তদিগকে প্রভু নীলাচলে যাইতে নিষেধ করেন ২।১৬।২৪৫ ; আর একবার শিবানন্দসেনের ভাগিনেয় শ্রীকান্তের নিকটে প্রভু বলিয়া পাঠান—সেই বৎসর কেহ যেন নীলাচলে না আসেন, প্রভু নিজেই গোড়ে যাইবেন ৩।২।৩৬-৪৪ ; এইরূপে দেখা যায়, চারি বৎসরের রথযাত্রায় গোড়ীয় ভক্তগণ নীলাচলে যানেন নাই, বিশ বৎসর গিয়াছেন ; সুতরাং মোট রথযাত্রার সংখ্যা হইল চব্বিশ ।

মহাপ্রভুর সন্ন্যাসের হেতু ১।৭।২২-৩১ ; ১।৮।২-১০ ; ১।১৭।২৫২-৬০ ; সন্ন্যাস গ্রহণের সময় ১।৭।৩২ ; ২।১।১১ ; ২।৭।৩ ; সন্ন্যাস গ্রহণের পরে নীলাচলে আগমনের সময় ২।৭।৩ ।

মহাপ্রভুর সমুদ্রে পতন ও দীর্ঘাকৃতি ধারণ লীলা ৩।১৮।২৪-৭৩ ।

মহাপ্রভুর সম্বন্ধে গোড়েখর হুসেন শাহের মনোভাব ২।১।১৫৮-৭১ ।

মহাপ্রভুর সর্বব্যাপাকঙ্ক ৩।৬।১২৪ ।

মহাবিশু : কারণবশায়ী ২।২০।২৩৭ ; ২।২০।২৭৩-৭৪ ; (“কারণাবশায়ী” ভ্রষ্টব্য) ।

মহাভাগবতের লক্ষণ ২।৮।২২৫-২৮ ; ২।৮।২৩৭ ; ২।৮।২৪০ ।

মহাভাব : প্রেমবিকাশের নবম স্তর ; ব্রজস্বন্দরীদের ভাব ১।৪।৫২ ; ২।৮।১২৩ ; ২।৮।১২৫ ; ২।৮।১২৬ ; রূঢ় ও অধিরূঢ় এই দুই রকমের ২।২৩।৩৭ ; অধিরূঢ় আবার দুই প্রকার মোদন (বিরহে মোহন) ও মাদন ২।২২।৩৮ ; মাদনের অনন্ত বিভেদ ২।২৩।৩৯ ; মোহনের দুইভেদ—উদঘূর্ণ ও চিত্রজল ২।২৩।৩৯ ; চিত্রজল দশ রকম ২।২৩।৪০ ; উদঘূর্ণ—বিবশ চেষ্টা ২।২৩।৪১ ।

মহারাত্রিবিপ্র কর্তৃক প্রভুর নিমন্ত্রণ ১।৭।৫০-৫৪ ; ২।২৫।৬-১৪ ।

মাতৃগৃহে প্রভুর নিত্যভোজনের কথা ২।১৫।৪৮-৬৭ ।

মাধুর ব্রহ্মণ-প্রসঙ্গ : মথুরাবাসী সনোড়িয়া ; সনোড়িয়ার গৃহে সন্ন্যাসী ভোজন করেন না ২।১৭।১৬৯ ; মাধবেন্দ্রপুরী তাঁহাকে শিখ্য করিয়া তাঁহার হাতে ভিক্ষা করিয়াছেন ২।১৭।১৫৭-৫৮ ; মথুরাতে প্রভুর সঙ্গে তাঁহার মিলন, তাঁহার হাতে প্রভুর ভিক্ষা ২।১৭।১৪২-৭৬ ; তিনি প্রভুকে বৃন্দাবনের সমস্ত তীর্থস্থান দর্শন করান ২।১৭।১৭২-২১১ ; ২।১৮।২-৩২ ; ২।১৮।৫১-৬২ ; প্রভুকে বৃন্দাবন হইতে বাহির করার জন্ত তাঁহার সহিত বলভদ্র ভট্টাচার্য্যের পরামর্শ ২।১৮।১২২-৩৬ ; প্রভুর সঙ্গে প্রয়াগে গমন-পথে স্নেহ পাঠানদের সহিত বাক্‌চাতুরী ২।১৮।১৪৫-২১২ ।

মাধবেন্দ্রপুরীগোস্বামীর কাহিনী : তীর্থ-ভ্রমণ করিতে করিতে বৃন্দাবনে আগমন, অযাচকবৃত্তি, গোপাল-কর্তৃক হস্তদান, স্বপ্নে গোপালদর্শন, গোপাল-স্থাপন ২।৪।২০-১০৩ ; পুনরায় স্বপ্নে গোপালের চন্দন-যাত্রা, নীলাচল হইতে চন্দন আনার আদেশ, পুরীগোস্বামীর নীলাচল-যাত্রা, শাস্তিপুরে অষ্টৈতাচার্য্যের গৃহে আগমন ও আচার্য্যকে দীক্ষাদান ২।৪।১০৪-১০ ; বেমুণায় আগমন, তাঁহার জন্ত গোপীনাথের ক্ষীর চুরি ২।৪।১১১-৪১ ; নীলাচলে উপস্থিতি, চন্দন-সংগ্রহ, চন্দন লইয়া পুনরায় বেমুণায় আগমন ২।৪।১৪২-৫৫ ; বেমুণাতে পুনরায় স্বপ্নে গোপালের দর্শন, গোপীনাথের অঙ্গে চন্দন দেওয়ার আদেশ, গোপীনাথের অঙ্গে চন্দন দান ২।৪।১৫৬-৬৭ ; ঐশ্যকাল-অন্তে পুনরায় নীলাচলে গমন ২।৪।১৬৮ ; নির্য্যান-প্রসঙ্গ ২।৪।১৮২-২৪ ; ৩।৮।১৭-৩৫ ।

মাধবীদাসীর বিবরণ : শিখিমাহিতীর ভগিনী, বৃদ্ধা, তপস্বিনী, পরম-বৈষ্ণবী, প্রভু তাঁকে রাধাঠাকুরাণীর

গণ মনে করেন ৩২।১০১-৫; প্রভুর ভিক্ষার নিমিত্ত ভগবান্ আচার্যের আদেশে ছোট হরিদাস তাঁহার নিকট হইতে ওয়াইয়া চাউল আনেন ৩২।১০২-৬; ৩২।১০২-১০।

মাধুর্য্য : ভগবদ্বা-সার ২।২।১২২। কৃষ্ণ-মাধুর্য্যের অসাধারণ-মাহাত্ম্য ২।২।১৮৪-১২৩; প্রেমই মাধুর্য্য-আস্বাদনের হেতু ১।৭।১৩৭; ২।২।১১১; ভক্তভাবেই আস্বাদন সম্ভব ১।৬।৮২; কৃষ্ণসাম্যে আস্বাদন অসম্ভব ১।৬।৮২; মাধুর্য্যের স্বভাব—কৃষ্ণকেও ভক্তভাবে করায় ১।৭।১২।

মায়া কর্তৃক হরিদাস ঠাকুরের পরীক্ষা ৩।৩।২১৪-৪৭।

মায়া-প্রভাবেই ঈশ্বর-সম্বন্ধে কুতর্ক ২।৬।১০১।

মায়াবদ্ধ জীবের অবস্থা ২।২।১০৪-৫; ২।২।১০৫-১২; ২।২।১১৭; মায়াবদ্ধ জীবের স্বতঃকৃষ্ণ-জ্ঞান নাই ২।২।১০৭; মায়াবদ্ধ জীবের প্রতি রূপাবশতঃ কৃষ্ণ বেদ-পুরাণাদি প্রকটিত করেন ২।২।২০৭-৮; সাধুশাস্ত্র-রূপায় কৃষ্ণোন্মুখ হইলেই জীবের মায়াপাশে ছুটে ২।২।১০৬; ২।২।১১২-১৩; ২।২।১১৮।

মায়াবাদ-ভাষ্য-শ্রবণে সর্বকাৰ্য্য নাশ ১।৭।১০৪; সর্বনাশ হয় ২।৬।১৫৩; মহাভাগবতের মনও ফিরিয়া যাইতে পারে ৩।২।২৩; শ্রবণের সময় বৃথা নষ্ট হয়, মন-কাণ বিদীর্ণ হয় ৩।২।২৭-২৮।

মায়াবাদিগণ কর্তৃক প্রভুর নিন্দা ১।৭।৩৮-৪০; ২।১।১১১-১৭।

মায়াবাদী কৃষ্ণ-অপরাধী ২।১।১২৫-৩৪।

মায়াবাদী সম্মতাসীদের উদ্ধার-কাহিনী ১।৭।৩৮-১৪৪; ২।২।৫৬-১১২।

মায়াশক্তি : “বহিরাঙ্গা মায়াশক্তি” দ্রষ্টব্য।

মুক্তি : পাঁচরকম ২।৬।২৩২-৪০; মুক্তি-বাসনা ভক্তিবাদক, কৈতব-প্রধান, কৃষ্ণভক্তির অন্তর্দ্বাপক ১।১।৫০-৫২; ২।২।৭১; মুক্তি হইল ভগবদবিমুখের প্রতি দণ্ড ২।৬।২৩৬-৩৮; নামাভাসেই মুক্তিলাভ হইতে পারে, ইহা নামের আনুশঙ্গিক ফল ৩।৩।১৭১-৮৬; সাযুজ্যমুক্তিকামীদের নির্বিশেষ জ্যোতির্ময় ধাম সিদ্ধলোকে স্থান হয়, বৈকুণ্ঠের বাহিরে এই সিদ্ধলোক ১।৫।২৭-৩২; সাযুজ্যকামীদের বৈকুণ্ঠে স্থান হয় না হয় ১।৫।২২-২৭; সালোক্যাদি চতুর্বিধা মুক্তির ধাম পরব্যোম বা বৈকুণ্ঠ ১।৫।২২-২৬।

মুমুক্শু মোক্ষাকাঙ্ক্ষী জ্ঞানী ২।২।৮৭-৯০ (“জ্ঞানমার্গ” দ্রষ্টব্য)।

মুরারিগুপ্তের ভক্তিনিষ্ঠা-কাহিনী ২।১।১৩৭-৫৭; ৩।৪।৪৪।

শ্লেচ্ছ পাঠানদের উদ্ধার কাহিনী ২।১।১৫০-২০৩।

শ্লেচ্ছ পীরের সহিত প্রভুর ভক্তবিচার ২।১।১৭৫-২৬।

মোক্ষাকাঙ্ক্ষী জ্ঞানী ২।২।৮৬ (“জ্ঞানমার্গ” দ্রষ্টব্য)।

য

য

য

য

যজ্ঞগ্রন্থভীত সাধনভক্তি প্রেম জন্মায় না ২।২।১১৫।

যবনরাজার প্রতি প্রভুর রূপা ২।১।১৫৫-২৭।

যবনের উদ্ধার-হেতু হরিদাস ঠাকুরের সঙ্গে প্রভুর আলোচনা ৩।৩।৪২-৬০।

যম-নিয়মাদি কৃষ্ণভক্তের সঙ্গে সঙ্গে চলে ২।২।৮৩।

যমুনার চব্বিশ ঘাট ২।১।১৭২-৮০।

যমেশ্বর টোটার পথে দেবদাসীর গীত শ্রবণে প্রভুর অবস্থা ৩।৩।৭৭-৮৭।

যুগাবতার ২।২।২১৪; ২।২।২৭২-৮২।

যেদ্রুপে নামগ্রহণ করিলে প্রেম জন্মে ৩।২।১৬-২১।

যোগমায়ার প্রভাব ১।৪।২৬; ২।২।৮৫।

যোগমার্গ: অন্ত্যায়ীর উপাসক ২১২৪।১০৫; অন্ত্যায়ী আত্মরূপে অল্পভব ১১২।১২; ১১২।১৮; যোগমার্গের উপাসক দ্বিবিধ—সগর্ভ ও নির্গর্ভ ২১২৪।১০৬; প্রত্যেকের আবার তিন রকম ভেদ ২১২৪।১০৬—যোগারূক্কু, যোগারূত ও প্রাপ্তসিদ্ধি ২১২৪।১০৭।

র

র

র

র

রঘুনাথদাস গোস্বামি-প্রসঙ্গ: সপ্তগ্রামের অধিকারী দুই সহোদর হিরণ্যদাস ও গোবর্দ্ধনদাস ২১৬।২১৫; কনিষ্ঠ গোবর্দ্ধনদাসের পুত্র রঘুনাথদাস ২১৬।২২০; বাল্যে অধ্যয়ন-কালেই হরি-দাস-ঠাকুরের সহিত মিলন ও তাঁহার রূপালাভ ৩৩।১৬১-৬২; বাল্যকাল হইতেই সংসারে উদাস ২১৬।২২০; সন্ন্যাসের পরে সর্বপ্রথমে যখন প্রভু শান্তিপুরে আসেন, তখন প্রভুর সহিত তাঁহার প্রথম মিলন এবং প্রভুর রূপালাভ ২১৬।২২১-২৫; গৃহে প্রত্যাবর্তনের পরে প্রেমোন্মত্ত, নীলাচলে প্রভুর নিকটে যাওয়ার জ্ঞান বার বার পলায়ন ও ধৃত, প্রহরী-বেষ্টিত ভাবে অবস্থান ২১৬।২২৫-২৮; নীলাচল হইতে প্রভু যখন শান্তিপুরে আসেন, তখন প্রভুর সহিত পুনরায় মিলন, প্রভুর উপদেশ-লাভ, প্রভুর বৃন্দাবন হইতে নীলাচলে প্রত্যাবর্তনের পরে প্রভুর সহিত মিলনের উপদেশ ২১৬।২২২-৪০; গৃহে বত্যাবর্তন করিয়া প্রভুর শিক্ষারূপ আচরণ, বাহু-বৈরাগ্য ত্যাগ, অনাসক্ত ভাবে বিষয় কর্ম-করণ পিতামাতা কর্তৃক সতর্কতার শৈথিল্য ২১৬।২৪১-৪২; ৩৬।১২-১৫; বৃন্দাবন হইতে প্রভুর নীলাচলে প্রত্যাবর্তনের সংবাদে নীলাচল-যাত্রার উত্তোষ, কিন্তু স্নেহ অধিকারী দ্বারা বন্ধন, কোশলে মুক্তিলাভ ৩৬।১৫-৩৩; নীলাচলে পলায়নের ব্যর্থ প্রয়াস ৩৬।৩৪-৪০; পানিহাটীতে নিত্যানন্দ প্রভুর সহিত মিলন, চিড়ামহোৎসব, নিত্যানন্দের রূপালাভে গৃহে প্রত্যাবর্তন ৩৬।৪১-১৫২; বাহিরে হুর্গামুপে প্রহরীবেষ্টিত ভাবে অবস্থিতি ৩৬।১৫৩-৫৪; গৃহত্যাগের উপায়-চিন্তা, দৈবযোগে স্বীয় গুরুদেব যদুনন্দন আচার্যের অজ্ঞাত রূপায় পলায়ন নীলাচলে আগমন ৩৬।১৫৪-৮৬; নীলাচলে প্রভুর সহিত মিলন, প্রভুর রূপালাভ, প্রভুকর্তৃক স্বরূপ-দামোদরের হস্তে অর্পণ ৩৬।১৮৭-২০৩; রঘুনাথের সন্তর্পণের জ্ঞান প্রভুকর্তৃক গোবিন্দের প্রতি আদেশ, পাঁচ দিন মাত্র গোবিন্দের নিকটে প্রসাদ গ্রহণ, তারপর ভিক্ষার্থী হইয়া সিংহদ্বারে দণ্ডায়মান, শুনিয়া প্রভুর আনন্দ ৩৬।২০৫-২৫; স্বরূপ-দামোদরের যোগে প্রভুর নিকটে উপদেশ প্রার্থনা, প্রভুকর্তৃক ভজনোপদেশ, পুনরায় স্বরূপের হস্তে অর্পণ ৩৬।২২৬-৩৮; নীলাচলে গোড়ীয় ভক্তদের সহিত মিলন, শিবানন্দের মুখে পিতাকর্তৃক তাঁহার অন্বেষণের সংবাদ-প্রাপ্তি ৩৬।২৩২-৪৪; গোড়ীয় ভক্তদের দেশে প্রত্যাবর্তনের পরে শিবানন্দের মুখে রঘুনাথের সংবাদ পাইয়া গোবর্দ্ধনদাসকর্তৃক রঘুনাথের নিকটে টাকা ও লোক প্রেরণ ৩৬।২৪৫-৬২; লোকের সেবা ও অর্থ রঘুনাথ অঙ্গীকার করিলেন না; কিন্তু পিতৃপ্রেমিত লোকের নিকট হইতে সামান্য অর্থ লইয়া দুই বৎসর পর্য্যন্ত মাসে দুই দিন প্রভুর নিমন্ত্রণ; বিষয়ীর অঙ্গে প্রভু তুষ্ট হন না ভাবিয়া নিমন্ত্রণ ত্যাগ, শুনিয়া প্রভুর আনন্দ ৩৬।২৬৩-৭৫; সিংহদ্বার ছাড়িয়া ছত্রে যাইয়া প্রসাদ ভিক্ষা; শুনিয়া প্রভুর আনন্দ, প্রভুকর্তৃক গোবর্দ্ধন-শিলা ও গুঞ্জামালা দান এবং গোবর্দ্ধন-শিলার সেবার আদেশ, শিলার সেবা ৩৬।২৭৬-২২; প্রভুকর্তৃক শিলা-গুঞ্জামালাদানের রহস্য-বিষয়ে চিন্তা, প্রতিদিন সাড়ে সাত প্রহর ভজন, অদ্ভুত-বৈরাগ্য ও নিয়ম-নিষ্ঠা ৩৬।৩০০-৩০৭; গলিত মহাপ্রসাদান্ন-গ্রহণে জীবন ধারণ, প্রভুর রূপালাভ ৩৬।৩০৮-১৮; স্বরূপ-দামোদরের সহিত প্রভুর অন্তরঙ্গসেবা ৩৬।২৩৮; ৩৬।৩০২; ১১০।২০; বোলবৎসর পর্য্যন্ত নীলাচলে প্রভুর অন্তরঙ্গসেবা, স্বরূপদামোদরের অন্তর্দ্বানের পরে শ্রীরূপ সনাতনের চরণ দর্শনান্তে ভূগুপাত করিয়া গোবর্দ্ধনে দেহত্যাগের উদ্দেশ্যে বৃন্দাবন-গমন, ১১০।২১-২৩; শ্রীরূপ-সনাতন তাঁহাকে দেহত্যাগ করিতে দিলেন না, তৃতীয় ভাই করিয়া নিকটে রাখিলেন ১১০।২৪-২৫; রাধাকুণ্ডে বাস, অদ্ভুত ভজন-নিষ্ঠা ও নিয়ম-নিষ্ঠা, রূপ-সনাতনের নিকটে মহাপ্রভুর কথা-কীর্তন ১১০।২৬-১০১; কবিরাজ-গোস্বামীর অগ্রতম শিক্ষাগুরু ১১১।১৮; ১১০।১০১; শ্রীগৌরান্দ-কল্পবৃক্ষাদি গ্রন্থের রচয়িতা ৩৬।৩১২; তাঁহার উক্তি ও গ্রন্থ হইতে

কবিরাজ-গোস্বামী শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অনেক উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন ২১২৭৩; ২১২৮২; ৩১৪৮৬; মহাপ্রভুর শেষ-লীলার কড়চা-কর্তা ৩১৪৭৭-২।

রঘুনাথ-ভট্ট-গোস্বামীর-প্রসঙ্গ : তপনমিশ্রের পুত্র; বৃন্দাবন-গমনের পথে প্রভুর কাশীতে অবস্থান-কালে মিশ্রগ্রহে প্রভুর উচ্ছিষ্ট-মার্জ্জন ও পাদসংবাহনরূপ সেবা করিয়াছেন ২১৭৮৬-৮৭; ১১০১১৫১-৫৩; কাশীত্যাগ করিয়া প্রভুর নীলাচল যাত্রাকালে প্রভুর অনুরজ্যা ও নীলাচল-গমনের ইচ্ছা, প্রভুকর্তৃক নিবর্তিত ২১২৫১৩২-৩৪; কাশী হইতে গোড়পথে নীলাচল-যাত্রা, পথে রামদাস-বিশ্বাসের সহিত মিলন ও তৎকর্তৃক সেবা ৩১৩৮৮-২৮; নীলাচলে প্রভুর সহিত মিলন, মধ্যে মধ্যে প্রভুর নিমন্ত্রণ ৩১৩৯২-১০৭; ১১০১১৫৪; আট মাস অবস্থানের পর—বিবাহ না করিতে, পিতামাতার সেবা করিতে, বৈষ্ণবের নিকটে ভাগবত পড়িতে এবং আর একবার নীলাচলে আসিতে উপদেশ দিয়া প্রভু তাঁহাকে কাশীতে ফিরিয়া যাওয়ার আদেশ করেন, প্রভু স্বীয় কণ্ঠমালা দিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করেন; কাশীতে প্রত্যাবর্তন, চারি বৎসর পিতা-মাতার সেবা, তাঁহাদের কাশীপ্রাপ্তি হইলে পুনরায় নীলাচলে আগমন ৩১৩১১১-১৭; আটমাস অবস্থানের পরে—বৃন্দাবন যাইয়া রূপ-সনাতনের স্থানে থাকিতে, ভাগবত পড়িতে ও কৃষ্ণনাম গ্রহণ করিতে উপদেশ দিয়া, চৌদ্দহাত জগন্নাথের তুলসীমালা ও ছুটা-পানবিড়া দিয়া প্রভু তাঁহাকে বিদায় করিলেন ৩১৩১১৮-২৩; বৃন্দাবনে আগমন, রূপসনাতনের আশ্রয়-গ্রহণ, রূপগোস্বামীর সভায় ভাগবত পঠন, ভজন ৩১৩১২৪-৩৪; ১১০১১৫৫-৫৬; নিজ শিষ্যদ্বারা গোবিন্দজীর মন্দির-নির্মাণ ৩১৩১৩০।

রঘুপতি উপাধ্যায়ের সঙ্গে প্রভুর মিলন ও ইষ্টগোষ্ঠী ২১২৮৫-২৭।

রাতি : “কৃষ্ণরতি” দ্রষ্টব্য।

রথযাত্রা-উপলক্ষ্যে গোড়ীয় ভক্তদের বিশ বৎসর নীলাচলে গমন ২১১৪৫।

রাগ, রাগাঙ্কিকা ও রাগানুগা ভক্তি : রাগের লক্ষণ; স্বরূপ-লক্ষণ—ইষ্টে গাঢ় তৃষ্ণা; তটস্থ-লক্ষণ—ইষ্টে আবিষ্টতা; ২১২২৮৬; রাগময়ী ভক্তির নাম রাগাঙ্কিকা ১১২২৮৭; মুখ্য রাগাঙ্কিকা ভক্তির আশ্রয়—ব্রজ-পরিকরগণ ২১২২৮৫; রাগাঙ্কিকার অনুগতা ভক্তির নাম রাগানুগা ২১২২৮৫; রাগানুগা ভক্তির প্রবর্তক কারণ হইল কৃষ্ণসেবার ইচ্ছা ২১২২৮৭-৮৮; ২৮১৭; শাস্ত্রযুক্তি ইহার প্রবর্তক নহে ২১২২৮৮; (শাস্ত্র-আজ্ঞা হইল বৈধীভক্তির প্রবর্তক ২১২২৫২); রাগানুগার ভজনকেই রাগমার্গ বলে; রাগমার্গের ভজনেই কৃষ্ণমাধুর্য্য স্থলভ, কর্ম-যোগ-জ্ঞানাদিতে দুর্লভ ২১২১১০০; রাগমার্গ সাধন দুই রকম—বাহ ও অন্তর ২১২২-৮২; বাহ—সাধকদেহে শ্রবণ-কীর্তনাদি ২১২২৮২; অন্তর—সিদ্ধদেহ চিন্তা করিয়া রাত্রিদিন ব্রজে কৃষ্ণসেবা ২১২২৯০-৯১; ৩৬২৩৫; ব্রজেন্দ্র-নন্দন কৃষ্ণের চারি ভাবের পরিকর আছেন—দাস, সখা, পিতামাতা ও প্রেমসী ২১২২৯২; ৩৭১২২; যিনি যেই ভাবের সাধক, তিনি সেই ভাবের পরিকরদের আনুগত্যে অন্তর্নিহিত দেহে ভজন করিবেন ২১২২৯১; রাধাকৃষ্ণের কৃষ্ণসেবা লিপ্সু কান্তাভাবের সাধক সখীদের আনুগত্যে ভজন করিলেই অভীষ্ট সেবা পাইতে পারিবেন, অত্যা তাহা দুর্লভ ২৮১১৬২-৬৬ গোপীভাবামৃতে ষাঁহার লোভ হয়, বেদধর্ম্মাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক তিনি রাগানুগা মার্গে ভজন করিলেই ব্রজে ব্রজেন্দ্র-নন্দনকে পাইবেন ২৮১১৭৭-৭৮; ২৮১১৮৩-৮৪; ২১২৪৬১; ব্রজলোকের কোনও ভাব লইয়া ভজন করিলে ভাবযোগ্য দেহ লাভ করিয়া ব্রজে ব্রজেন্দ্র-নন্দনের সেবা পাওয়া যায় ২৮১১৭২-৮২; বিধিমার্গে ব্রজেন্দ্র-নন্দনের সেবা পাওয়া যায় না ২৮১১৮২; রাগমার্গে প্রেমভক্তিই সর্বাধিক ৩৭১২১; আচরণ—গ্রাম্যকথার কথন-শ্রবণ-ত্যাগ এবং তৃণ অপেক্ষাও স্ননীচ, তরুর ত্রায় সহিষ্ণু, অমানী ও মানদ হইয়া কৃষ্ণনাম-কীর্তন, ভাল খাওয়া পরার লোভ ত্যাগ ৩৬২৩৪১৩৫; ৩২০১৬২১; রাগমার্গে সাধনের ফল কৃষ্ণচরণে প্রেমলাভ ২১২২৯৬; ৩২০১২১; ব্রজেন্দ্র নন্দনের সেবা প্রাপ্তি ২৮১১৭৮৭২।

রাঘব-পণ্ডিতের কৃষ্ণসেবা-শ্রমজ ২।১৫।৭০-২২।

রাঘব-পণ্ডিতের গৃহে গৌর-নিত্যানন্দের ভোজন ৩।১০৫-২০ ; ৩।১৩৭-৩২।

রাঘবের ঝালির বিবরণ ৩।১০।১২-৩৮।

রাজপুত কৃষ্ণদাসের কাহিনী ২।১৮।৭৫-৮৩।

রাজপুত্রের সহিত মহাপ্রভুর মিলন ২।১২।৩২-৬৫।

রাজবিষয়ী-সম্বন্ধে প্রভুর উপদেশ ৩।২।৩২ ; ৩।২।৩৪ ; ৩।২।৩১ ; ৩।২।১৪০-৪২।

রাধা : নাম—কৃষ্ণবাহ্যপুষ্টির আরাধনা করেন বলিয়াই রাধা-নাম ১।৪।৭৫ ; তত্ত্ব : হ্লাদিনী-সারভূত-মহাভাব-স্বরূপিণী ১।৪।৫২-৬০ ; ২।৮।১১৬-২৩ ; কৃষ্ণ-প্রণয়-বিকার ১।৪।৫২ ; মহাভাব-চিন্তামণি ২।৮।১২৬ ; কৃষ্ণপ্রেম-কল্ললতা ২।৮।১৬২ ; কৃষ্ণের নিজশক্তি ১।৪।৬১ ; ১।৪।৭৪ ; ২।৮।১১৬-২৩ ; মৃষ্টিমতী হ্লাদিনী ১।৪।৫২ ; সর্বশক্তিবর্ধ্যা ১।৪।৭৮ ; পূর্ণশক্তি ১।৪।৮৩ ; অভিন্ন-কৃষ্ণস্বরূপা ১।৪।৮৩-৮৫ ; ১।৪।৪২ ; কৃষ্ণপ্রেম-ভাবিত-চিত্তেন্দ্রিয়-কায় ১।৪।৬১ ; ১।৮।১২৪ ; প্রেমস্বরূপ-দেহা ২।৮।১২৪ ; কৃষ্ণকান্তা-শিরোমণি ১।৪।৬০ ; ১।৪।৭১ ; ১।৪।৮২ ; ১।৪।১৭৬ ; ২।৮।১২৪ ; ২।১৪।১৫৭ ; সমস্ত কান্তাশক্তির অংশিনী ; যে ধামে শ্রীকৃষ্ণের যেরূপ প্রকাশ, সেইধামে শ্রীরাধারও সেইরূপ প্রকাশ ১।৪।৬৬ ; শ্রীরাধিকা হইতে ত্রিবিধ কান্তাগণের প্রকাশ—বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীগণ তাঁহার বৈভব-বিনাসাংশরূপ, দ্বারকার মহিষীগণ তাঁহার বৈভব-প্রকাশরূপ এবং ব্রজদেবীগণ তাঁহার কায়ব্যূহ-রূপ ১।৪।৬৩-৬৮ ; বহুকান্তাব্যতীত রসের উল্লাস হয় না বলিয়াই লীলার সহায়রূপে শ্রীরাধার বহুরূপে প্রকাশ ১।৪।৬২ ; গুণ : গোবিন্দানন্দিনী, গোবিন্দ-সর্বস্বা ১।৪।৭১ ; জ্যোতমানা পরমহৃদয়ী, কৃষ্ণপূজা-কীড়ার বসতি-নগরী ১।৪।৭২ ; কৃষ্ণময়ী, প্রেমরসময় ১।৪।৭৩-৭৪ ; সর্বপূজ্যা, পরমদেবতা, সর্বপালিকা, সর্বজগতের মাতা ১।৭।৭৬ ; সর্বলক্ষ্মীগণের অধিষ্ঠাত্রী, কৃষ্ণের ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্যের অধিষ্ঠাত্রী ১।৪।৭৭-৭৮ ; সর্বসৌন্দর্য্যাকান্তির আকর ১।৪।৭২ ; কৃষ্ণের বিস্তৃত-প্রেম-রত্নের আকর ২।৮।১৪২ ; ২।১৪।১৫৭ ; নায়িকা-শিরোমণি ২।২৩।৪৫ ; ২।২৩।৪৮ ; শ্রীকৃষ্ণ-মোহিনী ১।৪।৮২ ; ১।৪।১২৫-২০৫ ; কৃষ্ণের বলভা, কৃষ্ণের প্রাণধন, কৃষ্ণস্বথের পরম নিদান ১।৪।১৭৮ ; অনন্ত গুণ, তন্মধ্যে পঁচিশটা প্রধান ২।২৩।৪৭ ; ২।২৩।৩২-৪৩ গ্লো ; শ্রীকৃষ্ণ রাধার গুণের বশীভূত ২।২৩।৪৭ ; শ্রীরাধার সৌভাগ্যগুণ সত্যভামা, কলা-বিনাস-নিপুণতা ব্রজদেবীগণ, সৌন্দর্য্যাদি লক্ষ্মী-পার্বতী, পতিব্রতা-ধর্ম্ম অরুন্ধতীও প্রার্থনা করেন ; কৃষ্ণও তাঁহার সঙ্গুণবৃন্দের অস্ত্র পায়েন না ২।৮।১৪৩-৪৫ ; শ্রীরাধা অহুপম-গুণ-গণ পূর্ণা ২।৮।১৪২ ; ২।৮।১২৭-৪১ ; সর্বগুণধনি ১।৪।৬০ ; লীলা বা কার্য্য : কৃষ্ণবাহ্যপুষ্টিই শ্রীরাধার একমাত্র কার্য্য ১।৪।৭৫ ; ১।৪।৮০-৮১ ; ২।৮।১২৫ ; ২।৮।১৪১ ; কৃষ্ণকে শ্রামরস-মধু পান করাইয়া থাকেন ২।৮।১৪১ ; কৃষ্ণকে রাসাদি-লীলার আশ্বাদন করান ১।৪।৭০ ; ১।৪।১০১-২ ; ২।৮।৮২-৮৮ ; শ্রীকৃষ্ণের রাসনীলা-বাসনাকে চিত্তে আবদ্ধ করিয়া রাখার পক্ষে শ্রীরাধাই শৃঙ্খল-সদৃশা ২।৮।৮৫ ; নানা-ভাব-ভূষায়-ভূষিতা শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের স্থানান্তিকে উচ্ছ্বসিত করেন ২।১৪।১৬২-৮৮ ; রাধাভাব বা রাধাপ্রেম : অধিরূঢ় মহাভাব ২।১৪।১৬১ ; শ্রীরাধাতে ভাবের অবধি ১।৪।৪৩ ; যে প্রেমের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণমধুর্য্য পূর্ণতমরূপে আশ্বাদন করা যায়, একমাত্র শ্রীরাধাই সেই প্রেমের (মাদনের) পরম আশ্রয় ১।৪।১২১ ; ১।৪।১১৪ ; পরকীয়া-কান্তাভাব ১।৪।২৬-২৮ ; গোপীপ্রেম এবং রাধাপ্রেম বিস্তৃত, মিথল, কাম (আত্মেন্দ্রিয়-স্থখ-বাসনা)-গন্ধহীন ১।৪।৪৪ ; ১।৪।১৩২ ; ১।৪।১৪৬-৪৮ ; ২।৮।১৭৪ ; কৃষ্ণহৃৎক-তাৎপর্য্যময়, কৃষ্ণের স্বথের নিমিত্তই কৃষ্ণের সঙ্কে সঙ্গমাদি ১।৪।১৪২-৪৫ ; ১।৪।১৪৮-৫৫ ; ১।৪।১৭৩ ; ২।৮।১৭৫-৭৬ ; ৩।২।৩২-৫৩ ; প্রেমমহিমা : প্রেমের প্রভাবেই শ্রীরাধা কৃষ্ণকে রস আশ্বাদন করার ১।৪।৬২ ; এবং তিনি সমস্তের পরাঠাকুরাণী ১।৪।৮২ ; শ্রীরাধার প্রেম শ্রীকৃষ্ণকে উন্নত করায়, নটের ন্যায় নৃত্য করায় ১।৪।১০৬-৮ ; শ্রীকৃষ্ণের নিজ-প্রেমাবাদ অপেক্ষাও রাধাপ্রেমাবাদ কোটিগুণ মধুর ১।৪।১০২ ; রাধাপ্রেম বিরুদ্ধ-ধর্ম্মাশ্রয়, বিভূ, তথাপি ক্ষণে ক্ষণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় ১।৪।১১০-১৩ ; এই প্রেমের আশ্রয় হওয়ার জন্য শ্রীকৃষ্ণও লুব্ধ ১।৪।১১৪-১৮ ; এই প্রেমের দ্বারা শ্রীরাধা পূর্ণতমরূপে শ্রীকৃষ্ণমধুর্য্য আশ্বাদন করেন ১।৪।১২০-২১ ; এই প্রেমের সাক্ষাতে শ্রীকৃষ্ণের

অসমোৰ্দ্ধ মাধুর্য্যও নব-নবায়মান হয় ১৪১২২-২৪; ১৪১৬৮; এবং ঐশ্বর্য্য আত্মগোপন করিতে বাধ্য হয় ১৪১৭২৭৪-৮৪; এই প্রেমের স্বভাবে সর্বদা কৃষ্ণমাধুর্য্য পান করিলেও তৃষ্ণাশাস্তি হয় না, বরং নিরন্তর তৃষ্ণা বর্দ্ধিত হয় ১৪১৩০; এবং অতৃপ্তিবশতঃ বিধির নিন্দা করে ১৪১৩১-৩২; এবং প্রেমগন্ধহীনতার ভাব জন্মায় ২১৪০; এবং স্থখবাসনা না থাকিলেও কোটিগুণ স্থখ জন্মে ১৪১৫৬-৬৬; কিন্তু তাহাতে যদি সেবার বিষ হয়, তাহা হইলে সেই স্থখকেও দিক্কার দেয় ১৪১৭১; প্রেমের প্রভাবে গোপীগণ কৃষ্ণের মনের বাসনা জানিতে পারেন, পরিপাটীর সহিত প্রেমসেবা করিতে পারেন ১৪১৭৫; এবং শ্রীকৃষ্ণের সহায়, গুরু, বান্ধব, প্রেয়সী, প্রিয়া, শিষ্টা, সখী ও দাসীস্বরূপ হইলেন ১৪১৭৪; গোপীগণের মধ্যে শ্রীরাধা স্বীয় প্রেমপ্রভাবে সর্ববিষয়ে সর্বশ্রেষ্ঠা ১৪১৭৬; এবং এই প্রেমের প্রভাবেই শ্রীরাধাই শ্রীকৃষ্ণের স্থখের একমাত্র হেতু, অন্য গোপীগণ রসপুষ্টির সহায়তামাত্র করেন ১৪১৭৭-৭৮; ২৮৮২-৮৮; ২৮১৬৩-৬৪; এই প্রেমের প্রভাবেই শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের মোহিনী ১৪১২৫-২০৫; এবং এই প্রেমের প্রভাবেই শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য-গন্ধেও শ্রীরাধা উন্নতর হ্যায় হইয়া পড়েন ১৪১২০৭-১১; এবং শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনে শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষাও কোটিগুণ অধিক স্থখ পাইয়া থাকেন ১৪১২২-১৫; এই প্রেম শ্রীকৃষ্ণকে সর্বতোভাবে বশীভূত এবং চির-ঋণী করিয়া রাখে ১৪১৫১-৫২; রাধাপ্রেম অতুলিরপেক্ষ ২৮১৭৭-৮৮; শ্রীরাধার প্রেমের প্রভাবেই রাধাকৃষ্ণের বিলাসের মহত্ব এবং কৃষ্ণের ধীর-ললিতত্ব ২৮১৪৬-৪৭; প্রেমবিলাস-বিবর্তেই এই প্রেমের চরম-মহত্বের বিকাশ ২৮১৫০-৫১; এবং রাধাপ্রেমের সাধ্যাবধি ২৮১৫৭; শ্রীরাধার প্রেম শ্রীকৃষ্ণবিরহ-কালে তাঁহাকে দিব্যোন্মাদগ্রস্তা করে, তাঁহার ভ্রমময় চেষ্টা, প্রলাপময় বাদ স্মৃতিত করে ২১২২-৪; এই প্রেম যেন বিধামৃতে একত্র-মিলন, বাহ্যে বিষজালা, ভিতরে আনন্দ ২১২৪৪-৪৫; শ্রীকৃষ্ণরূপাদির নিবেদনব্যতীত সমস্ত ইন্দ্রিয়ের নিফলতার জ্ঞান জন্মায় ২১২৬-৩১; এবং কৃষ্ণের রূপাদি আনন্দনের জন্ম বলবতী লালসা জন্মায় ৩১৫১৩-২১; ৩১৫১৬-৬০ ৩১৫১৬২-৬৭; রাধাপ্রেম শ্রীকৃষ্ণকেও রাধাভাব-কাস্তি অঙ্গীকার করাইয়াছে ১৪১২২২-২৩; রাধাপ্রেমেই শ্রীকৃষ্ণের মদন-মোহনত্ব-সাধক ২১৭১৫ শ্লো।

রাধা অপেক্ষা নিজের উৎকর্ষসম্বন্ধে কৃষ্ণের বিচার ১৪১২০৬-১৬।

রাধার উৎকর্ষসম্বন্ধে কৃষ্ণের বিচার ১৪১২৫-২০৫।

রাধাকুণ্ডের মহিমা ২১৮১৫-১০।

রাধাকৃষ্ণ একই স্বরূপ, একাত্মা ১৪১৪২; ১৪১৮৫।

রাধাকৃষ্ণের বিলাসমহত্ব ২৮১৪৬-৫৬।

রাধাকৃষ্ণের লীলারস দান্ত্র-বাৎসল্যাদি ভাবের অগোচর ২৮১৬২।

রাধাঠাকুরাণীর পাচিত অম্লের মাধুর্য্যাদি ৩৬১১৪-১৫।

রাধাপ্রেমের অত্যাপেক্ষাহীনতা ২৮১৭৭-৮৮।

রাবণকর্তৃক মায়াসীতা হরণের বিবরণ ২১২১৭৬-৭২; ২১২১৮৫-২১।

রামকেনিতে প্রভুর সহিত রূপ-সনাতনের মিলন ২১১৭১-২১০।

রামচন্দ্রস্থানের বিবরণ ৩৩২৪-১৫৬।

রামচন্দ্রপুরীর বিবরণ, মাধবেন্দ্রপুরীকর্তৃক উপেক্ষাদি ৩৮৬-২৬; ৩৮১৩০; ৩৮১৩৬-৮২।

রামচন্দ্রপুরীর ভয়ে প্রভুর ভিক্ষা-সঙ্কোচন ৩৮১৩৮-৮১।

রামদাস বিপ্রকর্তৃক প্রভুর ভিক্ষাদান-প্রসঙ্গ ২১২১৬৪-৮২; ২১২১৮৫-২০১।

রামনাম তারক, কৃষ্ণনাম পারক ৩৩২৪৪।

রায়রামানন্দ-প্রসঙ্গ : ভবানন্দরায়ের জ্যেষ্ঠপুত্র ২১০১৪৮; রাজা প্রতাপরুদ্রের অধীনে রাজমহিন্দার রাজা ৩৩১২০; গোদাবরীতীরে বিদ্যানগরে তাঁহার বসতি ২১৭৬১; শূদ্র ২১৭৬২; ২৮১১২; রসিক ভক্ত, পাণ্ডিত্য ও

ভক্তিরসের সীমা ২।৭।৬৩-৬৬ ; প্রভুর দক্ষিণ-যাত্রার উপক্রমে তাঁহার সহিত মিলনের নিমিত্ত প্রভুর নিকটে সার্বভৌমের নিবেদন ২।৭।৬১-৬৬ ; গোদাবরীতীরে প্রভুর সহিত মিলন ২।৮।২-৪৪ ; বিদ্যানগরের এক বৈষ্ণব বৈদিক ব্রাহ্মণের গৃহে প্রভুর সহিত সাধ্যসাধনতত্ত্বের আলোচনা ২।৮।৫২-২১২ ; প্রভুসম্বন্ধে রামানন্দের সংশয় ও প্রভুর “রসরাজ-মহাভাব দুই একরূপ”-স্বরূপ দর্শন ২।৮।২২০-৪২ ; নীলাচলে রামানন্দের সহিত একত্র বাসের জন্ত প্রভুর ইচ্ছা প্রকাশ ২।৮।১২২-২৫ ; এবং রামানন্দের তদনুরূপ আদেশ প্রাপ্তি ২।৮।২৪৮-৪৯ ; প্রভুর দক্ষিণাত্য হইতে প্রত্যাবর্তনের পথে বিদ্যানগরে পুনরায় প্রভুর সহিত মিলন ও ইষ্টগোষ্ঠী ২।৯।২০-৩০১ ; রামানন্দের নীলাচলে বাসের জন্ত রাজা প্রতাপরুদ্রের আদেশ-প্রাপ্তির কথা এবং অল্প কয় দিনের মধ্যে নীলাচলে গমনের সঙ্কল্পের কথা প্রভুর নিকটে জ্ঞাপন ২।৯।৩০২-৬ ; নীলাচলে প্রভুর সহিত মিলন এবং প্রভুর নিকটে প্রতাপরুদ্রের প্রেমার্তি জ্ঞাপন ২।১০।১১-৩১ ; প্রভুর নিকটে পুনরায় প্রতাপরুদ্রের আর্তি জ্ঞাপন, রাজপুত্রের সহিত মিলনের জন্ত প্রভুর সম্মতি-প্রাপ্তি এবং প্রভুর সহিত রাজপুত্রের মিলন সংঘটন ২।১২।৪২-৬৫ ; ব্রহ্মযাত্রার পরে ইন্দ্রদ্রুম-সরোবরে মহাপ্রভুর জলকেলি লীলাতে সার্বভৌমের সহিত রামানন্দের জলকেলি ২।১৪।৮০-৮৫ ; মহাপ্রভুর বৃন্দাবন-গমনেচ্ছায় পরামর্শ ২।১৬।৬-১০ ; প্রভুর বৃন্দাবন-গমনেচ্ছার কথা শুনিয়া প্রভুকে রাখিবার জন্ত বিষয়চিত্ত প্রতাপরুদ্রের সার্বভৌম ও রামানন্দকে অহরোধ ২।১৬।৩-৫ ; বিজয়াদশমীদিনে প্রভুর বৃন্দাবন-যাত্রার সম্মতি ২।১৬।৮৬-৯২ ; বৃন্দাবনের পথে প্রভুর গোঁড়ে গমন-কালে রামানন্দকর্তৃক প্রভুর অহুসরণ ২।১৬।৯৭ ; কটকে প্রভুর গণের নিয়ন্ত্রণ, প্রতাপরুদ্রের নিকটে প্রভুর কটক-আগমনের সংবাদ দান ; এবং প্রভুর সহিত রাজার মিলন-সংঘটন, প্রভুর সহিত মিলনে রাজার ব্যাকুলতায় সাঙ্ঘনা দান ২।১৬।১০০-১০৬ ; প্রভুর পাশে থাকিয়া সেবার জন্ত প্রতাপরুদ্রকর্তৃক আদিষ্ট ২।১৬।১১৫ ; কটক হইতে রেনুগা পর্য্যন্ত প্রভুর অহুগমন ২।১৬।১২৫ ; ২।১৬।১৫১ ; প্রভুর নিকট হইতে বিদায়কালে বিরহ-বিফল ২।১৬।১৫২-১৫৩ ; গোড় হইতে প্রভুর নীলাচলে প্রত্যাবর্তনের পরে মিলন ২।১৬।২৫২ ; বনপথে বৃন্দাবন যাওয়ার উদ্দেশ্যে রামানন্দের সহিত প্রভুর যুক্তি ২।১৭।২-১৯ ; প্রভুর বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্তনের পরে মিলন ২।২০।১৮৬ ; প্রভুর সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলন, শ্রীকৃষ্ণের “প্রিয়ঃ সোহং কৃষ্ণঃ”-শ্লোকের আশ্বাদন ২।১৯।২-১০৪ ; এবং শ্রীকৃষ্ণের নাটকদ্বয়ের কতিপয় শ্লোকের আশ্বাদন ৩।১।১০৫-৫৪ ; নীলাচলে সনাতন-গোস্বামীর সহিত মিলন ৩।৪।১০৪ ; প্রভুকর্তৃক প্রেরিত কৃষ্ণকথা-শ্রবণাভিলাষী প্রদ্যুম্নমিশ্রের সহিত মিলন ও তাঁহার নিকটে কৃষ্ণকথা বর্ণন ৩।৫।৩-৬৪ ; দুই দেবদাসীকে স্বরচিত নাটকের নৃত্যগীতাদির শিক্ষাদান এবং নাট্যভিনয় সম্বন্ধে শিক্ষাদান ৩।৫।১০-২৪ ; মিশ্রের নিকটে প্রভুকর্তৃক রামানন্দের মহিমা কীর্তন ৩।৫।৩২-৫০ ; রায়ের প্রতি প্রতাপরুদ্রের স্নেহ ও ক্ষমাশীলতা ৩।৯।১২০-২২ ; হরিদাস ঠাকুরের নির্ধ্যান-সময়ে উপস্থিতি ৩।১১।৪৯ ; প্রভুপ্রদত্ত ফেলালব প্রাপ্তি ৩।১৬।৯৯ ; প্রভুর কৃষ্ণ-বিরহ-বিফলতায় সাঙ্ঘনা দান ৩।১৬।১০ ; ৩।১১।১১-১৪ ; ৩।১৪।৪৮ ; ৩।১৪।৫১ ; ৩।১৪।৫৪ ; ৩।১৫।২২-২৫ ; ৩।১৫।৬১ ; ৩।১৫।৮০-৮২ ; ৩।১৬।১০৯ ; ৩।১৬।১৩০ ; ৩।১৭।৩-৭ ; ৩।১৯।৩২ ; ৩।১৯।৫১ ; ৩।১৯।৫৩ ; ৩।১৯।৯৪ ; ৩।২০।৩ ; প্রভুর মুখে শিক্ষাষ্টকের আশ্বাদন-কথা শ্রবণ ৩।২০।৭ ; রাগাঙ্ঘগামার্গে রায়ের ভজন, সিদ্ধদেহতুল্য, মন অপ্রাকৃত ৩।২৪।৮ ; অপ্রাকৃত দেহ ৩।২৪।১০ ; সিদ্ধদেহ, নিত্যসিদ্ধপ্রায় ৩।২৪।৯ ; ব্রজলীলার স্বলসদৃশ ৩।২৮।৮ ।

রামানন্দরায় ও দেবদাসী-প্রসঙ্গ ৩।২।১০-২৪ ; ৩।২।৩৬-৩৯ ।

রামানন্দের মহিমা, প্রভুর মুখে ২।৮।৪১-৪৩ ; ২।৮।১২২-২৫ ; ২।৮।২২৫-২৮ ; ৩।২।৩৩-৪৯ ; ৩।৭।২০-২৮ ।

রাসাদি-লীলা-কথা-শ্রবণ-মাহাত্ম্য ৩।২৪।৩-৪৬ ।

রুদ্র (শিব) : গুণাবতার ২।২০।২৫৮ ; জীবকোটি শিব ২।২০।২৫৯-৬০ ; ঈশ্বরকোটি শিব ২।২০।২৬১ ; তমোগুণ অঙ্গীকারী ; সংহারকর্তা ২।২০।২৬২ ; বিকারী ; শ্রীকৃষ্ণের ভিন্নাভিন্নরূপ ; জীবতত্ত্ব নহেন, কৃষ্ণের স্বরূপও নহেন ২।২০।২৬৩-৬৫ ; ভক্ত-অবতার, কৃষ্ণের আজ্ঞাপালনকারী ২।২০।২৬৮ ।

রুদ্র ও অধিরুদ্র ভাব কেবল মধুরে ২।২৩।৩৭ ।

রূপগোষ্ঠামি-প্রসঙ্গ : গোড়েশ্বর হসেনসাহের অধীনে কর্মচারী দবীরখাস ২১১১৬৫; প্রভুর সহিত মিলনের পূর্বেই প্রভুর নিকটে পত্র লিখিয়াছিলেন, উত্তরও পাইয়াছিলেন ২১১১২৬-২৭; প্রভু যখন রামকেলিতে আসিয়াছিলেন, তখন প্রভুর সঙ্ক্ষে হসেনসাহের সহিত আলাপ ২১১১৬৫-৭০; রাজার নিকট হইতে গৃহে আসিয়া সনাতনের সহিত যুক্তি এবং প্রভুর দর্শনের জ্ঞা উভয়ের গমন ২১১১৭১-৭৩; প্রথমে নিত্যানন্দ প্রভু ও হরিদাস-ঠাকুরের সহিত এবং পরে তাঁহাদের রূপায় প্রভুর সহিত মিলন, দৈন্ত, আর্জি প্রকাশ, প্রভুর রূপালাভ ২১১১৭৩-২০২; দুই ভাইকে উদ্ধারের জ্ঞা প্রভুকর্তৃক ভক্তদের নিকটে অহরোধ, ভক্তদের সহিত উভয়ের মিলন ২১১২০৩-২০৬; গৃহে কিরিবার সময়ে রামকেলি ত্যাগ করার জ্ঞা প্রভুর চরণে দুই ভাইয়ের নিবেদন, ভক্তদের আজ্ঞা লইয়া গৃহে প্রত্যাবর্তন ২১১২০৭-১২; গৃহে আসিয়া বিষয় ত্যাগের উপায় স্থষ্টি, চৈতন্য-চরণ-প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে কৃষ্ণমন্ত্রের পুরস্চরণ ২১১২২-৪; নৌকাযোগে বহু ধন লইয়া পৈত্রিক গৃহে আগমন এবং ধনের বিলি-ব্যবস্থা-করণ ২১১২৫-৮; বনপথে বৃন্দাবনে যাওয়ার উদ্দেশ্যে প্রভুর গোড় হইতে নীলাচলে প্রত্যাবর্তনের কথা শুনিয়া প্রভুর বৃন্দাবন-যাত্রার সংবাদ দেওয়ার জ্ঞা দুইজন লোককে নীলাচলে প্রেরণ; ২১১২১০-১১; তাহাদের যুখে প্রভুর বৃন্দাবনযাত্রার কথা শুনিয়া কনিষ্ঠসহোদর অল্পপমের সহিত প্রভুর সঙ্গে মিলনের জ্ঞা যাত্রা, এই সংবাদ জানাইয়া এবং এক মন্দির নিকটে গচ্ছিত টাকার সহায়তায় কারাগার হইতে উদ্ধার লাভের জ্ঞা চেষ্টা করার কথা জানাইয়া সনাতনের নিকটে পত্র প্রেরণ ২১১২৩০-৩৫; প্রয়াগে প্রভুর সহিত মিলন, দৈন্ত আর্জি প্রকাশ, সনাতনের সংবাদ জ্ঞাপন, প্রভুর বাসার নিকটে বাসা নির্ধারণ ২১১২৩৬-৫৬; প্রয়াগে বল্লভ-ভট্টের সহিত মিলন, তাঁহাদের দৈন্ত ও ভক্তিতে ভট্টের বিস্ময় ও প্রশংসা ২১১২৬১-৬৭; প্রভুর সঙ্গে ভট্টের গৃহে আড়িল গ্রামে গমন ২১১২৮১-৮২; শ্রীরূপে শক্তিসংকারপূর্বক প্রভুকর্তৃক প্রয়াগে দশাশ্বমেধে দশ দিন পর্যন্ত কৃষ্ণতত্ব-ভক্তিতত্ব-রসতত্বাদি সঙ্ক্ষে শ্রীরূপের প্রতি শিক্ষা ২১১২১০৪-৭; ২১১২১২২-২৫; প্রভুর নিকট হইতে বৃন্দাবনে যাওয়ার আদেশ লাভ ২১১২১০৮; ২১১২১২৮; প্রভুর সঙ্গে নীলাচলে যাওয়ার প্রার্থনা প্রত্যাখ্যাত ২১১২১২৬-২৮; বৃন্দাবন হইতে গোড়দেশ হইয়া নীলাচলে যাওয়ার আদেশ-প্রাপ্তি ২১১২১২২; বৃন্দাবন গমন এবং প্রভুর আদেশানুরূপ আচরণ ২১১২২০১; ২১১২১০৮; মথুরায় ঋষঘাটে হুবুন্ধিরায়ের সহিত মিলন ২১২৫১৩২; হুবুন্ধিরায়ের প্রীতি লাভ, তাঁহার সঙ্গে দ্বাদশবন দর্শন ২১২৫১৫২; বৃন্দাবনে একমাস অবস্থানের পর গঙ্গাতীর-পথে প্রয়াগে গমন ২১২৫১৬০-৬১; প্রয়াগ হইতে কাশীতে আগমন, কাশীবাসী ভক্তদের সহিত মিলন ২১২৫১৬৮-৭২; দিন দশ কাশীতে থাকিয়া গোড়ে যাত্রা ২১২৫১৭৩; বৃন্দাবনে থাকিতেই কৃষ্ণলীলা-নাটক লিখিতে ইচ্ছা, বৃন্দাবনেই যঙ্গলাচরণ মান্দী শ্লোক লিখন; পথে চলিতে চলিতে নাটকের ঘটনা সঙ্ক্ষে চিন্তা ও কড়া কবিতা কিছু লিখন ৩১১২২-৩১; গোড়ে আসার পরে অল্পপমের গঙ্গাপ্রাপ্তি, শ্রীরূপের নীলাচল যাত্রা ৩১১৩২-৩৪; উড়িয়াদেশে সত্যভামাপুরে একরাত্রি বিশ্রাম, রাত্রিতে স্বপ্নে সত্যভামাদেবীর দর্শন, তাঁহার পৃথক্ নাটক লেখার জ্ঞা আদেশ প্রাপ্তি ৩১১৩৫-৩৭; পূর্বে ব্রজলীলা ও পুরলীলা একত্রেই লিখিবার সঙ্কল্প ছিল; সত্যভামার আদেশ পাইয়া দুই ভাগে দুই নাটক লেখার সঙ্কল্প ৩১১৩৮-৩৯; নীলাচলে আগমন, হরিদাসঠাকুরের বাসায় অবস্থান ৩১১৪০; সেই স্থানেই প্রভুর সহিত মিলন ৩১১৪১-৪৮ প্রভুর ভক্তদের সহিত মিলন, শ্রীরূপকে রূপা করার জ্ঞা সকলের নিকটে প্রভুর অহরোধ, শ্রীরূপ সকলের স্নেহপাত্র হইলেন ৩১১৪৮-৫৩; প্রভুর সহিত নিত্য ইষ্টগোষ্ঠী, গুণ্ডিচামার্জন-লীলাদি ৩১১৫৪-৫৯; কৃষ্ণকে ব্রজের বাহির না করার জ্ঞা প্রভুর আদেশ প্রাপ্তি ৩১১৬০-৬১; সত্যভামার ও প্রভুর আদেশে দুই নাটকের আয়োজন ৩১১৬২-৬৫; রথযাত্রায় প্রভুর উচ্চারিত “যঃ কৌমারহরঃ”-শ্লোকের অর্থসূচক শ্লোক-রচনা ২১১৬৩-৬৪; ৩১১৬৯-৭১; তালপত্রে সেই শ্লোক লিখিয়া চালেতে গুজিয়া রাখেন, দৈবাৎ প্রভু তাহা দেখিয়া প্রেমাবিষ্ট হইলেন, শ্রীরূপের প্রতি রূপা করেন ২১১৬৫-৬৮; ৩১১৭২-৭৬; প্রভুকর্তৃক সেই শ্লোক স্বরূপদামোদরকে প্রদর্শন ২১১৬৮-৬৯; ৩১১৭৭-৭৯; রসবিষয়ে শ্রীরূপকে উপদেশ দেওয়ার জ্ঞা স্বরূপদামোদরের প্রতি প্রভুর আদেশ ২১১৬৭-৬৮; ৩১১৮০-৮১; শ্রীরূপলিখিত “তুও তেওবিনী” শ্লোক দৃষ্টে প্রভুর প্রেমাবেশ

৩।১।৮৬-৯১; শ্রীকৃপের সহিত মিলনের জন্ম শার্কভোম-রামানন্দ-স্বরূপাদির সহিত হরিদাসঠাকুরের কুটীরে প্রভুর আগমন, শ্রীকৃপের গুণকীর্তন ৩।১।৯২-৯৬; ভক্তদের সহিত শ্রীকৃপের মিলন, তাঁহাদের সঙ্গে শ্রীকৃপকৃত “প্রিয়ঃ সোহয়ং কৃষ্ণঃ”-শ্লোক এবং “তুণ্ডে তাণ্ডবিনী”-শ্লোকের আশ্বাদন ৩।১।৯৭-১০৮; সকলে মিলিয়া শ্রীকৃপের লিখিত নাটকদ্বয়ের কতিপয় শ্লোকের আশ্বাদন ও প্রশংসা ৩।১।১০৯-১১০; প্রভুকর্তৃক শ্রীকৃপের দ্বারা সকল ভক্তের চরণবন্দনা ৩।১।১১১-১১৩; রসতত্ত্ব-বিচারে যোগ্যপাত্র মনে করিয়া প্রভু যে নিজেই শ্রীকৃপে শক্তি সঞ্চার করিয়াছেন এবং ভক্তিশাস্ত্র প্রবর্তনের আদেশ দিয়াছেন, তাহা প্রভু নিজ মুখেই ব্যক্ত করিয়াছেন ৩।১।৮০-৮১; ৩।১।১৪৭; ব্রজলীলা-প্রেমরস বর্ণনের শক্তিলভের নিমিত্ত প্রভু নিজেই শ্রীকৃপের প্রতি বর দেওয়ার জন্ম ভক্তদের নিকটে প্রভুর ইচ্ছা জ্ঞাপন ৩।১।১৪২-১৪৪; হরিদাসঠাকুরকর্তৃক শ্রীকৃপের ভাগ্যের প্রশংসা ৩।১।৮২-৯০; ৩।১।১৫৪-১৫৫; প্রভুর সঙ্গে দোলযাত্রাদি দর্শন ৩।১।১৫৯; দোলযাত্রার পরে—তাঁহাতে পুনরায় শক্তি সঞ্চার পূর্বক বৃন্দাবনে যাওয়ার এবং অবস্থানের, ব্রজের রসশাস্ত্র-নিরূপণের, লুপ্ততীর্থ উদ্ধারের এবং কৃষ্ণসেবা রস ভক্তি প্রচার করার আদেশ দিয়া প্রভু শ্রীকৃপকে বিদায় দিলেন ৩।১।১৬০-১৬৪; ভক্তদের নিকটে বিদায় লইয়া গোড়পথে শ্রীকৃপ বৃন্দাবনে আসেন ৩।১।১৬৫; শ্রীকৃপগোস্বামিকৃত গ্রন্থের নাম ২।১।৩১-৩৬; ৩।১।২১৪-২১৭; শ্রীকৃপ ও শ্রীসনাতন আ-সিকুনদী আর হিমালয়, বৃন্দাবন-মথুরাদিতীর্থে ভক্তি ও সদাচার প্রচার করিয়াছেন, শাস্ত্রদৃষ্টে লুপ্ততীর্থের উদ্ধার করিয়াছেন, বৃন্দাবনে শ্রীমূর্তির সেবা-প্রচার করিয়াছেন ১।১।০৮২-৮৮; রঘুনাথদাসগোস্বামী বৃন্দাবন গেলে নিজের ভাই করিয়া তাঁহাকে রাখিয়াছেন ১।১।০৯৪; অসাধারণ বৈরাগ্য ও ভক্তিনিষ্ঠা ১।১।১১২-১১৯।

রূপগোস্বামীর গোপালদর্শন-প্রসঙ্গ ২।১।৮০-৮৮।

রূপ-সনাতনের আচরণ, বৃন্দাবনে ২।১।১১২-১১৯।

রূপ-সনাতন-নামের প্রকাশ, প্রভুকর্তৃক ২।১।১২৫।

রূপ-সনাতনের নিত্যপার্ষদ-খ্যাপন, প্রভুকর্তৃক ২।১।২০১।

ল

ল

ল

ল

লক্ষ্মী : লক্ষ্মী ও গোপী-তত্ত্বতঃ অভিন্ন ২।২।১৩৯; লক্ষ্মীর কৃষ্ণসঙ্গ-কামনা ও তপস্তা ২।২।১০৫-১১১; ২।২।১৩০-১৩৪; তপস্তা করিয়াও লক্ষ্মী কৃষ্ণসঙ্গ পায়েন নাই ২।২।১৮৬; ২।২।১১২-১১৪; লক্ষ্মীর কৃষ্ণসঙ্গ না পাওয়ার হেতু ২।২।১১৭-১২৬; তবে লক্ষ্মী গোপীদ্বারা কৃষ্ণসঙ্গাস্বাদ করেন ২।২।১৪০; লক্ষ্মীদেবীর মানের প্রকার ২।২।১২৬-৩৭।

লীলাবতার : কৃষ্ণের স্বাংশ ২।২।০২১১-১৩; ২।২।০২৫৪-৫৬; কলিতে ভগবান্ লীলাবতার করেন না ২।২।২৭ (“স্বাংশভেদ” দ্রষ্টব্য)।

লোক নিস্তারি এই ঈশ্বর-স্বভাব ৩।২।৫; লোক-নিস্তারের ত্রিবিধ উপায় ৩।২।২-৫—সাক্ষাৎ দর্শন ৩।২।৬-১১; আবেশ ৩।২।১১-৩১; এবং আবির্ভাব ৩।২।৩২-৭৭।

শ

শ

শ

শ

শক্তি : কৃষ্ণের অনন্তশক্তি, তাতে তিন প্রধান—চিহ্নশক্তি, মায়ীশক্তি ও জীবশক্তি ২।৮।১১৬; ২।২।১০২-৩; ২।২।১২২; চিহ্নশক্তির নামান্তর অন্তরঙ্গশক্তি, স্বরূপশক্তি, ১।২।৮৪; স্বরূপশক্তিই সর্বশ্রেষ্ঠা; মায়ীশক্তির অপর নাম বহিরঙ্গশক্তি; এবং জীবশক্তির অপর নাম তটস্থশক্তি ১।২।৮৬; ২।৮।১১৭; কৃষ্ণ সচ্চিদানন্দময় বলিয়া তাঁহার স্বরূপশক্তিরও তিনটি রূপ—আনন্দাংশে হ্লাদিনী, সদংশে সন্ধিনী এবং চিদংশে সখি (বা জ্ঞান) ১।৪।৫৪-৫৫; ২।৬।১৪৪-৪৫; ২।৮।১১৮-১২০; হ্লাদিনী হইল আনন্দদায়িনীশক্তি; হ্লাদিনীদ্বারা কৃষ্ণ নিজেও আনন্দ অল্পভব করেন, ভক্তগণকেও আনন্দ দান করেন ১।৪।৫২-৫৩; ২।৮।১২০-২১; হ্লাদিনীর সার অংশই প্রেম ১।৪।৫৯; ২।৮।১২২; সন্ধিনীর সার অংশের নাম শুদ্ধস্ব, যাহাতে ভগবানের সত্তার বিশ্রাম ১।৪।৫৬; শ্রীকৃষ্ণের পরিকরস্থানীয় মাতা-পিতাদি

এবং শ্রীকৃষ্ণের ধাম, গৃহ, শয্যা, আসনাদি সমস্তই শুদ্ধস্বের বিকার; ১৪৮৫৬; ১৫১৩৬; সংবিত্ত-শক্তিদ্বারা কৃষ্ণের এবং তাঁহার সকল স্বরূপের জ্ঞান জন্মে ১৪৮৫৮; ত্রয়ের গোপীগণ, পুরের মহিষীগণ এবং বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীগণ কৃষ্ণের স্বরূপ-শক্তির (হ্লাদিনী-প্রধান স্বরূপশক্তির) মূর্তরূপ ১১৪০০-৪১; গোলোক-পরব্যোমাদি ভগবদ্ধাম হইল চিচ্ছক্তির বৈভব ২১৮৮৪; ২২১৪০০-৪১; কৃষ্ণ নিজ-চিচ্ছক্তিতে নিত্য বিরাজমান; চিচ্ছক্তি-সম্পত্তির নামই ষড়ৈশ্বর্য ২১২১৭২; কৃষ্ণের ষড়বিধ ঐশ্বর্য হইল তাঁহার চিচ্ছক্তির বিলাস ২১৬১৪৭; ষড়বিধ ঐশ্বর্যরূপ স্বারাজ্য-লক্ষ্মীই কৃষ্ণের সমস্ত বাসনা পূর্ণ করেন ২১২১৮০; চিচ্ছক্তি-বিভূতির নাম ত্রিপাদ-ঐশ্বর্য ২১২১৪১; বহিরঙ্গা মায়াশক্তি হইল জগতের কারণ, এবং অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডগণ তাহার বৈভব ১১২৮৫; জড়রূপা মায়া বাস্তবিক জগতের কারণ হইতে পারে না, গোণকারণ মাত্র, কৃষ্ণের শক্তিতেই তাহার কারণত্ব ১৫১৫১-৫৮; ২১২০২২৪-২৬; মায়ায় দুইবৃত্তি—প্রধান ও প্রকৃতি (বা মায়া) ১৫১৫০; ঈশ্বরের শক্তিতে প্রধানের উপাদানত্ব এবং প্রকৃতির নিমিত্ত-কারণত্ব ১৫১৫১-৫৬; ২১২০২২৪-২৬; মায়াশক্তি কারণাক্রিয় বাহিরে থাকে, কারণসমূহকে স্পর্শ করিতে পারে না ১৫১৪২; মায়িক ব্রহ্মাণ্ডের নাম দেবীধাম, মায়া তাহার অধিষ্ঠাত্রী ২১২১৩৮-৩৯; বহিরঙ্গা মায়া কৃষ্ণবহিঃস্থ জীবকে শাস্তি দেন ২১২০১০৪-৫; ২১২২১১০-১২; আর জীবশক্তির বা তটস্থশক্তির বিকাশ হইল অনন্তকোটি জীব ১১৭১১২; ২১৬১৪২; ২১২০১০১; ২১২২১৭; স্বরূপশক্তি, মায়াশক্তি ও জীবশক্তি—এই তিনই কৃষ্ণ প্রেমভক্তি করে ২১৬১৪৬।

শক্তি ও শক্তিমান অভিন্ন ১৪৮৭৪; ১৪৮৮৩-৮৪।

শক্ত্যাবেশ অবতার ১১১৩৩-৩৪; ২১২০২১৪; অসংখ্য ২১২০৩০৫; দুই রকম—মুখ্য ও গোণ; মুখ্য—মাক্ষাৎ শক্তির আবেশ, নাম অবতার এবং গোণ—শক্ত্যাভাসের আবেশ, নাম বিভূতি ২১২০৩০৬; মুখ্য আবেশ বা অবতার—সনকাদি ২১২০৩০৭-১০; গোণ আবেশ বা বিভূতি ২১২০৩১১।

শচীমাতার প্রতি প্রভুর জ্ঞানযোগ-শিক্ষা, বাল্যে ১১৪১২৪-২৬।

শরণাগতির মহিমা ২১২২১২২; ২১২২১৫৪।

শরণাগতের লক্ষণ ২১২২১৫৩; ২১২২১৪৭-৪৮ স্লে।

শান্তভক্তের নাম ২১২১১৬২; ২১২৪১১১।

শান্তরতি : লক্ষণ—স্বরূপবুদ্ধিতে কৃষ্ণক-নিষ্ঠতা ২১২১১৭৩; কৃষ্ণবিনা কৃষ্ণত্যাগ ২১২১১৭৪-৭৫; কৃষ্ণ মমতাগন্ধহীন, পরব্রহ্ম পরমাত্মা-জ্ঞান ২১২১১৭৭-৭৮; শান্তরতি প্রেম পর্যন্ত বুদ্ধি পায় ২১২৩৩৪; ২১২৪১২৫।

শান্তরস—“ভক্তিরস” দ্রষ্টব্য।

শাস্ত্রপ্রমাণে শ্রীচৈতন্য স্বয়ং-কৃষ্ণ হওয়া সবেও তাঁহাতে পণ্ডিতগণের বিতৃষ্ণার হেতু ২১১১৮২-২১।

শাস্ত্রলোকাভিত অনুভাব, মহাপ্রভুর ২১১১০০-১৩।

শিব—“কৃত্ত” দ্রষ্টব্য।

শিবানন্দসেন-প্রসঙ্গ : প্রভুর অন্তরঙ্গ-ভক্ত ১১২০১২২; নীলাচলের পথে গোড়ীয় ভক্তদের সর্ববিষয়ে পালন-কর্তা ১১০১৫২-৫৩; ২১১১২২; ২১১৬১৮-১৯; ২১১৬২৫-২৬; ৩১১৬০; ৩১০১১১; ৩১২১১৪-১৬; ৩১২১৩১; গোড়ীয় ভক্তদের সকলকে পালন করিয়া নীলাচলে লইয়া আসার জন্য প্রভুর আদেশ ২১১৫১৮; একটা কুকুরকেও পালন করিয়া সঙ্গে নিয়াছিলেন ২১১১৩০; ৩১১১২-২৮; বাহুদেব দত্তের সর্বসম্বন্ধানের নিমিত্ত তাঁহার প্রতি প্রভুর আদেশ ২১১৫১৮-২৭; নীলাচল হইতে গোড়ে গমন-পথে শিবানন্দগৃহে প্রভুর গমন ২১১৬২০৩; চৈতন্য-আবেশ-প্রাপ্ত নকুল ব্রহ্মচারীর পরীক্ষা ৩১২১১-৩১; শিবানন্দের গৃহে আবির্ভাবে প্রভুর ভোজন ৩১১৪১-৪২; ৩১১৪৪-৭৭; রঘুনাথদাসের পলায়নের পরে তাঁহার পিতা গোবর্দ্ধন দাসের পত্র-প্রাপ্তি, নীলাচলের পথে ৩১১৭৮-৮০; নীলাচলে রঘুনাথদাসের নিকটে গোবর্দ্ধনদাসের পত্রের কথা জ্ঞাপন ৩১১২৪২-৪৪; নীলাচল হইতে প্রত্যাবর্তনের পরে গোবর্দ্ধনদাসের প্রেরিত লোকের নিকটে নীলাচলস্থ রঘুনাথের অবস্থা জ্ঞাপন ৩১১২৪৫-৫৩; রঘুনাথের সংবাদ পাইয়া শিবানন্দের নিকটে

গোবর্দ্ধনদাসের মুদ্রা ও লোক প্রেরণ, লোকের প্রতি শিবানন্দের উপদেশ ৩৬২৫৫-৫৮ ; জ্যেষ্ঠ পুত্র চৈতন্যদাসের প্রভুর সহিত মিলন, প্রভুর নিমন্ত্রণ, চৈতন্যদাসকর্তৃক প্রভুর নিমন্ত্রণ ৩৬১৩২-৪৮ ; তিনপুত্রের সহিত সপত্নীক নীলাচলে গমন ৩১২১৭ ; শান্তিচ্ছলে নিত্যানন্দ-প্রভুর রূপাপ্রাপ্তি ৩১২১৭-৩১ ; শিবানন্দের তিন পুত্রের সহিত প্রভুর মিলন, কনিষ্ঠপুত্রের পুরীদাস নামের রহস্য ৩১২১৪৩-৪৮ ; পুরীদাসের প্রতি প্রভুর রূপা ৩১২১৪২ ; শিবানন্দের জ্যৈষ্ঠ-পুত্র যত দিন নীলাচলে থাকিবেন, তত দিন তাঁহাদিগকে প্রভুর অবশেষ দেওয়ার জগৎ গোবিন্দের প্রতি প্রভুর আদেশ ৩১২১৫২ ; শিবানন্দের গৃহে জগদানন্দের উপস্থিতি ও চন্দনাদি তৈল প্রস্তুত করণ ৩১২১০১-২ ; ছোটপুত্র পুরীদাসের সহিত সপত্নীক শিবানন্দের নীলাচল-গমন, পুরীদাসের প্রতি প্রভুর রূপা ৩১৬৬০-৭০ ।

শিবানন্দের তিনপুত্রের নাম : চৈতন্যদাস, রামদাস, কর্ণপূর ১১০১৬০ ; কর্ণপূরের অপরা নাম পরমানন্দ দাস, পুরীদাস ৩১২১৪৪-৪৮ ।

শিক্ষাগুরু-তত্ত্ব—“গুরুতত্ত্ব”-দ্রষ্টব্য ।

শুদ্ধভক্ত : শ্রীকৃষ্ণে মমতাবুদ্ধিময় কৃষ্ণহৃৎক-তাপর্য্যময়ীসেবার অভিলাষী ভক্ত ১৪১২৪ ; কৃষ্ণসেবাব্যতীত স্বস্থার্থ সালোক্যাদি চাহেন না ১৪১৭২ ; নিজের দুঃখভোগের ভাগী নিজেই হয়েন, প্রেমধনের জগৎই ভজন করেন ৩২৬৭-৭৫ ; শুদ্ধভক্তের প্রার্থনা ৩২০২৪-২২ ।

শুদ্ধভক্তি : লক্ষণ—অগ্রবাহা, অগ্র পূজা ও জ্ঞান-কর্মাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক আলুকুল্যে সর্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণহৃৎশীলন ২১২১৪৭-৫০ ; শুদ্ধভক্তির ফল প্রেমপ্রাপ্তি ২১২১৪২ ; শুদ্ধভক্তির অন্তরায়—ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ-বাসনা, শুভাশুভ-কর্ম্ম ১৫১৫০-৫২ ; ২১২১৫০ ; বৈষ্ণব-অপরাধ, লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাদির বাসনা, নিবিদ্ধাচার, কুটিনাটী, জীব-হিংসা ২১২১৩৮-৪৩ ।

শেষ : ক্ষীরোদশায়ীর অংশ, ভূ-ধারণকারী, সহস্রবদনে কৃষ্ণগুণকীর্তনকারী ১৫১১০০-৭ ; শক্ত্যাবেশ-অবতার, কৃষ্ণের স্ব-সেবনশক্তির আবেশ ২১২০১০ ।

শ্রদ্ধা : কৃষ্ণভক্তিধারাই সর্ব্বকর্ম্মকৃত হয়, এইরূপ সূদৃঢ় নিশ্চিত বিশ্বাস ২১২১৩৭ ; শ্রদ্ধাবান্ জনই ভক্তির অধিকারী ২১২১৩৮ ; শ্রদ্ধাভেদে ভক্তভেদ ২১২১৩৮-৪১ (“ভক্ত” দ্রষ্টব্য) ।

শ্রীকান্তসেন-প্রসঙ্গ : শিবানন্দ সেনের ভাগিনেয় ৩১২১৩৩ ; শিবানন্দসেনের প্রতি নিত্যানন্দের রূপাশান্তিতে মনোদুঃখ, একাকী প্রভুর নিকটে গমন ৩১২১৩৩-৪০ ; প্রভুর রূপাপাত্র ৩২১৩৬ ; এক বৎসর রথযাত্রার পূর্বেই নীলাচলে গমন, দুই মাস অবস্থান, প্রত্যাবর্তন-সময়ে গোড়ীয় ভক্তদের সেই বৎসর রথযাত্রা উপলক্ষে নীলাচলে না আসিবার জগৎ শ্রীকান্তের যোগে প্রভুর সংবাদ প্রেরণ, শ্রীকান্ত কর্তৃক সেই সংবাদের বিজ্ঞপ্তি ৩২১৩৭-৪৪ ।

শ্রীজীবগোস্বামি-প্রসঙ্গ : শ্রীরূপ-সনাতনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীঅল্পম বল্লভের পুত্র, মহাপণ্ডিত ৩৪১২১৮ ; নিত্যানন্দ প্রভুর আদেশ গ্রহণপূর্ব্বক সর্ব্বত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনে বাস করেন ৩৪১২১২ ; ৩৪১২২৩-২৫ ; এবং বহু ভক্তি-শাস্ত্র প্রচার করেন এবং ভক্তিসিদ্ধান্তের সার দেখাইয়াছেন ২১১৩৭-৩৮ ; ৩৪১২১২ ; ৩৪১২২৬ ; তাঁহার রচিত কয়েকখানা গ্রন্থের নাম—শ্রীভাগবতসন্দর্ভ, গোপালচম্পু ২১১৩৮-৪০ ; ৩৪১২২০-২১ ; ইনি কবিরাজ গোস্বামীর একতম শিক্ষাগুরু ছিলেন ১১১১৮-১২ ; ৩৪১২২৭ ; ৩২০৮৮ ।

শ্রীবাসপণ্ডিত-প্রসঙ্গ : পঞ্চতত্ত্বের অন্তর্গত ভক্ততত্ত্ব—শ্রীবাসাদি কোটি কোটি ভক্ত, শুদ্ধভক্ত ১৭১১৪ ; শ্রীবাস হইলেন প্রভুর প্রধানভক্ত ১১১২০ ; মহাপ্রভুর পার্শ্বদ লীলার সহায় ১৫১২৩-২৪ ; প্রভুর উপাঙ্গ ১৬১৩৪ ; শ্রীচৈতন্যের দাস্তভাবে উন্নত ১৬১৪৫-৪৬ ; প্রভুর পূর্বে অবতীর্ণ ১১৩১৫১-৫৩ ; প্রভুর আবির্ভাব তিথিতে চন্দ্রগ্রহণ উপলক্ষে উল্লাস ১১৩১০১ ; প্রভুর জাতকর্ম্ম-নির্ব্বাহে জগন্নাথ মিশ্রের সহায়ক ১১৩১০৭ ; গম্মা হইতে প্রত্যাবর্তনের পরে তাঁহার গৃহে প্রভুর এক বৎসর রাত্রিতে কীর্তন ১১৭১৩০ ; দ্বারে কপাট দিয়া কীর্তন হইত বলিয়া বহিস্থুর্গণ

প্রবেশ করিতে পারিত না ; তাই শ্রীবাসকে দুঃখ দেওয়ার জন্য তাহাদের চেষ্টা ১১৭১৩২ ; তাঁহাকে অপমানিত করার উদ্দেশ্যে চাপাল-গোপালকর্তৃক তাঁহার গৃহসম্মুখে ভবানীপূজার সজ্জা করণ ১১৭১৩৩-৪০ ; প্রভুর আদেশে চাপাল-গোপাল শ্রীবাসের শরণ গ্রহণ করিলে পর কৃপা ১১৭১৫৫ ; প্রভুর আদেশে শ্রীবাসকর্তৃক বৃহৎ-সহস্র নাম পঠন ১১৭১৮৪ ; তাহাতে প্রভু মুসিংহের ভাবে আবিষ্ট হইয়া ধাবিত হইলে লোকসমূহের ভীতি, তাহাতে প্রভুর অপরাধের ভীতি-জ্ঞাপন, শ্রীবাসকর্তৃক সেবা ও ভীতিভাবের অপনয়ন ১১৭১৮৫-২২ ; শ্রীবাসগৃহে নিতাই-গৌরের কীর্তন-সময়ে শ্রীবাসের পুত্র-বিয়োগ-সংবাদ গোপন, মৃতপুত্রের মুখে প্রভুকর্তৃক তথ্যথার প্রকাশ, দুই প্রভুকর্তৃক শ্রীবাসের পুত্র অঙ্গীকার ১১৭১২০-২২ ; শ্রীবাসের নিকটে আবেশে প্রভুর বংশী-যাত্রা, শ্রীবাসকর্তৃক বৃন্দাবনলীলা বর্ণন ১১৭১২৬-৩৩ ; প্রভুর সন্ন্যাসান্তে শান্তিপুরে প্রভুর সহিত মিলন ২১৩১৫০ ; শান্তিপুরে প্রভুকে ভিক্ষা করাইবার ইচ্ছা, শচীমাতার আগ্রহে নিবৃত্ত ২১৩১৬৫-৬২ ; প্রভুর নীলাচল হইতে গোড়ে আগমনের সময়ে কুমারহট্টে স্বগৃহে প্রভুর সহিত মিলন ২১৩১২০২ , রামকেলিতে প্রভুর উপস্থিতিতে রূপসনাতনের সঙ্গে মিলন ২১১২০৫ ; প্রভুর দর্শনের জন্য রথযাত্রা উপলক্ষে প্রতি বৎসর নীলাচলে গমন ২১১২৪১-৪২ ; কোনও বৎসরে স্থায় পত্নী মালিনীর সহিত গমন ২১৩১২১ ; এবং কোনও কোনও বৎসরে শ্রীবাসের চারি ভাই এবং মালিনীরও গমন ৩১২১২০ ; নীলাচলে এক সময়ে অপর ভক্তবৃন্দের সহিত প্রভুর গুণকীর্তন, শ্রবণে প্রভুর রোষ ২১১২৫৫-৫৭ ; তৎকালে বহুসংখ্যক লোক “জয় কৃষ্ণচৈতন্য” বলিয়া কোলাহল করিয়া উঠিলে ভঙ্গীপূর্বক শ্রীবাসের উক্তি ২১১২৫৮-৬৭ ; নীলাচলে গুণ্ডিচা-মার্জনে ও তদনন্তর ভোজন-লীলায় প্রভুর সঙ্গী ২১২১১৫৪ ; বেটাকীর্তনে নৃত্যাদি ২১১১২১১ ; ৩১০১৫৬-৫৮ ; রথযাত্রাকালে প্রভুর সহিত কীর্তন ২১৩১৩১, ৩৭, ৭৩ ; ৩১৭১৫৭-৫৮ ; ইন্দ্রহাস-সরোবরে ভক্তবৃন্দের সহিত প্রভুর জলকেলি সময়ে গদাধরের সঙ্গে জলকেলি ২১৪১৭২ ; লক্ষ্মীদেবীর সম্পদ-সম্বন্ধে স্বরূপদামোদরের সহিত বঙ্গ-কোন্দল ২১৪১১২০-২১৪ ; স্বরূপদামোদর শ্রীবাসের প্রাণসম প্রিয় ২১০১১১৫ ; শ্রীবাসাদি চারি ভ্রাতার মূল্যাক্রীত বলিয়া প্রভুর উক্তি ২১১১১৩০-৩১ ; তাঁহার গৃহে প্রভুর নিত্য নর্তনের প্রতিশ্রুতি ২১৫১৪৬-৪৭ ; নীলাচলে শ্রীবাসকর্তৃক প্রভুর নিমন্ত্রণ ২১৫১৫৫-৫৬ ; ৩১০১১৩৬-৩৭ ; গোবিন্দের নিকটে প্রভুর জন্য ভক্ষ্যদ্রব্য দান ৩১০১১১৬ ; নীলাচলে সনাতন গোস্বামীর সহিত মিলন ৩৪১১০৩-৫ ; ছোট হরিদাসের ত্রিবেণী-প্রবেশের কথা প্রভুর নিকটে জ্ঞাপন ৩২১১৫৮-৬২ ; মাতার জন্য শ্রীবাসের সঙ্গে প্রভুর বস্ত্রপ্রেরণ, সন্ন্যাস-গ্রহণ করাতে মাতার সেবা হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন বলিয়া মায়ের চরণে অপরাধ থওনের জন্য শ্রীবাসের সঙ্গে প্রভুর প্রার্থনা জ্ঞাপন, মাতৃগৃহে প্রভুর ভোজনের কথা মাতার নিকটে জানাইবার উদ্দেশ্যে প্রভুকর্তৃক শ্রীবাসের নিকটে ভোজন-বিবরণ-কথন ২১৫১৪৮-৬৭ ।

শ্রীমদ্ভাগবতের স্বরূপাদি : “ভাগবত” দ্রষ্টব্য ।

শ্রীরঙ্গপুরীর সহিত প্রভুর মিলন ২১২১৫৭-৭৪ ।

শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে গীতাধ্যায়ী-বিপ্রের প্রসঙ্গ ২১২৮৭-১০১ ।

শ্রীরূপগোস্বামি-প্রসঙ্গ : “রূপগোস্বামি-প্রসঙ্গ” দ্রষ্টব্য ।

শ্রীসনাতনগোস্বামি-প্রসঙ্গ : “সনাতনগোস্বামি-প্রসঙ্গ” দ্রষ্টব্য ।

শ্রুতিগণের কৃষ্ণসেবাপ্রাপ্তির বিবরণ ২১৮১৮০-৮২ ; ২১২১১৩-২৩ ।

য

য

য

য

যড়্‌বিশ ঐশ্বর্য্য কৃষ্ণের চিহ্নস্তির বিলাস ২১৬১৪৭ ; ২১২১৭২ ।

যাঠীর মাতার প্রসঙ্গ : সার্কভোম-ভট্টাচার্য্যের গৃহিনী, প্রভুর মহাভক্ত, স্নেহেতে জননী ২১৫১১২৮ ; প্রভুর জন্য রান্না ২১৫১১২২-২০১ ; জামাতা অমোঘকর্তৃক প্রভুর নিন্দা-শ্রবণে আক্ষেপ ২১৫১২৪২-৫০ ; অমোঘের আচরণ সম্বন্ধে তাঁহার সহিত সার্কভোমের আলাপ ২১৫১২৫৭-৬১ ; এবং উভয়ের উপবাস ২১৫১২৬৬ ।

যড়ৈশ্বর্যের অস্ত কেহ পায় না ২১১৭; ২১১১১-৮১।

স

স

স

স

সংবিৎ (বা সন্নিং)—“শক্তি” দ্রষ্টব্য।

সকল জীব উদ্ধারপ্রাপ্ত হইলেও স্বল্পজীবে পুনরায় জগৎ পূর্ণ হয় ৩৩৭২-৮১।

সখীতত্ত্ব : “গোপীতত্ত্ব” দ্রষ্টব্য; শ্রীরাধার কায়বাহ ২৮১২৩; শ্রীরাধারূপ কৃষ্ণ-প্রেম-কল্পলতার পল্লব-পুষ্প-পাতা ২৮১৬২; সখীদেরই রাধাকৃষ্ণের লীলায় অধিকার, তাঁহারা লীলার বিস্তার ও পুষ্টি সাধন করিয়া আশ্বাদন করেন ২৮১৬৩-৬৫; কৃষ্ণের সহিত নিজেদের লীলাতে সখীদের মন নাই, কৃষ্ণসহ রাধিকার লীলা-সংঘটিত করিতে পারিলেই তাঁহাদের আনন্দ ২৮১৬৭-৭০; তথাপি শ্রীরাধা তাঁহাদের সহিত কৃষ্ণের সঙ্গ করান ২৮১৭১-৭৩; সখীদের কৃষ্ণপ্রেম কামগন্ধহীন ১৪১৩২-৭৫; ২৮১৭৪-৭৬।

সখ্যরতি : লক্ষণ—শাস্ত্রের কৃষ্ণকনিষ্ঠতা এবং কৃষ্ণবিনা তৃষ্ণাত্যাগ, দাস্ত্রের সেবন এবং গৌরববুদ্ধিহীন বিশ্বাসময় সেবন; কৃষ্ণের সহিত সমান-সমান ভাব ২১২১৮১-৮৪; ১৪১২২; সখ্যরতি অনুরাগ সীমা পর্যন্ত বদ্ধিত হয় ২১২৩৩৫; ২১২৪২৬; ব্রজে শ্রীদামাদি এবং দ্বারকায় ভীমার্জুনাদি শ্রীকৃষ্ণের সখ্যভাবের ভক্ত ২১২১৬৩; ব্রজের সখ্যরতি ঐশ্বর্যজ্ঞানহীন, দ্বারকার রতি ঐশ্বর্যপ্রধান ২১২১৬৬; ঐশ্বর্যজ্ঞান-প্রাধান্তে রতি সঙ্কোচিত হয় ২১২১৬৭; ২১২১৭০; ব্রজের কেবলরতি শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য দেখিলেও তাহাকে কৃষ্ণের ঐশ্বর্য বলিয়া মনে করে না, কৃষ্ণের সহিত নিজ সম্বন্ধের কথা ভুলে না ২১২১৬৭; ২১২১৭২; সখ্যরতি হইল সখ্য-রসের স্থায়িত্ব ২১২১৫৪; ইহার সহিত বিভাব-অনুভাবাদির মিলন হইলে রসে পরিণত হয় ২১২১৫৪-৫৬।

সগর্ভ যোগী ২১২৪১০৬।

সৎসঙ্গের মহিমা সূচক ভক্ত-ব্যাধের বিবরণ ২১২৪১৫১-২০২।

সত্যভামার মান ২১৪১৩৬।

সনাতনগোস্থামি-প্রসঙ্গ : গোড়েশ্বর হসেন সাহের প্রধান মন্ত্রী, সাকর মল্লিক ২১২০২২০; ২১১১৭৪; প্রভুর সহিত মিলনের পূর্বেই প্রভুর নিকটে পত্রপ্রেরণ, উত্তর প্রাপ্তি ২১১১২৬-২৭; রামকেলিতে প্রভুর আগমনে হসেন সাহের মনোভাব-সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণের সহিত আলোচনা ২১১১৭২; এবং ছদ্মবেশে দুই ভাইয়ের প্রভুর নিকটে গমন, প্রথমে নিত্যানন্দপ্রভু ও হরিদাস-ঠাকুরের সঙ্গে, পরে তাঁহাদের রূপায় প্রভুর সহিত মিলন, দৈন্ত-আর্তি প্রকাশ ২১১১৭২-২৩; প্রভুর রূপা, রূপ-সনাতনের প্রতি রূপা করার জন্ত ভক্তবৃন্দের নিকট প্রভুর আবেদন ২১১১২৪-২০৩; ভক্তবৃন্দের সহিত মিলন ২১১২০৪-৬; রামকেলি-ত্যাগের জন্ত প্রভুর নিকটে নিবেদন, বৃন্দাবন যাওয়ার রীতি-সম্বন্ধে প্রভুকে উপদেশ ২১১২০৭-১০; রামকেলি হইতে গৃহে গমন ২১১২১২; বিষয়ত্যাগের উপায় উদ্ভাবন, চৈতন্যচরণ-প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে কৃষ্ণমন্ডের পূরচরণ ২১১২২-৪; অস্থখের চল করিয়া রাজকার্যে অনুপস্থিতি, স্বগৃহে পণ্ডিতদের সঙ্গে ভাগবত-আলোচনা ২১১১২২-১৬; হসেনসাহকর্তৃক রাজবৈষ্ণব প্রেরণ, বৈষ্ণব বলিলেন—সনাতনের কোনও অস্থখ নাই ২১১১১২; সনাতনের ভাগবত-বিচারের সভায় হঠাৎ হসেন সাহের আগমন, রাজকার্যে যোগদানের জন্ত সনাতনকে অহরোধ, সনাতনের অসম্মতি, সনাতনের সহিত রাজার কঠোর ব্যবহার, সনাতনের বন্ধন ২১১১১৭-২৬; উড়িষ্যায় যুদ্ধযাত্রাকালে গোড়েশ্বরের সঙ্গে যাওয়ার জন্ত সনাতনকে পুনরায় অহরোধ, সনাতনের অসম্মতি, সনাতন কারারুদ্ধ ২১১১২৭-২২; শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন-গমন-কালে শ্রীকৃষ্ণের লিখিত পত্র-প্রাপ্তি, পত্রে মূর্খির নিকটে গচ্ছিত টাকার সাহায্যে কারামুক্তির এবং বৃন্দাবনধাত্রার অহরোধ ২১১১৩১-৩৪; কারারক্ষীকে অর্থদ্বারা বশীভূত করিয়া সনাতনের পলায়ন, গড়িঘার-পথ ত্যাগ করিয়া অন্ত পথে গমন, এক ভৌমিকের সহায়তায় পাতড়া-পর্বত পার ২১২০৩-৩২; সঙ্গের ভৃত্য দৈশানকে বিদায় দিয়া ছেঁড়া কাঁধা ও করোয়া লইয়া একাকী গমন, পথে হাজিপুরে

স্বীয় ভগিনীপতি শ্রীকান্তের প্রদত্ত ভোট কয়ল গ্রহণ, কতদিন পরে বারানসীতে উপস্থিতি ২১২০১৩৩-৪৪ ; চন্দ্রশেখরের গৃহে প্রভুর সহিত মিলন ও দৈন্য প্রকাশ, প্রভুর কৃপা ২১২০১৪৪-৫২ ; প্রভুর প্রাণে স্বীয় কারামুক্তির কাহিনী প্রকাশ ; প্রভুকর্তৃক রূপ ও অল্পপদের সঙ্গে প্রয়াগে মিলনের এবং তাঁহাদের বৃন্দাবন-গমনের সংবাদ জ্ঞাপন ২১২০১৬০-৬৩ ; তপন মিশ্র ও চন্দ্রশেখরের সহিত মিলন, প্রভুর আদেশে চন্দ্রশেখর সনাতনকে ভদ্র করাইয়া গঙ্গাস্নান করান ২১২০১৬৩-৬৫ ; চন্দ্রশেখর প্রদত্ত নূতন বস্ত্র গ্রহণে অসম্মতি, শুনিয়া প্রভুর আনন্দ, সনাতনকে লইয়া ভিক্ষার্থ প্রভুর তপনমিশ্রের গৃহে গমন, মিশ্র প্রদত্ত নূতন বস্ত্র গ্রহণ না করিয়া পুরাতন বস্ত্র যাচঞা, মিশ্রপ্রদত্ত পুরাতন বস্ত্রবারা কোপীন বহির্কীর্ণ করণ ২১২০১৬৫-৭৩ ; মহারাজী বিপ্লের সহিত মিলন, কাশীতে অবস্থানকালে সর্বদা সেই বিপ্লের গৃহে ভিক্ষার নিমন্ত্রণ অস্বীকার, মাধুকরী করার ইচ্ছা প্রকাশ, তাহাতে প্রভুর আনন্দ ২১২০১৭৪-৭৭ ; সনাতনের ভোটকয়ল প্রভুর ভাল লাগিভেছে না বুঝিতে পারিয়া এক গোড়িয়াকে ভোট দিয়া তাহার কাঁথা গ্রহণ, তাহাতে প্রভুর অত্যন্ত আনন্দ ২১২০১৭৭-৮২ ; কাশীতে দুই মাস পর্যন্ত নানাবিধ তত্ত্ববিষয়ে প্রভুর নিকট শিক্ষা গ্রহণ ২১২০১২২-২১২০১৩০ ; সনাতন যাহা শিক্ষা পাইলেন, চিন্তে তাহা স্মরিত হওয়ার জন্য প্রভুর নিকটে বর-প্রাপ্তি ২১২০১৩১-৩৬ ; প্রভুর মুখে “আত্মারাম”-শ্লোকের একষষ্টি প্রকার অর্থ শ্রবণ ২১২৪১২-২২৭ ; প্রভুর মুখে ভাগবতের-স্বরূপ শ্রবণ ২১২৪১২২৮-৩৫ ; মথুরার লুপ্ততীর্থ উদ্ধার, বৃন্দাবনে কৃষ্ণসেবা-বৈষ্ণবাচারের প্রচার, ভক্তিরসের বিচার এবং ভক্তি-স্মৃতি-শাস্ত্র-প্রচার করার জন্য প্রভুর আদেশ প্রাপ্তি ২১২০১৩৬-৫৫ ; প্রভুর নিকটে বৈষ্ণব-স্মৃতির দিগদর্শন-প্রাপ্তি ২১২৪১২৩৬-৫৬ ; যখন সনাতন, লিখিবেন তখন শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত স্মরণ করাইবেন বলিয়া আশীর্বাদ লাভ ২১২৪১২৫৭ ; প্রকাশানন্দ সরস্বতীর শেষ পরিবর্তন দিনে বিন্দুমাত্র-অঙ্গনে প্রভুর প্রেমাবেশ-নর্তন-কালে চন্দ্রশেখর, তপন মিশ্র এবং পরমানন্দ কীৰ্ত্তনীয়ার সঙ্গে সনাতনকর্তৃক নামসঙ্কীৰ্ত্তন ২১২৫১৫৪ ; বৃন্দাবন গমনের জন্য এবং সে-স্থানে কাহ্না-করঙ্গিয়া কাঙ্গাল-ভক্তদের পালনের জন্য সনাতনের প্রতি প্রভুর আদেশ ২১২৫১১৩৫-৩৬ ; প্রয়াগ হইয়া সনাতনের মথুরায় গমন, মথুরায় স্ববুদ্ভি রায়ের সহিত মিলন, এবং তাঁহার মুখে শ্রীরূপ ও অল্পপদের বার্তা শ্রবণ ২১২৫১১৬২-৬৫ ; বন ভ্রমণ, বৈরাগ্য, মথুরামাহাত্ম্য-শাস্ত্র সংগ্রহ, লুপ্ত তীর্থের উদ্ধার ২১২৫১১৬৬-৬৭ ; মথুরা হইতে ঝাড়ি-খণ্ডের পথে সনাতনের নীলাচলে আগমন, পথে কডু উপবাস, কডু চর্চণ, গাঙ্গে কড়ুর উদ্ভব ৩৪১২-৪ ; সনাতনের নির্বেদ, ভজনের অযোগ্য অপবিত্র অস্পৃশ্য—এবং জগন্নাথমন্দিরে প্রবেশের পক্ষে, মন্দিরের নিকটে যাওয়ার পক্ষেও অযোগ্য—দেহ তাঁহার, এইরূপ বিচার ; রথে জগন্নাথ দর্শন করিয়া প্রভুর অগ্রে রথচক্রের নীচে দেহত্যাগের সঙ্কল্প ৩৪১৫-১১ ; নীলাচলে হরিদাস ঠাকুরের বাসায় উপস্থিতি, সে-স্থলে প্রভুর সহিত মিলন, স্বীয় কণ্ঠরসা প্রভুর অঙ্গে লাগিবে বলিয়া প্রভুর আলিঙ্গন-চেষ্টায় দূরে পলায়ন, বলপূর্বক প্রভুকর্তৃক আলিঙ্গন, প্রভুর অঙ্গে কণ্ঠরস সংলগ্ন ৩৪১১২-২০ ; প্রভুকর্তৃক ভক্তগণের সহিত সনাতনের মিলন ৩৪১২১-২২ ; প্রভুর সহিত ইষ্টগোষ্ঠী, প্রভুকর্তৃক শ্রীরূপের নীলাচলে আগমনের এবং গোড়ে অল্পপদের গঙ্গাপ্রাপ্তির সংবাদ জ্ঞাপন, সনাতনকর্তৃক অল্পপদের ভক্তিনিষ্ঠার কথা জ্ঞাপন এবং প্রভুকর্তৃক মুরারিগুপ্তের ভক্তিনিষ্ঠার কথা জ্ঞাপন ৩৪১২৩-৫১ ; নিত্য গোবিন্দদ্বারায় এবং স্বয়ং প্রভুকর্তৃক মহাপ্রসাদ দান ৩৪১৪২ ; ৩৪১৫২ ; অন্তর্যামি-প্রভুকর্তৃক সনাতনের দেহত্যাগের সঙ্কল্পের অবগতি, প্রভুর নিষেধ, দেহত্যাগে কৃষ্ণ মিলে না, মিলে ভজনে, দেহত্যাগ তমোবর্ধ—ইত্যাদি উপদেশ, সনাতনের প্রতি ভজনের উপদেশ, শ্রেষ্ঠ ভজনাঙ্গের উল্লেখ ৩৪১৫৩-৬৬ ; সনাতনের দেহ প্রভুর নিজের সম্পত্তি, সনাতনের নিকটে গচ্ছিত, এই দেহদ্বারা প্রভু প্রয়োজনীয় কার্য্য করাইবেন ;—ইত্যাদি প্রভুর উক্তি, দেহত্যাগ-বিষয়ে সনাতনকে নিষেধ করার জন্য হরিদাস ঠাকুরকেও প্রভুর উপদেশ ৩৪১৬৮-৮৭ ; সনাতন ও হরিদাসের মধ্যে প্রভুর উক্তি সম্বন্ধে আলোচনা, পরস্পর পরস্পরের সৌভাগ্যের প্রশংসা ৩৪১৮৮-৯২ ; যমেশ্বর টোটার নিমন্ত্রণ-প্রসঙ্গে প্রভুকর্তৃক সনাতনের পরীক্ষা, জগন্নাথের সেবকগণ দৈবাৎ তাঁহাকে স্পর্শ করিলে তাঁহারা সেবাবিষয়ে অপবিত্র হইবেন, এই আশঙ্কায় জগন্নাথমন্দিরের নিকটস্থ সোজা এবং ছায়াচ্ছন্ন পথে না গিয়া জৈষ্ঠমাসের মধ্যাহ্নে সমুদ্রতীরের তপ্তবালুকাময় পথে সনাতনের যমেশ্বরে গমন, পায়ে ফোঁকা ও ত্রণ, ইত্যাদি—সনাতনকর্তৃক মর্যাদারক্ষণে প্রভুর আনন্দ ৩৪১১১০-২২ ; প্রভু বলপূর্বক সনাতনকে আলিঙ্গন করেন বলিয়া, তাহাতে প্রভুর অঙ্গে কণ্ঠরসা লাগে বলিয়া সনাতনের দুঃখ, জগদানন্দ-পণ্ডিতের নিকটে

সনাতনকর্তৃক দুঃখ জ্ঞাপন, রথযাত্রার পরে বৃন্দাবন গমনের জন্ত সনাতনের প্রতি জগদানন্দের উপদেশ ৩৪।১৩০-৩২ ; এই উপদেশের কথা শুনিয়া জগদানন্দের প্রতি প্রভুর ক্রোধ ও তিরস্কার, সনাতনের গুণ-মহিমা কীর্তন ৩৪।১৪০-৫৫ ; সনাতনকর্তৃক জগদানন্দের সৌভাগ্যের প্রশংসা এবং প্রভুর গৌরবস্ততিতে নিজের দুর্ভাগ্যের কথা খ্যাপন ৩৪।১৫৬-৫৯ ; তাহাতে প্রভুর লজ্জা অহুভব, বহিরঙ্গবুদ্ধিতেই যে প্রভু সনাতনের প্রশংসা করেন নাই, তাহা জ্ঞাপন, সনাতনকে প্রভুর লালাজ্ঞান এবং নিজেকে সনাতনের লালক-জ্ঞান, সনাতনের দেহ অপ্রাকৃত, পার্শ্বদেহ, প্রথম দিনেই প্রভু সনাতনের দেহে চতুঃসমের গন্ধ পাইয়াছেন প্রভুকর্তৃক এইরূপ উক্তি এবং সনাতনকে পুনরায় আলিঙ্গন, তাহাতে সনাতনের কণ্ঠ দূর হইল, স্বর্গের তুল্য অঙ্গের সৌন্দর্য্য জন্মিল ৩৪।১৬০-২২ ; রথযাত্রা দর্শন ; প্রভুকর্তৃক গোড়ীয় এবং নীলাচলবাসী ভক্তদের সহিত সনাতনের মিলন-সাধন ৩৪।১০০-৭ ; হরিদাসের সঙ্গে সর্বদা প্রভুর গুণকথা ৩৪।১২৭ ; দোলযাত্রা দর্শন ৩৪।১০২ ; দোলযাত্রার পরে প্রভুকর্তৃক সনাতনের বিদায়, বৃন্দাবনে তাঁহার কর্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ ৩৪।১২৮ ; প্রভু যে-পথে বৃন্দাবন গিয়াছেন, বলভদ্র ভট্টাচার্য্যের নিকটে তাহা জানিয়া লইয়া সেই পথে বৃন্দাবনে প্রত্যাবর্তন ৩৪।১২৯-২০৪ ; বৃন্দাবনে জগদানন্দ পণ্ডিতের সহিত মিলন, সনাতনকর্তৃক জগদানন্দের সর্বসমাধান, জগদানন্দকর্তৃক সনাতনের নিমন্ত্রণ, পণ্ডিতের চৈতন্যপ্রেম পরীক্ষার্থ সনাতনকর্তৃক কোনও সন্ন্যাসিপ্রদত্ত রক্তবস্ত্র শিরে ধারণ, তাহা প্রভুপ্রদত্ত বস্ত্র মনে করিয়া জগদানন্দের আনন্দ, পরে তাহা অথ সন্ন্যাসিপ্রদত্ত জানিয়া ক্রোধ-ইত্যাদি ৩১।৩৪৩-৬০ ; জগদানন্দের সঙ্গে প্রভুর জন্ত ভেট প্রেরণ ৩১।৩৪৫-৬৭ ; জগদানন্দের যোগে জাপিত প্রভুর ইচ্ছানুসারে দ্বাদশাদিত্যটিনায় প্রভুর জন্ত এক মঠ সংস্কার করিয়া রাখিয়া তাহার সম্মুখভাগে এক ছাওনিতে সনাতনের বাস ৩১।৩৬৪ ; ৩১।৩৬৮-৯ ; প্রভুর উপদেশ অনুসারে বৃন্দাবনের লুপ্ত তীর্থ উদ্ধার, কৃষ্ণসেবা প্রচার, ভক্তিগ্রন্থ প্রচার ৩৪।২০৮-১০ ; রঘুনাথদাস গোস্বামী বৃন্দাবন গেলে নিজ ভাই করিয়া তাঁহার পালন ১১।০১২৪ ; তাঁহার মুখে প্রভুর কথা শ্রবণ ১১।০১২৫ ; অদভূত বৈরাগ্য ও ভজননিষ্ঠা ২।১২।১১৫-১২ ।

সনাতনগোস্বামিপ্রণীত কতিপয় গ্রন্থের নাম : হরিভক্তিবিলাস, ভগবতামৃত, দশমটিপ্লনী, দশমচরিত ইত্যাদি ২।১।৩০-৩১ ; ৩।৪।২১০-১৩ ।

সনাতন-শিক্ষা : প্রভুর নিকটে সনাতনের তিনটি প্রশ্ন—জীবের স্বরূপ কি, জীবের ত্রিতাপ-জালা কেন, কিসে জীবের হিত হইবে ২।২০১৬ ; প্রভুর উত্তর—জীব কৃষ্ণের তটস্থশক্তি, নিত্যদাস ২।২০।১০১ ; কৃষ্ণকে ভুলিয়া জীব অনাদিকাল হইতে বহিষ্কৃত বলিয়া জীবের মায়াবন্ধন ও সংসার-যন্ত্রণা ২।২০।১০৪-৫ ; ২।২২।১০-১২ ; কৃষ্ণানুগ হইলে কৃষ্ণভজন করিলেই জীবের কৃষ্ণসেবা প্রাপ্তি হয়, মায়াবন্ধন ছুটিয়া যায় ২।২০।১০৬ ; ২।২২।১৮ ; কৃষ্ণই যে ভজনীয়, তাহা দেখাইবার জন্ত সম্বন্ধতত্ত্বের উপদেশ, কৃষ্ণই সম্বন্ধ-তত্ত্ব, সমস্ত শাস্ত্রের প্রতিপাদ, কৃষ্ণের স্বরূপ-বিচার ২।২০।১২৭-৩৩৪ ; কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যের বিচার ২।২১।২-১২৪ ; আত্মারাম-শ্লোকের অর্থও সম্বন্ধ-তত্ত্ব-বিচারের অঙ্গ ২।২৪।২-২৩৪ ; জীবের স্বরূপ-জ্ঞানের সুরণের জন্ত এবং জীবের স্বরূপে অবস্থিতি লাভের জন্ত একমাত্র কর্তব্য ভক্তির সাধন ২।২২।৩-৫৪ ; এই সাধন-ভক্তিই অভিধেয় ; সাধনভক্তির অঙ্গাদির বিবরণ ২।২২।৫৫-৭৮ ; সাধন-ভক্তির ফলে চিত্তে প্রেমের আবির্ভাব হয় ; কৃষ্ণসেবা প্রাপ্তির জন্ত প্রেমই মূখ্য প্রয়োজন ; প্রয়োজনতত্ত্বের বিবরণ ২।২৩।২-৬০ ; গোলোকের স্থিতি, মৌল-লীলা, কৃষ্ণের অন্তর্দান, কেশাবতার, মহিষীহরণাদি সম্বন্ধে ভাগবতের গূঢ় সিদ্ধান্তও প্রভু সনাতনকে জানাইয়াছেন ২।২৩।৫৭-৬০ ।

সনাতনের রক্তবস্ত্র-প্রসঙ্গ ৩।১৩।৪৮-৬০ ; রক্তবস্ত্র বৈষ্ণবের পরিতে না জুয়ায় ৩।১৩।৬০ ।

সন্ধিনী : “শক্তি” দ্রষ্টব্য ।

সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম ও আচরণ ২।৩।৬৭ ; ২।৩।৭১ ; ২।৩।৭৪ ; ২।৭।২২ ; ২।১১।৬-৮ ; ২।১২।২০-২১ ; ২।১২।৪৪-৪৫ ; ৩।৮।৬১-৬৩ ; ৩।৮।৭৭-৮৮ ।

সন্ন্যাসীদের উদ্ধারের পরে কাশীর অবস্থা ২১৫/১১৬-২২।

সপ্ততান-বিমোচন, মহাপ্রভুকর্তৃক ২১২/২৮৩-৮৭।

সম্বন্ধ ১৭/১৩২; ২১৬/১৬২; ২১২/১০২; ২১২/১২৬; ২১২/১৮৬; ২১২/২১-২৮; সম্বন্ধতত্ত্বের বিচার ২১২/১২৭-২১২/১২৫; (“সনাতন-শিক্ষা” দ্রষ্টব্য)।

সাত সপ্তদায়ে মহাপ্রভুর যুগপৎ-স্থিতি, ২১৩/৫১-৫২; ৩১০/৫২; যুগপৎ বহু লোকের প্রতি দৃষ্টি ২১১/১২১২-১৬।

সাধকের নিজভাবই তাঁহার পক্ষে উত্তম, তটস্থ-বিচারে অবশ্য তারতম্য আছে ২১৮/৬৫।

সাধনভক্তি: “ভক্তি” দ্রষ্টব্য।

সাধনভেদে কৃষ্ণানুভবের ভেদ: “উপাসনাভেদে ঈশ্বর-মহিমার উপলক্ষভেদ” দ্রষ্টব্য।

সাদুসঙ্গের মহিমা ২১২/২৮-৩৩; ২১২/৫৬-৬; ২১২/৮৬৯; ২১২/৮৭৩; ২১২/৮৮-৮৯; ২১২/১০৮; ২১২/১১২; ২১২/১২৩; ২১২/১৩৮-৪০; ২১২/১৪২-৫১; ২১২/১৭৪; ২১২/২২৫; ৩১২/৩২-৪৫; সাদুসঙ্গই কৃষ্ণভক্তির জন্মমূল ২১২/২৪৮; সাদুসঙ্গ ভজনের একটি মূখ্য অঙ্গ ২১২/২৪৮; সাদুসঙ্গপাতে ভঙ্গন ২১২/১১৭।

সাধ্যসাধন-তত্ত্বের বিচার, রামানন্দ রায়ের সঙ্গে ২১৮/৫৪-১৮৬; প্রভুর জিজ্ঞাসার উত্তরে রামানন্দ রায় যথাক্রমে স্বধর্মচারণ, কৃষ্ণে কাম্যার্পণ, স্বধর্মতাগ ও জ্ঞানমিশ্রাভক্তির উল্লেখ করিলে প্রভু প্রত্যেকটি সম্বন্ধেই বলিলেন “এহো বাহু, আগে কহ আর” ২১৮/৫৪-৫৮; তখন রামানন্দ জ্ঞানশূন্য ভক্তির কথা বলিলে প্রভু বলিলেন “এহো হয়, আগে কহ আর” ২১৮/৫৮-৫৯; তাহার পরে রায় প্রেমভক্তির কথা বলিলে প্রভু এবারও বলিলেন “এহো হয়, আগে কহ আর” ২১৮/৫৯-৬০; তখন রায় দাস্ত্যপ্রেমের কথা বলিলেন; প্রভু বলিলেন “এহো হয়, আগে কহ আর” ২১৮/৬০-৬১; তখন রামানন্দ প্রথমে সখ্যাপ্রেম, তারপরে বাৎসল্যপ্রেমের কথা বলিলেন, প্রত্যেকটি সম্বন্ধেই প্রভু বলিলেন “এহোস্তম্য আগে কহ আর” ২১৮/৬১-৬৩; তখন রামানন্দ বলিলেন—“কান্ত্যাপ্রেম সর্বসাধ্যমার” ২১৮/৬৩; এই উক্তির হেতুরূপে রামানন্দ বলিলেন—গুণাধিকো কান্ত্যাপ্রেমের স্বাদাধিক্য, কান্ত্যাপ্রেমে পরিপূর্ণ-কৃষ্ণপ্রাপ্তি, শ্রীকৃষ্ণ কান্ত্যাপ্রেমের নিকটে চিরঞ্জী, কান্ত্যাপ্রেমবতী-ব্রজদেবীদের সঙ্গে কৃষ্ণের অসমোদ্ধ মাধুর্য বর্ধিত হয় ২১৮/৬৪-৭২; এইবার প্রভু বলিলেন—“কান্ত্যাপ্রেম সাধ্যাবধি অনিশ্চয়। কৃপা করি কহ, যদি আগে কিছু হয় ॥” ২১৮/৭৩; তখন রামানন্দ বলিলেন—“ইহার মধ্যে রাধার প্রেম সাধ্যশিরোমণি। ২১৮/৭৫”; রাধাপ্রেমের সাধ্যশিরোমণিত্ব স্থাপনের জন্ত প্রভুর প্রশ্নের উত্তরে রামানন্দ রায় রাধাপ্রেমের অন্তনিরপেক্ষতা, কৃষ্ণের স্বরূপ, রাধার স্বরূপ, রসের তত্ত্ব এবং প্রেমের তত্ত্ব স্থাপন করিলেন, তারপর রাধাকৃষ্ণের বিলাস-মহত্বের কথা বলিতে যাইয়া কৃষ্ণের ধীরললিতত্বের কথাও বলিলেন ২১৮/৭৬-১৪৮; ইহার পরেও আরও কিছু আছে কিনা, প্রভু জানিতে চাহিলে রামানন্দ রায় প্রেমবিলাস-বিবর্তের কথা বলিয়া নিজকৃত একটি গান গাহিলেন; শুনিয়া প্রেমাবেশে প্রভু স্বহস্তে রায়ের মুখাচ্ছাদন করিলেন এবং বলিলেন—“সাধ্যবস্ত-অবধি এই হয়” ২১৮/১৪২-৫৭; তারপর প্রভুর প্রশ্নের উত্তরে রায়রায় কান্ত্যভাবে সাধনের কথা (রাগানুগামার্গের ভঙ্গনের কথা) বলিলেন ২১৮/১৫২-৮৬।

সায়ুজ্যমুক্তি দুই রকম—ব্রহ্মসায়ুজ্য ও ঈশ্বরসায়ুজ্য; ব্রহ্মসায়ুজ্য হইতে ঈশ্বরসায়ুজ্যে ধিকার ২১৬/২৪২।

সার বিজ্ঞা—কৃষ্ণভক্তি ২১৮/১২২।

সার্বভৌম-ভট্টাচার্য-প্রসঙ্গ: গোপীনাথচার্য হইলেন নদীয়াবাসী বিশারদের জামাতা ২১৬/১৬-১৭; এবং সার্বভৌমের ভগিনীপতি ২১৬/১০৪; স্বতরাং সার্বভৌম হইলেন নদীয়াবাসী বিশারদের পুত্র; ইনি নীলাচলে থাকিতেন; জগন্নাথ-মন্দিরে সর্বপ্রথমে তিনি প্রভুর দর্শন পায়েন; প্রভু যখন সর্বপ্রথমে একাকী জগন্নাথমন্দিরে যাইয়া প্রেমাবেশে জগন্নাথকে আলিঙ্গন করিতে যাইয়া মুচ্ছিত হইয়া পড়েন, তখন সার্বভৌম পড়িচার অত্যাচার হইতে প্রভুকে রক্ষা করেন এবং লোকদ্বারা সংজ্ঞাহীন প্রভুকে বহন করাইয়া নিজের গৃহে আনয়ন করেন ২১৬/২-৭;

প্রভুর দেহে অদ্ভুত সাত্বিক বিকার দর্শন করিয়া সার্কর্ভোম বিচার করিলেন—নিত্যসিদ্ধ ভক্তেই এই বিকার সম্ভব, মল্লম্বের দেহে ইহা দেখা যাইতেছে—ইহা বড়ই চমৎকার ২৬৮-১৩; পরে গোপীনাথ আচার্য্যের সঙ্গে প্রভুর সঙ্গী নিত্যানন্দাদি আসিয়া উপস্থিত হইলেন, সার্কর্ভোম স্বীয় পুত্র চন্দনেশ্বরকে সঙ্গে দিয়া তাঁহাদিগকে জগন্নাথ দর্শনে পাঠান ২৬৯-৩২; তাঁহারা ফিরিয়া আসিলে তাঁহাদের উচ্চ নামসঙ্কীর্ণনে বেলা তৃতীয় প্রহরে প্রভুর বাহ্যমূর্ত্তি, তখন সার্কর্ভোম সকলকে নিমন্ত্রণ করিয়া মহাপ্রসাদ ভোজন করান ২৭০-৪৫; সার্কর্ভোমের নিজের ভোজনের পরে গোপীনাথ আচার্য্যের সঙ্গে প্রভুর নিকটে আগমন, গোপীনাথ আচার্য্যের নিকটে প্রভুর পরিচয় পাইয়া সার্কর্ভোম আনন্দিত হইলেন ২৭১-৫৪; সার্কর্ভোম তখন প্রভুর সঙ্গে আলাপ করেন, তাঁহার মাতৃসমাগৃহে প্রভুর বাসা ঠিক করিয়া দেন ২৭২-৬৫; মুকুন্দদত্তের উপস্থিতিতে গোপীনাথ আচার্য্যের সঙ্গে প্রভুর সম্মানসম্বন্ধে নাম, সম্প্রদায়াদি সম্বন্ধে সার্কর্ভোমের আলোচনা, প্রভুর সম্মানসম্বন্ধে রক্ষণ সম্বন্ধে সার্কর্ভোমের চিন্তা, বেদান্ত শুনাইয়া প্রভুকে বৈরাগ্য অদ্বৈতমার্গে প্রবেশ করাইবার ইচ্ছা এবং প্রভুর ইচ্ছা থাকিলে তাঁহাকে পুনরায় উত্তমসম্প্রদায়ে যোগপট্ট দেওয়াইবার ইচ্ছা প্রকাশ; গোপীনাথ আচার্য্যকর্তৃক প্রভুর ভগবন্তর কথা প্রকাশ এবং এই প্রসঙ্গে তাঁহার সার্কর্ভোমের সহিত ও তদীয় শিষ্যের সহিত বাদানুবাদ ২৭৩-১০১; গোপীনাথ আচার্য্যদ্বারা গণসহিত প্রভুর নিমন্ত্রণ ২৭৪-০২; প্রভুর সহিত জগন্নাথদর্শন, স্বর্গহে প্রভুকে বেদান্ত পড়াইতে আরম্ভ, অষ্টম দিবসে প্রভুর সঙ্গে মায়াবাদভাষ্য সম্বন্ধে আলোচনা, প্রভুকর্তৃক মায়াবাদ ভাষ্য খণ্ডন এবং স্বমত স্থাপন, ভট্টাচার্য্যের বিষয় ২৭৫-৬৭; প্রভুকর্তৃক সার্কর্ভোমের নিকটে আত্মারাম-শ্লোকের ব্যাখ্যা শুনিয়া সার্কর্ভোমের বিষয় এবং প্রভুর রূপায় পরিবর্তন, কৃষ্ণজ্ঞানে প্রভুর শরণগ্রহণ, প্রভুকর্তৃক তাঁহাকে চতুর্ভূজরূপ প্রদর্শন, সার্কর্ভোমকর্তৃক স্তুতি, প্রভুর আলিঙ্গনে প্রেমাবেশে মূচ্ছা, প্রভুকর্তৃক তাঁহার স্বৈর্ঘ্যসাধন ২৭৬-২৫; একদিন প্রত্যুষে প্রভুকর্তৃক সার্কর্ভোমকে জগন্নাথের মহাপ্রসাদ দান, স্নান-সন্ধ্যা-দস্তধাবনাদি করার পূর্বেই সার্কর্ভোমকর্তৃক তাহা ভোজন, প্রভুর উল্লাস ২৭৭-২১২; সার্কর্ভোমের সমস্ত অভিমানের খণ্ডন, পরমবৈষ্ণবত্ব, শাস্ত্রের ভক্তিব্যাখ্যা ২৭৮-১৫; প্রভুর নিকটে দৈন্ত জ্ঞাপন, তাঁহার ইচ্ছায় প্রভুকর্তৃক তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ ভক্তিসাধনের উপদেশ ও হরেনাম-শ্লোকের ব্যাখ্যা, সার্কর্ভোমের বিষয় প্রকাশ ২৭৯-২৩; জগদানন্দ ও দামোদরের সঙ্গে, প্রভুর নিমিত্ত উত্তম মহাপ্রসাদ এবং প্রভুর মহিমাশ্রুত স্বরচিত দুইটি শ্লোক প্রেরণ ২৮০-২২; প্রভুই তাঁহার জপ-ধ্যান ২৮১-৩২; প্রভুর নিকটে ভাগবতের ব্রহ্মসুত্রে “তৎসেহমুৎস্পাম্”-শ্লোকের “ভক্তিপদে” স্থলে “ভক্তিপদে” পাঠ বদলাইয়া আবৃতি—এ সম্বন্ধে প্রভুর সহিত আলোচনা সম্বন্ধে “ভক্তিপদে”-পাঠেই তাঁহার উল্লাস ২৮২-৫০; প্রভুর দক্ষিণ গমনের প্রকালে তাঁহার সহিত প্রভুর কৃষ্ণকথা এবং দক্ষিণগমনের আদেশ প্রার্থনা, সার্কর্ভোমের আত্তি, তাঁহার অহরোধে প্রভুর যাত্রা কয়েকদিন স্থগিত, স্বর্গহে প্রভুর নিমন্ত্রণ ২৮৩-৫১; প্রভুর দক্ষিণযাত্রাকালে প্রভুর জগৎ কোপীন-বহির্দাস-দানাদি, গোদাবরীতীরে বায় রামানন্দের সহিত মিলনের জগৎ নিবেদন ২৮৪-৬৭; রাজা প্রতাপরুদ্রের সহিত প্রভুসম্বন্ধে আলোচনা, কাশীমিশ্রের গৃহে প্রভুর বাসা নির্ণয় ২৮৫-২১; দক্ষিণ হইতে প্রভুর প্রত্যাগমনের পরে মিলন, সার্কর্ভোমাদির নিকটে প্রভুকর্তৃক তীর্থভ্রমণ-কাহিনীর বিবৃতি ২৮৬-৩০; নীলাচলবাসী বৈষ্ণবদের অহরোধে প্রভুর সহিত তাঁহাদের মিলন-সংঘটন ২৮৭-৬০; স্বরূপদামোদরের সহিত মিলন ২৮৮-২৪; ঈশ্বরপুরীর সেবক গোবিন্দ সম্বন্ধে সার্কর্ভোমের সহিত প্রভুর আলোচনা ২৮৯-৪১; প্রভুকর্তৃক ব্রহ্মানন্দভারতীর চন্দ্রাবর দূরীকরণ-বিষয়ে প্রভু ও ভারতীর পরস্পরের স্তুতিকোন্দলে ভারতীর ইচ্ছায় সার্কর্ভোমের মধ্যস্থতা ২৯০-৭৫; প্রভুর নিকটে প্রভুর সহিত মিলনের জগৎ প্রতাপরুদ্রের উৎকর্ষা জ্ঞাপন, প্রভুর প্রত্যাখ্যান ২৯১-১০; প্রতাপরুদ্রের নিকটে প্রভুর রাজার সহিত মিলনে অসম্মতির কথা জ্ঞাপন, রাজার আত্তি, গোপীনাথ আচার্য্য-কর্তৃক প্রভুর দর্শনে আগত গোড়ীয় বৈষ্ণবদের পরিচয়, তাঁহাদের বাসা-প্রসাদাদির ব্যবস্থা ২৯২-১০২; দূর হইতে প্রভুর বৈষ্ণব-মিলন-দর্শন ২৯৩-১৫; প্রভুর বাসায় গোড়ীয় বৈষ্ণবদের সহিত মিলন ২৯৪-১১২ প্রভুর সহিত মিলনের জগৎ উৎকর্ষিত প্রতাপরুদ্রকর্তৃক কটক হইতে সার্কর্ভোমের নিকটে পত্রপ্রেরণ, প্রভুর ভক্তদের সহযোগিতায় মিলন-সংঘটনের চেষ্টা করিতে অহরোধ, ভক্তবৃন্দের নিকটে পত্র প্রদর্শন, রাজার আত্তি দেখিয়া সকলের কিস্তি ও

প্রভুর নিকটে গমন, নিত্যানন্দকর্তৃক রাজার আর্তি-জ্ঞাপন, প্রভুর অসম্মতি, নিত্যানন্দকর্তৃক রাজার জ্ঞাত প্রভুর এক বহির্দাস সংগ্রহ, সার্কর্ভোম কর্তৃক তাহা রাজার নিকটে প্রেরণ ২১২১৩-৩৫; পড়িছাপাত্র ও সার্কর্ভোমের নিকট প্রভুর গুণিচামার্কিন-সেবা যাজ্ঞা ২১২১৬২-৭০; গুণিচামার্কিনাশ্বে উত্তানে প্রভুর নিজপার্শ্বে বসিয়া প্রসাদভোজন, গোপীনাথচাচা কর্তৃক সার্কর্ভোমের ভাগ্যের প্রশংসা, সার্কর্ভোমের দৈন্য প্রকাশ ২১২১৫৫-৮২; রথযাত্রাকালে কীর্তনে প্রভুর ঐশ্বর্যদর্শনে প্রতাপরুদ্রের সহিত ঠারঠারি ২১৩০৫৭ এবং রাজার প্রতি প্রভুর রূপা দেখিয়া সার্কর্ভোমের বিস্ময় ২১৩০৬১; রাজার স্পর্শে প্রভুর রোযাভাসে রাজার ভয় হইলে রাজার প্রতি সার্কর্ভোমের আশ্বাস এবং অবসর জানিয়া প্রভুর সহিত রাজার মিলনের উপদেশ দান ২১৩০১৭২-৮০; বলগণ্ডিস্থানের নিকটস্থ উত্তানে প্রভুর বিশ্রামের সময়ে রাজবেশ ছাড়িয়া বৈষ্ণবের বেশে প্রভুর নিকটে যাওয়ার জ্ঞাত রাজাকে উপদেশ ২১৪০৪; প্রতাপরুদ্রকর্তৃক প্রেরিত হইয়া বলগণ্ডিভোগের প্রসাদ লইয়া প্রভুর নিকটে গমন ২১৪০২২; ইন্দ্রদ্যুম্নসরোবরে ভক্তগণের সহিত প্রভুর জলকেলি-সময়ে রামানন্দের সহিত সার্কর্ভোমের জলকেলি-চাঞ্চল্য ২১৪০৮০-৮৫; কৃষ্ণজন্মযাত্রাদিনে গোপবেশধারী প্রভুর সহিত নৃত্যরঙ্গ ২১৫০১৭-২২; স্বগৃহে প্রভুর নিমন্ত্রণ, স্বীয় জামাতা অমোঘের তাড়না ও প্রভুর নিন্দা করিয়াছে বলিয়া তাহার মৃত্যুকামনা, সস্ত্রীক উপবাসাদি ২১৫০১৮৪-২৮৯; সার্কর্ভোমের কাশী গমন ২১৫০৩১; প্রভুর বৃন্দাবন-গমনের ইচ্ছা শুনিয়া বিমনা হইয়া প্রভুকে রাখিবার নিমিত্ত রামানন্দ ও সার্কর্ভোমের নিকট প্রতাপরুদ্রের বিনয়বচন ২১৬০২-৫; বৃন্দাবন গমন বিষয়ে সার্কর্ভোমাদির সহিত প্রভুর যুক্তি, নানাছলে তাঁহাদিগকর্তৃক যাত্রা স্থগিত-করণ ২১৬০৬-১০; পুনরায় তাঁহাদের নিকটে প্রভুকর্তৃক বৃন্দাবন-গমনের অহুমতি যাজ্ঞা, বিজয়াদশমীতে যাত্রার জ্ঞাত তাঁহাদের সম্মতি ২১৬০৮৬-৯২; প্রভুর সঙ্গে সার্কর্ভোমের কটক পর্য্যন্ত গমন, প্রভুর আদেশে গদাধর পণ্ডিতগোবামিকে লইয়া নীলাচলে প্রত্যাবর্তন ২১৬০১৪২-৪৫; গোড় হইতে প্রভুর নীলাচলে প্রত্যাবর্তনের পরে প্রভুর সহিত মিলন এবং প্রভুর মুখে গোড় হইতে প্রত্যাবর্তনের হেতু শ্রবণ ২১৬০২৫১-৮১; ঝাঝিখণ্ডপথে প্রভুর বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্তনের পরে প্রভুর নিমন্ত্রণ ২১৬০১৮৭-৮৯; নীলাচলে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলন ৩১১৪৮; প্রভুকথিত শ্রীকৃষ্ণের গুণকথা-শ্রবণ ৩১১২২-২৫; রামানন্দরায় ও প্রভুর সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের “প্রিয়ঃ সোহয়ং কৃষ্ণঃ”-শ্লোক এবং নাটকের শ্লোকান্বাদন ৩১১০০; ৩১১০২-৫৪; নীলাচলে শ্রীমদাত্তনের সঙ্গে মিলন ৩১১০২-৬; বল্লভভট্টের নিকটে প্রভুকর্তৃক সার্কর্ভোমের গুণকীর্তন ৩১১০৮-১২; সার্কর্ভোম-গৃহের প্রাণিমাত্রই প্রভুর রূপাপাত্র ২১৫০২৭৮; হরিদাস ঠাকুরের নির্ধ্যান সময়ে উপস্থিতি ৩১১০৪৯; প্রভুপ্রদত্ত ফেলাগবের আশ্বাদন ৩৩৬০২৯; নিয়মপূর্বক প্রভুর নিমন্ত্রণ ৩৩৮০৩; ৩১০০১৫০।

সাক্ষাদর্শনে প্রভুকর্তৃক লোকনিস্তার ৩২১৬-১১।

সাক্ষিগোপালের কাহিনী ২১৫০৮-১৩২।

সিদ্ধবটে রামজপী বিপ্রমুখে কৃষ্ণনাম-প্রকাশ ২১৫০৬-৩১।

সুবলাদির প্রেম ভাবপর্য্যন্ত ২১২০৩৫।

সুবুদ্ধিরায়ের বিবরণ ২১২৫০১৪০-৫২।

সৃষ্টিবিষয়ে সাংখ্য মত খণ্ডন ১৬০১৫-১৭; ২১২০২২৪-২৬।

দেবার তাৎপর্য্য ৩১০০২২-২৩।

শ্রীলোকগণ দূরে থাকিয়া প্রভুর দর্শন করিতেম ৩১২০৪১।

শ্রীলোকের নাম শুনিলেও প্রভুর সঙ্কোচ ৩১২০৫৮।

স্বাবর-জন্মের উদ্ধারের উপায় ৩৩৬০২-৮১।

স্বায়িত্ব ২১২০১৫১-৫৪; ২১২০৩৩; ২১২০২৬।

স্বয়ং ভগবত্তার লক্ষণঃ যার ভগবত্তা হইতে অণুর ভগবত্তা ১২১৭৪; নিজের মধ্যে সর্ব-ভগবৎস্বরূপের অন্তর্ভুক্তি ১৪০২-১১; প্রেম-দাতৃ ১৩০২০; ১৩০৫ শ্লো।

স্বয়ংভগবানের কৰ্ম—ভার হরণ নহে; ইহা বিষ্ণুর কাজ ১৪৮৭।

স্বরূপ দামোদরের প্রশংসা : পূর্বাশ্রমের নাম পুরুষোত্তম আচার্য্য, পূর্বাশ্রমে নবদ্বীপে প্রভুর চরণে অবস্থিতি ২১০১০১; প্রভুর সন্ন্যাস-গ্রহণে উন্নত হইয়া কানীতে গিয়া চৈতন্যানন্দের নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ ২১০১০২-৩; বেদান্ত পড়িয়া অণ্ডকে পড়াইবার জ্ঞান গুরুর আদেশ ২১০১০৩; কিন্তু তিনি কায়মনে শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া গুরুর আদেশ নিয়া নীলাচলে আসিয়া প্রভুর সহিত মিলিত হয়েন ২১০১০৪-২২; নীলাচলস্থিত প্রভুর পার্শ্বদ-গণের সঙ্গে মিলন ২১০১২৩-২৫; নিভূতে বাসাঘর ২১০১২৬; নীলাচলে রামানন্দ রায়ের সহিত মিলন ২১১১২৪; প্রভুকর্তৃক প্রেরিত হইয়া গোড়ীয় ভক্তদের অভ্যর্থনার্থ মালা-প্রসাদ দান; অষ্টৈতাচার্য্যের নিকটে গোবিন্দের পরিচয় দান ২১১১৩০-৭০; ২১১৬৪০; গোড়ীয় ভক্তদের প্রসাদ-ভোজনে পরিবেশন ২১১১৩৮-২২; গুণ্ডিচামার্জ্জুন-নীলায় সঙ্গী ২১২১১০৬; ২১২১২২-২৬; ২১২১৩৮; গুণ্ডিচামার্জ্জুনাস্তে সপরিবার প্রভুর প্রসাদ-ভোজনে পরিবেশন ২১২১৬০-৭৩; পরিবেশনাস্তে প্রসাদ ভোজন ২১২১২৭; জগন্নাথের নেত্রোৎসবে প্রভুর সঙ্গে জগন্নাথদর্শনে গমন ও দর্শন ২১২১২০৫; রথযাত্রাকালে কীর্তন ২১৩০৩১-৩৫; ২১৩০৭৩; ২১৩০১০৭-২; বলগুণ্ডিহানের নিকটবর্তী উগানে ভোজনকালে পরিবেশন ২১৪০৩৮-২; ইন্দ্রদ্বারসরোবরে প্রভুর জলকেলি-নীলায় পুণ্ডরীক বিজ্ঞানিধির সঙ্গে জলকেলি ২১৪০৭৮; আইটোটাতে প্রভুর সহিত কীর্তন ২১৪০৯২, হোরাপঞ্চমীর দিনে জগন্নাথকর্তৃক রথযাত্রায় লক্ষ্মীদেবীকে সঙ্গে না নেওয়ার হেতু ও লক্ষ্মীদেবীর রোষের হেতু সম্বন্ধে প্রভুর সহিত ইষ্টগোষ্ঠী ২১৪০১১৪-২৫; প্রভুর নিকট গোপীমানের কথা বর্ণন ২১৪০১২৬-৮২; লক্ষ্মীর সম্পৎ এবং বৃন্দাবনের সম্পৎ-সম্বন্ধে শ্রীবাসের সহিত প্রেমকোন্দল ২১৪০১২০-২১৪; সার্কর্ভোমগৃহে নিমন্ত্রণ গ্রহণ ২১৫০১২৩ ২১৫০১২৬; প্রভুর সঙ্গে গোড়ে গমন ২১৬০১২৬; ঝারিখণ্ড পথে বৃন্দাবন গমন বিষয়ে স্বরূপ রামানন্দের সহিত প্রভুর পরামর্শ ২১৭০১২-১২; প্রভুর গমনের পরে প্রভুর আদেশ অনুসারে প্রভুর অনুসন্ধান হইতে সকলকে নিবৃত্ত-করণ ২১৭০২২; বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্তনের পরে প্রভুর সহিত মিলন ২১৭০১৮০; প্রভুর প্রত্যাবর্তনের সংবাদ গোড়ে প্রেরণ ৩১০৮; শ্রীকৃপ-রচিত “প্রিয়ঃ সোহয়ং কৃষ্ণঃ” শ্লোকের আশ্বাদন ৩১০৭৭-৮২; প্রভুর সহিত শ্রীকৃপের নাটকের আশ্বাদন ৩১০৯২-১৫৪; গোপাল ভট্টাচার্য্যের মুখে বেদান্ত শ্রবণের জ্ঞান ভগবান্ আচার্য্যের প্রস্তাবের আলোচনা ৩২০৮৮-৯২; ছোট হরিদাসের প্রতি কৃপা করার জ্ঞান প্রভুকে প্রার্থনা ৩২০১১৪-২৪; ছোট হরিদাসকে আশ্বাস দান ৩২০১৩৬-৩৯; ছোট হরিদাসের দেহত্যাগ সম্বন্ধে গোবিন্দাদির মন্তব্যের উত্তর দান ৩২০১৫১-৫৭; নীলাচলে সনাতনের সহিত মিলন ৩৪০১০৪; বঙ্গদেশীয় কবিকৃত নাটকের আলোচনা ৩৪০২২-১৪৬; প্রভুকর্তৃক রঘুনাথ দাসকে স্বরূপের হাতে অর্পণ এবং পুত্র-ভৃত্যরূপে তাঁহাকে অঙ্গীকার করার জ্ঞান প্রভুর আদেশ প্রাপ্তি, স্বরূপের স্বীকৃতি ৩৬০১২২-২০৩; প্রভুর চরণে রঘুনাথের কৃত্যসম্বন্ধে প্রার্থনা জ্ঞাপন, তাঁহার হস্তে রঘুনাথের পুনঃ সমর্পণ ৩৬০২২৬-৩৮; প্রভুর জিজ্ঞাসায় রঘুনাথের সিংহদ্বার ত্যাগের এবং ছত্রে ভিক্ষার সংবাদ জ্ঞাপন ৩৬০২৭৭-৮০; গোবর্দ্ধনশিলার অর্চনের জ্ঞান রঘুনাথকে উপকরণ দান ৩৬০২৯৩; শিলাকে খাজাসন্দেশ দেওয়ার জ্ঞান রঘুনাথের প্রতি উপদেশ, স্বরূপের আদেশে গোবিন্দকর্তৃক তাহার সমাধান ৩৬০২৯৭-৯৯; রঘুনাথদাসকে—পাঁচাগন্ধে তেলঙ্গাগাভীগণকর্তৃক পরিত্যক্ত গলিত মহাপ্রসাদ ভোজন করিতে দেখিয়া তাহার কিছু চাহিয়া লইয়া স্বরূপকর্তৃক ভোজন ও প্রশংসা; গোবিন্দের নিকটে রঘুনাথের এই আচরণের কথা শুনিয়া প্রভুও একদিন আসিয়া ঐরূপ প্রসাদের একগ্রাস গ্রহণ করিয়া দ্বিতীয় গ্রাস গ্রহণ করার সময় স্বরূপকর্তৃক বাধা দান ৩৬০৩০১-১৭; বলভ-ভট্টের নিকটে প্রভুকর্তৃক স্বরূপের ব্রজের মধুর-রস-জ্ঞানের প্রশংসা ৩৭০১২২-৩৪; বলভভট্টকর্তৃক সগণ-প্রভুর নিমন্ত্রণে পরিবেশন ৩৭০১৫৩; গোপীনাথ পট্টনায়কের উদ্ধারের নিমিত্ত অপর ভক্তদের সহিত প্রভুর নিকটে নিবেদন ৩৯০৩৫-৩৯; জগন্নাথ-মন্দিরে প্রভুর বেটাকীর্তনে কীর্তন ৩১০১৫৬-৭৫, প্রভুর ভোজনকালে রাঘবের ঝালির দ্রব্য পরিবেশন ৩১০১২৮; হরিদাসের নির্যাসকালে নামকীর্তন ৩১১০৪৮; হরিদাসঠাকুরের দেহের সংকারের উদ্যোগ ৩১১০৬০; হরিদাসের তিরোভাব-উৎসবের জ্ঞান প্রসাদ-ভিক্ষার্থী প্রভুকে ঘরে পাঠাইয়া স্বয়ং প্রসাদ আনয়ন ৩১১০৭২-৭৮;

এবং ভোজনকালে পরিবেশন ৩১১৮২-৮৩ ; জগদানন্দের তুলীগাথিতে প্রভুকে শয়ন করাইবার নিমিত্ত স্বরূপের নিকটে জগদানন্দের নিবেদন; প্রভু তাহা উপেক্ষা করিলে, জগদানন্দের দুঃখ হইবে বলিয়া প্রভুর নিকটে নিবেদন ৩১৩৮-১৪ ; প্রভুর জন্ম কলার শরলার গুড়ন-পাড়ন প্রস্তুত, প্রভুকর্তৃক তাহা অঙ্গীকার ৩১৩১৬-১৮ , জগদানন্দের বৃন্দাবন গমনের নিমিত্ত প্রভুর আজ্ঞা সংগ্রহ ৩১৩২৩-৩২ ; নীলাচলে রঘুনাথ ভট্টের সহিত মিলন ৩১৩১০৩ ; প্রভুর দীর্ঘাকৃতি-ধারণ-লীলায় প্রভুর অহুস্কাণ, সিংহদ্বারের নিকটে প্রাপ্তি, প্রভুর কানে কৃষ্ণনামের উচ্চারণ করিয়া প্রভুর চেতনা-সম্পাদন এবং ঘরে আনয়ন ৩১৪১৫১-৭৩ ; চটক-পর্বত-দর্শনে গোবর্দ্ধন-শৈল-জানে প্রভুর প্রেমাবেশজনিত অদ্ভুত সাত্বিক বিকারে স্বরূপাদির বিহ্বলতা, রোদন, প্রভুর কানে উচ্চসঙ্গীত, অর্দ্ধবাহু-সুস্থিতে প্রভুর প্রলাপ-বচন-শ্রবণ ৩১৪১৭২-১০৬ ; রাসে শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্দানে গোপীদের যে-ভাব হইয়াছিল, সমুদ্রতীরবর্তী উত্তানে সেই ভাবাবিষ্ট প্রভুর ইতস্ততঃ কৃষ্ণাহুস্কাণ-সময়ে মূর্ছিত প্রভুর চেতনা-সম্পাদন এবং প্রভুর প্রলাপোক্তি শ্রবণ ৩১৫১২৬-৭০ ; এবং প্রভুর আদেশে গীতগোবিন্দের পদ গান ৩১৫১৭১-৭৮ ; প্রভুপ্রদত্ত ফেনালবের আশ্বাদন ৩১৬১২২ ; প্রভুর কৃষ্ণাকৃতি-ধারণ-লীলায় প্রভুর সেবা ৩১৭১২-২২ ; সমুদ্র-পতন-লীলায় প্রভুর অন্বেষণ ও সেবা, এবং প্রভুর মুখে কৃষ্ণ-জলকেনিবিষয়ে প্রলাপোক্তি-শ্রবণ ৩১৮১২৩-১১৬ ; প্রভুর নিকটে অধৈত্যাচার্যের প্রেরিত তর্জনার অর্থ জিজ্ঞাসা, শুনিয়া স্বরূপের বিমনা-ভাব ৩১৯১১৬-২৮ ; কৃষ্ণ-বিরহোন্মত্ত প্রভুর সেবা ৩১৯১৫২-৫৩ ; মুখ-সংঘর্ষণ-লীলায় প্রভুর সেবা ৩১৯১৫৪-৬১ ; প্রভুর নিকটে শঙ্কর পণ্ডিতের শয়নের ব্যবস্থা ৩১৯১৬৩-৬৪ ; প্রভুর মুখে শিক্ষাষ্টক-শ্লোকের আশ্বাদন কথা শ্রবণ ৩২০১৭-৫১ ; রাত্রিদিন কৃষ্ণপ্রেম বিহ্বল, পাণ্ডিত্যের অবধি, নির্জনে বাস করিতেন, কৃষ্ণরস-তত্ত্ব-বেত্তা, দেহ-প্রেমরূপ ২১০১০৭-৯ ; মহাপ্রভুর দ্বিতীয় স্বরূপ ২১০১০৯ ; এবং দ্বিতীয় কলেবর ২১১১৬৫ ; প্রভুকে শুনাইবার জন্ম কেহ গ্রহ, গীত বা শ্লোক আনিলে প্রথমে স্বরূপদামোদর, তাহাতে ভক্তিসিকান্ত-বিরুদ্ধ কোনও কথা বা রসাতাস আছে কিনা, তাহা পরীক্ষা করিতেন ; কোনও দোষ না থাকিলে প্রভুকে শুনাইতেন ২১০১১১-১২ ; ৩১৫১২২-২৫ ; শাস্ত্রে বৃহস্পতিতুল্য, সঙ্গীতে গন্ধর্ব্বসম ২১০১১৪ ; গুটরস-বিচারে-যোগ্যপাত্র শ্রীকৃষ্ণকেও গুটরসের বিষয় উপদেশ দেওয়ার জন্ম স্বরূপের প্রতি প্রভুর আদেশ ২১১৬৫-৬৮ ; প্রভুর বিরহদশায় বিজ্ঞাপতি, চণ্ডীদাস ও গীতগোবিন্দের পদ শুনাইয়া প্রভুর আনন্দ বিধান করিতেন ২১০১১৩ ; ২১২৬৬ ; ৩১৬৫-৯ ; ৩১১১২২-১৪ ; ৩১৫১৭১-৭২ ; ৩১৭১৪ ; ৩১৯১৫১ ; ৩২০১২-৩ ; স্বরূপের ইন্দ্রিয়ে প্রভু নিজের ইন্দ্রিয় আবিষ্ট করিয়া তাঁর গীতাদি আশ্বাদন করিতেন ২১৩১৫৬ ; স্বরূপের কায়-বাক্য-মনও প্রভুতে আবিষ্ট ছিল ২১৩১৫৫ ; তাই প্রভুর মনের ভাব তিনি জানিতে পারিতেন ২১৩১০৭ ; ২১৩১১৬ ; ৩১৫১৭১ ; ৩১৭১৪ ; ৩১৭১৫৮ ; ভাবাবেশে প্রভুও স্বরূপকে নিজ সখী মনে করিতেন ৩১৯১৩২ ; এবং সেই-ভাবে নিজের মনের কথাও তাঁহার নিকটে ব্যক্ত করিতেন ৩১৪১৩৮ ; ৩১৫১০০-১২ ; ৩১৯১৩২-৩৩ ; সর্বদা প্রভুর অন্তরঙ্গ সেবা করিতেন ৩১০১২০ ; প্রভুর মরমীভক্ত ১১০১১২৩ প্রভুর শেষ-লীলার কড়াচাকর্তা ১১৩১১৫ ; ১১৩১৪৪ ; ২১২৭৩ ; ২১৮১২৬ ; ৩১৩১২৬ ; ৩১৪১৬-২ ।

স্বরূপদামোদরের মুখে বৃন্দাবন-সম্পাদ-কথা ২১৪১২০৫-১৩ ।

স্বরূপ-লক্ষণ ও তটস্থ-লক্ষণ ২১২০১২৪-২৮ ।

স্বরূপ-শক্তি বা চিহ্নিত্ব : “শক্তি” দ্রষ্টব্য ।

স্বাংশভেদ : দুই রকম—পুরুষাবতার এবং লীলাবতার ; সর্ধ্বণ হইলেন পুরুষাবতার, আর মৎস্যাদিক লীলাবতার ২১২০২১১-১২ ; পুরুষাবতার ত্রিবিধ ২১২০২১৭ ; কারণাক্ষিশায়ী বা প্রথম পুরুষ ২১২০২৩০ ; গর্ভোদশায়ী বা দ্বিতীয় পুরুষ ২১২০২৫০ ; এবং ক্ষীরোদকশায়ী বা তৃতীয় পুরুষ, জগতের পালনকর্তা ২১২০২৫৩ ; ক্রিয়াশক্তি-প্রধান সর্ধ্বণ-বলরাম হইতে প্রাকৃতাপ্রাকৃত সৃষ্টি ২১২০২১৮-২৮ ; সর্ধ্বণের স্থিতি পরব্যোমে ২১২০২২৮ ; সর্ধ্বণই কারণাক্ষিশায়ী পুরুষরূপে অবতীর্ণ ২১২০২২২ ; কারণাক্ষিশায়ী—কারণসমূহ বা বিরজাতে অবস্থান করেন, দৃষ্টিদ্বারা শক্তিসঞ্চার করিয়া সাম্যাবস্থাপন্ন মায়াতে শক্তিসঞ্চার করিয়া মায়াকে বিদ্বদ্ধা করেন, তাহাতে জীবরূপ বীর্ঘ্য সমর্পণ

কয়েন, তাহাতে মহন্তের উদ্ভব, মহন্ত হইতে ত্রিবিধ অহঙ্কার এবং দেবতেন্দ্রিয়-ভূতের প্রকাশ, সর্বতত্ত্বের মিলনে অনন্তব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি ; এই কারণাবস্থায় হইলেন সমষ্টি ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্ধ্যামী ২১২০১২২০-৪০ ; তিনিই দ্বিতীয় পুঙ্খবরূপে প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ করিয়া নিজাঙ্গ স্বেদ-জলে অর্দ্ধেক ব্রহ্মাণ্ড পূর্ণ করিয়া তাহাতে শয়ন করেন এবং গর্ভোদকশায়ী নামে পরিচিত হয়েন ; ইহার নাভিপদ্ম হইতেই ব্যাষ্টজীব-শ্রষ্টা ব্রহ্মার উদ্ভব ; ইনিই ব্রহ্মারূপে ব্যাষ্টসৃষ্টি, বিষ্ণুরূপে জগৎ-পালন এবং রুদ্ররূপে সৃষ্টি সংহার করেন ; ইনি হিরণ্যগর্ভ-অন্তর্ধ্যামী, মহেশ্বরী, মায়ার আশ্রয় হইয়াও মায়াতীত ২১২০১২৪১-৫১ ; ইনিই আবার তৃতীয়পুরুষ ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণুরূপে ব্যাষ্টজীবের অন্তর্ধ্যামী এবং জগতের পালনকর্তা ২১২০১২৫২-৫৩ ; আর স্বাংশের দ্বিতীয়ভেদ লীলাবতার অসংখ্য—মৎস্য, কুর্মা, রঘুনাথ, নৃসিংহ, বামন, বরাহাদি ২১২০১২৫৫-৫৬ ।

হ

হ

হ

হ

হরি-শব্দের অর্থ : বহু অর্থ ; দুই মুখ্যতম—সর্ব-অমঙ্গল-হরণকারী এবং প্রেমদান করিয়া মনোহরণকারী ২১২৪১৪৪ ; যে কোনও প্রকারে স্বরণ করিলেই চারিবিধ পাপ নষ্ট হয় ২১২৪১৪৫ ; ভক্তিসাধক কৰ্ম্মাবিহীন নষ্ট হয়, প্রেমের উদয় হয় ২১২৪১৪৬ ; দেহেন্দ্রিয়-মন হরণ করে চারিপুরুষার্থ ছাড়ায় ২১২৪১৪৭-৪৮ ।

হরিদাস-ঠাকুর প্রসঙ্গ : স্বেচ্ছ যবনকুলে আবির্ভাব ৩১১১২২ ; প্রভুর পূর্বে আবির্ভাব ১১৩০৫১-৫৩ ; নিজগৃহ ত্যাগ করিয়া বেনাপোলের নির্জন বনমধ্যে কুটীর করিয়া অবস্থান, তুলসীসেবা, রাত্রিদিনে তিনলক্ষ নাম কীর্তন, ব্রাহ্মণের ঘরে ভিক্ষা-নির্কাহ, প্রভাবে সকল লোকের পূজ্য ৩১৩০১-২৩ ; তাহাতে দেশাধ্যক্ষ রামচন্দ্রখানের দৈর্ঘ্য, হরিদাসকে অপমানিত করার চেষ্টা, অহুসন্মানেও দোষ না পাইয়া দোষ-সৃষ্টির জন্য এক সুন্দরী যুবতী বেষ্ঠাকে হরিদাসের নিকটে রাত্রিতে প্রেরণ ৩১১১২৪-১০০ ; রাত্রিতে স্ববেশা বেষ্ঠার হরিদাস-সমীপে গমন, ক্রমাগত তিনরাত্রি হরিদাসের মুখে নামকীর্তন-শ্রবণে তাহার চিত্তের পরিবর্তন, হরিদাসের চরণে অঙ্গসমর্পণ, সমস্ত পরিত্যাগ পূর্বক মুণ্ডিত মস্তকে একবস্ত্রে তাঁহার কুটীরে বসিয়া নাম-কীর্তনের উপদেশ প্রাপ্তি, বেষ্ঠাকর্তৃক এই উপদেশ পালন, হরিদাসের বেনাপোল ত্যাগ ৩১৩০১-৩৫ ; সপ্তগ্রামের নিকটে চান্দপুরে আগমন, বলরাম আচার্য্যের গৃহে অবস্থান, নির্জনে পর্ণশালায় নামকীর্তন, বালক রঘুনাথ দাসের সহিত স্বীয় পর্ণশালায় মিলন ও তাঁহার প্রতি কৃপা ৩১৩০১-৬৩ ; বলরাম আচার্য্যের অহুরোধে হিরণ্যদাস-গোবর্দ্ধনদাসের সভায় গমন, সভাপণ্ডিতদের অহুরোধে নাম-মাহাত্ম্য কীর্তন, তাঁহার মুখে নামাভাসেও মুক্তির কথা শুনিয়া হিরণ্যদাস গোবর্দ্ধনদাসের আরিন্দা গোপাল চক্রবর্তীর ক্রোধ, তৎকর্তৃক হরিদাসেয় অবজ্ঞা ও তাহার পরিণাম কৰ্ম্মচ্যুতি ও কুষ্ঠব্যাধি-প্রাপ্তি ৩১৩০১৬৪-২০০ ; বিপ্রেয় কুষ্ঠব্যাধির কথা শুনিয়া হৃৎখিতচিত্তে হরিদাসের চান্দপুর ত্যাগ ও শান্তিপুরে আগমন, গঙ্গাতীরে নির্জন গোফায় নামকীর্তন, অর্ধেতাচার্য্যের গৃহে ভিক্ষা নির্কাহ, অর্ধেত আচার্য্যপ্রদত্ত শ্রাদ্ধপাত্র-ভোজন, কৃষ্ণাবতারের উদ্দেশ্যে তাঁহার নাম-সঙ্কীর্্তন ও অর্ধেতাচার্য্যের কৃষ্ণপূজা, উভয়ের ভক্তিতে শ্রীচৈতন্যের অবতার ৩১৩০১-১৩ ; বেনাপোলের বেষ্ঠার ত্রায় স্বয়ং মায়াদেবীকর্তৃক হরিদাসের পরীক্ষা, তিনরাত্রির পরে হরিদাসের নিকটে কৃষ্ণনাম দীক্ষা প্রার্থনা, হরিদাকর্তৃক নাম-সঙ্কীর্্তনের উপদেশ ৩১৩০১৪৭ ; যবনকর্তৃক তাড়ন ১১৩০১৪৩ ; প্রভুর আবির্ভাব-দিনে অর্ধেতাচার্য্যের সঙ্গে আনন্দে এবং ঠারেঠোরে শ্রীঅর্ধেতের নিকটে প্রভুর আবির্ভাবের কথা জ্ঞাপন ১১৩০১৪৮-১০০ ; প্রভুর মহাপ্রকাশ-সময়ে প্রভুর প্রসাদ-প্রাপ্তি ১১৩০১৪৭ ; কাজীদমন-লীলার দিন নগর-কীর্তনে প্রথম সম্প্রদায়ে নৃত্য ১১৩০১৪৩০ ; এক ব্রাহ্মণীর স্পর্শে প্রভু গঙ্গায় পতিত হইলে নিত্যানন্দ-হরিদাসকর্তৃক উস্তোলন ১১৩০১৪৩৬-৩৮ ; সন্ন্যাসান্তে কাটোয়া হইতে প্রভু শান্তিপুর গেলে প্রভুর সহিত মিলন, প্রভুর সহিত এক সঙ্গে প্রসাদ পাওয়ার জন্য প্রভু-কর্তৃক আহ্বান, হরিদাসের অসম্মতি ২১৩০১৪৮-৬০ ; আচার্য্যগৃহে প্রভুর অবশেষ প্রাপ্তি ২১৩০১৪৮-৪ ; অর্ধেতগৃহে সন্ধ্যায় প্রভুর কীর্তনে মৃত্যু ২১৩০১৪৮ ; ২১৩০১২৮ ; প্রভুর নীলাচল-গমনোত্তোগে প্রভুর চরণে হরিদাসের আর্তি, প্রভু তাঁহাকে নীলাচলে নিবেন বলিয়া আখ্যান ২১৩০১২০-২৪ ; দাক্ষিণাত্য হইতে প্রভুর নীলাচলে প্রত্যাবর্তনের সংবাদে আনন্দ ২১৩০১২২ ; গোড়ীয়-

ভক্তদের সহিত নীলাচলে গমন ২।১১।৭৫; গঙ্গীরায় না গিয়া দণ্ডবৎ হইয়া রাজপথে অবস্থান, প্রভুপ্রেমিত ভক্তদের কথাতেও প্রভুর নিকটে যাইতে অসম্মতি ২।১১।১৪৬-৫৩; রাজপথে প্রভুর সহিত মিলন, প্রভুর আলিঙ্গনে দৈন্ত্য প্রকাশ, প্রভু-কর্তৃক তাঁহার ভুবন পাবন করিবার মহিমার প্রকাশ, প্রভুকর্তৃক এক উদ্যানে তাঁহার বাসস্থান দান এবং প্রসাদপ্রাপ্তির ব্যবস্থা-করণ ২।১১।১৭০-৭২; বৈষ্ণবদের সহিত মিলন ২।১১।১৮০; গোবিন্দদ্বারা আনীত প্রসাদগ্রহণ ২।১১।১৯০; গুণ্ডিচা-মার্জ্জন-লীলার পরে উদ্যান-ভোজনের সময়ে ভিতরে যাইয়া ভক্তদের সঙ্গে প্রসাদ-গ্রহণের জন্য প্রভুকর্তৃক আহূত হইলে দৈন্ত্যবশতঃ হরিদাস অসম্মতি—এবং শেষে বাহিরে বসিয়া প্রসাদ পাওয়ার ইচ্ছা—জ্ঞাপন করেন এবং পরে গোবিন্দ-প্রদত্ত প্রভুর অবশেষ ভোজন করেন ২।১২।১৫৭-৫৯; ২।১২।১৯৮; ৩।১।৫৭-৫৯; রথযাত্রাকালে কীর্ত্তনে নর্ত্তন ২।১৩।৩৪; ২।১৩।৪০; ৩।৭।৫৮; রথযাত্রাকালে প্রভুর নৃত্য হরিদাসকর্তৃক “হরিবোল, হরিবোল” ধ্বনির উচ্চারণ ২।১৩।৮২; প্রভুর সঙ্গে গোঁড়ে গমন ২।১৬।১২৭; এবং রামকেনিতে শ্রীকৃষ্ণ-সনাতনের সঙ্গে মিলন ২।১।১৭৩ এবং প্রভুর নিকটে তাঁহাদের আগমন-সংবাদ জ্ঞাপন ২।১।১৭৪; পরে প্রভুর সঙ্গে গোঁড় হইতে নীলাচলে আগমন ২।১৬।২৪৮; তদবধি নীলাচলেই অবস্থান ১।১০।১২৪-২৫; বৃন্দাবন হইতে প্রভুর প্রত্যাবর্তনের পরে প্রভুর সঙ্গে মিলন ২।২৫।১৭৬-৮১; জগন্নাথের উপলভোগ দেখার পরে প্রভু প্রতিদিন আসিয়া হরিদাসের সহিত মিলিত হয়েন এবং মন্দিরে প্রাপ্ত-প্রসাদ দেন ৩।১।৪২; ৩।১।৫৪; নীলাচলে শ্রীকৃষ্ণের সহিত হরিদাসের মিলন ৩।১।৪০-৪১; প্রভুর সহিত শ্রীকৃষ্ণের মিলন সংঘটন, পরে তিনজনে ইষ্টগোষ্ঠী ৩।১।৪২-৪৮; ৩।১।৫৫; শ্রীকৃষ্ণলিখিত “তুও তাওবিনী” শ্লোক প্রভুর মুখে শুনিয়া উল্লাস, নৃত্য ও প্রশংসা ৩।১।৮২-৯০; প্রভু ও ভক্তবৃন্দের সহিত শ্রীকৃষ্ণের নাটক-শ্লোকের আব্বাদন ৩।১।৯২-১৫৪; হরিদাসকর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের ভাগ্যের প্রশংসা এবং শ্রীকৃষ্ণের সহিত কৃষ্ণকথার আলাপন ৩।১।১৫৪-৫৭; প্রভুর জিজ্ঞাসায় কলিকালে “হারাম”-শব্দের উচ্চারণজনিত নামাভাসে যবনের, প্রভুর প্রচারিত উচ্চসঙ্গীত-শ্রবণে স্থাবর-জঙ্গমাদির উদ্ধারের কথা এবং সমস্ত জীবের উদ্ধারের জন্য বাহুদেবদত্তের প্রার্থনা প্রভুকর্তৃক অঙ্গীকৃত হওয়াতেও জীবের উদ্ধার হইবে, সে-কথা প্রভুর নিকটে খাপন, প্রভু যত দিন মর্ত্যে প্রকট থাকিবেন, তত দিন পর্য্যন্ত যে স্থাবরজঙ্গমাদি সমস্ত জীবই মুক্ত হইয়া বৈকুণ্ঠে যাইবে এবং স্বশ্রদ্ধ জীবে পুনরায় কৰ্ম্ম উদ্ভূত হইয়া তাহাদের দ্বারা যে ব্রহ্মাণ্ড পূর্ব্ববৎ পূর্ণ হইবে—এই তথ্যের প্রকাশ এবং প্রভুর মহিমা খাপন ৩।৩।৪৮-৮১; নীলাচলে শ্রীসনাতনের সহিত মিলন ৩।৪।১২-১৪; প্রভুর সহিত সনাতনের মিলন-সংঘটন এবং তিনজনে ইষ্টগোষ্ঠী ৩।৪।১৫-৪৬; দেহত্যাগের সঙ্কল্প হইতে সনাতনকে নিবৃত্ত করার জন্য প্রভুর আদেশ-প্রাপ্তি এবং সনাতনের প্রতি প্রভুর কৃপার প্রশংসা ৩।৪।৮২-৮৬; সনাতনের ভাগ্যের প্রশংসা ৩।৪।৮৮-৯৩; এবং সনাতনকর্তৃকও হরিদাসের ভাগ্যের প্রশংসা, নামের মহিমা খাপন, নামের আচার ও প্রচার করণরূপ-ভাগ্যের প্রশংসা ৩।৪।৯৪-৯৮; সনাতনের সঙ্গে একসঙ্গে স্থিতি ও কৃষ্ণকথার আব্বাদন ৩।৪।৯৯; এবং প্রভুর মহিমা-কথনরূপ আব্বাদন ৩।৪।১০৭; প্রভুর নিকটে সনাতনের দৈন্ত্য জ্ঞাপন এবং জগদানন্দের উপদেশের কথা বর্ণনাদি শ্রবণ, এবং তৎপ্রসঙ্গে প্রভুকর্তৃক সনাতনের প্রতি জগদানন্দের উপদেশের কথা শুনিয়া জগদানন্দের উদ্দেশ্যে প্রভুর রোষ-বাণী শ্রবণ এবং তৎপ্রসঙ্গে প্রভুকর্তৃক সনাতনের প্রশংসাবাক্য শ্রবণ ৩।৪।১৪০-৭২; প্রভুকর্তৃক সনাতনের প্রশংসাকে প্রভুর বাহু প্রতারণা আখ্যা দান, ইহা বাস্তবিক প্রভুর দীনদয়ালুতা-গুণ বলিয়া প্রকাশ ৩।৪।১৭৩-৭৪; শুনিয়া প্রভুকর্তৃক সনাতন ও হরিদাসের সম্বন্ধে প্রভুর বাস্তব মনোভাব—(তাঁহাদের প্রতি লাল্যজ্ঞান এবং নিজের প্রতি তাঁহাদের লালক জ্ঞান) প্রকাশ এবং বৈষ্ণবের দেহের অপ্রাকৃতত্ব খাপন ৩।৪।১৭৫-২০; প্রভুর লীলারহস্য খাপন ৩।৪।১৯৩-২৭; শেষ সময়ে একদিন শায়িত অবস্থায় মন্দ মন্দ নামকীর্ত্তন, সংখ্যাসঙ্গীত পূর্ণ হইতেছে না বলিয়া গোবিন্দকর্তৃক আনীত মহাপ্রসাদের বন্দনা ও একরকমাত্র ভোজন করিয়া উপবাস ৩।১১।১৫-১৯; এই সংবাদ শুনিয়া পরদিন প্রভুর আগমন, কুশল জিজ্ঞাসা; হরিদাসকর্তৃক নামসঙ্গীত পূর্ণ না হওয়ার কথা প্রকাশ; ৩।১১।২০-২২; প্রভু বলিলেন—“তুমি সিদ্ধদেহ, সাধনে আগ্রহ কেন? লোক নিস্তারের জন্তই তোমার অবতার; জগতে নামের মহিমাও প্রচার করিয়াছ; বিশেষতঃ এখন বৃদ্ধ হইয়াছ; নাম-সংখ্যা কমাইয়া দাও।” ৩।১১।২৩-২৫; উত্তরে হরিদাসের দৈন্ত্যোক্তি—“আমি নীচজাতি,

নিদ্যকলেবর, অধম, পামর, হীনকর্মে রত, অস্পৃশ্য, অদৃশ্য” ইত্যাদি বলিয়া প্রভুর কৃপার মহিমা থাপন ৩১১১২৫-২৯ ; শেষকালে বলিলেন—“প্রভু, আমার মনে হইতেছে, তুমি শীঘ্রই লীলা সম্বরণ করিবে ; তাহা যেন আমাকে দেখিতে না হয় ; কৃপা করিয়া তোমার সাক্ষাতে আমার দেহ পাতিত করিবে ; তোমার চরণ হৃদয়ে ধারণ করিয়া, নয়নে তোমার চন্দ্রবদন দেখিতে দেখিতে এবং তোমার কৃষ্ণচৈতন্য-নাম উচ্চারণ করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করিব—ইহাই আমার ইচ্ছা ; কৃপা করিয়া আমার এই ইচ্ছা পূর্ণ কর ।” ৩১১১৩০-৩৫ ; প্রভুকর্তৃক হরিদাসের প্রার্থনা অঙ্গীকার ৩১১১৩৬ ; প্রভুকে ছাড়িয়া যাওয়া হরিদাসের উচিত নয়—প্রভুর এইরূপ উক্তি হরিদাসের দৈন্ত্য প্রকাশ এবং আগামী দিনে আসিয়া দর্শন দেওয়ার প্রার্থনা ৩১১১৩৭-৪২ ; পরের দিন ভক্তবৃন্দের সহিত হরিদাসের কুটীরে প্রভুর আগমন, নৃত্যকীর্তন, স্বীয় প্রার্থনার অনুরূপভাবে হরিদাসের নির্ঘ্যানপ্রাপ্তি ৩১১১৪৪-৫৫ ; হরিদাসের দেহ কোলে লইয়া প্রভুর নৃত্য, বিমানে চড়াইয়া সমুদ্রতীরে হরিদাসের দেহ আনয়ন, সমুদ্রজলে স্নাপন, প্রমাদী চন্দন, ভোর-কড়ার-বস্ত্রাদি দ্বারা হরিদাসের দেহের মণ্ডন, বালুকা য় গর্ত করিয়া সমাধিদান, সর্বপ্রাণে প্রভুকর্তৃক আপন-শ্রীহস্তে বালুদান, উপরে পিণ্ড-করণ, পিণ্ডের চৌদিকে আবরণ দান, হরিধ্বনি-কোলাহল ৩১১১৪৪-৭১ ; প্রভুকর্তৃক হরিদাসের বিজয়োৎসব ৩১১১৭২-৮৮ ; প্রভুকর্তৃক ভক্তবৃন্দকে বরদান—যিনি হরিদাসের বিজয়োৎসব দর্শন করিয়াছেন, যিনি তাহাতে নৃত্য-কীর্তন করিয়াছেন, যিনি হরিদাসকে বালু দিয়াছেন, যিনি হরিদাসের মহোৎসবে ভোজন করিয়াছেন—তাঁহারই অচিরে কৃষ্ণপ্রাপ্তি হইবে ৩১১১৮২-২২ ; প্রভুকর্তৃক হরিদাসের গুণকীর্তন ৩১১১৪২-৫১ ; ৩১১১৯৩-৯৬ ; “জয় জয় হরিদাস” বলিয়া সকলের কীর্তন, প্রেমাবেশে প্রভুর নৃত্য ৩১১১৯৭-৯৮ ; প্রভু হরিদাসের দ্বারা নাম-মাহাত্ম্য প্রচার করাইয়াছেন ৩১৫৮৩ ; প্রভু বলিয়াছেন—“হরিদাস আছিল পৃথিবীর শিরোমণি । তাঁহা বিহু রত্নশূন্য হইল মেদিনী ॥” ৩১১১৯৬ ।

হিরণ্যদান-গোবর্জন-দাসের সহিত হরিদাসের মিলন-প্রসঙ্গ ৩১১১৫৭-২০১ ।

হোরাপঞ্চমীলীলা ২১৪১১০৪-২১৮ ; হোরা পঞ্চমীতে লক্ষ্মীদেবীর ব্যবহার ২১৪১১২৬-৩৭ ; ২১৪১১২৪-২০০ ; হোরাপঞ্চমী উপলক্ষে স্বরূপদামোদরকর্তৃক ব্রজদেবীদিগের মানের বিবৃতি ২১৪১১৩৮-৮৯ ।

হ্লাদিনী : “শক্তি” দ্রষ্টব্য ।

ক্ষ

ক্ষ

ক্ষীরচোরা গোপীনাথের বিবরণ : রেমুণাতে প্রসিদ্ধ শ্রীবিগ্রহ ২১৪১১১১ ; ভক্তবাৎসল্যবশতঃ গোপীনাথ শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরীর নিমিত্ত স্বীয় ভোগের একপাত্র ক্ষীর চুরি করিয়া ধড়ার আঁচলে লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন এবং স্বীয় সেবকের দ্বারা তাহা পুরীগোস্থানীকে দেওয়াইয়াছিলেন ২১৪১১১১-৩৭ ।

টীকাতে বিশেষভাবে আলোচিত বিষয়ের সূচী

অ

অ

অচিন্ত্যভেদাভেদ-তত্ত্ব-সম্বন্ধে আলোচনা ১৪৮৪; ভূমিকায় “অচিন্ত্যভেদাভেদ-তত্ত্ব”-প্রবন্ধ (৩০৮ পৃঃ)

অজামিল-প্রসঙ্গের আলোচনা ৩৩১৭৭; অজামিলের বিবরণ ৩৩১৭৭ (১৩৫-৩৬ পৃঃ); অজামিলের বৈকুণ্ঠ-প্রাপ্তি সম্বন্ধে আলোচনা; ইহা কি নামাভাসেরই ফল, নাকি পরবর্তী ভজনের ফল (১৩৬-৩৭ পৃঃ); নামাভাসেই অজামিলের মুক্তি লাভ (১৩৭ পৃঃ); মৃত্যু পর্যন্ত অজামিলের পাপে প্রবৃত্তি কেন (১৪৫-৪৬ পৃঃ); যমদূতগণ অজামিলকে তৎক্ষণাৎ বৈকুণ্ঠে নিলেন না কেন (১৪৬-৪৮ পৃঃ)

অদীক্ষিত নামাশ্রয়ীর বিষয়ে আলোচনা ৩৩১৪৭ (১৪৪-৪৫ পৃঃ); মতান্তর ৩৩১৪৭ (১৪৫ পৃঃ)

অদ্বয়-জ্ঞান-তত্ত্ব-সম্বন্ধে আলোচনা ১২১৪ শ্লো; ২২০১৩১-৩২

অদ্বৈত-তত্ত্ব-সম্বন্ধে-আলোচনা ১১১১২ শ্লো; মহাবিশ্বের অবতার ১৬৪; জগতের উপাদান কারণ ১৬১০-১৩।

অদ্বৈতাচার্য্য শ্রীকৃষ্ণের অবতরণের জন্তই প্রার্থনা করিলেন কেন, তৎসম্বন্ধে আলোচনা ১৩৭২
পর্যায়ের টীকা পরিশিষ্ট

অদ্বৈতের আরাধনা গৌর-অবতারের কি-রকম হেতু ১৩৮২

অধিকৃত মহাভাব-সম্বন্ধে আলোচনা ২২৩৩৭ (১১৬৫ পৃঃ হইতে আরম্ভ)

অনন্ত ভগবদ্ভাস যে বৃন্দাবনেরই বিভিন্ন প্রকাশ, তৎসম্বন্ধে আলোচনা ১৫১১১-১২

অনন্তরূপে একরূপ-সম্বন্ধে আলোচনা ১২১৮৩; ২২০১১৪৪

অনর্থ ও অনর্থ-নিবৃত্তি সম্বন্ধে আলোচনা ২২৩৬

অনাসঙ্গ ও সাসঙ্গ-ভজন সম্বন্ধে আলোচনা ১৮১৫; অনাসঙ্গ-সাধনে কিছুতেই প্রেমলাভ হয় না ১৮১৫ (৫৮৭ পৃঃ); সাসঙ্গ-সাধনে প্রেম লাভ হয়, কিন্তু ভুক্তিমুক্তি-বাসনা দূরীভূত হওয়ার পরে ১৮১৬

অমুপম ও মুরারিগুপ্তের ভক্তিনিষ্ঠা-পরীক্ষণ-প্রসঙ্গে অম্ম সম্প্রদায়ের উপাঙ্গাদির প্রতি ব্যবহার সম্বন্ধে আলোচনা ৩৪৪২

অমুভাব ও সাস্বিকভাব সম্বন্ধে আলোচনা ২২৩৩১

অমুমান-প্রমাণদ্বারা যে-ঈশ্বর-তত্ত্ব নির্ণীত হইতে পারে না, তৎসম্বন্ধে আলোচনা ২৬৮০

অনুরাগের আধিক্যে আদেশ-লঙ্ঘন-সম্বন্ধে আলোচনা ৩১০৫-৬; সাধক-দেহে অনুরাগ বলিতে ভজনোৎকর্ষকে বুঝায়, প্রেমবিকাশের স্তর-বিশেষকে বুঝায় না ৩২০১৫ (৭২৭ পৃঃ)

অন্তশ্চিস্তিত সিদ্ধদেহ সম্বন্ধে আলোচনা ২২২১০; সিদ্ধদেহের দিগ্‌দর্শন পদ্মপুরাণে দৃষ্ট হয় ২২২১০ (১১২২ পৃঃ); নবদ্বীপের সিদ্ধদেহ ২২২১০ (১১২১, ১১২৩ পৃঃ); অন্তশ্চিস্তিত সিদ্ধদেহ একেবারে কাল্পনিক নহে, সত্য ২২২১০ (১১২৩ পৃঃ); সাধনে সিদ্ধি লাভ করিলে ভগবান্‌ই সাধককে সেবোপযোগী সিদ্ধদেহ দিয়া থাকেন ২২২১০ (১১২৩ পৃঃ); ১৩২০ শ্লো; পরিশিষ্টে “অন্তশ্চিস্তিত সিদ্ধদেহ”-প্রবন্ধ

অগ্নিকামীও যদি শ্রীকৃষ্ণভজন করেন, তাহা হইলেও শ্রীকৃষ্ণ যে তাঁহাকে স্বচরণ দান করেন, তৎসম্বন্ধে আলোচনা ২২২১২৪-২৭; ২২২১৪৪-১৫ শ্লো; “অগ্নিকামী যদি করে কৃষ্ণের ভজন। না মাগিতেও কৃষ্ণ তাহা দেন স্বচরণ ॥ ২২২১২৪ ॥” এবং “কৃষ্ণ যদি ছুটে ভক্তে ভুক্তিমুক্তি দিয়া। কভু প্রেমভক্তি না দেয় রাখে লুকাইয়া ॥ ১৮১৬ ॥”—

এই দুই পর্যায়োক্তির সমাধানমূলক আলোচনা ২১২১২৪ (১০১৮-১২ পৃঃ) বলপূর্বক চিত্তশুদ্ধি এবং স্বাভাবিকভাবে চিত্তশুদ্ধির পার্থক্য সম্বন্ধে চক্রবর্তিপাদের অভিমতের আলোচনা ২১২১২৪ (১০১২-২০ পৃঃ)

অন্য গোপীরা কুণ্ডে শ্রীকৃষ্ণ গেলে শ্রীরাধার যে রোষ বা মান হয়, তাহার হেতুও যে কৃষ্ণস্বথ-বাসনা, তৎসম্বন্ধে আলোচনা ৩২০১৪৫

অন্য দেবতার পূজা ও নিন্দা সম্বন্ধে আলোচনা ২১৮১২ শ্লো (৭৩২-৪০ পৃঃ); ২১২১১৪৮ (৭২৪ পৃঃ); ২১২১৬৫

অন্যদেবতার ভক্তকর্তৃক নিবেদিত দ্রব্য যে শ্রীকৃষ্ণ শোভন করেন না, তৎসম্বন্ধে প্রমাণ ৩১৬১১০২ (৫৪৬-৪৭ পৃঃ)

অপর গোপদের সহিত কৃষ্ণপ্রেমসী-গোপীদের বিবাহ যোগমাযার কোশলে সংঘটিত মায়াময় ব্যাপার মাত্র, বাস্তব নহে—তৎসম্বন্ধে আলোচনা ১৪১২৬

“অনর্পিতচরীম্”—শ্লোকের অর্থালোচনা ১১১৪ শ্লো

অপ্রকট অপেক্ষা প্রকটলীলায় রসাস্বাদনের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আলোচনা ১৪১২৮-২২ (২৫২-৬০ পৃঃ)

অপ্রকটলীলার পরিকরদের সহিতই শ্রীকৃষ্ণ প্রকটলীলায় অবতীর্ণ হয়েন ১৪১২৪

অপ্রাকৃত নবীনমদন সম্বন্ধে আলোচনা ২১৮১০২ ; ভূমিকায় “প্রণবের অর্থ বিকাশ” প্রবন্ধ (২৬২-৭২ পৃঃ)

অপ্রাকৃত “ফেলানব”—সম্বন্ধে আলোচনা ৩১৬১১০২ ; প্রতিদিনই মহাপ্রভু জগন্নাথ-মন্দিরে প্রসাদ পাইয়া থাকেন ; কিন্তু প্রতিদিন তাহার অপূর্ণ সৌভ ও স্বাদ অনুভব করিয়া প্রেমাভিষ্ট হয়েন না কেন, তৎসম্বন্ধে আলোচনা ৩১৬১১০২ (৫৪৬-৪৮ পৃঃ)

অপ্রাকৃত বস্তু যে তর্কের দ্বারা নির্ণীত হইতে পারে না, তৎসম্বন্ধে আলোচনা ১১৭১১০ শ্লো

অভিধেয়ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা ২১২১৩ ; কৃষ্ণভক্তিই অভিধেয়-প্রধান ২১২১১৪ ; ২১২৫১২২-১০০ ; ১১১২৬ শ্লো ; ভূমিকায় “অভিধেয়ত্ব”—প্রবন্ধ (১৬৭-৭৫ পৃঃ)

অমূর্ত ও মূর্ত শক্তি ১৪১৫২ (২৮১ পৃঃ); ১৪১৫৫ (২৮৩ পৃঃ)

অরুণোদয়-বিদ্বাহ-বিচার ২১২৪১২৫৪ (১৩৩২ পৃঃ); একাদশীব্যতীত অন্য বৈষ্ণবব্রতে অরুণোদয়-বিদ্বাহ বিচার্য্য নহে ২১২৪১২৫৪ (১৩৩৩ পৃঃ)

অর্চনাদ্বয় সম্বন্ধে আলোচনা ২১২১৮-১২ শ্লো (৪৩১-৩২ পৃঃ); ২১১৬৬২ ; ভাগবতমতে অর্চনার অত্যাবশ্যকত্ব নাই ; নারদ-মতে আছে ২১২১৮-১২ শ্লো (৪৩১ পৃঃ); অর্চন দ্বিবিধ, বাহ্য ও মানস ; স্বতন্ত্রভাবে কেবল মানস-পূজার বিধিও দৃষ্ট হয় ; প্রতিষ্ঠানপূরবাসী বিপ্রের মানস-পূজার বিবরণ ২১২১৮-১২ শ্লো (৪৩১-৩২ পৃঃ); রাগানুগার ভজনে অর্চনাদ্বয়ের দ্বারকাধ্যানাদি বর্জনীয়, ২১২১৮৮ (১১১৫ পৃঃ); ২১২১৮৯ (১১১৭-১৮ পৃঃ); তাহাতে অঙ্গহানি হয় না ২১২১৮৯ (১১১৭ পৃঃ)

অর্দ্ধবাহুদশা সম্বন্ধে আলোচনা ৩১৮১৭৩

অশ্বমেধাদি যজ্ঞের ও নামের ফল সম্বন্ধে আলোচনা ১৩৩৬৪ ; ২১২১১৪ (১০০৩ পৃঃ)

অষ্টকালীন শ্রবণ-বিধান পুরাণসম্মত ২১২১২০ (১১২২ পৃঃ)

অষ্টমহাদ্বাদশী-প্রসঙ্গ ২১২৪১২৫৩-৫৪ (১৩৩৪-৩৮ পৃঃ)

অসংসদভ্যাগের সঙ্গে সংসদের প্রয়োজনীয়তা ২১১২৮ শ্লো (৬৮-৬৯ ছঃ)

অষ্টসিদ্ধির বিবরণ ২১২১১৩২ (৭৮১ পৃঃ)

অষ্টাদশসিদ্ধির বিবরণ ২১২৪১২১

অসংসদ-সমক্ষে আলোচনা ২১২২৪৯; গ্রহণাত্মক আচার ও বর্জনাত্মক আচার ২১২২৪৯ (১০৪৭ পৃঃ); সংসদ ২১২২৪৯ (১০৪৮ পৃঃ); শ্রী-সদী-শব্দের তাৎপর্য ২১২২৪৯ (১০৪৯-৫১ পৃঃ); কৃষ্ণভক্ত ২১২২৪৯ (১০৫১-৫২ পৃঃ); বর্ণাশ্রম-ধর্মত্যাগ, বর্জনাত্মক আচার ২১২২৫০; ভজনরহিত বর্ণাশ্রমধর্ম ত্যাগ বিধেয়; তাহাতে অমঙ্গল হয় না ২১২২৫০ (১০৫৫ পৃঃ); কৃষ্ণ-কৃষ্ণভক্তি-কামনাব্যতীত অন্য কামনাই দুঃসঙ্গ ২১২৪৭০

অমৃত-সংহার ও ভগবানের করুণা ১৩১২ স্লো (১৭৮ পৃঃ); ১১১৪ স্লো (১২ পৃঃ)

অমৃতদ্রব্যধামের স্বরূপ ১৩১২২ (১৮৩ পৃঃ)

আ

আ

আচমন সম্বন্ধীয় শাস্ত্রপ্রমাণ ২১২৪১২৪৩ (১৩২৪ পৃঃ)

আত্মসমর্পণের তাৎপর্য ২১২২৫৪; আত্মসমর্পণের যোগ্যতাবিধায়িনী দয়াসম্বন্ধে আলোচনা ২১৩১৮ স্লো (২০৮ পৃঃ)

আত্মস্বখেচ্ছাহীন গোপীদের পক্ষে শ্রীকৃষ্ণ-রূপ-বসাদি আশ্বাদনের লোভসম্বন্ধে আলোচনা ৩১৫১২১ (৪৯৮ পৃঃ)

আত্মগত্যময়ী সেবাতেই জীবের অধিকার ১১১৪ স্লো (১৮-১৯ পৃঃ); ২১২২৮৮ (১১১৩-১৪ পৃঃ) ২১২২১০ (১১২২ পৃঃ); ২১২২১১ (১১২৪ পৃঃ)

আশ্রয়রূপে প্রেমরসের আশ্বাদন-বাসনাই শ্রীকৃষ্ণের গৌররূপে অবতীর্ণ হওয়ার হেতু ১৪১৩৫

“আসনবর্ণাশ্রয়ো”-স্লোকে শ্রীকৃষ্ণের ও শ্রীগৌরের সাধারণ যুগাবতারত্ব খণ্ডন ও স্বয়ংভগবত্তা-স্থাপন এবং পীতবর্ণ স্বয়ংভগবানের উল্লেখ ১৩১৬ স্লো

ই

ই

ঈশ্বর-রূপা স্বতন্ত্র হইলেও প্রীতির অধীন ২১১০১৩৬-৩৭; ঈশ্বররূপাই ভক্তিচিন্তে আবির্ভূত হইয়া ভক্তরূপারূপে প্রকাশিত হয় ১১১০১৩৬-৩৭; ঈশ্বররূপা জাতি-কুলাদির অপেক্ষা রাখে না ২১১০১৩৬-৩৭

ঈশ্বরকোটি ব্রহ্মা ও জীবকোটিব্রহ্মা ২১৮১২ স্লো (৭৩২ পৃঃ); ২১২০২৫২-৬০; ২১২০৪১ স্লো; ২১২০২৬১; ২১২০৪২ স্লো

ঈশ্বরকোটি রুদ্র ও জীবকোটি রুদ্র ২১৮১২ স্লো (৭৩২-৩৩ পৃঃ); ঈশ্বরকোটিরুদ্র ২১২০২৬২-৬৩; ঈশ্বর কোটি রুদ্র কৃষ্ণের ভিন্নাভিন্নরূপ; কিন্তু জীবতত্ত্ব নহেন, কৃষ্ণস্বরূপও নহেন ২১২০২৬৩; কোনও কোনও শাস্ত্রে পরতত্ত্বরূপে শিবের উল্লেখ সম্বন্ধে আলোচনা ২১২০২৬৩ (৮৯৯-৯০০ পৃঃ); শিব শাপ-বরপ্রদ ২১২০২৬৩ (৮৯৯-৯০০ পৃঃ); মোহসম্পাদক শাস্ত্র প্রচারের জন্ত শিবের প্রতি ভগবানের আদেশ ২১২০২৬৩ (৯০০ পৃঃ); শিব মায়াশক্তিয়ুক্ত ২১২০২৬৫

উ

উ

উচ্চ সঙ্কীর্ণ-সম্বন্ধে আলোচনা ১১১৭১২০৪; ২১৩১৮ স্লো (৪২৯ পৃঃ); ৩১২০৭ (৭১২-১৬ পৃঃ)

উন্নত উজ্জল রস সম্বন্ধে আলোচনা ১১১৪ স্লো (১৪-১৮ পৃঃ)

উন্মিলনী মহাদ্বাদশী প্রসঙ্গ ২১২৪১২৫৪ (১৩৩৪-৩৫ পৃঃ)

উপাধি ১১২১০ স্লো; উপাধিত্যাগপূর্বক (অর্থাৎ গুণাতীত মনে করিয়া) বিষ্ণুর উপাসনায়—সাক্ষাদভাবেই মোক্ষ লাভ হয় এবং ভক্তিপর্যায়স্তও লাভ হইতে পারে ২১৮১২ স্লো (৭৩৪ পৃঃ); উপাধিত্যাগপূর্বক (গুণাতীত মনে করিয়া) ব্রহ্মা-রূপের উপাসনায় মোক্ষ লাভ হইতে পারে, কিন্তু তাহাও সাক্ষাদভাবে হয় না, শীঘ্রও হয় না ২১৮১২ স্লো (৭৩৪ পৃঃ)

উপাসনাভেদে ঈশ্বর-মহিমার অল্পভব-পার্থক্য ১১২১ (১০৭-৮ পৃঃ); ১১২১২; ১১২১১৪ (১০০৩-৪ পৃঃ); ১১২৪১৫৮

খ

খ

ঋগ্বেদে নাম-মহাশ্যেয়র কথা ১১১৭১৮

ঋগ্বেদে শ্রীরাধার উল্লেখ—ভূমিকা ‘রাধাতত্ত্ব’ প্রবন্ধ (১১৩ পৃঃ)

এ

এ

“এই গ্রন্থ লেখায় মোরে মদনমোহন”—কবিরাজগোস্বামীর এই উক্তি সম্বন্ধে আলোচনা ৩১২০১২০

“এক অজ সাধন”—প্রসঙ্গে লক্ষ্মীদেবীর উল্লেখের আলোচনা ১১২২১৫৮ প্লে

একই ঈশ্বর যে একই বিগ্রহে নামাকার রূপ ধারণ করেন, তৎসম্বন্ধে আলোচনা ১১২১৪১; ১১২০১৩৭; ঈশ্বর একরূপেই বহুরূপ, ভূমিকায় “কৃষ্ণতত্ত্ব-প্রবন্ধ” (২৮ পৃঃ); অনন্ত রস-বৈচিত্রীর মূর্তরূপই অনন্ত ভগবৎ-স্বরূপ রসিক-শেখরের রসাস্বাদনের জন্ম অনাদিকালেই প্রকাশিত; ভূমিকায় “শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক রসাস্বাদন” প্রবন্ধ (২৩ পৃঃ)

একই পরমাত্মার বিভিন্ন জীবের অবস্থিতি ১১২১৩; ১১২১৮ প্লে

একই পরিকরবর্গের সহিতই শ্রীকৃষ্ণের প্রকট ও অপ্রকট লীলা ১১৪১২৪

একই ভগবদ্ভাক্ত্যের বিভিন্ন স্থানে প্রকাশ ১১৫১৩

“একলে ঈশ্বর কৃষ্ণ আর সব ভূতা। যারে যৈছে নাচায় সে তৈছে করে নৃত্য”—পয়ারের তাৎপর্যালোচনা ১১৫১২১; জীবের কর্ম জীবের অণুস্বাতন্ত্র্যের অপব্যবহারেরই ফল ১১৫১২১ (৪৫২-৬০ পৃঃ); ভূমিকায় “জীবতত্ত্ব” প্রবন্ধ (১৪৫ পৃঃ; “জীবের অণুস্বাতন্ত্র্য”)

একাদশীব্রত সম্বন্ধে আলোচনা : একাদশীব্রতের পালনীয়তা ১১৫১৬-৮; সাধারণ আলোচনা ১১২৪১২৫৩ (১৩২৬-২৮ পৃঃ); সম্পূর্ণ একাদশী ও বিদ্বা একাদশী ১১২৪১২৫৪ (১৩৩১-৩৩ পৃঃ); উপবাসদিন নির্ণয় ১১২৪১২৫৪ (১৩৩৩ পৃঃ); পারণ ১১২৪১২৫৪ (১৩৩৪ পৃঃ); অহুত ১১২৪১২৫৩ (১৩২৭-২৮ পৃঃ); একাদশীব্যতীত অপর বৈষ্ণব ব্রতে অরুণোদয়-বিদ্বাহের বিচার করিতে হয় না ১১২৪১২৫৪ (১৩৩৩ পৃঃ)

একান্ত তত্ত্ব-প্রসঙ্গ ১১১৮১২ প্লে (৭৩৭-৩৯ পৃঃ)

“এতে চাংশ”—শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ংভগবদ্বা বিচার ১১২১৩ প্লে

ঐ

ঐ

ঐশ্বর্যজ্ঞানে প্রেমের সঙ্কোচন সম্বন্ধে আলোচনা ১১২১১৬২-৭১; ১১৩১৪ (১৭১ পৃঃ)

ঐশ্বর্য-শিথিল প্রেমের শ্রীকৃষ্ণ-বলীকরণী শক্তি নাই ১১৩১৪

ক

ক

কবিরাজগোস্বামীর দৈত্য়োক্তির তাৎপর্য ১১৫১৮৩-৮৫

কবিরাজগোস্বামীর মন্ত্রগুরু সম্বন্ধে আলোচনা ৩১২০২৫; ভূমিকায় “কবিরাজগোস্বামী”—প্রবন্ধ (৪-৫ পৃঃ)

কবিরাজগোস্বামীর ভাব ও মহাভাব সম্বন্ধে আলোচনা ১১২১১৫২-৫৩

করুণাই ভক্তনীয় গুণ ১১৮১২; করুণার মাধুর্য ও উল্লাস ১১১৪ প্লে (১২-১৩ পৃঃ)

কর্ম-জ্ঞানাদির অঙ্গরূপে উচ্চারিত নামে নামাপরাধ হয় ৩৩১৭৭ (১৪০ পৃঃ); তাহা হইলে কর্ম জ্ঞানাদির অঙ্গরূপে নামোচ্চারণের ব্যবস্থা কেন ৩৩১৭৭ (১৪৩ পৃঃ)

কর্ম-যোগ-জ্ঞানাদির অনুরূপে ভক্তির সাহচর্যের অত্যাৱশ্যক সম্বন্ধে আলোচনা ৩৪১৬৫; ভূমিকায় “অভিধেয়-তত্ত্ব”—প্রবন্ধ (১৭০-৭২ পৃঃ); এজ্ঞ কর্ম-যোগ-জ্ঞানাদি ভক্তিমুখ-নিরীক্ষক ১১২১১৪

কম্বো অপেক্ষা জ্ঞানীর, জ্ঞানী অপেক্ষা ভক্তের সংখ্যান্বিতা সম্বন্ধে আলোচনা ২১২১৩২ (৭৮২-৮৩ পৃঃ)

কর্মের উপাধিহীন ২১২১৪৮ (৭৯৫ পৃঃ)

কলিতে নাম-সঙ্কীর্ণনের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আলোচনা ২১২১২ শ্লো (৪২২-৩০ পৃঃ) ; ৩২০১৭ (৭১৬-১৭ পৃঃ)

কলিযুগের বিশেষ গুণ সম্বন্ধে আলোচনা ৩২০১৭ (৭১৬-১৭ পৃঃ)

কাজীর যবন কর্মচারীদের মুখে হরিনাম স্মরণ সম্বন্ধে আলোচনা ১১৭১২০৬

কান্তাপ্রেম সম্বন্ধে আলোচনা ২১৮৬৩

কাম ও প্রেমের পার্থক্য ১৪১১৩২ (৩৫৮ পৃঃ) ; ১৪১২৫ শ্লো ; ১৪১১৪০-৫৫ ; ১৪১১৪০-পর্যায়ের টীকা-পরিশিষ্ট

কামগায়ত্রী সম্বন্ধে আলোচনা ২২১১০৪ ; ভূমিকায় “প্রণবের অর্থবিকাশ”-প্রবন্ধ (২৭১-৭৪ পৃঃ)

কামবীজ ও কামগায়ত্রী সম্বন্ধে আলোচনা ২৮১১০২ (৩০২-১১ পৃঃ) ভূমিকায় “প্রণবের অর্থ-বিকাশ”-প্রবন্ধ (২৭০-৭৪ পৃঃ)

কামরূপা ও সম্বন্ধরূপা রাগান্বিতা সম্বন্ধে আলোচনা ২২২১৮৭ ; ১১১৪ শ্লো (১৬-১৭ পৃঃ)

কায়বুহ ১১১৪২ ; কায়বুহ ও প্রকাশ ১১১৩২ শ্লো

কারণার্গবের স্বরূপ-সম্বন্ধে আলোচনা ১১৫৬ শ্লো

কালিদাসের ঝড়ুঠাকুর-সম্বন্ধীয় আচরণে শিক্ষার বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা ৩১৬১৩৪ (৫৩৫ পৃঃ)

“কালেন বৃন্দাবনকেনিবার্তা”-ইত্যাদি শ্লোকে “তত্র”-শব্দ সম্বন্ধে আলোচনা ২১২১১১ শ্লো (৭৭০ পৃঃ)

“কিবা বিপ্র কিবা জ্যাসৌ শূদ্র কেনে নয়। যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়”—প্রভুর এই উক্তি সম্বন্ধে আলোচনা ২৮১১০০

“কি কার্য্য সন্ন্যাসে মোর”-ইত্যাদি বাক্যের আলোচনা ২১৪১৫২

কুরুক্ষেত্র মিলনে ব্রজসুন্দরীদের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিময় বাক্য সম্বন্ধে আলোচনা ২১৩১৫১

কুণ্ডলবিপ্রের কাহিনী ৩২০১৪৮

কৃষ্ণ অনন্তরূপে একরূপ ১২১৮৩ ; ২১২১৪১ ; ভূমিকায় “কৃষ্ণতত্ত্ব”-প্রবন্ধ (৭৮-৭২ পৃঃ)

কৃষ্ণ রূপার পক্ষপাতিত্ব-হীনতা সম্বন্ধে আলোচনা ; স্বর্ধারম্মির মত সর্বত্র সমভাবে বিতরিত, ভক্তচিতে বৈশিষ্ট্য ধারণ করে মাত্র ৩৬২২২ (২২৭-২৮ পৃঃ)

“কৃষ্ণকে ব্রজ লইতে বাহির করিও না”-শ্রীরূপের প্রতি প্রভুর এই উক্তির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আলোচনা ৩১১৬১ (১৫-১৭ পৃঃ) ; ৩১১৬১ পর্যায়ের টীকাপরিশিষ্ট

কৃষ্ণদাস-অভিমানের আনন্দ ও ব্রজানন্দ ১৬৪০

কৃষ্ণপরিকরদের নিত্যত্ব সম্বন্ধে আলোচনা ১৪১২৪

কৃষ্ণপূজাতেই অপর সকলের পূজা হয় ২২২২২৬ শ্লো

“কৃষ্ণ প্রাপ্য সম্বন্ধ”-বিষয়ে আলোচনা ২২০১১০২-১০

“কৃষ্ণবর্ণং ত্রিষাকৃষ্ণম্”-শ্লোকে রাধাকৃষ্ণমিলিত বিগ্রহ গৌরস্বরূপের এবং কলিতে তাঁহার উপাশ্রয়ের আলোচনা ১৩১১০ শ্লো

কৃষ্ণব্যতীত অপর কেহ প্রেম দিতে পারেন না ১৩১৫ শ্লো ; ৩২০১২২ (৭৩৭-৪১ পৃঃ)

কৃষ্ণভজনে সাধারণতঃ গুণময় বস্তু পাওয়া যায় না ২২০১২৬৩ (৮২২-২০০ পৃঃ)

কৃষ্ণভক্তি সম্বন্ধে আলোচনা ২২২১৪ ; ২২২১১৪ ; ২২৫১২২-১০০ ; ১১২২৬ শ্লো ; ভূমিকায় “অভিধেয়তত্ত্ব” প্রবন্ধ (১৬৭-৭৫ পৃঃ)

“কৃষ্ণভক্তে কৃষ্ণগুণ সকলি সঞ্চারে”-বাক্যের আলোচনা ২১২১৪৩ ; ২১২৩৩১ শ্লো

কৃষ্ণভক্তের চুল্লভিত্ত সঙ্ক্ষে আলোচনা ২১২১১৩২ (৭৭২-৮৩ পৃঃ)

কৃষ্ণমার্থ্য্যঃ আশ্বাদন-বাসনা ক্রমশঃ বর্ধিত হয়, তাহাতে অতৃপ্তি জন্মে বলিয়া বিধাতারও নিন্দা করা হয় ১৪১৩১৩-৩২ ; ১৪১২১ শ্লো ; ১৪১২২ শ্লো ; আশ্বাদনের একমাত্র উপায় প্রেম ; প্রেমের বিকাশারূপ আশ্বাদনই সম্ভব ১৪১২২৫ ; আশ্বাদনের জন্ত বলবতী লালসা—গোপীগণের ১৪১২৩ শ্লো, মথুরানাগরীগণের ১৪১২৪ শ্লো, কৃষ্ণের নিজের ১৪১১৩৪-৩৫ ; স্থায়ী স্বাভাবিক বলে কৃষ্ণ-আদি সকলকে চঞ্চল করে ১৪১১২৮ ; ১৪১১৩৫

কৃষ্ণরতির আবির্ভাবের (সাধনাভিনিবেশ এবং কৃষ্ণ-তদন্তরূপা এই) হেতুস্বয় সঙ্ক্ষে আলোচনা ২১২১১৩২ (৭৮৬ পৃঃ) ; ৩১২০১২২ (৭৩৮ পৃঃ চ)

কৃষ্ণরতির তিনটি বৃত্তি (কর্ম, করণ ও ভাব) সঙ্ক্ষে আলোচনা ২১২৩১২৬

কৃষ্ণরূপের প্রকটনে কিরূপে যোগমায়ার শক্তি প্রদর্শিত হইল ২১২১৮৫ (২৫৮ পৃঃ)

কৃষ্ণলীলার অনুকরণ অসম্ভব ১৪১৪ শ্লোক (২৬৪-৬৬ পৃঃ)

“কৃষ্ণলীলামৃতসার, তার শত শত ধার” ইত্যাদি বাক্য সঙ্ক্ষে আলোচনা ২১২৫১২২৩

কৃষ্ণমূর্তিই জীবের অনাদি-কৃষ্ণবিশৃতি দ্বীকরণের একমাত্র উপায় ২১২০১০৫ (৮৫০ পৃঃ) ভূমিকায় “সাধনভক্তির প্রাণ”-প্রবন্ধ (১৮২-২০ পৃঃ)

কৃষ্ণাধরামৃতমাত্রই মহাপ্রসাদ, কেবলমাত্র জগন্নাথের অধরামৃতই নয় ২১৬১১৭ শ্লো (২০৫ পৃঃ) ; ৩১৬১৫৪ .

কৃষ্ণানুশীলন, দুই রকম ২১২১১৪৮ (৭২৫ পৃঃ)

কৃষ্ণাবতারের মুখ্যহেতুসঙ্ক্ষে আলোচনা ১৪১১৪ (২৩৫-৪১ পৃঃ)

কৃষ্ণাবতারের মুখ্যকারণদ্বয়ের মধ্যে কোন্টি মুখ্যতর ১৪১১৫ (২৪২ পৃঃ)

কৃষ্ণে আত্মসমর্পণকারীর পক্ষে “কৃষ্ণের আত্মসম” হওয়ার এবং কৃষ্ণের “বিচিকীর্ষিত” হওয়ার তাৎপর্য্য-সঙ্ক্ষে আলোচনা ২১২১৫৪ ; ২১২১৪২ শ্লোক (১০৬৩ পৃঃ)

কৃষ্ণে কর্ম্মার্পণ ও তাহার ফল ২১৮১৫৫ ; “কৃষ্ণে কর্ম্মার্পণকে” প্রভু “বাহু” বলিলেন কেন ২১৮১৫৬

কৃষ্ণেই অদ্ভুতরূপে বিকশিত পাঁচটি গুণ ২১২৩৩৪ শ্লো

কৃষ্ণের অন্তর্দান সঙ্ক্ষে আলোচনা ২১২৩১৫২ (১২১১-১৭ পৃঃ)

কৃষ্ণের আচরণের অনুকরণীয়তা সঙ্ক্ষে গীতা ও ভাগবতের উক্তির আলোচনা ১৪১৪ শ্লো (২৬৪-৬৭ পৃঃ)

কৃষ্ণের আশ্রয় আনন্দ সঙ্ক্ষে আলোচনা ; স্বরূপানন্দ ও স্বরূপ-শক্ত্যানন্দ ২১২৪১২২ (১২৩৬-৩৮ পৃঃ)

কৃষ্ণের ইচ্ছায় ব্রহ্মাণ্ডে তাঁহার ধামের প্রকাশ ১৪১১৬ ; ২১২০১৩০০-৩১

কৃষ্ণেব এক বিগ্রহেই বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপের অবস্থান সঙ্ক্ষে আলোচনা ২১২১৪১

কৃষ্ণের কৈশোরের এবং কাম ও জগতের সফলতা সঙ্ক্ষে আলোচনা ১৪১১০২

কৃষ্ণের কৌমার-বয়সের সফলতা সঙ্ক্ষে আলোচনা ১৪১১০০

কৃষ্ণের গুণ : অনন্তগুণের মধ্যে পঞ্চাশটি প্রধান গুণ ২১২৩২৪-৩০ শ্লো ; অসাধারণ চারিটিগুণ ২১২৩৩৫-৩৮ শ্লো ; নারায়ণাদিতে থাকিলেও একমাত্র কৃষ্ণেই অদ্ভুত ভাবে বিকশিত পাঁচটিগুণ ২১২৩৩৪ শ্লো

কৃষ্ণের চারিরকম বসন্ত (সুস্থ, সখা, প্রিয়সখা ও প্রিয়-নর্ঘসখা)-সঙ্ক্ষে আলোচনা ২১২৩৩৪-৩৫

কৃষ্ণে জন্মলীলা (মথুরায় ও গোকুলে একই সময়ে প্রকটন)-সঙ্ক্ষে আলোচনা ২১১৮১৬০ ; জন্ম-লীলার রহস্য, ভূমিকায় “ব্রজেন্দ্র-নন্দন”-প্রবন্ধ (২৮ পৃঃ) ; অভিমান-বশতঃই নন্দ-যশোদার পিতৃ-মাতৃদ্ব, কৃষ্ণের জন্মবশতঃ নর, বাৎসল্য-রসের আশ্বাদনের জন্ত এইরূপ অভিমান ; ভূমিকায় “ব্রজেন্দ্র-নন্দন”-প্রবন্ধ (২৬-২৭ পৃঃ)

কৃষ্ণের ত্রিবিধ প্রকাশ (ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান্)-সম্বন্ধে আলোচনা ১২১৭ ; ১১১৪ শ্লো

কৃষ্ণের ত্রিবিধ বয়োধর্ম (কৌমার, পৌগণ্ড, কৈশোর) সম্বন্ধে আলোচনা ; সকল সময়েই পরম সৌকুমার্য, চাপল্য, শাস্ত্রের অনুদগম প্রভৃতি বাল্যশোভা মণ্ডিত ১৪১২২ ; বাল্য ও পৌগণ্ড হইল বিগ্রহের ধর্ম ১২১৮১ (১৪২-৫০ পৃঃ) ২১২০২১৫ ; কৈশোরই সর্বশ্রেষ্ঠ ২১২১২৪ ; কৈশোরে নিত্যস্থিতি ২১০১০১৮

কৃষ্ণের দ্বিবিধ শারীরিক স্নানক্ষণ ২১২০২৪-৩০ শ্লো (১১৮৩ পৃঃ) ; পদচিহ্ন ২১২০২৪-৩০ শ্লো, (১১৮৩ পৃঃ)

কৃষ্ণের ধীরললিতত্বে রাধাপ্রেমের বৈশিষ্ট্যই খ্যাপিত হইয়াছে ২১৮১৪২

কৃষ্ণের নন্দসুভক্তের তাৎপর্য্য সম্বন্ধে আলোচনা ১২১৬ ; ভূমিকায় “ব্রজেন্দ্রনন্দন” প্রবন্ধ (২৬ পৃঃ)

কৃষ্ণের নরবপু ও নরলীলা সম্বন্ধে আলোচনা ২১২০১৩১-৩২ (৮৬৪-৬৮ পৃঃ) ; ২১২১৮৩ ; ভূমিকায় “শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব” প্রবন্ধ (৮২ পৃঃ) ; নরবপু বিভূত্ব ২১২০১৩১-৩২ (৮৬৭ পৃঃ) ; ভূমিকায় “কৃষ্ণতত্ত্ব” প্রবন্ধ (৮৪ পৃঃ) ; ২১২১৬২ ।

কৃষ্ণের পদচিহ্নের বিবরণ ২১২০২৪-৩০ শ্লো (১১৮৩ পৃঃ)

কৃষ্ণের পদনধর-সৌন্দর্য্যের মাধুর্য্য ১১১২৭ শ্লো (৬৬ পৃঃ)

কৃষ্ণের পক্ষে “কাম-নির্ব্বাপণ” শব্দের তাৎপর্যালোচনা ২১৮৮৮

কৃষ্ণের পক্ষে নন্দ-যশোদার লাল্যভ্রজ্ঞান সম্বন্ধে আলোচনা ২১২১১৮৮

কৃষ্ণের পৌগণ্ডবয়সের সফলতা সম্বন্ধে আলোচনা ১৪১১০০

কৃষ্ণের মাধুর্য্য সম্বন্ধে আলোচনা—ঐশ্বর্য্যামাধুর্য্য, লীলামাধুর্য্য, বেণুমাধুর্য্য ও রূপমাধুর্য্য ৩২১১২২

কৃষ্ণের রসাস্বাদন-লোলুপতা ও ভক্তবশ্ততা সম্বন্ধে আলোচনা ১১১৫৮

কৃষ্ণের রসিক-শেখরত্ব ও পরম-করুণত্ব সম্বন্ধে আলোচনা ১৪১১৪ (২৪০-৪১ পৃঃ)

কৃষ্ণের শেষাঙ্গী-লীলার বিবরণ ২১৮১৫৮

কৃষ্ণের ষড়্-বিধ-বিলাস ১২১৮০-৮২

কৃষ্ণের স্বরূপ-বিচার : প্রাভব-প্রকাশ, অংশ, শক্ত্যাবেশ, বাল্য ও পৌগণ্ড, স্বয়ংরূপ, তদেকান্তরূপ, আবেশ ১২১৮০-৮১ ; অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব ২১২০১৩১-৩২ ; ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান্—ব্রহ্ম কৃষ্ণের অঙ্গকাস্তি ২১২০১৩৫ ; পরমাশ্রা তাঁহার অংশ ২১২০১৩৬ ; ভগবান্ পূর্ণরূপ, একই বিগ্রহে অনন্তস্বরূপ ২১২০১৩৭ ; স্বয়ংরূপ, তদেকান্তরূপ, আবেশ, ২১২০১৩৮ ; স্বয়ংরূপ ২১২০১৩৯ প্রাভব-প্রকাশ, বৈভব-প্রকাশ ২১২০১৪০-৪৮ ; গোবিন্দের মাধুরী বাহুদেবেরও শ্লোভ জন্মায় ২১২০১৫০ ; ২১২০২৭ শ্লো ; ২১২০১৫১ ; ২১২০২৮ শ্লো ; তদেকান্তরূপ ২১২০১৫২ ; তদেকান্তরূপের স্বাংশভেদ —পুরুষাবতার, লীলাবতার, গুণাবতার, মহন্তরাবতার, যুগাবতার, শক্ত্যাবেশাবতার ২১২০২১১-১৪ ; পুরুষাবতার ২১২০২১৭-৫৩ ; লীলাবতার ২১২০২৫৪-৫৬ ; গুণাবতার ২১২০২৫৭-৬৮ ; মহন্তরাবতার ২১২০২৬২-৭৮ ; যুগাবতার ২১২০২৭০-৮৮ ; শক্ত্যাবেশাবতার ২১২০৩০৪-১১ ; বাল্য-পৌগণ্ড ২১২০৩১২-১৩

“কৃষ্ণেরে নাচায় প্রেম ভক্তেরে নাচায় । আপনে নাচয়ে তিনে নাচে এক ঠায় ॥”-বাক্যের আলোচনা ৩১৮১১৭

কে কাহাকে ভক্তি করিবে, কেন করিবে ২১২২৪

কেশাবতার-সম্বন্ধে আলোচনা ২১২০৫২ (১২১৭-২২ পৃঃ)

“কেহো মানে, কেহো না মানে, সব তার দাস ।”-বাক্য সম্বন্ধে আলোচনা ১১৬৭২

কোনও এক ভগবৎ-স্বরূপের উপাসক হইয়াও অন্য ভগবৎ-স্বরূপের অবজ্ঞাতে যে অহর-সংজ্ঞা লাভ হয়, তৎসম্বন্ধে আলোচনা ১৮১১১

গ

গ

গ

গ

গত দ্বাপরের যুগাবতার সম্বন্ধে আলোচনা ১৩৭ শ্লো ; ২১২০২৭২-৮০

গুণময়ী (বা গৌণী) ভক্তি সম্বন্ধে আলোচনা ২১২১২২-২৪ শ্লো

গুণমায়ী-সম্বন্ধে আলোচনা ১১১১২ শ্লো, (২৫ পৃঃ) ; ১১১২৪ শ্লো (৫২ পৃঃ) ; ২১২৫১৭

গুণাবতার বিষ্ণু এবং নারায়ণ অভিন্ন ২১১৮২ শ্লো (৭৩৫-৩৬ পৃঃ)

“গুরু-আজ্ঞা বলবান্-বাক্য সম্বন্ধে আলোচনা ২১০১৪১ ; পরশুরাম ও লক্ষ্মণের দৃষ্টান্তের আলোচনা

২১০১৪ শ্লো

গুরুকৃপা ও ভগবৎ-কৃপা সম্বন্ধে আলোচনা ৩৭১২১

গুরুত্ব সম্বন্ধে আলোচনা : দীক্ষাগুরুত্ব ১১১২৬-২৭ ; ১১১১৮ শ্লো ; ১৭৭৪ (৫০৬-৭ পৃঃ) ; শিক্ষাগুরুত্ব

১১১২৮-২৯ ; ১১১১৯ শ্লো

গুরুপাদাশ্রয় সম্বন্ধে আলোচনা ২১২১৬১

গুরুসেবন সম্বন্ধে আলোচনা ২১২১৬১ (১০৭৫ পৃঃ)

গোকুল, গোলোক ও শ্বেতদ্বীপ সম্বন্ধে আলোচনা ১৩৩ ; ১৫১১৪ ; গোলোকাখ্য গোকুল ২১২১৭৪ ;

গোকুলের মাহাত্ম্য সর্বাতিশায়ী ১৫১২১ ; গোকুলে কেবলা রতি ২১২১৬৬

গোপীগণের “আপনাকে কৃষ্ণভক্তা”-সম্বন্ধে আলোচনা ২১২৩৪১

গোপীগণের তিরস্কারে শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয়-সম্বন্ধে আলোচনা ১৪১২৩ ; ২১৪১৫১

গোপীগণের প্রেমকে কাম বলা হয় কেন ২১২১৮৭ (১১১১ পৃঃ)

গোপীপ্রেমে স্বস্থবাসনা না থাকিলেও কোটীগুণ স্থখ হয় ১৪১১৫৬-৫৮, কৃষ্ণস্থখেই তাহার পর্য্যবসান

১৪১১৫৯-৬৬ ; কিন্তু কৃষ্ণসেবার বিয় ঘটাইলে তাহাও নিন্দনীয় ১৪১১৭২ ; গোপীপ্রেমের অপূর্ণ নিষ্ঠা ১১৭১৮-৯ শ্লো ;

গোপীপ্রেমে শ্রীকৃষ্ণের বশতা ১৪১৩ শ্লো ; ১৪১২৯ শ্লো

গোপী-শব্দের তাৎপর্য ১১১৪১ ; ১৪১৭৬ (৩১১ পৃঃ)

গোবর্দ্ধন-ধারণ ও অম্বর-সংহারাদি দর্শনে কৃষ্ণ-সম্বন্ধে গোপগণের বিন্ময়-প্রসঙ্গের আলোচনা

১৪১১২০ (২৪৭ পৃঃ)

গোবর্দ্ধনযজ্ঞে শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক পূজাপকরণ গ্রহণ ১১৫১২৩২

গোবর্দ্ধনে গোপালের সেবা সম্বন্ধে এবং বল্লভাচার্য ও তৎপুত্র বিঠলেশ্বর সম্বন্ধে আলোচনা ২৩১১০৩

গোবিন্দ-দ্বাদশী-ব্রত প্রসঙ্গ ২১২৪১২৫৪ (১৩৪২-৪৩ পৃঃ)

গোলোকের স্থিতি সম্বন্ধে আলোচনা ২১২৩৫৮ (১২০৫-১০ পৃঃ)

গৌণীবৃত্তি ১৭১১০৪ ; গৌণীবৃত্তি এবং মূখ্য বৃত্তি, কিংবা অবয়ব-ব্যতিরেকীমূখ অর্থে কৃষ্ণই সকল-শাস্ত্রের
প্রতিপাদ ২১২০১২৮

গৌণীভক্তি সম্বন্ধে আলোচনা ২১২১২২-২৪ শ্লো

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবের পক্ষে শ্রীশ্রীগৌরহৃদয় ও শ্রীশ্রীব্রজেনন্দন, ব্রজলীলা ও নবদ্বীপলীলা, যে তুল্যভাবে ভজনীয়,
তৎসম্বন্ধে আলোচনা ২১২১২০

গৌড়ীয় ভক্তদের বিংশতি বৎসর নীলাচলে গমনাগমন-সম্বন্ধে আলোচনা ২১১৪৫

গৌর সম্মুখে না থাকিলে জগন্নাথের রথ চলিত না কেন, তৎসম্বন্ধে আলোচনা ২১৩০১১৩

গৌর-করুণার অপূর্ণ বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আলোচনা ১৮১১৫-১৮ ; ১৮১২৭-২৮ ; ৩১৭১৬৪ ; গৌর-করুণার মাধুর্য
ও উল্লাস সম্বন্ধে আলোচনা ১১১৪ শ্লো (১২-১৩ পৃঃ) ; ভূমিকায় “শ্রীশ্রীগৌরহৃদয়”-প্রবন্ধ (২২০-২২ পৃঃ)

গৌর-নিভ্যানন্দরূপ সূর্য্যচন্দ্রের অপূর্ব্বত্ব ১১১৫৫

গৌর-নীলার ডুবিতে পারিলেই যে ব্রজলীলা ক্ষুরিত হইতে পারে, তৎসম্বন্ধে আলোচনা ২১২১২০ (১১২১-২২ পৃঃ) ; ২১২৫১২২৩

গৌরনীলার নিত্যত্ব-সম্বন্ধে আলোচনা ১৩১২১

গৌর-নীলার প্রকটনসম্বন্ধে ত্রীকৃষ্ণের চিন্তা ১৩১১১-১২

গৌরনীলার বৈশিষ্ট্য ২১২১২০

গৌরসুন্দরই যে শাস্ত্র-কথিত কলিয়ুগের অবতার, তৎসম্বন্ধে আলোচনা, ১৩১৬৮ ; ভূমিকায় “শ্রীশ্রীগৌর-সুন্দর”-প্রবন্ধ (২৮২-৮৪ পৃঃ)

গৌরের করুণার ও বদান্যতার অসাধারণত্ব সম্বন্ধে আলোচনা ৩১৭১৬৪

গৌরের বর্জ্য হাড়ির উপরে উপবেশন প্রসঙ্গ ১১৪১৬৮-৭১

গৌরের ও কৃষ্ণের সাধারণ-যুগাবতারত্ব ঋগুণ ১৩১৬ শ্লো (১৮৮-২২ পৃঃ)

গৌরের স্বয়ং ভগবদ্বাসম্বন্ধে শাস্ত্রপ্রমাণাদির আলোচনা ১১১৫ শ্লো ; ১৩১৬ শ্লো (১৮২-২২ পৃঃ) ; ১৩১৮ শ্লো ; ১৩১০ শ্লো ; ১৩১৫ শ্লো ; ভূমিকায় “শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর”-প্রবন্ধ (২৭২-৮১)

চ

চ

চ

চ

“চড়ি গোপীর মনোরথে” বাক্যের আলোচনা ২১২১৮২

চতুঃষষ্টি কনার বিবরণ ২১৮১৪৩ (৩৩৪ পৃঃ)

চতুর্দশ মনুর নাম ১৩১৭

চতুর্বিধ পুরুষার্থ ও পঞ্চম বা পরম পুরুষার্থ ১১৭৮১ ; ভূমিকায় “পুরুষার্থ”-প্রবন্ধ (১৫২ পৃঃ)

চিচ্ছক্তি ১১২১৮৪ ; চিচ্ছক্তির বৃত্তি—হ্রাদিনী, সন্ধিনী এবং সংবিৎ ১১৪১৫৫ ; চিচ্ছক্তির স্বপ্রকাশত্ব ; বিত্তদ্রব্য ; আধার শক্তি ; আত্মবিজ্ঞা ; গুহ্যবিজ্ঞা ; মূর্ত্তি ; ১১৪১৫৫ ; মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত শক্তি ১১৪১৫২ (২৮১ পৃঃ) ; ১১৪১৫৫ (২৮৩ পৃঃ)

চিত্রজন্মাদি সম্বন্ধে আলোচনা ২১২৩১৮ (১১৬২-৭০ পৃঃ) ; চিত্রজন্মাদি-শব্দের অন্তর্গত “আদি”-শব্দসম্বন্ধে আলোচনা ৩১৫১২১ (৪২২ পৃঃ) ; ৩১২১৪২

চিরন্তনী সুখবাসনা-সম্বন্ধে আলোচনা ১১১৪ শ্লো (৮-১১ পৃঃ)

চৌরাশীলক্ষ যোনির বিবরণ ২১২১১২৫

চৌষষ্টি-অঙ্গ সাধনভক্তি ; শ্রেণীবিভাগ ২১২১৬০ (১০৭০-৭১ পৃঃ) ; ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর মতে চৌষষ্টি-অঙ্গ ২১২১৬০ (১০৭১ পৃঃ) ; চৌষষ্টি-অঙ্গ-সাধনভক্তি সম্বন্ধে আলোচনা ২১২১৭৩

ছ

ছ

ছ

ছ

ছয়রূপে কৃষ্ণের বিলাস-সম্বন্ধে আলোচনা ১১২৮০-৮১

ছোট হরিদাসের ত্রিবেণীতে দেহত্যাগ-সম্বন্ধে আলোচনা ; ইহা আত্মহত্যা নহে ৩১২১৪৬

ছোট হরিদাসের বর্জ্জন কেবল লোকশিক্ষার্থ ৩১২১১৭ (২১ পৃঃ) ; ৩১২১১৮ ; ৩১২১২১ ; ৩১২১৪১ ; ৩১২১৪৬ ; ছোট হরিদাসের বাস্তব কোনও দোষ ছিল না ৩১২১২১

জ

জ

জ

জ

জগৎ-প্রপঞ্চের সৃষ্টিতেও মায়াবদ্ধ জীবের প্রতি ভগবানের করুণা ৩১২৫ (৭৫-৭৬ পৃঃ)

জগতে ঐশ্বর্য্যজ্ঞানের প্রাধান্য্য সম্বন্ধে আলোচনা ১৩১১৪

“জগত্তের মধ্যে পাত্র সার্ক তিন জন”—মহাপ্রভুর এই উক্তিসম্বন্ধে আলোচনা ৩১২১০৪

জগন্নাথ-দর্শনে আবিষ্টা উড়িয়া স্ত্রীলোক-সম্বন্ধে প্রভুর আচরণের আলোচনা ৩১৪১২৩

জগন্নাথের রথ চলার রহস্য-সম্বন্ধে আলোচনা ২১৪৫৪

জগন্নাথশ্রী শ্লোকের শ্রীধরস্বামীর টীকাভূমিকা অর্থ ২১৮৫১ শ্লো (৩৭৮-৮১ পৃঃ); বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর টীকাভূমিকা অর্থ ২১৮৫১ শ্লো (৩৮১-৮৬ পৃঃ); শ্রীধরস্বামীর ও বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর অর্থের পার্থক্য-সম্বন্ধে আলোচনা ২১৮৫১ (৩৮৬ পৃঃ); লীলাপের অর্থের প্রয়োজনীয়তা ২১২৫১৩২ শ্লো (১৩২৬-২৭ পৃঃ); কৃষ্ণলীলাসূচক অর্থ ২১২৫১৩২ শ্লো (১৩২৭-১৪০০ পৃঃ); গৌরলীলাসূচক অর্থের সঙ্গতি সম্বন্ধে আলোচনা ২১২৫১৩২ শ্লো (১৪০০-১৪০১ পৃঃ); গৌরলীলা-সূচক অর্থ ২১২৫১৩২ শ্লো (১৪০০-১৪০৪ পৃঃ)

জগন্নাথমী ব্রত-প্রসঙ্গ ২১২৪১২৫৩-৫৪ (১৩২৮-৩০ পৃঃ)

জয়ন্তী মহাদ্বাদশী প্রসঙ্গ ২১২৪১২৫৪ (১৩৩৭ পৃঃ)

জয়া মহাদ্বাদশী প্রসঙ্গ ২১২৪১২৫৪ (১৩৩৫-৩৬ পৃঃ)

জাতপ্রেম ভক্তের লীলাতে প্রবেশ-প্রণালী সম্বন্ধে আলোচনা; প্রকট-প্রকাশের যোগে প্রবেশ; অপ্রকট প্রকাশের যোগে নহে; অপ্রকট-প্রকাশের সাধন ভূমিকায় নাই ২১২১২৪; পরিশিষ্টে “অন্তর্জ্ঞান সিদ্ধদেহ”-প্রবন্ধ জিজ্ঞাস্য বস্তু সম্বন্ধে আলোচনা ১১১২৬ শ্লো

জীব-কোটি ব্রহ্মা সম্বন্ধে আলোচনা ১১১৮২ শ্লো (৭৩২-৩৩ পৃঃ); ২১২০১২৫২-৬০; ২১২০১৪১ শ্লো; বর্তমান চতুর্যুগের ব্রহ্মা জীবকোটি ২১২৫১৮ (১৩৭৬ পৃঃ)

জীবতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা ১১৭১১১১-১২; ১১৭১৬-৭ শ্লো; ২১২০১২৫-৩৩; ২১২০১৫-১৮ শ্লো; ২১২০১০১-২; ২১২০৮ শ্লো; ২১২১৭; ভূমিকায় “জীবতত্ত্ব” প্রবন্ধ (১২৩-৫৮ পৃঃ)

“জীবমুক্ত মানী” সম্বন্ধে আলোচনা ২১২১২০

জীব-ব্রহ্মের অভেদত্ব-খণ্ডন ১১৭১১১৩; ভূমিকায় “জীবতত্ত্ব”-প্রবন্ধ (১৩২-৪০ পৃঃ)

জীবমায়া সম্বন্ধে আলোচনা ১১১২৪ শ্লো (৫১ পৃঃ); ২১৫২৭

জীবশক্তি সম্বন্ধে আলোচনা ১১২৮৬; চিদ্রূপা ১১৭১৬ শ্লো; ভূমিকায় “জীবতত্ত্ব” প্রবন্ধ (১২৩-২৪ পৃঃ); জীবশক্তিকে তটস্থা বলে কেন ১১২৮৬; (১৫৫ পৃঃ); ২১২০১০১ (৮৪১-৪২ পৃঃ)

জীবস্বরূপের সঙ্গেই ভগবানের সম্বন্ধ ২১১০১৩৮

জীবকে ঈশ্বরের বিভিন্নাংশ বলে কেন ২১২১৭

জীবে পরমাত্মার প্রকাশ সম্বন্ধে আলোচনা ১১২১৩ এবং ১১২১৩ পয়ারের টীকা-পরিশিষ্ট

জীবে যে স্বরূপ-শক্তি (বা জ্ঞানিনী) নাই, তৎসম্বন্ধে আলোচনা ১১৪১২ শ্লো (২৮৫-৮৭ পৃঃ)

জীবের অণুতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা ১১২১৮ শ্লো; ১১৭১১৩; ২১২০১৮ শ্লো; ভূমিকায় “জীবতত্ত্ব”-প্রবন্ধ (১২২-৩২ পৃঃ); বিভূত্ব-খণ্ডন ১১৭১১৩; মধ্যমাকায়ত্ব খণ্ডন ২১২০১৮ শ্লো (৭৭২ পৃঃ) ভূমিকায় “জীবতত্ত্ব”-প্রবন্ধ ১৩২-৪০ পৃঃ)

জীবের অণুস্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে আলোচনা ৩১২৫ (৭৪-৭৭ পৃঃ); ভূমিকায় “জীবতত্ত্ব”-প্রবন্ধ (১৪৫-৪৬ পৃঃ); অণুস্বাতন্ত্র্যের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আলোচনা ১১২৫ (৭৭ পৃঃ)

জীবের কর্ম ও ভগবানের কর্মের পার্থক্য সম্বন্ধে আলোচনা ১১৩৩ শ্লো (১৭২ পৃঃ)

জীবের চিরন্তন স্বখবাসনা-সম্বন্ধে আলোচনা ১১১৪ শ্লো (৮-১১ পৃঃ)

জীবের ভুক্তি-মুক্তি বাসনা সম্বন্ধে আলোচনা ২১২০১৩২

জীবের সাধনে প্রবর্তক-ভাব সম্বন্ধে আলোচনা ২১২০১৩২ (৭৮২-৮৩ পৃঃ); ২১২১৫২

জ্ঞান : পরোক্ষ ও অপরোক্ষ জ্ঞান ১১১২২ শ্লো

জ্ঞানের তিনটি অঙ্গ সম্বন্ধে আলোচনা ২১২১৮২

জ্ঞানমার্গের সাধকের সাধনা সম্বন্ধে আলোচনা ২১২৪৬৭ ; জ্ঞানমার্গের সাধক তিন প্রকার ২১২১২০ ; জ্ঞানমার্গের সাধকের পক্ষেও ভক্তির অহুষ্ঠান অত্যাৱশ্যক কেন, তৎসম্বন্ধে আলোচনা ২১২১১৪ ; ২১২১১৬ ; ভূমিকায় “অভিধেয় তত্ত্ব”-প্রবন্ধ

জ্ঞানমিশ্রাভক্তি সম্বন্ধে আলোচনা ২১৮৫৭ ; জ্ঞানমিশ্রাভক্তিকে প্রভু বাহ্য বলিলেন কেন ২১৮৫৮

জ্ঞানশূন্যভক্তি সম্বন্ধে আলোচনা ২১৮১২ শ্লো ; জ্ঞানশূন্যভক্তি-কথার পরেও প্রভু “আগে কহ আর” বলিলেন কেন ২১৮৫২ ; জ্ঞানশূন্যভক্তি হইতে প্রেমভক্তির উৎকর্ষ ২১৮১১ শ্লো

জ্যোতিষচক্র-প্রমাণে নীলার নিত্য প্রতিপাদন ২১২০১২-২০ (২২২-২৪ পৃঃ)

ত

ভ

ভ

ভ

তটস্থলক্ষণ ও স্বরূপলক্ষণ সম্বন্ধে আলোচনা ২১৮১১৬ ; ২১২০২২৬

তত্ত্বজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা ১২১২২ ; তত্ত্বজ্ঞান-লাভের প্রকৃষ্ট পন্থা ২১৮১২ শ্লো (২৬৬-৬৭ পৃঃ) ; কিন্তু তত্ত্ব-জ্ঞান লাভের চেষ্টা প্রথমে প্রয়োজনীয় হইলেও পরে ভক্তির বিয় জন্মায় ২১২১৮২ (১১০১-২ পৃঃ) ; তত্ত্বালোচনায় আবেশ জন্মিলেও ভক্তির বিয় হইতে পারে ২১৮৫৮ (২৬৩-৬৪ পৃঃ)

“তত্ত্বমসি” মহাকাব্য-খণ্ডন ১৭১২১-২২

“ভখিলাগি পীতবর্ণে চৈতন্ত্যাবতার”-বাক্যের আলোচনা ১৩৩০১

“তাই উপবাস, যাই নাহি মহাপ্রসাদ”-বাক্যের আলোচনা ২১১১১০১

ত্রিবিক্রম-প্রসঙ্গ ২১২৪৬ শ্লো

ত্রিবিধ ভেদ ১২১৪ শ্লো (১০৪-৫ পৃঃ)

ত্রিবিধ সাধন-পন্থা ১১১৩ শ্লো ; ১১১২৬ শ্লো (৬০-৬১ পৃঃ) ; ২১২৪৫৭

ত্রিম্প্রাণ মহাদাদশী প্রসঙ্গ ২১২৪২৫৪ (১৩৩৫ পৃঃ)

“তুণ্ডে তাণ্ডবিনী”-শ্লোক সম্বন্ধে আলোচনা ৩১১১১ শ্লো

তুলসী চয়ন সম্বন্ধে কথা ২১২৪২৪৫

তুলসীসেবা-সম্বন্ধে আলোচনা ২১২২১৭১

দ

দ

দ

দ

দামোদরের বাক্যদণ্ড সম্বন্ধে আলোচনা ৩৩১৩-১৬

দাম্প্র্যেমের পরেও প্রভু “আগে কহ আর” বলিলেন কেন ২১৮৬১

দাম্প্র্যেমের পরে সখ্য, বাৎসল্য ও কান্তাপ্রেম-সম্বন্ধে বায়রামানন্দ স্বীয় উক্তির সমর্থনে কেবল নিতাসিদ্ধ পরিকর-ভক্তদের উদাহরণই দিলেন কেন ২১৮১৪ শ্লো (২৭২ পৃঃ)

দাম্প্র্য-ভাবের ভক্ত চারি রকম—অধিকৃত, আশ্রিত, পারিষদ ও অহুগ ২১২১৬২ ; দাম্প্র্যভক্তের লক্ষণ ২১২১১৭৮

দাম্প্র্য-সখ্য-বাৎসল্য-অপেক্ষা কান্তাপ্রেমের বৈশিষ্ট্য ১১১৪ শ্লো (১৬-১৭ পৃঃ) ; ২১৮৬৩ ; ২১৮৬২ ; ২১৮১১১ ; ২১২১৮২-২০

দাম্প্র্য-সখ্যাদি ভাবের-কোন ভাবের প্রতি কোন পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পায় ১১২১৫৭-৫৮

দিব্যযুগ সম্বন্ধে আলোচনা ১৩৫-৬

দুর্গাতত্ত্ব-সম্বন্ধে প্রমাণ ২১২১১২ শ্লো (২৪৪ পৃঃ)

“দুর্বার ইন্দ্রিয় করে বিষয় গ্রহণ”-বাক্যসম্বন্ধে আলোচনা ৩২১১৭

দেব-কবি-গিআদিকের ঋণ-সম্বন্ধে আলোচনা ২১২১৭২ (১০২৭-২৮ পৃঃ)

দেবভক্ত্যুদ্ভি-যোগ-প্রসঙ্গ ২১২৪১২৫৪ (১৩৪২ পৃঃ)

দেবী-মহেশ-হরিধাম-সম্বন্ধে আলোচনা ২১২১১২ শ্লো ; ১৫১৬ শ্লো (৪২৪ পৃঃ)

দেহ-বিশ্বাদির উদ্দেশ্যে নামকীর্তন-প্রসঙ্গের আলোচনা ৩৩১১১ (১৪৮ পৃঃ)

দ্বাদশগুণাবিত্ত অস্তিত্ব ব্রাহ্মণ অপেক্ষা স্তম্ভ স্বপচেরও উৎকর্ষ সম্বন্ধে আলোচনা ২১২১৪ শ্লো

দ্বাদশবর্ষব্যাপী প্রায়শ্চিত্ত অপেক্ষাও নামের বৈশিষ্ট্য ৩৩১১১ (১৩৭-৩৮ পৃঃ)

দ্বাপরে স্বয়ংভগবান্ ব্রজেন্দ্র-নন্দনের অবতরণ সম্বন্ধে কলিতে আবার পীতবর্ণে অবতরণের হেতু সম্বন্ধে আলোচনা ১৩৩১

দামবন্ধন-লীলা-প্রসঙ্গ ১৪১২১ ; ২১৮১৬ শ্লো

দ্বারকার ও ব্রজের মাধুর্য্যের পার্থক্য ১৪১৬৪ ; ২১৮১৬ (২৭৪ পৃঃ) ; ২১৮১৬ (২৭৭ পৃঃ) ; ২১২১৬৭-৭২ ; ২১২১৩১-৩৫ শ্লো

দ্বিবিধা প্রেমভক্তি—মাহাত্ম্যজ্ঞানযুক্ত ও কেবল ২১৮১৬ (২৭৩ পৃঃ) ; ২১২১৬৫

ধ

ধ

ধ

ধ

ধরা-যোগ-প্রসঙ্গ ২১৮১৬ শ্লো

ধর্ম-সম্বন্ধে-আলোচনা—ভূমিকা (৩৩৩-৩৫)

ধর্মো ধন উপাঙ্গ-ন-সম্বন্ধে আলোচনা ২১৫১১৩০

ধাম-প্রকটনের তাৎপর্য্য ১৩২২ (১৮৩ পৃঃ)

ধ্যান-সম্বন্ধে-আলোচনা ২১২১৭০

ধ্রুবের প্রসঙ্গ ২১২১১৫ শ্লো

ন

ন

ন

ন

নন্দমুত-শব্দের তাৎপর্য্য ১২১৬

নবদ্বীপলীলা ও ব্রজলীলার তুল্যভাবে ভক্তনীয়তা সম্বন্ধে আলোচনা ২১২২১০

নবদ্বীপলীলা ও ব্রজলীলার যে স্বরূপগত পার্থক্য নাই, তৎসম্বন্ধে আলোচনা ২১২২১০ (১১১২-২০ পৃঃ)

নববিধা ভক্তির অঙ্গ সম্বন্ধে আলোচনা ২১২১২ শ্লো ; নববিধা ভক্তির অঙ্গ আগে ভগবানে অর্পিত হইয়া পরে অচুষ্ঠানের তাৎপর্য্য ২১২১২ শ্লো (৪২৮-২২ পৃঃ)

“নয়নভঙ্গ ভেল”-বাক্যাংশের অর্থালোচনা ২১৮১৫২ (৩৪৭ পৃঃ)

“নরতনু-ভজনের মূল”-বাক্য সম্বন্ধে আলোচনা ২১৮১৩১

নরলোকে কৃষ্ণপ্রেমের অস্তিত্বহীনতা-সম্বন্ধে আলোচনা ২১২১৩৮ (৬৪ পৃঃ)

“না খোঁজলু দূতী, না খোঁজলু আন”-ইত্যাদি বাক্যের তাৎপর্যালোচনা ২১৮১৫৫

“না সো রমণ না হাম রমণী”-বাক্যের অর্থালোচনা ২১৮১৫৩ ; ২১৮১৫৬ (৩৫৭-৫৮ পৃঃ)

“নানোপচাঃকৃতপূজনম্”-শ্লোক-সম্বন্ধে আলোচনা ২১৮১০ শ্লো

“নামদোষণ মঙ্করী”-বাক্যের আলোচনা ২১২১৮৭-৮৮

নাম-অপরাধ-সম্বন্ধে আলোচনা ২১২২১৬৩ (১০৮০-৮৩ পৃঃ) ; কিরূপে নামাপরাধ দূর হইতে পারে ৩৩১১১ (১৪৩-৪৪ পৃঃ)

নাম আনন্দস্বরূপ ২১১৭১৩০

নাম-নামীর-অভিগ্নতা-সম্বন্ধে আলোচনা ৩২০১৭ (৭০৩ ; ৭০৭-৮ পৃঃ) ; ২১১৭১৫ শ্লো

নাম পূর্ণতা-বিধায়ক ৩২০১৭ (৭০২ পৃঃ)

নাম প্রাকৃত-ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য নহে ২১১৭১২২ ; স্বপ্রকাশ ২১১৭১২২ ; ২১১৭১৬ শ্লো

নাম-মন্ত্র-সম্বন্ধে আলোচনা ৩২০৭ (৭১৫ পৃঃ)

নাম-মাহাত্ম্যের কথা স্বথেকে ও শ্রুতিতে ১১৭১২০

নাম-সঙ্কীৰ্ত্তন : নাম-সঙ্কীৰ্ত্তন-সম্বন্ধে আলোচনা, সঙ্কীৰ্ত্তন বলিতে কি বুঝায় ৩২০৭ (৭১২-১৫ পৃঃ) ; আনন্দস্বরূপ ১১১৫৪ ; উচ্চ-সঙ্কীৰ্ত্তনই প্রশস্ত ৩২০৭ (৭১২-১৭ পৃঃ) ; নাম-জপ-সম্বন্ধে আলোচনা ৩২০৭ (৭১৩-১৪ পৃঃ) ; কোনও বিশেষ নাম বা বিশেষ নাম-সমূহের উচ্চকীৰ্ত্তনই প্রশস্ত, কোনও বিশেষ নাম বা নামসমূহের উচ্চকীৰ্ত্তন প্রশস্ত নয়—এরূপ উক্তি শাস্ত্রে দৃষ্ট হয় না ৩২০৭ (৭১৫ পৃঃ) ; সংখ্যা-বক্ষণপূর্বক নামকীৰ্ত্তনই প্রশস্ত ; সংখ্যা নাম-কীৰ্ত্তনের পরে অসংখ্যাত নামকীৰ্ত্তনও অবৈধ নহে ৩২০৭ (৭১৫ পৃঃ) ; দীক্ষা-পুরশ্চর্যাদির বা দেশ-কাল-পাত্রাদির অপেক্ষা রাখে না, যেহেতু নাম স্বতন্ত্র ৩২০৭ (৭০৫-৬ পৃঃ) ; নাম-সঙ্কীৰ্ত্তন কিরূপে করা সম্ভব, তৎসম্বন্ধে আলোচনা ২১২১৮ শ্লো (৪২২ পৃঃ) ; ২১২১৭৪-৭৫ ; কিরূপে নামকীৰ্ত্তন করিলে প্রেমের আবির্ভাব হইতে পারে ৩২০৫ শ্লো ; ৩২০১৭-২১

নামসঙ্কীৰ্ত্তন কিসের পরম উপায়, তৎসম্বন্ধে আলোচনা ৩২০৭ (৬২৬ পৃঃ)

নামসঙ্কীৰ্ত্তনের পরম-উপায়ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা ৩২০৭ (৭০০ পৃঃ হইতে আরম্ভ)

নামসঙ্কীৰ্ত্তনের প্রভাবে “ব্রহ্মলোকে মহীয়তে” বলিয়া যে শ্রুতিবাক্য আছে, তৎসম্বন্ধে আলোচনা ৩২০৭ (৭০৩ পৃঃ)

নামসঙ্কীৰ্ত্তনের ব্যাপ্তি সম্বন্ধে আলোচনা ৩২০৭ (৭০০-৪ পৃঃ)

নামসঙ্কীৰ্ত্তনের শক্তির বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আলোচনা ৩২০৭ (৭০৪-৫ পৃঃ)

নামাপরাধ কিরূপে দূরীভূত হইতে পারে ৩৩১৭৭ (১৪৩-৪৪ পৃঃ)

নামাপরাধ-প্রকরণে উক্ত শিব ও হরির নামগুণ-লীলাদিতে ভেদমননের অপরাধ-জনকত্ব সম্বন্ধে আলোচনা ২১৮১২ শ্লো (৭৩৬-৩৮ পৃঃ)

নামাভাস : আলোচনা ৩৩৫৪-৫৫ ; ৩৩৫ শ্লো ; ৩৩১৭৭ ; ৩২০৭ (৭০২ পৃঃ)

নামাভাসে সকলেরই মুক্তি হইবে কি না, তৎসম্বন্ধে আলোচনা ৩৩১৭৭ (১৪০ পৃঃ)

নামাভাসের ফলেই অজামিলের বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তি হইয়াছিল কিনা, তৎসম্বন্ধে আলোচনা ৩৩১৭৭ (১৩৬-৩৭ পৃঃ)

নামাক্ষর অপ্ৰাকৃত চিহ্নয় ; প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ে আবির্ভূত নামও চিহ্নয় ৩২০৭ (৭০৮ পৃঃ)

নামে দীক্ষার অপেক্ষা-হীনতা এবং মন্ত্রে দীক্ষার অপেক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা ২১৫১২ শ্লো

নামে নামীর শক্তি সঞ্চারিত ১৩৩৬৪ ; ৩২০১৫

নামের অসাধারণ কুপার কথা ৩২০৭ (৭০৬-৭ পৃঃ)

নামের অক্ষর-সমূহ পরস্পর ব্যবহিত হইলেও শক্তি নষ্ট হয় না ৩৩১৭৭ (১৩২ পৃঃ)

নামের মাহাত্ম্য সর্ববেদ, সর্বতীর্থ, সমস্ত সংকর্ষ হইতেও অধিক ৩২০৭ (৭১০ পৃঃ)

নামের সর্বশক্তিমান্বা—ভগবৎ-প্রীতিদায়কত্ব, ভগবদবশীকারিত্ব, স্বতঃপরমপুরুষার্থত্ব, সর্বমহাপ্রায়শ্চিত্তত্ব, পরম-ধর্মত্বাদি-সম্বন্ধে আলোচনা ৩২০৭ (৭১০-১২ পৃঃ)

“নাহং বিপ্রো ন চ নরপতিঃ”—ইত্যাদি শ্লোকের তাৎপর্য ২১৩৩৫ শ্লো

“নিজাভীষ্ট কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ পাছে ত লাগিয়া” বাক্য সম্বন্ধে আলোচনা ২১২২১

নিত্য পরিকরগণেরও বহুপ্রকাশে বিद्यমানতা সম্বন্ধে আলোচনা ১৩৩১১

নিত্য পরিকরদিগের সঙ্গেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ হয়েন ১৩৩২-১০

নিত্যানন্দ প্রভুর সহিত মহাপ্রভুর নিভৃত যুক্তি এবং অদ্বৈতাচার্যের ইঙ্গিত ও তর্জনা সম্বন্ধে আলোচনা

নিষ্ঠুরা ভক্তির লক্ষণ ১৪১৩৪ শ্লো; ২১২১৪৮; ২১২১২২-২৫ শ্লো

নির্বিচারে প্রেমদানের জন্ম অবতীর্ণ হইয়াও কোনও কোনও স্থলে মহাপ্রভু কেন অপরাধের বিচার করিলেন, তৎসম্বন্ধে আলোচনা ১১৭১৩৫; ১৮১২৭

নিষ্কপট ভক্তের প্রতি ভগবানের নিষ্কপট দয়া সম্বন্ধে আলোচনা ২১৬২১০

নীচজাতি কেন ভজনে অযোগ্য নয়, তৎসম্বন্ধে আলোচনা ৩৪১৬২-৬৪

নীলাচলচন্দ্র জগন্নাথের স্বরূপ-সম্বন্ধে আলোচনা ২১২০১৮৪

নৃসিংহচতুর্দশী-ব্রত-প্রসঙ্গ ২১২৪১২৫৩ (১৩৩১ পৃ:)

নৃসিংহাদি-দর্শনে রাধাভাবাবিষ্ট প্রভুর প্রেমাবেশের হেতু সম্বন্ধে আলোচনা ২১৮১৩

প

প

প

প

পঞ্চতত্ত্ব-সম্বন্ধে আলোচনা; দ্বাপর-লীলার ও কলি-লীলার পঞ্চতত্ত্ব ১১১১৪ শ্লো; পঞ্চতত্ত্বের স্বরূপ ও প্রয়োজনীয়তা ১১৭১৪, পঞ্চতত্ত্ব-প্রসঙ্গে কাশীবাসী সন্ন্যাসীদিগের উদ্ধার-কাহিনী বর্ণনার সঙ্গতি ১১৭১৫৩-৫৫

পঞ্চবিধা মুক্তি-সম্বন্ধে আলোচনা ১৩১১৬; ১৩১৩৭ শ্লো; মুক্তিবাসনা কৈতব ১১১৫০; ১১১৩৭ শ্লো; ২১২৪১২১; পরিশিষ্টে “মুক্তি” প্রবন্ধ

পতিত পতির ত্যাগ-সম্বন্ধে আলোচনা ২১৫১৬ শ্লো

পরকীয়াভাবের অপূর্ব বৈশিষ্ট্য ১৪১৪২

পরতত্ত্ব সম্বন্ধে মুসলমান শাস্ত্রের উক্তি-সম্বন্ধে আলোচনা ২১৮১২০

“পরম উপায়”-সম্বন্ধে আলোচনা ৩২০১৭ (৭০০ পৃ: হইতে আরম্ভ)

পরম ধর্ম-সম্বন্ধে আলোচনা ১১১৩৭ শ্লো

পরিকরদিগেরও ভগবানের দ্বায় বহুরূপে প্রকাশ ১৩১১১

পরিণামবাদ ও বিবর্তবাদ-সম্বন্ধে আলোচনা ১১৭১১৪-১৫

পরিভাষার সর্বত্র অধিকার-সম্বন্ধে আলোচনা ১২১৪৮

পরীক্ষিত মহারাজের প্রতি ব্রহ্মশাপ-প্রসঙ্গ ২১২৩১০ শ্লো

পরোপকার-প্রসঙ্গ ১২১৩২; ১২১৩-৪ শ্লো

“পহিলি রাগ”-ইত্যাদি গীতটীর মাদনাথ্য-মহাভাববৃচ্চক অর্থ ২১৮১৫৬ (৩৫৪-৫২ পৃ:)

“পলিহি রাগ”-বাক্যাংশের অর্থালোচনা ২১৮১৫২

পঞ্চবর্জিনী মহাঈদাদশী-প্রসঙ্গ ২১২৪১২৫৪ (১৩৩৫ পৃ:)

পাপনাশিনী মহাঈদাদশী-প্রসঙ্গ ২১২৪১২৫৪ (১৩৩৭-৩৮ পৃ:)

পাপবাসনা নির্মূলীকরণে নামাভাসের শক্তিও নামের শক্তির তুল্য ৩৩১৭৭ (১৩৮-৩৯ পৃ:)

পারিষদভুক্ত ও সাধকভুক্ত সম্বন্ধে আলোচনা ১১১৩১

পীতবর্ণে শ্রীকৃষ্ণের অবতরণের হেতু ১৩১৩১

পুনঃ পুনঃ নামাভাস-উচ্চারণ সম্বন্ধে ও মৃত্যুপর্যন্ত অদ্বামিলের পাপ-প্রবৃত্তি ছিল কেন ৩৩১৭৭ (১৪৫-৬ পৃ:)

পুরাণের অপৌরুষেয়ত্ব ও বিবরণ ২১২০১০৭

পুরীদাসের প্রকটন-সম্বন্ধে আলোচনা ৩১২১৪৬

পূর্ববিদ্ধা তিথি সকল-বৈষ্ণবব্রতেরই পরিত্যাজ্য ২১২৪১২৫৪ (১৩৩২ পৃ:); রামনবমী সম্বন্ধে সময় সময় ব্যতিক্রম ২১২৪১২৫৩ (১৩৩০ পৃ:)

পৃথিবীর ভারহরণ শ্রীকৃষ্ণাবতারের বহিঃকারণ ১৪১৭

প্রকট ও অপ্রকটলীলার নিত্যত্ব ১৩১২১

প্রকটলীলা ১।৩।৪

প্রকট লীলাকালেও অপ্রকটে লীলা চলিতে থাকে ১।৩।১১

প্রকটলীলা অন্তর্ধানের তাৎপর্য ১।৩।১১

প্রকটলীলায় গোপীদের ঔপপত্যভাবসম্বন্ধে আলোচনা; শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয়াতে পরকীয়া ভাব, অপ্রকটে স্বকীয়া ভাব ১।৪।২৬; ভূমিকায় “অপ্রকট-ব্রজে কাস্তাভাবের স্বরূপ” প্রবন্ধ (৩৫৮-৭৮); অবাস্তব ঔপপত্যে বিরূপে রসাস্বাদন সম্ভব ১।৪।২৭; ঔপপত্যের প্রভাব ১।৪।২৮

প্রকটলীলার অন্তর্ধানের পরে গোলোকে বসিয়া শ্রীকৃষ্ণের চিন্তা ১।৩।১২

প্রকটলীলার ঔপপত্যভাব স্বরূপতঃ অবাস্তব হইলেও রসাস্বাদন সম্ভব ১।৪।২৭

প্রকট লীলার নিত্যত্ব সম্বন্ধে আলোচনা ২।২০।৩১৪-২০; জ্যোতিষচক্রের প্রমাণ ২।২০।৩১২-২০

প্রকটলীলার ব্যপদেশে শ্রীকৃষ্ণ বিরূপে “সর্বভক্তেরে প্রসাদ” করেন ১।৪।২৯

প্রকাশ-শব্দের তাৎপর্য (নিত্যানন্দ রায় প্রভুর স্বরূপ-প্রকাশ-স্থলে) ১।১।২২

প্রকাশানন্দ সরস্বতীকর্তৃক মহাপ্রভু সম্বন্ধে নিন্দাশ্লোক বাক্যের সরস্বতীকৃত অর্থ ২।১৭।১১২-১৭

প্রকাশানন্দ সরস্বতীর প্রতি মহাপ্রভুকর্তৃক ভাগবত-বিচারের এবং নামকীর্তনের উপদেশ দানের পরে গীতা ও ভাগবত হইতে কয়েকটি শ্লোকের উল্লেখের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আলোচনা ২।২৫।১১২

প্রণবের অর্থ-বিকাশ—ভূমিকা (২৩২-৭৪ পৃঃ)

প্রণবের মহাবাক্য সম্বন্ধে আলোচনা ১।৭।১২১-২২

প্রতাপরুদ্রের প্রতি প্রভুর উপেক্ষার তাৎপর্য সম্বন্ধে আলোচনা ২।১৩।১৭৬-৭৭

“প্রতিজ্ঞা কৃষ্ণ-সেবা ছাড়িল তৃণপ্রায়”—বাক্যের আলোচনা ২।১৬।১৩৬; ২।১৬।১৪০; ভূমিকা (৩৮৫-২৪)

প্রবৃত্তিয়ার্গে জীবহিংসার বিধি সম্বন্ধে আলোচনা ১।১৭।১৫০; শাস্ত্রবিধি অনুসারে যজ্ঞার্থে পশু-হননাদির ফলে স্বর্গপ্রাপ্তি হইলেও পশু-হননের পাপ দূরীভূত হইবে না ৩।৩।১৭৭ (১৪৩ পৃঃ)

প্রভুকর্তৃক “গোপী গোপী” নাম-গ্রহণের তাৎপর্য সম্বন্ধে আলোচনা ১।১৭।২৪০-৪৩

প্রভুর আত্ম-মহোৎসবে আত্মবৃক্ষের তত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা ১।১৭।৭৩-৭৫

প্রসাদী মাণ্য-গচ্ছ-বস্ত্রালঙ্কারাদির ব্যবহার সম্বন্ধে আলোচনা ২।১৫।৫ শ্লো

প্রস্থানত্রয় সম্বন্ধে আলোচনা ২।২।৪৪

প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ে আবির্ভূত ভগবদ্ভাষ্য ও চিন্ময় ৩।২০।৭ (৭০৮ পৃঃ)

প্রাকৃত পরকীয়া নিম্নলীয়া কিন্তু ব্রজ-পরকীয় নিম্নলীয়া নহে ১।৪।৪২ (২৭৩-৭৪ পৃঃ); ভূমিকায় “অপ্রকট ব্রজে কাস্তাভাবের স্বরূপ” প্রবন্ধ (৩৬৬ পৃঃ)

প্রাচীন গ্রন্থের আলোচনার রীতি সম্বন্ধে আলোচনা ১।২।৪ (১০১ পৃঃ)

প্রায়শ্চিত্তাদির প্রশঙ্গে নামাপরাধ হয় বলিয়া প্রায়শ্চিত্তের ফল-প্রাপ্তি সম্বন্ধে আলোচনা ৩।৩।১৭৭ (১৪১-৪৩ পৃঃ)

প্রীতির স্বভাব অনুসারে ভাবোদয়ের পার্থক্য সম্বন্ধে আলোচনা ৩।৪।১৬৬

প্রেমদাতা কে—তৎ সম্বন্ধে আলোচনা ৩।২০।২২ (৭৩৭-৪১ পৃঃ)

প্রেমবিলাস-বিবর্ত-মূর্ত্ত বিগ্রহ গৌর এবং বিপ্রলম্ব-মূর্ত্ত-বিগ্রহ-গৌর সম্বন্ধে আলোচনা ৩।১২।১০৪

প্রেমবিলাস-বিবর্তে রাধা-কৃষ্ণের পরৈক্য (না সো রমণ না হ্যম রমণী ভাব) জ্ঞানয়ার্গের সাধকের ভেদরাহিত্য নয় ২।৮।১৫০ (৩৪২ পৃঃ)

প্রেমবিলাস-বিবর্তে রাধাকৃষ্ণের পরৈক্যই যদি অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে রায়রামানন্দের গীতের শেষভাগে “অব নোই বিরাগ” ইত্যাদি বাক্যে বিরহের কথা কেন ২।৮।১৫০ (৩৪৩ পৃঃ)

প্রেমবিলাস-বিবর্ত সম্বন্ধে আলোচনা ২।৮।১৫০

প্রেমবিলাস-বিবর্ত-সূচক গীতটী শুনিয়া মহাপ্রভু স্বহস্তে রায়রামানন্দের মুখাচ্ছাদন করিলেন কেন ২।৮।১৫১ ; ২।৮।১৫৬ (৩৫২-৬০ পৃঃ)

প্রেমবিলাস-বিবর্তসূচক গীতটীর মাদনাখ্য-মহাভাবসূচক অর্থে “অব মোই বিরাগ”-বাক্যাংশের সার্থকতা কি ২।৮।১৫৬ (৩৫৮-৫৯ পৃঃ)

প্রেমভক্তির কথার পরেও প্রভুর “আগে কই আর” বলার অভিপ্রায় সম্বন্ধে আলোচনা ২।৮।৬০

প্রেমভক্তির স্বরূপ ও শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক তাহার বিতরণের সাধারণ প্রকার সম্বন্ধে আলোচনা ১।৩।১৭ (১৭৫-৭৬ পৃঃ)

প্রেমভক্তিদান-সম্বন্ধে “অল্প-অল্প মূল্য” বিষয়ে আলোচনা ২।১৭।১৩৬

প্রেমভক্তিদান সম্বন্ধে আলোচনা ১।৩।১৭ (১৭৫-৭৬ পৃঃ)

প্রেমরস-নির্যাসের যে বৈচিত্রী আশ্বাদনের জন্ত ব্রহ্মাণ্ডে লীলার প্রকটন, অপ্রকটে তাহার আশ্বাদন সম্ভব নহে কেন, তৎসম্বন্ধে আলোচনা ১।৪।১৬ ; ১।৪।২৫-২৮

প্রেমরসের আশ্বাদন দুইরকমে—বিষয়রূপে এবং আশ্রয়রূপে ১।৪।৩৫

প্রেমাস্কুর জন্মিলেই সাধ্যসাধনতত্ত্ব বুঝা যাইবে—তপন মিশ্রের প্রতি প্রভুর এই বাক্যের তাৎপর্য্য সম্বন্ধে আলোচনা ১।১৬।১৩

প্রেমাধিক্যে ভক্তের প্রতি প্রভুর প্রিয়তাধিক্য সম্বন্ধে আলোচনা ১।৬।৮২-৯০

প্রেমের অন্তরঙ্গ-সাধন-সম্বন্ধে ভাগবতামৃতের বচন ২।২৩।৪৪-৪৭ শ্লো (১১২৩ পৃঃ)

প্রেমের প্রয়োজন তত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা ১।৭।১৩৬

প্রেমোৎপত্তির কারণ (অভিযোগ, সম্বন্ধ, অভিমানাদি)-সম্বন্ধে আলোচনা ৩।১।১২০

ব

ব

ব

ব

বঙ্গদেশীয় কবিকর্তৃক তদীয় নাটক-শ্লোকের অর্থসম্বন্ধে স্বরূপ-দামোদরের উক্তির আলোচনা ৩।৫।১১৪-১৫

বঙ্গুলি মহাদ্বাদশী-প্রসঙ্গ ২।২৩।২৫৪ (১৩৩৫ পৃঃ)

বর্ণাশ্রম-ধর্মসম্বন্ধে আলোচনা ২।৮।৪ শ্লো

বর্ণাশ্রম-ধর্মত্যাগ ভক্তিপন্থায় বিধেয় ২।২২।৫০ (১০৫৫ পৃঃ) ; ২।৮।৬-৭ শ্লো ; বর্ণাশ্রম-ধর্ম ত্যাগের অধিকার সম্বন্ধে বিচার ২।৮।৫৭ ; ভজনরস-দশাতেই স্বধর্ম (বর্ণাশ্রমধর্ম) ত্যাগের বিধান ; তাহাতে ভক্তনের অপক অবস্থায় সাধকের পতন হইলেও তাহার কোনও অমঙ্গল হয় না ২।২২।৫০ (১০৫৪-৫৫ পৃঃ)

বর্ণাশ্রমধর্মকে রায়রামানন্দকর্তৃক বিমুক্তভক্তির সাধন বলার তাৎপর্য্য সম্বন্ধে আলোচনা ২।৮।৪ শ্লো (২৫৩ পৃঃ)

বর্তমান কলির উপাস্ত্রসম্বন্ধে আলোচনা ১।৩।১০ শ্লো ; ২।২০।২৮৫-৮৬

বল্লভ-ভট্টের নিকটে মহাপ্রভুকর্তৃক ভক্তগুণকীর্তনের মধ্যে যে সাধন-মার্গের একটা শৃঙ্খলাবদ্ধ প্রণালী দৃষ্ট হয়, তৎসম্বন্ধে আলোচনা ৩।৭।৩৭-৩৯

বশ্যতাস্বীকার-বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণের পক্ষপাতহীনতা সম্বন্ধে আলোচনা ১।৪।১৮ ; ১।৪।৪২ শ্লো

বসুদেব যশোদা-শয্যায় স্থায়ী পুত্রকে রাখিয়া যশোদার কথা মায়াদেবীকে লইয়া যাওয়ার সময়ে যশোদানন্দনকে দেখিলেন না কেন, তৎসম্বন্ধে আলোচনা ২।১৮।৬০ (৭২৬ পৃঃ)

বস্তুবিষয়ে বস্তুজ্ঞান-সম্বন্ধে আলোচনা ২।৬।৮৭

বহিরঙ্গা মায়াক্রান্তি : লক্ষণ ১।১২।২৪ শ্লো ; জীবমায়ী ও গুণমায়ী ১।১২।২৪ শ্লো (৫২-৫৩ পৃঃ) ; ১।২।৮৫ (১৫৪ পৃঃ) ; আলোচনা ১।২।৮৫ ; ২।২৫।২৬-২৭

বহিঃস্থ শক্তি জীবের চিত্তবৃত্তিকে জীবের নিজের দিকেই চালিত করে ৩৩২৩৩

বহু শিষ্য করা সম্বন্ধে আলোচনা ২১২১৬৪

বাগিন্দ্রিয়ই যে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের চালক, নামসকীর্ণনে বাগিন্দ্রিয় সংযত হইলে অশ্রু ইন্দ্রিয়ও যে সংযত হইতে পারে, তৎসম্বন্ধে আলোচনা ৩২০১৭৭ (৭১৫-১৬ পৃঃ)

বাৎসল্যপ্রেমের উৎকর্ষসম্বন্ধে আলোচনা ২১৮১৬ শ্লো (২৮২-৮৪ পৃঃ)

বামন দ্বাদশী ব্রত-প্রসঙ্গ ২১২৪১২৫৩ (১৩৩০ পৃঃ)

বাল্য-পৌগণ্ড কিশোরের ধর্ম ২১২০১৩১৩ ; ২১২০৬৩ শ্লো ; বাল্যপৌগণ্ড বিগ্রহের ধর্ম ২১২০২১৫

বাস্তব-বস্তু সম্বন্ধে আলোচনা ১১১৩৭ শ্লো (৮৮ পৃঃ)

বিজয়া মহাদ্বাদশী-প্রসঙ্গ ২১২৪১২৫৪ (১৩৩৬-৩৭ পৃঃ)

বিধিনিষেধের প্রাণবস্তু যে কৃষ্ণশ্রুতি, তৎসম্বন্ধে আলোচনা ২১২২৫৪ শ্লো

বিপ্রলম্ব-বিগ্রহ গৌর ও প্রেমবিলাস-বিবর্ত-বিগ্রহ গৌর সম্বন্ধে আলোচনা ৩১২১১০৪

বিবর্তবাদ ও পরিণামবাদ সম্বন্ধে আলোচনা ১১৭১১৪-১৫ ; ২১৬১৫৭

বিভিন্ন পন্থাবলম্বী-সাধক যখন একই তত্ত্বের উপাসনা করেন, তখন তাঁহাদের প্রাপ্যবস্তু বিভিন্ন কেন হয়, তৎসম্বন্ধে আলোচনা ২১২৪৫৮

বিভিন্নাংশ জীব সম্বন্ধে আলোচনা ২১২২১৭

বিরোগাত্মক বিপ্রলম্বের রসঙ্গ-সম্বন্ধে আলোচনা ২১২৩৪২ (১১৭৫ পৃঃ) ; ২১২৪৪-৪৫ ; ২১২১৭ শ্লো

বিরহ-ব্যাকুলতার মধ্যে মহাপ্রভুর হর্ষ-ভাবোদয় সম্বন্ধে ৩২০১৭

বিশুদ্ধ-সত্ত্ব-সম্বন্ধে আলোচনা ১১৪৫৫ (২৮৩ পৃঃ) ; বিশুদ্ধ-সত্ত্বই ভগবানের প্রকাশ সম্ভব ১১৪১০ শ্লো ;

ভগবৎ-পরিকরগণের বিগ্রহও বিশুদ্ধ-সদ্বয় ২১৪১০ শ্লো (২২১ পৃঃ) ; ১১৪৫৭ ; ধামাদিও বিশুদ্ধ-সত্ত্বের বিকার ১১৪৫৬-৫৭

বিশ্বস্তর-কর্তৃক প্রেমদানদ্বারা বিশ্বের ধারণ ও পোষণের তাৎপর্য সম্বন্ধে আলোচনা ১১৩২৫

বিশ্বীভক্তের আচরণ-সম্বন্ধে আলোচনা ৩১৬১২৭ (১২০-২১ পৃঃ)

বিশ্বের স্বভাব-সম্বন্ধে আলোচনা ৩১৬১২৭

বিশ্বপ্রিয়াদেবীর সহিত প্রভুর বিবাহ-সম্বন্ধে আলোচনা ১১৬১২৩

বিশ্বভক্তির সাধ্যতা-সম্বন্ধে আলোচনা ২১৮১৫৪ (২৪২ পৃঃ)

বিশ্বশৃঙ্খল-যোগ-প্রসঙ্গ ২১২৪১২৫৪ (১৩৩২-৪৩ পৃঃ)

বৃন্দাবন-গমন-চ্ছলে গোড়দেশে যাওয়ার সময় প্রভু গদাধর-পণ্ডিতগোস্বামীকে কেন সঙ্গে নিলেন না,

তৎসম্বন্ধে আলোচনা ২১৬১৪৬

বেদ-পুরাণাদি অপৌরুষেয় এবং শ্রীকৃষ্ণের কৃপার দান ২১২০১০৭

বেদান্তের মুখ্যার্থ আচ্ছাদনের জন্য ঈশ্বর-আজ্ঞার তাৎপর্যালোচনা ১১৭১০৫

বেদান্তের শঙ্কর-ভাষ্য যে বৌদ্ধ দর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত, তৎসম্বন্ধে আলোচনা ২১৬১৪ শ্লো

বেদে নববিধা ভক্তির উল্লেখ ১১৭১৩৫ (৫৭৫ পৃঃ)

বেদের স্বতঃপ্রমাণতা ১১৭১২৫

বৈকুণ্ঠের আবরণ-প্রসঙ্গ ২১২১৭৬

বৈকুণ্ঠের পৃথিব্যাতি চিন্ময় ১১৫৪৫

বৈদীভক্তি ও রাগানুগাভক্তির পার্থক্য-সম্বন্ধে আলোচনা ২১২১৫৮-৫৯

বৈদীভক্তি ও রাগানুগাভক্তি হইতে জ্ঞাত প্রেমের পার্থক্য সম্বন্ধে আলোচনা ২১২১২৫ (১১৩১ পৃঃ)

বৈরাগীর কর্তব্যাকর্তব্য-সম্বন্ধে মহাপ্রভুর উক্তির আলোচনা ৩৬।২২১-২৫

বৈরাগীর পরাপেক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা ৩৬।২২২

বৈরাগ্য-সম্বন্ধে আলোচনা ২।২২।৮২ (১১০১-২ পৃঃ)

বৈষ্ণব-অপরাধ-সম্বন্ধে আলোচনা ২।১২।১৩৮ (৭২০-২১ পৃঃ)

বৈষ্ণবের আশীর্বাদের স্বরূপ ১।১।৪ শ্লো (৬ পৃঃ)

বৈষ্ণব-শ্রোত্বের বিশেষ বিধি সম্বন্ধে আলোচনা ১।১৫।২২

বৈষ্ণব-ব্রত-প্রসঙ্গ ২।২৪।২৫৩-৫৪ (১৩২৬-৪৫ পৃঃ)

বৈষ্ণবাবতার-সম্বন্ধে আলোচনা ২।২২।৪২-৫০

বৈষ্ণবের দেহ কখন কি-ভাবে অপ্রাকৃত হয়, তৎসম্বন্ধে আলোচনা ৩।৪।১৮৪-৮৫

বৈষ্ণবের পুনর্জন্ম ও পাপ সম্বন্ধে আলোচনা ৩।৩।১৭৭ (১৪৪ পৃঃ)

ব্যাসাদি হিংস্রজন্তুর মুখে কৃষ্ণনাম-স্মরণ সম্বন্ধে আলোচনা ২।১৭।২৭-২৮

“ব্রজ ছাড়িয়া কৃষ্ণ কোথায়ও যায়েন না”-বাক্য সম্বন্ধে আলোচনা ৩।১।৬১ (১৩-১৫ পৃঃ)

ব্রজ-পরিকরদের প্রেমের অপূর্ব নির্ভা ১।১৭।২ শ্লো

ব্রজবাসিগণ “ব্রজভূমি ছাড়িতে নারে” কেন, ২।১৩।১৩২

ব্রজলীলা অপেক্ষা নবদ্বীপ-লীলার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আলোচনা ২।২২।২০ ; পরিশিষ্টে “শ্রীশ্রীগৌরতত্ত্ব-সম্বন্ধে”-প্রবন্ধ

ব্রজলীলা ও নবদ্বীপলীলার তুল্যভাবে ভজনীয়তাসম্বন্ধে আলোচনা ২।২২।২০

ব্রজসুন্দরীগণের এবং শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধে প্রযুক্ত “কাম”-শব্দের তাৎপর্যও প্রেম ২।৮।৮৭

ব্রজসুন্দরীদের পক্ষে শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিলাস-বাসনার তাৎপর্য ৩।১৬।১১২ (৫৫২ পৃঃ)

ব্রজে স্বসুখ-বাসনার অস্তাব ২।১৪।৩ শ্লো (৫৮৬ পৃঃ)

ব্রজেন্দ্র-নন্দনে এবং গৌরসুন্দরে, ব্রজলীলায় এবং নবদ্বীপলীলায়, যে স্বরূপগত পার্থক্য নাই, তৎসম্বন্ধে আলোচনা ২।২২।২০ (১১১২-২০ পৃঃ)

ব্রজের ঐশ্বর্যের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আলোচনা ২।২১।২২

ব্রজের দান্তপ্রেমের বিশেষত্ব ২।৮।৬০ (২৭৪-৭৫ পৃঃ)

ব্রজ কৃষ্ণের অঙ্গপ্রভা ১।২।৮ ; ১।২।৫ শ্লো

ব্রজ, পরমাত্মা ও ভগবান-এই তিন শব্দের বাচ্য কি ১।২।৪ শ্লো (১০৫-৬ পৃঃ)

ব্রজ-বিগ্রহের সাত্ত্বিক-বিকারত্ব-সম্বন্ধে আলোচনা ১।৭।১০৮

ব্রজমোহন-লীলাপ্রসঙ্গ ২।২।১২

ব্রজ-শব্দের অর্থালোচনা ১।৭।১০৭

ব্রজসূত্রে প্রয়োজনতত্ত্ব ১।৭।১৩৬ (৫৭৭ পৃঃ)

ব্রজা, বিষ্ণু ও শিব—তিনই গুণাবতার হইলেও ব্রজা ও কল্প হইতে বিষ্ণুর বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আলোচনা ২।১৮।২ শ্লো (৭৩৩-৩৫ পৃঃ)

ব্রজা-রূপাদিকেও নানায়গণের সমান মনে করিলে যে পাষণ্ডী হইতে হয়, তৎসম্বন্ধে আলোচনা ২।১৮।২ শ্লো

ব্রজানন্দ-সমুদ্রে সমাধি-নিমগ্ন শুকদেব গৌস্বামী ভগবদ্গুণব্যঞ্জক শ্লোক করূপে শুনিলেন ; তৎসম্বন্ধে আলোচনা ২।১৭।৭ শ্লো

ব্রজাণ্ডে অনন্দদ্রষ্ট-ভগবদ্ধামের স্বরূপ ১।৩।২২ (১৮৩ পৃঃ)

ব্রহ্মের বিগ্রহ (সাকারত্ব ও নিরাকারত্ব) সম্বন্ধে আলোচনা ১৭৭১০৭ ; ২৬৭১৩৩
ব্রহ্মের সত্ত্বগুণ ও নিগুণত্ব সম্বন্ধে আলোচনা ২৬৭১৫০

ভ

ভ

ভ

ভ

“ভক্ত-অবতার পদ উপরি সত্য”-বাক্যের তাৎপর্য ১৬৮৪

ভক্ত-ইচ্ছায় ভগবানের অবতরণের তাৎপর্য ১৬৮২ (২২৭ পৃঃ)

ভক্তচিন্তা-বিনোদনই ভগবানের ব্রত ১৪১২২ ; ২৮৮৭ ; ২১৪৩৩ শ্লো (৫৮৬ পৃঃ)

ভক্তচিন্তে কৃষ্ণপ্রেম আগন্তুক হইলেও অন্তর্হিত হয় না ২২২৫৭ (১০৬৫-৬৬ পৃঃ)

ভক্তদেবীদের সংহার ও তাঁহাদের প্রতি ভগবানের করুণা, নিগ্রহ নহে ১৬৩২ শ্লো, (১৭৮ পৃঃ)

ভক্তবৎসল, কৃতজ্ঞ, সমর্থ, বদাণ। হেন কৃষ্ণ ছাড়ি পণ্ডিত নাহি ভজে অণু ॥” বাক্যের আলোচনা ২২২৫১ ; ২২২৪৩ শ্লো

ভক্তসম্বন্ধে কৃষ্ণকুপার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আলোচনা ৬৬২২২ (২২৭ পৃঃ)

ভক্তদ্বন্দ্বয়স্ব কৃষ্ণ ও অন্তর্যামীর বৈশিষ্ট্য ১১১৩০

ভক্তিই পরমতম জিজ্ঞাস্য বস্তু ১১২৬ শ্লো

ভক্তি কিরূপে রসে পরিণত হয়, স্থায়ীভাব কিরূপে বিভাব, অহুভাব, সাংসিকভাব ও ব্যভিচারীভাবের সহিত মিলিত হয়, তৎসম্বন্ধে আলোচনা ২২৩৪৪-৪৭ শ্লো (১১২৪-২৮ পৃঃ)

“ভক্তিপদে দায়ভাক্-বাক্যের আলোচনা ২৬২২ শ্লো (২১৩ পৃঃ)

ভক্তিবাসনার যে বিনাশ নাই, তৎসম্বন্ধে আলোচনা ২২২৫০ (১০৫৫ পৃঃ)

ভক্তিবিকাশের ক্রম-সম্বন্ধে আলোচনা ২২৩৫ ; ২২৩৭-২

“ভক্তি বিনা জগতের নাই অবস্থান”-বাক্যের আলোচনা ১৬৩২

ভক্তিমার্গের ভূতভুদ্ধি পার্শ্বদেহ-চিন্তা ১৮১৫ (৫৮৭ পৃঃ)

ভক্তিরস কাহাদের পক্ষে আশ্রয় এবং কাহাদের পক্ষে আশ্রয় নয়, তৎসম্বন্ধে আলোচনা ২২৩৫১

ভক্তিরসাস্বাদনের উপযোগী সাধন, সহায় ও প্রকার সম্বন্ধে আলোচনা ২২৩৪৪-৪৭ শ্লো

ভক্তিলতার উপশাখা সম্বন্ধে আলোচনা ২১২১৪০-৪২

ভক্তিলতার বীজ সম্বন্ধে আলোচনা ২১২১৩৩

ভক্তিসম্বন্ধে চারিটি প্রশ্নের আলোচনা ২২২৪

ভক্তি-সাধকের শাস্ত্র বিকাশ-সম্বন্ধে আলোচনা ২১২১৩২ (৭৮২ পৃঃ)

ভক্তির অভিধেয়ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা ১১২৬ শ্লো ; ১৭১৩৫ ; ২২২৪ ; ২২২১৪-১৬

ভক্তির উৎকর্ষ—কর্ম-যোগ-জ্ঞানাদি হইতে ১১২৬ শ্লো ; ২২২১৪-১৬

ভক্তের গুণকীর্ণনে ভগবানের লাভ সম্বন্ধে আলোচনা ৩৫৭২

ভক্তের দেহেন্দ্রিয়াদির অপ্রাকৃতত্ব সম্বন্ধে আলোচনা ৩৫৪৭ (২৩৭-৩৮ পৃঃ)

ভক্তের প্রতি কৃপাতে এবং অভক্তের প্রতি তাহার অভাবে কৃষ্ণের পক্ষপাতিত্ব সূচিত হয় না ১৪৩০ ; ৩৬২২২ (২২৭ পৃঃ)

ভক্তের প্রেমরস-নির্যাসের আস্বাদন এবং রাগমার্গের ভক্তি প্রচার উভয়ই শ্রীকৃষ্ণাবতারের হেতু হইলেও উভয়ে তুল্যরূপে প্রধান কিনা, তৎসম্বন্ধে আলোচনা ১৪১৫ (২৪২ পৃঃ)

ভক্তের প্রেমে ভগবানের কৃতার্থতা জ্ঞান-সম্বন্ধে আলোচনা ১৪৩ (২৪২ পৃঃ)

ভক্তের ভিতরে বাহিরে ভগবান্ বাক্যের আলোচনা ১১২৫ শ্লো (৫৫ পৃঃ) ; ১১৩০ ; ২২৫১৪০

ভক্তের শাস্ত্র-সম্মত আচরণই অমুকরণীয় ; গীতাবাক্যের সমালোচনা ১৪৪ শ্লো (২৬৪-৬৬ পৃঃ)

ভগবদ্ধাম স্বরূপ-শক্তির বিলাস, বিভু ১৪৫৬; ১৫১৪-১৫; ২২১৪; ২২১১২; ২২১৬২;

১২১৬২

ভগবদ্ধামের উপর্য্যোধো দেশে অবস্থিতির তাৎপর্য্য ১৫১৪-১৫

ভগবদ্ধামের দর্শন শ্রেমণেত্রই সম্ভব, চর্য্যচক্ষুতে সম্ভব নয় ১৫১৭-১৮

ভগবদ্ধামের ব্রহ্মাণ্ডে প্রকটন ১৩২২

ভগবদ্ধামের অসাধারণ মাহাত্ম্যের হেতু ৩৩১৭৭ (১৩৮ পৃঃ)

ভগবদ্ধাম শ্রবণ-কীর্তনের ফলে শ্রুপচেরও সৌম্যাগযোগ্যতা-লাভ সম্বন্ধে আলোচনা ২১৬৩ শ্লো

ভগবান জগতে অবতীর্ণ হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করেন কেন ১৩৩ শ্লো

ভগবান জীবকে মায়ায় কবলে ফেলিলেন কেন এই পূর্ব পক্ষের আলোচনা ৩২৫ (৭৩-৭৫ পৃঃ);

২২০১০৪ (৮৪৬ পৃঃ)

ভগবানে নিবেদিত হইলে প্রাকৃত বস্তুও অপ্রাকৃতত্ব লাভ করে ৩১৬১০২ (৫৪৬ পৃঃ)

ভগবানের আশ্রয় আনন্দ (স্বরূপানন্দ, শক্ত্যানন্দ, মানসানন্দ) সম্বন্ধে আলোচনা ২২৪১২২ (১২৩৬-৩৮ পৃঃ)

ভগবানের নরলীলা প্রকটনের প্রকার ১৩৭৩; ২২০৩১৩-১৪

ভগবানের যথার্থ অনুভব-সম্বন্ধে আলোচনা ১১১২৬ শ্লো, (৫৬-৫৭ পৃঃ)

ভগবানের যে-রূপ ভক্তগণ ধ্যান করেন, তাহা কল্পিত নহে, নিত্য সত্য ১৩২০ শ্লো (২২২ পৃঃ);

২২৫১২১

ভজন নৈপুণ্য কি বস্তু, তৎসম্বন্ধে আলোচনা ১৮১৫; ২২২৫৪ শ্লো (১০৬২ পৃঃ)

ভজন-বিষয়ে মধ্বাচার্য্যের মত ২২২৪২

ভজন-ব্যাপারে প্রাথমিক সংসঙ্গের প্রয়োজনীয়তা ২১২১৩৩ (৭৮৭ পৃঃ)

ভজনীয় গুণ হইল করুণা ১৮১২

“ভদ্রাভদ্র বস্তু জ্ঞান নাহিক প্রাকৃতে”-বাক্যের আলোচনা ৩৪১৬২

ভাগবতের গূঢ় সিদ্ধান্ত-বিষয়ে সনাতন গোস্বামীর প্রতি মহাপ্রভুর উপদেশ সম্বন্ধে আলোচনা ২২৩৫৮-৬০

(১২০৫-২৬ পৃঃ)

ভাব বা মহাভাব সম্বন্ধে আলোচনা ২২৩৩৭ (১১৬১ পৃঃ হইতে আরম্ভ)

ভারতভূমির বৈশিষ্ট্য ১৩৩২; ভারতভূমিতে জন্মের বৈশিষ্ট্য ৩৪১৩

ভিক্ষালব্ধ আহার্য্যগ্রহণের উপকারিতা সম্বন্ধে আলোচনা ৩৬২২১ (২২৬ পৃঃ)

“ভক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিকামী” সম্বন্ধে আলোচনা ২১২১৩২

“ভুজ্ঞান এব আত্মকৃতং বিপাকম্”-বাক্য সম্বন্ধে আলোচনা ২৬২২ শ্লো (২১৩ পৃঃ)

ভূভার-হরণ শ্রীকৃষ্ণাবতারের বহিরঙ্গ কারণ কেন, ১৪৭৭; ভূভার-হরণ যদি শ্রীকৃষ্ণের কার্য্যই না হয়,

তবে তাহাকে বহিরঙ্গ কারণই বা বলা হয় কেন ১৪৮

ভেদাভেদ প্রকাশ সম্বন্ধে আলোচনা ২২০১০১ (৮৪২ পৃঃ)

ম

ম

ম

ম

মঙ্গলাচরণ : সামান্ত ১১১১ শ্লো; বিশেষ ১১১২ শ্লো

মঙ্গলাচরণের পরে গোবিন্দ, গোপীনাথ ও মদনমোহনের বন্দনার তাৎপর্যালোচনা ১১১৫ শ্লো

(২৭-২২ পৃঃ)

মজ্জিষ্ঠা রাগ ও কুশুম্ভ রাগ সম্বন্ধে আলোচনা ২৮১৫২

মধুর ভাবের বিশেষত্ব সম্বন্ধে আলোচনা ১১১৩ শ্লো (১৪-১৭ পৃঃ); ২১২১৮২-২০

মধুরারতির সাধারণী, সমঞ্জসা ও সমর্থাদি বৈচিত্রীসম্বন্ধে আলোচনা ২২৩৩৭

মল্লৈ দীক্ষার অপেক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা ২১৫১২ (৬২০-২২ পৃঃ)

মরুট বৈরাগ্য সম্বন্ধে আলোচনা ২১৬২৩৬

মহত্তের লক্ষণ ২২২১৪৮ ; মহাভাগবতের লক্ষণ ২১৭১১০৬

“মহাজনো যেন গন্তঃ স পশ্চা” বাক্য সম্বন্ধে আলোচনা ২১৭১১৭৪-৭৫

মহাপুরাণের লক্ষণ সম্বন্ধে আলোচনা ১২১১৫ শ্লো

মহাপ্রভু নিজে শুদ্ধিশাস্ত্রাদি প্রচার করিলেন না কেন, তৎসম্বন্ধে আলোচনা ৩৪১৭৭

মহাপ্রভু নিজেকে মান্নাবাদী বলার উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য সম্বন্ধে আলোচনা ২৮১৪২

মহাপ্রভু প্রতিদিনই জগন্নাথ-মন্দিরে প্রসাদ পাইয়া থাকেন ; কিন্তু কেবল একদিন প্রসাদের সৌরভা ও স্বাদ অমুভব করিয়া “ফেলালব” বলিয়া প্রেমাবিষ্ট হইলেন কেন, তৎসম্বন্ধে আলোচনা ৩১৬১০২ (৫৪৭-৪৮ পৃঃ)

মহাপ্রভু “ভগবান্” ও “মহাভাগবত”—এই উক্তিদ্বয়ের আলোচনা ২১৭১১১০

মহাপ্রভুকর্তৃক আশ্বাদিত শ্রীকৃষ্ণের ললিতমাধব নাটকের “নটতা কিরাতরাজম্”—শ্লোকে শ্রীধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের বিবাহের ইঙ্গিত সম্বন্ধে আলোচনা ৩১৮১ (২২ পৃঃ) ; ৩১৪২ শ্লো ; ৩১১৩৬

মহাপ্রভুকর্তৃক গুণ্ডিচামার্জ্জন-লীলার রহস্য ২১২১৭৩

মহাপ্রভুকর্তৃক দামোদরের বাক্যদণ্ড অঙ্গীকারের তাৎপর্যসম্বন্ধে আলোচনা ৩৩১৩-১৬

মহাপ্রভুকর্তৃক প্রহ্লাদগিষ্ঠকে কৃষ্ণকথা শ্রবণের জন্য রামানন্দরায়ের নিকটে প্রেরণের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আলোচনা ৩৫৮০-৮৩

মহাপ্রভুকর্তৃক প্রেমদান রহস্য ১৩১১৭ (১৭৫-৭৬ পৃঃ)

মহাপ্রভুকর্তৃক মাধায় রথঠেলা সম্বন্ধে আলোচনা ২১৪১৫৪

মহাপ্রভুকর্তৃক রাজা প্রতাপরুদ্রকে ঐশ্বর্য প্রদর্শন সম্বন্ধে আলোচনা ২১৪১১৭

মহাপ্রভুতে শ্রীকৃষ্ণভাবের অভিব্যক্তিসম্বন্ধে আলোচনা ৩৬৮

মহাপ্রভুতে শ্রীরাধাব্যতীত অন্তঃগোপীর ভাবের আবেশ সম্বন্ধে এবং অন্তঃগোপীর ভাবেও প্রভুর বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আলোচনা ৩১৪১১৬-১৭ ; ৩১৭১২৪ ; ৩১৮১৭২

মহাপ্রভুর অবতারের উদ্দেশ্যের ভূমিকায় শেবলীলা সম্বন্ধে আলোচনা ২১১১৭-১৮

মহাপ্রভুর কোনও কোনও প্রলাপবাক্য চিত্রজন্মের অন্তর্ভুক্ত কিনা, তৎসম্বন্ধে আলোচনা ৩১৬১২৪

মহাপ্রভুর গৃহী পার্শ্বদেবের সম্বন্ধে আলোচনা ২২২১৪২ (১০৫১ পৃঃ)

মহাপ্রভুর গোড়পথের পরিবর্তে ঝারিখণ্ড-পথে বৃন্দাবন-গমনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আলোচনা ২১৭১৫০-৫১

মহাপ্রভুর দণ্ড-ভঙ্গ সম্বন্ধে আলোচনা ২১৫১৪১-৪২ ; ২১৫১৪৮-৫০

মহাপ্রভুর দর্শনে বৃন্দাবনের শুকশারীর শ্লোক পঠন সম্বন্ধে আলোচনা ২১৭১১২২

মহাপ্রভুর দীর্ঘাকৃতি ও কূর্মাাকৃতি ধারণ সম্বন্ধে আলোচনা ৩১৪১৬৩

মহাপ্রভুর বৃন্দাবন-গমন সঙ্গী বলভট্ট ভট্টাচার্য্যের সঙ্গী বিপ্রভূতা সম্বন্ধে আলোচনা ২১৭১১৬ ; ২১৮১৫৫

“মহাপ্রভুর ভক্তগণের দুর্গম মহিমা” সম্বন্ধে আলোচনা ৩৫১১২

মহাপ্রভুর ভক্তগণের বৈরাগ্য প্রধান বাক্য সম্বন্ধে আলোচনা ৩৬২১৮

মহাপ্রভুর মুখে “কৃষ্ণকেশব, রামরাঘব” বাক্যের তাৎপর্যালোচনা ২১৭১৩ শ্লো

মহাপ্রভুর মৃগীব্যাদি-সম্বন্ধে আলোচনা ২১৮১১৭৪

মহাপ্রভুর নামকেলি-আদিশ্রানে গমন-সম্বন্ধে কবিরাজগোস্বামী ও বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের উক্তির আলোচনা ২১৬২১২

মহাপ্রভুর সহিত সাক্ষাৎ-সময়ে যবনরাজের হিন্দুবেশ ধারণ সম্বন্ধে আলোচনা ২১৬১৭২-৮০

মহাপ্রসাদ ও মহাপ্রসাদের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে আলোচনা ২১৬১৭ শ্লো

মহাপ্রসাদ-ভোজন-সম্বন্ধে আলোচনা ২১২১৬২

মহাপ্রসাদে "ভালমন্দ"-বিচার প্রসঙ্গের আলোচনা ৩১২৩৪ (২২২-৩০২ পৃঃ)

মহাপ্রসাদের পচন ও দুর্গন্ধময়ত্বাদি সম্বন্ধে আলোচনা ৩১৩০৮

মহাপ্রসাদের মর্যাদারক্ষণ বিষয়ে হরিদাস ঠাকুরের আচরণ সম্বন্ধে আলোচনা ৩১১১২

মহাভাব-সম্বন্ধে আলোচনা ২১২৩৩৭ (১১৬১ পৃঃ হইতে আরম্ভ)

মহাভারতে শ্রীশ্রীগৌর সম্বন্ধে উল্লেখ ১৩০৮ শ্লো

"মহিবীর্ণের রূঢ়ভাব" বাক্য সম্বন্ধে আলোচনা ২১২৩৩৭ (১১৬৬-৬৭ পৃঃ)

মহিবীর্ণের এবং ব্রজদেবীদিগের মানের পার্থক্য সম্বন্ধে আলোচনা ২১৪১৩৬

মহিবীর্ণের সম্ভোগেচ্ছার রহস্য সম্বন্ধে আলোচনা ৩১৮১৭২ (৬৩১ পৃঃ)

মহিবীর্ণের সম্বন্ধে আলোচনা ২১২৩৬০ (১২২২-২৬ পৃঃ)

মাদন-ভাব সম্বন্ধে আলোচনা ২১২৩৩৮ (১১৭০ পৃঃ)

"মাধুর্য্য ভগবত্ত্বাসার"-বাক্য সম্বন্ধে আলোচনা ২১২১২২

মান (স্থায়ীভাব-প্রকরণের-মান এবং বিপ্রলম্ব-প্রকরণের মান) সম্বন্ধে আলোচনা ২১২৩৪৩ (১১৭৬-৭৮ পৃঃ)

মানসিক সেবার মহিমা-সম্বন্ধে আলোচনা ২১২২৭০

মায়া—"বহিরঙ্গা মায়া" দ্রষ্টব্য ।

মায়ায় মধ্যে থাকিয়াও ঈশ্বরের মায়াস্পর্শ নাই ১১২১১ শ্লো ; ১১৫১৩-৭৫

মুক্তির তাৎপর্য্য সম্বন্ধে আলোচনা ২১২৪৪৩ শ্লো ; মুক্তি ও নিরোধের পার্থক্য ১১২১৫ শ্লো (১৪৫ পৃঃ) ;

পরিশিষ্টে "মুক্তি"-প্রবন্ধ

মুখ্যাবৃত্তি সম্বন্ধে আলোচনা ১১৭১০৩

মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত শক্তি সম্বন্ধে প্রমাণ ১১৪৫২ (২৮১ পৃঃ) ; ১১৪৫৫ (২৮৩ পৃঃ)

মুসলমান শাস্ত্রকথিত পরতত্ত্ব-সম্বন্ধে আলোচনা ২১৮১২০

মুদতক্ষণ লীলায় যশোদামাতার ঐশ্বর্য্যদর্শন-সম্বন্ধে আলোচনা ২১৮১৬ শ্লো (২৮২-৮৩ পৃঃ) ; ২১২১২২ (২৬৮-৬৯ পৃঃ)

মোদন ও মোহন ভাব সম্বন্ধে আলোচনা ২১২৩৩৮

মোক্ষবাঞ্ছা কৈতব-প্রধান কেন ১১১৫১ ; ১১১৫১ পয়ারের টীকা পরিশিষ্ট

মৌষল-লীলা সম্বন্ধে আলোচনা ২১২৩৫২ (১২১০-১১ পৃঃ)

য

য

য

য

"যন্তে স্নজাতচরণাধুরহম্"-শ্লোকে গোপীপ্রেমের কামগন্ধহীনতার প্রমাণ-সম্বন্ধে আলোচনা ১১৪২৬ শ্লো

"যত্নাগ্রহে বিনা ভক্তি না জন্মায় প্রেমে"-বাক্যসম্বন্ধে আলোচনা ২১২৪১১৫ (১২৮৬ পৃঃ)

"যত্নপি কারো মমতা বহু জনে হয় । শ্রীতের স্বভাবে কাহাতে কোনো ভাবোদয়"-পয়ার সম্বন্ধে আলোচনা

৩১৪১৬৬

"যমদুত্তগণ অজামিলকে তৎক্ষণাৎ বৈকুণ্ঠে নিলেন না কেন, তৎসম্বন্ধে আলোচনা ৩৩১৭৭ (১৪৬-৪৮ পৃঃ)

যম-নিয়মাদি সম্বন্ধে আলোচনা ২১২২৮৩

যমলার্জুন-প্রসঙ্গ ২১১৮১১ ; ২১২০১৫৮ শ্লো

যশোদাগর্ভে কৃষ্ণের জন্মলীলা-প্রসঙ্গ ২১১৮১০

যশোদার প্রেমে শ্রীকৃষ্ণের বশ্যতা ১৪১২১ ; ২১৮১৬২ ; ২১৮১১৬ শ্লো

“যাবন্নির্ব্বাহ প্রতিগ্রহ” সম্বন্ধে আলোচনা ২১২২১৬২ (১০৭৭ পৃঃ)

যাহা পাপ তাহা যে সকলের পক্ষেই পাপ তৎসম্বন্ধে আলোচনা ২১২৪১১৭২

যুগভেদে পুরাণাদি-শাস্ত্রের প্রকটন ১৩৩৬ শ্লোক (১২১ পৃঃ)

যুধিষ্ঠিরের রাজসূর্যযজ্ঞে শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে শিশুপালের উক্তি আলোচনা ৩৫১১৩৭

“যে লীলা অমৃত বিনে, খায় যদি অনুপানে” ইত্যাদি বাক্য সম্বন্ধে আলোচনা ২১২৫১২৩০

যোগজ্ঞানাদির অঙ্গভূত নামের ফল সম্বন্ধে আলোচনা ৩৩১১৭৭ (১৪১-৪৩ পৃঃ)

র

র

র

র

রঘুনাথদাসের আবির্ভাব-সময় সম্বন্ধে আলোচনা ৩৬১১৬৭ (২৮৫-৮৬ পৃঃ)

রঘুনাথদাসের গৃহ হইতে পলায়ন প্রসঙ্গের আলোচনা ৩৬১১৬৭

রঘুনাথদাসের পক্ষে গোবিন্দের নিকট হইতে প্রসাদ না লইয়া সিংহদ্বারে দাঁড়াইবার সঙ্কল্প সম্বন্ধে তাঁহার মনোভাবের আলোচনা ৩৬২১২২

রঘুনাথদাসের প্রতি গোবর্দ্ধনশিলার সাংখ্যিকপূজন বিষয়ে মহাপ্রভুর আদেশের আলোচনা ৩৬২১৮২

রঘুনাথদাসের প্রতি নিত্যানন্দ প্রভুর “চোরা”-উক্তির আলোচনা ৩৩৪৬

রত্নির লক্ষণ ৩১২১১৫১

রথযাত্রাকালে খণ্ড-সম্প্রদায়ের “অগ্ন্যত্র” কীর্তনের তাৎপর্যালোচনা ২১১৩৪৩-৪৫

রমণেচ্ছা থাকিলে রাগানুগার ভজন করিয়াও ব্রজে সেবা পাওয়া যায় না, দ্বারকায় পাওয়া যাইতে পারে ২১২২৮৮ (১১১৫ পৃঃ)

“রসং হেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি”-ঋতিবাক্যের অর্থালোচনা ৩২০১৭ (৬২৭-২২ পৃঃ)

রসরাজ মহাভাব দুই একরূপ”-সম্বন্ধে আলোচনা ২১৮১২৩৩-৩৪

রসাতাস সম্বন্ধে আলোচনা ২১১৪১৫৫

রসাস্বাদনের প্রকার সম্বন্ধে আলোচনা ২১২৩৪৪-৭৪ শ্লো (১১২৪-২৮ পৃঃ)

রসাস্বাদনের সহায়-সম্বন্ধে আলোচনা ২১২৩৪৪-৪৭ শ্লো (১১২৩-২৪ পৃঃ)

রসাস্বাদনের সাধন সম্বন্ধে আলোচনা ২১২৩৪৪-৪৭ শ্লো (১১২০-২৩ পৃঃ)

রাগাঙ্গিকা ভক্তি ও রাগাঙ্গিকার আশ্রয়ভুক্ত সম্বন্ধে আলোচনা ২১২২৮৫ ; ২১২২৮৭

রাগাঙ্গিকা ভজনে জীবের যে অধিকার নাই, তৎসম্বন্ধে আলোচনা ২১২২৮৮ (১১১৩-১৪ পৃঃ)

রাগাঙ্গিকার অনুগতি ও অনুকরণ সম্বন্ধে আলোচনা ২১২২৮৮ (১১১৩-১৪ পৃঃ)

রাগাঙ্গিকার আনুগত্যময়-ভাবে আশ্রয়ও যে নিত্যসিদ্ধ পরিকরদের মধ্যে আছে, তৎসম্বন্ধে আলোচনা ২১২২৮৮ (১১১৪ পৃঃ)

রাগানুগা ও বৈদীভক্তির পার্থক্য সম্বন্ধে আলোচনা ২১২২৫৮-৫৯

রাগানুগাভক্তির সম্বন্ধানুগা ও কামানুগা এক সম্বোধনাময়ী ও তত্ত্বভাবেচ্ছাময়ী বৈচিত্রী-সম্বন্ধে আলোচনা ২১২২৮৮ (১১১৪-১৫ পৃঃ)

রাগানুগামার্গে অন্তর-সাধন মুখ্য অঙ্গ হইলেও বাহ্য-সাধন যে উপেক্ষণীয় নয়, তৎসম্বন্ধে আলোচনা ২১২২১১ (১১২৬ পৃঃ)

রাগানুগার অর্চনামার্গে দ্বারকাধ্যান ও মহিষীদিগের পূজনাদি যে বিধেয় নহে, তৎসম্বন্ধে আলোচনা ২১২২১৮ (১১১৫ পৃঃ) ; ২১২২১৮

রাগানুগার ভজনে শাস্ত্রযুক্তি না মানার তাৎপর্য্য সম্বন্ধে আলোচনা ২১২২১৮

রাগানুগার সাধন—বাহ্য ও অন্তর ২১২২১৮

রাগানুগার সাধনে নিত্যসিদ্ধ পরিকরদের সহিত অভেদ-মনন-সম্বন্ধে এবং স্বতন্ত্ররূপে পিতৃাদির অভিমান-সম্বন্ধে আলোচনা ২১২২১১ (১১২৫-২৬ পৃঃ)

রাগের লক্ষণ সম্বন্ধে আলোচনা ২১২২১৮

“রাঘবের ঘরে রাজ্যে রাধাঠাকুরাণী”—উক্তি সম্বন্ধে আলোচনা ৩৬১১৪

রাজবেশ ছাড়িয়া বৈষ্ণব-বেশে প্রভুর নিকটে যাওয়ার জ্ঞত প্রতাপরূপের প্রতি সার্কর্ভোমের উপদেশের সময়-সম্বন্ধে আলোচনা ২১১১৪৪-৪৬

রাধা । কৃষ্ণের সহিত একাত্মা, অভিন্ন ; পদ্মপুরাণ-প্রমাণ ১৪৪৪২ ; হলাদিনী-শক্তি, পদ্মপুরাণ-প্রমাণ ১৪৪৪২ ; স্বরূপশক্তি, শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ-প্রমাণ ১৪৪৫২ ; স্বরূপ-শক্তি হলাদিনীর অধিষ্ঠাত্রী ও মূর্ত্তবিগ্রহ, ভগবৎ-সন্দর্ভ-প্রমাণ ১৪৪৫২ ; মহাভাব-স্বরূপিণী ১৪৪৫২-৬০ ; উ. নী. ম.-প্রমাণ ১৪৪১১ শ্লো ; চিত্তেন্দ্রিয়-কায় কৃষ্ণপ্রেম-ভাবিত, কৃষ্ণের নিজশক্তি ১৪৪৬১ ; ব্রহ্মসংহিতা-প্রমাণ ১৪৪১২ শ্লো ; কৃষ্ণের অনপায়িনী শক্তি ; শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ-প্রমাণ, বেদান্ত-প্রমাণ, বিষ্ণুপুরাণ-প্রমাণ ১৪৪৬৬ ; ব্রজের গোপীগণের, পুরের মহিষীগণের এবং বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীগণের অংশিনী, ১৪৪৬৩-৬৫ ; নারদপঞ্চরাত্র-প্রমাণ ১৪৪৬৫ ; লক্ষ্মী-দুর্গাদি শ্রীরাধার অংশ, পুরুষবোধিনী-শ্রুতি-প্রমাণ ১৪৪৬৫ ; যে ভগবৎ-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের যেরূপ প্রকাশ, তাঁহার কান্তাশক্তিও শ্রীরাধার তদ্রূপ প্রকাশ ১৪৪৬৬-৬৮ ; বিষ্ণুপুরাণ-পদ্মপুরাণ-প্রমাণ ১৪৪৬৬ ; চিদ্রিচ সমস্ত শক্তির অধিষ্ঠাত্রী, ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবাদিরও দেহকারণের কারণরূপা ; পদ্মপুরাণ-প্রমাণ ১৪৪৬৬ ; ব্রজদেবীগণ শ্রীরাধারই কায়বাহুরূপা, পদ্মপুরাণ-প্রমাণ এবং নারদপঞ্চরাত্র-প্রমাণ ১৪৪৬৮ ; কৃষ্ণলীলার সহায় ১৪৪৬২-৭০ ; ব্রহ্মস্বরূপা, নারদপঞ্চরাত্রের প্রমাণ ১৪৪৮৫ ; গোপীগণ শ্রীরাধারূপ প্রেমকল্প-লতিকার পল্লব-পুষ্প-পাতা ২১৮১৬২ ; গোবিন্দানন্দিনী, গোবিন্দমোহিনী, গোবিন্দসর্বস্বা, সর্বকান্তাশিরোমণি ১৪৪৭১ ; বৃহদগৌতমীয়তন্ত্র-প্রমাণ ১৪৪১৩ শ্লো ; কৃষ্ণজীড়াপূজার বসতি-নগরী ১৪৪৭২ ; কৃষ্ণময়ী ১৪৪৭৩-৭৪ ; রাধিকানায়েক তাৎপর্য্য ১৪৪৭৫ ; ১৪৪১৪ শ্লো ; সর্বপূজ্য, পরম-দেবতা, সর্বপালিকা, সর্বজগতের মাতা ১৪৪৭৬ ; পদ্মপুরাণ-নারদপঞ্চরাত্র-প্রমাণ ১৪৪৭৬ ; মূল প্রকৃতি, নারদপঞ্চরাত্র-প্রমাণ ১৪৪৭৬ ; বহিরঙ্গা-মায়াশক্তিও শ্রীরাধার অংশ, শ্রীমদ্ভাগবত-নারদ-পঞ্চরাত্র-প্রমাণ ১৪৪৭৬ ; সর্বলক্ষ্মী, পদ্মপুরাণ-প্রমাণ ১৪৪৭৭ ; কৃষ্ণের ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী, ভগবৎ-সন্দর্ভ-নারদপঞ্চরাত্র-প্রমাণ ১৪৪৭৮ ; সর্বশক্তিবর্ধ্যা, স্বরূপশক্তির অধিষ্ঠাত্রী, পরাশক্তিরূপা, পরাবিঘ্নাঘ্নিকা, ব্রহ্মা-কৃত্তাদি দেবগণেরও দুর্গম-মাহাত্ম্যা, ইচ্ছাশক্তি-জ্ঞানশক্তি-ক্রিয়াশক্তির অংশিনী, পদ্মপুরাণ-প্রমাণ, শ্রীতিসন্দর্ভ-প্রমাণ ১৪৪৭৮ ; সর্বসৌন্দর্য্যের উৎস ১৪৪৭৯ ; সর্বকান্তি ১৪৪৭৯-৮১ ; শ্রীকৃষ্ণমোহিনী ১৪৪৮২ ; পূর্ণশক্তি ১৪৪৮৩ ; শ্রুতিপ্রমাণ ১৪৪৮৩ ; রাধা পূর্ণশক্তি এবং কৃষ্ণ পূর্ণ-শক্তিমান বলিয়া উভয়ে অভিন্ন ১৪৪৮৩ ; শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা-বাসনাতে শৃঙ্খলরূপা ১৪৪৮২ শ্লো ; শ্রীরাধা রাসলীলার অধিষ্ঠাত্রী, রাসেশ্বরী, নারদপঞ্চরাত্র-প্রমাণ (ভূমিকায় রাধাতত্ত্ব-প্রবন্ধ ১১১ পৃঃ) ১৪৪৬৫ ; শ্রীরাধাব্যতীত অল্প শতকোটি গোপীতেও শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা-বাসনা পূর্ণ হইতে পারে না ২১৮১৮ ; কৃষ্ণসঙ্গের নিমিত্ত বাসনাইনা হইয়াও কৃষ্ণহৃথের জন্ত দেহ দান করেন ৩২০১৫০ ; ভূমিকায় “রাধাতত্ত্ব”-প্রবন্ধ (১১১-১৪ পৃঃ) দ্রষ্টব্য ।

রাধা ও কৃষ্ণ যে এক আত্মা, তৎসম্বন্ধে আলোচনা ১৪৪৪২-৫০ ; ১৪৪৮৩-৮৪

রাধা স্বরূপশক্তির মূর্ত্তবিগ্রহ এবং সর্বগুণের ও সর্বসম্পদের অধিষ্ঠাত্রী ১৪৪৭৮ (৩১৩ পৃঃ)

রাধাকৃষ্ণে স্নানকর্তার রাধাসম-প্রেমপ্রাপ্তি সম্বন্ধে আলোচনা ২।১৮৮

রাধাকৃষ্ণের বিলাস-মহত্ব-বর্ণন-প্রসঙ্গে রামানন্দরায়কর্তৃক কৃষ্ণের ধীরললিতত্ব-বর্ণনের পরেও মহাপ্রভু আরও কিছু শুনিতে চাহিলেন কেন, তৎসম্বন্ধে আলোচনা ২।৮।১৫০ (৩৪১ পৃঃ)

রাধাপ্রেমের অত্মনিরপেক্ষতা-সম্বন্ধে প্রভুর পূর্বপক্ষ (আপত্তি) সম্বন্ধে আলোচনা ২।৮।৭৭-৭৮

রাধাপ্রেমের অত্মনিরপেক্ষতা স্থাপন-সম্বন্ধে আলোচনা ২।৮।৭২-৮০

রাধাপ্রেমের অপূর্ব্ব মাহাত্ম্য ১।১৭।৮-২ শ্লো ; ৩।২০।৩২-৫১ ; ২।৮।১৫২-৫৬

রাধাপ্রেমের জাতিগত, পরিমাণগত, প্রকৃতিগত এবং পরিপক্বতাগত বৈশিষ্ট্য-সম্বন্ধে আলোচনা ২।৮।১৫৬ (৩৫৪-৫২ পৃঃ)

রাধাপ্রেমের বৈশিষ্ট্য-জাত্যংশে এবং আন্তিজাত্যে ২।৮।১৪৬ (৩৩৫-৩৬ পৃঃ)

রাধারাগীর কর-চরণ-চিহ্ন ২।২৩।৩২-৪৩ শ্লো (১১৮৮ পৃঃ)

রাধারাগীর প্রতি দুর্ব্বাসাকর্তৃক বরদান-প্রসঙ্গের আলোচনা ৩।৬।১১৫

রাধিকাদির প্রেমবৈচিত্র্য সম্বন্ধে উদাহরণ ২।২৩।৪৪

রাধিকার তিন পুরুষে রতি-সম্বন্ধে আলোচনা ৩।১।২১ শ্লো

রাধিকার পঁচিশটি প্রধান গুণ ২।২৩।৩২-৪৩ শ্লো

রাধিকার রাসেশ্বরীত্বের হেতু যে মাদন-ভাব, তৎসম্বন্ধে আলোচনা ৩।১৮।৭২ (৬৩৪ পৃঃ)

রামচন্দ্রখান ও নিত্যানন্দপ্রভুর প্রসঙ্গ ৩।৩।১৫৫

রামনবমী-ব্রত-প্রসঙ্গ ২।২৪।২৫৩ (১৩৩০ পৃঃ)

রামনাম ভারক, কৃষ্ণনাম পারক ৩।৩।২৪৪

রামানন্দরায়কর্তৃক দেবদাসীদিগকে নাটকের অভিনয় শিক্ষাদান প্রসঙ্গের আলোচনা ৩।৫।১২ ; ৩।৫।১৫-২০ ; ৩।৫।২৪ ; তৎপ্রসঙ্গে মহাপ্রভুকর্তৃক রামানন্দের মাহাত্ম্য-কথন-সম্বন্ধে আলোচনা ৩।৫।৩৬-৪০

রামানন্দরায়কর্তৃক রাধাপ্রেমের অত্মনিরপেক্ষতা-সম্বন্ধে প্রভুর আপত্তি খণ্ডন-বিষয়ের আলোচনা ২।৮।৭২-৮০

রামানন্দরায়কর্তৃক “সেব্যবুদ্ধি আরোপিয়া” দেবদাসীদের সেবাসম্বন্ধে আলোচনা ৩।৫।১৮

রামানন্দরায়কর্তৃক অহম্মে দেবদাসীদের অভ্যঙ্গ-মর্দনাদির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আলোচনা ৩।৫।১৫-১৬

রামানন্দরায়ের নিকটে মহাপ্রভুর জিজ্ঞাস্তা রসতত্ত্বের তাৎপর্য্য-সম্বন্ধে আলোচনা ২।৮।১০৬-৮ (৩০৭ পৃঃ)

রামানন্দরায়ের “পহিলিহি রাগ”-গীতটীর প্রকরণ-সম্বন্ধে আলোচনা ২।৮।১৫৬ (৩৫১-৫৪ পৃঃ)

রামানন্দরায়ের মুখে কৃষ্ণতত্ত্বাদি প্রকাশ করাইবার পরেও মহাপ্রভু আবার কেন রাধাকৃষ্ণের বিলাস-মহত্ব জানিতে চাহিলেন ২।৮।১৪৬ (শেষাংশ)

রামানন্দরায়ের মুখে কৃষ্ণতত্ত্বাদি প্রকাশ করাইবার পক্ষে রাধাপ্রেমের মহিমা-খ্যাপনই প্রভুর উদ্দেশ্য ২।৮।১১৫ ; ২।৮।১৪৬

রামানন্দরায়ের মুখে প্রভুর প্রতি “মহাধিচলনং নৃণাম্”-ইত্যাদি শ্লোকোক্তির তাৎপর্যালোচনা ২।৮।৩ শ্লো

রামানন্দরায়ের মুখে রাধাপ্রেমের মহিমা শুনিয়া যদিও প্রভু বলিলেন—“এবে সে জানিল সেব্য-সাধ্যের নির্ণয়”, তথাপি আবার কৃষ্ণতত্ত্বাদি জানিবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশের তাৎপর্যালোচনা ২।৮।২১

রামানন্দরায়ের রাগানুগা-ভজন-সম্বন্ধে আলোচনা ৩।৫।৪৮

রাসক্ৰীড়ার তটস্থলক্ষণ-সম্বন্ধে আলোচনা ৩।১৮।৭২ (৬পৃঃ ২৭-২৮ ; ৬৩৬-৩৭ পৃঃ)

রাসক্রীড়ার সামগ্রী সম্বন্ধে আলোচনা ৩১৮৭২ (৬৩৫-৬৬ পৃঃ)

রাসক্রীড়ার স্বরূপ সম্বন্ধে আলোচনা ৩১৮৭২ (৬৩২-৬৫ পৃঃ)

রাসলীলায় যে সমস্তরসের আবির্ভাব হয়, তৎসম্বন্ধে আলোচনা ১৪৭০ ; ৩১৮৭২ (৬৩৪ পৃঃ)

রাসলীলার লক্ষণসম্বন্ধে আলোচনা : তটস্থলক্ষণ ৩১৮৭২ (৬২৭-২৮ পৃঃ ; ৬৩৬-৩৭ পৃঃ) ; স্বরূপ-লক্ষণ ৩১৮৭২ (৬২৮-৩১ পৃঃ)

রাসলীলারহস্য সম্বন্ধে আলোচনা ৩১৮৭২ (৬২৩-৩৭ পৃঃ)

রাসলীলাদির অনুভবকর্ত্তা সম্বন্ধে আলোচনা ৩১৮৭২ (৬২৫-২৬ পৃঃ)

রাসলীলাদির আশ্বাদক সম্বন্ধে আলোচনা ৩১৮৭২ (৬২৪ পৃঃ)

রাসলীলাদির বস্তু সম্বন্ধে আলোচনা ৩১৮৭২ (৬২৩-২৪ পৃঃ)

রাসলীলাদির মুখ্য শ্রোতা সম্বন্ধে আলোচনা ৩১৮৭২ (৬২৪ পৃঃ)

রাসাদি-লীলা-কথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে আলোচনা ৩৫৪৩-৪৫

রাসাদি-লীলায় কৈশোর, কাম ও জগত্তের সফলতা সম্বন্ধে আলোচনা ১৪১০২ ; ১৪১১৫-১৭ শ্লো

রাসাদি-লীলায় শ্রীকৃষ্ণ কিরূপে সকল জীবের প্রতি অমুগ্রহ প্রকাশ করিলেন ১৪১৪ শ্লো

“রাসে হরিরিহ” ইত্যাদি শ্লোকটি কোন্ সময়ের রাস-সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে আলোচনা ৩১৫৭৬

রাসোৎসবের কর্ত্ত্ব ১১১৩৩ শ্লো (৭৮ পৃঃ)

রুক্মিণীদেবীর প্রতি শ্রীকৃষ্ণের পরিহাস-প্রসঙ্গ ৩৭১৩১

রুঢ় ও অধিরুঢ় মহাভাব-সম্বন্ধে আলোচনা ২১২৩৩৭ (১১৬৫ পৃঃ হইতে আরম্ভ)

ল

ল

ল

ল

ললনানিষ্ঠরাগ বস্তুটি কি, তৎসম্বন্ধে আলোচনা ২৮১৫২ (৩৪৭ পৃঃ “নয়নভঙ্গ-ভেল”-প্রসঙ্গে) ; ৩১১২১ শ্লো ; ৩৮১৫৬ (৩৫৪-৫৬ পৃঃ)

লক্ষণাবৃন্তি সম্বন্ধে আলোচনা ১৭১১০৪

লক্ষ্মীদেবীকে বিবাহ করায় এবং পরে তাঁহাকে অন্তর্দ্বাপিত করায় প্রভুর উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আলোচনা ১১৬২৩ (৭০৩ পৃঃ)

লক্ষ্মীদেবীর সহিত বিবাহের সময়ে প্রভুর বয়স-সম্বন্ধে আলোচনা ১১৫১২ শ্লো

লীলাপ্রকটনের সঙ্গে ধামপ্রকটন ১৩২২

লীলাপ্রকটনের সময়ে নিত্যসিদ্ধ ও মাধনসিদ্ধ পরিকরণেরও প্রকটন হয় ১৪১২৪ (২৫৩ পৃঃ)

লীলার নিত্যত্বসম্বন্ধেও গৌরলীলা প্রকটনের উদ্দেশ্যে গোলোকে বসিয়া শ্রীকৃষ্ণের চিন্তার তাৎপর্যালোচনা ১৩২১ (১৮২ পৃঃ)

লীলার নিত্যত্ব সম্বন্ধে আলোচনা ১৩২১ ; ২১২০১১২-২০

“লেভ কায়স্থ”-পাঠ সম্বন্ধে আলোচনা ২১২১৫

“লোক নিস্তারিব এই ঈশ্বর-স্বভাব”-বাক্য সম্বন্ধে আলোচনা ৩২১৫

শ

শ

শ

শ

শক্তি ও শক্তিমানের মধ্যে সম্বন্ধ বিষয়ে আলোচনা ১৪৮৪

শঙ্করাচার্যের ভাষ্য ও সাধনা সম্বন্ধে আলোচনা ২৬১৪ শ্লো

শতকোটি গোপীসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের রাসবিলাসে ঐশ্বর্য্যকর্তৃক মাধুর্য্যের সেবা সম্বন্ধে আলোচনা

২।৮।৮২-৮৩

শরণাগত ও অকিঞ্চনের লক্ষণ সম্বন্ধে আলোচনা ২।২২।৫৩

শান্তভক্ত দ্বিবিধ—আত্মারাম ও তাপস ২।১৯।১৬২ ; শান্তভক্তের লক্ষণ ২।১৯।১৭৭-৭৮

শাস্ত্রানুগত্যের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আলোচনা ২।৮।৫৪

শাস্ত্রব্যাপ্যাকে উপজীবিকা হিসাবে গ্রহণ না করা সম্বন্ধে শাস্ত্রবিধি ২।২২।৬৪ (১০৮৪ পৃঃ)

শিবতত্ত্ব-সম্বন্ধে আলোচনা ২।২০।২৬২-৬৪ ; ২।২০।৪৩ শ্লো ; ২।২০।২৬৫ ; ২।২০।৪৪ শ্লো

শিবরাত্রিভ্রত প্রসঙ্গ ২।২৪।২৫৩-৫৪ (১৩৪৩-৪৫ পৃঃ)

শিবানন্দসেনের কুক্কুর-প্রসঙ্গের আলোচনা ৩।১।১২-১৯

শিবের পরতত্ত্ব-সম্বন্ধে আলোচনা ২।২০।২৬৩ (৮৯৯-৯০০ পৃঃ)

শিক্ষাষ্টকের শ্লোকসমূহের ভাবের ধারাবাহিকতা সম্বন্ধে আলোচনা ৩।২০।৫৫

শুকদেবদ্বারা শ্রীমদ্ভাগবত-কথা প্রচারের গূঢ় উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আলোচনা ২।২।১২২

শুদ্ধ বৈষ্ণব সম্বন্ধে আলোচনা (হিরণ্যদাস-গোবর্দ্ধনদাস-প্রসঙ্গে) ৩।৬।১২৬ (২৮৮-৮৯ পৃঃ)

শুদ্ধভক্ত : লক্ষণ ১।৪।১৯-২০ ; শুদ্ধভক্ত শ্রীকৃষ্ণকে পরম-বান্ধব বলিয়া মনে করেন ১।৪।১৯-২০ (২৪৭ পৃঃ)

শুদ্ধা (সাধন) ভক্তির লক্ষণ ২।১৯।১৪৮ ; ২।১৯।২২-২৪ শ্লো (৭৯৮ পৃঃ)

শৃঙ্গার-রসে সন্তোষ সম্বন্ধে আলোচনা ২।২৩।৪২

শ্যামকুণ্ড-রাধাকুণ্ডের আবির্ভাব-কাহিনী ২।১৮।২

শ্রদ্ধার সহিত শ্রীমূর্তিসেবা সম্বন্ধে আলোচনা ২।২২।৫৫-৫৭ শ্লো (১০৯৩ পৃঃ)

শ্রবণাদি-শুদ্ধ চিত্তে প্রেমোদয় সম্বন্ধে আলোচনা ২।২২।৫৭

শ্রবণদ্বাদশী ভ্রত-প্রসঙ্গ ২।২৪।২৫৪ (১৩৩৮-৩৯ পৃঃ)

শ্রীকৃষ্ণ যে-দরিদ্র ব্রাহ্মণের চিপিটক বলপূর্ব্বক ভক্ষণ করিয়াছিলেন, তাঁহার নাম-সম্বন্ধে প্রমাণ ১।১৭।৬ শ্লো (৭৪৭ পৃঃ)

শ্রীকৃষ্ণাবতারের মুখ্য হেতু সম্বন্ধে আলোচনা ১।৪।১৪

শ্রীকৃষ্ণের ব্রহ্মাণ্ডে অবতরণের প্রকার ১।৩।৭৩

শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে নন্দ-যশোদার পুত্রত্ব জন্মগত নহে, অভিমানগত ১।৪।২৪ (২৫২ পৃঃ)

শ্রীজীবগোস্বামীর প্রসঙ্গ ৩।৪।২২৩

শ্রীমদ্ভাগবতে গৌর-স্বরূপের উপাশ্রয়ের উল্লেখ ১।৩।১০ শ্লো

শ্রীমদ্ভাগবতের কৃষ্ণভূল্যত্ব-সম্বন্ধে আলোচনা ২।২৪।২৩২ ; ২।২৪।২২ শ্লো

শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ উভয়ের মধ্যেই যে শক্তি ও শক্তিমান্ আছেন, তৎসম্বন্ধে আলোচনা ১।৪।৮৪ (৩১৮ পৃঃ)

শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ তত্ত্বতঃ অভিন্ন হইয়াও যে লীলারস আশ্বাদনের জন্ত অনাদিকাল হইতে দুই রূপে অবস্থিত, তৎসম্বন্ধে আলোচনা ১।৪।৪২ ; ১।৪।৮৪ (২১৮-১৯ পৃঃ) ; ১।৪।৮৫ ; নারদপঞ্চরাত্র-প্রমাণ ১।৪।৮৫

শ্রীরাধিকাদির কৃষ্ণকান্তাত্ত্ব বিবাহজাত নহে, অভিমানজাত ১।৪।২৪ (২৫২ পৃঃ) ; তাঁহাদের কৃষ্ণকান্তাত্ত্ব তাঁহাদের প্রেমের অঙ্গগত ১।১।৪ শ্লো (১৭ পৃঃ) ; ২।২২।৮৭

“শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ” উক্তির তাৎপর্যালোচনা ৩।২০।১৪৪

শ্রীরূপ-সনাতনের জাতি সম্বন্ধে আলোচনা; তাঁহাদের পক্ষে নিজেদিগকে গ্লোহজাতি বলিয়া পরিচয় দেওয়া সম্বন্ধে আলোচনা ২।১।১৮৬

শ্রীরূপের প্রতি প্রভুর কৃপা সম্বন্ধে আলোচনা ২।১২।১১-১৩ শ্লো; ৩।১।৮১; ৩।১।১৪৭; শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনের প্রতিই প্রভুর বিশেষ কৃপা কেন, ২।১২।১৩ শ্লো (৭৭৪ পৃ:)

শ্রীরূপের শ্লোকদ্বারা কবিরাজ গৌস্বামিকর্তৃক আশীর্বাদরূপ মঙ্গলাচরণ করার উদ্দেশ্য ১।১।৪ শ্লো (৬ পৃ:)

শ্রুতিতে নাম-নামীর অভিন্নতার উল্লেখ ৩।২।৭ (৭০৭ পৃ: জ)

শ্রুতিতে নাম-মাহাত্ম্যের উল্লেখ ১।১৭।১৮; ৩।২।৭ (৭০৩ পৃ:)

শ্রুতিতে শ্রীরাধার উল্লেখ ১।৪।৬৫; ১।৪।৮৩

ষ

ষ

ষ

ষ

“ষাঠী রাণী হউক”-বাক্যের তাৎপর্যালোচনা ২।১৫।২৪২

স

স

স

স

সকল নামের সমান মাহাত্ম্য-সম্বন্ধে আলোচনা ৩।২।১৫ (৭২৭-২২ পৃ:)

সখ্যাপ্রেম সম্বন্ধে আলোচনা ২।৮।৬১

সগুণ বিষ্ণুর উপাসনায় লব্ধ ধর্ম, অর্থ, কাম সুখদ ১।১৮।২ শ্লো (৭৩৪ পৃ:)

সগুণ ব্রহ্মারূপাদির উপাসনায় কেহ গুণাতীত হইতে পারে না ২।১৮।২ শ্লো (৭৩৩-৩৪ পৃ:)

সগুণ ব্রহ্মারূপাদির উপাসনায় ধর্ম, অর্থ, কাম লাভ হইলেও তাহা সুখদ নহে ২।১৮।২ শ্লো (৭৩৪ পৃ:)

সগুণা ভক্তি সম্বন্ধে আলোচনা ২।১২।২২-২৪ শ্লো

“সঞ্চার্য্য রামাভিধ ভক্তমেঘে”-শ্লোকে “গৌরাঙ্গি”, “স্বভক্তিসিদ্ধান্ত-চরিতামৃতানি” এবং “তজ্জঙ্ঘ-রত্নালয়তাম্” শব্দগুলির তাৎপর্যালোচনা ২।৮।১ শ্লো

সৎসঙ্গ-প্রসঙ্গ ১।১।২৮-২২ শ্লো

সধবা শচীমাতার প্রতি প্রভুকর্তৃক একাদশীব্রত পালনের উপদেশ শাস্ত্রসম্মত ১।১৫।৬-৮; ২।২৪।২৫৩

সনাতনগৌস্বামীর তিনটি প্রশ্ন ২।২।২৬

সনাতনগৌস্বামীর প্রতি প্রভুর কৃপা সম্বন্ধে আলোচনা ৩।৪।১০৬; ২।১২।১৩ শ্লো (৭৭৪ পৃ:)

সনাতনগৌস্বামীর বড় ভাই সম্বন্ধে আলোচনা ২।১২।২৩-২৪

সনাতনাদি দ্বারায় ভক্তিলাভ প্রচারে প্রভুর উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আলোচনা ৩।৫।৮৩-৮৪

সনাতনের প্রশ্নের উত্তরে প্রভুকর্তৃক জাবের সংসার-দুঃখের হেতু-কখন ২।২।১০৪-৫; জীবের স্বরূপ-কখন ২।২।১০১-২; জীবের হিতোপায়-কখন ২।২।১০৫ (৮৫০ পৃ:); ২।২।১০৬; ২।২।১১২ শ্লো; সেই হিত কিরূপ ২।২।১৮

সন্ন্যাসি-সভায় প্রভুর ঐশ্বর্য্য-প্রকাশের হেতুর আলোচনা ১।৭।৫৮-৫৯

সন্ন্যাসান্তে প্রভুর কাটোয়া ত্যাগের পরবর্তী ঘটনাগুলি সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যভাগবতের বিবরণ সম্বন্ধে আলোচনা ২।৩।২১৩

সম্পূর্ণা তিথি ও বিদ্ধা তিথি সম্বন্ধে আলোচনা ২।২৪।২৫৪

সম্বন্ধ-তত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা ২।২।২২; ভূমিকায় “সম্বন্ধ-তত্ত্ব” (১৬৩-৬৬ পৃ:)

সর্বত্র শাস্ত্রানুগত্যের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আলোচনা ২।৮।৫৪

সর্ব-দেশ-কাল-পাত্র-দশায় ভক্তির ব্যাপ্তি সম্বন্ধে আলোচনা ২।২৫।২২-১০১

- সর্বপ্রথমে জগন্নাথদর্শনে প্রভুর দেহে আবির্ভূত হৃদীপ্ত সাত্বিক বিকার-সম্বন্ধে আলোচনা ২।৩।১১-১২
সামুজ্যমুক্তিকামীর অশাস্ত্রস্ব সম্বন্ধে আলোচনা ২।১২।৩২ (৭৮১-৮২ পৃঃ)
সাত্বিক পূজন সম্বন্ধে আলোচনা ৩।৩।২৮২
সাত্বিক, রাজসিক ও তামসিক শাস্ত্র ২।২০।২৬৩ (৮২২-২০০ পৃঃ)
সাধকদেহে অনুরাগ-সম্বন্ধে আলোচনা ৩।২০।১৫ (৭২৭ পৃঃ)
সাধক ভক্ত ও পারিষদ-ভক্তের বিবরণ ১।১।৩১
সাধককে কৃতার্থ করার জন্য স্বরূপ-শক্তির আগ্রহ সম্বন্ধে আলোচনা ২।২২।৫৭ (১০৬৫-৬৬ পৃঃ)
সাধকের চিন্তে স্বরূপশক্তির আবির্ভাব আগন্তুক হইলেও তাহার অন্তর্দান হয় না ২।২২।৫৭
(১০৬৫-৬৬ পৃঃ)
সাধকের যথাবস্থিত দেহে প্রেম পর্য্যন্ত জন্মিতে পারে, তাহার বেশী হয় না ২।২২।২৪ ; পরিশিষ্টে
“অন্তশ্চিন্তিত সিদ্ধদেহ” প্রবন্ধ
সাধকের হিতের নিমিত্ত ব্রজের রূপ কল্পনা সম্বন্ধে আলোচনা ২।২৫।২১ (১৩৭৭-৭২ পৃঃ)
সাধনভজনের প্রাণবন্ত হইল কৃষ্ণস্মৃতি ২।২২।৫৪ শ্লো
সাধন-ভক্তিতে দেশ-কাল-পাত্র-দশাদির অপেক্ষাহীনতা সম্বন্ধে আলোচনা ২।২৫।১০০
সাধন-ভক্তির অধিকারী সম্বন্ধে আলোচনা ; প্রাথমিক মহৎ-কৃপার অত্যাশঙ্কতা ২।১২।১৩২ (৭৮৬ পৃঃ) ;
২।২৩।৫
সাধনে ঐকান্তিক আকুলতাই যে ভগবৎ-কৃপালাভের হেতু, তৎসম্বন্ধে আলোচনা ৩।৩।১২২
সাধারণী, সমঞ্জস ও সমর্থ্য রতি সম্বন্ধে আলোচনা ২।২৩।৩৭
সাধু-মার্গানুগমন-সম্বন্ধে আলোচনা ১।৪।৪ শ্লো (২৬৪-৬৬ পৃঃ) ; ২।২২।৬১
সাধুসঙ্গ প্রসঙ্গ (“সঙ্গাতীয়াশয়ে স্নিগ্ধে” ইত্যাদি) ২।২২।৫৫-৫৭ শ্লো (১০২৩ পৃঃ) ; সাধুসঙ্গে চিন্তের মলিনতা
দূরীভূত হয় ২।২২।৪৮ ; সাধুসঙ্গের ভক্তিতার কারণ সম্বন্ধে আলোচনা ২।১২।১৩২ (৭৮৬ পৃঃ)
সাধ্যসম্বন্ধে আলোচনা ২।৮।৫৪
সামাগ্র সঙ্গাচার ও বৈষ্ণবাচার ২।২৪।২৫৬
সামুজ্যমুক্তি-দাতা কে, তৎসম্বন্ধে আলোচনা ১।৫।৩২
সামুজ্যমুক্তির আত্যন্তিকতা সম্বন্ধে আলোচনা ২।১২।২৫ শ্লো
সার্বভৌম-ভট্টাচার্য্য ও কাশীবাসী-সন্ন্যাসিগণ উভয়েই মায়াবাদী হইলেও তাঁহাদের মধ্যে প্রভুর প্রতি
ভাব-সম্বন্ধে পার্থক্য বিষয়ে আলোচনা ১।৭।১৫৩-৫৫ (৫৮০ পৃঃ)
সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য সম্বন্ধে কবিরাজ গোস্বামী ও বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের উক্তির আলোচনা ২।৩।১২৬
সার্বভৌম ভট্টাচার্য্যের কাশীগমন প্রসঙ্গ ২।১।১৩১
সাসঙ্গ ও অনাসঙ্গ ভজন সম্বন্ধে আলোচনা ১।৮।১৫ ; ২।২২।৫৪ শ্লো (১০৬২ পৃঃ)
সিদ্ধদেহ-সম্বন্ধে আলোচনা ২।২২।২০ (১১১৮-২১ পৃঃ ; ব্রজলীলার সিদ্ধদেহ ও নবদ্বীপ-লীলার সিদ্ধদেহ ২।২২।২০
(১১২১ পৃঃ) ; সিদ্ধদেহ সত্য ২।২২।২০ (১১২৩ পৃঃ) ; ভগবানুই সিদ্ধদেহ দিয়া থাকেন ২।২২।২০ (১১২৩ পৃঃ) ;
ইহা শুদ্ধসত্ত্বময় ২।২২।২০ (১১২০ পৃঃ) ; সিদ্ধদেহের দিগদর্শন পদ্মপুরাণে দৃষ্ট হয় ২।২২।২০ (১১২২ পৃঃ) ;
পরিশিষ্টে “অন্তশ্চিন্তিত সিদ্ধদেহ” প্রবন্ধ
সিদ্ধলোকের অবস্থান ১।৫।৬ শ্লো
সুবুদ্ধিরায়ের প্রতি মহাপ্রভুর উপদেশ সম্বন্ধে আলোচনা ২।২৫।১৫১

সৃষ্টির পূর্বেও সপারিকর ভগবানের অবস্থিতি সম্বন্ধে আলোচনা ১।১।২৩ শ্লো ; ২।২৫।৮২-২১

স্বধর্মত্যাগকে প্রভু বাহু বলিলেন কেন ২।৮।৫৭

“স্বধর্মচরণে কৃষ্ণভক্তি হয়” বাক্যকে প্রভু “এহো বাহু” বলিলেন কেন, তৎসম্বন্ধে আলোচনা ২।৮।৫৫

স্বয়ং-ভগবানের অবতরণের সময়ে অশ্রুাশ্রু ভগবৎ-স্বরূপগণ যে তাঁহার সহিত মিলিত হয়েন তৎসম্বন্ধে আলোচনা ১।৪।২

স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণও অশ্রুরূপ ধারণ করিলে গোপীদের চিত্ত আকর্ষণ করিতে পারেন না ১।১৭।৮ শ্লো

স্বরূপ-লক্ষণ ও তটস্থ-লক্ষণ সম্বন্ধে আলোচনা ২।১৮।১১৬ ; ২।২০।২২৬

স্বরূপশক্তি ভক্তি-সাধকের চিত্তেই কেন আবির্ভূত হয়েন, ভক্তির সাহচর্য্যহীন সাধনে সাধকের চিত্তে কেন আবির্ভূত হয়েন না, তৎসম্বন্ধে আলোচনা ৩।৪।৬৫

স্বরূপশক্তি ভক্তের চিত্তবৃত্তিকে কৃষ্ণের দিকেই যে চালিত করেন, ভক্তের নিজের দিকে চালিত করেন না, তৎসম্বন্ধে আলোচনা ৩।৩।২৩৩

স্বরূপশক্তির কৃষ্ণসেবায় আগ্রহাতিশয্যবশতঃ সাধকজীবের প্রতি তাঁহার কৃপাসম্বন্ধে এবং সাধকজীবের চিত্তে একবার আবির্ভূত হইলে পুনরায় তিরোহিত না হওয়া সম্বন্ধে আলোচনা ২।২।৩৮ (৬৫ পৃঃ)

স্বরূপশক্তির প্রভাবে কিরূপে সাধকের চিত্তের সর্ব, রজঃ ও তমোগুণের তিরোভাব ঘটে, তৎসম্বন্ধে আলোচনা ২।২।৩৫

স্বরূপশক্তির প্রভাবে ভিন্ন ভিন্ন পন্থাবলম্বী সাধকের চিত্ত কিরূপে ভিন্ন ভিন্ন রূপে রূপায়িত হয়, তৎসম্বন্ধে আলোচনা (ফটোগ্রাফীর দৃষ্টান্ত) ২।২।১৪ (১০০৩-৪ পৃঃ)

স্বরূপশক্তির মহিমা ২।৮।১৪৬

স্বরূপানন্দ ও স্বরূপ-শক্ত্যানন্দ সম্বন্ধে আলোচনা ২।২৪।২২ (১২৩৬ পৃঃ)

স্বাংশ ও বিভিন্নাংশের পার্থক্য ২।২।২৭

স্মৃতিবিহিত কর্মাদির অনুষ্ঠান-প্রসঙ্গে উচ্চারিত নাম মুক্তিপ্রদ কিনা তৎসম্বন্ধে আলোচনা ৩।৩।১৭৭ (১৪০-৪১ পৃঃ)

হ

হ

হ

হ

হরিদাসঠাকুরের গোফায় মায়াদেবীর আগমন সম্বন্ধে আলোচনা ৩।৩।২৪৬

হরিদাসঠাকুরের জন্মগত কুল সম্বন্ধে আলোচনা ৩।৩।২১

হরিনাম-মাহাত্ম্য : ঋগ্বেদে ও শ্রুতিতে ১।১৭।১৮

হরিশক্তিবিলাস-গ্রন্থের রচনা-সম্বন্ধে আলোচনা ৩।৪।২১২

হরিশব্দের অর্থালোচনা ১।১।৪ শ্লো (৭-১১ পৃঃ)

হিরণ্যদাস-গোবর্দ্ধনদাস-সম্বন্ধে প্রভুর উক্তির আলোচনা ৩।৬।১২৬-২৭

পাত্র-পরিচয়

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উল্লিখিত পাত্র-সমূহের সংক্ষিপ্ত পরিচয় পাত্রসূচীতে দেওয়া হইয়াছে। তাঁহাদের মধ্যে ষাঁহাদের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বিবরণ সংগ্রহ করিতে পারা গিয়াছে, তাঁহাদের বিশেষ পরিচয় এস্থলে সন্নিবেশিত হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, ভক্তিরসাকর, দ্বাদশ-গোপাল প্রভৃতি গ্রন্থাবল্যনে এস্থলে একশত ছাশ্বিশ জন পাত্রের পরিচয় লিখিত হইল। ইহাদের পূর্বলীলাব পরিচয় গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকা হইতে গৃহীত হইয়াছে।

অচ্যুতানন্দ। শ্রীমদ্বৈতাচার্য্য-প্রভুর জ্যেষ্ঠপুত্র। শ্রীজীবের বৈষ্ণব-বন্দনার এবং গৌরগণোদ্দেশ দীপিকার মতে শ্রীল গদাধর পণ্ডিতগোস্বামীর শিষ্য। ঈশ্বর-আবেশে মহাপ্রভু যখন তাঁহার পূজার উপহার লইয়া অদ্বৈতাচার্য্যকে আসিবার জন্ত রামাই পণ্ডিতকে অদ্বৈতাচার্য্যের নিকট পাঠাইয়াছিলেন, তখন রামাইর মুখে প্রভুর সংবাদ শুনিয়া অচ্যুতানন্দ অবিরাম ক্রন্দন করিয়াছিলেন; তিনি তখন “পরম বালক।” প্রভুর সন্ন্যাসের পরে জৈনিক সন্ন্যাসীর প্রণে শ্রীঅদ্বৈত যখন বলিয়াছিলেন—শ্রীচৈতন্যগোসাঞির গুরু হইলেন কেশব ভারতী, তখন অত্যন্ত দুঃখিত অন্তরে অচ্যুতানন্দ পিতাকে বলিয়াছিলেন,—“শ্রীচৈতন্য জগদগুরু, অত্ন কেহ তাঁহার গুরু হইতে পারে না।” তখন তাঁহার বয়স মাত্র পাঁচ বৎসর। ১৪৩১ শকে প্রভুর সন্ন্যাস। ইহাতে মনে হয়, আনুমানিক ১৪২৭ কি ১৪২৮ শকে অচ্যুতানন্দের আবির্ভাব। তিনি আজন্ম শ্রীচৈতন্যচরণ সেবা করিয়াছেন। জন্মস্থান শান্তিপুর; প্রভুর চরণ আশ্রয় করিয়া নীলাচলে বাস করিতেন। মনে হয়, তিনি প্রভুর অন্তর্দ্বানের পরে তিনি শান্তিপুরে আসিয়া বাস করেন; ভক্তিরসাকর হইতে জানা যায়, শ্রীল নরোত্তমদাস-ঠাকুরের খেতুরীর মহোৎসবে নিমন্ত্রিত হইয়া তিনি শ্রীজাহ্নবামাতাগোস্বামিনীর সহিত স্বীয় ভক্তবৃন্দকে লইয়া শান্তিপুর হইতে খেতুরীতে গিয়াছিলেন। শ্রীল অদ্বৈতাচার্য্যের অহুগতদের মধ্যে দৈবত্ববিস্ময়কে কেহ কেহ পরে অগ্রমতাবলম্বী হইয়া মহাপ্রভুকে স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া মানিতেন না; কিন্তু অচ্যুতানন্দ ছিলেন মহাপ্রভুর একান্ত ভক্ত; তাই কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—“অচ্যুতের যেই মত, সেই মত সার। আর যত মত—সব হৈল ছার-খার ॥” ইনি ব্রজলীলায় অচ্যুতনামী গোপী ছিলেন।

অদ্বৈতাচার্য্য। ভক্তিকল্পতরুর একটি প্রধান স্কন্ধ। পঞ্চতত্ত্বের একতম। প্রভু। শ্রীহট্ট জেলার লাউড়-গ্রামে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ বংশে আবির্ভূত। পিতার নাম কুবের পণ্ডিত; মাতার নাম নাভা দেবী; ইহার পিতৃদত্ত নাম কমলাক্ষ। দুই পত্নী—শ্রীসীতাদেবী ও শ্রীশ্রীদেবী। তাঁহার এই কয় পুত্রের নাম শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে দৃষ্ট হয়—অচ্যুতানন্দ, কৃষ্ণমিশ্র, গোপাল এবং বলরাম; পুত্রস্বরূপ শাখা—জগদীশ। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উদ্ধৃত শ্রীস্বরূপদামোদরের মতে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য হইলেন মহাবিষ্ণুর (কারণার্বশায়ীর) অবতার, ভক্ত-অবতার; গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকার মতে সদাশিব—যিনি ব্রজে আবেশরূপদ্য হেতু বৃহৎ বলিয়া প্রসিদ্ধ। উভয় স্বরূপই তাঁহাতে বিগ্ধমান। শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী গোস্বামীর শিষ্য। তিনি স্বীয় আবির্ভাব-স্থান লাউড় হইতে নবহট্টে, তারপর শান্তিপুরে আসিয়া বসতি স্থাপন করেন; নবদ্বীপেও তাঁহার এক বাড়ী ছিল। মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্বে তাঁহার আবির্ভাব। তিনি ভক্তিশাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিতেন। তখন নবদ্বীপে যে-কয়জন বৈষ্ণব ছিলেন, তাঁহার সভায় মিলিত হইয়াই সকলে ভক্তিকথা শুনিতেন। মহাপ্রভুর অগ্রজ বিষ্ণুরূপও সেই সভায় যাইতেন; শিশু নিমাইও দাদাকে ডাকিবার জন্ত মধ্যে মধ্যে যাইতেন। জগতের বহিস্মৃতা-দর্শনে শ্রীঅদ্বৈতের অত্যন্ত দুঃখ হয়, তিনি ভাবিলেন—স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়া যদি প্রেমভক্তি দান করেন, তাহা হইলেই জগতের মঙ্গল হইতে পারে। তাই শ্রীকৃষ্ণকে অবতারিত করার উদ্দেশ্যে তিনি ভক্তিভরে গঙ্গাজল-তুলসী দিয়া শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করিতে লাগিলেন এবং প্রেমাপ্নুত কণ্ঠে শ্রীকৃষ্ণকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। তাঁহার প্রেম-হৃদয়েই মহাপ্রভুর আবির্ভাব। তিনি মহাপ্রভুর নবদ্বীপ-

লীলার সহচর। হরিদাস ঠাকুরের প্রতি তাঁহার অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও প্রীতি ছিল; হরিদাস যখন শাস্তিপু্রে যায়েন, তখন তাঁহার জ্ঞান গঙ্গাতীরে এক নির্জন গোফা করিয়া দিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে নিজ গৃহে আহার করাইতেন; স্বীয় পিতৃশ্রাদ্ধ-সময়ে তিনি হরিদাসকেই শ্রাদ্ধপাত্র খাওয়াইয়াছিলেন; তিনি বলিতেন—হরিদাসকে খাওয়াইলে কোটি-ব্রাহ্মণ ভোজনের ফল হয়। শাস্ত্র-বাক্যকেই তিনি সকলের উপরে স্থান দিতেন। তিনি গোড়ীয় ভক্তদের লইয়া প্রতি বৎসর রথযাত্রা উপলক্ষে মহাপ্রভুর দর্শনের জ্ঞান নীলাচলে যাইতেন। মহাপ্রভু তাঁহাতে গুরুবুদ্ধি করিতেন; তিনি কিন্তু নিজেকে শ্রীচৈতন্যের দাস বলিয়া মনে করিতেন। মহাপ্রভুর নিকটে শাস্তিরূপ রূপা প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে এক সময়ে ভক্তির উপরে জ্ঞানের মাহাত্ম্য ও কীর্তন করিয়াছিলেন; ফলে তাঁহার অভীষ্ট শাস্তিরূপ রূপাও মহাপ্রভুর নিকটে পাইয়া নিজেকে কৃতার্থজ্ঞান করিয়াছিলেন। সম্যাসের পরে মহাপ্রভু সর্বাগ্রে শ্রীঅষ্টভৈরবের শাস্তিপু্রের গৃহে আসিয়াই প্রথম ভিক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি অতি দীর্ঘকাল প্রকট ছিলেন। মহাপ্রভুর অপ্রকটের কয়েক বৎসর পরে তিনি অপ্রকট হইলেন। (“মূলগ্রন্থের বিষয়-সূচীতে”-“অষ্টভৈরবপ্রসঙ্গ” দ্রষ্টব্য)।

অনুপম বল্লভ। শ্রীরূপগোস্বামীর কনিষ্ঠ সহোদর। পিতার নাম কুমারদেব; যজুর্বেদীয় ব্রাহ্মণ। রাম-কেলিতে প্রভুর সহিত মিলনের পরে শ্রীরূপগোস্বামী যখন দেশে যায়েন, তখন অনুপমও তাঁহার সঙ্গে গিয়াছিলেন। মহাপ্রভুর সহিত বৃন্দাবনে মিলিত হওয়ার উদ্দেশ্যে শ্রীরূপ যখন পশ্চিমে যাত্রা করেন, তখনও অনুপম সঙ্গে ছিলেন; প্রয়াগে প্রভুর সহিত মিলন হয়; শ্রীরূপের সঙ্গে তিনি বৃন্দাবন যায়েন এবং শ্রীরূপের সঙ্গেই গোড়দেশ হইয়া নীলাচলে যাওয়ার উদ্দেশ্যে বৃন্দাবন হইতে রওনা হইলেন; কিন্তু গোড়ে আসিলেই তাঁহার গঙ্গাপ্রাপ্তি হয়। ইনি শ্রীরামচন্দ্রের ঐকান্তিক ভক্ত ছিলেন। ইহার ভক্তিনিষ্ঠার কথা শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী মহাপ্রভুর নিকটে প্রকাশ করিয়াছেন; অন্ত্যলীলার চতুর্থ পরিচ্ছেদে তাহা দ্রষ্টব্য। স্বপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীজীব গোস্বামী ইহারই পুত্র।

অমোঘ। সার্কর্ভোম ভট্টাচার্য্যের জামাতা; কুলীন; কিন্তু নিন্দক। সার্কর্ভোম-গৃহে প্রভুর ভোজনকালে প্রভুর সাক্ষাতে প্রচুর পরিমাণ অন্ন দেখিয়া তিনি বলিয়াছিলেন—“এই অন্ন দশ-বার জন তৃপ্ত হইতে পারে; এক সম্যাসী এত অন্ন ভোজন করিতেছেন?” তাহাতে রুষ্ট হইয়া সার্কর্ভোম লাঠি লইয়া তাড়া করিলে অমোঘ পলাইয়া যায়েন। রাত্রিতে তাঁহার বিস্মৃতি হয়; প্রভুর রূপায় প্রাণে বাঁচেন এবং কৃষ্ণপ্রেম লাভ করিয়া প্রভুর ভক্তমধ্যে গণ্য হইলেন।

অভিরাম ঠাকুর। “রামদাস অভিরাম” দ্রষ্টব্য।

আচার্য্যনিধি। মহাপ্রভুর পূর্বে আবির্ভাব। প্রভুর দক্ষিণদেশ-ভ্রমণসঙ্গী কৃষ্ণদাসের নিকটে প্রভুর নীলাচলে প্রত্যাবর্তনের সংবাদ পাইয়া পরমোন্মাদে আচার্য্যরত্ন, গদাধরপণ্ডিত, পণ্ডিত বক্তেশ্বরাদির সহিত নীলাচলে যাওয়ার উদ্দেশ্যে ইনি অষ্টভৈরবচার্য্যের নিকটে গিয়াছিলেন। প্রতিবৎসর রথযাত্রা উপলক্ষে প্রভুর দর্শনের নিমিত্ত নীলাচলে যাইতেন এবং গুণ্ডিচার্য্যাদিতে যোগ দিতেন। বল্লভ-ভট্টের নিকটে প্রভু আচার্য্যরত্ন, আচার্য্যনিধি পণ্ডিত-গদাধরাদি কর্তৃক জগতে কৃষ্ণনাম-প্রেম-প্রচারের প্রশংসা করিয়াছেন। প্রভুর ভোজনের জ্ঞান গোবিন্দের নিকটে দ্রব্যাদি দিতেন এবং নীলাচলে প্রভুর নিমন্ত্রণও করিতেন।

শ্রীগ্রন্থের ২।১০।৮০, ২।১২।১৫৪, ৩।৭।৩৭, ৩।১০।৩, ৩।১০।১১৭ এবং ৩।১০।১৩৬ পয়াবের প্রত্যেক পয়াবই ইহার নামের সহিত আচার্য্যরত্নের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। সুতরাং আচার্য্যনিধি এবং আচার্য্যরত্ন যে-দুই পৃথক ব্যক্তি, তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না।

আচার্য্যরত্ন। চন্দ্রশেখর আচার্য্য। গৌরগণোদ্দেশদীপিকার মতে পদ্ম-শঙ্খ-আদি নবনিধির একতম। শচীদেবীর ভগিনীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। ইহারই গৃহে দেবীভাবে মহাপ্রভুর নৃত্যভিনয় হইয়াছিল। প্রভুর গৃহত্যাগের দিন তাঁহার সম্যাস-গ্রহণের সঙ্কল্পের কথা যে-পাচজনের নিকটে জানাইবার জ্ঞান প্রভু শ্রীমন্নিত্যানন্দকে বলিয়াছিলেন, চন্দ্রশেখর-আচার্য্য তাঁহাদের একজন। প্রভুর সম্যাসের সময়ে কাটোয়াতে ইনিই প্রভুর সম্যাস-

গ্রহণ-সম্বন্ধীয় কার্যাদি নির্বাহ করিয়াছিলেন এবং নিত্যানন্দকর্তৃক প্রেরিত হইয়া ইনিই অধৈতাচার্য্যকে প্রভুর গঙ্গাতীরে আগমনের সংবাদ জানাইয়া নবদ্বীপে গিয়া প্রভুর সম্মানের কথা জানাইয়া শচীমাতা এবং অল্প ভক্তবৃন্দকে প্রভুর দর্শনের জন্ত শান্তিপুয়ে লইয়া আসিয়াছিলেন। প্রতিবৎসরে রথযাত্রা উপলক্ষে প্রভুর দর্শনের জন্ত নীলাচলে যাইতেন।

ঈশান। শচীমাতার গৃহ-ভৃত্য। শচীদেবীর সেবায় নিরত ছিলেন। ইনি অত্যন্ত দীর্ঘায়ু ছিলেন। শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য্য এবং শ্রীল নরোত্তমদাস ঠাকুর উভয়েই অতিবৃদ্ধ ঈশানকে নবদ্বীপে দর্শন করিয়াছিলেন; ইনিই উভয়কে নবদ্বীপে প্রভুর লীলাস্থলীসমূহ দর্শন করান।

আরও দুই ঈশানের কথা শ্রীগ্রন্থে দৃষ্ট হয়; একজন শ্রীপাদ সনাতনের সেবক (২১২০২২-২৪) এবং অপর জন শ্রীকৃপের সঙ্গী (২১৮৮৪৬)।

ঈশ্বরপুরী। কুমারহটে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণবংশে আবির্ভাব। শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরীগোস্বামীর শিষ্য। তীর্থ-ভ্রমণকালে শ্রীমন্নিত্যানন্দ যখন পশ্চিম ভারতে শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রের সহিত মিলিত হয়েন, তখন শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীও সে-স্থানে উপস্থিত ছিলেন। পরস্পরের মিলনে শ্রীমন্নিত্যানন্দ এবং শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরীর প্রেমাবেশ দর্শনে শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীও প্রেমাবিষ্ট হইয়া ক্রন্দন করিয়াছিলেন। শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রের নির্য্যানসময়ে ইনি অতি যত্নসহকারে গুরুসেবা করিয়াছিলেন—স্বহস্তে মলমূত্র মার্জ্জন করিয়াছিলেন, কৃষ্ণনাম-কৃষ্ণলীলা-কৃষ্ণশ্লোক শ্রবণ করাইয়াছিলেন; ইহাতে শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক বর দিয়াছিলেন—“কৃষ্ণ তোমার হউক প্রেমধন।” তদবধি ঈশ্বরপুরী প্রেমের সাগর। ইনি ভক্তিকল্পতরুর পুষ্ট অঙ্গুর। ইনি একবার নবদ্বীপে আসিয়া অধৈত-গৃহে উপনীত হইয়াছিলেন; মুকুন্দের মুখে কৃষ্ণচরিত গান শুনিয়া ইনি প্রেমাবিষ্ট হইয়া ভূমিতে পড়িয়া গিয়াছিলেন। অলক্ষিত ভাবে কিছুকাল নবদ্বীপে ছিলেন। একদিন প্রভু অধ্যাপন হইতে ফিরিয়া আসিতেছেন পথে পুরীপাদের সহিত সাক্ষাৎ; প্রভু তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া নিজগৃহে আনিয়া ভিক্ষা করাইলেন এবং ভিক্ষান্তে কৃষ্ণকথা-প্রসঙ্গে ইষ্টগোষ্ঠী করিলেন। কয়েকমাস তিনি নবদ্বীপে গোপীনাথ আচার্য্যের গৃহে অবস্থান করিয়াছিলেন। প্রভুও নিত্য তাঁহার সহিত মিলিত হইতেন। পুরীগোস্বামী গদাধরপণ্ডিতকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন, তাঁহাকে স্বরচিত “কৃষ্ণলীলামৃত”-গ্রন্থ পড়াইয়াছিলেন; প্রভুকে পরম-পণ্ডিত জানিয়া পুরীগোস্বামী তাঁহাকে তাঁহার “কৃষ্ণলীলামৃত”-র দোষ-গুণ বিচার করিতে বলিয়াছিলেন; প্রভু বলিলেন—“ভক্তের বর্ণনামাত্র কৃষ্ণের সন্তোষ।...তোমার যে প্রেমের বর্ণন। ইহাতে দৃষ্টিবেক কোন্ সাহসিক জন।” যাহা হউক, প্রভু প্রতিদিন দুই চারিদণ্ড পুরীগোস্বামীর সহিত তাঁহার গ্রন্থের বিচার করিতেন। প্রভু যখন গঙ্গায় গিয়াছিলেন, তখন শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর নিকটে দীক্ষাগ্রহণ-লীলার অভিনয় করেন।

উদ্ধারণ দত্ত। সপ্তগ্রামে স্ববর্ণবর্ণিক-কুলে আবির্ভূত; পিতার নাম শ্রীকর, মাতা ভদ্রাদেবী; তাঁহার এক পুত্রের নাম পাওয়া যায়—শ্রীনিবাস। নিত্যানন্দ প্রভুর শিষ্য এবং অন্তরঙ্গ পার্শ্বদ। গৌরগণোদ্দেশদীপিকার মতে ব্রজের স্ববাহ গোপাল; ইনি দ্বাদশ গোপালের একতম। ইনি নবহট্টের নৈ-নামক রাজার দেওয়ান ছিলেন; ইহার নাম-অনুসারে ঐস্থানে উদ্ধারণপুর নামে একটা গ্রাম আছে। ইনি শ্রীশ্রীনিতাই-গৌরের শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। বিপুল ঐশ্বর্য্য ও স্ত্রীপুত্রাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক ইনি শ্রীমন্নিত্যানন্দের সঙ্গেই থাকিতেন। পানিহাটিতে দাসগোস্বামীর দণ্ডমহোৎসব-সময়েও ইনি শ্রীমন্নিত্যানন্দের সঙ্গে ছিলেন।

কমলাকর পিঙ্গলাই। রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদের পিঙ্গলাই শাখাভুক্ত ব্রাহ্মণ হুগলীজেলার অন্তর্গত মাহেশ ইহার শ্রীপাদ। দ্বাদশ গোপালের একতম; ব্রজের মহাবল-গোপাল। সুন্দরবনের নিকটবর্ত্তী খালিজুলি-গ্রামে ইহার আবির্ভাব। শ্রীমন্নিত্যানন্দ-শাখাভুক্ত। ইনি ব্রজবালকের ভাবে আবিষ্ট থাকিতেন। ধ্রুবানন্দ-নামক জনৈক নিষ্কিঞ্চন ভক্ত নীলাচলস্থিত শ্রীজগন্নাথের আদেশে মাহেশে শ্রীজগন্নাথ প্রতিষ্ঠিত করেন; বৃদ্ধাবস্থায় তিনি শ্রীজগন্নাথদেবের আদেশেই কমলাকর-পিঙ্গলাইয়ের হস্তে জগন্নাথের সেবার ভার অর্পণ করেন। কমলাকর কাহাকেও কিছু না বলিয়া

উদাসীন ভাবে গৃহত্যাগ করিয়া মাহেশে আসিয়া উপনীত হইয়াছিলেন। আত্মীয়-স্বজন অনেক অহুসন্ধানের পর মাহেশে আসিয়া তাঁহাকে পায়েন। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা নিধিপতির অনুন্নয়-বিনয়েও তিনি গৃহে ফিরিয়া যাইতে সম্মত না হওয়ায় নিধিপতিই পরিজনবর্গকে লইয়া খালিজুলি-গ্রাম ত্যাগ করিয়া মাহেশে আসিয়া বাস করিতে থাকেন।

কমলাকরের পুত্রের নাম চতুর্ভূজ; চতুর্ভূজের দুই পুত্র—নারায়ণ ও জগন্নাথ; নারায়ণের পুত্র জগদানন্দ; জগদানন্দের পুত্র রাজীবলোচন। রাজীবলোচনের সময়ে অর্থাভাবে শ্রীজগন্নাথদেবের সেবার বিশেষ অহুবিধা হয়। কথিত আছে, তখন কোনও কারণে ঢাকার নবাব খানে ওয়ালিশ শা বাঙ্গলা ১০৬০ সালে জগন্নাথদেবকে ১১৮৫ বিঘা জমি দান করেন; তাহাতে সেবার অহুবিধা দূর হয়। কেহ কেহ বলেন—বাঙ্গালার ইতিহাসে খানে ওয়ালিশ শা নামে কোনও নবাবের নাম পাওয়া যায় না; ১০৬০ সালে বাঙ্গালার নবাব ছিলেন সুলতান সুলজা। মুর্শিদাবাদের কোনও নবাব নাকি নদীবক্ষে বিপন্ন হইয়া জগন্নাথদেবের মন্দিরে আশ্রয় প্রাপ্ত হয়েন; এজন্য তিনিই জগন্নাথদেবের সেবার জন্য ১১৮৫ বিঘা জমি দান করেন।

কমলাকান্ত বিশ্বাস। অদ্বৈতশাখা। অদ্বৈতচার্যের কিঙ্কর। অদ্বৈতচার্যের ব্যবহারিক বিষয়ের ভার ইহার উপরেই ছিল। শ্রীমদ্বৈতের সঙ্গে তিনি একবার নীলাচলে গিয়াছিলেন; তখন রাজা প্রতাপরুদ্রের নিকটে এক পত্র লিখিয়া জানাইয়াছিলেন—“অদ্বৈতচার্য ঈশ্বরতত্ত্ব; কিন্তু দৈবাৎ তাঁহার কিছু ঋণ হইয়াছে; তিনশত টাকা পাওয়া গেলে ঋণ শোধ করা যায়।” এই পত্রখানা সম্ভবতঃ প্রতাপরুদ্রের হস্তগত হওয়ার পূর্বেই মহাপ্রভুর হস্তগত হয়; পত্র পড়িয়া মহাপ্রভুর অত্যন্ত দুঃখ হয়; তিনি বলিলেন—“পত্রে আচার্য্যকে ঈশ্বর বলা হইয়াছে, তাহাতে দোষের কিছু নাই; যেহেতু, ‘আচার্য্য দৈবত ঈশ্বর।’ কিন্তু ঈশ্বরের দৈন্য জ্ঞাপন করিয়া ভিক্ষা চাওয়া হইয়াছে; ইহা অত্যাচার; দণ্ড করিয়া কমলাকান্তকে শিক্ষা দিব।” প্রভু কমলাকান্তের “স্বারমানা” করিলেন; শুনিয়া কমলাকান্ত বিশেষ দুঃখিত হইলেন; কিন্তু ইহাও প্রভুর রূপা মনে করিয়া অদ্বৈতচার্য্য আনন্দিত হইলেন; এবং কমলাকান্তকে বলিলেন—“প্রভু তোমাকে দণ্ড দিয়াছেন, তুমি পরম ভাগবান্।” অদ্বৈতচার্য্য মহাপ্রভুর নিকটে আসিয়া কিছু ওলাহন দিলেন—“আমাকেও তুমি যে-অনুগ্রহ কর নাই, কমলাকে তাহাই করিলে?” শুনিয়া প্রভু হাসিলেন এবং কমলাকান্তকে ডাকাইলেন। ইহাতেও অদ্বৈতচার্য্য আবার ওলাহন দিলেন—“কমলাকে দর্শন দিলে কেন? আমাকে তুমি দুই রকমে বিড়ম্বিত করিতেছ।” প্রভু কমলাকান্তকে উপদেশ দিয়া বলিলেন—“যাহাতে আচার্য্যের লজ্জা ধর্ম হানি হইতে পারে, এরূপ আচরণ তোমার পক্ষে সম্ভব নয়। কখনও রাজধন প্রতিগ্রহ করা উচিত নয়। বিষরীর অঙ্গে চিত্ত মলিন হয়, মলিন চিত্তে কৃষ্ণ-স্মরণ হয় না; কৃষ্ণ-স্মরণবাতীত জীবন ব্যর্থ হইয়া যায়। আর কখনও এরূপ কাজ করিও না।” শুনিয়া অদ্বৈতচার্য্য অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন।

কর্ণপূর। কবি কর্ণপূর। প্রকৃত নাম পরমানন্দদাস সেন। প্রভু পরিহাস করিয়া পুরীদাস বলিতেন। শিবানন্দসেনের কনিষ্ঠ পুত্র। কাঞ্চনপল্লীতে (কাঁচড়াপাড়ায়) আবির্ভাব। গুরুর নাম শ্রীনাথ।

শিবানন্দ সেন একবার তাঁহার সহধর্মিণীকে লইয়া নীলাচলে গিয়াছিলেন; তখন প্রভু তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—“এবার তোমার যে-পুত্র জন্মিবে, তাহার নাম পুরীদাস রাখিও।” ইহার পরেই নীলাচলে শিবানন্দের এই পুত্র মাতৃগর্ভে আসেন; দেশে ফিরিয়া আসিলে তিনি ভূমিষ্ঠ হইলেন। পরে শিবানন্দ যখন এই বালককে প্রভুর সহিত মিলিত করাইলেন, প্রভু বালকের মুখে নিজের ‘পাদাস্ত্র’ দিয়া রূপা করিয়াছিলেন। বালকের বয়স যখন সাত বৎসর, তখন শিবানন্দ তাঁহাকে লইয়া নীলাচলে যাইয়া প্রভুর সহিত মিলাইয়াছিলেন। বালক যখন প্রভুর চরণ বন্দনা করিলেন, প্রভু বার বার তাঁহাকে কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করার জন্য আদেশ করিলেন; কিন্তু বালক কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিলেন না, শিবানন্দসেনের চেষ্টা সত্ত্বেও না। প্রভু বিস্মিত হইয়া বলিলেন—“আমি জগতে স্বাবর-জঙ্গমাদিকে পর্য্যন্ত কৃষ্ণনাম লওয়াইলাম, কিন্তু এই বালককে পারিলাম না।” তখন স্বরূপ-দামোদর বলিলেন—

“প্রভু, আমার মনে হয়, তুমি ইহাকে যে-রূক্ষনাম-মন্ত্র উপদেশ করিয়াছ, বালক তাহা মনে মনে জপিতেছেন, মুখে প্রকাশ করিতেছেন না।” এই ঘটনার পরে একদিন প্রভু বালককে বলিলেন—“পড় পুরীদাস।” বালক তৎক্ষণাৎ একটি শ্লোক রচনা করিয়া প্রকাশ করিলেন—“শ্রবমোঃ কুবলয়মক্সো রঞ্জনম্বরসো মহেন্দ্রমণিদাম। বৃন্দাবনরমণীনাং মণ্ডনমখিলং হরির্জয়তি।” শুনিয়া সকলে বিস্মিত হইলেন; কারণ পুরীদাস তখন “সাত বৎসরের বালক, নাহি অধ্যয়ন।” বালকের শৈশবে প্রভু যে তাঁহার মুখে স্বীয় পাদাঙ্কুঠ দিয়া তাঁহাকে রূপা করিয়াছিলেন, তাহারই প্রভাবে বোধ হয় এই শ্লোকের প্রকাশ।

ইনি পিতা শিবানন্দসেনের সঙ্গে নীলাচলে যাইতেন; তখন প্রভুর অনেক নীলাচল-নীলা স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছেন; পিতার মুখেও অনেক লীলার কথা শুনিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থে এসমস্ত লীলাসম্বন্ধে বহু কথা তিনি প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার কয়েকখানা গ্রন্থের নাম—আর্য্যাশতক, অলঙ্কার-কৌস্তুভ, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্য, শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটক, গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকা, আনন্দবৃন্দাবনচম্পু। ভক্তিসম্পদে, পাণ্ডিত্যে এবং কবিত্বে তিনি সকলেরই আদর ও সম্মানের পাত্র হইয়াছিলেন। কর্ণপুর হইল তাঁহার কবিত্ব-রসের পরিচায়ক নাম। কবিরাজ-গোস্বামী স্বীয় গ্রন্থে কর্ণপুরের গ্রন্থের বহু শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন।

কবিকর্ণপুরের “পরমানন্দদাস”-নাম সম্বন্ধে এবং “পুরীদাস” বলিয়া প্রভুর তাঁহাকে উপহাস করা সম্বন্ধে একটু আলোচনা দরকার। বলা বাহুল্য, কবিকর্ণপুর প্রভুর নিত্যদাস; তিনি জীবতত্ত্ব নহেন। তাঁহার পিতামাতাও জীবতত্ত্ব নহেন। কর্ণপুর তাঁহার গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকাতে তাঁহার পিতামাতার ব্রজলীলার স্বরূপের নামও লিখিয়াছেন—পিতা শিবানন্দসেন ছিলেন পূর্বলীলার বীরাদুতী এবং মাতা ছিলেন বিন্দুমতী। ভক্তজ্ঞানোচিত দৈন্ত্য বশতঃই নিজের ব্রজলীলার নাম প্রকাশ করেন নাই। নিত্যসিদ্ধ পার্শ্বদ শিবানন্দের যোগে প্রভুর নিত্যদাস কর্ণপুরের আবির্ভাব খুবই স্বাভাবিক। শিবানন্দসেনের প্রতি—“এবার তোমার যেই হইবে কুমার। ৩১২।৪৬॥”—প্রভুর এই বাক্যে কর্ণপুরের আবির্ভাবের ইঙ্গিতই প্রভু দিয়াছেন; এই ইঙ্গিতের পরেই মাতৃগর্ভে কর্ণপুরের আবির্ভাব। ৩১২।৪৭॥ প্রভু শিবানন্দের এই পুত্রের নাম রাখিতে বলিলেন—পুরীদাস। এতদ্ব্যতীত কর্ণপুরের নাম সম্বন্ধে প্রভুর অগ্নি কোনও আদেশ শ্রীগ্রন্থে দৃষ্ট হয় না। তাঁহার আবির্ভাবের পরে শিবানন্দ তাঁহার নাম রাখিলেন—পরমানন্দদাস; তাহাও প্রভুর আজ্ঞাতেই রাখিয়াছেন বলিয়াই শ্রীগ্রন্থ বলেন। “প্রভুর আজ্ঞায় ধরিল নাম পরমানন্দদাস ॥ ৩১২।৪৮॥” প্রভু আদেশ করিলেন “পুরীদাস”-নাম রাখিতে; শিবানন্দ নাম রাখিলেন—পরমানন্দদাস। ইহাতে পরিষ্কার ভাবেই বুঝা যায়, প্রভু যখন “পুরীদাস”-নাম রাখার কথা বলিয়াছেন, তখনই শিবানন্দ মনে করিয়াছেন—“পরমানন্দদাস” নাম রাখার কথাই প্রভু বলিয়াছেন; তাই বলা হইয়াছে—“প্রভুর আজ্ঞায় ধরিল নাম পরমানন্দদাস ॥” শিবানন্দের এইরূপ মনে করার হেতুও আছে। তাহা এই। শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরীগোস্বামীর শিষ্য শ্রীপাদ পরমানন্দ পুরীগোস্বামীকে প্রভু গুরুবৎ মান্য করিতেন। প্রভু এবং প্রভুর পরিকরগণও কখনও তাঁহার নাম উচ্চারণ করিতেন না; তাঁহাকে পুরীগোসাঞিই বলিতেন; নীলাচলে “পুরীগোসাঞি” বলিলে শ্রীপাদ পরমানন্দপুরী ব্যতীত অপর কাহাকেও বুঝাইত না। শ্রীপাদ পরমানন্দপুরী সম্বন্ধে “পুরী” এবং “পরমানন্দপুরী” একার্থবাচক শব্দই ছিল। তাই প্রভু যখন “পুরীদাস” বলিলেন, তখন শিবানন্দ যে “পরমানন্দদাসই” বুঝিয়াছিলেন, ইহা অস্বাভাবিক নহে। ইহাই প্রভুরও অভিপ্রেত ছিল বলিয়া মনে হয়। যিনি লীলারসকথা বর্ণন করিবার জন্য আবিভূত হইতেছেন, প্রেমরসমূর্ত্তি শ্রীপাদ পরমানন্দপুরী গোস্বামীর নামের সঙ্গে তাঁহার নামের সংযোগ করিয়া, তাঁহার “পরমানন্দদাস” নাম রাখিয়া প্রভু যে তাঁহাকে পুরীগোস্বামীর চরণে অর্পণ করার ইচ্ছা পোষণ করিবেন, ইহা খুবই স্বাভাবিক। প্রভু যে “পুরীদাস” বলিয়া কর্ণপুরকে পরিহাস করিতেন, তাহাতে তাঁহার প্রতি প্রভুর স্নেহ এবং করুণাই প্রকাশ পাইত, শ্রীপাদ পুরীগোস্বামীর রূপাধারা তাঁহার মস্তকে বর্ষিত হউক—প্রভুর এই ইচ্ছাই যেন তাঁহার পরিহাসের মধ্যে অন্তর্নিহিত ছিল। প্রভুর পরিহাসের “পুরীদাস”-শব্দের অন্তর্গত “পুরী”-শব্দ শ্রীপাদ

পরমানন্দপুরীকেই বুঝায়; “প্রভু আজ্ঞায় ধরিল নাম পরমানন্দদাস”—এই উক্তিই তাহার প্রমাণ। ইহা পরমানন্দ দাসের প্রতি প্রভুর আশীর্বাদই, পরিহাসচ্ছলে আশীর্বাদ—ঠাট্টা নহে।

কানাগ্রি প্রুটিয়া। নীলাচলবাসী; উৎকলদেশীয়ব্রাহ্মণ। কৃষ্ণজন্মযাত্রা-নীলাভিনয়ে ইনি নন্দবেশ ধারণ করিয়াছিলেন এবং শ্রীমদমহারাজের ভাবে আবিষ্ট হইয়া গোপবেশধারী প্রভুর নমস্কারও গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং “আবেশে বিলাইল ঘরে যত ছিল ধন।”

কানুঠাকুর। নিত্যানন্দশাখা। পুরুষোত্তমদাস ঠাকুরের পুত্র। মাতার নাম জাহ্নবাদেবী। কথিত আছে—পুরুষোত্তমদাস যখন স্নতসাগরে থাকিতেন (“পুরুষোত্তমদাস” দ্রষ্টব্য), তখন সে স্থানে এক যোগী পুরুষ বহুকাল যাবৎ ধ্যাননিমগ্ন অবস্থায় ছিলেন; তাঁহার দেহ মৃত্তিকায় আবৃত হইয়া গিয়াছিল। জনৈক কুস্তকার মৃত্তিকা-খনন-কালে উক্ত যোগীর স্বন্ধে আঘাত করে। তাহাতে ধ্যানভঙ্গ হইলে তিনি পুরুষোত্তমদাসের গৃহে অতিথি হইলেন। তখন জাহ্নবাদেবীর সেবায়ত্তে পরিতুষ্ট হইয়া যোগিবর তাঁহাকে পুত্রপ্রাপ্তির বর দান করেন এবং বলেন—“মা, আমিই তোমার পুত্র হইয়া জন্মিব; আমার স্বন্ধদেশের এই অঙ্গাঘাত দেখিয়া চিনিতে পারিবে; কিন্তু কাহারও নিকটে একথা প্রকাশ করিলে তুমি ঝাটবেনা।” যথাসময়ে জাহ্নবার পুত্র জন্মিল; শিশুর স্বন্ধদেশে চিহ্ন দেখিয়া আনন্দে তিনি হাসিয়া উঠিলেন। ধাত্রী হাসির কারণ জিজ্ঞাসা করিলে নিজের অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাহার আগ্রহাতিশয্যে জাহ্নবাদেবী যোগিবরের পূর্বকথা প্রকাশ করিলেন; তখন তিনি দেহ ত্যাগ করিলেন। তখন শিশুর বয়স মাত্র ১২ দিন। শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু এই সংবাদ জানিয়া খড়দহ হইতে আসিয়া মাতৃহারা শিশুকে নিয়া, শ্রীশ্রীজাহ্নবা-মাতাগোস্বামিনীর হস্তে অর্পণ করেন; তিনি পুত্রস্নেহে শিশুকে লালন পালন করিতে লাগিলেন। বাল্যকাল হইতেই শিশুর কৃষ্ণভক্তি দর্শন করিয়া নিত্যানন্দ প্রভু তাঁহার নাম রাখিলেন—শিশু কৃষ্ণদাস। জাহ্নবামাতা গোস্বামিনী যখন বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন, তখন “শিশুকৃষ্ণদাসও” তাঁহার সঙ্গে গিয়াছিলেন। সে-স্থানে “শিশুকৃষ্ণদাসের” অদ্ভুত ভাবাদি দর্শনে শ্রীজীবগোস্বামি-প্রমুখ মহাত্মাগণ তাঁহার নাম রাখেন “ঠাকুর কানাই”। কথিত আছে—বৃন্দাবনে ঠাকুর কানাই যখন কীর্ত্তনানন্দে বিহ্বল হইয়া নৃত্য করিতেছিলেন, তখন তাঁহার ডাইন পায়ে নুপুরটী হারাইয়া যায়। তখন তিনি বলিলেন—“যেস্থানে নুপুর পড়িয়াছে, আমি সেই স্থানে বাস করিব।” যশোহর জেলার “বোধখানা” গ্রামে নাকি নুপুর পড়িয়াছিল। তখন তিনি বোধখানায় আসিয়া বাস করেন।

বর্গীর হাঙ্গামার সময়ে ঠাকুর কানাইয়ের জ্যেষ্ঠপুত্রের সন্তানগণ বোধখানাতেই থাকেন; কিন্তু অনাগ্রাণ পুত্রগণ বোধখানা ত্যাগ করিয়া নদীয়া জেলার অন্তর্গত ভজনঘাট নামক গ্রামে আসিয়া বাস করিতে থাকেন।

কানুঠাকুরের পিতা পুরুষোত্তমদাস ঠাকুর, পুরুষোত্তমদাসের পিতা সদাশিব কবিরাজ, সদাশিব কবিরাজের পিতা কংসারিসেন—এই তিন পুরুষ এবং কানুঠাকুর, এই চারিপুরুষই গৌরপরিকর-ভুক্ত ছিলেন।

কালাকৃষ্ণদাস। গুরু কুলীন ব্রাহ্মণ। নিত্যানন্দশাখা। বর্ত্তমান জেলার অন্তর্গত কাটোয়ার নিকটবর্ত্তী আকাইহাটে শ্রীপাট। ইনি মহাপ্রভুর দক্ষিণ-যাত্রার সঙ্গী; প্রভুর কোঁপীন ও জলপাত্র বহন করিতেন। দক্ষিণ-ভ্রমণ সময়ে প্রভুর সঙ্গে ইনি যখন মল্লারদেশে গিয়াছিলেন, তখন সেই স্থানের বামাচারী ভট্টমারী সন্ন্যাসীগণ “দ্বীধন” দেখাইয়া ইহাকে প্রলুব্ধ করিয়াছিল। তাহাতে ইনি প্রভুকে ত্যাগ করিয়া ভট্টমারীদের নিকটে গিয়াছিলেন; প্রভু তাঁহাকে উদ্ধার করিয়া আনেন; নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তনের পরে তাঁহাকে সঙ্গ হইতে বঞ্চিত করেন। শ্রীমন্নিত্যানন্দাদি পরমর্শ করিয়া প্রভুর আগমন-বার্ত্তা জানাইবার জন্ত কৃষ্ণদাসকে গোড়দেশে পাঠান। তাঁহার মুখে প্রভুর নীলাচলে আগমনের কথা শুনিয়া শ্রীঅষ্টৈতাди গোড়ীয় ভক্তগণ প্রভুর দর্শনের জন্ত রথযাত্রা উপলক্ষ্যে নীলাচলে আসেন। ইনি দ্বাদশগোপালের একতম; ব্রজের লবঙ্গ সখা।

কালিদাস। কায়স্থ, সপ্তগ্রামে শ্রীপাট। রঘুনাথ দাসগোস্বামীর জ্ঞাতি খুড়া। বৈষ্ণবের পদরঞ্জে এবং বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্টে ইহার অচলা নিষ্ঠা ছিল। ইনি সাক্ষাদভাবে বা কোশলে পরিচিত সকল বৈষ্ণবেরই পদরঞ্জ: ও

অধরামৃত গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিছু উপহার লইয়া তিনি বৈষ্ণব-গৃহে যাইতেন। তাঁহার নিকটে বৈষ্ণবের জাতিবিচার ছিল না। এক সময়ে তিনি ভূমিমালী-জাতীয় বৈষ্ণব ঝড়ুঠাকুরের গৃহে একটা ঠোঁড়ায় করিয়া কতক-গুলি আম লইয়া গিয়াছিলেন। যাইয়া ঝড়ুঠাকুরকে এবং তাঁহার পত্নীকে প্রণাম করিয়া কতক্ষণ কৃষ্ণকথার আলাপন করিয়া চলিয়া আসিতেছিলেন। ঝড়ুঠাকুরও তাঁহার অনুগমন করিয়া কতদূর পর্যন্ত যাইয়া তাঁহারই অছুরোধে গৃহে ফিরিয়া আসেন। তিনি চক্ষুর অন্তরালে গেলে যে স্থান দিয়া তিনি যাতায়াত করিয়াছিলেন, কালিদাস সেই স্থানের ধূলি লইয়া সর্কাদ্দে মাখিলেন এবং জঙ্গলে লুকাইয়া থাকিয়া দেখিলেন, ঝড়ুঠাকুর এবং তাঁহার পত্নী কৃষ্ণ-নিবেদিত আম খাইয়া চোষা আটি ও বন্ধল আস্তাকুড়ে ফেলিয়া দিলেন। কালিদাস গোপনে আস্তাকুড় হইতে সেই চোষা আটি-আদি লইয়া চুবিতে লাগিলেন এবং প্রেমাবিষ্ট হইলেন। তাঁহার এই বৈষ্ণবোচ্ছিষ্টাদিতে নিষ্ঠার ফলে, যখন তিনি নীলাচলে গিয়াছিলেন, তখন মহাপ্রভুর অসাধারণ কৃপা লাভ করিয়াছিলেন। প্রভু যখন শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরে প্রবেশ করিতেন, সিংহদ্বারের নিকটে আসিয়া প্রথমে পাদ-প্রক্ষালন করিয়া তার পরে মন্দির-প্রাঙ্গণে যাইতেন। প্রভুর এই পদজল কেহ যেন স্পর্শ ও না করে—এইরূপই ছিল গোবিন্দের প্রতি প্রভুর আদেশ। একদিন প্রভু পাদপ্রক্ষালন করিতেছেন, এমন সময়ে তাঁহারই সাক্ষাতে কালিদাস ক্রমে ক্রমে তিন অঙ্গুলি পাদোদক গ্রহণ করিলেন, প্রভু তাঁকে নিষেধ করিলেন না; তিন অঙ্গুলি গ্রহণের পরে নিষেধ করিলেন। ইহার পরে প্রভু নিজেই গোবিন্দদ্বারা তাঁহাকে নিজের ভুক্তাবশেষও দেওয়াইয়াছিলেন। ইনি ব্রজলীলায় ছিলেন পুলিন্দতনয়া মল্লী।

কাশীমিশ্র। উৎকলবাসী ব্রাহ্মণ। রাজা প্রতাপরুদ্রের গুরু ও জগন্নাথের সেবার অধ্যক্ষ। ইহারই গৃহস্থিত গম্ভীরায় মহাপ্রভু অবস্থান করিতেন। মহাপ্রভুর প্রিয়সেবক। ইনি প্রভুতে সর্বস্ব নিবেদন করিয়াছিলেন। প্রভু তাঁহাকে চতুর্ভূজ-রূপ দেখাইয়াছিলেন। রাজা প্রতাপরুদ্র যখন নীলাচলে থাকিতেন, তখন প্রতিদিন মধ্যাহ্নে ইহার গৃহে আসিয়া ইহার পাদনম্রাহনাদি করিতেন এবং ইহার মুখে জগন্নাথের সেবার বিবরণ শুনিতেন। ইহারই মধ্যস্থতায় এবং কৌশলে গোপীনাথ-পট্টনায়ক বড়রাজপুত্রকর্তৃক চাঙ্গে-চড়ান হইতে উদ্ধার লাভ করেন। দ্বাপরলীলায় ইনি ছিলেন মথুরাবাসিনী শ্রীকৃষ্ণবল্লভ সৈরিন্ধী।

কাশীর গোসাঞি। শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর শিষ্য; ইনি শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়া-ছিলেন। নির্ধান-সময়ে শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী মহাপ্রভুর সেবা করার নিমিত্ত তাঁহাকে আদেশ করেন; তদনুসারে কিছু তীর্থভ্রমণ করিয়া, প্রভুর দক্ষিণাত্য হইতে প্রত্যাবর্তনের পরে, নীলাচলে প্রভুর সহিত মিলিত হইলেন এবং প্রভুর সেবা করিতে থাকেন। তিনি অত্যন্ত বলবান ছিলেন। প্রভু যখন জগন্নাথ-দর্শনে যাইতেন, তখন ইনি প্রভুর অগ্রভাগে থাকিয়া লোক-ভীড় নিবারণ করিতেন। ভক্তবৃন্দের সহিত প্রভুর ভোজন-কালে ইনি একজন পরিবেশকের কাজ করিতেন। ব্রজলীলায় ইনি ছিলেন ভৃঙ্গার নামক শ্রীকৃষ্ণ-ভৃত্য।

কৃষ্ণদাস রাজপুত। মথুরাবাসী, রাজপুত। প্রভু যখন ব্রজমণ্ডলে গিয়াছিলেন, তখন একদিন প্রভু বৃন্দাবনে আমলিতলাতে বসিয়া নামকীর্তন করিতেছেন, এমন সময়ে কৃষ্ণদাস রাজপুত প্রভুর দর্শন পান; দর্শনজনিত প্রেমাবেশে প্রভুকে নমস্কার করিয়া বলিলেন—“গত রাজ্যে আমি এক স্বপ্ন দেখিয়াছি; প্রভু, তোমাকে দেখিয়া আমার সেই স্বপ্ন প্রত্যক্ষ হইল।” প্রভু তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন; তিনি প্রেমাবিষ্ট হইয়া নৃত্যকীর্তন করিতে লাগিলেন; পরে প্রভুর সঙ্গে মথুরার অকুরঘাটে আসিয়া প্রভুর অবশেষ পাইলেন। তদবধি স্ত্রীপুত্র ছাড়িয়া তিনি প্রভুর সঙ্গেই রহিলেন। প্রভু যখন মথুরা ত্যাগ করিয়া প্রয়াগে আসিয়াছিলেন, তখন ইনিও প্রভুর সঙ্গে আসিয়াছিলেন এবং পথে প্রভু যখন প্রেমাবিষ্ট হইয়া মুচ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তখন স্নেহ পাঠকগণকর্তৃক প্রভুর অস্ত্র সঙ্গীদের সহিত ইনিও বন্ধী হইয়াছিলেন এবং স্বীয় কৌশলে ও নির্ভীকতায় প্রভুর মুচ্ছাভঙ্গের পূর্বেই নিজেকে এবং সঙ্গীদিগকে বন্ধনমুক্ত করাইয়াছিলেন। ইনি প্রভুর সঙ্গে প্রয়াগ হইতে আড়ৈলগুমে বরভ-ভট্টের গৃহে গিয়াছিলেন। প্রয়াগ হইতে প্রভু তাঁহাকে নিজগৃহে পাঠাইয়াছেন।

কেশবছত্ৰী। গোড়েশ্বর ছসেন সাহেব কর্মচারী। মহাপ্রভু যখন রামকেলিতে গিয়াছিলেন, তখন ছসেন শাহ ইহাকে প্রভুর বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে, যবনের অত্যাচার-ভয়ে ইনি প্রভুর মহিমা থরক করিয়া বলিয়াছিলেন—একজন ভিক্ষুক সন্ন্যাসীমাত্র; তীর্থ ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন; দু'চারজন ইহাকে দেখিতে আসে; ইহার হিংসায় কোনও লাভ নাই। ছসেন সাহ অবশ্য তাঁহার কথায় বিশেষ আস্থা স্থাপন করেন নাই।

কেশব-ভারতী। প্রভুর সন্ন্যাসাশ্রমের গুরু। প্রভুর সন্ন্যাসগ্রহণের পূর্বে ইনি একবার নবদ্বীপে আসিয়াছিলেন; তখন প্রভু তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া স্বগৃহে ভিক্ষা করাইয়া তাঁহার নিকটে সন্ন্যাস প্রার্থনা করিয়াছিলেন। ভারতী বলিয়াছিলেন—“তুমি অসুখ্যামী ঈশ্বর; যাহা করাও, তাহাই করিব; আমি ত স্বতন্ত্র নই।” তার পরে প্রভু গৃহত্যাগপূর্বক কাটোয়াতে যাইয়া ভারতীর নিকটে সন্ন্যাস-গ্রহণ-লীলার অভিনয় করেন। সন্ন্যাসগ্রহণের পরে প্রভু যখন কীর্ত্তনাবেশে প্রেমোন্মত্ত হইয়া নৃত্য করিতে করিতে কেশব-ভারতীকে ধরিয়া আলিঙ্গন করিলেন, তখন ভারতীও প্রেমাবিষ্ট হইয়া দণ্ডকমণ্ডলু দূরে ফেলিয়া দিয়া “হবি হরি” বলিয়া নৃত্য করিতে এবং ভূমিতে গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন; সন্ন্যাসের দিন সমস্ত রাত্রি এইভাবে নৃত্যকীর্ত্তন চলিল। প্রভাতে ভারতীর নিকটে বিদায় লইয়া প্রভু কাটোয়া ত্যাগ করিতে উত্তত হইলেন, তখন ভারতী বলিলেন—“আমিও তোমার সঙ্গে যাইব; সঙ্কীর্ণ-রঙ্গে তোমার সঙ্গে থাকিব।” প্রভুও তাঁহাকে অগ্রে করিয়া কাটোয়া ত্যাগ করিলেন (শ্রীচৈতন্যভাগবত)। ইনি দ্বাপর-লীলায় মান্দীপনী মূনি ছিলেন।

গঙ্গাদাসপণ্ডিত। ইনি মহাপ্রভুর ব্যাকরণশাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন। গয়া হইতে প্রত্যাবর্তনের পরে প্রভু যখন তাঁহার ছাত্রদিগকে পড়াইতেছিলেন না, তখন ছাত্রগণ গঙ্গাদাস পণ্ডিতের নিকটে যাইয়া তাঁহাদের অবস্থা জানাইলে তাঁহাদের পড়াইবার জন্ত ইনি প্রভুকে আদেশ করিয়াছিলেন। ইনি পরে প্রভুর একমুখ ভক্ত হইয়াছিলেন। নীলাচল হইতে গোড়ে আগমন করিয়া প্রভু যখন রামকেলি হইতে শান্তিপুরে অষ্টোত্তাচার্য্যের গৃহে আসিয়াছিলেন, তখন আচার্য্য শচীমাতাকে শান্তিপুরে আনয়নের জন্ত নবদ্বীপে দোলা পাঠাইয়াছিলেন। সেই সময়ে গঙ্গাদাস পণ্ডিতও শচীমাতার সঙ্গে প্রভুর দর্শনের জন্ত শান্তিপুরে আসিয়াছিলেন। পূর্বলীলায় ইনি ছিলেন শ্রীরঘুনাথের গুরু বশিষ্ঠ মূনি।

গঙ্গাদাসবিপ্র। শ্রীনিত্যানন্দশাখা। প্রভুর মহাপ্রকাশের সময়ে ইনি যখন প্রভুর নিকটে আসিয়াছিলেন, তখন প্রভু ইহাকে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন—“তোমার কি মনে পড়ে, যে-দিন তুমি যবন রাজার ভয়ে নিশাভাগে সপরিবারে পলায়নের উদ্দেশ্যে গঙ্গাঘাটে আসিয়া রাত্রিশেষপর্য্যন্ত থেয়াঘাটে কোনও নৌকা না পাইয়া, যবনে তোমার পরিবারকে স্পর্শ করিবে আশঙ্কা করিয়া, ভগবানের চিন্তা করিতে করিতে গঙ্গায় প্রবেশ করিতে উত্তত হইয়াছিলে, সেই দিন তৎক্ষণাৎ নৌকা লইয়া এক জন লোক তোমার নিকটে উপস্থিত হইয়া তোমাকে গঙ্গাপার করিয়া দিয়াছিল এবং তুমি তাহাকে একটা টাকা এবং একটা জোড় বক্সিস্ দিতে চাহিয়াছিলে? আমিই নৌকা লইয়া তোমাকে পার করিয়া আবার স্বীয় বৈকুণ্ঠে গিয়াছিলাম। মনে পড়ে তোমার সে-কথা?” শুনিয়া গঙ্গাদাস মুচ্ছিত হইয়া ভূমিতে পড়িয়া গিয়াছিলেন। তদবধি তিনি প্রভুর একমুখ ভক্ত। যে-দিন জগাই-মাধাই শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীহরিদাসকে তাড়া করিয়াছিলেন, প্রভুর প্রশ্নের উত্তরে সেই দিন শ্রীবাসপণ্ডিত ও গঙ্গাদাস প্রভুর নিকটে তাঁহাদের পরিচয় দিয়াছিলেন। পরে জগাই-মাধাইর উদ্ধারের পরে প্রভু যে-দিন রুক্মিণীর গৃহে তাঁহাদের দুইজনকে লইয়া বসিয়াছিলেন, অত্যাচল ভক্তবৃন্দের সহিত সেই দিনও সেই স্থানে গঙ্গাদাস উপস্থিত ছিলেন। কীর্ত্তনান্তে গঙ্গাগর্ভে প্রভুর জলকেলি-রঙ্গেও ইনি থাকিতেন। চন্দ্রশেখরের গৃহে প্রভুর অভিনয়-কালে এবং কাজীদমনের দিন নগরকীর্ত্তনেও গঙ্গাদাস ছিলেন। শ্রীধরের গৃহে জলপান-ব্যাপারে প্রভুর ভক্তবাৎসল্য দেখিয়া অত্যাচল ভক্তদের সহিত গঙ্গাদাসও প্রেমাবেশে ক্রন্দন করিয়াছিলেন। প্রভুর সন্ন্যাস-গ্রহণের সংবাদ পাইয়া ইনি অঝোর নয়নে কান্দিয়া ছিলেন। রথযাত্রা উপলক্ষ্যে প্রভুর দর্শনের জন্ত নীলাচলেও যাইতেন।

গদাধরদাস। শ্রীচৈতন্যশাখা। শ্রীমন্নিত্যানন্দের প্রতি প্রভু যখন গোঁড়ে প্রেমভক্তিপ্রচারের আদেশ দিয়াছিলেন, তখন বাহুবদেব, মাধব, রামদাসাদি ভক্তের সঙ্গে গদাধরদাসকেও নিত্যানন্দ-প্রভুর সঙ্গে দিয়াছিলেন; তদবধি তিনি নিত্যানন্দ-সঙ্গী। নবদ্বীপেই থাকিতেন। ভক্তিরত্নাকরের মতে, মহাপ্রভুর অপ্রকটের পরে তিনি নবদ্বীপ হইতে কাটোয়ায়, পরে কাটোয়া হইতে গঙ্গাতীরে এঁড়িয়াদহ গ্রামে আসিয়া বাস করেন। ইনি সকলকেই হরিনাম করিতে উপদেশ দিতেন। এক দিন রাত্রিকালে কীর্তন করিতে করিতে তিনি কীর্তন-বিরোধী কাজীর গৃহে উপস্থিত হইয়া হরিনাম করার জগ্ন কাজীকে অনুরোধ করেন। কাজী বলিলেন—“কাল হরিনাম করিব।” তখন প্রেমোৎফুল্ল হইয়া গদাধর বলিলেন—“আর কালি কেনে। এইত বলিলা হরি আপন বদনে।” ইহার গৃহে শ্রীনিত্যানন্দ মাধবদ্ব্যয়ের দ্বারা দানকেলি কীর্তন করা হইয়াছিল। নিত্যানন্দপ্রভুর প্রচার-সঙ্গী হইলেও গদাধরদাস গোপীভাব-পূর্ণ ছিলেন। প্রভুর আদেশে নীলাচল হইতে নিত্যানন্দের সঙ্গে গোঁড়ে আসিবার সময়ে পথিমধ্যে গদাধরদাস শ্রীরাধার ভাবে আবিষ্ট হইয়া “দধি কে কিনিবে” বলিয়া অটু অটু হাঙ্গ করিয়াছিলেন। গোপীভাবে আবিষ্ট হইয়া গঙ্গাজলের কলস মাথায় করিয়া “কে কিনিবে গো-রস” বলিয়া ডাকিয়া ফিরিতেন। নীলাচল হইতে প্রভু যখন পানিহাটীতে আসিয়াছিলেন, তখন প্রভুর দর্শনের জগ্ন গদাধরদাস সে-স্থানে আসিলে প্রভু তাঁহার মস্তকে চরণ তুলিয়া দিয়াছিলেন। ব্রজলীলার ইনি ছিলেন শ্রীরাধার বিভূতিরূপা চন্দ্রকান্তি। তাই বোধ হয় রাধাভাবের আবেশ।

গদাধরপণ্ডিতগোস্তামী। পঞ্চতত্ত্বের শক্তি-তত্ত্ব। চট্টগ্রামের বেলেটী গ্রামে আবির্ভাব। পিতার নাম শ্রীমাধব-মিশ্র; মাতা শ্রীমতী রত্নাবতী। কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম বাণীনাথ। অধ্যয়নের জগ্ন অল্প বয়সেই নবদ্বীপে আসেন। গদাধর পণ্ডিত শ্রীল পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির শিষ্য। একসময়ে পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি নবদ্বীপে আসিয়াছিলেন; গদাধরের সর্বদাই বৈষ্ণব-দর্শনে আনন্দ; মুকুন্দদত্ত গদাধরকে বিদ্যানিধির নিকটে লইয়া গেলেন। দিব্য খট্টার উপরে, দিব্য চন্দ্রাতপের নীচে স্ববেশ বিদ্যানিধি বসিয়া আছেন—যেন রাজপুত্র; চারিপাশে স্তূপগুলি বালিশ, দিব্য বাটায় পান, তাম্বুলরাগে অধর রক্তবর্ণ, সেবক ময়ূরের পাখা লইয়া ব্যজন করিতেছে, দিব্য গন্ধে গৃহ আমোদিত। গদাধর এ-সকল বিলাসের চিহ্ন দেখিয়া বিদ্যানিধির বৈষ্ণবতা সম্বন্ধে সন্দেহ হইলেন। মুকুন্দ তাহা বুঝিতে পারিয়া বিদ্যানিধির প্রকৃত পরিচয় প্রকটিত করার উদ্দেশ্যে স্বমধুর স্বরে শ্রীমদ্ভাগবতের একটা শ্লোক উচ্চারণ করিলেন—“অহো বকী যং স্তনকালকুট-মিত্যাদি”। শ্লোক শুনামাত্র অশ্রু-কম্প-পুলকাদি সাস্বিক ভাবে বিভূষিত হইয়া বিদ্যানিধি অস্থির ভাবে গর্জন করিতে করিতে চতুর্দিকে হস্তপদ বিক্ষিপ্ত করিতে লাগিলেন, আসবাব-পত্র চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া গেল, ভূমিতে পড়িয়া কতক্ষণ গড়াগড়ি দিয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত মুচ্ছিত অবস্থায় পড়িয়া রহিলেন। দেখিয়া গদাধর আশ্চর্য্যের দিতে লাগিলেন এবং চিন্তা করিয়া স্থির করিলেন, বিদ্যানিধির চরণে তিনি যে অপরাধ করিয়াছেন, তাঁহার শিষ্ণু গ্রহণ করিলেই তাহার খণ্ডন সম্ভব। মুকুন্দের নিকটে স্বীয় মনের কথা প্রকাশ করিলেন; মুকুন্দ তাহা বিদ্যানিধির নিকটে প্রকাশ করিলে বিদ্যানিধিও সমস্তচিত্তে সম্মতি দিলেন। পরে প্রভুর অহুমতি লইয়া গদাধর বিদ্যানিধির নিকটে দীক্ষা গ্রহণ করেন। গদাধর ছিলেন মহাপ্রভুর মরমী সঙ্গী। প্রভুর প্রায় সমস্ত লীলার সহচর। সন্ন্যাস গ্রহণান্তে প্রভু যখন নীলাচলে যাত্ৰেন, দুঃখভারাক্রান্ত চিত্তে গদাধর নবদ্বীপেই থাকেন। দক্ষিণদেশ ভ্রমণের পরে প্রভু যখন নীলাচলে ফিরিয়া আসেন, তখন গোড়ীয় ভক্তদের সঙ্গে গদাধর নীলাচলে যাত্ৰেন, আর ফিরিয়া আসেন নাই। প্রভু তাঁহাকে গোপীনাথের সেবায় নিয়োজিত করেন। প্রভু যখন নীলাচল হইতে গোঁড়ে যাত্রা করিলেন, প্রভুর নিষেধসত্ত্বেও গদাধর প্রভুর সঙ্গে চলিলেন; প্রভু পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিতে প্রভুর সঙ্গে না থাকিয়া পৃথক ভাবে চলিতে লাগিলেন। কটকে আসিয়া প্রভু তাঁহাকে ডাকাইয়া অনেক বুঝাইলেন; কিন্তু গদাধরকে নীলাচলে প্রত্যাবর্তনে সম্মত করাইতে পারিলেন না। তখন প্রভু বলিলেন—আমার স্থখ যদি চাও গদাধর, তাহা হইলে নীলাচলে ফিরিয়া যাও, গোপীনাথের সেবা কর; “আমার শপথ যদি আর-কিছু বল।” ইহা বলিয়াই প্রভু নৌকায় উঠিলেন, গদাধর মুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন। প্রভুর আদেশে সার্বভৌম-

ভট্টাচার্য্য তাঁহাকে নীলাচলে লইয়া আসিলেন। প্রভু কর্তৃক পুনঃ পুনঃ উপেক্ষিত হইয়া বল্লভ-ভট্ট নীলাচলে গদাধরের নিকটে যাইয়া গদাধরের অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাঁহাকে স্বকৃত কৃষ্ণনামের অর্থাৎ গুণাইতেন। ভট্টের পাণ্ডিত্য ও আভিজাত্যের কথা ভাবিয়া গদাধর তাঁহাকে নিষেধ করিতে পারেন না; অথচ প্রভুর গণের ভয়েও ভীত। পরে বল্লভ-ভট্টের প্রতি প্রভুর রূপা হইলে তিনি গদাধরের নিকটে কিশোর-গোপাল মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করেন। ব্রজলীলায় গদাধর পণ্ডিত ছিলেন শ্যামসুন্দর-বল্লভা বৃন্দাবনলক্ষ্মী (শ্রীরাধা); ললিতাও তাঁহাতে প্রবিষ্ট (১১১২৩ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। গদাধরে আবার কল্লিণীদেবীর ভাবও আছে (৩৭৭১২৮)।

গরুড় পণ্ডিত। শ্রীচৈতন্যশাখা। ব্রাহ্মণ। শ্রীপাট—নবদ্বীপ, আকনা। নামের বলে সর্পবিষও ইহার উপরে প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকার মতে ইনি ছিলেন—গরুড়।

গুণরাজ খান। কুলীনগ্রামবাসী। নাম মালাধর বসু; গোড়েশ্বরের প্রদত্ত উপাধি গুণরাজ খান। ইহারই পুত্র লক্ষ্মীনাথ বসু—উপাধি সত্যরাজ খান; লক্ষ্মীনাথের পুত্র রামানন্দ বসু। গুণরাজ খান প্রভুর আবির্ভাবের পূর্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তিনি বাংলা পয়ারাদি ছন্দে “শ্রীকৃষ্ণবিজয়” নামে একখানি গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। এই গ্রন্থে শ্রীমদভাগবতের ১০ম ও ১১শ স্কন্ধের আখ্যায়িকাংশের এবং ১১শ স্কন্ধের তাত্ত্বিকাংশের তাৎপর্য্যানুবাদ দৃষ্ট হয়। শ্রীকৃষ্ণবিজয়ই বোধহয় শ্রীমদভাগবতের সর্বপ্রথম বঙ্গানুবাদ; অবশ্য ইহা আক্ষরিক অনুবাদ নহে। শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের উক্তি হইতে জানা যায়, ১৩২৫ শকে এই গ্রন্থের লেখা আরম্ভ হয় এবং ১৪০২ শকে শেষ হয়। এই গ্রন্থে একটা উক্তি আছে এইরূপ—“নন্দের নন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ।” প্রভু ইহা দেখিয়া বলিয়াছেন—“এই বাক্য বিকাইলু তাঁর বংশের হাথ ॥” প্রভু ইহাও বলিয়াছেন—কুলীনগ্রামের যে কুকুর, সেও প্রভুর প্রিয়; অতঃপর কথ্য তো দূরে। গুণরাজ খান অত্যন্ত ধনশালী ও প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী ছিলেন।

গোপাল। অদ্বৈতাচার্য্য-পুত্র। ইনি একবার নীলাচলে প্রভুর গুণ্ডিচামার্জ্জন-লীলায় প্রভুর আদেশে নৃত্য করিতে করিতে প্রেমাবেশে মূর্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। দেখিয়া অদ্বৈতাচার্য্য বিহ্বল হইয়া পড়িলেন, নৃসিংহের মন্ত্র পড়িয়া জলের ঝাপটা মারিতে লাগিলেন; তাহাতেও গোপালের চেতনা ফিরিয়া না আসায় আচার্য্য ও ভক্তবৃন্দ ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তখন প্রভু তাঁহার বুকে হাত দিয়া “উঠহ গোপাল বলি উচ্চস্বরে কৈল।” তখন গোপাল উঠিয়া হরি হরি বলিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন।

গোপালভট্ট গোস্বামী। শ্রীরঙ্গক্ষেত্রবাসী বৈষ্ণবভট্টের পুত্র। দক্ষিণ-ভ্রমণ-কালে প্রভু যখন বৈষ্ণব ভট্টের গৃহে চাতুর্মাশ-কাল অবস্থান করিয়াছিলেন, তখন গোপালভট্ট প্রাণ ভরিয়া প্রভুর সেবা করিয়াছিলেন। ইনি স্বীয় শিষ্য প্রবোধানন্দ সরস্বতীর নিকটে দীক্ষিত। ভক্তিরত্নাকরের মতে, পিতামাতার অপ্রকটের পরে তাঁহাদের নান্দেই গোপাল ভট্ট বৃন্দাবনে আসিয়া শ্রীরূপ-সনাতনের সঙ্গে মিলিত হইলেন। শ্রীরূপ-সনাতন নীলাচলে প্রভুর নিকটেও তাঁহার আগমন-সংবাদ জানাইয়াছিলেন এবং প্রভুও তাঁহাদের জানাইয়াছিলেন—তাঁরা যেন গোপাল ভট্টকে নিজেদের ভাই বলিয়া মনে করেন। ইনিই শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীশ্রীরাধারমণ-শ্রীবিগ্রহের প্রতিষ্ঠাতা। ইনি শ্রীশ্রীহরিভক্তি-বিলাস রচনা করিয়াছেন। শ্রীজীবগোস্বামী তাঁহার ভাগবত-সন্দর্ভে লিখিয়াছেন—গোপালভট্ট প্রাচীন বৈষ্ণবদের গ্রন্থ হইতে সঙ্কলন করিয়া একখানি তত্ত্বগ্রন্থ লিখিয়াছিলেন; কিন্তু তাহাতে তত্ত্বাদি কোনও স্থলে যথাক্রমে, কোনও স্থলে বা ক্রমভঙ্গভাবে, আবার কোনও স্থলে বা খণ্ড খণ্ড ভাবে লিখিত ছিল। শ্রীজীব তৎসমস্তেরই পর্যালোচনা পূর্বক যথাযথভাবে সন্নিবেশিত করিয়া তাঁহার ভাগবত-সন্দর্ভ (ষট্‌সন্দর্ভ) লিখিয়াছেন। গোপাল ভট্ট গোস্বামী “সংক্রিয়াসার-দীপিকা”-নামক একখানি গ্রন্থও লিখিয়াছেন এবং কৃষ্ণকর্ণামৃতের টীকা লিখিয়াছিলেন বলিয়াও শুনা যায়। ভক্তিরত্নাকর বলেন—কবিরাজ গোস্বামীর গ্রন্থে গোপালভট্ট গোস্বামীর কোনও প্রসঙ্গ লিখিতে তিনি কবিরাজ গোস্বামীকে নিষেধ করিয়াছিলেন। ইনি কবিরাজ-গোস্বামীর ছয় জন শিক্ষাগুরুর মধ্যে একজন। শ্রীনিবাস আচার্য্য ইহার শিষ্য। গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকার মতে ব্রজলীলায় ইনি ছিলেন শ্রীঅনঙ্গ মঙ্গরী, কাহারও কাহারও মতে শ্রীগুণমঙ্গরী।

গোপীনাথ আচার্য্য। শ্রীচৈতন্যশাখা। সার্কভোম ভট্টাচার্য্যের ভগিনীপতি। নবদ্বীপবাসী ব্রাহ্মণ। পরে নীলাচলে সার্কভোম-গৃহে থাকিতেন। নবদ্বীপে থাকিতেই প্রভুর সঙ্গে পরিচয় ছিল। ইনি প্রথম হইতেই প্রভুকে স্বয়ং-ভগবান বলিয়া জানিতেন। প্রভু সঙ্গীদের ছাড়িয়া সার্কপ্রথমে একাকী জগন্নাথমন্দিরে প্রবেশ করিয়া জগন্নাথদর্শনে প্রেমাবেশে মূচ্ছিত হইয়া পড়িলে সার্কভোম তাঁহাকে স্বগৃহে লইয়া গিয়াছিলেন। তাহার পরে প্রভুর সঙ্গী শ্রীনিত্যানন্দাদি মন্দির-সম্মুখে উপনীত হইলে লোকমুখে প্রভুর সার্কভোমগৃহে অবস্থিতির কথা জানিয়া যখন সার্কভোম-গৃহের অহুসন্ধান করিতেছিলেন, তখনই দৈবাৎ গোপীনাথ আচার্য্য সে-স্থানে আসিয়া উপস্থিত হয়েন এবং প্রভুর সঙ্গীদের সঙ্গে নিয়া সংজ্ঞাহীন প্রভুর দর্শন করান এবং সার্কভোমের সহিত তাঁহাদের মিলন করান। সার্কভোম তখনও প্রভুর ভগবত্তার পরিচয় পায়েন নাই। গোপীনাথ প্রভুর ভগবত্তা প্রতিপাদনের জন্ত সার্কভোমের সঙ্গে অনেক বিচার-তর্ক করিয়াছিলেন এবং পরে বলিয়াছিলেন—সার্কভোমের প্রতি যখন প্রভুর কৃপা হইবে, তখন তিনি প্রভুর স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারিবেন। প্রভুর কৃপায় মায়াবাদী সার্কভোম যখন প্রভুর পরমভক্ত হইয়া পড়িলেন, তখন গোপীনাথের আর আনন্দের সীমা ছিল না। গোপীনাথ প্রভুর নবদ্বীপেরও সঙ্গী এবং নীলাচলেরও সঙ্গী। নীলাচলে ইনি নানাভাবে প্রভুর সেবা করিয়াছেন। ব্রজলীলায় ইনি ছিলেন রত্নাবলী সখী।

গোপীনাথ পট্টনায়ক। রামানন্দ রায়ের ভ্রাতা এবং ভবানন্দ রায়ের পুত্র। ইনি রাজা প্রতাপরুদ্রের অধীনে মালজাঠ্যাদওপাটের শাসনকর্তা ছিলেন। এক সময়ে রাজার প্রাপ্য দুইলক্ষ টাকা তাঁহার নিকটে বাকী পড়ায় তিনি একটু বিপন্ন হইয়াছিলেন। রাজা টাকা চাহিলে তিনি বলিলেন—“এখন নগদ টাকা দিতে পারিব না; আমার কতকগুলি ভাল ঘোড়া আছে, মূল্য ধরিয়া তাহা রাজ-সরকারে নেওয়া হউক; বাকী টাকা আস্তে আস্তে দিব।” বড় রাজপুত্র ঘোড়ার ভাল মূল্য জানিতেন। রাজা কয়েকজন পাত্র-মিত্রের সঙ্গে বড় রাজপুত্রকে পাঠাইলেন, ঘোড়ার মূল্য স্থির করার জন্ত। কিন্তু তাঁহার সহিত গোপীনাথের কিছু অপ্রীতি ছিল; তাই তিনি ঘোড়ার অনেক কম মূল্য ধরিলেন; তাহাতে গোপীনাথ তাঁহাকে ঠাট্টা বিজ্ঞপ করিয়াছিলেন। রাজপুত্র ক্রুষ্ট হইয়া গোপীনাথকে বাধিলেন, তাঁহার ভাই বাগীনাথকেও সবংশে বাধিয়া আনাইলেন এবং গোপীনাথকে খড়্গের উপরে ফেলিয়া দেওয়ার জন্ত চাঙ্গে চড়াইলেন। গোপীনাথের সেবক তাঁহার অজ্ঞাতসারেই এই সকল সংবাদ প্রভুর গোচরীভূত করিল; প্রভু কিন্তু উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া রাজার প্রাপ্য না দেওয়ার জন্ত গোপীনাথকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। কাশীমিশ্রের নিকটে প্রভু বলিলেন—তিনি নীলাচল ত্যাগ করিয়া আলালনাথে চলিয়া যাইবেন; যেহেতু, নীলাচলে থাকিলে বিষয়ীর কথা শুনিতে হয়। কাশীমিশ্র রাজার নিকটে সমস্ত জানাইলে রাজা গোপীনাথের নিকটে প্রাপ্য দুই লক্ষ টাকা মাপ করিয়া দিলেন এবং গোপীনাথের বেতন দ্বিগুণ করিয়া তাঁহাকে মালজাঠ্যাদওপাটে পাঠাইলেন। কি-ভাবে রাজবিষয় করিতে হয়, তৎসম্বন্ধে প্রভু গোপীনাথকে উপদেশ দিলেন। গোপীনাথের নির্বেদ উপস্থিত হইয়াছিল; তাঁহার সহোদর রামানন্দ ও বাগীনাথকে প্রভু যেমন বিষয় ছাড়াইয়াছেন, তেমনি তাঁহাকেও বিষয় ছাড়াইবার প্রার্থনা জানাইলেন। প্রভু বলিলেন—পাঁচ ভাই-ই যদি বিষয় ছাড়, কুটুম্ব-ভরণ হইবে কিরূপে? প্রভু ভবানন্দরায়কে নিজ মুখে বলিয়াছেন—“তুমি পাণ্ডু, তোমার পত্নী কুন্তী; তোমার পঞ্চপুত্র পঞ্চ পাণ্ডব।” স্তব্রাং গোপীনাথ পট্টনায়ক ছিলেন পঞ্চ পাণ্ডবের একজন।

গোবিন্দ। নীলাচলে প্রভুর অঙ্গসেবক। শূত্র। ইনি পূর্বে ছিলেন শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর সেবক। অন্তর্দ্বান-সময়ে পুরীগোস্বামী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের সেবা করিবার জন্ত গোবিন্দকে আদেশ করিয়াছিলেন। তদনুসারে তিনি প্রভুর নিকটে আসিয়া উপস্থিত হয়েন—দক্ষিণ হইতে প্রভুর নীলাচলে প্রত্যাবর্তনের পরে। “গুরুর সেবক মাতৃপাত্র, তাহা দ্বারা অঙ্গসেবা সঙ্গত হয় না”—প্রভু এইরূপ বিবেচনা করিয়া সার্কভোমের পরামর্শ চাহিলে সার্কভোম বলিয়াছিলেন—“গুরুর আদেশ লঙ্ঘন করা উচিত নয়।” প্রভু তখন গোবিন্দকে আলিঙ্গন করিয়া স্বীয় সেবার অধিকার দিলেন। গোবিন্দ প্রভুর পাদসংবাহনাদি অঙ্গসেবা করিতেন, প্রভুর আহারাদির ব্যবস্থা করিতেন, ভক্তগণ প্রভুর আহারের জন্ত যে-সমস্ত দ্রব্য দিতেন, তৎসমস্ত রাখিতেন এবং স্ব্যাগমত প্রভুকে দিতেন। প্রভুর জন্ত চন্দনাদিতৈল এবং তুলীগু

জগদানন্দ গোবিন্দের নিকটেই দিয়াছিলেন। গোবিন্দের সেবার মহিমা অদ্ভুত। মধ্যাহ্ন-আহারের পরে প্রভু গন্তীরায় শয়ন করিলে গোবিন্দ প্রতিদিনই প্রভুর অঙ্গসেবাদি করেন, প্রভু ঘুমাইলে নিজে আসিয়া আহার করেন। একদিন প্রভু এক ভঙ্গী করিলেন। বেটাকীর্ণনের দিন। প্রাতঃকাল হইতে বেলা তৃতীয় প্রহর পর্য্যন্ত প্রভু নৃত্যকীর্ণনাদি করিয়াছেন। স্তবরাং সেই দিন অঙ্গসেবার প্রয়োজন আরও বেশী। কিন্তু প্রভু ভিক্ষার পরে গন্তীরার দ্বার জুড়িয়া শুইয়া পড়িলেন; ভিতরে যাওয়ার পথ নাই। গোবিন্দের পুনঃ পুনঃ আবেদন সত্ত্বেও প্রভু সরিলেন না, বলিলেন—“আমার নড়াচড়ার শক্তি নাই।” তখন গোবিন্দ নিজের বহির্বাসস্থান প্রভুর অঙ্গের উপরে দিয়া প্রভুকে ডিঙ্গাইয়া ভিতরে গেলেন এবং প্রভুর পাদসংবাহনাদি করিলেন; প্রভু নিদ্রিত হইলেন। নিদ্রাভঙ্গে দেখেন, গোবিন্দ প্রভুর পদপ্রান্তে বসিয়া আছেন। বলিলেন—“এখনও এখানে? তোর খাওয়া হয় নাই?” উত্তর—না, প্রভু। “কেন?” “বাহিরে যাব কিরূপে?” “ভিতরে আসিলে কিরূপে? যে-ভাবে আসিয়াছ, সে-ভাবে গেলে না কেন?” গোবিন্দ মুখে কিছু বলিলেন না; মনে মনে বলিলেন—“মোর সেবা সে নিয়ম। অপরাধ হউক, কিবা নরকে গমন॥ সেবা লাগি কোটি অপরাধ নাহি গণি। স্বনিমিত্ত অপরাধাভাসে ভয় মানি॥ প্রভু যখনই গন্তীরা হইতে বাহিরে যাইতেন, জলপাত্র লইয়া গোবিন্দ সঙ্গে সঙ্গে যাইতেন। জগন্নাথ-মন্দিরে প্রবেশের পূর্বে প্রভুর পাদ প্রক্ষালন করাইয়া দিতেন। দর্শনের সময়েও নিকটে থাকিতেন। এক দিন এক উড়িয়া স্ত্রীলোক দর্শনাবেশে প্রভুর কাঁধে পা রাখিয়া গুরুড়-গুরুড় ধরিয়া জগন্নাথ দর্শন করিতেছিলেন, গোবিন্দ তাঁহাকে নিষেধ করিয়াছিলেন। এক দিন সমুদ্রস্নানে যাওয়ার সময় এক দেবদাসীকর্তৃক কীর্ণিত গীতগোবিন্দের গান দূর হইতে শুনিয়া প্রভু যখন বাহ্যস্থিতি হারাইয়া সিজের কাঁটার উপর দিয়া ছুটিতেছিলেন, কাঁটার আঘাতে অঙ্গ রুধিরাক্ত হইতেছিল, গোবিন্দ তখন প্রভুকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন—“প্রভু, স্ত্রীলোকে গান করে।” তখন প্রভুর বাহ্যস্থিতি হইল, বলিলেন—“গোবিন্দ, আজ তুমি আমাকে প্রাণে বাঁচাইয়াছ; স্ত্রীলোকের স্পর্শ হইলে আমি বাঁচিতাম না। তুমি সর্বদা আমাকে রক্ষা করিবে।” আর এক দিন চটক পর্বত দর্শনে গোবর্দ্ধন-জ্ঞানে প্রভু যখন প্রেমাবেশে মূর্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন—গোবিন্দ তখন প্রভুর চোখে-মুখে জলের ছিটা দিয়া সময়োচিত সেবা করিয়াছিলেন। রাত্রিকালে প্রভু গন্তীরায় শয়ন করিলে গোবিন্দ বাহিরে দ্বারে শয়ন করিতেন; কান ছুঁনা যেন খাড়া করিয়া রাখিতেন প্রভুর দিকে। ইনিই প্রভুর আদেশে প্রতাহ হরিদাস ঠাকুরকে মহাপ্রসাদ দিয়া আসিতেন এবং অপর যে-কেহ প্রভুর অবশেষ প্রার্থী বা যে কাহাকেও অবশেষ দেওয়া প্রভুর ইচ্ছা, তাঁহাকে প্রভুর অবশেষ দিতেন। গোবিন্দের ভাগ্যের তুলনা গোবিন্দের ভাগ্যই। ব্রজলীলায় গোবিন্দ ছিলেন ভঙ্গুর-নামক শ্রীকৃষ্ণভৃত্য।

গোবিন্দ কবিরাজ। নিত্যানন্দশাখা (১১১৪৮)। কেহ কেহ মনে করেন, ইনিই শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য প্রসিদ্ধ পদকর্তা গোবিন্দ কবিরাজ। কিন্তু তাহা সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। তাহার হেতু এই। শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য গোবিন্দ কবিরাজ শ্রীনিত্যানন্দের সম-সাময়িক নহেন, নিত্যানন্দ প্রভুর অপ্রকটের অনেক পরে তাঁহার আবির্ভাব। শ্রীনিবাস আচার্যও নিত্যানন্দ প্রভুর দর্শন পানেন নাই। বিশেষতঃ, আচার্য প্রভু হইলেন শ্রীপাদ গোপালভট্ট গোস্বামীর শিষ্য; শ্রীপাদ গোপালভট্ট ছিলেন প্রবোধানন্দ সরস্বতীর শিষ্য এবং শ্রীচৈতন্যশাখাভুক্ত (১১০১০০), শ্রীনিত্যানন্দ-শাখাভুক্ত ছিলেন না। স্তবরাং তাঁহার শিষ্য শ্রীনিবাস আচার্যকে এবং শ্রীনিবাস-আচার্যের শিষ্য গোবিন্দ কবিরাজকে—শিষ্যপরম্পরাক্রমেও—শ্রীনিত্যানন্দ-শাখার অন্তর্ভুক্ত বলা যায় না। অগ্র গণভুক্ত কোনও কোনও ভক্তকে মহাপ্রভু নাম-প্রেম-প্রচারার্থে শ্রীনিত্যানন্দের সঙ্গে দিয়াছিলেন; উভয় গণেই তাঁহাদের নাম আছে; কিন্তু শ্রীপাদ গোপালভট্ট তাঁহাদেরও অন্তর্ভুক্ত নহেন। স্তবরাং কোনও দিক দিয়াই শ্রীপাদ গোপালভট্টকে এবং তাঁহার শিষ্যগুণিশিষ্য শ্রীনিবাস আচার্যাদিকে নিত্যানন্দশাখাভুক্ত বলা চলে না। আরও একটা কথা বিবেচ্য। শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য গোবিন্দ কবিরাজের নাম যদি নিত্যানন্দশাখাভুক্তরূপে শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উল্লিখিত হইত, তাহা হইলে কি শ্রীনিবাস আচার্যের নাম উল্লিখিত হইত না? তাঁহার উল্লেখ কোথাও নাই। এ-সমস্ত কারণে মনে হয়—শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য গোবিন্দ কবিরাজ হইতেছেন নিত্যানন্দশাখাভুক্ত গোবিন্দ কবিরাজ হইতে ভিন্ন ব্যক্তি।

গোবিন্দ ঘোষ। উত্তরবঙ্গীয় কায়স্থ। বাহুদেব ঘোষ ও মাধব ঘোষ ইহারই সহোদর। ইহাদের কীৰ্ত্তনে গৌর-নিত্যানন্দ নৃত্য করিতেন। কাটোয়ার নিকটবর্তী ফুলাই গ্রামে আবির্ভাব। নীলাচলে রথযাত্রাদিকালে ইহারা তিন সহোদরই কীৰ্ত্তন করিতেন। রামকেলি যাইবার পথে প্রভু গোবিন্দ ঘোষকে অগ্রদ্বীপে রাখিয়া যান; অগ্রদ্বীপে ইনি গোপীনাথ-বিগ্রহের সেবা প্রতিষ্ঠা করেন। গোবিন্দ ঘোষের একমাত্র পুত্রের দেহতাগ হইলে ইনি শোকবিস্মল হইয়া পড়েন। গোপীনাথ জানাইলেন—তিনিই তাঁহার পুত্রকে স্বচরণে লইয়া গিয়াছেন। তখন গোবিন্দ ঘোষ বলিলেন—আমার শ্রাদ্ধ করিবে কে? গোপীনাথ বলিলেন—তোমার শ্রাদ্ধ আমি করিব। বস্তুতঃ ঘোষঠাকুরের শ্রাদ্ধবাসরে গোপীনাথের দ্বারাই শ্রাদ্ধ করান হইয়াছিল এবং এখনও ঘোষঠাকুরের তিরোভাব-তিথিতে গোপীনাথের দ্বারাই শ্রাদ্ধ করান হয়। গোবিন্দ ঘোষ পদকর্তাও ছিলেন। ব্রজলীলায় ইনি ছিলেন কলাবতী, বিশাখাচিত গীত গান করিতেন।

গোবিন্দ দত্ত। খড়দহের নিকটে স্মৃচর গ্রামে ত্রীপাট। নবদ্বীপে প্রভুর কীৰ্ত্তনের সঙ্গী, মূল গায়ক। ত্রীপাদ সনাতন গোস্বামী বৃহদবৈষ্ণব-তোষণীর সূচনায় বাহুদেব দত্ত, গোবিন্দ ও মুকুন্দের বন্দনা করিয়াছেন। “শ্রীবাহুদেব দত্তঞ্চ ত্রীগোবিন্দং মুকুন্দকম্।” ইহাতে কেহ কেহ মনে করেন, গোবিন্দ দত্ত ছিলেন বাহুদেব দত্ত ও মুকুন্দ দত্তের সহোদর। ইনি পূর্বলীলায় ছিলেন বৈকুণ্ঠমণ্ডলে—পুণ্ডরীকাক্ষ।

গৌরীদাস পণ্ডিত। দ্বাদশ গোপালের এক গোপাল। ব্রজের স্ববলসখা। নবদ্বীপ হইতে পাঁচ-ছয় ক্রোশ দূরবর্তী শালিগ্রামে আবির্ভাব। পিতা শ্রীকংসারি মিশ্র (ঘোষাল), মাতা শ্রীমতী কমলাদেবী। কংসারি মিশ্রের ছয় পুত্র—দামোদর, জগন্নাথ, সূর্য্যদাস, গৌরীদাস, কৃষ্ণদাস ও নৃসিংহচৈতন্য। গৌরীদাস হইলেন চতুর্থ পুত্র। ছয় ভ্রাতাই পরম বৈষ্ণব। গৌরীদাস শৈশব হইতেই বিষয়ে অনাসক্ত। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার আদেশ লইয়া শালিগ্রাম হইতে গঙ্গাতীরবর্তী অধিকায় আসিয়া নির্জনে সাধন-ভজনে রত থাকেন। পরে প্রভুর ইচ্ছায় বিবাহ করেন; পত্নীর নাম শ্রীমতী বিমলাদেবী। তাঁহার দুই পুত্র—বলরামদাস ও রঘুনাথদাস। গৌরীদাস সখ্যভাবের উপাসক; শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর শিষ্য। স্ববলমঙ্গল-গ্রন্থ হইতে জানা যায়—শ্রীমন্নিত্যানন্দ ও শ্রীমন্নমহাপ্রভু একদিন শান্তিপুুর হইতে নবদ্বীপে আসিবার সময়ে হরিনদী গ্রামে আসিয়া নৌকায় উঠেন এবং নিজেরাই বৈঠাঘরা নৌকা বাহিয়া গঙ্গা পার করেন; কিন্তু নবদ্বীপে না গিয়া বৈঠা হাতেই অধিকায় গৌরীদাসের গৃহে আসিয়া গৌরীদাসকে বৈঠা দিয়া বলিলেন—“এই বৈঠা লও; জীবকে ভবনদী পার কর।” প্রভু গৌরীদাসকে স্বহস্তলিখিত একখানি শ্রীমদ্ভগবদ্-গীতাও দিয়াছিলেন (ভক্তিরসাকর)। এই বৈঠা এবং গীতা এখনও অধিকায় আছেন। সন্ন্যাসের পরে প্রভু যখন শান্তিপুুরে আসেন, তখন অভিমানভরে গৌরীদাস তাঁহার দর্শনে যান না। প্রভু নিজেই শ্রীনিতাইয়ের সহিত অধিকায় আসিলেন; গৌরীদাসের অভিমান দূর হইল। গীতকল্পতরুর পদ হইতে জানা যায়, গৌরীদাস তখন প্রেমাবেশে কঁাদিতে কঁাদিতে বলিয়াছিলেন—“তোমাদের আর ছাড়িয়া দিব না; তোমরা দুই ভাই এখানেই থাক।” প্রভু বলিলেন—“গৌরীদাস, আমাদের প্রতিমূর্ত্তির সেবা কর।” গৌরীদাস কঁাদিতেই লাগিলেন। পরে প্রভু বলিলেন—“নবদ্বীপ হইতে নিম্ববৃক্ষ আনিয়া আমাদের বিগ্রহ প্রস্তুত কর।” গৌরীদাস তাহাই করিলেন। প্রভু বলিলেন—“আমরা দুইজন; আর দুই বিগ্রহ; তোমার বিশ্বাসের জন্ত আমরা চারিজন এক সঙ্গে আহাৰ করিব।” গৌরীদাস পরমানন্দে রঞ্জন করিলেন। দুই বিগ্রহসহ দুই মহাপ্রভু এবং দুই নিত্যানন্দ একসঙ্গে বসিয়া আহাৰ করিলেন। এই চারিজনের মধ্যে দুইজন—মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দ—অধিকায় রহিলেন এবং দুইজন—মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দ—নীলচলে গেলেন। এই দুই শ্রীবিগ্রহ এখনও অধিকায় বিরাজিত।

গৌরীদাস পণ্ডিতের জ্যেষ্ঠ সূর্য্যদাস পণ্ডিতের কন্যাদয়কে (শ্রীশ্রীবসুধা-জাহ্নবাকে) শ্রীমন্নিত্যানন্দ বিবাহ করেন। গৌরীদাসের পুত্রের কন্যাকে হৃদয়চৈতন্য বিবাহ করেন। হৃদয়চৈতন্য গৌরীদাস পণ্ডিতের শিষ্য; শ্রীল শ্রামানন্দঠাকুর হৃদয়চৈতন্যের শিষ্য।

চন্দ্রশেখর আচার্য্য। “আচার্য্যরত্ন” দ্রষ্টব্য।

ছোট হরিদাস। নীলাচলে মহাপ্রভুকে নিত্য কীর্তন শুনাইতেন। ইনি ভগবান্ আচার্য্যের আদেশে প্রভুর ভিক্ষার জন্ত বৃদ্ধা তপস্বিনী মাধবীদাসীর নিকট হইতে ভাল চাউল চাহিয়া আনিয়াছিলেন বলিয়া প্রভু তাঁহাকে বর্জন করেন। শুনিয়া তিনি স্নানাহার তাগ করেন। স্বরূপদামোদরাদি এবং পরমানন্দপুরী গোস্বামীও তাঁহাকে কৃপা করার জন্ত প্রভুকে অহরোধ করিয়াছিলেন; কিন্তু কৃতকার্য্য হয়েন নাই। “বৈরাগী হইয়া করে প্রকৃতি সম্ভাষণ। প্রভু বোলে তার মুখ না করোঁ দর্শন॥” পরম করুণ প্রভু অবশ্যই কৃপা করিবেন—স্বরূপাদির মুখে এই ভরসা পাইয়া ছোট হরিদাস স্নানাহার করেন। এক বৎসর পর্য্যন্ত আশায় আশায় অপেক্ষা করিয়াও প্রভুর কৃপা না পাইয়া হরিদাস কাহাকেও কিছু না বলিয়া প্রয়াগে চলিয়া যান এবং গৌর-চরণ প্রাপ্তির সঙ্কল্প করিয়া ত্রিবেণীতে দেহ বিসর্জন করেন। পরে অদৃশ্য দেহে কীর্তন করিয়া নীলাচলে প্রভুকে শুনাইতেন; এই কীর্তন অপরেও শুনিত। বিশেষ বিবরণ অন্ত্যলীলার দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ১০১-৬৪ পর্বারে দ্রষ্টব্য।

জগদানন্দ পণ্ডিত। ব্রাহ্মণ। কাঞ্চনপল্লীতে আবির্ভাব। প্রভুর অন্তরঙ্গ ভক্ত। পূর্বলীলায় সত্যভামা। সন্ন্যাসের পরে প্রভু যখন শাস্তিপুর হইতে নীলাচলে আসেন, তখনই ইনি প্রভুর সঙ্গে নীলাচলে আসিয়াছিলেন। নীলাচলেই সাধারণতঃ থাকিতেন। মধ্যে মধ্যে প্রভুর আদেশে নবদ্বীপে আসিতেন। ইনি প্রভুকে সর্বদা স্নেহে রাখিতে চেষ্টা করিতেন। শীতকালে প্রভুর তিন বেলা স্নান, কলার শরলাতে প্রভুর শয়ন ইত্যাদি জগদানন্দের সহ হইত না। একবার তিনি যখন গোঁড়ে আসিয়াছিলেন, শিবানন্দসেনের গৃহে এক কলস চন্দনাদি তৈল প্রস্তুত করিয়া নীলাচলে আনিয়া প্রভুর ব্যবহারের জন্ত গোবিন্দের নিকটে দিয়াছিলেন। প্রভু তাহা অঙ্গীকার করেন নাই জানিয়া অভিমানভরে তৈল কলস আনিয়া প্রভুব সাক্ষাতেই ভাঙ্গিয়া চলিয়া গেলেন এবং ঘরে গিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া শুইয়া রহিলেন। তৃতীয় দিবসে প্রভু তাঁহার দ্বারে গিয়া ডাকিয়া বলিলেন—“পণ্ডিত উঠ; আজ তুমি নিজে রান্না করিয়া আমাকে ভিক্ষা দিবে; আমি এখন জগন্নাথ দর্শনে যাইতেছি; মধ্যাহ্নে আসিব।” জগদানন্দ তখন উঠিয়া রন্ধন করিলেন, মধ্যাহ্নে প্রভুকে ভিক্ষা করাইলেন এবং প্রভুর আগ্রহে নিজেও আহার করিলেন। আর একবার প্রভুর জন্ত “তুলীগাও” প্রস্তুত করিয়া গোবিন্দের নিকট দিয়াছিলেন; প্রভু তাহা অঙ্গীকার না করায় অত্যন্ত দুঃখ পাইলেন। সনাতন গোস্বামী যখন নীলাচলে, তখন তাঁহার সঙ্গে ছিল কণ্ডু। প্রভু জোর করিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করেন। তাঁর কণ্ডুরসা প্রভুর সঙ্গে লাগে; তাতে সনাতনের মনে অত্যন্ত কষ্ট হইত। তিনি জগদানন্দ পণ্ডিতের পরামর্শ চাহিলেন। তিনি সনাতনকে বলিলেন—“বথযাত্রা দেখিয়া তুমি বৃন্দাবনে চলিয়া যাও।” প্রভু সনাতনের মুখে ইহা শুনিয়া জগদানন্দ মর্যাদা লঙ্ঘন করিয়াছেন বলিয়া জগদানন্দের উদ্দেশ্যে অনেক তিরস্কার করিয়াছিলেন। প্রভুর আদেশ লইয়া তিনি একবার বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন। সনাতনের নিকটে থাকিতেন; সনাতনই তাঁহার সব সমাধান করিতেন। এক দিন তিনি সনাতনকে আহারের জন্ত নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। পাক শেষ না হইতেই সনাতন আসিলেন—মস্তকে একথানা লাল কাপড় বাঁধিয়া। জগদানন্দ মনে করিয়াছিলেন—উহা প্রভুর দেওয়া কাপড়। কিন্তু সনাতনের মুখে শুনিলেন যে, উহা অল্প সন্ন্যাসীর দেওয়া; তখন ক্রোধে জগদানন্দ ভাতের হাঁড়ি লইয়া সনাতনকে মারিতে গিয়াছিলেন। সনাতন যখন বলিলেন—পণ্ডিতের গৌরপ্রীতি পরীক্ষা করার জন্তই তিনি অল্প সন্ন্যাসীর দেওয়া কাপড় মাথায় বাঁধিয়াছেন, পণ্ডিতের গৌরপ্রীতি দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দ পাইয়াছেন, ঐ কাপড় কাহাকেও দিয়া দিবেন, যে-হেতু “বক্তবস্ত্র বৈষ্ণবেরে পরিতে না যুয়ায়”—তখন পণ্ডিত নিরস্ত হইলেন, ভাতের হাঁড়ি রাখিয়া দিলেন। প্রভুতে পণ্ডিতের গাঢ় প্রীতি বশতঃ প্রভু ও জগদানন্দে প্রায় সর্বদাই “খটমটি” লাগিত। জগদানন্দ যখন পরিবেশন করিতেন, তখন ভয়ে প্রভু অতিরিক্ত মাত্রায়ও আহার করিতেন—না খাইলে হয়তঃ জগদানন্দ রাগ করিয়া উপবাস করিবেন।

জগদীশ পণ্ডিত। ব্রাহ্মণ। শ্রীচৈতন্যশাখা। ইহার সহোদরের নাম হিরণ্য। জগদীশ পণ্ডিতের আবির্ভাব প্রভুর পূর্বে। জগতের বহিস্থখতা দেখিয়া যাহারা মনে দুঃখ পাইতেন এবং তৎকালে যাহারা অদ্বৈতের সভায়

কৃষ্ণকথা শুনিতে যাইতেন, জগদীশ পণ্ডিত তাঁহাদের মধ্যে একজন। একবার একাদশীর দিনে জগদীশ পণ্ডিত ও হিরণ্য পণ্ডিত নানাবিধ উপচারে বিষ্ণুর নৈবেদ্য প্রস্তুত করিয়াছিলেন। প্রভু তখন শিশু। শৈশবে কেহ হরিনাম করিলেই প্রভুর কান্না থামিত; কিন্তু এই দিন কিছুতেই থামে না। অনেক সাধ্য-সাধনার পরে বলিলেন—“জগদীশ হিরণ্য বিষ্ণু-নৈবেদ্য করিয়াছে; যদি আমাকে প্রাণে বাঁচাইতে চাও, তবে সেই নৈবেদ্য আনিয়া দাও।” সকলে ভাবিলেন—ইহা কি সম্ভব? যাহা হউক, জগদীশ-হিরণ্য একথা শুনিয়া ভাবিলেন—“আমাদের ঘরে যে বিষ্ণু-নৈবেদ্য প্রস্তুত হইয়াছে, এই শিশু তাহা কিরূপে জানিল? এই পরম স্নন্দর শিশুটির দেহে নিশ্চয়ই গোপাল অধিষ্ঠিত আছেন; সেই গোপালই নৈবেদ্য খাইতে চাহিতেছেন।” পরমানন্দে তাঁহারা নৈবেদ্য লইয়া জগন্নাথ মিশ্রের গৃহে আসিলেন এবং শিশুকে খাওয়াইলেন এবং বলিলেন—“বাপ খাও উপহার। সকল কৃষ্ণের স্বার্থ হইল আমার।” পূর্বলীলায় জগদীশ পণ্ডিত ও হিরণ্য পণ্ডিত ছিলেন যজ্ঞপত্নী।

জগাই-মাধাই। গৌরগোবিন্দ-দীপিকার মতে জগন্নাথ ও মাধব; বৈকুণ্ঠের দ্বারপাল জয় এবং বিজয়ই স্বেচ্ছায় জগন্নাথ ও মাধবরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। সদব্রাহ্মণবংশে নবদ্বীপে আবির্ভাব। ইহাদের বংশের পূর্ব-পুরুষগণ সকলেই সদাচারসম্পন্ন ছিলেন; কিন্তু দুর্দ্দৈববশতঃ এই দুইজন শৈশবে হইতেই দুর্দর্শে রত ছিলেন। তাঁহারা স্বজনকর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া দুর্জনের সঙ্গেই থাকিতেন। ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াও মত্তপান, গোমাংস-ভক্ষণ, চুরি-ডাকাতি, পরগৃহদাহ-আদি দুর্দর্শে এই দুই ভাই সর্বদা রত থাকিতেন। এমন কোনও দুর্দর্শ ছিল না, যাহা ইহারা করিতেন না। সর্বদা মত্তপাদি দুর্জনের সঙ্গেই থাকিতেন, কখনও ভক্তসঙ্গ হইত না; তাই সৌভাগ্য-ক্রমে ইহাদের মধ্যে বৈষ্ণব-নিন্দা-জনিত অপরাধ ছিল না। লোকে ইহাদের অত্যাচারের ভয়ে সর্বদা সন্ত্রস্ত থাকিত। দুই ভাই মত্তপানে বিভোর হইয়া কখনও কখনও রাস্তায় গড়াগড়ি দিতেন, পরস্পর পরস্পরকে কিল-চড়-লাথি দিতেন, পরস্পরের প্রতি অশ্লীল ভাষা প্রয়োগ করিতেন। এই অবস্থাতেই শ্রীমন্নিত্যানন্দ ও শ্রীল হরিদাসঠাকুর তাঁহাদিগকে দেখিলেন। প্রভুর আদেশে নিত্যানন্দও হরিদাস নগরে কৃষ্ণনাম-প্রচারে বাহির হইয়াছিলেন। দূর হইতে তাঁহারা দেখিলেন—দুইজন লোক রাস্তায় পড়িয়া “কিলাকিলি গালাগালি” করিতেছে। লোকের নিকটে জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহারা এই দুইজনের পরিচয় পাইলেন। তখন করুণ-হৃদয় নিত্যানন্দ জগাই-মাধাইয়ের উদ্ধারের বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি ভাবিলেন—“পাতকী তারিতে প্রভু কৈলা অবতার। এমত পাতকী কোথা পাইবেন আর ॥ * * ॥ এ-দুইয়েরে প্রভু যদি অহুগ্রহ করে। তবে সে প্রভাব দেখে সকল সংসারে ॥” পতিত-পাবন নিত্যানন্দ তখন তাঁহার প্রচার-সঙ্গী হরিদাসকে বলিলেন—“হরিদাস, যে-সকল যবন তোমার প্রতি অত্যাচার করিয়াছিল, তুমি তাহাদেরও মঙ্গল কামনা করিয়াছিলে। তুমি যদি এই দুইজনের মঙ্গল কামনা কর, তাহা হইলেই ইহাদের উদ্ধার হইতে পারে; তোমার মঙ্গল প্রভু পূর্ণ করিবেনই।” হরিদাস বলিলেন—“তোমার ইচ্ছাই প্রভুর ইচ্ছা; আমাকে ভাঙাইতেছ কেন?” তখন শ্রীনিতাই হরিদাসকে প্রেমালিঙ্গন করিয়া উভয়ে জগাই-মাধাইয়ের দিকে যাইয়া একটু দূর হইতে বলিলেন—“বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, লহ কৃষ্ণনাম। কৃষ্ণ মাতা, কৃষ্ণ পিতা, কৃষ্ণ ধন প্রাণ ॥ তোমা-সবা লাগিয়া কৃষ্ণের অবতার। হেন কৃষ্ণ ভজ, সব ছাড় অনাচার ॥” শুনিয়া জগাই-মাধাই একটু মাথা তুলিয়া চাহিলেন এবং উঠিয়া “ধর ধর” বলিয়া নিত্যানন্দ-হরিদাসকে ধরিবার জন্ত ছুটিলেন; তাঁহারাও “রক্ষ কৃষ্ণ, রক্ষ কৃষ্ণ” বলিতে বলিতে পলায়ন করিলেন; দুর্দ্দৈববশতঃ তাঁহাদের ধরিতে পারিলেন না। নিত্যানন্দ-হরিদাস প্রভুর নিকটে উপনীত হইয়া সমস্ত বিবৃত করিলেন। প্রভু তখন ভক্তবৃন্দের সহিত কৃষ্ণকথার আলাপন করিতেছিলেন। গঙ্গাদাস ও শ্রীবাসপণ্ডিত প্রভুর নিকটে জগাই-মাধাইয়ের বংশের এবং দুর্দর্শের পরিচয় দিলেন। শুনিয়া প্রভু বলিলেন—“জানোঁ জানোঁ সেই দুই বেটা। খণ্ড খণ্ড করিমু আইলে মোর হেথা ॥” রঙ্গীয়া নিত্যানন্দ বলিলেন—“প্রভু, খণ্ড খণ্ড কর; কিন্তু এই দুইজন থাকিতে আমি আর কোথাও যাইব না। কিসের জন্ত তুমি এত বড়াই কর; যাহারা ধার্মিক, তাহারা তো নিজেদের স্বভাবে কৃষ্ণ-নাম করিয়া থাকে। তুমি এই দুই জনকে যদি

ভক্তিদান করিতে পার, তবেই জানিব—তুমি পতিত-পাবন।” প্রভু হাসিয়া বলিলেন—“শ্রীপাদ, তুমি যখন ইহাদের মঙ্গল কামনা করিতেছ, তখন শীঘ্রই কৃষ্ণ তাহাদের মঙ্গল করিবেন।” হরিদাসের নিকটে সমস্ত শুনিয়া অষ্টৈতাচার্য্য বলিলেন—“চিন্তা নাই; দুই তিন দিনের মধ্যেই জগাই-মাধাই ভক্তগোষ্ঠীতে আসিবে।” ইহার পরে একদিন রাত্ৰিকালে শ্রীনিত্যানন্দ নগর-ভ্রমণ করিয়া আসিতেছেন, এমন সময়ে জগাই-মাধাই তাঁহাকে দেখিয়াই—“কেরে, কেরে” বলিয়া ডাকিলেন; নিতাই বলিলেন—“আমি অবধূত।” অমনি মাধাই ক্রুদ্ধ হইয়া মুটকী তুলিয়া নিত্যানন্দে মাথায় মারিলেন; মুটকীর আঘাতে নিত্যানন্দের মাথা হইতে রক্তের ধারা পড়িতে লাগিল; তিনি গোবিন্দ স্মরণ করিলেন। মাধাই আবার মারিতে উত্তত হইলে, নিত্যানন্দের মাথায় রক্ত দেখিয়া জগাই তাঁহার হাত ধরিলেন এবং বলিলেন—“কেনে হেন করিলে, নির্দয় তুমি দূঢ়। দেশান্তরী মারিয়া কি হৈবা তুমি বড় ॥ এড় অবধূতে না মারিহ আর। সম্যাসী মারিয়া কোন্ ভাল বা তোমার ॥” রাস্তায় লোক গিয়া প্রভুর নিকটে এই সংবাদ জানাইলে পার্শ্বদ্বন্দের সহিত প্রভু ছুটিয়া আসিলেন। তখনও “নিত্যানন্দের অঙ্গে সব রক্ত বহে ধারে। হাসে নিত্যানন্দ সেই ‘দু’য়ের ভিতরে ॥” মহাজনগণ ঠিক কথাই বলিয়াছেন—“অক্রোধ পরমানন্দ নিত্যানন্দরায়। অভিমানশূন্য নিতাই নগরে বেড়ায় ॥” যাহা হউক, প্রাণাধিক নিত্যানন্দের অঙ্গে রক্ত দেখিয়া প্রভু ক্রোধে আত্মহারা হইলেন, প্রভুর নিজের অঙ্গে যদি মাধাই রক্তধারা বহাইতেন, তাহা হইলেও বোধ হয় এত ক্রুদ্ধ হইতেন না। ক্রোধে প্রভু “চক্র চক্র” বলিয়া ঘন ঘন ডাকিতে লাগিলেন, দুরাচার জগাই-মাধাইকে যেন তখনই সংহার করিবেন। চক্র আসিয়া উপনীত হইল; সকলেই চক্র দেখিলেন, জগাই-মাধাইও দেখিলেন। ভক্তবৃন্দ প্রমাদ গণিলেন; আর বোধহয় মনে মনে বলিলেন—“এ তো চক্রের যুগ নয় প্রভু, কেন চক্রকে ডাকিতেছ; তোমার অঙ্গ-উপাঙ্গই তো চক্রের অধিক কাজ করিতে সমর্থ। অগ্ন্যাগ্ন যুগে তো চক্রাদি দ্বারা অস্ত্রদিগকে প্রাণে মারিয়াছ; কিন্তু এবার তো তুমি প্রভু কাহাকেও প্রাণে মারিতে আস নাই, এবার তুমি আসিয়াছ—আপায়-সাধারণকে প্রেমভক্তি দিয়া কৃতার্থ করিতে; তোমার দর্শন-মাত্রেই মহা অস্ত্রেরও অস্ত্রত্ব স্বর্ঘ্যোদয়ে অন্ধকারের স্থায় দূরীভূত হইয়া যায়, মহা-অস্ত্রও সত্ত্ব মহাভাগবত হইয়া প্রেমাবেশে হাসে, কান্দে, নাচে, গায়। তাই ভাবি, প্রভু তুমি চক্রকে ডাকিতেছ কেন?” নিত্যানন্দও জানেন, এ তো চক্রের যুগ নয়; বিশেষতঃ, চক্র তো এই দুইটি জীবকে সংহার করিবে; কিন্তু এদের প্রাণবিনাশ তো পরম-করুণ শ্রীনিতাইয়ের অভিপ্রেত নয়; ইহারা প্রেমভক্তির অধিকারী হইয়া, এখন যেমন অস্পৃশ্য প্রাকৃত মণ্ড পান করিয়া উন্নত হয়, প্রেমভক্তিরূপ মদিরা-পানে তেমনি যেন প্রেমোন্মত্ত হইয়া ভক্তবৃন্দের সহিত হাসে, কান্দে, নাচে, গায়—ইহাই শ্রীনিতাইচাঁদের অভিপ্রায়। কিন্তু প্রভুর মন যদি চক্রের দিকে থাকে, তাহা হইলে চক্র তো তাহার প্রভাব বিস্তার করিবেই, এই দুই হতভাগ্যকে সংহার করিবেই। তাই পরম করুণ নিত্যানন্দ প্রভুর মনের ভাব ফিরাইবার জন্ত বলিলেন—“মাধাই মারিতে প্রভু রাখিল জগাই। দৈবে সে পড়িল রক্ত দুঃখ নাহি পাই ॥” পাছে জগাইকে রক্ষা করিয়া প্রভু চক্রদ্বারা মাধাইকে মারেন, তাই শ্রীনিতাই আরও বলিলেন—“মোরে ভিক্ষা দেহ’ প্রভু এ দুই শরীর। কিছু দুঃখ নাহি মোর—তুমি হও স্থির ॥” অক্রোধ-পরমানন্দ শ্রীনিত্যানন্দের করুণার প্রবল স্রোতঃ প্রভুর মনের গতিকে ফিরাইয়া দিল, প্রভু ভাগ্যবান জগাইকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন—“কৃষ্ণ রূপা করু তোরে। নিত্যানন্দ রাখিয়া কিনিলি তুষ্টি মোরে ॥ যে অভীষ্ট চিন্তে দেখ—তাহা তুমি মাগ। আজি হৈতে হউ তোরে প্রেমভক্তিলাভ ॥” তৎক্ষণাৎ জগাই প্রেমভরে মুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তখন “প্রভু বলে—জগাই উঠিয়া দেখ মোরে। সত্য আমি প্রেমভক্তি দান দিল তোরে ॥” উঠিয়া ভাগ্যবান জগাই দেখিলেন—প্রভু বিশ্বস্তর শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী চতুর্ভুজ। জগাই আবার মুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন; প্রভু তাঁহার বক্ষঃস্থলে স্বীয় শ্রীচরণ ধারণ করিলেন; স্বকৃতি জগাইর মুচ্ছাভঙ্গ হইল, শ্রীচরণ ধারণ করিয়া অঝোর নয়নে প্রেমোশ্র বিসর্জন করিতে লাগিলেন। দুই প্রভুর করুণার স্রোতঃবেগ চক্রকে ফিরাইয়া বোধহয় চক্রধরের হাতেই লইয়া আসিল; চতুর্ভুজরূপ প্রকটিত করিয়া প্রভু বোধহয় তাহাই দেখাইলেন। যাহা হউক, জগাইয়ের প্রতি দুই প্রভুর রূপা দেখিয়া মাধাইয়ের চিন্তও পরিবর্তিত হইল; তিনি প্রভুর

চরণে পতিত হইয়া নিবেদন করিলেন—“তুই জনে একঠাঞ্চি কৈল প্রভু পাপ। অহুগ্রহ কেনে প্রভু কর দুই ভাগ ॥ মোরে অহুগ্রহ কর—লও তোর নাম। আমারে উদ্ধার করিবারে নাহি আন ॥” প্রভু বলিলেন—“তোর উদ্ধার নাই; তুই নিত্যানন্দের অঙ্গে রক্তপাত করিয়াছি; আমা হইতেও নিত্যানন্দের দেহ বড়।” “তাহা হইলে কি উপায় হইবে প্রভু, আমাকে রূপা করিয়া উপদেশ কর।” “মাধাই, নিত্যানন্দের চরণে শরণ লও।” মাধাই নিত্যানন্দের চরণে পতিত হইয়া কাকুতি জানাইতে লাগিলেন। তখন রঙ্গীয়া প্রভু বলিলেন—“শুন নিত্যানন্দ রায়। পড়িল চরণে—রূপা করিতে জুয়ায় ॥ তোমার অঙ্গেতে যেন কৈল রক্তপাত। তুমি সে ক্ষমিতে পার—পড়িল তোমাত ॥” নিতাই তো পূর্বেই প্রভুর নিকটে জগাই এবং মাধাই—উভয়ের শরীর ভিক্ষা চাহিয়াছেন; তাহাদিগকে অঙ্গীকার করিয়াছেন। তথাপি প্রভুর কথা শুনিয়া বলিলেন—“প্রভু কি বলিব মুঞ্চি। বৃক্ষদ্বারে রূপা কর সেই শক্তি তুঞ্চি ॥ কোন জন্মে থাকে যদি আমার হরুত। সব দিলু মাধাইরে—শুনহ নিশ্চিত ॥ মোর যত অপরাধ—নাহি তার দায়। মায়া ছাড়, রূপা কর, তোমার মাধাই ॥” “তোমার মাধাই” বলিয়া শ্রীনিতাই মাধাইকে প্রভুর চরণেই সমর্পণ করিয়া প্রভু যেন তাঁহাকে অঙ্গীকার করেন—এই অভিপ্রায়ই জানাইলেন। প্রভু বিশ্বস্তর বলিলেন—“যদি ক্ষমিলা সকল। মাধাইরে কোল দেহ, হউক সকল ॥” নিতাইয়ের গৌর-প্রীতি এবং গৌরের নিতাই-প্রীতি—কেবল ভক্তদেরই অলুভববেণ। আর ভাগ্যবান্ মাধাই উভয়ের প্রীতির হিল্লোলে বাহিত হইয়া যেন একবার প্রভুর চরণে, একবার নিতাইর চরণে যাইতেছেন। প্রভুর “মাধাইরে কোল দেহ”—বাক্যে প্রভু বোধ হয় জানাইলেন—“নিতাই, তুমি যাকে রূপা করিয়া অঙ্গীকার কর, একমাত্র সেই ভাগ্যবান্ আমার রূপার পাত্র। তুমি কোল দিয়া মাধাইকে আশ্রয় কর, তাহা হইলেই মাধাইর সর্বার্থ লাভ হইবে।” শ্রীনিতাই মাধাইকে দৃঢ় আলিঙ্গন করিলেন; তখন “মাধাইর হইল সর্ববন্ধন মোচন ॥ মাধাইর দেহে নিত্যানন্দ প্রবেশিলা। সর্বশক্তি সমন্বিত মাধাই হইলা ॥”

প্রভু জগাই-মাধাইকে বলিলেন—“তোমরা আর পাপকার্য্য করিও না; আর যদি পাপ না কর, তাহা হইলে তোমাদের কোটি জন্মের পাপেরও আর দায় থাকিবে না।” তাঁহারা বলিলেন—“আর নায়ে বাপ।” তখন প্রভু ভক্তবৃন্দকে বলিলেন—“এই দুইজনকে আমার বাড়ীতে তুলিয়া লও; ইহাদের সহিত কীর্তন করিব; ইহাদিকে আজ ব্রহ্মার চূর্ণভ বস্ত্র দিব।” ভক্তবৃন্দ তাঁহাদিগকে লইয়া প্রভুর অঙ্গনে গেলেন; দ্বারে কপাট পড়িল। প্রভুর রূপায় জগাই-মাধাই দুই প্রভুর স্তব করিলেন। শুনিয়া ভক্তবৃন্দ বিস্মিত হইলেন। প্রভু বলিলেন—“এ-দুই মণ্ডপ নহে আর। আজি হৈতে এই দুই সেবক আমার ॥ সবে মিলে অহুগ্রহ কর এ দু'য়েরে। জন্মে জন্মে আর যেন আমা না পাসরে ॥ যে-রূপে যাহার ঠাই আছে অপরাধ। ক্ষমিয়া এ-দুই প্রতি করহ প্রসাদ ॥” জগাই-মাধাই বৈষ্ণবদের চরণে পতিত হইলেন। প্রভু বলিলেন—“জগাই-মাধাই উঠ। তো-সবার যত পাপ মুঞ্চি নিলু সব। সাক্ষাতে দেখহ ভাই এই অলুভব ॥” তাঁদের শরীরে আর পাপ নাই, ইহা বুঝাইবার জন্ত প্রভু “কালিয়া-আকার” হইয়া গেলেন। তার পর সকলে মিলিয়া কীর্তন আরম্ভ করিলেন। আর “যার অঙ্গ পরশিতে রমা ভয় পায়। সে প্রভুর অঙ্গ-সঙ্গে মণ্ডপ নাচয় ॥” নৃত্যকীর্তনান্তে সকলে মিলিয়া গঙ্গায় জলকেলি করিলেন। তীরে উঠিয়া প্রভু সকলকে মালা-প্রসাদ-চন্দন দিয়া বিদায় লইলেন; আর “জগাই-মাধাই সমর্পিল সব-স্থানে। আপন গলার মালা দিল দুই জনে ॥”

সেই হইতে জগাই-মাধাই পরম ভাগবত হইলেন। প্রত্যহ উষাকালে গঙ্গাস্নান করিয়া নির্জনে প্রত্যহ দুইলাফ নাম জপ করিতেন। আর “আপনারে ধিকার করয়ে অহুক্ষণ। নিরবধি কৃষ্ণ বলি করয়ে ক্রন্দন ॥”

এক দিন শ্রীনিত্যানন্দকে নিভূতে পাইয়া অনেক স্তবস্ততির পরে মাধাই বলিলেন—“তোমার অঙ্গে আমি আঘাত করিয়াছি; আমার কি গতি হইবে প্রভু।” শ্রীনিতাই বলিলেন—“শিশুপুত্র মারিলে কি বাপে দুঃখ পায়। এই মত তোমার প্রহার মোর গায় ॥” আবার মাধাই বলিলেন—“অনেক জীবের হিংসা করিয়াছি; তাঁদের চিনিও না, চিনিতে পারিলে তাঁদের চরণে অপরাধের জন্ত ক্ষমা চাহিতে পারিতাম। এখন আমি কি করিব প্রভু, দয়া

করিয়া উপদেশ দাও।” তখন শ্রীনিতাই বলিলেন—“গঙ্গাঘাটের সেবা কর, মার্জ্জন কর। লোক স্থখে স্নান করিবে, তখন তোমাকে সকলে আশীর্বাদ করিবে। সকলকে বিনীতভাবে নমস্কার করিয়া অপরাধের ক্ষমা চাহিবে; তাহা হইলেই তোমার অপরাধ দূর হইবে।” মাধাই তাহাই করিতে লাগিলেন। যাহারা গঙ্গাস্নানে আসেন, সকলকে দণ্ডবৎ-প্রণাম করেন, আর বলেন—“জ্ঞানে বা অজ্ঞানে যত কৈলু অপরাধ। সকল ক্ষমিয়া মোরে করহ প্রসাদ ॥”

তপন মিশ্র। ব্রাহ্মণ। আদি নিবাস পূর্ববঙ্গে, পদ্মাতীরবর্তী কোনও এক গ্রামে। ইনি সাধ্য-সাধন-নির্ণয়ের জন্ত অনেক চেষ্টা করিয়াও কিছুই করিতে পারেন নাই। পরে পূর্ববঙ্গ-ভ্রমণ-কালে অধ্যাপক নিমাই পণ্ডিত যখন মিশ্রের গ্রামে গিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন মিশ্র একদিন রাত্রিশেষে স্বপ্ন দেখিলেন—মুর্তিমান্ এক দেব তাঁহার সম্মুখে আসিয়া বলিলেন, “তুমি নিমাই পণ্ডিতের নিকটে যাও; তিনি তোমার সাধ্যসাধন-তত্ত্ব বলিয়া দিবেন। নিমাই পণ্ডিত মহত্ম্য নহেন, নররূপে সাক্ষাৎ ভগবান্।” সেই দেব অন্তর্দ্বান প্রাপ্ত হইলে তপন মিশ্র কাদিতে লাগিলেন। পরে প্রভুর নিকটে আসিয়া চরণে পতিত হইয়া করঘোড়ে সাধ্য-সাধনের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রভু কলির যুগধর্ম হরিনাম-সঙ্কীর্ণনের কথা বলিয়া মিশ্রকে বোলনাম-বত্রিশ অক্ষরাত্মক তারকত্রয় নাম উপদেশ করিয়া বলিলেন—“সাধ্যসাধনতত্ত্ব যে কিছু সকল। হরিনাম-সঙ্কীর্ণনে মিলিবে সকল ॥” আর বলিলেন—“সাধিতে সাধিতে যবে প্রেমাস্কুর হবে। সাধ্য-সাধনতত্ত্ব জানিবা সে তবে ॥” মিশ্র নিজেকে কৃতার্থ জ্ঞান করিলেন; আর প্রভুর সঙ্গে নবদ্বীপে আসার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। প্রভু তাঁহাকে নিষেধ করিয়া বলিলেন—“তুমি শীঘ্র বারাণসীতে যাও, সেই স্থানেই আমার সঙ্গে তোমার মিলন হইবে—“কহিমু সকল তত্ত্ব সাধ্য-সাধন ॥” পরে প্রভু মিশ্রকে আলিঙ্গন করিলেন; প্রভুর স্পর্শে মিশ্র প্রেম-পুলকিত হইলেন। ইহার পরে তপন মিশ্র সপরিবারে কাশীতে যান। ঝারিখণ্ড-পথে প্রভুর বৃন্দাবন-গমন-কালে কাশীতে তপন মিশ্রের সহিত প্রভুর মিলন হয়; বৃন্দাবন-গমনের সময় প্রভু কাশীতে অল্প কয় দিন মাত্র ছিলেন; প্রত্যাবর্তনের সময় দুই মাসের কিছু অধিক কাল ছিলেন। প্রত্যেক বারেই প্রভু তপন মিশ্রের গৃহে ভিক্ষা করিতেন; চন্দ্রশেখর-বৈষ্ণব গৃহে বাস করিতেন। তপন মিশ্রাদির আগ্রহে কাশীবাসী মায়াবাদী সন্ন্যাসীদের উদ্ধারের জন্ত প্রভুর রূপা উদ্ভূত হয়। বিন্দুমাধব-মন্দিরে যে-দিন প্রকাশানন্দ-সরস্বতী-প্রমুখ সন্ন্যাসীদিগকে প্রভু কৃতার্থ করেন, সেই দিন তপন মিশ্র সে-স্থানে ছিলেন। তপন মিশ্রেরই পুত্র শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী।

দময়ন্তী। রাঘবপণ্ডিতের ভগিনী। পানিহাটীতে শ্রীপাট। শ্রীচৈতন্যশাখা। ব্রজলীলায় গুণমালা। ইনি প্রভুর প্রতি অত্যন্ত স্নেহবতী ছিলেন। প্রভুর জন্ম বারমাসের উপযোগী নানাবিধ ভক্ষ্যদ্রব্য প্রস্তুত করিয়া ঝালি ভরিয়া রাঘবের সঙ্গে প্রতি বৎসর নীলাচলে পাঠাইতেন। প্রভুও ভক্তের প্রীতিরস-সিক্তিত দ্রব্য বারমাস উপভোগ করিতেন।

দামোদর পণ্ডিত। ব্রাহ্মণ। ব্রজলীলার প্রথমা শৈব্যা; কোনও কার্যাবশতঃ সরস্বতীও তাঁহাতে প্রবেশ করিয়াছেন। সন্ন্যাসের পরে প্রভু যখন শান্তিপুর হইতে নীলাচলে আসেন, তখনই দামোদর পণ্ডিত প্রভুর সঙ্গে আসিয়াছিলেন। নীলাচল হইতে প্রভু যখন গোড়ে আসিয়াছিলেন, তখন দামোদরও সঙ্গে ছিলেন এবং প্রভুর সঙ্গেই পুনরায় নীলাচলে গিয়াছিলেন। ইনি প্রভুতে অত্যন্ত প্রীতিমান্ ছিলেন। ইহার লোকাপেক্ষা-হীনতায় এবং অগ্নিনিরপেক্ষতায় প্রভু অত্যন্ত প্রীতি লাভ করিতেন। প্রভু নিজমুখেই বলিয়াছেন—“তাঁহার গণের মধ্যে দামোদরের মত নিরপেক্ষ কেহ নাই; নিরপেক্ষ হইতে না পারিলে কৃষ্ণ-ভজন হয় না।” ইনি প্রভুর উপরে পর্যাস্ত বাক্যদণ্ড করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। এক স্থন্দরী যুবতী বিধবা ব্রাহ্মণীর শিশুপুত্র প্রত্যহ প্রভুর নিকটে আসিত; প্রভুতে শিশুর অত্যন্ত প্রীতি ছিল। প্রভুও তাহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। দামোদর ইহা সহ করিতে পারিলেন না। বালককে অনেক নিষেধ করিলেন; কিন্তু স্নেহের আকর্ষণে বালক নিতাই প্রভুর

নিকটে আসে। এক দিন দামোদর অত্যন্ত রুষ্ট হইয়া ভর্জন গর্জন করিয়া প্রভুকে বলিলেন—“এই বালকের প্রতি প্রীতি দেখাও কেন? জান এই বালক কে?” “কে এই বালক, দামোদর?”—“এই বালক এক বিধবার পুত্র। যদিও সেই বিধবা পরম-তপস্বিনী, সাধ্বী; তথাপি তাঁর একটি দোষ এই—তিনি স্বন্দরী, যুবতী। লোকের কানাকানি কথার অবসর দাও কেন?” প্রভু দামোদরের নিরপেক্ষতা দেখিয়া বহু প্রশংসা করিলেন। প্রভুর প্রতি তাঁহার স্নেহাধিক্য বশতঃই তিনি প্রভুকে বাক্যদণ্ড করিয়াছিলেন। প্রভু মনে করিলেন—“দামোদর যেরূপ নিরপেক্ষ, তাহাতে যদি তাঁহাকে নবদ্বীপে পাঠান যায়, তাঁহার সাফাতে কেহই স্বতন্ত্র আচরণ করিতে পারিবে না।” প্রভু তাঁহাকে নবদ্বীপে মায়ে নিকটে পাঠাইলেন। কাহারও সামান্য অসঙ্গত আচরণ দেখিলেও দামোদর বাক্যদণ্ডারা তাহা সংশোধন করিতেন। ইহার পর হইতে রথযাত্রা-উপলক্ষ্যে গোড়ীয় ভক্তদের সহিত তিনি নীলাচলেও আসিতেন।

দেবানন্দ (ভাগবতী)। কুলিয়া গ্রামবাসী। সর্বগুণবৃত্ত। পরম হৃদ্যন্ত; জ্ঞানবান্, তপস্বী, আজন্ম উদাসীন, সন্ন্যাসীর ন্যায় ব্রতধর; কিন্তু ভক্তিহীন, মোক্ষাকাজী; শ্রীমদ্ভাগবতের অধ্যাপনা করিতেন; কিন্তু ভক্তিহীন বলিয়া ভাগবতের মর্ম্ম বুঝিতে পারিতেন না। একদিন শ্রীবাস পণ্ডিত তাঁহার গৃহমন্দির দিয়া যাইতেছিলেন; ভাগবতব্যাখ্যা হইতেছে শুনিয়া তাঁহার সভায় গিয়া বসিলেন। ভাগবতের শ্লোক শুনিয়াই শ্রীবাস প্রেমাষিষ্ট হইলেন, তাঁহার অঙ্গে অশ্রু-কম্পপুলকাদি সাত্বিক ভাবের উদয় হইল; তিনি উচ্চস্বরে কাদিতে লাগিলেন এবং বিহ্বল হইয়া ভূমিতে পড়িয়া গেলেন। দেবানন্দের শিষ্যগণ ভক্তিহীন বলিয়া তাঁহার আচরণের মর্ম্ম বুঝিতে পারিল না; তাহারা মনে করিল, শ্রীবাসের ক্রন্দনে তাহাদের অধ্যয়নের ক্ষতি হইতেছে; তাই তাহারা তাঁহাকে লইয়া বাহিরে রাখিয়া দিল। শ্রীবাসের একটু জ্ঞান-ফিরিয়া আসিলে মনে দুঃখ পাইয়া চলিয়া আসিলেন এবং বিরলে বসিয়া ভাগবত আলোচনা করিতে লাগিলেন। শিষ্যগণ যখন শ্রীবাসকে বাহিরে নিয়া ফেলিয়া রাখিল, তখন দেবানন্দ তাহাদিগকে নিবারণ করেন নাই; তাই তাঁহার অপরাধ হইল। এই ঘটনা ঘটয়াছে প্রভুর আবির্ভাবের পূর্বে। প্রভু একদিন নগর-ভ্রমণে বাহির হইলে হঠাৎ দেবানন্দের দেখা পাইলেন, তখনই শ্রীবাসের নিকটে তাঁহার অপরাধের কথা প্রভুর মনে পড়িল। শ্রীবাসের প্রতি তাঁহার শিষ্যদের আচরণ এবং তাহাতে তাঁহার বাধা না দেওয়ার কথা উল্লেখ করিয়া প্রভু ক্রোধবশে দেবানন্দকে তিরস্কার করিলেন। দেবানন্দ লজ্জিত হইলেন; কিছু বলিলেন না। দেবানন্দ প্রভুর ভগবন্তায় বিশ্বাস করিতেন না। এক দিন প্রেমময়-কলেবর বক্রেস্বর-পণ্ডিত দেবানন্দের ভক্তিবশে তাঁহার গৃহে রহিলেন এবং প্রেমাবেশে নৃত্য করিতে লাগিলেন; অশ্রু, কম্প, শ্বেদ, হাস্য, পুলক, হ্রস্ব, বৈবর্ণ্য, আনন্দমূর্ছাদি বিকার তাঁহার দেহে প্রকাশ পাইল। দেবানন্দ মুগ্ধচিত্তে তাঁহার সেবা করিতে লাগিলেন, মাটিতে পড়িয়া যাওয়ার সময় আপন কোলে ধরিয়া রাখিলেন, বক্রেস্বরের অঙ্গধূলা লইয়া নিজের সর্বাঙ্গে মাখিলেন। বক্রেস্বরের কৃপায় মহাপ্রভুতে দেবানন্দের বিশ্বাস জন্মিল। প্রভু যখন কুলিয়ায় আসিয়াছিলেন, তখন দেবানন্দ যাইয়া প্রভুর চরণে দণ্ডবৎ-প্রণিপাত করিয়া সন্তুষ্ট হইয়া এক পাশে বসিয়া রহিলেন। প্রভুও তাঁহাকে দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলেন; তাঁহার পূর্বের সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়া প্রভু তাঁহাকে লইয়া বিরলে বসিলেন এবং বক্রেস্বর-পণ্ডিতের সেবা করিয়াছেন বলিয়াই যে প্রভু দেবানন্দের প্রতি প্রীত হইয়াছেন, তাহা বলিয়া বক্রেস্বরের মহিমা বর্ণন করিতে লাগিলেন। দেবানন্দ প্রভুর চরণে স্বীয় দৈন্ত্য জ্ঞাপন করিলেন। প্রভু তাঁহার নিকটে ভাগবতের স্বরূপ-তত্ত্ব প্রকাশ করিলেন এবং ভাগবতের ভক্তিমূলক ব্যাখ্যান করিতে উপদেশ দিলেন। তদবধি দেবানন্দ পরম-ভাগবত। ইনি দ্বাপর-লীলায় নন্দ-মহারাজের সভাপণ্ডিত ভাণ্ডারি মুনি ছিলেন।

ধনঞ্জয় পণ্ডিত। দ্বাদশ গোপালের একতম। ব্রজের বহুধাম সখা। নিত্যানন্দশাখা ॥ চট্টগ্রামের আড়-গ্রামে আবির্ভাব। পিতার নাম শ্রীপতি বন্দোপাধ্যায়, মাতা কালিন্দীদেবী। ধনঞ্জয়ের পিতা অত্যন্ত ধনী ছিলেন; তিনি হরিপ্রিয়ানামী এক অসামান্য রূপলাবণ্যবতীর সহিত ধনঞ্জয়ের বিবাহ দেন। বিবাহের পরে ধনঞ্জয়

কিছুকাল বিলাসী হইয়া পড়েন। পরে সংসার-ত্যাগের জন্ত তাঁহার বাসনা জন্মে; কিন্তু একথা কাহারও নিকটে প্রকাশ না করিয়া তীর্থ ভ্রমণের ছলে বাহির হইয়া পড়েন। ধনঞ্জয় বর্দ্ধমান জেলার শীতলগ্রামে আসিয়া তত্রত্য লোকদিগকে হরিনাম মহামন্ত্র দান করেন। পরে নবদ্বীপে আসিয়া প্রভু এবং তাঁহার ভক্তবৃন্দের সহিত মিলিত হইয়া কিছুকাল কীৰ্ত্তনানন্দে বিভোর হইয়া থাকেন। পরে আবার শীতলগ্রামে আসেন এবং সে-স্থান হইতে বৃন্দাবনে যাত্রা করেন। পথে বর্দ্ধমান মেমারী ষ্টেশনের নিকটে সাঁচড়া-পাচড়া গ্রামে কিছুকাল অবস্থান করেন; পরে স্বীয় সহযাত্রী শিষ্যকে সে-স্থানে সেবা প্রকাশ করিতে অহুমতি দিয়া বৃন্দাবনে চলিয়া যান। বৃন্দাবন হইতে ফিরিয়া আসিয়া বর্দ্ধমান বোলপুরের নিকটে জলন্দিগ্রামে শ্রীবিগ্রহসেবা প্রকাশ করিয়া শীতলগ্রামে ফিরিয়া আসেন এবং শ্রীমন্-মহাপ্রভুর সেবা প্রকাশ করেন। শীতলগ্রামেই তিনি তিরোভাব প্রাপ্ত হইলেন।

নকুল ব্রহ্মচারী। শ্রীপাট—কালনার নিকটবর্তী পিয়ারীগঞ্জ। নৃসিংহের উপাসক। পূর্ব নাম ছিল প্রহ্লাদ ব্রহ্মচারী; স্বীয় উপাস্ত নৃসিংহদেবে তাঁহার অত্যন্ত প্রীতি দেখিয়া প্রভু তাঁহার নাম রাখেন নৃসিংহানন্দ (১১০৭৫৫-৫৬)। প্রভুর প্রতিও তাঁহার অত্যন্ত প্রীতি ছিল। প্রভু যখন গোড়পথে বৃন্দাবন-গমনের উদ্দেশে নীলাচল হইতে কুলিয়ায় আসিয়া উপনীত হইলেন, তখন নৃসিংহানন্দ মনে মনে প্রভুর জন্ত পথ নির্মাণ করিতে লাগিলেন—রত্নবাধা পথ, তাহার উপরে নিবৃন্ত-পুষ্পের শয়া, পথের দুই দিকে পুষ্প-বকুলের শ্রেণী, মধ্যে মধ্যে পথের দুই পার্শ্বে দিব্য পুষ্করিণী, তাতে রত্নবাধা ঘাট, প্রফুল্ল কমল, স্নানাসম জল, নানা পক্ষীর কোলাহল, সর্বত্র শীতল সমীরণ। এইভাবে তিনি কানাইর নাটশালা পর্যন্ত পথ প্রস্তুত করিলেন; কিন্তু তার পরে আর তাঁর মন অগ্রসর হয় না। তখন তিনি বলিলেন—প্রভুর এবার বৃন্দাবনে যাওয়া হইবে না; কানাইর নাটশালা হইতেই প্রভু ফিরিয়া আসিবেন। বাস্তবিক তাহাই হইয়াছিল। একবার অধিকারে তাঁহার দেহে প্রভুর আবেশ হইয়াছিল। আবিষ্ট অবস্থায় তিনি গ্রহগ্রস্তের আশ্রয় হাঙ্গামে, কাঁচেন, নাচেন, গান করেন—যেন উন্মত্ত; দেহে অশ্রু-কম্পাদি সঙ্গিক বিকার; সঘন হুসার; ঠিক প্রভুর মতই গৌরকান্তি, সর্বদা প্রেমাবেশ। দর্শনের জন্ত সর্ব গোড়দেশের লোক উপস্থিত। সকলকেই তিনি কৃষ্ণনাম উপদেশ করেন। তাঁহার দর্শনেই লোক কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্তপ্রায় হয়। শিবানন্দসেন এসব শুনিলেন। তাঁহার ইচ্ছা হইল পরীক্ষা করিতে। শিবানন্দ মনে করিলেন—“আমি লুকাইয়া থাকিব; যদি আমার নাম ধরিয়া ব্রহ্মচারী আমাকে ডাকাইয়া নেন এবং যদি আমার ইষ্টমন্ত্র বলিয়া দিতে পারেন, তাহা হইলেই বুঝিব, সর্বজ্ঞ প্রভুর আবেশ তাঁহাতে হইয়াছে।” ব্রহ্মচারী এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। নকুল ব্রহ্মচারীর সাক্ষাতে প্রভুর আবির্ভাবও হইত। শিবানন্দসেনের ভাগিনেয় শ্রীকান্ত একবার রথযাত্রার কয়েকমাস পূর্বে নীলাচলে গিয়াছিলেন; ফিরিবার সময়ে প্রভু তাঁহাকে বলিলেন—“নকুলকে বলিও, এবার যেন কেহ নীলাচলে না আসেন; আমিই গোড়ে যাইব। পৌষ-মাসে তোমার মামা শিবানন্দের গৃহে ভিক্ষা করিব। জগদানন্দ সে-স্থানে আছে, আমার জন্ত রান্না করিবে।” শুনিয়া শিবানন্দ ও জগদানন্দ প্রায় সমস্ত পৌষমাস অপেক্ষা করিলেন, প্রভু আসেন না। মাসের অল্প বাকী থাকিতে নৃসিংহানন্দ শিবানন্দের গৃহে উপস্থিত হইলেন; সমস্ত শুনিয়া বলিলেন—“চিন্তা নাই; তিন দিনের মধ্যে আমি প্রভুকে আনিব।” তিনি ধ্যানস্থ হইলেন; বাস্তবিক, তাঁহার ভক্তির প্রভাবে তৃতীয় দিনে প্রভু আবির্ভাবে আসিয়া নৃসিংহানন্দের পাচিত অন্নাদি গ্রহণ করিলেন, নৃসিংহানন্দ তাহা দেখিলেন। শিবানন্দ অবশ্য দেখেন নাই; কিন্তু পরের বৎসরে রথযাত্রা উপলক্ষে শিবানন্দ যখন নীলাচলে গিয়াছিলেন, তখন প্রভু নিজেই গত পৌষে তাহার গৃহে ভোজনের কথা উল্লেখ করিয়া শিবানন্দের সন্দেহ দূর করিলেন। যেখানে প্রীতি, সেখানে প্রভু না আসিয়া থাকিতে পারেন না।

মন্দন আচার্য্য। ব্রাহ্মণ। নবদ্বীপের চতুর্ভুজ পণ্ডিতের পুত্র। প্রভুর কীৰ্ত্তনের সঙ্গী। নানাতীর্থ ভ্রমণ করিয়া শ্রীনিত্যানন্দ নবদ্বীপে আসিয়া সর্বপ্রথমে ইহার গৃহেই অবস্থান করেন এবং ইহার গৃহেই নিত্যানন্দের সঙ্গে

মহাপ্রভুর ও ভক্তবৃন্দের মিলন হয়। একবার ঈশ্বর-আবেশে প্রভু শ্রীবাসের ভ্রাতা রামাই-পণ্ডিতকে শ্রীঅদ্বৈতের নিকটে পাঠাইয়াছিলেন এবং বলিয়া দিয়াছিলেন, অদ্বৈতাচার্য্য যেন তাঁহার পূজার জন্ত উপকরণাদি লইয়া সস্ত্রীক আসেন। শ্রীঅদ্বৈত এই সংবাদ শুনিয়া প্রেমাবিষ্ট হইয়া পূজোপকরণাদি লইয়া সস্ত্রীক আসিলেন বটে; কিন্তু প্রভুর নিকটে না গিয়া প্রভুর পরীক্ষার্থ নন্দন আচার্য্যের গৃহে লুকাইয়া রহিলেন এবং রামাই-পণ্ডিতকে বলিলেন—“তুমি গিয়া প্রভুকে বলিও, অদ্বৈত আসিলেন না।” অন্তর্যামী প্রভু কিন্তু রামাইর মুখে কিছু শুন্য পূর্বেই বলিলেন—“অদ্বৈত আমাকে পরীক্ষা করিতে নন্দনাচার্য্যের গৃহে লুকাইয়া আছেন; যাও রামাই, তাঁকে শিষ্য আসিতে বল।” পরে অদ্বৈত আসিয়া প্রভুর বন্দনাদি করিলেন; প্রভু তাঁহার মন্তকে চরণ ধারণ করিয়া অদ্বৈতের মনের গোপনীয় অভিলাষ পূর্ণ করিলেন। আর একবার প্রভু নিজেই নন্দন আচার্য্যের গৃহে লুকাইয়া ছিলেন। একদিন কীর্ত্তন হইতেছে; কিন্তু প্রভু আনন্দ পাইতেছেন না; প্রভু বলিতেছেন—কেন এমন হইল। অদ্বৈত বলিলেন—“সকলকে তুমি প্রেম দিতেছ; বাদ পড়িলাম আমি, আর শ্রীবাস। আমি তোমার প্রেম শোষণ করিয়াছি।” প্রেমহীন দেহ রাখিয়া কোনও লাভ নাই বলিয়া প্রভু গদ্যায় ঝাঁপ দিলেন; নিত্যানন্দ-হরিদাস ধরিয়া উঠাইলেন। প্রভু বলিলেন—“আমি নন্দনাচার্য্যের গৃহে লুকাইয়া থাকিব; কাহাকেও তোমরা বলিও না।” নন্দনাচার্য্য নানাভাবে প্রভুর সেবা করিলেন; তাঁহার সঙ্গে কৃষ্ণ-কথারসে প্রভু সমস্ত রাত্রি কাটাইয়া দিলেন। প্রাতঃকালে অদ্বৈতের মনে কষ্ট দিয়াছেন ভাবিয়া তাঁহাকে রূপা করার ইচ্ছা হইল। নন্দন আচার্য্যকে বলিলেন—“একেলা শ্রীবাসকে ডাকিয়া আন।” শ্রীবাস আসিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। প্রভু অদ্বৈতাচার্য্যের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীবাস বলিলেন—“কালি আচার্য্য উপবাস করিয়াছেন; সকলেই দুঃখিত।” শুনিয়া রূপার্দ্রচিন্তে প্রভু অদ্বৈতাচার্য্যের নিকটে গিয়া তাঁহাকে সাহুনা দিলেন।

কাজীদমনের দিন কীর্ত্তনে এবং শ্রীধরের গৃহে প্রভুর ভক্তবাৎসল্য-প্রকটনের সময়েও নন্দন আচার্য্য ছিলেন। রথযাত্রা উপলক্ষ্যে প্রভুর দর্শনের নিমিত্ত ইনি নীলাচলে যাইতেন।

নন্দাই। শ্রীচৈতন্যশাখা। ইনি নীলাচলে গোবিন্দের আনুগত্যে প্রভুর সেবা করিতেন। প্রভুর সঙ্গে গোঁড়েও আসিয়াছিলেন। ব্রজলীলায় ইনি ছিলেন জলসংস্কারকারী বারিদ।

নরহরিদাস। নরহরি সরকার ঠাকুর। ব্রজের মধুমতী সখী। শ্রীখণ্ডে বৈষ্ণবংশে আবির্ভাব। প্রভুর অতি প্রিয় ভক্ত। প্রভুর দর্শনের জন্ত রথযাত্রা উপলক্ষ্যে নীলাচলে যাইতেন। রথযাত্রাকালে এবং বেটাকীর্ত্তন-কালে নৃত্য ও কীর্ত্তন করিতেন। নীলাচল হইতে বিদায় গ্রহণকালে প্রভু তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—“নরহরি, রহ আমার ভক্তগণ সনে।” ব্রজের মধুমতীর ভাবে ইনি গৌরবর্ণ কৃষ্ণজ্ঞানে প্রভুর প্রতি নাগর-ভাব পোষণ করিতেন।

নারায়ণী। শ্রীবাস পণ্ডিতের ভ্রাতৃকন্যা। প্রভু যখন শ্রীবাস-অঙ্গনে কীর্ত্তনাদি ও নানা ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করেন, তখন নারায়ণীর বয়স ছিল মাত্র চারি বৎসর। প্রভু একদিন তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—“নারায়ণী, কৃষ্ণ বলিয়া কাঁদ।” অমনি প্রভুর রূপায় নারায়ণী—“কৃষ্ণ কৃষ্ণ” বলিয়া প্রেমাবিষ্ট হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। প্রভু রূপা করিয়া এই ভাগ্যবতী বালিকাকে নিজের চর্চিত তাম্বুলরূপ অবশেষও দিয়াছিলেন। “চৈতন্যের অবশেষ-পাত্র” বলিয়া তাঁহার খ্যাতি হইয়াছিল। প্রেমবিলাস-গ্রন্থের মতে নারায়ণীর স্বামী ছিলেন—কুমারহট্টবাসী বিপ্র বৈকুণ্ঠ দাস। নারায়ণীর একমাত্র সন্তান ছিলেন—শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর, যিনি শ্রীচৈতন্যভাগবত রচনা করিয়াছেন। প্রেমবিলাস গ্রন্থ বলেন—বৃন্দাবন দাস যখন গর্ভে, তখনই নারায়ণী পতি-হারী হইয়াছিলেন এবং তখন পিতৃহীন। গর্ভবতী ভ্রাতৃকন্যা নারায়ণীকে শ্রীবাস পণ্ডিত নিজ গৃহে আনিয়া রাখিয়াছিলেন। শ্রীমন্ মহাপ্রভু সন্মাস গ্রহণ করিয়া নবদ্বীপ ত্যাগ করিলে শ্রীবাসও নবদ্বীপ ত্যাগ করিয়া কুমারহট্টে বাস করিতেছিলেন এবং তিনি নারায়ণীকে

সগ্রামেই পাত্রস্থা করিয়াছিলেন। ব্রজলীলায় নারায়ণী ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের উচ্ছিষ্ট-ভোজনকারিণী কিলিষিকা—
অধিকার ভগিনী।

কোনও কোনও আধুনিক সমালোচক বলিতে চাহেন—বৃন্দাবন দাস বিধবা নারায়ণীর গর্ভে জন্মিয়াছিলেন ; তাঁহারা বলেন, চারি বৎসর বয়সে নারায়ণী যখন মহাপ্রভুর কৃপা লাভ করেন, তখন তিনি বিধবা ছিলেন। এই উক্তির সমর্থনে তাঁহারা মুরারি গুপ্তের কড়চার একটি উক্তির উল্লেখ করেন। “শ্রীবাস-ভাট-তনয়াভর্তৃকা মধুরহ্রাতিঃ। হরঃ প্রাপ্য প্রসাদঞ্চ রৌতি নারায়ণী শুভা ॥—হরির (গৌর হরির) কৃপা লাভ করিয়া শ্রীবাসের ভ্রাতৃহ্রতা মধুরহ্রাতি মঙ্গলময়ী ‘অভর্তৃকা’ নারায়ণী ক্রন্দন করিতেছেন।” এই শ্লোকে নারায়ণীকে “অভর্তৃকা” বলা হইয়াছে ; সমালোচকগণ “অভর্তৃকা”-শব্দের অর্থ করিয়াছেন—বিধবা ভর্তা (স্বামী) নাই যাহার। মূল শব্দটি হইল—অভর্তৃক, স্ত্রীলিঙ্গে অভর্তৃকা হইয়াছে। অভর্তৃক-শব্দ হইল অপুলক-শব্দের গায়। অ-শব্দ অভাব-বাচক। অপুলক-শব্দে, যাহার পুত্রের অভাব, তাহাকেই বুঝায় ; তদ্রূপ, অভর্তৃকা-শব্দেও যাহার ভর্তার অভাব, সেই নারীকে বুঝায়। এই অভাব দুই রকমের হইতে পারে—এক, যাহার ভর্তা ছিল, পরে মরিয়া গিয়াছে, তাহারও ভর্তার অভাব ; আর, যাহার ভর্তা এখনও কেহ হয় নাই, তাহারও ভর্তার অভাব। তাহা হইলে অভর্তৃকা-শব্দে বিধবাও বুঝাইতে পারে, অবিবাহিতা কুমারীও বুঝাইতে পারে। সুতরাং নারায়ণী যে বিধবাই ছিলেন, কুমারী ছিলেন না—মুরারি গুপ্তের—“অভর্তৃকা”-শব্দ হইতে তাহা নিশ্চিতরূপে বুঝা যায় না। বরং, অপুলক-শব্দে যেমন সাধারণতঃ যাহার পুত্র জন্মে নাই, তাহাকেই বুঝায় ; তদ্রূপ “অভর্তৃকা”-শব্দেও যাহার এখনও কেহ ভর্তা হয় নাই, যে-নারী কুমারী, তাহাকেই বুঝাইতে পারে। চারি বৎসর বয়সে নারায়ণীর বৈধব্য-সূচক অঙ্ক কোনও উক্তি পাওয়া না গেলে, কেবলমাত্র “অভর্তৃকা”-শব্দ হইতেই তাঁহাকে বিধবা বলা সঙ্গত হইবে বলিয়া মনে হয় না ; বিশেষতঃ, মুরারি গুপ্তের শ্লোকে অভর্তৃকা-স্থলে “অভ্রাতৃকা”-পাঠও যখন দৃষ্ট হয় (প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী তাঁহার সম্পাদিত শ্রীচৈতন্য ভাগবতের পরিশিষ্টে “শ্রীলঠাকুর বৃন্দাবন দাস”-প্রসঙ্গে যে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতে “অভ্রাতৃকা”—পাঠ আছে)। কিন্তু চারি বৎসর বয়সে নারায়ণীর বৈধব্য-সূচক কোনও উক্তি কোথায়ও পাওয়া যায় না, সমালোচক-গণও তাহা দেখাইতে পারেন নাই। বরং প্রেমবিলাস হইতে জানা যায়—“বৃন্দাবন দাস যবে আছিলেন গর্ভে। তাঁর পিতা বৈকুণ্ঠ দাস চলি গেল স্বর্গে ॥” নারায়ণীর চারি বৎসর বয়সের পূর্বে বৃন্দাবন দাস তাঁহার গর্ভে আসিয়া-ছিলেন এবং সেই সময়েই নারায়ণী বিধবা হইয়াছিলেন, এইরূপ অস্বাভাবিক। সুতরাং প্রেমবিলাসের উক্তি হইতে বুঝা যায়—প্রভুর কৃপা লাভের পরেই বৈকুণ্ঠদাসের সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল ; প্রভুর কৃপা লাভের সময়ে তিনি কুমারী ছিলেন। যাহা হউক, সমালোচকগণের কেহ কেহ প্রেমবিলাসের উল্লিখিত উক্তিকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া মনে করেন ; কিন্তু প্রক্ষিপ্ত বলিয়া মনে করার সমর্থনে কোনও প্রমাণ বা যুক্তি তাঁহারা দেখান নাই। তাঁহাদের যুক্তি বোধ হয় এই যে—চারি বৎসর বয়সেই নারায়ণীকে মুরারিগুপ্ত যখন বিধবা বলিয়াছেন, তখন প্রেমবিলাসের উক্তি প্রক্ষিপ্ত না হইয়া পারে না। কিন্তু আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, অঙ্ককোনও উক্তির সমর্থন না পাইলে মুরারিগুপ্তের “অভর্তৃকা”-শব্দের অর্থ যে “বিধবাই”—কুমারী নহে, তাহা নিশ্চিতরূপে বলা যায় না ; সুতরাং প্রেমবিলাসের উক্তিকে বিনা যুক্তিতে প্রক্ষিপ্ত বলাও সঙ্গত হয় না। কোনও কোনও সমালোচক তাঁহাদের সিদ্ধান্তের সমর্থনে প্রাচীন পদকর্তা উদ্ধবদাসের একটি পদ উদ্ধৃত করিয়াছেন। পদটি এই। “প্রভুর চর্কিত পান, স্নেহবসে কৈলা দান, নারায়ণী ঠাকুরাণী-হাতে। শৈশবে বিধবা ধনী, সাক্ষীসতীশিরোমণি, সেবন করিল সে চর্কিতে ॥” এই পদটির যথার্থ অর্থ মনে হইতে পারে—প্রভুর চর্কিত তাম্বুল সেবন করার সময়েই (অর্থাৎ চারি বৎসর বয়সেই) নারায়ণী বিধবা ছিলেন ; কিন্তু পদের শব্দগুলির বিচার করিলে স্পষ্টই বুঝা যাইবে—ইহাই পদকর্তার অভিপ্রেত নহে। তিনি লিখিয়াছেন—শৈশবে বিধবা হইলেও নারায়ণী-ছিলেন “সাক্ষী সতী-শিরোমণি।” চারি বৎসর বয়সেই যিনি বিধবা এবং তাহার পরে যিনি সন্তানের জননী হইয়াছেন, তাঁহাকে “সাক্ষী সতী-শিরোমণি” বলা হস্তাস্পদ ব্যাপার ; আবার, চারি বৎসর বয়সের কোনও বালিকাকে

“সাক্ষী সতী-শিরোমণি” বলারও সার্থকতা কিছু থাকিতে পারে না; যৌবন-বিকাশের পূর্বে কোনও রমণীকে সাক্ষী বা অসাক্ষী, কিম্বা সতী বা অসতী বলার অবকাশই হইতে পারে না। নারায়ণীর পরবর্তী জীবনের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই উদ্ধবদাস তাঁহাকে “সাক্ষী সতী-শিরোমণি” বলিয়াছেন। প্রশ্ন হইতে পারে, উদ্ধবদাস নারায়ণীকে “শৈশবে বিধবা” বলিলেন কেন? এক্ষণে দেখিতে হইবে—“শৈশবে বিধবা ধনী”—বাক্যের তাৎপর্য কি? এই তাৎপর্য নির্ণয় করিতে হইলে পদকর্তা উদ্ধবদাস-সম্বন্ধে একটু আলোচনার প্রয়োজন। ষাঁহার পদকর্তাদের জীবনী আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা বলেন, উদ্ধবদাস ছিলেন শ্রীল রাধামোহন ঠাকুরের শিষ্য। রাধামোহন ঠাকুর ছিলেন শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্তীরও পরবর্তী। বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের তিরোভাবের অনেক পরে তাঁহার আবির্ভাব। সুতরাং তিনি যখন উক্ত পদটি লিখিয়াছিলেন, তখন তিনি নারায়ণী এবং তাঁহার পুত্র বৃন্দাবনদাস সম্বন্ধে সমস্তই জানিতেন। প্রভু নারায়ণীকে রূপা করিয়াছিলেন সন্ন্যাসগ্রহণের কয়েক মাস পূর্বে, ১৪৩১ শকের প্রথমার্দ্ধে বা ১৪৩০ শকের শেষ ভাগে। তখন যদি নারায়ণীর বয়স চারি বৎসর হয়, তাহা হইলে ১৪৪০ শকের পূর্বে, অর্থাৎ নারায়ণীর চৌদ্দ-পনের বৎসর বয়সের পূর্বে, তাঁহার সন্তান-সন্তাননা মনে করা যায় না। প্রেমবিলাসের উক্তি স্বীকার করিলে বুঝিতে হইবে—চৌদ্দ-পনের বৎসর বয়সেই নারায়ণী বিধবা হইয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যভাগবতের সমাপ্তিকাল বিবেচনা করিলেও মনে হয় ১৪৪০ শকের কাছাকাছি কোনও সময়েই বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের জন্ম হইয়াছিল। সুতরাং নারায়ণীর চৌদ্দ, পনের, বা ষোল বৎসর বয়সের সময়েই বৃন্দাবনদাসের জন্ম এবং ঐ বয়সেই নারায়ণী বিধবা হইয়াছিলেন। ষাঁহার নারায়ণীর প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধা বা প্রীতি পোষণ করেন, তাঁহার পনের ষোল বৎসর বয়সে বৈধব্য-প্রাপ্তা নারায়ণীকে যে “শৈশবে বিধবা” বলিবেন, ইহা অস্বাভাবিক নহে। এখনও লোকসমাজে, স্নেহের পাত্রী কোনও পঞ্চদশী বা ষোড়শী রমণীকে, তাহার বৈধব্য-দর্শনে, শিশু বা বালিকা বলিতে দেখা যায়। উদ্ধবদাসও এই ভাবেই নারায়ণীকে “শৈশবে বিধবা” বলিয়াছেন। নারায়ণীর পক্ষে প্রভুর অসাধারণ-রূপাপ্রাপ্তির কথা বলিতে যাইয়াই তাঁহার পরবর্তী জীবনের কথা সম্ভবতঃ পদকর্তার মনে পড়িয়াছিল; তাই খেদের সহিত তিনি বলিয়াছেন—এমন ভাগ্যবতী যে-নারী, তাঁহার কপালে কি এই ছিল, অতি অল্পবয়সে বিধবা হইলেন! এই বৈধব্য তাঁহার কোনও পাপাচরণের ফলও নহে; যেহেতু তিনি ছিলেন—সাক্ষী সতী-শিরোমণি। এইরূপ অর্থ না করিলে “শৈশবে বিধবা” এবং “সাক্ষী সতীশিরোমণি” বাক্যদ্বয়ের অর্থসঙ্গতি করা সম্ভব হয় বলিয়া মনে হয় না। কেবল “শৈশবে বিধবা”—বাক্যটাই গ্রহণ করিব, “সাক্ষী সতী-শিরোমণি”—বাক্যটাকে উপেক্ষা করিব—ইহা কোনও কাজের কথা নয়। এ-সমস্ত কারণে আমাদের মনে হয়—চারি বৎসর বয়সে নারায়ণীর বৈধব্যের কথা পদকর্তা উদ্ধবদাসের উদ্ধৃত পদদ্বারা নিঃসন্দেহ ভাবে সমর্থিত হয় না।

আরও একটা কথা বিবেচ্য। তৎকালীন বৈষ্ণব-সমাজে নারায়ণী ছিলেন অসাধারণ সম্মানের পাত্রী: তিনি স্বীয় মাহাত্ম্যে শ্রীকৃষ্ণের ব্রজপরিকর কিলিষিকার স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। যদি তিনি ব্যভিচারিণী হইতেন, বৈষ্ণব-সমাজ তাঁহাকে এইরূপ সম্মান দিতেন না। তাঁহার পুত্র বৃন্দাবনদাস কর্তৃক শ্রীচৈতন্যভাগবত লেখার সময়েও যে-নারায়ণীর নামে বৈষ্ণব-সমাজ মন্তক অবনত করিতেন, শ্রীচৈতন্যভাগবতের “অতাপিহ বৈষ্ণবমণ্ডলে ষাঁর ধ্বনি। চৈতন্যের অবশেষপাত্র নারায়ণী”—এই উক্তিই তাহার প্রমাণ; তিনি যদি চরিত্রহীনা, ভ্রষ্টা হইতেন, তাহা হইলে ইহা সম্ভব হইত না। মহাপ্রভুর তিরোভাবের ১৩১৪ বৎসর পূর্বেই বৃন্দাবনদাসের জন্ম হইয়াছিল; সেই সময়ে বৈষ্ণব-সমাজে কাহারও ব্যভিচার উপেক্ষিত হওয়ার কোনও সম্ভাবনাই ছিল না। অধিকন্তু, যিনি মহাপ্রভুর এমন রূপার অধিকারিণী, যিনি শ্রীবাসপণ্ডিতের ভ্রাতৃস্বতা, তিনি যে স্বীয় পিতৃবংশের মর্যাদার কথা এবং মহাপ্রভুর রূপার কথা এবং তাঁহার প্রতি প্রভুর পার্শ্ববৃন্দের রূপার কথা ভুলিয়া গিয়া এমন ভাবে ব্যভিচারের স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়াছিলেন যে, তিনি একটা জারজ সন্তানের জননী হইলেন, এ-কথা বিশ্বাস করা যায় না। দ্বিতীয়তঃ, বৃন্দাবনদাস যদি নারায়ণীর অপগর্ভজাত সন্তান হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার শ্রীচৈতন্য ভাগবতে তিনি তাঁহার জননী নারায়ণীর মহিমার কথা এত উচ্চ

কণ্ঠে কীর্তন করিতে সাহস পাইতেন না, “শ্রীবাসের ভ্রাতৃস্বতা নাম নারায়ণী ॥”, “অত্মাপিহ বৈষ্ণবমণ্ডলে ধার ধরনি ।”, “চৈতন্যের অবশেষ পাত্র নারায়ণী ॥”—এ-সকল কথা একাধিক বার লিখিতে পারিতেন না ; প্রভুর কৃপা লাভের সময়ে নারায়ণী যদি বিধবাই হইতেন, তাহা হইলে “চারি বৎসরের সেই উন্নত-চরিত” বলিয়া বৃন্দাবন দাস তাঁহার বয়সের উল্লেখ করিতে এবং “—বৃন্দাবন-দাস । অবশেষ পাত্র-নারায়ণী-গর্ভজাত ॥”—বলিয়া নিজেকে তাঁহার পুত্র বলিয়া পরিচিত করিতেও সঙ্কোচ অনুভব করিতেন । তৃতীয়তঃ, শ্রীচৈতন্যভাগবত আলোচনা করিলেই জানা যায়—বৃন্দাবনদাসের অসামান্য শাস্ত্রজ্ঞান ছিল ; সুতরাং অহুমান করা যায়, তিনি বিশিষ্ট অধ্যাপকদের নিকটেই অধ্যয়ন করিয়াছিলেন ; তিনি যদি নারায়ণীর জারজ সন্তানই হইতেন, তাহা হইলে কোনও অধ্যাপক তাঁহাকে নিজ টোলে শিক্ষা দিতেন কিনা সন্দেহ । সেই সময়ে সত্যকাম-জীবালের যুগ ছিল না, হুসেননাহ-স্ববিদ্রিয়ারের যুগ, যখন ব্রাহ্মণ-সমাজে স্বপ্রতিষ্ঠিত ধনাঢ্য কোনও বিশিষ্ট ব্রাহ্মণের মুখে কেহ বলপূর্বক অহিন্দুর স্পৃষ্ট জল দিলেও সেই ব্রাহ্মণকে সমাজ হইতে বহিষ্কৃত হইয়া দেশান্তরী হইতে হইত এবং প্রায়শ্চিত্তের নিমিত্ত তপ্ত ঘৃত খাইয়া প্রাণত্যাগ করার জঘ আদিষ্ট হইতে হইত । আরও একটা কথা বিবেচ্য । মামগাছী গ্রামে গৌর-পার্শ্বদ বাহুদেব দত্তের একটা সেবা আছে ; প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী লিখিয়াছেন—মামগাছী-গ্রামবাসিগণ তাঁহার নিকটে বলিয়াছেন যে, বাহুদেব দত্তই নারায়ণীর হাতে তাঁহার শ্রীবিগ্রহ-সেবার ভার অর্পণ করিয়াছিলেন । নারায়ণী যদি বাস্তবিক ভ্রষ্টা হইতেন, তাহা হইলে তিনি সমাজকর্তৃক পরিত্যক্তাই হইতেন ; জারজ-সন্তানের মাতা এবং সমাজ কর্তৃক পরিত্যক্তা কোনও রমণীকে যে গৌরপার্শ্বদ বাহুদেব দত্ত তাঁহার শ্রীবিগ্রহসেবার দায়িত্বে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, ইহা বিশ্বাস করা যায় না । অবশ্য বাহুদেব দত্ত পরম-উদার ছিলেন ; তিনি সমস্ত জীবের উদ্ধারের নিমিত্ত সমস্ত জীবের পাপের বোঝা গ্রহণ করিয়া নরক-গমনের প্রার্থনাও প্রভুর চরণে জানাইয়াছিলেন ; কিন্তু তাহা বলিয়া তিনি যে ভজনাঙ্গের ব্যাপারে শাস্ত্রবিরুদ্ধ আচরণের প্রশ্রয় দিবেন, ইহা বিশ্বাস করা যায় না । তিনি ছিলেন পরম ভাগবত, নৈষ্ঠিক ভক্ত । তিনি জানিতেন—শাস্ত্রানুসারে অর্চনমার্গে আচার অবশ্যপালনীয় । চরিত্রহীনা জারজ-সন্তানের মাতার উপরে তিনি কিছুতেই তাঁহার শ্রীবিগ্রহের সেবার দায়িত্ব অর্পণ করিতে পারেন না এবং তদ্বারা সমাজে ব্যভিচারেরও প্রশ্রয় দিতে পারেন না । ব্যভিচারের প্রশ্রয় দিয়া সমাজের অকল্যাণ-সাধন উদারতার পরিচায়ক নহে । এরূপ কোনও রমণীর সেবা জন-সাধারণেরও সহানুভূতি লাভ করিতে পারে না ; অথচ বাহুদেব দত্তের এই সেবা পরবর্তী কালে “নারায়ণীর সেবা”—নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে ; ইহাতেই বুঝা যায়—নারায়ণীর প্রতি জনসাধারণের কিরূপ শ্রদ্ধা ছিল । নারায়ণী ভ্রষ্টা হইলে কখনও ইহা সম্ভব হইত না ।

উল্লিখিত আলোচনা হইতে আমাদের মনে হয়, চারি বৎসর বয়সে নারায়ণীদেবীর বৈধব্যের সমর্থক কোনও প্রমাণই নাই ; সুতরাং মুরারিগুপ্তের “অভর্তক”—শব্দের “বিধবা”—অর্থ বিচারসহ নহে, “কুমারী”—অর্থই গ্রহণীয় । নারায়ণী দেবী চিরকালই যে “সাক্ষী সতী-শিরোমণি” ছিলেন, তাহার প্রতিকূল কোনও প্রমাণই নাই, অল্পকূল প্রমাণ যথেষ্ট আছে ।

নিত্যানন্দ প্রভু। নামান্তর—নিতাই, নিত্যানন্দ, অবধূত । ব্রজের বলরাম । রাঢ়দেশে বীরভূম-জেলার অন্তর্গত একচক্রাগ্রামে মহাপ্রভুর আবির্ভাবের অহুমান আট দশ বৎসর পূর্বে নিত্যানন্দপ্রভুর আবির্ভাব । পিতা—হাড়াই পণ্ডিত বা হাড়াই ওঝা ; মাতা—পদ্মাবতীদেবী । বাল্যকালে সমবয়স্ক শিশুদের সঙ্গে নিত্যানন্দ যে-খেলা খেলিতেন, তাহা ছিল অদ্ভুত ; সাধারণ শিশুগণ যে-সকল খেলা খেলে, নিত্যানন্দের খেলা সেইরূপ ছিল না । তিনি শিশুদের লইয়া ভগবানের লীলাসমূহের অভিনয় করিতেন ; তাহাও দু’য়েকটা লীলা নহে, বহু বহু লীলার অভিনয় খেলা করিতেন । লোকে দেখিয়া বিস্মিত হইত । এত লীলার কথা এই শিশু কিরূপে জানিল ? যে-দিন মহাপ্রভু নবদ্বীপে আবির্ভূত হইলেন, সেইদিন নিত্যানন্দ একচক্রাগ্রামে এক ভীষণ অদ্ভুত হুকার করিয়া সকলকে বিস্মিত করিয়াছিলেন তাঁহার বয়স যখন

বার বৎসর, তখন নিত্যানন্দ একাকী তীর্থদর্শনের উদ্দেশ্যে ঘরের বাহির হইলেন। বিশ বৎসর পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের নানা তীর্থে ভ্রমণ করিয়া অবশেষে মথুরামণ্ডলে আসিলেন। কৃষ্ণলীলার স্মৃতিতে বিভোর হইয়া অধিকাংশ সময় বাহুজ্ঞানশূন্য ভাবেই তিনি মথুরায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। এই সময়ে তাঁহার মনে তিনি জানিতে পারিলেন, তাঁহার প্রাণকানাই গৌররূপে নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, কিন্তু তখনও আত্মপ্রকাশ করেন নাই। তিনি যখন আত্মপ্রকাশ করিবেন, তখনই যাইয়া তাঁহার সঙ্গে মিলিত হইবেন, এরূপ স্বপ্ন করিয়া নিত্যানন্দ মথুরায় অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। প্রভু যখন নবদ্বীপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন, তখন শ্রীনিত্যানন্দ মথুরা ত্যাগ করিয়া নবদ্বীপে উপনীত হইলেন এবং নন্দনাচাৰ্য্যের গৃহে আসিয়া উঠিলেন। সর্বজ্ঞ প্রভুও নিত্যানন্দের আগমনের কথা জানিতে পারিয়া আগমনের কয়েক দিন পূর্বে ভক্তমণ্ডলীর নিকটে বলিয়াছিলেন—“দুই তিন দিনের মধ্যেই কোনও এক মহাপুরুষ নবদ্বীপে আসিবেন।” তারপর একদিন প্রাতঃকালে প্রভু স্বীয় ভক্তবৃন্দের নিকটে বলিলেন—“কাল রাত্রিতে আমি এক অপূর্ব স্বপ্ন দেখিয়াছি। এক তান্দ্রবজ্র রথ আসিয়া আমার গৃহদ্বারে দাঁড়াইল; তাহার পশ্চাতে এক প্রকাণ্ডশরীর মহাপুরুষ; তাঁহার স্বরূপে একটা স্তম্ভ, বামহস্তে বেত্রবাঁধা কানাকুস্ত, পরিধানে ও মস্তকে নীলবস্ত্র, বামশ্রতিমূলে একটা কুণ্ডল; যেন সাক্ষাৎ হলধর। দশ বার, বিশ বার বলিলেন—এই বাড়ী কি নিমাক্ষি পণ্ডিতের? আমি সন্ন্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—তুমি কে? তিনি বলিলেন—“এই ভাই হয়ে। তোমার আমার কালি হবে পরিচয়ে।” বলিতে বলিতেই প্রভু হলধর-ভাবে আবিষ্ট হইয়া গর্জ্জন করিলেন। স্থির হইয়া বলিলেন—“আমি পূর্বে যে এক মহাপুরুষ আসিবেন বলিয়াছিলাম, তিনি নিশ্চয়ই আসিয়াছেন। শ্রীবাস ও হরিদাস তোমরা উভয়ে খুঁজিয়া দেখ।” তাঁহারা উভয়ে বাহির হইলেন; সর্বত্র অহুসন্ধান করিয়া ফিরিয়া আসিয়া জানাইলেন—তাঁহারা কোথাও কোনও মহাপুরুষকে দেখিতে পাইলেন না। প্রভু বলিলেন—“আইস আমার সঙ্গে সবে দেখি গিয়া।” সকলকে লইয়া প্রভু নন্দন আচাৰ্য্যের গৃহে গিয়া উপস্থিত হইলেন, দেখিলেন—যেন কোটিস্বর্ষসম এক মনোরম বিগ্রহ, ‘ধানস্বখে পরিপূর্ণ, হাসয়ে সদায়।’ সকলে তাঁহাকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া নিঃশব্দে দণ্ডায়মান রহিলেন। নিত্যানন্দ “আপন-ঈশ্বর” গৌরহৃদয়কে চিনিলেন, অপলক দৃষ্টিতে প্রভুর দিকে চাহিয়া রহিলেন। প্রভুর ইঙ্গিতে শ্রীবাস পণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণের রূপবর্ণনায় “বর্হাগীড়ং নট-বরবপুঃ কর্ণয়োঃ কর্ণিকারম্”—ইত্যাদি শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোকটা আবৃত্তি করিলেন। শুনিয়া নিত্যানন্দ আনন্দে মুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন। প্রভুর আদেশে শ্রীবাস পুনঃ পুনঃ সেই শ্লোক উচ্চারণ করিতে লাগিলেন; নিত্যানন্দের মুচ্ছাভঙ্গ হইল, অশ্রুবিগলিত নেত্রে ভূমিতে গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন, কখনও বা—“জোড়ে জোড়ে লাফ” দিতে লাগিলেন। সকলেই ধরিতে চেষ্টা করেন; কিন্তু কেহ ধরিতে পারিলেন না; তখন প্রভু তাঁহাকে কোলে করিলেন; প্রভুর কোলে শ্রীনিত্যানন্দ নিম্পন্দ হইয়া পড়িয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ পরে অশ্রুবিগলিত-নেত্রে নিতাই-গৌর পরস্পরে আলাপ করিলেন। প্রভু শ্রীনিত্যানন্দকে লইয়া শ্রীবাসের গৃহে আসিলেন; শ্রীবাসের গৃহেই শ্রীনিত্যানন্দ ব্যাসপূজা করিলেন। ব্যাসপূজার পূর্ব দিন রাত্রিতে নিত্যানন্দ শ্রীবাসের গৃহে স্বীয় দণ্ডকমণ্ডলু ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। শুনিয়া প্রভু আসিলেন; ভাঙ্গা দণ্ডকমণ্ডলু ও নিত্যানন্দকে লইয়া গঙ্গাস্নানে গেলেন; প্রভু নিত্যানন্দের দণ্ডকমণ্ডলু গঙ্গায় ভাসাইয়া দিলেন। এইরূপেই গৌর-নিত্যানন্দের মিলন হইল। গৌরকে ছাড়িয়া নিতাই আর কোথাও যানেন নাই। প্রভুর সমস্ত নবদ্বীপ-লীলারই শ্রীনিতাই সঙ্গী। জগাই-মাধাই-উদ্ধার-লীলাতেও শ্রীনিতাই-ই প্রধান কাণ্ডারী (জগাই-মাধাই দ্রষ্টব্য)। শ্রীনিত্যানন্দ হইলেন শ্রীগৌরের অন্তরঙ্গ; আবার শ্রীগৌরও হইলেন শ্রীনিত্যানন্দের অন্তরঙ্গ। ব্রহ্মের কানাই-বলাই। যে-দিন শেষ রাত্রিতে প্রভু সন্ন্যাসার্থ গৃহ ত্যাগ করিলেন, সেই দিন পূর্বাহ্নেই তাঁহার সঙ্কল্পের কথা শ্রীনিত্যানন্দকে জনাইয়াছিলেন। গৃহত্যাগের সংবাদ জানিয়া শ্রীনিতাই কাটোয়ায় আসিয়া উপনীত হইলেন, শ্রীনিত্যানন্দকে লইয়া শান্তিপুরে আসিলেন; শান্তিপুর হইতে প্রভুরই সঙ্গে নীলাচলে গেলেন। প্রভু যখন দক্ষিণ যাত্রা করেন, তখন শ্রীনিত্যানন্দ নীলাচলেই ছিলেন। দক্ষিণদেশ হইতে প্রভুর নীলাচলে প্রত্যাবর্তনের পরে গোড়ীয়া ভক্তগণ প্রভুর দর্শনের জন্ত নীলাচলে গেলেন। চাতুর্দশের পরে প্রভুর আদেশে তাঁহাদের সঙ্গে শ্রীনিত্যানন্দ গোড়ী

আসেন। প্রভু তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—“শ্রীপাদ! তুমি প্রতি বর্ষে নীলাচলে আসিও না; গোড়ে থাকিয়া তুমি আচণ্ডালে অনর্গল নাম-প্রেম বিতরণ করিবে। গোড়ে তোমাদ্বারাই আমি আমার এই কার্য্যটি করাইব।” প্রভুর প্রতি প্রীতিবশতঃ প্রভুর নিষেধ সত্ত্বেও শ্রীনিত্যানন্দ নীলাচলে যাইতেন; ফিরিয়া আসিয়া ভক্তবৃন্দের সহিত গ্রামে গ্রামে নাম-প্রেম বিতরণ করিতেন। এই ভাবে নাম-প্রেম বিতরণের নিমিত্ত ভ্রমণ-কালেই পাণিহাটিতে শ্রীরঘুনাথ দাসের প্রতি রূপা করিয়াছিলেন।

প্রভুর আদেশে শ্রীনিত্যানন্দ গৌরীদাস পণ্ডিতের জ্যেষ্ঠ সহোদর স্বর্য়দাস পণ্ডিতের দুই কন্যা জাহ্নবাদেবী ও বহ্নাদেবীকে বিবাহ করেন। শ্রীচৈতন্য-ভক্তিমণ্ডপের মূলস্তম্ভ শ্রীবীর চন্দ্র গোস্বামী শ্রীনিত্যানন্দের পুত্র; তাঁহার এক কন্যাও ছিলেন—শ্রীমতী গঙ্গামাতা। মহাপ্রভুর অন্তর্দ্বানের অল্প কয়েক বৎসর পরে শ্রীনিত্যানন্দও অন্তর্দ্বান প্রাপ্ত হইলেন (মূলগ্রন্থের বিষয়-সূচীতে “নিত্যানন্দ প্রসঙ্গ” দ্রষ্টব্য)।

ভক্তিরসাকরের মতে, তীর্থভ্রমণ-কালে পশ্চিমাঞ্চলে শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরীর গুরুদেব শ্রীপাদ লক্ষ্মীপতির সহিত শ্রীমরিত্যানন্দের মিলন হয় এবং তখন শ্রীপাদ লক্ষ্মীপতির নিকটে শ্রীনিত্যানন্দ দীক্ষা গ্রহণ করেন। আবার শ্রীজীব-গোস্বামীর বৈষ্ণব-বন্দনা গ্রন্থে দেখা যায়—মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য সঙ্কর্ষণপুরী, সঙ্কর্ষণপুরীর শিষ্য শ্রীনিত্যানন্দ। কেহ কেহ আবার শ্রীনিত্যানন্দকে মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্যও বলেন।

নীলাক্ষর চক্রবর্তী। শচীমাতার পিতা; মহাপ্রভুর মাতামহ। সার্বভৌম ভট্টাচার্য্যের পিতা মহেশ্বর বিশারদের সমাধ্যায়ী। আদি নিবাস শ্রীহট্টে; পরে নবদ্বীপে বেলপুকুরিয়াতে বাস করিতেন। জ্যোতিষ-শাস্ত্রে তাঁহার বিশেষ জ্ঞান ছিল; তিনি মহাপ্রভুর কোণ্ঠী প্রস্তুত করিয়াছিলেন। দ্বাপর লীলায় ইনি ছিলেন গর্গাচার্য্য।

নৃসিংহানন্দ। “নকুল ব্রহ্মচারী” দ্রষ্টব্য।

পরমানন্দ দাস। “কবিকর্ণপুর” দ্রষ্টব্য।

পরমানন্দ পুরী। শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য। ত্রিহিতে আবির্ভাব। ভক্তিকল্পতরু মধ্যমূল। প্রভুর দক্ষিণ-ভ্রমণ-সময়ে ঋষভ-পর্বতে ইহার সঙ্গে প্রভুর মিলন হয়; প্রভু তাঁহাকে নীলাচলে বাস করার জ্ঞান বলেন। পরমানন্দপুরী ঋষভ-পর্বত হইতে নীলাচল হইয়া নবদ্বীপে আসেন। শচীমাতার গৃহে বিশ্রাম করিলেন এবং ভিক্ষা গ্রহণ করিলেন। সে-স্থানেই যখন শুনিলেন—প্রভু নীলাচলে ফিরিয়া আসিয়াছেন, তখন দ্বিজ কমলাকান্তকে সঙ্গে করিয়া নীলাচলে আসিয়া প্রভুর সহিত মিলিত হইলেন। প্রভু তাঁহার জ্ঞান কাশীমিশ্রের গৃহে এক নিভৃতস্থানে বাসা ও সেবার জ্ঞান একজন কিঙ্কর ঠিক করিয়া দিলেন। নীলাচল হইতে প্রভুর সঙ্গে ইনি গোড়েও আসিয়াছিলেন। গোড় হইতে প্রত্যাবর্তনের পরে নীলাচলেই থাকিতেন। প্রভু ইহার প্রতি গুরুবুদ্ধি পোষণ করিতেন। ইনি দ্বাপরলীলায় ছিলেন উদ্ধব।

পরমানন্দ মহাপাত্র। নীলাচলবাসী। জগন্নাথের সেবক। প্রভুর পরম ভক্ত।

পরমেশ্বর দাস। শ্রীনিত্যানন্দ শাখা। দ্বাদশ গোপালের একতম। ব্রজের অর্জুন সখা। কাউ-গ্রামে আবির্ভাব। পরে খড়দহে আসিয়া বাস করেন। জাহ্নবামাতা গোস্বামিনীর আদেশে হুগলী জেলার তড়া আটপুরে আসিয়া শ্রীশ্রীরাধা-গোপীনাথের সেবা প্রকাশ করেন। জাহ্নবা মাতার সঙ্গে ইনি খেতুরীর মহোৎসবে এবং বৃন্দাবনেও গিয়াছিলেন। নিত্যানন্দ প্রভুর সঙ্গে ইনি প্রভুর নাম-প্রেম-প্রচার-লীলার সঙ্গী ছিলেন। ইহার অনেক অলৌকিকী শক্তি ছিল বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে।

পরমেশ্বর মোদক। নবদ্বীপবাসী মিষ্টান্ন-বিক্রেতা। প্রভুর বাল্যকাল হইতেই প্রভুর প্রতি তাঁহার স্নেহ ছিল। বাল্যকালে প্রভু বার বার তাঁহার গৃহে যাইতেন; তিনিও প্রভুকে প্রত্যেকবারেই “হৃদ্যখণ্ড-মোদকাদি” দিতেন। তিনি একবার তাঁহার পত্নী ও পুত্র মুকুন্দকে লইয়া প্রভুর দর্শনের জ্ঞান নীলাচলে গিয়াছিলেন। দণ্ডবৎ করিয়া প্রভুকে

বলিলেন—“পরমেশ্বর মুক্তি।” প্রভু বলিলেন—“পরমেশ্বর! কুশল তো? আসিয়াছে, ভাল হইয়াছে।” সরল-প্রাণ পরমেশ্বর বলিলেন—“প্রভু, মুকুন্দার মাতাও আসিয়াছে।” মুকুন্দার মাতার নাম গুনিয়া প্রভু সন্তুষ্ট হইলেন; কিন্তু পরমেশ্বর মোদকের প্রীতির বশীভূত হইয়া নীরব রহিলেন, কিছু বলিলেন না।

পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি। “বিদ্যানিধি” এবং “প্রেমনিধি” বলিয়াও খ্যাত। ব্রজলীলায় শ্রীরাধিকার পিতা বৃষভাঙ্গ মহারাজ। ইহার পত্নী রত্নাবতী ছিলেন ব্রজলীলায় শ্রীরাধিকার জননী কীর্তিদা। চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্গত হাট-হাজারী থানার নিকটবর্তী মেথলা গ্রামে বিদ্যানিধির আবির্ভাব। পিতার নাম—বাণেশ্বর; মাতার নাম—গঙ্গা-দেবী। বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। বিদ্যানিধি চট্টগ্রামের চক্রশালার জমিদার ছিলেন। নবদ্বীপেও তাঁহার এক বাড়ী ছিল। মাঝে মাঝে নবদ্বীপে আসিয়া বাস করিতেন। তাঁহার বাহিরের আচরণে তাঁহাকে খুব বিলাসী বলিয়া মনে হইত; কিন্তু ভিতরে তিনি ছিলেন কৃষ্ণপ্রেমে ভরপূর। তাঁহার নবদ্বীপে অবস্থিতিকালে মুকুন্দ দত্ত যখন গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীকে তাঁহার নিকটে লইয়া গিয়াছিলেন, তখনকার ঘটনা হইতেই বুঝা যায়—শ্রীকৃষ্ণে বিদ্যানিধির কিরূপ গাঢ় প্রীতি ছিল (গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী দ্রষ্টব্য)। এই ঘটনার পরেই গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী তাঁহার নিকটে দীক্ষা গ্রহণ করেন। বিদ্যানিধি নিজে ছিলেন শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী গোস্বামীর মন্ত্রশিষ্য। গঙ্গার প্রতি তাঁহার অত্যন্ত ভক্তি ছিল; পাদস্পর্শ-ভয়ে গঙ্গাস্নান করিতেন না; গঙ্গাতে লোকে কুলকুচো করে, দস্তধাবনাদি করে দেখিলে তাঁহার অত্যন্ত কষ্ট হইত; তাই রাত্রিকালে আসিয়া গঙ্গাদর্শন করিতেন। গঙ্গাজল পান করিয়া তবে তিনি দেবার্চনাদি করিতেন।

মহাপ্রভু যখন নবদ্বীপে নিজের ঈশ্বরত্ব প্রকাশ করেন, তখন পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির জ্ঞাত তিনি “পুণ্ডরীক বাপ” বলিয়া কান্দিয়াছিলেন। “পুণ্ডরীক আরে মোর বাপরে বন্ধুরে। কবে তোমা দেখিব আরে রে বাপরে।” নবদ্বীপের ভক্তগণ তখনও বিদ্যানিধির স্বরূপ জানিতেন না। প্রভুকে “পুণ্ডরীক” বলিয়া কান্দিতে দেখিয়া তাঁহারা প্রথমে মনে করিলেন—প্রভু বোধহয় “পুণ্ডরীক”-শব্দে শ্রীকৃষ্ণকেই মনে করিতেছেন। কিন্তু প্রভু মাঝে মাঝে “বিদ্যানিধিও” বলিতেন; তখন তাঁহারা মনে করিলেন—পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি বোধহয় কোনও ভক্তের নামই হইবে। পরে প্রভুর নিকটে তাঁহারা পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির পরিচয় পাইলেন। প্রভু একথাও বলিলেন—তিনি শীঘ্রই নবদ্বীপে আসিবেন। বাস্তবিক প্রভুর আকর্ষণেই বিদ্যানিধি নবদ্বীপে আসিলেন; আসিয়াও গুপ্ত ভাবেই ছিলেন, কেবল মুকুন্দদত্ত জানিলেন; মুকুন্দদত্তের বাড়ীও ছিল চট্টগ্রামে। পুণ্ডরীক একদিন রাত্রিকালে একাকী প্রভুর গৃহে আসিলেন; প্রভুকে দেখিয়াই প্রেমাবেশে মুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন। দণ্ডবৎ করার অবকাশও পাইলেন না। কণকাল পরে চেতনা লাভ করিয়া হৃদয় গর্জনে করিতে লাগিলেন এবং “কৃষ্ণরে, পরাণ মোর, কৃষ্ণ, মোর বাপ। মুক্তি অপরাধীরে কতক দেহ, তাপ ॥ সর্বজগতের বাপ উদ্ধার করিলা। সবে মাত্র মোরে তুমি একেলা বকিলা।” বলিয়া কান্দিতে লাগিলেন। প্রভুও তাড়াতাড়ি উঠিয়া তাঁহাকে কোলে করিলেন “পুণ্ডরীক বাপ” বলিয়া কান্দিতে লাগিলেন। তখন প্রভুর সঙ্গে ভক্তগণ বুঝিলেন—ইনিই পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি এবং ইনি প্রভুর প্রিয়তম ভক্ত। প্রভু বলিলেন—“আজি শুভ প্রভাত আমার। আজি মহামঙ্গল সে বাসি আপনার ॥ নিদ্রা হৈতে আজি উঠিলাম শুভক্ষণে। দেখিলাম ‘প্রেমনিধি’ সাক্ষাৎ নয়নে ॥” বিদ্যানিধি তখনও প্রভুর কোলে অচেতন। যখন জ্ঞান ফিরিয়া আসিল, তখনই তিনি প্রভুকে নমস্কার করিলেন। জগাই-মাধাইর উদ্ধারের পরে প্রভু যখন নিজগৃহে তাঁহাদের লইয়া বসিয়াছিলেন, তাঁহাদের সঙ্গে নৃত্যকীর্তন করিয়াছিলেন এবং পরে যখন গঙ্গায় জলকেলি করিয়াছিলেন, তখনও বিদ্যানিধি প্রভুর সঙ্গে ছিলেন।

বথযাত্রা উপলক্ষ্যে প্রভুর দর্শনের জ্ঞাত বিদ্যানিধি নীলাচলেও যাইতেন। তখনও প্রভু তাঁহাকে “বাপ বাপ” বলিয়া সম্বোধন করিতেন। বাস্তবিক রাধাভাববিষ্ট প্রভুর বাপই তো পুণ্ডরীকরূপ বৃষভাঙ্গরাজ। স্বরূপ-দামোদরের সঙ্গে তাঁহার সখ্যভাব ছিল, তাঁহারই সঙ্গে জগন্নাথ-দর্শনে যাইতেন। গুড়ন-বধীতে সেবক-পাণ্ডাগণ চিরাচরিত

প্রথা অনুসারে জগন্নাথকে “মাড়ুয়া বসন” দিয়া থাকেন; তাহা দেখিয়া বিজ্ঞানিধির মনে একটু সন্দেহ হইয়াছিল—
“পাণ্ডারা কি আচার জানে না? জগন্নাথকে মাড়ুয়ুক্ত বস্ত্র দেয় কেন?” রাত্রিতে তাঁহার নিদ্রিতাবস্থায় জগন্নাথ ও
বলদেব আসিয়া দুই জনে বিজ্ঞানিধির দুই গণ্ডে চপেটাঘাত করিয়া তাঁহার গাল ফুলাইয়া দিয়াছিলেন। প্রাতঃকালে
স্বরূপ-দামোদর আসিয়া বিজ্ঞানিধিকে ডাকিলেন—“উঠ, চল, জগন্নাথদর্শনে যাই।” বিজ্ঞানিধি তখনও বিছানায়;
বলিলেন—“সখা, ভিতরে আস।” স্বরূপ ভিতরে গিয়া বিজ্ঞানিধির দুই গণ্ডের অবস্থা দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসা
করিলে বিজ্ঞানিধি সমস্ত স্বপ্নবৃত্তান্ত খুলিয়া বলিলেন; আর বলিলেন—“জগন্নাথের সেবকদের আচার-জ্ঞান-
সম্বন্ধে কটাক্ষ করিয়া যে-অপরাধ করিয়াছি, জগন্নাথ-বলরামের হাতে তাহার শাস্তিরূপ রূপা লাভ করিয়াছি;
ধন্য হইয়াছি।”

পুরন্দর আচার্য্য। শ্রীচৈতন্যশাখা। মহাপ্রভু ইহাকে “পিতা” বলিতেন। প্রভুর দর্শনের জন্ত নীলাচলেও
যাইতেন।

পুরন্দর পণ্ডিত। নিত্যানন্দশাখা। প্রভু যখন পানিহাটিতে রাঘব পণ্ডিতের গৃহে গিয়াছিলেন তখন ইনি
প্রভুর সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। শ্রীনিত্যানন্দের প্রতি গোড়ে নাম-প্রেম-প্রচারের আদেশ হইলে নিত্যানন্দ
যখন নীলাচল হইতে গোড়ে আসিতেছিলেন, তখন পুরন্দর-পণ্ডিতও সঙ্গে ছিলেন; পথিমধ্যে ইনি অঙ্গদের ভাবে
আবিষ্ট হইয়া গাছে উঠিয়া লাফ দিয়া পড়িয়াছিলেন। খড়দহে ইহার শ্রীপাট। শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর খড়দহে বসতি-
স্থাপনের পূর্ব হইতেই খড়দহে ইহার দেবসেবা ছিল। নাম-প্রেম-প্রচারার্থ শ্রীনিত্যানন্দের দেশ-ভ্রমণের সময়ে তিনি
পুরন্দর পণ্ডিতের দেবালয়েও আসিয়াছিলেন।

পুরীগোসাঞি। “পরমানন্দ পুরী” দ্রষ্টব্য।

পুরীদাস। “কর্ণপুর” দ্রষ্টব্য।

পুরুষোত্তম আচার্য্য। “স্বরূপ-দামোদর” দ্রষ্টব্য।

পুরুষোত্তম দাস। নিত্যানন্দশাখা। দ্বাদশ গোপালের একতম। নদীয়া জেলার বালিভাঙ্গা গ্রামে আবির্ভাব।
পিতা সদাশিব কবিরাজ। বৈষ্ণৱ। বালিভাঙ্গা বা বেলভাঙ্গা গ্রাম নষ্ট হইয়া গেলে স্মৃৎসাগরে তাঁহার শ্রীপাট
স্থানান্তরিত হয়। স্মৃৎসাগরে জাহ্নবামাতারও শ্রীবিগ্রহ ছিলেন। স্মৃৎসাগরও গঙ্গাগর্ভে গেলে জাহ্নবামাতার
শ্রীবিগ্রহাদির সহিত পুরুষোত্তমদাসের শ্রীবিগ্রহ সাহেবভাঙ্গা বেড়িগ্রামে আনীত হইলেন। বেড়িগ্রামও ধ্বংসপ্রাপ্ত
হইলে তাঁহার শ্রীবিগ্রহ চাকদহের নিকটবর্তী চান্দপুর গ্রামে আসেন। ব্রজলীলায় তিনি ছিলেন শ্রীকৃষ্ণসখা স্তোককৃষ্ণ।
পুরুষোত্তমদাস ঠাকুরের পত্নীর নাম ছিল জাহ্নবাদেবী। তাঁহার গর্ভেই কাহ্নঠাকুরের আবির্ভাব। (“কাহ্নঠাকুর”
দ্রষ্টব্য)। আরও একজন পুরুষোত্তমদাস ছিলেন—নাগর পুরুষোত্তম। ব্রজলীলায় তিনি ছিলেন শ্রীকৃষ্ণসখা দাম।
তিনিও দ্বাদশ গোপালের একতম।

পুরুষোত্তম পণ্ডিত। ব্রজের স্তোককৃষ্ণ। দ্বাদশ গোপালের একতম। নবদ্বীপে ব্রাহ্মণবংশে আবির্ভূত।
পিতা—রত্নাকর। ইনি শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর “মহাভৃত্য মর্ষ” ছিলেন।

প্রকাশানন্দ সন্ন্যাসী। অতিশয় প্রভাব-প্রতিপত্তি-শালী কাশীবাসী মায়াবাদী সন্ন্যাসী। ইহার বহু সহস্র
সন্ন্যাসী শিষ্য ছিলেন। “নামে মাত্র সন্ন্যাসী, ভাবক, লোক-প্রতারক” প্রভৃতি বলিয়া ইনি সর্বদাই মহাপ্রভুর নিন্দা
করিতেন। গুনিয়া তপনমিশ্র, চন্দ্রশেখর বৈষ্ণৱ, পরমানন্দ কীর্তনীয়া প্রভৃতি প্রভুর কাশীবাসী ভক্তগণ প্রাণে অত্যন্ত
ব্যথা পাইতেন। বৃন্দাবন যাওয়ার পথে প্রভু যখন কাশীতে ছিলেন, তখন এক মহারাত্রী ব্রাহ্মণ প্রভুর দর্শনেই

প্রভুর স্বরূপ অল্পভব করিয়া কৃষ্ণপ্রেম লাভ করিয়াছিলেন। তিনি প্রকাশানন্দ সরস্বতীর সভায় একদিন প্রভুর মহিমার কথা বলিলে সরস্বতী তখনও প্রভুর নিন্দা করিয়া বিপ্রেকে বলিলেন—“এখানে আসিয়া বেদান্ত শুন; চৈতন্যের নিকটে যাইও না, উচ্ছৃঙ্খল লোকের সঙ্গে ইহকাল পরকাল নষ্ট হয়।” শুনিয়া মহারাষ্ট্রী বিপ্রে প্রাণে বড় আঘাত পাইলেন। তিনি ভাবিলেন—“যদি কোনও রকমে এই সন্ন্যাসীদিগকে প্রভুর দর্শন করাইতে পারি, তাহা হইলে দর্শনের প্রভাবেই ইহার বুদ্ধিতে পারিবেন, প্রভু কি বস্তু; তখন আর নিন্দাদি করিবেন না, প্রভুর পদানত না হইয়া পারিবেন না। কিন্তু কি রূপে এই দর্শনের ব্যবস্থা করা যায়? সন্ন্যাসীদের সঙ্গভয়ে প্রভু তো কোথাও নিমন্ত্রণও অঙ্গীকার করেন না।” বৃন্দাবন হইতে প্রভু যখন কাশীতে ফিরিয়া আসিলেন, তখন প্রভুকে পূর্বে কিছু না জানাইয়াই কেবল তাঁহার রূপার উপর নির্ভর করিয়া মহারাষ্ট্রী বিপ্রে একদিন সশিষ্ট প্রকাশানন্দকে নিজের গৃহে নিমন্ত্রণ করিলেন। পরে প্রভুর নিকটে আসিয়া চরণে পতিত হইয়া প্রভুকেও নিমন্ত্রণ করিলেন। তাঁহার আগ্রহাতিশয্যে প্রভু নিমন্ত্রণ অঙ্গীকার করিলেন। নির্দিষ্ট দিনে প্রভু বিপ্রে গৃহে গিয়া দেখিলেন—সন্ন্যাসীরা পূর্বেই আসিয়াছেন। পাদপ্রক্ষালন করিয়া প্রভু পাদপ্রক্ষালনের স্থানেই বসিয়া পড়িলেন। সন্ন্যাসিগণ দেখিয়াও বোধ হয় তাচ্ছিল্যভরেই কিছু বলিলেন না। তখন প্রভু এক ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিলেন—তিনি যেন শতসূর্য্যসম-কাস্তিময়। দেখিয়া সন্ন্যাসিগণ সকলেই করমোড়ে দণ্ডায়মান হইয়া প্রভুকে তাঁহাদের মধ্যে আসার জগ্ন আহ্বান করিলেন; প্রভু কিন্তু আসেন না। তখন প্রকাশানন্দ নিজে যাইয়া খুব শ্রদ্ধার সহিত প্রভুর হাতে ধরিয়া আনিয়া সভামধ্যে বসাইলেন। তারপর ইষ্টগোষ্ঠী চলিতে লাগিল। সরস্বতীপাদ বলিলেন—“কেন তুমি আমাদের সঙ্গ কর না? কেন তুমি ভাবুক লোকদের সঙ্গে মৃত্যু কীর্তন কর? কেন তুমি বেদান্ত পড় না? বেদান্ত পড়া যে সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম।” প্রভু বলিলেন—“আমি তোমাদের সঙ্গের অযোগ্য। আমি মূর্থ; তাই আমার গুরুদেব বলিলেন—‘বেদান্তে তোমার কাজ নাই; তুমি কৃষ্ণনাম কীর্তন কর।’ তাই আমি কৃষ্ণনাম জপ করি। কিন্তু জপিতে জপিতে আমার কি রকম এক অবস্থা হইল—কখনও হাসি, কখনও কাঁদি, কখনও নাচি; ঠিক যেন উন্মত্ত। গুরুকে জানাইলাম। ‘গুরুদেব, আমি কি পাগল হইলাম?’ তিনি বলিলেন—‘না তুমি পাগল হও নাই; ভাগ্যবশে কৃষ্ণকীর্তনের ফলে তোমার চিন্তে কৃষ্ণপ্রেমের উদয় হইয়াছে। তুমিও ধন্য, আমিও ধন্য। যাও, ভক্তসঙ্গে কৃষ্ণ-সঙ্গীর্জন কর।’ তাই আমি বেদান্ত পড়ি না। ভক্তসঙ্গে কীর্তন করিয়া বেড়াই।” শুনিয়া প্রকাশানন্দ বলিলেন—“তোমার প্রেম লাভ হইয়াছে, সে তো উত্তম কথা। মূর্থ বলিয়া বেদান্ত হয়তো পড়িতে না পার; কিন্তু শুনিতে তো পার? বেদান্ত শুনও না কেন?” তখন প্রভু বলিলেন—“যদি মনে দুঃখ না নাও, তবে বলি আমি কেন বেদান্ত শুন না।” সন্ন্যাসিগণ বলিলেন—“আমরা কোনও দুঃখ মনে করিব না, তুমি বল।” তখন প্রভু শঙ্করাচার্য্যের মায়াবাদ-ভাষ্যের দোষ দেখাইতে লাগিলেন। শ্রীপাদ শঙ্কর জ্ঞতির মুখ্যার্থ ত্যাগ করিয়া লক্ষণ বা গোণীবৃত্তিতে অর্থ করিয়াছেন; তাহাতেই তাঁহার ভাষ্যে নানা দোষের উদ্ভব হইয়াছে। প্রভু এতান কয়েকটা বেদান্তসূত্রের মুখ্যার্থ করিয়া শুনাইলেন এবং শ্রীপাদ শঙ্করের মায়াবাদ-ভাষ্যের দোষও দেখাইলেন। শুনিয়া প্রকাশানন্দ-প্রমুখ সন্ন্যাসিগণ সন্তুষ্ট ও বিস্মিত হইলেন। প্রভুকে সঙ্গে করিয়া তাঁহারা মহারাষ্ট্রী বিপ্রে গৃহে ভিক্ষা করিলেন। তারপর নিজেদের আশ্রমে যাইয়া প্রভু-কৃত সূত্রার্থের আলোচনা করিয়া বুদ্ধিতে পারিলেন, প্রভু যে-অর্থ করিয়াছেন, তাহাই বেদান্তসূত্রের বাস্তব অর্থ; শঙ্করাচার্য্য যে-অর্থ করিয়াছেন, তাহা বিচারসহ নহে। একদিন এইরূপ আলোচনা হইতেছে, এমন সময় প্রভু স্নান করিয়া বিন্দুমাধব-দর্শনে গিয়াছেন। বিন্দুমাধব-দর্শনে প্রেমাবিষ্ট হইয়াছেন। তখন মিশ্র, চন্দ্রশেখর-বৈষ্ণব, সনাতন গোস্বামী-আদিও সঙ্গে ছিলেন; তাঁহারা নামকীর্তন আরম্ভ করিলেন; শতসহস্র দর্শনার্থী লোক কীর্তনে যোগ দিল। কীর্তনের ধ্বনি শুনিয়া সশিষ্ট প্রকাশানন্দ বিন্দুমাধবের অঙ্গনে ছুটিয়া আসিলেন। স্বয়ং প্রকাশানন্দও কীর্তন আরম্ভ করিলেন, তাঁহার দেহে অশ্রু-কম্প-পুলকাদি। প্রভুর বাহ্যস্থিতি নাই। কতক্ষণ পরে বাহ্যস্থিতি ফিরিয়া আসিলে কীর্তন বন্ধ করিয়া প্রকাশানন্দকে নমস্কার করিলেন। পূর্ব-নিন্দাজনিত অপরাধ ক্ষমাপনের জগ্ন প্রকাশানন্দ প্রভুর চরণে পতিত হইলেন। তারপর তিনি প্রভুর মুখে সমস্ত বেদান্তসূত্রের মুখ্যার্থ

শুনিলার ইচ্ছা জ্ঞাপন করিলেন। প্রভু বলিলেন—“বেদাস্তসূত্রকার হইতেছেন ব্যাসদেব; শ্রীমদ্ভাগবতকারও ব্যাসদেব। বেদাস্তের ভাষ্যরূপেই তিনি শ্রীমদ্ভাগবত রচনা করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবত আলোচনা করিলেই বেদাস্তসূত্রের মূখ্য অর্থ উপলব্ধি করা যায়। তুমি শ্রীমদ্ভাগবত আলোচনা কর।” সেই দিনই প্রকাশানন্দ সরস্বতী ও তাঁহার শিষ্যবর্গের চরম পরিবর্তন সাধিত হইল; তাঁহারা সকলে প্রভুর শরণাপন্ন হইয়া নিজেদিগকে কৃতার্থ জ্ঞান করিলেন।

প্রতাপরুদ্র। গজপতি। গঙ্গাবংশীয়। উড়িষ্যাদেশের স্বাধীন রাজা। পিতা পুরুষোত্তম দেব। কটকে রাজধানী ছিল। মধ্যে মধ্যে পুরীতেও বাস করিতেন। পরমভক্ত; জগন্নাথ সেবক। পূর্বনীলায় ইন্দ্রদ্রাঘ। মহাপ্রভুর গুণাবলীর কথা শুনিয়া প্রভুর সহিত মিলনের জন্ত ইনি অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হয়েন; মিলন সংঘটনের জন্ত সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য ও রায়রামানন্দকে অনেক অহুন্নয়-বিনয় করেন। সন্ন্যাসীর পক্ষে রাজদর্শন নিষিদ্ধ বলিয়া প্রভু সম্মত হয়েন নাই। কৃপা না পাইলে তিনি রাজ্য ত্যাগ করিয়া ভিখারী হইবেন, প্রাণও ত্যাগ করিবেন—সার্বভৌমের নিকটে লিখিত পত্রে ইহাও জানাইয়াছিলেন। এই পত্র দেখিয়া শ্রীমন্নিত্যানন্দাদি প্রভুর নিকটে গিয়া রাজার কথা জানাইলেন। তাহাতেও প্রভুর সম্মতি মিলিল না। রাজার প্রাণ রক্ষার জন্ত শ্রীনিত্যানন্দ তখন প্রভুর একথানা বহির্বাস প্রভুর অহুমোদনক্রমেই সার্বভৌমের যোগে রাজার নিকট পাঠাইলেন। বহির্বাস পাইয়া রাজা নিজেকে কৃতার্থ জ্ঞান করিলেন এবং প্রভুজ্ঞানেই তাহার পূজা করিতে লাগিলেন। পরে রায় রামানন্দও রাজার সহিত মিলনের জন্ত প্রভুকে নিবেদন করিলেন। প্রভু তাহাতেও সম্মত হইলেন না; তবে রাজার পুত্রের সহিত মিলনের জন্ত অহুমতি দিলেন। রাজপুত্রকে দর্শন করিয়া কৃষ্ণস্বতীতে প্রভু প্রেমাবিষ্ট হইয়া রাজপুত্রকে আলিঙ্গন করিলেন; রাজপুত্র প্রেমাবিষ্ট হইলেন; সেই রাজপুত্রকে দর্শন ও আলিঙ্গন করিয়া রাজাও প্রেমাবিষ্ট হইলেন। সন্ন্যাস-আশ্রমের মর্যাদা রক্ষার নিমিত্ত বাহিরে কঠোরতা দেখাইলেও প্রভু অন্তরে রাজার প্রতি কৃপার্ত ছিলেন। রথযাত্রাকালে রাজার হীনসেবা দেখিয়া অত্যন্ত প্রীতিলাভ করিলেন। রাজার মাহাত্ম্য-প্রকটনের জন্ত রাজার স্পর্শে নিজেকে ধিক্কারও দিয়াছিলেন। পরে সার্বভৌমের পরামর্শে রাজবেশ ছাড়িয়া বৈষ্ণবের বেশে রাস-পঞ্চাধ্যায়ীর শ্লোক আবৃত্তি করিতে করিতে বলগণ্ডিস্থানের নিকটবর্তী উত্তানে রাজা যখন ভাবাবিষ্ট প্রভুর সেবা করিয়াছিলেন, তখন প্রভু তাঁহাকে আলিঙ্গনও করিয়াছেন। প্রভু যখন নীলাচল হইতে গোঁড়ে আসিবার পথে কটকে গিয়াছিলেন, তখনও রাজা প্রভুর সহিত মিলিত হইয়াছিলেন, প্রভুর গোড়-গমনের পথে সর্বপ্রকারের সেবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। মহাপ্রভু অন্তর্দান প্রাপ্ত হইলে রাজা প্রতাপরুদ্র অত্যন্ত শোকাবুল হইয়া পড়েন। তাঁহার চিন্তের শাস্তনার জন্ত কবিকর্ণপুরের শ্রীশ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটক লিখিত হয়। মূলগ্রন্থের বিষয়সূচীতে “প্রতাপরুদ্র (গজপতি)-প্রসঙ্গ” দ্রষ্টব্য।

প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী। “নকুল ব্রহ্মচারী” দ্রষ্টব্য।

প্রদ্যুম্ন মিশ্র। নীলাচলবাসী ব্রাহ্মণ। এক সময়ে ইহার কৃষ্ণকথা-শ্রবণের ইচ্ছা হওয়ায় প্রভুর নিকটে আসিয়া সেই ইচ্ছা জ্ঞাপন করেন। প্রভু তাঁহাকে রায় রামানন্দের নিকটে পাঠান। মিশ্র গিয়া রায় রামানন্দের দেখা পাইলেন না; রায়ের ভৃত্যের মুখে শুনিলেন—তিনি নিভৃত উত্তানে দুইজন হৃন্দরী যুবতী দেবদাসীকে নিজকৃত জগন্নাথবল্লভ-নাটকের অভিনয় শিক্ষা দিতেছেন। রায় যখন গৃহে ফিরিয়া আসিয়া ভৃত্যের মুখে মিশ্রের আগমন-বার্তা শুনিয়া মিশ্রের নিকটে আসিলেন, তখন অনেক বেলা হইয়া গিয়াছে দেখিয়া মিশ্র নিজের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন না, রায়ের দর্শনমাত্র করিতে আসিয়াছেন বলিয়া গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। পরদিন প্রাতঃকালে মিশ্র প্রভুর নিকটে যাইয়া পূর্বদিনের বৃত্তান্ত জানাইলেন। প্রভু রায় রামানন্দের মাহাত্ম্য কীর্তন করিয়া তখনই আবার রায়ের নিকটে মিশ্রকে পাঠাইলেন এবং বলিলেন—“আমি তোমাকে পাঠাইয়াছি, একথা রায়কে বলিও।” মিশ্র গেলেন।

ষায় রামানন্দের নিকটে কৃষ্ণকথা শুনিয়া নিজেকে কৃতার্থ জ্ঞান করিলেন, প্রেমে নৃত্য করিতে লাগিলেন। পরে প্রভুর নিকটে আসিয়া স্বীয় কৃতার্থতার কথা জানাইলেন।

বক্রেশ্বর পণ্ডিত। শ্রীচৈতন্যশাখা। ব্রাহ্মণ। গৌরগণোদ্দেশের মতে ইনি দ্বারকাচতুর্ক্যুহাস্তর্গত চতুর্ক্যুহ অনিরুদ্ধ; প্রকাশ-বিশেষে শশিরেখাও ইহাতে প্রবেশ করিয়াছেন। ধ্যানচন্দ্র গোস্বামীর মতে—বক্রেশ্বর পণ্ডিতে ব্রজের তুঙ্গবিজ্ঞা নিত্য অবস্থান করেন। মহাপ্রভুর কীর্তনসঙ্গী। প্রভুর বড় প্রিয় ভক্ত। নৃত্যে ইহার পরম আনন্দ। এক সময়ে একাদিক্রমে চব্বিশ প্রহর নৃত্য করিয়াছিলেন। ইহার নৃত্যকালে স্বয়ং মহাপ্রভুও কীর্তন করিতেন। এক সময় প্রভুর চরণ ধরিয়া ইনি বলিয়াছিলেন—“প্রভু, আমাকে দশ সহস্র গন্ধর্ব্ব দাও; তারা কীর্তন করিবে, আমি নৃত্য করিব; তাহা হইলেই আমার সুখ হইবে।” প্রভুও বলিয়াছিলেন—“তুমি মোর পক্ষ এক শাখা। আকাশে উড়িতাম যদি পাণ্ড আর পাখা ॥” বক্রেশ্বর পণ্ডিতের সঙ্গ-প্রভাবেই ভাগবতী দেবানন্দের চিত্তের পরিবর্তন হইয়াছিল এবং দেবানন্দ প্রভুর নিকট হইতে ভাগবতের ভক্তিপ্রতিপাদক অর্থ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন (“দেবানন্দ”-দ্রষ্টব্য)। প্রভুর জগাই-মাধাইকে কৃপা করার সময়ে, কাজীদমনের দিন নগরকীর্তনে, শ্রীধরের গৃহে ভক্তবাৎসল্য-প্রকটনের সময়েও বক্রেশ্বর পণ্ডিত প্রভুর সঙ্গে ছিলেন। রথযাত্রাকালে নীনাচলে যাইতেন এবং তৎকালীন প্রভুর লীলায় যোগ দিতেন। ইহার শিষ্য শ্রীগোপাল গুরু এবং গোপাল গুরুর শিষ্য শ্রীধ্যানচন্দ্র গোস্বামী।

বড়বিপ্র-ছোটবিপ্র। বিদ্যানগরের দুই ব্রাহ্মণ তীর্থভ্রমণে গিয়াছিলেন। একজন বয়স্ক কুলীন, পণ্ডিত এবং ধনী; তিনি বড়বিপ্র। আর একজন যুবক, অকুলীন, মূর্খ এবং দরিদ্র; তিনি ছোটবিপ্র। বহু তীর্থভ্রমণ করিয়া তাঁহারা বৃন্দাবনে আসিয়া শ্রীগোপালদেবের মন্দিরের নিকটে বাস করিতে লাগিলেন। তীর্থপথে ছোটবিপ্র খুব শ্রদ্ধা ও শ্রীতির সহিত বড়বিপ্রের সেবা করিয়াছিলেন; তাহাতে বড়বিপ্র অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। যখন তাঁহারা বৃন্দাবনে, তখন একদিন বড়বিপ্র ছোটবিপ্রকে বলিলেন—“তুমি আমার যে-রূপ সেবা করিয়াছ, পুত্রও পিতার এইরূপ সেবা করে না। আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি। আমি তোমাকে আমার কণ্ঠা দান করিব।” শুনিয়া ছোটবিপ্র বলিলেন—“কোনও উদ্দেশ্য নিয়া আমি আপনার সেবা করি নাই; ব্রাহ্মণের সেবায় শ্রীকৃষ্ণ প্রীত হইয়েন; তাই আমি আপনার সেবা করিয়াছি। আমি আপনার কণ্ঠার যোগ্য পাত্র নহি; যেহেতু, আপনি কুলীন, আমি অকুলীন; আপনি পণ্ডিত, আমি মূর্খ; আপনি ধনী, আমি দরিদ্র।” বড়বিপ্র বলিলেন—“তা হউক, আমি তোমাকে কণ্ঠা দিব।” ছোটবিপ্র বলিলেন—“আপনার স্ত্রীপুত্র, আত্মীয়-স্বজন বাধা দিবে।” বড়বিপ্র বলিলেন—“আমার কণ্ঠা, আমি দিব; কে বাধা দিবে? তুমি সম্মত হও।” ছোট বিপ্র বলিলেন—“যদি আপনি আমার মত অযোগ্য পাত্রও কণ্ঠা দান করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়া থাকেন, তাহা হইলে শ্রীগোপালদেবের সাক্ষাতেই আপনার অভিপ্রায় ব্যক্ত করুন।” তখন উভয়ে শ্রীগোপালদেবের সাক্ষাতে গেলেন। বড়বিপ্র বলিলেন—“গোপালদেব, তুমি জানিও, ইহাকে আমি আমার কণ্ঠা দিব।” ছোটবিপ্র বলিলেন—“গোপালদেব, তুমি সাক্ষী থাকিও; তোমার সাক্ষাতে ইনি বলিতেছেন, ইনি আমাকে কণ্ঠা দিবেন। পরে যদি ইহার কথার ব্যতিক্রম হয়, তোমাকে সাক্ষী ডাকাইব।” পরে উভয়ে দেশে আসিলেন। বড়বিপ্র তাঁহার স্ত্রীপুত্র জ্ঞাতি-কুটুম্বদিগকে তাঁহার সঙ্কল্পের কথা জানাইলেন; কেহই সম্মতি দিলেন না। স্ত্রীপুত্র বলিলেন—নীচুকুলে কণ্ঠা দিলে বিষ খাইয়া মরিব। জ্ঞাতি-কুটুম্বেরা বলিলেন—তোমাকে ত্যাগ করিব। বড়বিপ্র বলিলেন—“তীর্থস্থানে গোপালের সাক্ষাতে ব্রাহ্মণের নিকটে বাক্য দিয়াছি। কিরূপে অগ্রথা করি; আমার ধর্ম্ম নষ্ট হইবে। বিশেষতঃ, ছোটবিপ্র দশজনের নিকটে বিচার প্রার্থী হইবে।” তাঁহার পুত্র বলিলেন—“বিচারকালে কে সাক্ষ্য দিবে? সাক্ষী তো প্রতিমা; তাহাও আবার দূরদেশে। আচ্ছা ‘আমি কণ্ঠা দিতে বলি নাই’-এরূপ মিথ্যা কথা তুমি না হয় বলিও না। তুমি মাত্র বলিও ‘অনেক দিনের কথা, কি বলিয়াছি, আমার মনে নাই।’ তাহার পরে যাহা করার, আমি

করিব।” এদিকে বড় বিপ্লের কোনও সাড়া-শব্দ না পাইয়া ছোটবিপ্র একদিন তাঁহার বাড়ীতে আসিয়া তাঁহার প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করাইয়া দিলেন। পুত্রের শিক্ষা অহুসারে বড়বিপ্র বলিলেন—“কি বলিয়াছি, মনে নাই।” তখন তাঁর পুত্র ছোটবিপ্রকে তিরস্কার করিয়া লাঠি লইয়া বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিলেন। ছোটবিপ্র গ্রামের বিশিষ্ট লোকদের নিকটে গিয়া সমস্ত জানাইলেন। সকলে একত্রিত হইয়া বড়বিপ্রকে ডাকাইলেন। বড়বিপ্র—পুত্রের শিলালুপ কথাই বলিলেন। এই সুযোগ পাইয়া বড়বিপ্রের পুত্র বাক্‌চাতুর্য্য আরম্ভ করিলেন; বলিলেন—“আপনারাই বিচার করুন; আমার ভগিনীর যোগ্য পাত্র এই লোকটি হইতে পারে কিনা। আসল কথা হইতেছে এই—তীর্থপথে আমার পিতার সঙ্গে অনেক টাকা ছিল; তাহাকে ধুতুরা খাওয়াইয়া অজ্ঞান করিয়া এই ধূর্ত লোকটি সমস্ত টাকা তো লইয়াই গিয়াছে, এখন আবার এসব অসম্ভব কথা বলিতেছে।” উপস্থিত লোকদের কেহ কেহ বলিলেন—“তা হইতেও পারে; ধনলোভে কত লোক অজ্ঞায় কার্য্য করিয়া থাকে।” বড়বিপ্র পূর্বেও গোপালের স্মরণ করিয়া প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন, তখনও মনে মনে প্রার্থনা করিলেন—“গোপালদেব, এই রূপা কর, যাতে আমার বাক্যও রক্ষা পায়, স্ত্রীপুত্রও প্রাণে বাঁচে।” ছোটবিপ্র সকলকে বলিলেন—“বড়বিপ্র ধর্ম্মপরায়ণ; পুত্রের শিক্ষাতেই তিনি এখন অলুপ কথা বলিতেছেন। তাঁহার পুত্র যাহা বলিতেছেন, তাহা সত্য নয়। আমার সাক্ষী আছে গোপালদেব।” বড়বিপ্র ও তাঁহার পুত্র বলিলেন—“আচ্ছা, যদি গোপালদেব এখানে আসিয়া সাক্ষ্য দেন, তাহা হইলে তুমি কণ্ঠা পাইবে।” বড়বিপ্র সম্মত হইলেন—যেহেতু তিনি মনে করিয়াছেন—“গোপালদেব ভক্তবৎসল; রূপা করিয়া তিনি আসিতেও পারেন; আসিলে আমার ধর্ম্ম রক্ষা হইবে।” তাঁর পুত্র সম্মত হইলেন—যেহেতু তিনি ভাবিলেন—“প্রতিমা কিরূপে আসিবে, আর কিরূপেই বা সাক্ষ্য দিবে।” যাহা হউক, বিচারকেরা বলিলেন—“আচ্ছা, যদি গোপালদেব আসিয়া তোমার কথার সমর্থন করেন, তুমি বড়বিপ্রের কণ্ঠা পাইবে।” তখন এ-সকল কথা কাগজে লিখিত হইয়া এক মধ্যস্থের নিকটে রক্ষিত হইল। ছোটবিপ্র বলিলেন—“কণ্ঠা পাওয়ার জন্য আমার লোভ নাই; বড়বিপ্রের প্রতিশ্রুতি যাতে রক্ষা পায়, তাহাই আমার কর্তব্য। বড়বিপ্রের পুণ্য-প্রভাবেই আমি গোপালকে আনিব।” ছোটবিপ্র বৃন্দাবনে গিয়া সমস্ত কথা গোপালদেবের চরণে নিবেদন করিয়া বলিলেন—“গোপালদেব, তোমাকে যাইয়া সাক্ষ্য দিতে হইবে। তুমি জান, জানিয়া যে সাক্ষ্য দেয় না, তার পাপ হয়।” পরমকরুণ ভক্তবৎসল গোপাল বলিলেন—“তুমি দেশে যাও; আমি সে-স্থানে আবির্ভূত হইয়া সাক্ষ্য দিব।” ছোটবিপ্র বলিলেন—“তাহা হইবে না। তুমি সে-স্থানে চতুর্ভুজরূপে আবির্ভূত হইয়া সাক্ষ্য দিলেও হইবে না। এই শ্রীবিগ্রহেই তোমাকে যাইতে হইবে।” গোপাল বলিলেন—“আমি যে প্রতিমা; প্রতিমা কি হাঁটিতে পারে?” ছোটবিপ্র বলিলেন—“প্রতিমা কি কথা বলিতে পারে? যে বলে তুমি প্রতিমা, সে মূর্থ। তুমি সাক্ষ্য ব্রজেন্দ্র-নন্দন।” গোপালদেব তখন হাসিয়া বলিলেন—“আচ্ছা, তোমার পেছনে পেছনে আমি যাইব। কিন্তু পেছনের দিকে ফিরিয়া আমাকে যদি দেখ, তাহা হইলে আমি আর অগ্রসর হইব না, সেখানেই থাকিব। আমার নৃপুত্রের শব্দে আমার গমন জানিবে। আর প্রত্যহ এক সের চাউলের অন্ন আমার ভোগে দিবে।” ছোটবিপ্র সম্মত হইয়া পরমানন্দে দেশের দিকে যাত্রা করিলেন। নিজের গ্রামের নিকটে আসিয়া ভাবিলেন—“একবার দেখি, বাস্তবিক গোপাল আসিয়াছেন কিনা। এখানে তিনি থাকিয়া গেলেও ক্ষতি নাই; সকলকে এখানেই আনিব।” তিনি পেছনের দিকে চাহিবামাত্রই গোপাল হাসিয়া বলিলেন—“আমি ত পূর্বেই বলিয়াছি; আর আমি যাইব না।” ছোটবিপ্র গোপালকে নমস্কার করিয়া গ্রামে যাইয়া গোপালের আগমন-বার্তা জানাইলেন। বিস্মিত হইয়া সকলে গোপালদর্শনের জন্ত উপস্থিত হইলেন। সকলের সাক্ষাতে গোপাল সাক্ষ্য দিলেন। বড়বিপ্র ছোটবিপ্রকে কণ্ঠা দান করিলেন।

গোপালদেব দুই বিপ্রকে বলিলেন—“তোমরা জন্মে জন্মে আমার কিঙ্কর। বর চাও।” তাঁহারা বলিলেন—“প্রভু, যদি বর দিবে, তাহা হইলে এই বর দাও, যেন তোমার ভূতবাসল্যের নিদর্শনরূপে তুমি এই-স্থানেই থাকিয়া যাইবে।” গোপালদেব রহিয়া গেলেন; নাম হইল সাক্ষীগোপাল। দুই বিপ্রের গ্রামে বিদ্যানগরেই রহিলেন। পরে

উৎকলের রাজা পুরুষোত্তমদেব (প্রতাপরুদ্রের পিতা) সেই দেশ জয় করিয়া স্বরাজ্যে যাওয়ার জন্ত গোপালদেবের চরণে প্রার্থনা জানাইলে সাক্ষীগোপাল কটকে আসেন। মহাপ্রভু যখন নীলাচলে গিয়াছিলেন, তখনও তিনি কটকেই সাক্ষীগোপাল দর্শন করিয়াছেন। এখন আর সাক্ষীগোপাল কটকে নাই, পুরীর নিকটবর্তী এক স্থানে আছেন। এই স্থানেও বড়বিপ্র-ছোটবিপ্রের বংশধরগণই সাক্ষীগোপালের সেবা করিয়া থাকেন।

বড় হরিদাস। কীর্তনীয়া। নীলাচলে প্রভুর নিকটে থাকিতেন। গোবিন্দের সঙ্গে প্রভুর সেবা করিতেন। রথযাত্রায় কীর্তন-কালেও ইনি কীর্তন করিতেন। ইনি হরিদাস ঠাকুর নহেন। হরিদাস-ঠাকুর প্রভুর নিকটে থাকিতেন না, গোবিন্দের সঙ্গে প্রভুর সেবাও করিতেন না। নীলাচলে তিন জন হরিদাস ছিলেন—হরিদাসঠাকুর বড় হরিদাস ও ছোট হরিদাস।

বলভদ্র ভট্টাচার্য্য। শ্রীমন্মহাপ্রভুর বৃন্দাবন-গমনের সঙ্গী। পণ্ডিত, সাধু, আর্ধ্য। শ্রীমন্মহাপ্রভু কানাইর নাটশালা হইতে শান্তিপুর হইয়া যখন নীলাচলে আসেন, তখন ইনি তীর্থ-ভ্রমণেচ্ছু হইয়া এক বিপ্রভৃত্যকে সঙ্গে করিয়া প্রভুর সঙ্গে নীলাচলে আসেন। প্রভু যখন ঝারিখণ্ড-পথে বৃন্দাবন-যাত্রা করেন, তখন সঙ্গের ভৃত্য-ব্রাহ্মণকে লইয়া ইনি প্রভুর সঙ্গী হইয়েন। পথে ইনি অত্যন্ত প্রীতির সহিত প্রভুর সর্ববিধ সেবা করিয়াছিলেন, শিক্ষা করিয়া রক্ষনাদি করিয়া প্রভুকে শিক্ষা করাইয়াছিলেন। প্রভুর বৃন্দাবন ও প্রয়াগের লীলা এবং কাশীতে মায়াবাদী সন্ন্যাসীদিগের উদ্ধার-লীলাও ইনি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। প্রভুর সঙ্গে নীলাচলে প্রত্যাবর্তনের পরে ইনি নীলাচলেই ছিলেন। সনাতনগোস্বামী যখন নীলাচলে আসিয়াছিলেন, তখন ইহার নিকট হইতেই প্রভুর ঝারিখণ্ডপথে বৃন্দাবন-গমনের পথাদির বিবরণ জানিয়া লইয়াছিলেন।

বল্লভ ভট্ট। ত্রৈলোক্যদেশে আবির্ভাব। ব্রাহ্মণ। পিতা—লক্ষ্মণ-দীক্ষিত। মহাপণ্ডিত। তিনি নাকি তিনবার দিগ-বিজয়েও বাহির হইয়াছিলেন। ত্রিশ বৎসর বয়স্ক-কালে বিবাহ করেন। পত্নীর নাম—মহালক্ষ্মী-দেবী। ইহার দুই পুত্র—গোপীনাথ ও বিঠলেশ্বর। পূর্বলীলায় ইনি ছিলেন শুকদেব। বৃন্দাবন হইতে ফিরিবার পথে প্রভু যখন প্রয়াগে ছিলেন, তখন বল্লভ ভট্ট থাকিতেন প্রয়াগের নিকটবর্তী আঁড়েল গ্রামে। তিনি প্রভুকে নিজের বাড়ীতে নিয়া শিক্ষা করাইয়াছিলেন, প্রভুর পাদোদক সবংশে গ্রহণ করিয়াছিলেন। পরে শ্রীমদ্ভাগবতের এক টীকা লিখিয়া প্রভুকে শুনাইবার জন্ত তিনি নীলাচলে আসেন। প্রভু তাঁহার ভিতরের গর্ভ জানিয়া তাঁহাকে কেবল উপেক্ষাই করিয়াছিলেন, টীকাদি শুনে নাই। পরে ভট্ট চিন্তা করিলেন—প্রভু পূর্বে আমাকে এত কৃপা করিয়াছেন, এখন এরূপ ব্যবহার কেন করিতেছেন। আত্মাহুসন্ধান করিয়া বুঝিতে পারিলেন—আমিই বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত ভাল রকমে জানি—এরূপ একটা গর্ভ তাঁহার চিন্তে আছে বলিয়াই তাঁহার সংশোধনের উদ্দেশ্যে প্রভু এরূপ ব্যবহার করিতেছেন। ইহা বুঝিয়া প্রভুর চরণে শরণাগত হইলেন, প্রভুও কৃপা করিয়া তাঁহার নিমন্ত্রণ অঙ্গীকার করিলেন।

ইনি পূর্বে ছিলেন বালগোপাল-মন্ত্রে দীক্ষিত। নীলাচলে গদাধর-পণ্ডিতগোস্বামীর সঙ্গে প্রভাবে কিশোর-গোপাল উপাসনার বাসনা চিন্তে জাগ্রত হওয়ায় পণ্ডিত গোস্বামীর নিকটে কিশোর-গোপাল মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করেন। আঁড়েল হইতে তিনি সপরিবারে বৃন্দাবনে গিয়া বাস করেন। সে-স্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমূর্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া সেবা করিতেন। মূলগ্রন্থের বিষয়স্থচীতে “বল্লভ-ভট্ট-প্রসঙ্গ” এবং ২৪।১০৩ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

বাগীনাথ পট্টনায়ক। শ্রীচৈতন্যশাখা। নীলাচলবাসী। ভবানন্দরায়ের পুত্র এবং রামানন্দ রায়ের ভ্রাতা। প্রভুর সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, প্রায় প্রভুর নিকটেই থাকিতেন। প্রভুর দর্শনার্থ নীলাচলে সমাগত গোড়ীয় ভক্তদের বাসা ও প্রসাদের সংস্থান বাগীনাথই করিতেন। রাজা প্রতাপরুদ্রের প্রাপ্য টাকা আদায়ের জন্ত বড় রাজপুত্র যখন গোপীনাথ পট্টনায়ককে চাপে চড়াইয়াছিলেন, তাঁহার ভাই বলিয়া তখন রাজপুত্র সবংশে বাগীনাথকেও বাধিয়া লইয়া গিয়াছিলেন; কিন্তু বাগীনাথ তাহাতেও কিকিয়াত্র বিচলিত না হইয়া করে সংখ্যা রাখিয়া কৃষ্ণনাম জপ করিতেছিলেন।

বাসুদেব (কুণ্ডী)। দাক্ষিণাত্যে কুশক্ষেত্রবাসী ব্রাহ্মণ। ইহার সর্বাঙ্গে গলিত কুষ্ঠ হইয়াছিল; তাহাতে কীটও জন্মিয়াছিল; অঙ্গ হইতে কীট কখনও পড়িয়া গেলে তিনি সেই কীটকে উঠাইয়া তাঁহার অঙ্গে পূর্বস্থানে রাখিয়া দিতেন। এক দিন রাত্রিতে বাসুদেব শুনিতে পাইলেন—সেই স্থানেই কুশ্ণামক এক বিপ্রের গৃহে মহাপ্রভু পদার্পণ করিয়াছেন। পরদিন প্রাতঃকালেই তিনি প্রভুর দর্শনের জন্ম কুশ্ণগৃহে যখন আসিলেন, তখন কুশ্ণমুখে শুনিলেন—প্রভু চলিয়া গিয়াছেন। শুনামাত্রই বাসুদেব দুঃখে মূচ্ছিত হইয়া ভূমিতে পড়িয়া গেলেন; জ্ঞান ফিরিয়া আসিলে বিলাপ করিতে লাগিলেন। তৎক্ষণাৎই প্রভু আবির্ভাবে তাঁহার সাক্ষাতে উপনীত হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। আলিঙ্গনমাত্রই তাঁহার কুষ্ঠ লোপ পাইল, পরমহৃদয় দেহ লাভ হইল। প্রভুর দর্শনে আনন্দ-বিশ্বয়ে তিনি প্রভুর স্তব করিয়া বলিলেন—“দয়াময়! আমাকে দেখিয়া আমার গায়ের গন্ধে সকলেই দূরে পলায়ন করে; এ-হেন আমাকে তুমি আলিঙ্গন করিলে! জীবের মধ্যে এরূপ ব্যবহার দৃষ্ট হয় না; তুমি নিশ্চয়ই স্বতন্ত্র ঈশ্বর। কিন্তু দয়াময়! সকলের অস্পৃশ্য হইয়া ছিলাম ভালই; কোনও অহঙ্কার আমার মনে জাগিত না। কোনও লোকও আমার নিকটে আসিত না। নির্বিঘ্নে নাম কীর্তন করিতে পারিতাম। কিন্তু প্রভু, এখন যে আমার মনে অভিমান জাগিবে।” শুনিয়া প্রভু বলিলেন—“তুমি চিন্তা করিও না; তোমার মনে কোনওরূপ অভিমান জাগিবে না। তুমি নিরন্তর কুশ্ণনাম কীর্তন কর; আর কুশ্ণনাম উপদেশ করিয়া জীবকে উদ্ধার কর! শ্রীকৃষ্ণ নীচুই তোমাকে অঙ্গীকার করিবেন।” একথা বলিয়াই প্রভু অদৃশ্য হইয়া গেলেন ॥ কুশ্ণবিপ্র এবং বাসুদেব উভয়েই প্রভুর গুণ স্মরণ করিয়া পরস্পরের গলা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

বাসুদেব ঘোষ। ব্রজলীলার গুণতুঙ্গা; বিশাখা-রচিত গীত কীর্তন করিতেন। উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থকুলে আবির্ভূত। গোবিন্দ ঘোষ ও মাধব ঘোষ ইহার সহোদর। তিন ভাই-ই প্রসিদ্ধ কীর্তনীয়া ছিলেন। ইহাদের কীর্তনে গৌর-নিত্যানন্দ নৃত্য করিতেন। নীলাচলে রথযাত্রাকালে সাত সম্প্রদায়ের একটি সম্প্রদায়ে ইহারা কীর্তন করিতেন। গোড়ে নাম-প্রেম প্রচারের জন্ম প্রভু যখন শ্রীমন্নিত্যানন্দকে পাঠাইলেন, তখন এই তিন ভাইকেও প্রভু তাঁহার সঙ্গে পাঠাইয়াছিলেন। বাসুদেব ঘোষ যখন গৌর-মহিমা কীর্তন করিতেন, তখন কাষ্ঠ-পাষণ্ডও দ্রবীভূত হইত। প্রভুর দর্শনের জন্ম রথযাত্রা উপলক্ষে প্রতি বৎসর নীলাচলে যাইয়া চারিমাস অবস্থান করিতেন। ইনি একজন পদকর্তা মহাজনও।

বাসুদেব দত্ত। প্রভুর গায়ক। ব্রজলীলার মধুরত নামক গায়ক। চট্টগ্রামের পটীয়া থানার অন্তর্গত চক্রশালায় বৈষ্ণবকুলে আবির্ভূত। শ্রীমুকুন্দ দত্ত ইহারই কনিষ্ঠ ভ্রাতা। ইনি পরে কুমার হটে বাস করিতেন। শ্রীবাসপণ্ডিতের ও শিবানন্দসেনের পরম স্নহদ ছিলেন। প্রভুরও অত্যন্ত প্রিয় ভক্ত ছিলেন। প্রভু বলিতেন—“এ-শরীর বাসুদেব দত্তের আমার ॥ দত্ত আমি যথা বেচে তথাই বিকাই। সত্য সত্য ইহাতে অগুণা কিছু নাই ॥ সত্য আমি কহি শুন বৈষ্ণব-মণ্ডল। এ-দেহ আমার বাসুদেবের কেবল ॥” নীলাচলে প্রভু বাসুদেব দত্তকে বলিয়াছিলেন—“তোমার ছোট ভাই মুকুন্দ যদিও শিশুকাল হইতে আমার সঙ্গে থাকে, তথাপি তোমাকে দেখিলেই আমার বেশী স্থখ জন্মে।” রথযাত্রাকালে ইনিও কীর্তন করিতেন। ইন্দ্রহাস্যসরোবরের জলকেলিতেও যোগ দিতেন। ইনি অত্যন্ত উদার প্রকৃতির ছিলেন; যে-দিন যাহা উপার্জন করিতেন, সেই দিনেই তাহা ব্যয় করিতেন, কিছু সঞ্চয় করিতেন না। কিন্তু তিনি গৃহস্থ মাতুল; সঞ্চয় না থাকিলে কুটুম্বভরণ হইবে কিরূপে? তাই প্রভু শিবানন্দসেনকে বলিয়াছিলেন—“শিবানন্দ, তুমি বাসুদেবের আয়-ব্যয়ের ভার নিবে; সরথেল হইয়া ইহার সমস্ত কার্য সমাধা করিবে।” একদিন নীলাচলে ইনি প্রভুর নিকটে বলিয়াছিলেন—“প্রভু, জগতের উদ্ধারের জন্ম তোমার অবতার। তোমার চরণে একটি প্রার্থনা জানাইতেছি; তুমি ইচ্ছা করিলেই তাহা পূর্ণ হইতে পারে। জগতের মায়াবদ্ধ জীবের দুঃখ দেখিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। প্রভু, সমস্ত জীবের পাপের বোঝা মাথায় লইয়া তাহাদের স্থলবর্তী হইয়া আমি নরক ভোগ করিব; তুমি দয়া করিয়া সকলকে উদ্ধার কর।” শুনিয়া প্রভুর চিত্ত দ্রবীভূত হইল; তাঁহার দেহে অশ্রু-কম্পাদির উদয় হইল; গদগদ স্বরে প্রভু বলিলেন—“বাসুদেব, তোমার এই প্রার্থনা

বিচিত্র নহে; তুমি ত প্রহ্লাদ। তোমার উপরে কৃষ্ণের সম্পূর্ণ কৃপা আছে। তুমি যাহা চাহিবে, কৃষ্ণ তাহাই করিবেন; 'যেহেতু, ভক্তবাহুপূর্তিব্যতীত কৃষ্ণের অন্তকৃত্য কিছু নাই। তোমার ইচ্ছামাত্রেই ব্রহ্মাণ্ডের জীব উদ্ধার প্রাপ্ত হইবে; তোমাকে নরকভোগ করিতে হইবে না।' প্রভু যখন নীলাচল হইতে গোড়ে আসিয়াছিলেন, তখন কুমারহট্টে বাসুদেবের গৃহেও পদার্পণ করিয়াছিলেন। দাসগোস্বামীর গুরুদেব যদুনন্দন আচার্য্য ছিলেন ইহার বিশেষ অঙ্গুষ্ঠীত। শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের শ্রীপাট মাংগাছিতে ইনি শ্রীমদনগোপালের সেবা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন; পরে "প্রভুর অবশেষপাত্র" নারায়ণী দেবীর হস্তে এই সেবার ভার অর্পণ করিয়াছিলেন।

বিগ্ধাবাচম্পতি। মহেশ্বর বিশারদের পুত্র এবং মার্কভৌম ভট্টাচার্য্যের ভ্রাতা। কুলিয়ার নিকটবর্তী বিগ্ধানগরে বাস করিতেন। নীলাচল হইতে প্রভু যখন গোড়ে আসিয়াছিলেন, তখন প্রভু কয়েক দিন ইহার গৃহে বাস করিয়াছিলেন এবং দর্শন দান করিয়া অসংখ্য লোককে কৃতার্থ করিয়াছিলেন। প্রভু বিগ্ধাবাচম্পতিকে "জলরস্মের—(গঙ্গার)" উপাসনা করিতে বলিয়াছিলেন। শ্রীমদভাগবতের টীকার প্রারম্ভে শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামীর বন্দনা হইতে জানা যায়, বিগ্ধাবাচম্পতি সনাতনগোস্বামীর গুরু ছিলেন। বিগ্ধাবাচম্পতি ব্রজলীলায় ছিলেন তুঙ্গবিগ্ধার প্রিয়া স্নমধুরানামী গোপী।

বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী। নবদ্বীপবাসী রাজপণ্ডিত সনাতন মিশ্রের কন্যা। প্রভুর প্রথমা পত্নী শ্রীলক্ষ্মীদেবীর অন্তর্ধানের পরে প্রভু শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকে বিবাহ করেন। শিশুকাল হইতে ইনি পিতৃ-মাতৃ-বিষ্ণুভক্তি-পরায়ণা ছিলেন; তিনবার গঙ্গাস্নান করিতেন। পতিব্রতা কিশোরী বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকে তাগ করিয়াই প্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। ইনি অভ্যন্ত শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত শচীমাতার সেবা করিতেন।

প্রভুর সন্ন্যাসগ্রহণের পরে বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর যে-অবস্থা হইয়াছিল, তাহা বর্ণনাতে। ভক্তিরত্নাকর বলেন—
 "প্রভুর বিচ্ছেদে নিদ্রা তেজিল নেত্রিতে। কদাচিত্ নিদ্রা হৈলে শয়ন ভূমিতে ॥ কনক জিনিয়া অঙ্গ সে অতি মলিন। কৃষ্ণচতুর্দশীর শরীর প্রায় ক্ষীণ ॥ হরিনাম-সংখ্যা পূর্ণ তণ্ডুলে করয়। সে তণ্ডুল পাক করি প্রভুকে অর্পয় ॥ তাহার কিঞ্চিদাত্র করয়ে ভক্ষণ। কেহ না জানয়ে কেনে রাখয়ে জীবন ॥" বৃন্দাবনে যাওয়ার পূর্বে শ্রীনিবাস আচার্য্য যখন নবদ্বীপে আসিয়াছিলেন এবং শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর চরণ বন্দনা করিয়াছিলেন, তখন শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী "অনুগ্রহ করি মাথে দিলা শ্রীচরণ ॥ দুই নেত্রে অশ্রুধারা নিরন্তর বহে। গদ্ গদ্ বাক্যে কিছু শ্রীনিবাসে কহে ॥ অহে বাপু শ্রীনিবাস আছি পথ চাহিয়া। ভাল কৈলে আইলে সুখ পাইতু দেখিয়া ॥ চিরজীবী হইয়া থাকহ পৃথিবীতে। জীবের মঙ্গল হবে তোমার দ্বারাতে ॥ এহেন দুর্লভ প্রেমভক্তি বিলাইবা। ভক্তের সর্বস্ব ভক্তিশাগ্র প্রচারিবা ॥" তারপর দেবী শ্রীনিবাসকে বৃন্দাবনে যাওয়ার আদেশ দিলেন।

গৌরগণোদ্দেশদীপিকা বলেন, সনাতন মিশ্র ছিলেন পূর্বে মহাজিৎ রাজা এবং জগন্নাথ বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী ছিলেন তাঁহার কন্যা, ভূ-স্বরূপিণী সত্যভামা। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়েও বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকে পৃথিবীর অংশরূপা বলা হইয়াছে। ১।১৬।২৩ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

বীরভদ্র গোস্বামী (বীরচন্দ্রগোস্বামী)। স্বরূপে সঙ্কর্ষণের বাহু পয়োক্ষিশায়ী নারায়ণ। শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর পুত্ররূপে বনুধা-মাতার গর্ভে আবির্ভূত; জাহ্নবা-মাতার শিষ্য। ভক্তিকল্পতরুর বর্ণন-প্রসঙ্গে কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—
 "শ্রীবীরভদ্র গোসাঞি স্বকুমহাশাখা। তাঁর উপশাখা যত অসংখ্য তার লেখা ॥ ঈশ্বর হইয়া কহায় মহা-ভাগবত। বেদধর্ম্মাতীত হৈয়া বেদধর্ম্মে রত ॥ অন্তরে ঈশ্বর-চেষ্টা, বাহিরে নির্দ্বন্দ্ব। চৈতন্যভক্তিযোগে তেঁহো মূলস্তম্ভ ॥ অতাপি ঈহার কৃপা মহিমা হইতে। চৈতন্য-নিত্যানন্দ গায় সকল জগতে ॥" শ্রীবীরভদ্র গোস্বামীর এক ভগিনী ছিলেন—
 নাম শ্রীমতী গঙ্গাদেবী। ভক্তিরত্নাকর বলেন—
 শ্রীজাহ্নবামাতা গোস্বামিনীর ইচ্ছাতে রাজবলহাটের নিকটবর্তী কামটপুর গ্রামনিবাসী যদুনন্দন আচার্য্যের দুই কন্যাকে বীরভদ্র গোস্বামী বিবাহ করেন; তাহাদের নাম—শ্রীমতী ও শ্রীনারায়ণী। জাহ্নবাদেবী দুই পুত্রবধূকে দীক্ষা দিলেন এবং বীরভদ্র গোস্বামী যদুনন্দন আচার্য্যকে দীক্ষা দিলেন। বীরভদ্রপ্রভুর তিন পুত্র—গোপীজনবল্লভ, রামকৃষ্ণ ও রামচন্দ্র। তিনজনই ছিলেন প্রেমভক্তিময়। প্রভু বীরচন্দ্র

এক সময়ে খড়দহ হইতে যাত্রা করিয়া সপ্তগ্রাম, শান্তিপুর, অধিকা, নবদ্বীপ, শ্রীখণ্ড, যাজ্জিগ্রাম, কটকনগর ও খেতরী হইয়া এবং সর্বত্র ভক্তবৃন্দ কর্তৃক পরমাদরে সম্বর্ধিত হইয়া সকলের সহিত প্রেমাবেশে নৃত্য-কীর্তন করিয়া, অবশেষে বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন। বৃন্দাবনের শ্রীভূগর্ভ-শ্রীজীবাদি গোস্বামি প্রমুখ ভক্তবৃন্দ তাঁহার দর্শনে পরমানন্দ উপভোগ করিয়াছেন, তাঁহার প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধাভক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি ভক্তবৃন্দের সহিত দ্বাদশবন ভ্রমণ করিয়াছেন। শ্রীরাধাকুণ্ডে কবিরাজগোস্বামীর সহিত তাঁহার মিলন হয়। রাধাকুণ্ড হইতে বৃন্দাবনে আসিবার কালে কবিরাজ গোস্বামীও তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছিলেন। গোবর্দ্ধন, কাম্যাবন দর্শন করিয়া বৃষভাঙ্গপুরে, তারপর নন্দগ্রামে গেলেন এবং অগ্ন্যগ্ন তীর্থস্থান দর্শন করিলেন।

বোরাহুলি গ্রামে শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্য গোবিন্দচক্রবর্তীর গৃহে শ্রীশ্রীরাধাবিনোদের প্রতিষ্ঠাকালে নরোত্তম দাস ঠাকুরের কীর্তনে প্রভু বীরচন্দ্র প্রেমাবেশে নৃত্য করিয়া সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। ধর্ম-সংস্থাপন এবং ধর্মের বিস্তৃতি-রক্ষণের জন্ত প্রভু বীরচন্দ্রের বিশেষ আগ্রহ ছিল। রাঢ়দেশে কাঁদরা গ্রামে জয়গোপাল-নামে জর্নৈক কায়স্থ বাস করিতেন; তাঁর বেশ বিচার অহঙ্কার ছিল; কিন্তু তাঁহার গুরুদেব তেমন বিদ্বান্ ছিলেন না বলিয়া জয়গোপাল গুরুর পরিচয় দিতেন না; কেহ তাঁহার গুরুর নাম জিজ্ঞাসা করিলে পরম-গুরুকেই গুরু বলিয়া জানাইতেন। অহঙ্কারবশতঃ তিনি এক সময়ে প্রভু বীরচন্দ্রের প্রশাদও উল্লঙ্ঘন করিয়াছিলেন। মহাতেজস্বী প্রভু বীরচন্দ্র জয়গোপালকে বর্জন করিলেন এবং সমগ্র রৈক্ষবসমাজকেও তাহা জানাইলেন। বৈষ্ণব-সমাজও জয়গোপালকে বর্জন করিলেন।

বুদ্ধিমন্তুখান। নবদ্বীপবাসী। মহাধনী। প্রভুর প্রতি অত্যন্ত শ্রীতিসম্পন্ন। বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর সহিত প্রভুর বিবাহের সমস্ত ব্যয়, নিজের ইচ্ছাতেই আনন্দসহকারে, ইনি বহন করিয়াছিলেন। নবদ্বীপে প্রভুর প্রেমাবেশকে বাৎসল্যবশে শচীমাতা যখন বায়ুব্যাধি বলিয়া মনে করিলেন, তখন ইনি প্রভুর চিকিৎসা করাইয়াছিলেন। চন্দ্রশেখরের গৃহে প্রভু যখন লক্ষ্মীকাচে অভিনয় করিয়াছিলেন, তখন সমস্ত রাজ-সরঞ্জাম ইনিই সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলেন। প্রভুর জলকীড়াদিতে এবং কীর্তনেও ইনি সঙ্গী থাকিতেন। প্রভুর দর্শনের জন্ত নীলাচলেও যাইতেন। (বুদ্ধিমন্তুখান এবং সুবুদ্ধিরায দুই বিভিন্ন ব্যক্তি)।

বৃন্দাবন দাস ঠাকুর। দ্বাপরের বেদব্যাস। শ্রীবাস পণ্ডিতের ভ্রাতৃস্বতা “শ্রীচৈতন্যের অবশেষ পাত্র” বলিয়া বিখ্যাত। নারায়ণীদেবীর গর্ভে আবির্ভূত। পিতা—বিপ্র বৈকুণ্ঠ দাস। বৃন্দাবনদাস যখন মাতৃগর্ভে, তখনই তিনি পিতৃহারা হয়েন (“নারায়ণী” দ্রষ্টব্য)। পতি-বিয়োগের পরে নারায়ণীদেবী মামগাছি গ্রামে বাসুদেব দত্তের প্রতিষ্ঠিত শ্রীবিগ্রহ-সেবার ভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের শৈশব-কালও মামগাছিতেই অতিবাহিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। তিনি বহুশাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন; তাঁহার রচিত শ্রীচৈতন্যভাগবতই তাহার সাক্ষ্য দান করিতেছে। তিনি শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর সর্বশেষ শিষ্য ছিলেন। শ্রীমন্নিত্যানন্দের আদেশেই তিনি শ্রীগৌরলীলা-বর্ণনাত্মক শ্রীচৈতন্যভাগবত রচনা করেন। তাঁহার রচিত গীতিপদও পদ কল্পতরু-আদি পদসংগ্রহ-গ্রন্থে দৃষ্ট হয়। শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের শ্রীচৈতন্যভাগবত যেন শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ-লীলারসের এক অপূর্ব অমৃত-ভাণ্ডার। তিনি নিতাইগৌর-লীলারস-শ্রোতে উন্মজ্জিত-নিমজ্জিত হইতে হইতে যাহা আনন্দান করিয়াছেন, তাহাই যেন ভক্তবৃন্দের জন্ত এই গ্রন্থে পরিবেশন করিয়া গিয়াছেন। বৃন্দাবনবাসী ভক্তবৃন্দ এই গ্রন্থ আনন্দান করিয়া এতই মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, তিনি গৌরের অন্ত্যলীলা বর্ণন করিতে পারেন নাই বলিয়া ঐক্লপ স্তম্ভুরভাবে তাহা বর্ণন করিবার নিমিত্ত কবিরাজ গোস্বামীকে আদেশ করিয়াছিলেন। নিত্যানন্দ-লীলা বর্ণনে আবিষ্ট হইয়া নিত্যানন্দ-লীলা বর্ণন করিতে করিতে গ্রন্থ-কলেবর বর্ধিত হওয়ায় তিনি আর গৌরের শেষ লীলা বর্ণন করেন নাই।

বৃন্দাবনদাস কোন্ সময়ে শ্রীচৈতন্যভাগবত রচনা করিয়াছিলেন, তাহা নিশ্চিতরূপে জানিবার উপায় নাই। অহুমানমাত্র করা যাইতে পারে। অহুমানের ভিত্তিও এইরূপ। শ্রীমন্মহাপ্রভু ২৪ বৎসর বয়সে ১৪৩১ শকের মাঘমাসে সন্ন্যাসগ্রহণ করেন; তাহার পূর্বে প্রায় একবৎসর তিনি শ্রীবাস-অঙ্গনে কীর্তন করেন এবং এই সময়ের

মধ্যেই তিনি স্বীয় ঈশ্বর-ভাবও প্রকাশ করেন। এই একবংসর-কাল-মধ্যেই কোনও সময়ে—সম্ভবতঃ ১৪৩১ শকের প্রথমার্ধে বা ১৪৩০ শকের শেষার্ধে—প্রভু নারায়ণীকে রূপা করিয়াছিলেন। তখন নারায়ণীর বয়স—চারি বংসরমাত্র। তাঁহার চৌদ্দ-পনর বংসর বয়সের পূর্বে বৃন্দাবনদাসের জন্ম হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। তাহাতে মনে হয়, ১৪৪০ শকে বা তাহার কাছাকাছি কোনও সময়েই তাঁহার জন্ম। গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকাতে বৃন্দাবনদাসকে দ্বাপরের “বেদব্যাস” বলা হইয়াছে। গৌরগণোদ্দেশদীপিকা লিখিত হইয়াছিল ১৪২৮ শকে; তাহা গ্রন্থকার কবিকর্ণপুরই লিখিয়া গিয়াছেন। সুতরাং ১৪২৮ শকের পূর্বেই যে বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের শ্রীচৈতন্যভাগবত বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল, তাহাই অসম্ভব হয়। কেহ কেহ অনুমান করেন ১৪২৫ শকে, কেহ কেহ অনুমান করেন ১৪২৭ শকে শ্রীচৈতন্যভাগবত রচিত হইয়াছে। এই অনুমান বিচারসহ বলিয়া মনে হয় না; যেহেতু, হু’ এক-বংসরেই যে এই গ্রন্থ এত প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল, যাহাতে ১৪২৮ শকে গ্রন্থকার ব্যাসরূপে স্বীকৃত হইতে পারেন, ব্যবহারিক দৃষ্টিতে তাহা সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। রামগতি ঞ্জারত্ব মহাশয়ের মতে ১৪৭০ শকে (১৫৪৮ খৃষ্টাব্দে) এই গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে। ইহা সম্ভব বলিয়া মনে হয়; তখন বৃন্দাবনদাসের বয়সও হইয়াছিল প্রায় ত্রিশ বংসর এবং কবিকর্ণপুর যখন তাঁহাকে বেদব্যাস বলিয়া বর্ণন করিয়া গিয়াছেন, তখন তাঁহার গ্রন্থের বয়সও হইয়াছিল প্রায় আটাইশ বংসর।

শ্রী বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের লিখিত গ্রন্থের নাম নাকি প্রথমে ছিল “শ্রীচৈতন্যমঙ্গল”। পরে নাকি ইহার নাম “শ্রীচৈতন্যভাগবত” হয়, তাহাও নিশ্চিতরূপে জানিবার উপায় নাই। এ-সম্বন্ধে কয়েকটি কিম্বদন্তী মাত্র প্রচলিত আছে; সকলগুলি বিচারসহও নয়।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অনেক স্থলে—এমন কি অন্ত্যলীলার সর্বশেষ পরিচ্ছেদেও বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের গ্রন্থকে “চৈতন্যমঙ্গল” বলা হইয়াছে; কোনও স্থলেই “শ্রীচৈতন্যভাগবত” বলা হয় নাই। ইহাতে পরিষ্কারভাবেই বুঝা যায়—শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-লিখন সমাপ্ত হওয়ার সময় (১৫৩৭ শক) পর্য্যন্তও এই গ্রন্থের নাম ছিল “চৈতন্যমঙ্গল”। বৃন্দাবনবাসী ভক্তবৃন্দ বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের গ্রন্থের “চৈতন্যমঙ্গল”-নাম পরিবর্তন করিয়া “চৈতন্যভাগবত” রাখিয়াছেন বলিয়া যে একটি কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে, তাহারও যে কোনও মূল্য নাই, তাহাও ইহাতে বুঝা যায়। কারণ, বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের গ্রন্থের আলোচনা এবং আশ্বাদনের পরেই বৃন্দাবনবাসী ভক্তবৃন্দের আদেশে শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত লিখিত হইয়াছে। যদি তত্রত্য ভক্তবৃন্দ বৃন্দাবনদাসের গ্রন্থের নাম চৈতন্যমঙ্গলের পরিবর্তে চৈতন্যভাগবত রাখিতেন, তাহা হইলে কবিরাজ গোস্বামী তাঁহার স্বরচিত শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে তাহার উল্লেখ করিতেন, অন্ততঃ একটীবারও “চৈতন্যভাগবত” না বলিয়া পুনঃ পুনঃ “চৈতন্যমঙ্গল” বলিতেন না। যাহা হউক, ১৫৩৭ শক পর্য্যন্তও যে এই গ্রন্থের নাম “শ্রীচৈতন্যমঙ্গল” ছিল, কবিরাজ গোস্বামীর গ্রন্থই তাহার প্রমাণ।

আবার ইহার প্রতিকূল প্রমাণেরও অভাব নাই। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বহু পূর্বে লিখিত গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকাতে বৃন্দাবনদাস ঠাকুরকে যখন শ্রীমদভাগবত-প্রণেতা বেদব্যাস বলা হইয়াছে, তখন বুঝা যায়, গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকার লিখন-সময়েও (১৪২৮ শকে) বৃন্দাবনদাসের গ্রন্থ ভাগবত-নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। শ্রীলোচনদাস ঠাকুরও তাঁহার শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে বৃন্দাবনদাসের গ্রন্থকে ভাগবত-আখ্যা দিয়াছেন। গ্রন্থের প্রারম্ভে বন্দনায় তিনি লিখিয়াছেন—“শ্রীবৃন্দাবনদাস বন্দিব এক চিতে। জগত মোহিত যায় ভাগবত-গীতে।” লোচনদাসের শ্রীচৈতন্যমঙ্গল ১৪৮২ হইতে ১৪৮৮ শকের মধ্যে লিখিত হইয়াছিল বলিয়াই সমালোচকগণ মনে করেন। তাহা হইলে ১৪৮২ শকে, অন্ততঃ ১৪৮৮ শকে যে-গ্রন্থ “শ্রীচৈতন্যভাগবত”-নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল, ১৫৩৭ শকেও কবিরাজ গোস্বামী কেন যে তাহাকে পুনঃ পুনঃ “চৈতন্যমঙ্গলই” বলিয়াছেন, একবারও “চৈতন্যভাগবত” বলেন নাই, তাহার কারণ বুঝা যায় না।

কোনও কোনও সমালোচক অনুমান করেন—“বৃন্দাবনদাসের গ্রন্থের নাম প্রথম হইতেই চৈতন্যভাগবত ছিল—কিন্তু চণ্ডীর মহাশাস্ত্রচক গান যেমন চণ্ডীমঙ্গল, মনসার মহাশাস্ত্রচক গান যেমন মনসামঙ্গল, তেমনি শ্রীচৈতন্যের

বেঙ্কটভট্ট। শ্রীরক্ষকেশবাসী শ্রীমদ্ভদ্রায়া বৈষ্ণব। লক্ষ্মীনারায়ণের উপাসক। দক্ষিণদেশ-ভ্রমণ-সময়ে ইহারই আগ্রহে প্রভু ইহার গৃহে চাতুর্দশকাল অবস্থান করেন। ইহার সঙ্গে প্রভুর সখ্যভাব জন্মিয়াছিল। বেঙ্কট ভট্টের মনে একটা অভিমান ছিল এই যে, তিনি মনে করিতেন—“শ্রীনারায়ণ হয়েন স্বয়ংভগবান্। তাঁহার ভজন সর্বোপরি কক্ষ হয়। শ্রীবৈষ্ণব-ভজন এই সর্বোপরি হয়।” তাঁহার এই গর্ব-খণ্ডনের উদ্দেশ্যে প্রভু একদিন পরিহাসচ্ছলে ভট্টকে জিজ্ঞাসা করিলেন—“ভট্ট! তোমার লক্ষ্মীঠাকুরাণী হইতেছেন পতিব্রতা-শিরোমণি, নারায়ণের বক্ষোবিলাসিনী। আর আমার কৃষ্ণ হইতেছেন গোপ, তিনি গোচারণ করেন। তোমার লক্ষ্মীদেবী সাক্ষী হইয়াও কেন কৃষ্ণসঙ্গ ইচ্ছা করিয়া বৈকুণ্ঠের স্থখভোগ ত্যাগ করিয়া ব্রত-নিয়ম-ধারণপূর্বক তপস্বী করিয়াছিলেন?” ভট্ট বলিলেন—“কৃষ্ণ এবং নারায়ণ স্বরূপতঃ অভিন্ন; রূপ-লীলা-বৈদম্ব্যাদি কৃষ্ণেতে অধিক; কৌতুকবশতঃ লক্ষ্মী কৃষ্ণসঙ্গ চাহেন, তাহাতে দোষের কিছু নাই; তাহাতে পতিব্রতা নষ্ট হয় না।” প্রভু বলিলেন—“দোষ নাই, তাহা আমি জানি। কিন্তু শাস্ত্র বলেন—লক্ষ্মী কৃষ্ণসঙ্গ পায়েন নাই। ইহার কারণ কি ভট্ট? তপস্বী করিয়া শ্রুতিগণ তো কৃষ্ণসেবা পাইয়াছেন।” ভট্ট বলিলেন—“আমি ক্ষুদ্র জীব; ইহার কারণ আমি জানি না। তুমিই ইহা জান; যেহেতু, তুমি সাক্ষাৎ কৃষ্ণ।” তখন প্রভু ভট্টকে বুঝাইলেন—“কৃষ্ণ স্বয়ংভগবান্। স্বীয় মাধুর্যের পরমোৎকর্ষে শ্রীকৃষ্ণ সকলের চিত্তকেই আকর্ষণ করেন; তাই লক্ষ্মীর চিত্ত তাঁহাতে আকৃষ্ট হইয়াছে। নারায়ণের মাধুর্য লক্ষ্মীর চিত্তকে ধরিয়া রাখিতে পারে নাই (ইহা দ্বারা প্রভু নারায়ণ অপেক্ষা কৃষ্ণের উৎকর্ষ—স্বতরাং কৃষ্ণের স্বয়ংভগবন্তার কথা জানাইলেন)। আর, ব্রজলোকের ভাবে গোপীদের আত্মগতো ভজন করিলেই ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের সেবা পাওয়া যায়; অথ কোনওরূপ ভজনে তাহা পাওয়া যায় না। শ্রুতিগণ গোপী-আত্মগতো ভজন করিয়া গোপীদেহ লাভ করিয়া শ্রীকৃষ্ণসেবা পাইয়াছেন। লক্ষ্মীদেবী সেই ভাবে ভজন করেন নাই; তিনি লক্ষ্মীদেহেই শ্রীকৃষ্ণসেবা চাহিয়াছিলেন; তাহা হইতে পারে না। তাই তিনি কৃষ্ণসেবা পায়েন নাই (ইহা দ্বারা লক্ষ্মীনারায়ণের ভজন অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণভজনের উৎকর্ষ দেখান হইল)।” ইহার পরে প্রভু ভট্টের নিকটে বৈষ্ণব-শাস্ত্রসম্মত সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিলেন। তাহা হইতেছে এই—“কৃষ্ণ নারায়ণ যৈছে একই স্বরূপ। গোপী-লক্ষ্মী ভেদ নাহি—হয় একরূপ। গোপীদের করে লক্ষ্মী কৃষ্ণসঙ্গাসাদ। ঈশ্বরত্বে ভেদ মানিলে হয় অপরাধ। একই ঈশ্বর ভক্তের ধ্যান অত্মরূপ। একই বিগ্রহে ধরে নানাকার রূপ।” শুনিয়া ভট্ট পরমানন্দ লাভ করিলেন, তাঁহার গর্বের অবসান হইল। তিনি প্রভুর চরণে পতিত হইলেন; প্রভু তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া কৃতার্থ করিলেন। চাতুর্দশকালের অন্তে প্রভু দক্ষিণে চলিলেন; ভট্ট সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। অনেক যত্নে প্রভু তাঁহাকে বিদায় দিয়া অগ্রসর হইলেন; প্রভুর বিচ্ছেদে ভট্ট মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন।

বেঙ্কটভট্টের পুত্রই শ্রীপাদ গোপালভট্ট গোস্বামী।

ব্রজানন্দ ভারতী। ভক্তিকল্পতরুর নবমূলের এক মূল। দক্ষিণদেশ হইতে প্রভু নীলাচলে ফিরিয়া আসিলে ব্রজানন্দ ভারতী নীলাচলে উপনীত হইলেন। প্রভুর দর্শনার্থী হইয়া তিনি প্রভুর বাসার দিকে চলিলেন; মুকুন্দ দত্তের সহিত দেখা হইল; মুকুন্দের নিকটে প্রভুর দর্শনের ইচ্ছা জানাইলেন; মুকুন্দদত্ত গিয়া প্রভুর নিকটে বলিলেন—“ব্রজানন্দ ভারতী আইলা তোমার দর্শনে। আজ্ঞা দেহ যদি, তাঁরে আনিয়া এখানে।” প্রভু বলিলেন—“গুরু তেঁহো, যাব তাঁর ঠাঞি।” মনে হয়, প্রভু পূর্ব হইতেই ভারতীকে চিনিতেন। প্রভু ভারতীকে গুরুত্বা মনে করিতেন; তাই তাঁহার মর্যাদারক্ষার্থ তাঁহাকে নিজের নিকটে আসিতে না বলিয়া প্রভু নিজেই সকল ভক্তকে সঙ্গে লইয়া ভারতীর নিকটে গেলেন। দেখিলেন ভারতী মৃগচন্দ্রাস্বর পরিধান করিয়াছেন। প্রভুর মনে দুঃখ হইল। দেখিয়াও যেন দেখেন নাই, এরূপ ভাব দেখাইয়া মুকুন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন—“মুকুন্দ! কোথায় ভারতীগোসাঞি?” মুকুন্দ বলিলেন—“ভারতীগোসাঞি তো প্রভু তোমার সাক্ষাতেই বিগ্ৰহমান।” প্রভু বলিলেন—“মুকুন্দ, তুমি অজ্ঞান; এককে অপর মনে করিতেছ। ভারতীগোসাঞি চাম পরিবেন কেন?” শুনিয়া ভারতী মনে বিচার করিলেন—“আমার চন্দ্রাস্বর ইনি পছন্দ করিতেছেন না। ঠিক কথাই। আমি কেবল দত্তবশতঃই চন্দ্রাস্বর পরিধান করিতেছি;

ইহাতে তো সংসার-বন্ধন হইতে উদ্ধার পাইতে পরিব না। আর আমি চন্দ্রাবধর পরিব না।” প্রভু তাঁহার মনের ভাব জানিতে পারিয়া স্ত্রীর বহির্কাস আনাইলেন; ভারতী চন্দ্রতাগ করিয়া তাহা পরিধান করিলেন। তখন প্রভু তাঁহার চরণ বন্দনা করিলেন। ভারতী তাহাতে সঙ্কোচ অহুভব করিয়া বলিলেন—“লোক-শিক্ষার নিমিত্তই তোমার আচরণ; লোকশিক্ষার নিমিত্তই তুমি আমার চরণ বন্দনা করিয়াছ; আর ইহা করিবে না; আমার ভয় হয়। নীলাচলে এখন দুই ব্রহ্ম—জগন্নাথ অচল শ্যাম-ব্রহ্ম; আর তুমি সচল গৌর-ব্রহ্ম।” প্রভু বলিলেন—“তোমার আগমনে সত্যই এখন নীলাচলে দুই ব্রহ্ম। জগন্নাথ—শ্যাম-ব্রহ্ম; আর ব্রহ্মানন্দ-নামক তুমি গৌরবর্ণ ব্রহ্ম।” সার্কর্ভোম ভট্টাচার্য্য সে-স্থানে ছিলেন। ভারতীগোসাঞি তাঁহাকে বলিলেন—“সার্কর্ভোম, মধ্যস্থ হইয়া। ইহার সহ আমার ছায় বৃক্ষ মন দিয়া ॥ ব্যাপ্য-ব্যাপক-ভাবে জীব ব্রহ্ম জানি। জীব ব্যাপ্য, ব্রহ্ম ব্যাপক শাস্ত্রেতে বাখানি ॥ চন্দ্র ঘুচাইয়া কৈল আমার শোধান। দোহার ব্যাপ্য-ব্যাপকই এই ত কারণ ॥” সার্কর্ভোম বলিলেন—“ভারতী দেখি তোমার জয়।” তখন প্রভু বলিলেন—“যেই কহ সেই সত্য হয় ॥ গুরু শিষ্য ছায়ে সত্য শিষ্য পরাজয় ॥” এইরূপে প্রেমকোন্দলের পরে ভারতীকে লইয়া প্রভু নিজ বাসায় আসিলেন। তদবধি ভারতীগোসাঞি প্রভুর নিকটেই নীলাচলে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

উল্লিখিত বিবরণ হইতে জানা যায়—মহাপ্রভু পুনঃ পুনঃ ভারতীগোস্বামীকে গুরু এবং নিজেকে তাঁহার শিষ্যও বলিয়াছেন। পরেও সর্বদাই প্রভু তাঁহার প্রতি গুরুবৎ আচরণ করিয়াছেন। ইহাতে মনে হয়, পরমানন্দপুরীর ছায় ব্রহ্মানন্দভারতীও প্রভুর গুরুপর্যায়ভুক্ত ছিলেন। প্রভুর দীক্ষাগুরু ঈশ্বরপুরীপাদের, অথবা সন্ন্যাসের গুরু কেশবভারতীপাদের সতীর্থ (গুরুভাই) হইলেই ভারতী গোসাঞি মহাপ্রভুর গুরু পর্যায়ভুক্ত হইতে পারেন। বস্তুতঃ তিনি কাহার সতীর্থ ছিলেন, তাঁহার নিজের উক্তি হইতেই তাহা নির্ণয় করা যায়। প্রথম সাক্ষাৎকার-কালে তিনি মহাপ্রভুকে বলিয়াছিলেন—“আজ্ঞা করিল আমি নিরাকার ধ্যান। তোমা দেখি কৃষ্ণ হইলা মোর বিদ্যমান। কৃষ্ণনাম মুখে দুরে মনে নেদ্রে কৃষ্ণ। তোমাকে তদ্রূপ দেখি হৃদয় সতৃষ্ণ ॥ বিষমঙ্গল কহিল যৈছে দশা আপনার। ইহা দেখি সেই দশা হইল আমার ॥ ২।১০।১৬২-৭১ ॥” ইহার পরে তিনি বিষমঙ্গলের উক্তিও আবৃত্তি করিলেন—“অদ্বৈতবীথী-পথিকৈকরূপাশ্রাঃ স্বানন্দসিংহাসনলব্ধদীক্ষাঃ। শঠেন কেনাপি বয়ং হঠেন দাসীকৃত্য গোপবধুবিটেন ॥” ইহাতে পরিষ্কার ভাবেই বুঝা যায়, শ্রীপাদ ব্রহ্মানন্দভারতী ছিলেন শঙ্কর-সম্প্রদায়ভুক্ত; কেশবভারতীও শঙ্কর-সম্প্রদায়ভুক্তই ছিলেন। স্ত্রীর ব্রহ্মানন্দভারতী যে কেশবভারতীরই সতীর্থ ছিলেন, তাহাই জানা গেল। ঈশ্বরপুরীপাদ, কিম্বা তাঁহার দীক্ষাগুরু মাধবেন্দ্রপুরীপাদ পূর্বে শঙ্কর-সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন; তাঁহাদের “পুরী” উপাধিই তাহার প্রমাণ; কিন্তু পরে তাঁহারা শ্রীশ্রীধারাক্ষের উপাসনা করিতেন, যদিও তাঁহাদের পূর্ব নাম তাঁহারা পরিত্যাগ করেন নাই। তাঁহারা শঙ্করাভ্যুগত অদ্বৈতবাদীদের ছায় নিরাকারের ধ্যান করিতেন না; স্ত্রীর “আজ্ঞা নিরাকার ধ্যানপরায়ণ” ব্রহ্মানন্দ-ভারতী যে ঈশ্বরপুরীর সতীর্থ ছিলেন, তাহা বিশ্বাস করা যায় না। তিনি কেশবভারতীরই গুরুভাই ছিলেন। শ্রীমদমহাপ্রভুর কৃপায় পরে তিনি শঙ্কর-সম্প্রদায়ের ভাব পরিত্যাগ করিয়া ভক্তিপন্থাবলম্বী হইয়াছিলেন। ব্রহ্মানন্দপুরীও একজন ছিলেন; তিনি ব্রহ্মানন্দভারতী হইতে পৃথক ব্যক্তি (১০।১১ পয়ার দ্রষ্টব্য)।

ভগবান্ আচার্য্য। শ্রীশ্রীগৌরের কলা বলিয়া খ্যাত। হালিসহরে আবির্ভাব। পিতা শতানন্দ খান। শতানন্দখান ছিলেন “বড় বিখ্যাত”; কিন্তু ভগবান্ আচার্য্য ছিলেন বিষয়-বিমুখ, বৈরাগ্য-প্রধান; ইনি নীলাচলে গিয়া বাস করেন এবং একান্তভাবে প্রভুর চরণ আশ্রয় করেন। স্বরূপদামোদরের সঙ্গে ইহার সখ্যভাব ছিল। ইনি ছিলেন পরম-ভক্ত, পরম-পণ্ডিত, অত্যন্ত উদার-চরিত্র, সরল; “সখ্যভাবাক্রান্ত-চিন্ত গোপ-অবতার।” ইহার ছোট ভাই গোপাল ভট্টাচার্য্য কালীতে বেদান্তের মায়াবাদ-ভাষ্য অধ্যয়ন করিয়া নীলাচলে ইহার নিকটে আসিলে ইনি তাঁহাকে প্রভুর সহিত মিলাইয়াছিলেন। গোপালের মুখে বেদান্ত গুনিবার জন্ত স্বরূপদামোদরকে অহরোধ করিলে মায়াবাদ-ভাষ্য গুনিবার জন্ত ভগবান্ আচার্য্যের ইচ্ছা হইয়াছে দেখিয়া ৫ মক্কেদে স্বরূপদামোদর ইহাকে মৃদু তিরস্কার করিয়াছিলেন; তাহাতে তিনি নিরস্ত হইলেন। আর একবার

ভগবান্ আচার্য্যের পূর্বপরিচিত এক বঙ্গদেশীয় কবি মহাপ্রভুস্বৰ্গে এক নাটক লিখিয়া নীলাচলে তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে নাটক শুনাইলেন। এই নাটক শুনিবার জন্ত ভগবান্ আচার্য্য স্বরূপদামোদরকে পুনঃ পুনঃ অহরোধ করিলে নিজের অনিচ্ছা সত্ত্বেও স্বরূপ সম্মত হইলেন। নাটকের নান্দীশ্লোকের অর্থ কবি যাহা করিয়াছেন, তাহা যে নানাবিধ দোষপরিপূর্ণ, স্বরূপ তাহা দেখাইয়া দিলেন। কবি লজ্জিত হইলেন, ভগবান্ আচার্য্যাদি বিস্মিত হইলেন। ভগবান্ আচার্য্য প্রভুর প্রতি অত্যন্ত প্রীতি পোষণ করিতেন; মধ্যে মধ্যে প্রভুকে নিজগৃহে নিমন্ত্রণ করিয়া নিজে রান্না করিয়া ভিক্ষা দিতেন। এইরূপ এক নিমন্ত্রণের দিনেই তিনি ভাল চাউল আনিবার জন্ত ছোট হরিদাসকে মাধবীদানীর নিকটে পাঠাইয়াছিলেন এবং তাহা জানিতে পারিয়া প্রভু ছোট-হরিদাসকে বর্জন করিয়াছিলেন। ইনি খণ্ড ছিলেন। যে-দিন প্রভু চটকপর্কত দেখিয়া গোবর্দ্ধন-ভ্রমে প্রেমাবেশে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিলেন, এবং প্রভুর সঙ্গী গোবিন্দের চীৎকার শুনিয়া স্বরূপদামোদরাদি প্রভুর নিকটে ছুটিয়া গিয়াছিলেন, সেই দিন ইনিও খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে সকলের পরে গিয়া প্রভুর নিকটে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

ভবানন্দরায়। নীলাচলবাসী। রায়রামানন্দের পিতা। ইহার পাঁচ পুত্র—রামানন্দরায়, গোপীনাথ পট্টনায়ক, কলানিধি, স্বধানিধি এবং বাণীনাথ পট্টনায়ক। প্রভু ভবানন্দ রায়কে বলিতেন—“তুমি পাণ্ডু, তোমার পত্নী কুন্তী এবং তোমার পঞ্চপুত্র পঞ্চপাণ্ডব।” ইনি প্রভুতে সম্যকরূপে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন, প্রভুর সেবার নিমিত্ত স্বীয়পুত্র বাণীনাথকে প্রভুর নিকটেই রাখিয়াছিলেন। ইনি রাজা প্রতাপরুদ্রের শ্রদ্ধা ও গৌরবের পাত্র ছিলেন।

ভাগবতাচার্য্য। নাম শ্রীরঘুনাথ, উপাধি ভাগবতাচার্য্য। শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর শিষ্য। কলিকাতার নিকটবর্তী বরাহনগরে শ্রীপাট। প্রভু য়েবার নীলাচল হইতে গোঁড়ে আসিয়াছিলেন, সেবার নীলাচলে ফিরিয়া যাওয়ার সময়ে বরাহনগরে ইহার গৃহে আসিয়াছিলেন। ইনি প্রভুকে দেখিয়া শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিতে লাগিলেন; শুনিয়া প্রভু প্রেমাবিষ্ট হইয়া হকার, গর্জন ও নৃত্য করিতে লাগিলেন; বাহুস্বতীহার হইয়া রাত্রি তৃতীয় প্রহর পর্য্যন্ত এই ভাবে নৃত্যাদির পরে প্রভু একটু স্থস্থির হইলে রঘুনাথকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন—“ভাগবত এমত পড়িতে। কভু নাহি শুনি আর কাহারো মুখেতে ॥ এতেকে তোমার নাম ‘ভাগবতাচার্য্য’। ইহা বিনা আর কোন না করিহ কার্য্য ॥” তদবধি ইনি ভাগবতাচার্য্য নামে বিখ্যাত। বাক্সালা পয়রাদি ছন্দে ইনি “শ্রীকৃষ্ণ-প্রেম-তরঙ্গিনী” নামে একখানা শ্রীমদ্ভাগবতের মধ্বানুবাদ-গ্রন্থ লিখিয়াছেন। ব্রজলীলায় ইনি ছিলেন খেতমঙ্গলী।

রাক্ষসধ্বজকর। পূর্বলীলায় চন্দ্রমুখ নট। পানিহাটিতে কায়স্থ-কুলে আবির্ভূত। অধ্যক্ষ হইয়া ইনি রাঘবের ঋণি নীলাচলে লইয়া যাইতেন। ইনি পানিহাটীর রাঘবপণ্ডিতের শিষ্য ছিলেন। প্রভু ইহাকে উপদেশ দিয়াছিলেন (পানিহাটিতে)—“সেবিহ তুমি শ্রীরাঘবানন্দ। রাঘব পণ্ডিত প্রতি যে প্রীতি তোমার। সে কেবল স্থনিশ্চিত জানিহ আমার ॥”

মহেশ পণ্ডিত। ব্রজের মহাবাহু সখা। দাদশগোপালের একতম। মসিপুরে ব্রাহ্মণবংশে আবির্ভাব। মসিপুৰ গঙ্গাগর্ভে বিলীন হইলে বেলেডাঙ্গাতে শ্রীপাট স্থানান্তরিত হয়; তাহাও গঙ্গাগর্ভে লীন হইলে পালপাড়ায় তাহা স্থানান্তরিত হয়।

কেহ কেহ বলেন, ইনি চাকদহের নিকটবর্তী যশড়া-শ্রীপাটের জগদীশ পণ্ডিতের কনিষ্ঠ সহোদর। বন্দ্যোপাধ্যায় ভট্টনারায়ণের সন্তান।

মহেশ পণ্ডিত নবদ্বীপে এবং নীলাচলে—উভয় স্থানেই প্রভুর সেবা করিয়াছেন।

মাধুর ব্রাহ্মণ। মধুবাসী সনোড়িয়া ব্রাহ্মণ। সনোড়িয়ার গৃহে সম্মানীরা ভিক্ষা করেন না। কিন্তু ইহার ভক্তি দেখিয়া শ্রীপাদ মাধবভ্রমুরীগোস্বামী ইহাকে শিষ্য করিয়া ইহার হাতেও ভিক্ষা করিয়াছিলেন। ইনি

ছিলেন মহা কৃষ্ণপ্রেমী। মথুরাতে প্রভুর সহিত ইহার মিলন হয়; উভয়ে উভয়ের পরিচয় পাইয়া অত্যন্ত আনন্দ লাভ করেন। মাথুর ব্রাহ্মণ প্রভুকে স্বগৃহে নিমন্ত্রণ করিলেন। বলভদ্রভট্টাচার্য্য রান্না করিলেন; কিন্তু প্রভু এই ব্রাহ্মণের হাতেই ভিক্ষা করিতে চাহিলেন। ব্রাহ্মণ আপত্তি করিলে প্রভু মাধবেন্দ্রপুরীগোস্বামীর আচরণের দোহাই দিলেন। মহাজনো যেন গতঃ স পশ্যঃ। তদবধি এই ব্রাহ্মণ প্রভুর মথুরাবাসকালীন সঙ্গী। প্রভুকে সঙ্গে করিয়া ব্রজমণ্ডলের তীর্থাদি দর্শন করাইয়াছিলেন। পরে প্রভু যখন প্রয়াগের দিকে যাত্রা করিলেন, তখনও ইনি সঙ্গে ছিলেন। প্রয়াগ হইতে প্রভু ইহাকে মথুরায় পাঠাইয়াছিলেন।

মাধবঘোষ। ব্রজের “রসোল্লাসা”; বিশাখাকৃত গীত গান করিতেন। উত্তর-রাষ্ট্রীয় কায়স্থবংশে আবির্ভূত। ইহার তিন সহোদর—গোবিন্দ ঘোষ, মাধব ঘোষ ও বাহুদেব ঘোষ। ইহার তিনজনই মধুর কীর্তন করিতে পারিতেন। রথযাত্রাকালের সাত সপ্তাহের কীর্তনে ইহার মূল গায়ন থাকিতেন। ইহাদের কীর্তনে নিতাই-গৌর অত্যন্ত শ্রীতিলাভ করিতেন। মাধবঘোষের কীর্তনে শ্রীনিত্যানন্দ নৃত্য করিতেন। প্রভুর আদেশে নাম-প্রেম-প্রচারকার্য্যে যাহারা শ্রীনিত্যানন্দের সঙ্গী ছিলেন, মাধবঘোষও ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে একজন।

মাধবীদেবী। নীলাচলবাসী শিখিমাহিতীর ভগিনী। ইনি ছিলেন বৃদ্ধা, তপস্বিনী। প্রভু ইহাকে শ্রীরাধিকার গণের মধ্যে গণনা করিতেন। ভগবান্ আচার্য্যের আদেশে প্রভুর সেবার জন্ত ইহার নিকট হইতে ভাল চাউল চাহিয়া আনিয়াছিলেন বলিয়া প্রভু লোকশিক্ষার্থ ছোট হরিদাসকে বর্জন করিয়াছিলেন। ব্রজলীলায় ইনি ছিলেন—কলাকলী।

মাধবেন্দ্রপুরী (মাধবপুরী)। মহাবিরক্ত সন্ন্যাসী। মহাপ্রেম-নিকেতন। শ্রীপাদ পরমানন্দপুরী, শ্রীপাদ দ্বৈতপুরী, শ্রীপাদ রঙ্গপুরী প্রভৃতি বহু বিরক্ত সন্ন্যাসী এবং শ্রীপাদ অদ্বৈত আচার্য্যও ইহার শিষ্য। লৌকিক-লীলায় ইনি হইলেন মহাপ্রভুর পরমগুরু। অযাচক। অযাচিতভাবে দুগ্ধাদি পাইলে আহার করিতেন। নতুবা উপবাসী হই থাকিতেন। নির্দিষ্ট কোনও বাসস্থান ছিল না; তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করিতেন। একবার ব্রজমণ্ডলে আসিয়া গোবর্দ্ধন পরিভ্রমণ করিয়া সন্ধ্যাসময়ে গোবিন্দকুণ্ডের তীরে বসিয়া নাম কীর্তন করিতেছিলেন; তখনও আহার হয় নাই। এক গোপবালকের বেশে শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া তাঁহাকে এক ভাণ্ড দুধ দিয়া বলিলেন—“আমি পরে আসিয়া ভাণ্ড নিব; এখন যাই; এই গ্রামেই আমি থাকি; অযাচকদের আহার যোগাই।” পুরীগোস্বামী দুগ্ধ পান করিয়া বালকের অপেক্ষায় বসিয়া থাকিয়া নাম কীর্তন করিতে লাগিলেন; কিন্তু বালক আসিলেন না। শেষ রাত্রিতে যখন একটু তন্দ্রা আসিল, তখন স্বপ্নে দেখিলেন, সেই বালক আসিয়া মাধবেন্দ্রের হাত ধরিয়া এক কুঞ্জে নিয়া গিয়া বলিলেন—“আমি গোবর্দ্ধনের অধিপতি গোপাল। স্নেহের ভয়ে আমার সেবক আমাকে এই কুঞ্জে রাখিয়া গিয়াছে; আর কিরিয়া আসে নাই। তদবধি আমি এই কুঞ্জে রৌদ্র-বৃষ্টি-শীতে, দাবানলে কষ্ট পাইতেছি। তোমার অপেক্ষায় আছি। তুমি আমাকে এই কুঞ্জ হইতে বাহির করিয়া সেবা প্রতিষ্ঠা কর।” পরদিন ব্রজবাসীদের সহায়তায় মাধবেন্দ্র গোপালকে বাহির করিয়া গোবর্দ্ধনের উপরে সেবা প্রতিষ্ঠা করিলেন। কিছুকাল সেবার পরে গোপাল আবার স্বপ্নে পুরীগোস্বামীকে বলিলেন—“তুমি আমার অঙ্গের তাপ দূরীকরণের জন্ত অনেক সেবা করিয়াছ; কিন্তু আমার অঙ্গের তাপ এখনও সম্যক্রূপে দূর হয় নাই। তুমি নিজে যাইয়া মলয়জ চন্দন আনিয়া আমার অঙ্গে লেপন কর। তাহা হইলেই তাপ যাইবে।” পরমানন্দে মাধবেন্দ্র চন্দন আনিতে চলিলেন; শাস্তিপুরে অদ্বৈতাচার্য্যের গৃহে উপনীত হইলেন, তাঁহাকে দীক্ষা দিয়া বেষ্ণুগাতে আসিলেন। বেষ্ণুগাতে শ্রীগোপীনাথের কি কি ভোগ লাগে জানিয়া লইলেন। শুনিলেন “অমৃতকলি”—নামক এক অপূর্ব ক্ষীর গোপীনাথকে দ্বাদশ পাত্রে ভোগ দেওয়া হয়। পুরীগোস্বামী মনে ভাবিলেন—“যদি অযাচিতভাবে একটু ক্ষীর পাই, তাহা আশ্বাদন করিয়া যদি দেখি যে অতি উত্তম, তাহা হইলে তাহার প্রস্তুত-প্রণালী জানিয়া লইয়া সেইরূপ ক্ষীর প্রস্তুত করিয়া গোবর্দ্ধনে গোপালের ভোগ দিতে পারি।” এই কথা মনে হওয়া মাত্রই তিনি আবার ভাবিলেন—“ছি, ছি, আমি না অযাচক বৃত্তি গ্রহণ করিয়াছি? আমার মনে ক্ষীর পাওয়ার

লালসা কেন?" নিজেকে ধিকার দিয়া কাহাকেও কিছু না বলিয়া মন্দির-প্রাঙ্গণ ত্যাগ করিয়া নিকটবর্তী হাটের এক শূণ্য ঘরে বসিয়া তিনি নামকীর্তন করিতে লাগিলেন। এদিকে সেবক গোপীনাথের শয়ন দিয়া ঘরে গিয়াছেন। গোপীনাথ সেবককে স্বপ্নে বলিলেন—“উঠ, আমি আমার ভক্ত মাধবেন্দ্রের জন্ত এক ভাণ্ড ক্ষীর আমার ধড়ার আঁচলে লুকাইয়া রাখিয়াছি। আমার মায়ায় তোমরা জানিতে পার নাই। ক্ষীরভাণ্ড নিয়া মাধবকে দাও।” তৎক্ষণাৎ সেবক জাগিয়া আসিয়া মন্দিরের দ্বার খুলিয়া গোপীনাথের ধড়ার আঁড়ালে ক্ষীর পাইলেন। কিন্তু মাধবেন্দ্র কোথায়, তাহাতো জানেন না। তাই চিৎকার দিতে দিতে চলিয়াছেন—“কে কোথায় মাধবেন্দ্র আছ? তোমার জন্ত গোপীনাথ ক্ষীর চুরি করিয়া রাখিয়াছেন। আসিয়া তাহা গ্রহণ কর।” শুনিয়া প্রেমাশ্রুবিগলিত নেত্রে পুরীগোস্বামী বাহির হইয়া আসিলেন; সেবক তাঁহাকে ক্ষীর দিয়া তাঁহার অশ্রুকম্পাদি দেখিয়া ভাবিলেন—“গোপীনাথ যে এতাদৃশ প্রেমিক ভক্তের জন্ত ক্ষীর চুরি করিবেন, ইহাতে আর আশ্চর্য্যের কথা কি?” সেবক তাঁহাকে দণ্ডবৎ-প্রণাম করিয়া চলিয়া গেলেন। অশ্রু-কম্প-পুলকাষিত দেহে পুরী ক্ষীরপ্রসাদ গ্রহণ করিলেন; ভাণ্ডটি টুকরা টুকরা করিয়া ভাঙ্গিয়া রাখিয়া দিলেন; পরে প্রতিদিন এক এক টুকরা খাইতেন, আর প্রেমাবিষ্ট হইয়া পড়িতেন। ক্ষীর গ্রহণ করিয়া তিনি ভাবিলেন—“রাত্রি প্রভাত হইলেই তো এই স্থানে লোক আমার স্মৃতি কীর্তন করিবে।” তাই প্রতিষ্ঠার ভয়ে তিনি শেষ রাত্রিতে রেমুণা ত্যাগ করিলেন। তদবধি গোপীনাথের নাম হইল—ক্ষীরচোরা গোপীনাথ।

মাধবেন্দ্র নীলাচলে আসিয়া গোপালের আদেশের কথা জানাইয়া জগন্নাথের সেবকদের সহায়তায় রাজপুরুষ-দিগের আলুক্যে একমণ চন্দন ও বিশ তোলা কপূর সংগ্রহ করিয়া চন্দন বহনের জন্ত দুই জন লোক সঙ্গে করিয়া আবার রেমুণায় আসিলেন। রাত্রিতে স্বপ্নে গোপালদেব আবার তাঁহাকে দর্শন দিয়া বলিলেন—“তোমার প্রেম পরীক্ষার্থ তোমাকে চন্দন আনিতে বলিয়াছিলাম। তোমার প্রেম দর্শনে অত্যন্ত সুখী হইয়াছি। সেখানে গোপীনাথের অঙ্গে চন্দন লেপন কর; তাহাতেই আমার তাপ দূর হইবে। গোপীনাথ ও আমি একই।” সেবকদের সহায়তায় তিনি সমস্ত চন্দন ঘষাইয়া গোপীনাথের অঙ্গে দিলেন। চন্দন শেষ হইলে পুনরায় নীলাচলে গেলেন।

শ্রীমন্নিত্যানন্দ যখন তীর্থভ্রমণ করেন, তখন পশ্চিমাঞ্চলে শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রের সহিত তাঁহার মিলন হইয়াছিল। উভয়ে উভয়ের দর্শনে প্রেম-পরিপূত হইয়াছিলেন।

ইহার সিদ্ধি-প্রাপ্তিকালে শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী ইহার প্রাণঢালা সেবা করিয়াছিলেন; তিনিও তুষ্ট হইয়া শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীকে কৃষ্ণপ্রেমপ্রাপ্তির আশীর্বাদ করিয়াছিলেন। সিদ্ধিপ্রাপ্তি-সময়ে “কৃষ্ণ পাইলাম না, মথুরা পাইলাম না” বলিয়া খেদ করিতে করিতে ইনি অপ্রকট হইয়াছেন। ইনি ভক্তিকল্লতরুর প্রথম অঙ্কুর। ষাঁহার সহিতই ইহার সম্বন্ধ হইয়াছে, তিনিই কৃষ্ণপ্রেম লাভ করিয়া ধন্ত হইয়াছেন।

মাধাই। নবরূপবাসী ব্রাহ্মণ। “জগাই-মাধাই” দ্রষ্টব্য।

মালিনী। শ্রীবাসপণ্ডিতের গৃহিণী; শ্রীনিত্যানন্দ ইহাকে মা ডাকিতেন এবং বাল্যভাবের আবেশে ইহার কোলে বসিয়া স্তন্যপান করিতেন; ছোট শিশুকে মা যেমন খাওয়াইয়া দেন, মালিনীও বাল্যভাবাবিষ্ট নিত্যানন্দকে সেই ভাবে অন্নাদি খাওয়াইতেন। একদিন ঠাকুরসেবার একটা ঘৃত রাখার বাটী একটা কাকে লইয়া যাওয়ায় মালিনী দুঃখিতা হইয়া কাঁদিতেছিলেন; নিত্যানন্দ দেখিয়া কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে মালিনী ঘটনার কথা বলিলেন। তখন নিত্যানন্দ কাককে ডাকিলেন; কাক আসিলে নিত্যানন্দ বলিলেন—বাটী ফিরাইয়া লইয়া আইস। কাক উড়িয়া চলিল; মালিনী চাহিয়া রহিলেন; কতক্ষণ পরে কাক বাটীটি আনিয়া যথাস্থানে রাখিল। নিত্যানন্দের প্রভাব-দর্শনে মালিনী মুচ্ছিতা হইয়া পড়িলেন; পরে মুচ্ছাভঙ্গে নিত্যানন্দের স্তব করিলেন। স্তব শুনিয়া নিত্যানন্দ হাসিয়া বাল্যভাবে বলিলেন—“মুগ্ধি করিব ভোজন।” তখন মালিনীর চিত্তেও বাৎস্যল্যের উদয় হইল, তাঁহার স্তন্য স্রব হইতে লাগিল; তিনি নিত্যানন্দকে স্তন্যপান করাইলেন।

ইনি স্বামী শ্রীবাস পণ্ডিতের সঙ্গে প্রভুর দর্শনের জন্ত নীলাচলেও যাইতেন এবং ঘরে অন্নব্যঞ্জনাদি রন্ধন করিয়া প্রভুকে ভিক্ষা করাইতেন।

মীনকেতন রামদাস। শ্রীনিত্যানন্দের শিষ্য। ব্রজরাখালভাবে আবিষ্ট থাকিতেন; হাতে ব্রজরাখালদের মত বাঁশীও থাকিত। কবিরাজ গোস্বামীর ঝামটপুরের বাড়ীতে অহোরাত্র সঙ্গীতনে নিমগ্নিত হইয়া ইনিও গিয়াছিলেন। সমবেত বৈষ্ণবগণ তাঁহার চরণ বন্দনা করিবার সময় প্রেমাবেশে তিনি “কারো উপরেতে চড়ে। প্রেমে কারে বংশী মারে, কাহারে চাপড়ে।” নয়নে অবিচ্ছিন্ন অশ্রুধারা, অঙ্গে পুলক; মুখে “নিত্যানন্দ” বলিয়া হুকার। গুণার্ণবমিশ্র নামক এক সরলচিত্ত বিপ্র শ্রীমন্দিরে বিগ্রহ-সেবায় ব্যস্ত ছিলেন; তিনি অঙ্গনে আসিয়া মীনকেতনের সম্ভাষণা না করায় তিনি বলিয়া উঠিলেন—“এই ত দ্বিতীয় স্মৃত শ্রীরোমহর্ষণ। বলরামে দেখি যে না করিল প্রত্নদগম।” কিন্তু সেই বিপ্র কৃষ্ণসেবার কাজ করিতেছিলেন বলিয়া মীনকেতন তাঁহার প্রতি রুষ্ট হইলেন না; তিনি নৃত্য-কীর্তনই করিতে লাগিলেন।

কবিরাজগোস্বামীর এক ভ্রাতা ছিলেন; তিনি মহাপ্রভুকে স্বয়ংভগবান্ বলিয়া মানিতেন; কিন্তু নিত্যানন্দে তাঁহার ততটা বিশ্বাস ছিল না। ইহা লইয়া মীনকেতনের সঙ্গে তাঁহার কিছু বাদানুবাদ হইল; মীনকেতন রামদাস ত্রুণ হইয়া তাঁহার বাঁশী ভাঙ্গিয়া চলিয়া গেলেন।

মুকুন্দ দত্ত। ব্রজের মধুকণ্ঠ-নামক গায়ক। চট্টগ্রামের চক্রশালায় বৈষ্ণবুলে আবির্ভূত। ইনি বাসুদেব দত্তের ছোট ভাই। চট্টগ্রাম হইতে নবদ্বীপে, পরে কাঁচরাপাড়ায় বাস করেন। প্রভুর সমাধ্যায়ী। প্রভু এবং মুকুন্দের মধ্যে ব্যাকরণের ফাকির লড়াই প্রায় লাগিয়াই থাকিত; পরস্পরের প্রতি পরস্পরের গাঢ়প্রীতির ফলেই এইরূপ হইত। মুকুন্দ খুব স্বগায়কও ছিলেন; তাঁহার কীর্তনে প্রভুও খুব আনন্দ পাইতেন। কিন্তু প্রভুর মহা প্রকাশের সময় এক অদ্ভুত ব্যাপার ঘটয়াছিল। প্রভু সকলকেই ডাকিয়া রূপা করিতেছেন; কিন্তু মুকুন্দকে ডাকিতেছেন না; ভয়ে মুকুন্দও প্রভুর নিকটে যাইতে সাহস করেন না; কিন্তু অন্তরে অত্যন্ত দুঃখ। শ্রীবাস পণ্ডিত প্রভুর নিকটে যাইয়া মুকুন্দের দুঃখের কথা জানাইয়া বলিলেন—“মুকুন্দ কি অপরাধ করিল তোমাত ॥ মুকুন্দ তোমার প্রিয়, মোসভার প্রাণ। কেবা নাহি তবে শুনি মুকুন্দের গান ॥ যদি অপরাধ থাকে তার শাস্তি কর। আপনার দাসে কেনে দূরে পরিহর ॥” শুনিয়া প্রভু বলিলেন—“না, না, শ্রীবাস, মুকুন্দের কথা আমার নিকটে বলিবে না। ‘ও বেটা যখন যেথা যায়। সেই মত কথা কহি তথাই মিশায়।’ যখন যেখানে যায় তখন সেখানের মত কথা বলে। ‘ভক্তিস্থানে উহার হইল অপরাধ। এতেকে উহার হৈল দরশন-বাধ ॥’ মুকুন্দ বাহিরে থাকিয়া সব’ শুনিলেন; শ্রীবাসকে বলিলেন—“প্রভুকে জিজ্ঞাসা কর, কখনও কি তাঁর চরণ দর্শনের সৌভাগ্য হইবে?” বলিয়া অঝোর নয়নে কাঁদিতে লাগিলেন। প্রভু বলিলেন—“আর যদি কোটি জন্ম হয়। তবে মোর দরশন পাইবে নিশ্চয় ॥” শুনিয়া, যে-সময়েই হউক না কেন, প্রভুর চরণ-প্রাপ্তি নিশ্চিত জানিয়া মুকুন্দ “পাইব, পাইব” বলিয়া মহানন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। দেখিয়া প্রভু হাসিতে লাগিলেন, আর বলিলেন—“মুকুন্দেরে আনহ সত্তর।’ আরও বলিলেন—“মুকুন্দ, ঘুচিল অপরাধ। আইস, আমারে দেখ, ধরহ প্রসাদ ॥” মুকুন্দ প্রভুর চরণে পতিত হইলেন। প্রভু তাঁকে আশ্বাস দিলেন; মুকুন্দ কাঁদিতে লাগিলেন এবং গত চরিত্রের জন্ত অহুতাপ করিতে লাগিলেন।

শিশুকাল হইতেই মুকুন্দ প্রভুর অন্তরঙ্গ সঙ্গী। প্রভুর সন্ন্যাসের সময়েও কাটোয়াতে ইনি উপস্থিত ছিলেন; কাটোয়া হইতে প্রভুর সঙ্গে ইনিও শান্তিপুরে গিয়াছিলেন এবং শান্তিপুর হইতেও প্রভুর সঙ্গে নীলাচলে গিয়াছিলেন। প্রভুর রূপাপ্রাপ্তির পূর্বে প্রভুসম্বন্ধে সার্বভৌম ভট্টাচার্য্যের মনোভাব জানিয়া মুকুন্দ অত্যন্ত দুঃখ পাইয়াছিলেন। ইনি নীলাচলে প্রভুর কীর্তনাদি সমস্ত লীলাতেই সঙ্গী ছিলেন।

মুকুন্দ দাস। ব্রজের বৃন্দাদেবী। শ্রীখণ্ডে বৈষ্ণবুলে আবির্ভূত। পিতা নারায়ণদাস। ইনি নবহরি সরকার ঠাকুরের বড় ভাই। ইহার পুত্র রঘুনন্দন। মুকুন্দ ছিলেন মহাপ্রেমিক। ব্যবহারে তিনি রাজবৈষ্ণ ছিলেন।

একদিন স্নেহ রাজার উচ্চ টুঙ্গিতে বসিয়া চিকিৎসার কথা বলিতেছেন, এমন সময় রাজার সেবক এক ময়ূরপুচ্ছের আড়ানী আনিয়া রাজার মাথার উপরে ধরিল। ময়ূরপুচ্ছ দেখিয়া মুকুন্দ প্রেমাঘিষ্ট হইয়া উচ্চ টুঙ্গী হইতে ভূমিতে পড়িয়া গিয়াছিলেন। একেবারে চেতনাহীন; রাজা ভাবিলেন, মুকুন্দ আর জীবিত নাই। রাজা নিজে নামিয়া আসিয়া মুকুন্দের চেতনা সম্পাদন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—“মুকুন্দ, কোন্ স্থানে তুমি ব্যথা পাইয়াছ?” “মুকুন্দ কহে অতি বড় ব্যথা নাহি পাই।” রাজা বলিলেন—কেন তুমি পড়িয়া গেলে? “মুকুন্দ কহে—মোর এক ব্যাধি আছে মুগী।” রাজা মহা বিজ্ঞ; তিনি বুঝিতে পারিলেন—মুকুন্দ একজন সিদ্ধ মহাপুরুষ।

রথযাত্রা উপলক্ষে মুকুন্দও নীলাচলে যাইতেন। একদিন প্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন—“মুকুন্দ, রঘুনন্দন তোমার পুত্র; না কি তুমি রঘুনন্দনের পুত্র?” মুকুন্দ বলিলেন—“রঘুনন্দন হইতেই আমাদের কৃষ্ণভক্তি; অতএব রঘুনন্দনই আমার পিতা, আমি তার পুত্র।” শুনিয়া প্রভু অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া বলিলেন—“যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি, সেই গুরু হয় ॥”

মুরারিগুপ্ত। পূর্বের হুম্মান। শ্রীহট্টে বৈষ্ণবংশে, প্রভুরও পূর্বে, আবিভূত; পরে নবদ্বীপবাসী হইলেন। শ্রীরামচন্দ্রের উপাসক। ইনি প্রভুর সমস্ত নবদ্বীপলীলার সঙ্গী ও প্রত্যক্ষদর্শী। তাঁহার “শ্রীচৈতন্যচরিত”-নামক কড়চায় মুরারিগুপ্ত প্রভুর নবদ্বীপ-লীলা বিশেষভাবে বর্ণন করিয়া গিয়াছেন। ইনিই প্রভুর আদি চরিত-লেখক।

একদিন বরাহ-ভাবে শ্লোক শুনিয়া প্রভু বরাহভাবে আবিষ্ট হইয়া গর্জন করিতে করিতে মুরারিগুপ্তের গৃহে যাইয়া “শুকর—শুকর” বলিতে লাগিলেন। মুরারি সব দিকে চাহিয়াও শুকর দেখিলেন না। প্রভু মুরারির বিষ্ময়গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন—সম্মুখে এক জলপাত্র। তৎক্ষণাৎ তিনি বরাহরূপ ধারণ করিয়া দন্তে জলের গাড়া তুলিয়া লইয়া গর্জন করিতে লাগিলেন; চারিটা খুরও প্রকাশিত হইয়াছিল। মুরারিকে বলিলেন—আমার স্তব কর। মুরারির স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া প্রভু তাঁহার নিকটে নিজ তত্ত্ব প্রকাশ করিলেন।

মহাপ্রকাশের সময় প্রভু মুরারিকে বলিলেন—“মুরারি আমার রূপ দেখ।” মুরারি তৎক্ষণাৎ দেখিলেন—বীরাঙ্গনে নবদ্বীপদলগাম শ্রীরামচন্দ্র বসিয়া আছেন; তাঁহার বামে নীতাদেবী, দক্ষিণে লক্ষ্মণ, বানরেন্দ্রগণ চতুর্দিকে স্তব করিতেছেন। দেখিয়া মুরারি মুগ্ধিত হইয়া পড়িলেন। প্রভু ডাকিয়া বলিলেন—“আরে বানরা। পাশরিলি, তোরে পোড়াইল নীতাদেবী ॥” তারপর লক্ষাবিজয়ে হুম্মানের চরিত্র প্রকাশ করিলেন। চেতনা পাইয়া মুরারি কাঁদিতে লাগিলেন। প্রভু বলিলেন—বর চাও। মুরারি বলিলেন—“জন্মে জন্মে যেন তোমার চরণে রতি থাকে; যেখানে যেখানেই সপার্বদে তোমার অবতার হইবে, সেখানে সেখানেই যেন তোমার দাস হইয়া থাকি—এই বর চাই প্রভু।” প্রভু বলিলেন—তথাস্তু।

একদিন শ্রীবাস-অঙ্গনে প্রভু শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী চতুর্ভূজ রূপ ধারণ করিয়া “গরুড় গরুড়” বলিয়া ডাকিলে গরুড়ের ভাবে আবিষ্ট মুরারিগুপ্ত প্রভুকে স্বপ্নে লইয়া অঙ্গনে বিচরণ করিয়াছিলেন।

একদিন মুরারিগুপ্ত রাত্রিতে আহার করিতে বসিয়া অন্ন লইয়া “কৃষ্ণ কৃষ্ণ” বলিয়া মাটিতে ফেলিতে লাগিলেন। পরদিন প্রাতঃকালে প্রভু আসিয়া বলিলেন—“মুরারি, আমার অজীর্ণ রোগ হইয়াছে; ঔষধ দাও।” মুরারি বলিলেন—“অজীর্ণতার হেতু কি? কি খাইয়াছ প্রভু।” প্রভু বলিলেন—“তুমি গত রাত্রে এত অন্ন খাওয়াইয়াছ যে, আমার অজীর্ণরোগ হইয়া গিয়াছে। তোমার জল পান করিলেই আমার রোগ সারিবে।”

এক সময়ে মুরারি ভাবিলেন—“ঈশ্বরের লীলার তথ্য তো নির্ণয় করা যায় না। কখন তিনি অবতীর্ণ হইবেন, তাহা কেবল তিনিই জানেন। প্রভুও কখন লীলাসম্বরণ করেন, তাহা বলা যায় না। তাঁহার অন্তর্দ্বানের দুঃখ সহ্য করিতে পারিব না। আমি তাঁহার পূর্বেই প্রাণ ত্যাগ করিব।” এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া মুরারি একখানা ধারালো কাতি তৈয়ার করাইয়া ঘরে লুকাইয়া রাখিলেন; ইহার সাহায্যে রাত্রিতে প্রাণ ত্যাগ করিবেন। অন্তর্ধ্যায়ী প্রভু তাহা জানিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ মুরারির গৃহে ছুটিয়া আসিয়া কৃষ্ণকথা আলাপ করিতে লাগিলেন; পরে মুরারির

সকল যে তিনি জানিতে পারিয়াছেন, তাহা বলিয়া লুক্কায়িত কাতি বাহির করিয়া আনিয়া প্রাণত্যাগ করিতে মুরারিকে নিষেধ করিলেন।

মুরারির ইষ্টনিষ্ঠা জগতে প্রচার করার জন্ত প্রভু এক সময়ে এক ভঙ্গী করিয়াছিলেন। প্রভু পুনঃ পুনঃ মুরারিকে বলিলেন—“মুরারি, কৃষ্ণ ভজন কর। কৃষ্ণ রসিক-শেখর, পরম-মধুর।” প্রভু দিনের পর দিন এইরূপ বলাতে প্রভুর প্রতি গৌরব-বুদ্ধিবশতঃ মুরারি শেষে একদিন বলিলেন—“প্রভু, তোমার বাক্য কত লজ্জন করিব, কালি আমাকে দীক্ষা দিও।” সমস্ত রাত্রি মুরারি কাঁদিয়া কাটাইলেন। পরদিন প্রাতঃকালে আসিয়া বলিলেন—“প্রভু, পারিব না। সমস্ত রাত্রি চেষ্টা করিয়া দেখিলাম। রঘুনাথের চরণ হইতে মন ছাড়াইয়া আনিতে পারি না। তোমার বাক্যও লজ্জন করিতে পারি না। এখন আমার একমাত্র উপায় এই—তোমার আগে যেন আমার দেহত্যাগ হয়; তাহাই কর প্রভু।” প্রভু অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন—“সাধু, সাধু গুপ্ত। তুমি সাক্ষাৎ হুম্মান; তুমি কেন রঘুনাথের চরণ ত্যাগ করিবে। তোমার ভক্তিনিষ্ঠা দেখিবার জগ্গই আমি তোমাকে শ্রীকৃষ্ণভক্তির লোভ দেখাইয়াছিলাম।”

প্রভুর দর্শনের জন্ত মুরারিগুপ্ত নীলাচলে যাইতেন। একবার দৈহিকভাবে তিনি প্রভুর বাসায় প্রবেশ না করিয়া রাস্তায় পড়িয়াছিলেন। প্রভু লোক পাঠাইয়া তাঁহাকে ভিতরে নেওয়াইলেন। ভিতরে গিয়া তিনি আর্তিভরে দৈহিক প্রকাশ করিতে লাগিলেন। প্রভু বলিলেন—“মুরারি, দৈহিক ত্যাগ কর; তোমার দৈহিক আমার বুক ফাটিয়া যায়।”

মুরারিচৈতন্যদাস। নিত্যানন্দ শাখা। প্রেমাবেশে ইনি প্রায় সর্বদাই বাহস্থ্যতাহারা হইয়া থাকিতেন। বাঘ তাড়াইয়া বনের ভিতরে যাইতেন, কখনও বাঘের গালে চাপড় মারিতেন, কখনও বা বাঘের উপরে উঠিয়া বসিতেন, আবার কখনও বা নির্ভয়ে বাঘের সঙ্গে খেলা করিতেন। একবার এক অজগর সর্পকে কোলে লইয়া বসিয়াছিলেন, তাহার সঙ্গে খেলা করিয়াছিলেন। যিনি সর্বভূতেই ভগবানকে দর্শন করেন, ভগবানের মধ্যে সকল ভূতকেও দর্শন করেন, বিশেষতঃ কৃষ্ণপ্রেম-প্রবাহে ঐহার চিত্ত হইতে হিংসাষেধাদি সম্যকরূপে দূরীভূত হইয়া গিয়াছে, হিংস্রজন্তু হইতে তাঁহার আবার ভয় কোথায়? ইনি কখনও বা দুই তিন দিন জলে নিমজ্জিত হইয়া থাকিতেন; তাহাতেও তাঁহার কোনও দুঃখ হইত না।

যত্ননন্দন আচার্য্য। সপ্তগ্রামবাসী। শ্রীঅর্ধৈত আচার্য্যের অন্তরঙ্গ শিষ্য। বাসুদেবদত্তের অল্পগৃহীত। দাসগোস্বামীর দীক্ষাগুরু। ইনি নিজের অজ্ঞাতমারেই দাস-গোস্বামীর গৃহত্যাগের সহায় হইয়াছিলেন। তাঁহার গৃহস্থিত শ্রীবিগ্রহের সেবক-ব্রাহ্মণ সেবা ছাড়িয়া চলিয়া গেলে তিনি দণ্ডচারি রাত্রি থাকিতে রঘুনাথ দাসের নিকটে আসিয়া ঐ ব্রাহ্মণকে সাধিয়া আনিবার জন্ত রঘুনাথকে বলিলেন; সেবার জন্ত আর কোনও ব্রাহ্মণ ছিল না। রঘুনাথের সঙ্গে সেই ব্রাহ্মণের সম্প্রীতি ছিল। তখন রঘুনাথের প্রহরীগণ নিদ্রিত। আচার্য্য রঘুনাথকে লইয়া চলিলেন। আচার্য্যের গৃহের নিকটে আসিলে রঘুনাথ তাঁহাকে বলিলেন—“আপনি গৃহে ফিরিয়া যাউন। আমি ব্রাহ্মণকে পাঠাইয়া দিব। আমাকে অহুমতি করুন।” রঘুনাথ যে কৌশলক্রমে নীলাচলে যাওয়ার অহুমতিই চাহিলেন; যত্ননন্দন আচার্য্য তাহা বুঝিতে পারেন নাই। তিনি রঘুনাথকে অহুমতি দিয়া গৃহে ফিরিয়া গেলেন। এদিকে রঘুনাথও নীলাচলের দিকে যাওয়ার জন্ত অগ্রসর হইলেন।

রঘুনন্দন। দ্বারকাচতুর্বাহের তৃতীয়বৃহৎ প্রহর। শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়নন্দনস্বরূপে শ্রীশ্রীরাধামাধবের লীলার সহায়তা করিয়াছিলেন। তিনিই শ্রীচৈতন্যের অভিন্নতত্ত্ব রঘুনন্দন। শ্রীথণ্ডে বৈষ্ণবকুলে আবির্ভূত। পিতা—মুকুন্দদাস; খল্লতাত—নরহরি সরকার ঠাকুর। ইহার কৃষ্ণভক্তির মাহাত্ম্যে ইহার পিতা মুকুন্দদাস বলিয়াছিলেন—“রঘুনন্দন হইতেই আমাদের কৃষ্ণভক্তি; স্বতরাং রঘুনন্দনই আমার পিতা, আমি তাঁর পুত্র।” মহাপ্রভু বলিয়াছিলেন—“রঘুনন্দনের কার্য্য—শ্রীকৃষ্ণসেবন। কৃষ্ণসেবা বিনা ইহার অগ্রত্ব নাহি মন।” রঘুনন্দনের গৃহে একটি কদম্ব

বৃক্ষ ছিল; বৎসরের মধ্যে বারমাসই সেই গাছে ফুল ফুটিত; রঘুনন্দন প্রত্যহ দুইটি কদম্বফুল দিয়া তাঁহার শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের কর্ণভূষণ রচনা করিতেন।

রঘুনাথদাস গোস্বামী। ব্রজের রসমঞ্জরী; কেহ কেহ ইহাকে ব্রজের রতিমঞ্জরী, আবার কেহ কেহ বা ভানুমতীও বলিয়া থাকেন। এই তিন জনের ভাবই তাঁহাতে বিদ্যমান। সপ্তগ্রামে কায়স্থকুলে আবির্ভূত। পিতা—গোবর্দ্ধন দাস; জ্যেষ্ঠা—হিরণ্যদাস। বাল্যকালে ইনি হরিদাস ঠাকুরের সঙ্গ ও রূপা লাভ করিয়াছিলেন; তাহার ফলেই বাল্য হইতেই ইনি সংসার-বিরক্ত; তাঁহাকে গৃহে আসক্ত করার উদ্দেশ্যে অল্প বয়সেই পিতা-মাতা একটা পরমাহমদরী কিশোরীর সহিত তাঁহার বিবাহ দেন। কিন্তু তাহাতে কোনও ফল হয় নাই। প্রভুর চরণ সান্নিধ্যে অবস্থানের উদ্দেশ্যে ইনি বার বার পলাইতে আরম্ভ করেন, বার বারই ধরা পড়েন। পরে পিতা-জ্যেষ্ঠা তাঁহাকে গ্রহরীবেষ্টিত করিয়া রাখিতেন। সন্ন্যাসের পরে প্রভু দুইবার শাস্তিপুরে আসিয়াছিলেন; দুইবারই রঘুনাথ পিতা-জ্যেষ্ঠার অন্তমতি লইয়া শাস্তিপুরে যাইয়া প্রভুর চরণ দর্শন করেন। দ্বিতীয়বারে প্রভু তাঁহাকে উপদেশ দিয়াছিলেন—“মর্কট বৈরাগ্য ত্যজ লোক দেখাইয়া। যথায়ুক্ত বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হৈয়া॥” আরও বলিয়াছিলেন—“আমি যখন বৃন্দাবন হইতে নীলাচলে কিরিয়া আসিব, তখন কোনও ছলে তুমি পলাইয়া আমার নিকটে যাইও। পরম-করণ শ্রীকৃষ্ণ তখন তোমাকে সেই স্থযোগ দিবেন।” নিত্যানন্দপ্রভু যখন পানিহাটীতে আসেন, তখন রঘুনাথ তাঁহার দর্শনের জন্ম গিয়াছিলেন। প্রভু রূপা করিয়া রঘুনাথের চিড়ামহোৎসব অঙ্গীকার করিলেন এবং বলিলেন—“শীঘ্রই তুমি নীলাচলে যাইতে সমর্থ হইবে। প্রভু তোমাকে স্বরূপদামোদরের হাতে অর্পণ করিবেন।” ইহার পরে তাঁহার গৃহ-ত্যাগের স্থযোগ হইল। নীলাচলে উপনীত হইলেন; প্রভু তাঁহাকে স্বরূপ দামোদরের হস্তে অর্পণ করিলেন। স্বরূপের সঙ্গে তিনি ষোল বৎসর পর্য্যন্ত প্রভুর অন্তরঙ্গ সেবা করিয়াছিলেন। মহাপ্রভুর এবং পরে স্বরূপ দামোদরের তন্তুর্দানের পরে শ্রীবৃন্দাবনে যান এবং কয়েক বৎসর পরে সেখানেই অন্তর্ধান প্রাপ্ত হইলেন।

রঘুনাথের বৈরাগ্য এবং নিয়ম-নিষ্ঠা ছিল বিশ্বস্তের বস্তু।

রঘুনাথদাস স্তবমালা, মুক্তাচরিত প্রভৃতি কয়েকখানা গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

মহাপ্রভুর পূর্বেই তাঁহার আবির্ভাব বলিয়া মনে হয় (৩৬।১৬৭-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)।

মূলগ্রন্থের বিষয়সূচীতে “রঘুনাথদাসগোস্বামি-প্রসঙ্গ” দ্রষ্টব্য।

রঘুনাথভট্টগোস্বামী। ব্রজের রাগমঞ্জরী। ব্রাহ্মণকুলে আবির্ভূত। পিতা—তপনমিশ্র, প্রভুর আদেশে যিনি কাশীতে বাস করিতেন। প্রভু যখন কাশীতে গিয়াছিলেন, তখন তপন মিশ্রের গৃহে ভিক্ষা করিতেন। তখন রঘুনাথভট্টের পক্ষে প্রভুর সেবার সৌভাগ্য মিলিয়াছিল। তিনি প্রভুর দর্শনের উদ্দেশ্যে দুইবার নীলাচলে গিয়াছিলেন; নিজে রন্ধন করিয়া মধ্যে মধ্যে প্রভুকে ভিক্ষা করাইতেন। তিনি রন্ধনে বিশেষ নিপুণ ছিলেন। প্রথম বারে প্রভু তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—“পিতামাতার সেবা করিবে; বৈষ্ণবের নিকটে ভাগবত পড়িবে। বিবাহ করিবে না।” তিনি তখন কাশীতে ফিরিয়া আসেন; পিতামাতার অন্তর্দ্বানের পরে আবার তিনি নীলাচলে যান। তখন প্রভু তাঁহাকে বৃন্দাবনে পাঠান। মূলগ্রন্থের বিষয়সূচীতে “রঘুনাথভট্ট গোস্বামী-প্রসঙ্গ” দ্রষ্টব্য।

রাঘব পণ্ডিত। ব্রজের ধনিষ্ঠা। পানিহাটীতে ব্রাহ্মণকুলে আবির্ভূত। রাঘব পণ্ডিতের কৃষ্ণসেবার পরিপাটীর ভূয়সী প্রশংসা মহাপ্রভুও করিয়াছেন। যেমন প্রীতি, তেমন গুচিতা ও শুদ্ধতা। রাঘবের বাড়ীতেও যথেষ্ট নারিকেল গাছ ছিল; তাহাতে নারিকেলও যথেষ্ট হইত। তথাপি যদি তিনি গুনিতেন—কোথাও ভাল নারিকেল পাওয়া যায়, তাহা হইলে যতই খরচ হউক না কেন, তাহা আনাইয়া শ্রীকৃষ্ণসেবায় দিতেন। গরমের দিনে ভাল স্বস্বাদ ভাব নারিকেল আনাইয়া প্রথমে জলে বা কর্দমে ডুবাইয়া রাখিয়া তাহা ঠাণ্ডা করিতেন; পরে স্বন্দররূপে ধুইয়া শঙ্খাকৃতি করিয়া মুখ করিয়া ভোগে দিতেন। ভক্তের প্রীতির দত্ত বস্তু শ্রীকৃষ্ণ আনন্দের সহিতই গ্রহণ করিতেন। কোনও কোনও দিন শ্রীকৃষ্ণ জল খাইয়া শূন্য ভাব রাখিতেন। রাঘব তাহা আনিয়া ভাবের সর বাহির করিয়া কৃষ্ণকে দিতেন; কোনও

কোনও দিন সন্দের পাত্রও শূন্য দেখা যাইত। একদিন রাঘবের এক সেবক কতকগুলি নারিকেল ভোগের জন্ত প্রস্তুত করিয়া একটা পাত্রে করিয়া মন্দিরের দ্বারে দাঁড়াইয়াছিল; রাঘব সেবার কাজে বাস্ত ছিলেন বলিয়া তৎক্ষণাৎ তাহা নিতে পারিলেন না। দেখিলেন—সেবক মন্দিরের ভিত্তিতে হাত দিয়া সেই হাতে আবার নারিকেল স্পর্শ করিয়াছে। পণ্ডিত বলিলেন—মন্দিরের সম্মুখভাগ দিয়া লোক চলাচল করে; বাতাসে পথের ধূলা উড়াইয়া মন্দিরের ভিত্তিতে আনে। সেই ভিত্তি ধরিয়া তুমি আবার সেই হাতে নারিকেল স্পর্শ করিয়াছ; ইহা ভোগের অযোগ্য হইয়াছে। ইহা বলিয়া প্রাচীরের উপর দিয়া নারিকেল ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন। এইভাবে, যে ঋতুতে যে দ্রব্য উপাদেয়, সেই ঋতুতে সেই দ্রব্যই রাঘব শ্রীতি, শুচিতা ও পরিপাটীর সহিত শ্রীকৃষ্ণে নিবেদন করিতেন। ভোগের জন্ত রাঘবের গৃহে যাহাই রন্ধন করা হইত, তাহাই অতি সুস্বাদু হইত। একজন মহাপ্রভু বলিয়াছেন—“রাঘবের ঘরে রান্ধে রাধা-ঠাকুরাণী।” মহাপ্রভু নিত্যই আবির্ভাবে রাঘবের গৃহে আহার করিতেন; রাঘব কখনও কখনও প্রভুর দর্শন পাইতেন।

মহাপ্রভু নীলাচল হইতে গোঁড়ে গিয়া সর্বপ্রথমে নৌকা হইতে রাঘবের গৃহেই উপনীত হইয়াছিলেন।

নিত্যানন্দপ্রভু নাম-প্রেম প্রচারার্থ দেশে-দেশে ভ্রমণ-কালে কয়েকবারই রাঘবের গৃহে পদার্পণ করিয়াছিলেন। শ্রীনিত্যানন্দের অচিন্ত্য-শক্তির প্রভাবে একবার রাঘবের গৃহে অকালে জাদ্বীরূপে কদম্বফুলও ফুটিয়াছিল। রাঘবের গৃহেই শ্রীনিত্যানন্দ রঘুনাথদাসের প্রতি কৃপা করিয়াছিলেন, তাঁহার দণ্ডমহোৎসব অঙ্গীকার করিয়াছিলেন।

রাঘবপণ্ডিত প্রভুর দর্শনের জন্ত প্রতি বৎসরেই রথযাত্রা উপলক্ষ্যে নীলাচলে যাইতেন। তাঁহার ভগিনী দময়ন্তী দেবী প্রভুর বারমাসের উপভোগের জন্ত অতি স্নেহের সহিত নানাবিধ দ্রব্য প্রস্তুত করিতেন; রাঘব সে সমস্ত ঝালি ভরিয়া মকরধ্বজকরের তত্ত্বাবধানে নীলাচলে লইয়া যাইতেন; প্রভুও প্রতিদিন কিছু কিছু করিয়া সারা বৎসর তাহা উপভোগ করিতেন।

রামচন্দ্র কবিরাজ। নিত্যানন্দ শাখা। কেহ কেহ মনে করেন—নিত্যানন্দশাখাভুক্ত রামচন্দ্র কবিরাজ এবং শ্রীশ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্য রামচন্দ্র কবিরাজ একই ব্যক্তি; কিন্তু ইহা সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। তাহার কারণ “গোবিন্দ কবিরাজ”-পরিচয়ে দ্রষ্টব্য।

রামচন্দ্রখান। বেনাপোলের জমিদার। অত্যন্ত বৈষ্ণবদেষী। হরিদাসঠাকুর যখন বেনাপোলের নির্জন বনে বাস করিতেন, তখন সমস্ত লোক তাঁহাকে খুব শ্রদ্ধাভক্তি করিত। রামচন্দ্রের তাহা সহ্য না হওয়ায় হরিদাসের দোষ অহুসন্ধান করিতে লাগিলেন। কোনও দোষ না পাইয়া দোষ-সৃষ্টির জন্ত একটা পরমাস্ত্রবদী যুবতী বেষ্টাকে রাজ্য-কালে হরিদাসের কুটীরে পাঠাইলেন। হরিদাসঠাকুর তাহাকে বলিলেন—“আমার নামসংখ্যা এখনও পূর্ণ হয় নাই বলিয়া নামকীর্ত্তন শুন; সংখ্যা পূর্ণ হইলে তোমার অভিলাষ পূর্ণ করিব।” কিন্তু রাজ্যশেষ হইয়া গেলেও তাঁহার নামকীর্ত্তন শেষ হয় না; বেষ্টা উঠিয়া চলিয়া আসে। এইভাবে তিন রাজি অতীত হইলে হরিদাসঠাকুরের প্রভাবে বেষ্টার পরিবর্তন হইল, বেষ্টা হরিদাসের চরণে পতিত হইয়া সমস্ত ব্যাপার খুলিয়া বলিল এবং নিজের উদ্ধারের উপায় প্রার্থনা করিল। হরিদাস তাহাকে নামকীর্ত্তনের উপদেশ দিয়া সেই স্থান ত্যাগ করিলেন। হরিদাসের অবমাননায় রামচন্দ্রখান যে-অপরাধের বীজ রোপণ করিলেন, তাহার ফল হইল অতি ভীষণ। একবার সপরিবার শ্রীনিত্যানন্দ রামচন্দ্রের গৃহে আসিলে নিজের লোকের দ্বারা রামচন্দ্র তাঁহাকে তাড়াইয়া দিলেন। পরে, রাজকর দিতেন না বলিয়া রাজ্যের স্বেচ্ছ উজীর আসিয়া তাঁহার দুর্গামণ্ডপে বসিলেন এবং সে-স্থানে অমেধ্য রন্ধন করিলেন এবং রামচন্দ্র ও তাঁহার স্ত্রী-পুত্রকে বাঁধিয়া নিলেন। মহতের নিকটে অপরাধের বিষয় ফলের দৃষ্টান্ত রামচন্দ্রখান।

রামদাস অভিরাণ। দ্বাদশ গোপালের একতম। ব্রজের শ্রীদাম-সখা। খানাকুল কৃষ্ণনগরে ব্রাহ্মণকুলে আবির্ভূত। তিনি সর্বদা সখ্যাপ্রেমের আবেশে উন্মত্ত থাকিতেন। শ্রীনিত্যানন্দের আদেশে ইনি আচার্য্য হইয়া ভক্তিদর্শন প্রচার করিয়াছিলেন। “জয়মঙ্গল”-নামে তাঁহার একটা চাবুক ছিল; এই চাবুক দিয়া তিনি যাহাকে স্পর্শ

করিতেন, তিনিই কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত হইতেন। ভক্তিবন্ধুর বলেন—বৃন্দাবন-গমনের পূর্বে শ্রীনিবাস আচার্য যখন থানাকুল কৃষ্ণনগরে গিয়াছিলেন, তখন অভিরামঠাকুর শ্রীনিবাসের অঙ্গে তিনবার এই চাবুক স্পর্শ করাইয়াছিলেন; তখন অভিরাম-গৃহিণী মালিনীদেবী হাসিয়া তাঁহার হাত ধরিয়া বলিলেন—“ঠাকুর স্থির হও; শ্রীনিবাস বালক; তোমার চাবুকের স্পর্শে অধীর হইয়া পড়িবে।”

কথিত আছে বিষ্ণুবিগ্রহব্যতীত অন্য কোনও বিগ্রহকে অভিরাম প্রণাম করিলে সেই বিগ্রহ বিদীর্ণ হইয়া যাইত।

এক সময়ে শ্রীনিত্যানন্দের সহিত খেলা করিতে করিতে প্রেমরসে উন্মত্ত হইয়া অভিরামঠাকুর বাঁশী বাজাইতে চাহিলেন; কিন্তু তখন সেখানে বাঁশী ছিল না; ছিল এক খণ্ড কাষ্ঠ, যাহা বহন করিতে বত্রিশ জন লোকের প্রয়োজন হয়, এত ভারী। কিন্তু অভিরামঠাকুর প্রেমাবেশে অনায়াসে তাহা উত্তোলন করিয়া বাঁশীর ছায় মুখের নিকটে ধারণ করিয়াছিলেন। “রামদাস অভিরাম সখ্যাপ্রেমরাশি। ষোলসালের কাষ্ঠ লৈয়া যে করিল বাঁশী ॥”

অভিরামঠাকুর শ্রীচৈতন্যশাখাভুক্ত, মহাপ্রভু ইহাকে নাম-প্রেম-প্রচারের কার্যে নিত্যানন্দপ্রভুর সঙ্গী করিয়া দিয়াছিলেন বলিয়া নিত্যানন্দশাখাতেও ইহার নাম আছে।

রামাই। শ্রীচৈতন্যশাখা। নীলাচলে গোবিন্দের আয়ুগতো গোবিন্দেরই সঙ্গে প্রভুর সেবা করিতেন। রামাই প্রতিদিন বাইশ ঘড়া জল তুলিতেন। ইনি ছিলেন ব্রজলীলায় জলসংস্কারকারী পয়োধ।

রামানন্দ বহু। শ্রীচৈতন্যশাখা। ব্রজের কলকঠীনাম্নী গন্ধর্ব-নাটিকা। কুলীনগ্রামে কায়স্থকুলে আবির্ভূত। পিতা—লক্ষ্মীনাথ বহু (সত্যরাজ খান); পিতামহ—মালাধর বহু (গুণরাজ খান)। প্রভুর দর্শনের জন্ত প্রতি বৎসর নীলাচলে যাইতেন এবং রথযাত্রাদিকালে কীর্তনে নৃত্য করিতেন। একবার নীলাচলে সত্যরাজ খান ও রামানন্দ বহু প্রভুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—“প্রভু, আমরা গৃহস্থ, বিধবী; আমাদের সাধন কি?” প্রভু বলিলেন—“কৃষ্ণসেবা করিবে, বৈষ্ণবসেবা করিবে এবং নিরন্তর কৃষ্ণনাম কীর্তন করিবে।” তখন সত্যরাজ খান বলিলেন—“কিভাবে বৈষ্ণব চিনিব? বৈষ্ণবের সামান্য লক্ষণ কি?” তহত্বরে—প্রভু বলিয়াছিলেন—“যার মুখে শুনি একবার। কৃষ্ণনাম, পূজা সেই শ্রেষ্ঠ সভাকার ॥ * * যার মুখে এক কৃষ্ণনাম। সেই বৈষ্ণব, করি তার পরম সম্মান ॥” পরের বৎসরেও তাঁহারা প্রভুর নিকটে আবার গৃহস্থ বিধবীর কর্তব্যের কথা জিজ্ঞাসা করায় প্রভু বলিয়াছিলেন—“বৈষ্ণবসেবা, নামসকীর্তন। দুই কর, শীঘ্র পাবে শ্রীকৃষ্ণচরণ ॥” এবারও তাঁহারা বৈষ্ণবের লক্ষণ জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রভু বলিলেন—“কৃষ্ণনাম নিরন্তর যাহার বদনে। সেই বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ, ভজ তাহার চরণে ॥” বর্ষান্তরে আরও একবার তাঁহারা ঐরূপ প্রশ্নই করিয়াছিলেন। প্রভু বলিলেন—“যাহার দর্শনে মুখে আইসে কৃষ্ণনাম। তাঁহারে জানিবে তুমি বৈষ্ণব প্রধান ॥” এইরূপে প্রভু যথাক্রমে বৈষ্ণব, বৈষ্ণবতর ও বৈষ্ণবতমের লক্ষণ প্রকাশ করিলেন।

প্রভু সত্যরাজ খান ও রামানন্দ বহুকে শ্রীজগন্নাথের একগাছি ছিড়া পট্টডোরী দিয়া আদেশ করিলেন—“এই পট্টডোরীর তুমি হও যজমান। প্রতিবর্ষ আনিবে ডোরী করিয়া নির্মাণ ॥” প্রভু নমুনাক্রমে ছিড়া পট্টডোরী দিয়া বলিয়াছিলেন—“ইহা দেখি করিবে ডোরী অতি দৃঢ় করি ॥” তদবধি সত্যরাজ ও রামানন্দ প্রতিবর্ষে জগন্নাথের পট্টডোরী লইয়া যাইতেন। পাণ্ডুবিজয়ের সময়ে জগন্নাথের কটিতটে পট্টডোরী বাধিয়া সেবক দয়িতাগণ ডোরীর দুই পার্শ্বে ধরিয়া জগন্নাথকে পাণ্ডুবিজয় করাইয়া থাকেন।

শ্রীনিত্যানন্দশাখাতেও এক রামানন্দ বহুর নাম পাওয়া যায়। এক রামানন্দ বহুরই দুই শাখাতে গণনা কিনা বলা যায় না। শ্রীনিত্যানন্দের সঙ্গে নাম-প্রেম প্রচারের জন্ত প্রহাপ্রভু ষাঁহাদের আদেশ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে রামানন্দ বহুর নাম দৃষ্ট হয় না।

রামানন্দ রায়। দ্বাপর-লীলার পাণ্ডুপুত্র অর্জুন, ব্রজের অর্জুনায়া গোপী এবং ললিতা—এই তিন জনই রামানন্দ রায়ে অবস্থিত। রামানন্দ রায় যে ললিতা ছিলেন, একথা অনেকে স্বীকার করেন না। ধ্যানচন্দ্র গোস্বামীর মতে রামানন্দ রায় হইলেন ব্রজলীলার বিশাখা। রামানন্দ রায়ে যে স্ববলের ভাবও আছে, শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের

“স্ববল যৈছে পূর্বের কৃষ্ণস্বথের সহায়। গৌরস্বথদানেহেতু তৈছে রামরায় ॥ ৩৬৮” —এই পয়ার হইতে তাহা জানা যায়। রামানন্দ রায় উৎকলে ভবানন্দ রায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্ররূপে আবির্ভূত। ইনি রাজা প্রতাপরুদ্রের অধীনে রাজমহেন্দ্রীর শাসনকর্তা ছিলেন। গোদাবরী-তীরে বিজানগরে ছিল ইহার সদর কার্যস্থল। প্রভুর দক্ষিণদেশ-ভ্রমণকালে বিজানগরে প্রভুর সহিত রামানন্দের প্রথম মিলন হয় এবং তখনই প্রভু রামানন্দের মুখে সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব, তদ্ব্যাপদেশে বাধাপ্রেমের মহিমা প্রকাশিত করান এবং শেষকালে প্রভু তাঁহার নিকটে নিজের স্বরূপ—রসরাজ মহাভাব দুইয়ে একরূপ—প্রকাশ করিয়া স্বীয় তত্ত্ব ব্যক্ত করেন। দক্ষিণ-ভ্রমণ হইতে প্রত্যাবর্তনের পথেও প্রভু বিজানগরে তাঁহার সহিত মিলিত হইয়াছিলেন এবং তীর্থভ্রমণ-কাহিনী প্রকাশ করিয়াছিলেন। প্রভুর আদেশে রামানন্দ রায় রাজকার্য ত্যাগ করিয়া নীলাচলে প্রভুর নিকটে অবস্থান করিয়াছিলেন এবং স্বরূপদামোদরের সঙ্গে গীত-ক্লোকাদি-দ্বারা প্রভুর কৃষ্ণবিশোগ-ব্যথার সাধনা ও ভাবের পুষ্টি সাধন করিতেন। রামানন্দ রায় ছিলেন পরম ভাগবত, মহাপ্রেমিক, পরম পণ্ডিত, রসজ্ঞ ভক্ত। ইনি জগন্নাথবল্লভ-নামক একখানি কৃষ্ণলীলা-নাটক লিখিয়াছেন। দেবদানীদিগকে নিজে অভিনয় শিক্ষা দিয়া শ্রীজগন্নাথদেবের সাক্ষাতে এই নাটকের অভিনয় করাইয়াছিলেন। ইনি ছিলেন প্রভুর অত্যন্ত মরমী পার্শ্বদ। প্রভুও ইহার নিকটে কৃষ্ণকথা শুনিতেন এবং প্রহ্লাদমিশ্র-আদিকেও ইহার মুখে কৃষ্ণকথা শুনাইতেন। স্বরূপদামোদরের সঙ্গে ইহার অত্যন্ত হৃদয়তা ছিল। প্রভুর শেষ দ্বাদশ বৎসরের লীলায় এই দুই জনই ছিলেন প্রভুর নিত্য সঙ্গী। মূলগ্রন্থের বিষয়-সূচীতে “রামানন্দ রায়-প্রসঙ্গ” দ্রষ্টব্য।

লক্ষ্মীদেবী (লক্ষ্মীপ্রিয়া)। মহাপ্রভুর প্রথমা সহধর্মিণী। পিতা—বল্লভাচার্য্য, যিনি পূর্বের ছিলেন মিথিলাধিপতি রাজর্ষি জনক; কেহ কেহ বলেন—ইনি ছিলেন; রুক্মিণীর পিতা ভীষ্মক। জানকী ও রুক্মিণী উভয়ে মিলিয়া লক্ষ্মীদেবী হইয়াছেন। প্রভু যখন পূর্ববঙ্গ-ভ্রমণে গিয়াছিলেন, তখন নবদ্বীপে লক্ষ্মীদেবী প্রভুর বিরহ-সর্বের দংশনচ্ছলে অন্তর্দ্বান প্রাপ্ত হইলেন।

লোকনাথ গোস্বামী। যশোহর জেলার অন্তর্গত তালখড়িগ্রামে আবির্ভূত। পিতা—পদ্মনাভ; একমাত্র কনিষ্ঠ সহোদর—প্রগল্ভ। মহাপ্রভুর আদেশে লোকনাথ গোস্বামী শ্রীবৃন্দাবনে যাইয়া বাস করেন। ইহার একমাত্র শিষ্য শ্রীল নরোত্তমদাস ঠাকুর। ব্রজলীলায় লোকনাথ গোস্বামী ছিলেন লীলামঞ্জরী। লীলামঞ্জরীরই আর একটি নাম মঞ্জুনালি।

শঙ্কর পণ্ডিত। ব্রজলীলার ভদ্রাসখী, ষাঁহার বক্ষঃস্থলে শ্রীকৃষ্ণ ঘুমাইতেন। দামোদর-পণ্ডিতের কনিষ্ঠ-ভ্রাতারূপে আবির্ভূত। প্রভুর দক্ষিণদেশ হইতে নীলাচলে প্রত্যাবর্তনের পরে গোড়ীয়ভক্তদের সঙ্গে ইনি নীলাচলে আসেন। ইহাকে দেখিয়া প্রভু দামোদর পণ্ডিতকে বলিয়াছিলেন—“দামোদর, তোমার উপরে আমার সর্গোরব-প্রীতি; কিন্তু শঙ্করের উপরে কেবল শুদ্ধ প্রেম। অতএব, শঙ্করকে আমার নিকটে রাখ।” শুনিয়া দামোদর বলিয়াছিলেন—“শঙ্কর বয়সে আমার ছোট; কিন্তু প্রভু, তোমার কৃপায় এখন আমার বড় ভাই হইল।” তদবধি শঙ্করপণ্ডিত নীলাচলেই থাকিতেন। কৃষ্ণবিরহ-জনিত আর্তিবশতঃ গম্ভীরা হইতে বাহির হওয়ার চেষ্টায় পথ না পাইয়া দেওয়ালের ঘর্ষণে প্রভুর মুখে এবং মাথায় যখন ক্ষত হইয়াছিল, তখন স্বরূপ-দামোদরাদি পরামর্শ করিয়া শঙ্করকে প্রভুর সঙ্গে গম্ভীরার ভিতরে শোয়াইয়াছিলেন—প্রভুর রক্ষী হিসাবে। শঙ্কর প্রভুর পদতলে শয়ন করিতেন, প্রভু তাঁহার দেহের উপরে পাদপ্রসারণ করিতেন। এজ্ঞ শঙ্করের একটা নাম হইয়াছিলেন—প্রভুর “পাদোপধান”। শঙ্কর প্রভুর পাদসংবাহন করিতেন; ঘুম পাইলে পদতলেই ঘুমাইয়া পড়িতেন; আবার কিন্তু শীঘ্রই জাগিয়া উঠিয়া পাদসংবাহন করিতেন। এইরূপে শঙ্করের রাত্রি কাটিত। যখন ঘুমাইতেন, শীতকালেও খালিগায়ে ঘুমাইতেন; প্রভু উঠিয়া নিজের কাঁথাখানি শঙ্করের গায়ে দিতেন। তাঁহার ভয়ে প্রভু গম্ভীরা হইতে বাহিরে যাইতে পারিতেন না, দেওয়ালে মুখাদিও ঘষিতে পারিতেন না।

শচীদেবী। পূর্বের অদিতি, কৌশল্যা, দেবকী এবং যশোদা (১১৭১২৮৫)—এই চারিজনের মিলিত-স্বরূপ। নীলাধর চক্রবর্তীর কণ্ঠ্যরূপে আবির্ভূত। মহাপ্রভুর জননী। “আই”-নামেও খ্যাত। ক্রমে ক্রমে ইহার

আটটি কথা আবির্ভূত হইয়া তিরোধান প্রাপ্ত হইলেন। পরে বিশ্বরূপের আবির্ভাব। বিশ্বরূপের পরে প্রভুর আবির্ভাব। অল্প বয়সেই বিশ্বরূপ সম্যাস গ্রহণ করিয়া সংসার ত্যাগ করেন। কিছুকাল পরে স্বামী জগন্নাথ মিশ্রও অন্তর্দান প্রাপ্ত হইলেন। তখন প্রভুই ছিলেন তাঁহার একমাত্র সম্বল। শচীমাতা ছিলেন যেন মূর্ত্তিমতী সহিষ্ণুতা। প্রভুর বাল্যচাপল্যজনিত ব্যবহার সমস্তই অগ্নানবদনে সহ্য করিতেন। গয়া হইতে প্রত্যাবর্তনের পরে প্রভুর দেহে যখন কৃষ্ণপ্রেমের বিকার আবির্ভূত হইল, বাৎসল্যবশে শচীমাতা মনে করিলেন—নিমাইয়ের বায়ুরোগ হইয়াছে; তিনি প্রভুব চিকিৎসার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। জগতের জীবের শিক্ষার নিমিত্ত প্রভু একসময়ে শচীমাতাকে উপলক্ষ্য করিয়া বৈষ্ণব-অপরাধের গুরুত্ব দেখাইয়াছিলেন। সম্যাসের পরে প্রভু যখন শান্তিপুরে আসিয়াছিলেন, তখন শচীমাতা শান্তিপুরে যাইয়া প্রভুকে দর্শন করেন; কয়েক দিন থাকিয়া স্বহস্তে রন্ধন করিয়া প্রভুকে ভিক্ষা দিতেন। তাঁহার আদেশেই প্রভু নীলাচলে বাস করেন। প্রভু নীলাচল হইতে মায়ের জন্ম জগন্নাথের মহাপ্রসাদ এবং প্রসাদী বস্তু পাঠাইতেন এবং লোকদ্বারাও মায়ের চরণে নিজের প্রণাম এবং সংবাদ জানাইতেন। বালগোপালের ভোগ লাগাইয়া শচীমাতা যখন প্রসাদ সম্মুখে রাখিয়া ভাবিতেন—“নিমাই যদি ঘরে থাকিত, এ-সকল ব্যঞ্জনাদি আহার করিয়া কত তুষ্ট হইত”, আর কাঁদিতেন, তখন প্রত্যহ আবির্ভাবে প্রভু আসিয়া মায়ের সাক্ষাতেই ভোজন করিতেন; মা কোনও কোনও দিন তাহা দেখিতেন; কিন্তু দেখিলেও শুদ্ধ বাৎসল্যের আবেশে ক্ষুণ্ণি বলিয়া মনে করিতেন।

শিখি মাহিষ্ঠী। নীলাচলবাসী। জগন্নাথের লিখন-অধিকারী। ইহারই ভগিনী মাধবী দাসী। ইনি প্রভুর একজন মরমী ভক্ত। মহাভাগবত। প্রভু ইহাকেও শ্রীরাধার গণভুক্ত বলিয়া মনে করিতেন। ব্রজলীলায় ইনি ছিলেন—রাগলেখা।

শিবানন্দসেন। ব্রজলীলার বীরা দূতী। বৈষ্ণবুলে আবির্ভূত। শ্রীপাট—কুমারহট্টে (হালিসহরে)। ইহার তিন পুত্র—চৈতন্যদাস, রামদাস এবং পরমানন্দদাস (কবিকর্ণপুর)। শিবানন্দসেন ছিলেন প্রভুর অন্তরঙ্গ পার্শ্ব। প্রভুর আদেশে প্রতিবর্ষে ইনি গোড়ীয়-ভক্তদের সঙ্গে করিয়া নীলাচলে লইয়া যাইতেন এবং পথে সকলের আহার-বাসস্থান-ঘাটীদানাদি সমাধান করিতেন। একবার তাঁহাদের নীলাচল-গমনের পথে একটা কুকুর আসিয়া তাঁহাদের সহিত মিলিত হইল। শিবানন্দ এই কুকুরটাকেও আহারাতি দিয়া সঙ্গে নিয়াছিলেন এবং অনেক বেশী পয়সা দিয়াও ইহাকে খেয়া পার করাইয়াছিলেন। একদিন অধিক রাত্রিতে ঘাটী হইতে বাসায় ফিরিয়া জানিলেন—সকলের আহারাতি হইয়া গিয়াছে; কিন্তু কুকুর ভাত পায় নাই। কুকুর বাসাতেও নাই। খোজ করাইয়াও কুকুরকে পাওয়া গেল না। শিবানন্দ সেই রাত্রিতে উপবাসী রহিলেন। নীলাচলে উপস্থিতির পর এক দিন প্রভুর চরণ দর্শন করিতে যাইয়া দেখেন—প্রভুর সক্ষাতে সেই কুকুরটি বসিয়া আছে, প্রভুপ্রদত্ত প্রসাদী নারিকেল খাইতেছে, আর প্রভুর শিক্ষা অনুসারে “কৃষ্ণ কৃষ্ণ” বলিতেছে। শিবানন্দ কুকুরের চরণে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া নিজের অপরাধ ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। আর এক দিন শিবানন্দ ঘাটীতে আবদ্ধ; সঙ্গীদের বাসা ঠিক করিতে পারেন নাই। রাত্রিও একটু বেশী হইয়াছে। নিত্যানন্দপ্রভু যেন ক্ষুধায় অস্থির হইয়া বলিলেন—“ক্ষুধা পাইয়াছে। শিবা এখনও আসিল না। শিবায় তিন পুত্র মরুক।” সেবার শিবানন্দ-পত্নীও গিয়াছিলেন। তিনি নিত্যানন্দের এই কথা শুনিয়া অমঙ্গলের আশঙ্কা করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। শিবানন্দ আসিলে পত্নীর মুখে সমস্ত শুনিয়া বলিলেন—“কাঁদ কেন? শ্রীনিতাইর বালাই লইয়া আমার তিন পুত্র মরুক।” গেলেন তিনি শ্রীনিত্যানন্দের নিকটে; নিত্যানন্দ তাঁহাকে লাথি মারিলেন; শিবানন্দের পরম আনন্দ। বলিলেন—“এত দিনে জানিলাম, প্রভু, এই অধমকে ভৃত্য বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছ।”

উদার-চরিত বাহুদেব দত্ত কিছুই সঞ্চয় করিতেন না। মহাপ্রভু শিবানন্দকে বলিয়াছিলেন—“তুমি সরথেল হইয়া বাহুদেবের সমস্ত কার্যের, তাহার আয়ব্যয়ের সমাধান করিবে।”

একবার অধিকায় নকুলব্রহ্মচারীর দেহে প্রভুর আবেশ হইয়াছিল। শিবানন্দ সেন তাহা শুনিয়া অধিকায়

গেলেন ; কিন্তু ব্রহ্মচারীর সাক্ষাতে না গিয়া লুকাইয়া রহিলেন, আর ভাবিলেন—“যদি ব্রহ্মচারী আমার নাম ধরিয়া ডাকিয়া নেওয়ান এবং আমার ইষ্টমন্ত্র বলিয়া দিতে পারেন, তাহা হইলেই বুঝিব—বাস্তবিকই তাঁহাতে সর্বজ্ঞ গৌরহৃদয়ের আবেশ হইয়াছে।” ব্রহ্মচারী বাস্তবিকই তাঁহাকে নাম ধরিয়া ডাকাইয়া নিয়াছিলেন এবং তাঁহার ইষ্টমন্ত্র বলিয়া দিয়াছিলেন। হুসিংহানন্দের আস্থানে শিবানন্দের গৃহে প্রভু একবার আবির্ভাবে ভোজন করিয়াছিলেন ; শিবানন্দ অবশ্য প্রভুর দর্শন পায়েন নাই। পরের বৎসর প্রভু নিজেই এই ভোজনের কথা ব্যক্ত করিয়া শিবানন্দের সংশয় দূর করিয়াছিলেন।

নীলাচলে ইনি প্রভুকে মধ্য মধ্যে নিমন্ত্রণ করিয়া ভিক্ষা দিতেন ; তাঁহার পুত্রদের নামেও প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিতেন। গৌরলীলার অনেক বিবরণ ইহার নিকট হইতে জানিয়া কবিকর্ণপুর স্বীয় গ্রন্থে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। মূলগ্রন্থের বিষয়সূচীতে “শিবানন্দসেন-প্রসঙ্গ” দ্রষ্টব্য।

শুক্লাধর ব্রহ্মচারী। দ্বাপরের যজ্ঞপত্নী ; কোনও কোনও মতে যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ। নবদ্বীপে আবির্ভূত। ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ। “কৃষ্ণ কৃষ্ণ” বলিয়া ভিক্ষা করিতেন ; সমস্ত দিনে যাহা পাইতেন, সন্ধ্যাসময়ে তাহা রান্না করিয়া শ্রীকৃষ্ণে নিবেদন করিয়া প্রসাদ পাইতেন। সর্বদা কৃষ্ণপ্রেমে ডগমগ। গয়া হইতে প্রত্যাবর্তনের পরে ইহারই গৃহে ভক্তগণের নিকটে প্রভু কৃষ্ণবিরহ-জনিত আর্ন্তিতে বিহ্বলতা প্রকাশ করিয়াছিলেন। একদিন ঝুলি কাঁধে করিয়া শুক্লাধর প্রভুর সাক্ষাতে উপস্থিত হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। দেখিয়া প্রভু হাসিলেন। তাঁহার ঝুলি হইতে নিজ হাতে ভিক্ষার চাউল লইয়া থাইতে লাগিলেন। একদিন প্রভু তাঁহাকে বলিলেন—“ঘরে গিয়া রান্না করিয়া কৃষ্ণের নৈবেদ্য কর। মধ্যাহ্নে আমি গিয়া খাইব।” শুক্লাধর ফাঁপরে পড়িলেন। ভক্তদের পরামর্শে ততুল ও গর্তখোড় “আলগোছে” রান্না করিলেন। প্রভু গদ্যমান করিয়া আসিয়া কৃষ্ণে নিবেদন করিয়া তাহা গ্রহণ করিলেন।

শুক্লাধর ব্রহ্মচারী ছিলেন প্রভুর কীর্ত্তনসঙ্গী। ইনি প্রভুর দর্শনের জন্ত নীলাচলেও যাইতেন।

শ্রীকান্তসেন। ব্রজের কাত্যায়নী। বেথুঝুলে আবির্ভূত। শিবানন্দসেনের ভাগিনেয়। নিত্যানন্দপ্রভু শিবানন্দসেনকে গালি, শাপ দিয়াছিলেন বলিয়া এবং লাথি মারিয়াছিলেন বলিয়া ইনি মনে দুঃখ পাইয়া প্রভুর নিকটে নালিশ করার জন্ত সকলকে ছাড়িয়া আগেই প্রভুর নিকটে আসিলেন। আসিয়া “পেটাদ্বী-গায়ে”ই প্রভুকে দণ্ডবৎ করায় গোবিন্দ বলিয়াছিলেন—“শ্রীকান্ত পেটাদ্বী উতার।” সর্বজ্ঞ প্রভু সমস্ত পূর্বেই জানিয়াছেন ; তাই বলিলেন—“গোবিন্দ, ওকে কিছু বলিও না ; ও মনে দুঃখ পাইয়া আসিয়াছে।” শ্রীকান্ত বুঝিলেন—প্রভু সমস্তই জানিয়াছেন। তাই শ্রীকান্ত কিছু বলিলেন না। আর একবার রথযাত্রার কয়েকমাস পূর্বেই ইনি একাকী প্রভুর দর্শনে নীলাচলে আসিয়াছিলেন। প্রভুর বিশেষ রূপা লাভ করিয়াছিলেন। যাওয়ার সময় প্রভু তাঁহাকে বলিলেন—“গৌড়ীয় ভক্তদের বলিও, এবার যেন রথযাত্রা উপলক্ষ্যে কেহ নীলাচলে না আসেন। আমিই গোড়ে যাইব। তোমার মামা শিবানন্দের গৃহেও যাইব। জগদানন্দ গোড়ে আছেন, রান্না করিয়া আমাকে ভিক্ষা দিবেন।” অষ্টৈতাচার্যাদি নীলাচলে যাওয়ার জন্ত প্রস্তুত হইতেছিলেন ; এমন সময় শ্রীকান্ত আসিয়া প্রভুর কথিত সংবাদ জানাইলেন। কেহ আর সেইবার নীলাচলে গেলেন না। প্রভুও আসেন নাই ; তবে আবির্ভাবে শিবানন্দের গৃহে ভোজন করিয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীজীবগোস্বামী। ব্রজের বিলাস-মঞ্জরী। ভরদ্বাজগোত্রীয় যজুর্বেদী ব্রাহ্মণবংশে আবির্ভূত। পিতা—শ্রীশ্রীরূপসনাতনের অহুজ্ঞ অহুপম মল্লিক—শ্রীবল্লভ। বংশপরিচয়—শ্রীসর্বজ্ঞ নামে কর্ণাটের একজন প্রবলপরাক্রান্ত রাজা ছিলেন ; তিনি ছিলেন ভরদ্বাজগোত্রীয় যজুর্বেদী ব্রাহ্মণ ; চারিবেদেই তাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল ; চারিবেদের অধ্যাপনাতেই তিনি বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। কর্ণাটদেশীয় জনসাধারণের মধ্যে, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণসমাজে, তিনি বিশেষ পূজা ও সম্মানের পাত্র ছিলেন বলিয়া তিনি “জগদগুরু”-নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। শ্রীসর্বজ্ঞ জগদগুরু পুত্র অনিরুদ্ধ ; ইনিও বেদজ্ঞ ছিলেন। শ্রীঅনিরুদ্ধের দুই পুত্র—রূপেশ্বর ও হরিহর। জ্যেষ্ঠ রূপেশ্বর বহুশাস্ত্রে

বিশেষ পাণ্ডিত্য লাভ করেন; কনিষ্ঠ হরিহর শত্রুবিজ্ঞায় পারদর্শী ছিলেন। দুই পুত্রকে রাজত্ব ভাগ করিয়া দিয়া অনিরুদ্ধ শ্রীকৃষ্ণধাম প্রাপ্ত হইলেন। কিছু দিন পরে অল্প হরিহর জ্যেষ্ঠ রূপেশ্বরকে রাজ্যভ্রষ্ট করিয়া স্বয়ং সমগ্র রাজ্য অধিকার করেন। রূপেশ্বর নিকপায় হইয়া আটটি অশ্ব এবং পত্নীকে লইয়া পৌরন্ত্য দেশে পলায়ন করেন এবং পৌরন্ত্যের রাজা শিখরেশ্বরের সখ্য লাভ করিয়া সেইস্থানেই বাস করিতে থাকেন। এই স্থানে তাঁহার এক পুত্র জন্মে, নাম পদ্মনাভ। পদ্মনাভ সাদ্ধ যজুর্বেদে, সমস্ত উপনিষদে এবং রসশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। শ্রীশ্রীজগন্নাথে তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি ছিল। শেষ বয়সে গঙ্গাবাস করিবার উদ্দেশ্যে, শিখরেশ্বরের রাজ্য ত্যাগ করিয়া গঙ্গাতট-নিকটবর্তী নবহট্ট (কালনার নিকটবর্তী নৈহাটি) গ্রামে আসিয়া বসতি স্থাপন করেন। এইস্থানে তিনি রাজা দহুজমর্দনের সৌহার্দ্য লাভ করিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করিতে থাকেন। এই স্থানেও তিনি আড়ম্বরের সহিত জগন্নাথের সেবা করিতেন। পদ্মনাভের আঠারটি কন্যা ও পাঁচটি পুত্র। পাঁচপুত্রের মধ্যে পুরুষোত্তম ছিলেন সর্বজ্যোষ্ঠ; তাঁহার পরে জগন্নাথ, নারায়ণ, মুরারি ও মুকুন্দ। মুকুন্দের পুত্র কুমারদেব। কুমারদেব ছিলেন অত্যন্ত শুদ্ধাচারী ব্রাহ্মণ; ব্রাহ্মণোচিত কার্যাদিতেই তিনি সর্বদা নিষ্ঠার সহিত ব্যাপৃত থাকিতেন। আচারহীন ব্যক্তির স্পর্শভয়ে ইনি প্রায় নির্জনেই থাকিতেন। অহিন্দুর স্পর্শ হইলে প্রায়শ্চিত্ত না করিয়া ইনি জলবিন্দু গ্রহণ করিতেন না। কোনও কারণে কুমারদেব নৈহাটি হইতে বাকলা চন্দ্রদ্বীপে যাইয়া বাস করিতে থাকেন। যশোহরের অন্তর্গত কতেয়াবাদেও তাঁহার এক বাড়ী ছিল। কুমারদেবের অনেক সন্তান ছিলেন; তন্মধ্যে শ্রীসনাতন, শ্রীরূপ এবং শ্রীঅনুপম—এই তিন জনই বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ বলিয়া বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে কুমারদেবের এক কন্যার কথাও জানা যায়; তাঁহার স্বামীর নাম ছিল শ্রীকান্ত; গোড়েশ্বরের অশ্ব খরিদের জন্ত শ্রীকান্ত হাজিপুরে থাকিতেন। কেহ কেহ বলেন—শ্রীসনাতনের পিতৃদত্ত নাম ছিল অমর, শ্রীরূপের পিতৃদত্ত নাম ছিল সন্তোষ এবং শ্রীঅনুপমের পিতৃদত্ত নাম ছিল বল্লভ। ইহারা তিন জনেই গোড়েশ্বরের অধীনে রাজকার্য্য করিতেন। তাঁহাদের গোড়েশ্বর-প্রদত্ত পদানুযায়ী নাম ছিল যথাক্রমে সাকর-মল্লিক; দবীরখাস এবং অনুপম মল্লিক। রামকেলিতে যখন প্রভুর সহিত সাকর-মল্লিক ও দবীরখাসের সাক্ষাৎ হয়, তখন প্রভু তাঁহাদের নাম রাখিয়াছিলেন সনাতন ও রূপ।

উল্লিখিত বংশবিবরণী হইতে জানা যায়—কর্ণাটারাজ সর্বজ্ঞের পুত্র অনিরুদ্ধ, অনিরুদ্ধের পুত্র রূপেশ্বর, রূপেশ্বরের পুত্র পদ্মনাভ; পদ্মনাভের পুত্র মুকুন্দ, মুকুন্দের পুত্র কুমারদেব; কুমারদেবের কনিষ্ঠ পুত্র অনুপম এবং অনুপমের পুত্র শ্রীজীব। এইরূপে দেখা গেল—শ্রীজীবের উর্দ্ধতন অষ্টম, সপ্তম এবং ষষ্ঠ পুরুষ ছিলেন কর্ণাটের রাজা। (শ্রীমদভাগবতের লঘুতোবর্গী-টীকার উপসংহারে শ্রীজীবগোষ্ঠামিলিখিত বিবরণ হইতেই উল্লিখিত বংশবিবরণী গৃহীত হইয়াছে)।

ভক্তিব্রতাকর বলেন—মহাপ্রভু যখন রামকেলিতে গিয়াছিলেন (১৪৩৬ শকে), তখন “শ্রীজীবাদি সঙ্গোপনে প্রভুরে দেখিল। অতি প্রাচীনের মুখে একথা শুনি।” প্রভুর সহিত মিলনের পরে শ্রীরূপ যখন অস্থাবর ধনসম্পত্তি লইয়া নৌকাযোগে পিতৃগৃহে গমন করেন, তখন অনুপম এবং শ্রীজীবও সেই সঙ্গে বাকলা চন্দ্রদ্বীপে আসেন। মহাপ্রভু বৃন্দাবন-গমনের সংবাদ পাইয়া শ্রীরূপ ও শ্রীঅনুপম যখন বৃন্দাবন যাত্রা করেন, তখন শ্রীজীব চন্দ্রদ্বীপেই থাকেন, ইহা ১৪৩৭ শকের কথা। শ্রীরূপ ও শ্রীঅনুপম নীলাচলে প্রভুর দর্শনের উদ্দেশ্যে বৃন্দাবন হইতে যাত্রা করিয়া গোড়েশ্বর আসিলে অনুপমের গঙ্গাপ্রাপ্তি হয় (সম্ভবতঃ ১৪৩৮ শকের প্রথমে, রথযাত্রার পূর্বে)। ইহারও কয়েক বৎসর পরে চন্দ্রদ্বীপে একদিন রাত্রিতে শ্রীজীব প্রথমে শ্রীকৃষ্ণ-বলরামকে এবং পরে এই কৃষ্ণ-বলরামকেই গোঁর-নিত্যানন্দরূপে স্বপ্নে দর্শন করিয়া অধীর হইয়া পড়েন। ইহার পরে তিনি অধ্যয়নের ছলে চন্দ্রদ্বীপ হইতে কতেয়াবাদ হইয়া নবদ্বীপে আসেন এবং শ্রীমন্নিত্যানন্দের আদেশে বৃন্দাবন গমন করেন। বৃন্দাবনের পথে কাশীতে কিছুকাল অপেক্ষা করিয়া সর্বশাস্ত্রের অধ্যাপক শ্রীপাদ মধুসূদন বাচস্পতির নিকটে ত্রায়-বেদান্তাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। (৩৪১২২৩-পর্যায়ের টীকা দ্রষ্টব্য)। শ্রীপাদ জীব বৃন্দাবনে স্বীয় পিতৃব্য শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনের চরণ আশ্রয় করেন এবং তাঁহাদের নিকটে ভক্তিশাস্ত্রাদিও অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। অসাধারণ

পাণ্ডিত্য, ভক্তি এবং সৌন্দর্য্যে শ্রীজীব সকলেরই শ্রদ্ধা ও আদরের পাত্র হইয়াছিলেন। শ্রীকৃপ-সনাতনের তিরোভাবের পরে শ্রীজীবই ছিলেন সমগ্র গোড়ীয়-বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সর্বজনবরণ্য সর্বশ্রেষ্ঠ আচার্য্য। ইনি কবিরাজ গোস্বামীর একতম শিক্ষাগুরু ছিলেন। গোড়দেশ হইতে আগত শ্রীনিবাস আচার্য্য, নরোত্তম দাসঠাকুর এবং শ্রামানন্দ ঠাকুরও ইহার নিকটে ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। শ্রীজীব শ্রীনিবাস আচার্য্যাদির সঙ্গে গোস্বামিগ্রন্থ-সমৃদয় বঙ্গদেশে পাঠান। শ্রীনিবাস আচার্য্য দেশে ফিরিয়া আসিলে শ্রীজীব তাঁহার নিকটে পত্রাদি লিখিতেন, কয়েকখানি পত্র ভক্তিরত্নাকরে উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্রীজীব গোস্বামী অনেক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। কয়েকখানি গ্রন্থের নাম এ-স্থলে লিখিত হইতেছে ;—
হরিনামামৃত ব্যাকরণ, স্বত্ৰমালিকা, ধাতুসংগ্রহ, কৃষ্ণার্চনদীপিকা, গোপালবিক্রদাবলী, রসামৃতশেষ, শ্রীমাধবমহোৎসব, শ্রীসঙ্কল্পকল্পক্রম, গোপালচম্পু (পূর্বচম্পু ও উত্তরচম্পু), গোপালতাপনী-টীকা, ব্রহ্মসংহিতা-টীকা, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু-টীকা, শ্রীউজ্জলনীনমণি-টীকা, যোগসার-স্তব-টীকা, অগ্নিপুৰাণস্থ-গায়ত্রী বিবৃতি, পদ্মপূরাণোক্ত শ্রীকৃষ্ণপদচিহ্ন, শ্রীরাধিকা-কর-চরণ চিহ্ন, শ্রীমদ্ভাগবতের ক্রমসন্দর্ভ-টীকা, ভাগবত-সন্দর্ভ (বা ষট্‌সন্দর্ভ—তত্ত্বসন্দর্ভ, পরমাত্ম-সন্দর্ভ, ভগবৎ-সন্দর্ভ, শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ, ভক্তিসন্দর্ভ ও প্রীতিসন্দর্ভ), সর্বসম্বাদিনী (ষট্‌সন্দর্ভের পরিপূরক পরিশিষ্ট) ইত্যাদি।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত রচনা করার নিমিত্ত বৃন্দাবনবাসী যে-সকল ভক্ত-বৈষ্ণব কবিরাজগোস্বামীকে আদেশ করিয়াছিলেন, কবিরাজগোস্বামী তাঁহাদের নাম স্বীয় গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন ; ইহাদের মধ্যে শ্রীজীবের নাম দৃষ্ট হয় না। এই গ্রন্থ প্রণয়নের আরম্ভে তিনি তাঁহার একতম শিক্ষাগুরু শ্রীজীবের আদেশ ও আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিয়াছেন বলিয়াও শ্রীগ্রন্থের কোন স্থল হইতে জানা যায় যায় না। স্বতরাং শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত লিখনারম্ভের সময়ে শ্রীজীবগোস্বামী প্রকট ছিলেন কিনা, তাহা নিশ্চিতরূপে জানা যায় না। শ্রীনিবাস আচার্য্যের সঙ্গে শ্রীজীব যে-সময়ে গোস্বামিগ্রন্থ গোড়ে পাঠাইয়াছিলেন, তাহারও কয়েক বৎসর পরেই যে শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের লিখন আরম্ভ হয়, ভূমিকায় “শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের সমাপ্তিকাল”-শীর্ষক প্রবন্ধে তাহা দেখান হইয়াছে।

শ্রীধর (শ্রীধর পণ্ডিত, খোলাবেচা শ্রীধর)। ব্রজের কুসুমাসব সখা বা মধুমঙ্গল। দ্বাদশগোপালের একতম। ব্রাহ্মণকুলে আবির্ভূত। নবদ্বীপবাসী। ব্যবহারিক ভাবে নিতান্ত দরিদ্র ; ভক্তিদ্বনে মহাধনী। খোড়, মোচা, কলা, কলার পাতা এবং কলার খোলা বিক্রয় করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। প্রতিদিন যাহা উপার্জন হইত, তাহার অর্দ্ধেক গঙ্গাপূজায় দিতেন, আর অর্দ্ধেক নিজের জীবিকানির্ব্বাহের জন্ত ব্যয় করিতেন। তিনি “খোলা বেচা শ্রীধর” নামেই পরিচিত ছিলেন। তিনি ছিলেন “এক কথার লোক”। যে-দ্রব্যের মূল্য যাহা বলিয়া দিতেন, তাহার কমে কাহাকেও কোন জিনিস দিতেন না। নিমাই পণ্ডিত ইহা লইয়া তাঁহার সহিত কোন্দল করিতেন ; তিনি শ্রীধরকে অর্দ্ধেক মূল্য দিতেন। তারপর লাগিয়া যাইত জিনিস লইয়া কাড়াকাড়ি। শ্রীধর শেষে বলিলেন—“ঠাকুর, যাহা বলিয়াছি, সেই মূল্যই তোমাকে দিতে হইবে। আমি বরং তোমাকে প্রত্যহ একখণ্ড খোড় এবং একটা খোলার ডোঙ্গা বিনামূল্যে অতিরিক্ত দিব। কিন্তু আমার সঙ্গে কোন্দল করিও না।” তখন নিমাই পণ্ডিত বলিলেন—“বেশ, এই তো ভালকথা। তবে আর বিবাদ কি ?”

নগরকীর্দনে বাহির হইয়া প্রভু শ্রীধরের গৃহে গিয়াছেন। ভাঙ্গা ঘর ; চালে ছানিও নাই। বাহিরে একটা ভাঙ্গা লোহার জলপাত্র পড়িয়া আছে। প্রভু তাহা লইয়াই জল পান করিলেন ; বলিলেন—“আজ আমার দেহ শুষ্ক হইল ; শ্রীধরের জলপানে বিমুগ্ধ হইবে।”

মহাপ্রকাশের সময় প্রভু শ্রীধরকে ডাকিবার আদেশ করিলেন। কয়েকজন ভক্ত ছুটিলেন। অর্দ্ধপথে গিয়া শুনিলেন শ্রীধরকর্তৃক উচ্চস্বরে কীর্ত্তিত কৃষ্ণনাম। শব্দ লক্ষ্য করিয়া ভক্তগণ শ্রীধরের গৃহে যাইয়া প্রভুর আদেশের কথা বলিলেন ; শুনিয়াই শ্রীধর প্রেমে মুগ্ধিত। ভক্তগণ ধরাধরি করিয়া তাঁহাকে প্রভুর নিকটে লইয়া আসিলেন। “আইস, আইস” বলিয়া প্রভু ডাকিতে লাগিলেন ; আর বলিলেন—“শ্রীধর, তুমি আমার বিস্তর আরাধনা করিয়াছ ; আমার প্রেমে বহু জন্ম অতিবাহিত করিয়াছ, এ-জন্মেও আমার বহু সেবা করিয়াছ ; তোমার দেওয়া খোলাতে আমি

নিতা আহা করি।” তারপর প্রভু বলিলেন—“শ্রীধর, আমার রূপ দেখ।” শ্রীধর দেখিলেন—শ্যামসুন্দর বংশীবদন, দক্ষিণে বলরাম; কমলা হাতে তাম্বুল দিতেছেন; অনন্তদেব মস্তকে ফণাছত্র ধারণ করিয়াছেন; চতুর্মুখ, পঞ্চমুখ, নারদ-শুক-সনকাদি স্তুতি করিতেছেন; পরমাসুন্দরী কিশোরীগণ চতুর্দিকে ঘোড়হস্তে স্তব করিতেছেন। দেখিয়া শ্রীধর বিস্মিত হইয়া অচেতনপ্রায় মাটিতে পড়িয়া গেলেন। প্রভু বলিলেন—“উঠ উঠ শ্রীধর। আমার স্তব কর।” শ্রীধর উঠিয়া প্রভুরই কৃপায় স্তব করিলেন। প্রভু বলিলেন—“শ্রীধর বর চাও। তোমাকে আজ অষ্টসিদ্ধি দিব।” শ্রীধর বলিলেন—“প্রভু, আরো ভাঁড়াইবা? থাকহ নিশ্চিন্তে তুমি, আর না পারিবা।” প্রভু বলিলেন—“শ্রীধর, তোমাকে এক মহারাজ্যের রাজা করিব।” শ্রীধর বলিলেন—“মুক্তি কিছুই না চাও। হেন কর প্রভু যেন তোমার নাম গাও।” প্রভু বলিলেন—“না শ্রীধর, তোমাকে বর চাইতে হইবে; আমার দর্শন ব্যর্থ হইতে পারে না।” তখন শ্রীধর বলিলেন—প্রভু, যদি নিতাস্তই না ছাড়িবে, তবে “প্রভু, দেহ এই বর। যে ব্রাহ্মণ কাড়ি নিল মোর খোলাপাত। সে ব্রাহ্মণ হউক মোর জন্ম জন্ম নাথ। যে ব্রাহ্মণ মোর সঙ্গে করিল কোন্দল। মোর প্রভু হউক তাঁর চরণ যুগল।” বলিতে বলিতে শ্রীধর উর্দ্ধবাহ হইয়া উচ্চস্বরে কান্দিতে লাগিলেন। প্রভু বলিলেন—“শ্রীধর, আমার তুমি দাস। এতেকে দেখিলে তুমি আমার প্রকাশ। এতেকে তোমার মতিভেদ না হইল। বেদগোপ্য ভক্তিমোগ তোরে আমি দিল।” ভাগ্যবান শ্রীধর কৃতার্থ হইলেন।

নবদ্বীপলীলায় শ্রীধর প্রভুর সঙ্গীভবনেও যোগ দিতেন। প্রভুর দর্শনের জগু তিনি নীলাচলেও যাইতেন।

শ্রীবাস পণ্ডিত। পূর্বের নারদ। শ্রীহটে ব্রাহ্মণকুলে আবির্ভূত। পরে নবদ্বীপে আসিয়া বাস করেন। প্রভুর সন্ন্যাস-গ্রহণের পরে কুমারহটে আসিয়া বাস করেন। ইহারা ছিলেন চারি সহোদর—শ্রীবাস, শ্রীরাম, শ্রীপতি ও শ্রীনিধি। “চৈতন্যের অবশেষপাত্র”-নারায়ণীদেবী ছিলেন শ্রীবাসের ভ্রাতৃপুত্রী। শ্রীবাসের গৃহিণী ছিলেন মালিনী দেবী—ব্রজের স্তম্ভদাত্রী ধাত্রী অম্বিকা। প্রভুর আবির্ভাবের পূর্বে শ্রীবাসাদি শ্রীঅষ্টৈতের সভায় কৃষ্ণকথা শুনিতেন। রাত্রিতে নিজগৃহে চারিভাই মিলিয়া উচ্চস্বরে হরিনাম কীর্তন করিতেন। তাহা শুনিয়া পাশ্চাত্যগণের গাত্রদাহ হইত; কীর্তনের গোলমালে তাহাদের নাকি নিদ্রাভঙ্গ হইত। শ্রীবাসের ঘর ভাঙ্গিয়া গঙ্গায় ফেলিয়া দিতে এবং শ্রীবাসকে নবদ্বীপ হইতে তাড়াইয়া দিতেও পাশ্চাত্যগণ সঙ্কল্প করিত। জীবের বহিস্মৃতি দেখিয়া তৎকালীন অগ্ন্যাত্ত বৈষ্ণবের গায় শ্রীবাসেরও হৃদয় যেন বিদীর্ণ হইয়া যাইত।

প্রভুর আবির্ভাবের পরে, প্রভুর অপরূপ সৌন্দর্য এবং অসাধারণ পাণ্ডিত্য দেখিয়া শ্রীবাসাদি ভাবিতেন—“নিমাই পণ্ডিত যদি বৈষ্ণব হইত, কত স্থখের বিষয় হইত।” একদিন পড়ুয়াদের সঙ্গে প্রভু আসিতেছেন, পথে শ্রীবাসের সঙ্গে দেখা। প্রভু শ্রীবাসকে নমস্কার করিলেন; শ্রীবাস “চিরজীবী হও” বলিয়া আশীর্বাদ করিলেন। শ্রীবাস হাসিতে হাসিতে বলিলেন—“কতি চলিয়াছ উদ্ধতের চূড়ামণি? কৃষ্ণ না ভজিয়া কাল কি কার্যে গোড়াও। রাত্রিদিন নিরবধি কেনে বা পড়াও। পড়ে কেনে লোক?—কৃষ্ণভক্তি জানিবারে। সে যদি নহিল, তবে বিতায় কি করে। এতেকে সর্বদা ব্যর্থ না গোড়াও কাল। পড়িলাত’ এবে কৃষ্ণ ভজহ সকাল।” প্রভুও হাসিতে হাসিতে বলিলেন—“শুনহ পণ্ডিত। তোমার কৃপায় সেহো হইবে নিশ্চিত।”

গয়া হইতে প্রত্যাবর্তনের পরে প্রভুর মধ্যে প্রেমবিকার দর্শন করিয়া শচীমাতা মনে করিয়াছিলেন—নিমাইর বায়ুবাধি জন্মিয়াছে। সে-সময় শ্রীবাস একদিন প্রভুকে দেখিতে গেলেন; “দেখিয়া শ্রীনিবাস মনে গণে। মহাভক্তি-যোগ, বায়ু বলে কোন্ জনে।” প্রভু তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—“কি বুঝ পণ্ডিত? আমার কি সত্যই বায়ুরোগ হইয়াছে?” শ্রীবাস হাসিয়া বলিলেন—“ভাল বাই। তোমার যেমত বাই, তাহা আমি চাই। মহাভক্তিযোগ দেখি তোমার শরীরে। শ্রীকৃষ্ণের অহুগ্রহ হইল তোমারে।” শুনিয়া প্রভু শ্রীবাসকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন—“তুমিও যদি বলিতে যে আমার বায়ুরোগ হইয়াছে, আমি আজ গঙ্গায় প্রবেশ করিতাম।” শ্রীবাস বলিলেন—“যে তোমার ভক্তিযোগ। ব্রহ্মা-শিব-নারদাদি বাঙ্কয়ে এ-ভোগ। সবে মিলি এক ঠাই করিব কীর্তন। যে-তে কেনে না বলুক পাশ্চাত্য পাপীগণ।”

সন্ন্যাসের পূর্ণপর্যায় একবৎসর কাল প্রভু অন্তরঙ্গ ভক্তদের লইয়া দ্বারে কপাট দিয়া শ্রীবাস-অঙ্গনে কীৰ্ত্তন করিয়াছেন। শ্রীবাস-অঙ্গনেই প্রভু অনেক অনেক ঐশ্বর্য প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীবাসের বস্ত্র সেলাই করিত এক যবন দরজী ; তাহাকেও প্রভু প্রেম দান করিয়াছেন। শ্রীবাসের দাসদাসী সকলেই প্রভুর কৃপা লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন। শ্রীবাসের ভ্রাতৃপুত্রী নারায়ণী দেবীর প্রতি প্রভুর কৃপার কথা তো সর্বজন-বিদিত।

একদিন শ্রীবাসপণ্ডিত ঠাকুরঘরে ধ্যানমগ্ন। এমন সময় ভাবাবেশে প্রভু আসিয়া ঘরের দ্বারে পুনঃপুনঃ লাথি মারিয়া হুকুর দিয়া বলিলেন—“কাহারে পূজিস, করিস কার ধ্যান। কাহারে পূজিস, তাঁরে দেখে বিভ্রমণ।” শ্রীবাসের ধ্যানভঙ্গ হইল ; দেখিলেন—প্রভু বীরাসনে বসিয়া আছেন, শঙ্খ-চক্র-গদাপদ্মধারী চতুর্ভুজরূপে। শ্রীবাস স্তবস্তুতি করিলেন। সপরিজন প্রভুর পূজা করিয়া কৃতার্থ হইলেন।

সাতপ্রহরীয়া ভাবের লীলায় শ্রীবাসের গৃহেই ভক্তবৃন্দ প্রভুর অভিষেক করিয়াছিলেন। সেই সময়ে শ্রীবাসের দাসদাসীগণও অভিষেকের জন্ত জল আনিয়াছিলেন। শ্রীবাসের এক দাসী ছিল—নাম দুঃখী ; তাহার ভক্তিয়োগ দেখিয়া প্রভু তাহার নাম রাখিয়াছিলেন “সুখী।”

শ্রীবাসপণ্ডিত সপরিজনে প্রভুর দর্শনের জন্ত প্রতি বৎসরেই নীলাচলে যাইতেন এবং স্বগৃহে প্রভুকে ভিক্ষা করাইতেন। নীলাচল হইতে গোড়ে আসিবার সময়ে প্রভু শ্রীবাসের কুমারহট্টের গৃহেও পদার্পণ করিয়াছিলেন।

মূলগ্রন্থের বিষয়-সূচীতে “শ্রীবাসপণ্ডিত-প্রসঙ্গ” দ্রষ্টব্য।

শ্রীকৃষ্ণগোস্বামী। ব্রজলীলার শ্রীকৃষ্ণমঞ্জরী। ভরদ্বাজ-গোত্রীয় যজুর্বেদীয় ব্রাহ্মণবংশে আবির্ভূত। পিতা—কুমারদেব। (“শ্রীজীবগোস্বামী”-পরিচয় বংশ পরিচয় দ্রষ্টব্য)। গোড়েশ্বর হুসেনসাহের অধীনে চাকুরী করিতেন। গোড়েশ্বরদত্ত নাম ছিল দবীরখাস। রামকেলিতে প্রভুর সহিত প্রথম মিলন। তাহার পরে শ্রীচৈতন্যচরণ-প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে কৃষ্ণমন্ডির পুরস্চরণ করেন ; পরে অস্থাবর সম্পত্তি লইয়া নৌকাযোগে কনিষ্ঠ সহোদর অল্পমের সঙ্গে পৈতৃক বাড়ী বাকুলাচন্দ্রবীপে গমন করেন। নীলাচল হইতে প্রভুর বৃন্দাবন-গমনের সংবাদ পাইয়া প্রভুর সহিত মিলনের উদ্দেশ্যে অল্পমের সহিত গৃহত্যাগ করেন। প্রভুর বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্তনের পথে প্রয়াগে প্রভুর সহিত মিলিত হইলেন এবং প্রভুর সঙ্গে আঁড়িল গ্রামে বনভট্টের গৃহেও গিয়াছিলেন। প্রয়াগে প্রভু তাঁহাকে দশ দিন পর্য্যন্ত নানা বিষয়ক তত্ত্ব শিক্ষা দিয়া ভক্তিগ্রন্থ-প্রণয়নের উদ্দেশ্যে তাঁহাতে শক্তি-সঞ্চার করিয়া তাঁহাকে বৃন্দাবনে যাইয়া লুপ্ততীর্থাদির উদ্ধার করিতে আদেশ করেন। শ্রীকৃষ্ণ তদনুসারে বৃন্দাবনে গমন করেন এবং স্ববুদ্ধিরায়েব সঙ্গে বনভ্রমণ করেন। মাসেক বৃন্দাবনে থাকিয়া নীলাচলে প্রভুর সঙ্গে মিলনের আশায় অল্পমের সহিত বৃন্দাবন ত্যাগ করেন ; গোড়ে আসিলে অল্পমের গঙ্গালাভ হয়। শ্রীকৃষ্ণ রথযাত্রার পূর্বেই নীলাচলে যাইয়া হরিদাস ঠাকুরের বাসায় অবস্থান করেন। সে-স্থানেই প্রভুর সহিত মিলন হয়। বৃন্দাবনে থাকিতেই কৃষ্ণলীলা-নাটক-রচনার সঙ্কল্প করিয়া কিছু কিছু লিখিয়া কড়চাকারে রক্ষা করিতেছিলেন। ব্রজলীলা ও পুরলীলা একসঙ্গে লেখারই তাঁহার ইচ্ছা ছিল। পথিমধ্যে সত্যভামাদেবীর স্বপ্নাদেশে এবং নীলাচলে প্রভুর সাক্ষাৎ আদেশে দুইভাগে দুই লীলা লিখিতে আরম্ভ করেন। নীলাচলে থাকিতে দুই নাটকের (ব্রজলীলা-নাটক বিদগ্ধমাধব এবং পুরলীলা-নাটক বিদগ্ধ মাধবের) যাহা কিছু লিখিত হইয়াছিল, স্বরূপদামোদর ও রায়রামানন্দের সঙ্গে প্রভু তাহা আশ্বাদন করেন। শ্রীকৃষ্ণের সিদ্ধান্ত এবং বর্ণনার সারস্বত দেখিয়া রায়রামানন্দ ও স্বরূপদামোদর তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করেন। রসশাস্ত্র প্রকটনের উদ্দেশ্যে প্রভু তাঁহাতে পুনরায় শক্তিসঞ্চার করেন এবং স্বীয়-পার্শ্ব ভক্তগণের নিকটেও শ্রীকৃষ্ণকে কৃপা করার জন্ত প্রভু অহুরোধ করেন। কয়েকমাস নীলাচলে বাস করিয়া শ্রীকৃষ্ণ গোড়দেশ হইয়া আবার বৃন্দাবনে আসিয়া প্রভুর আদেশ অহুয়ায়ী কাজ করিতে থাকেন। প্রভুর শিক্ষার আদর্শে বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ গোড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্মের সাধন-ভজনের রীতি প্রচার করিয়াছেন। তাঁহার রচিত সকল গ্রন্থ এখন পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে কিনা বলা যায় না। যে-কয়খানা আবিষ্কৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে—ভক্তিরসামৃতসিদ্ধি, উজ্জল-নীলমণি, লণ্ডভাগবতামৃত, বিদগ্ধমাধব, ললিত-

মাধব, দানকলিকৌমুদী, স্তবমালা, শ্রীরাধাকৃষ্ণগোদেশদীপিকা, মধুরামাহাশ্রয়, উদ্ধবসন্দেশ, হংসদূত, শ্রীকৃষ্ণজয়-তিথিবিধি, পদ্মাবলী, আখ্যাতচক্রিকা, নাটকচক্রিকাদি সমধিক প্রসিদ্ধ। ইনি শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজগোস্বামীর একতম শিক্ষাগুরু ছিলেন। দাসগোস্বামী নীলাচল হইতে বৃন্দাবনে গেলে শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন তাঁহাকে নিজেদের তৃতীয় ভাই রূপে সে-স্থানে রাখিয়াছিলেন। মূলগ্রন্থের বিষয়সূচীতে “রূপগোস্বামি-প্রসঙ্গ” দ্রষ্টব্য।

শ্রীসনাতনগোস্বামী। ব্রজলীলার রতিমঞ্জরী, নামভেদে লবঙ্গমঞ্জরী। ভরদ্বাজ-গোত্রীয় যজুর্বেদী ব্রাহ্মণ-বংশে আবির্ভূত। পিতা—কুমার দেব। গোড়েশ্বর হসেন শাহের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। গোড়েশ্বরদত্ত নাম সাকর মল্লিক। (“শ্রীজীবগোস্বামী”-পরিচয়ে বংশ-বিবরণ দ্রষ্টব্য)। রামকেলিতে প্রভুর সহিত প্রথম মিলন হয়। তাহার পরে সহোদর শ্রীরূপের সহিত বিষয়ত্যাগের উপায় চিন্তা করেন এবং শ্রীচৈতন্যচরণ-প্রাপ্তির আশায় কৃষ্ণমন্ডির পুরস্চরণ করেন। শ্রীরূপ দেশে চলিয়া গেলেন; শ্রীসনাতন রাজকাধ্যে না গিয়া অস্থস্থতার ভান করিয়া গৃহে থাকিয়া পণ্ডিতবর্গের সহিত শ্রীমদভাগবত আলোচনা করিতে থাকেন। রাজা বৈষ্ণ পাঠাইলেন; রাজবৈষ্ণ সনাতনকে দেখিয়া রাজার নিকটে জানাইলেন,—সনাতনের কোনও অস্থখ নাই। তখন গোড়েশ্বর হসেন সাহ নিজেই একদিন সনাতনের গৃহে আসিয়া তাঁহাকে কাধ্যে যোগ দেওয়ার জন্ত অহরোধ করিলেন। সনাতন অস্বীকার করায় ক্রুদ্ধ হইয়া রাজা তাঁহাকে বন্দী করিলেন। তখন উড়িষ্কার সঙ্গে হসেন সাহের যুদ্ধ চলিতেছিল। যুদ্ধযাত্রার পূর্বেও হসেন সাহ আর একবার সনাতনের নিকটে আসিয়া তাঁহার সঙ্গে যুদ্ধে যোগের জন্ত সনাতনকে বলিলেন। সনাতন সম্মত না হওয়ায় রাজা তাঁহাকে কারাগারে আবদ্ধ করিয়া যুদ্ধে গেলেন। শ্রীরূপ বৃন্দাবন-গমনের সময় সনাতনের নিকটে এক পত্রে জানাইয়া গিয়াছিলেন—গোড়ে মুদীর ঘরে দশ হাজার টাকা গচ্ছিত আছে; সেই টাকার সাহায্যে কারাগার হইতে বাহির হইয়া সনাতন যেন বৃন্দাবন-যাত্রা করেন। সনাতন কারারক্ষীকে উৎকোচ দিয়া কারাগার হইতে পলায়ন করিয়া বৃন্দাবনযাত্রা করিলেন। পলাতক রাজবন্দী বলিয়া ধরা পড়িবার ভয়ে গড়িছার-পথে না গিয়া সনাতন অগ্নিপথে গেলেন এবং এক ভৌমিকের সাহায্যে বিপদসঙ্কুল পাতড়া-পর্বত পার হইয়া কাশীর দিকে রওয়ানা হইলেন। পথে হাজিপুরে তাঁহার ভগিনীপতি শ্রীকান্তের সহিত সাক্ষাৎ হয়; শ্রীকান্ত অনেক চেষ্টা করিয়া একখানি ভোটকঞ্চল গ্রহণ করিবার জন্ত সনাতনকে সম্মত করাইলেন। কাশীতে আসিয়া তিনি শুনিলেন—প্রভু বৃন্দাবন হইতে কাশীতে আসিয়াছেন। চন্দ্রশেখর বৈষ্ণের গৃহে প্রভুর সহিত মিলন হইল। সনাতনের সঙ্গে ছিল একখানি মাত্র পরিধেয় বস্ত্র। স্নানের পরে চন্দ্রশেখর তাঁহাকে একখানা নূতন বস্ত্র দিলেন, সনাতন তাহা গ্রহণ করিলেন না। প্রভুর সঙ্গে তপনমিশ্রের গৃহে আহার করিতে গেলে মিশ্র তাঁহাকে একখানা নূতন বস্ত্র দিলেন; তিনি গ্রহণ না করিয়া একখানা পুরাতন বস্ত্র চাহিলেন। মিশ্র তাহা দিলেন; সনাতন তাহা ছিঁড়িয়া কোপীন ও বহির্কাস করিলেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন—প্রভু তাঁহার ভোটকঞ্চল পছন্দ করিতেছেন না। স্নানের ঘাটে যাইয়া এক গোড়িয়াকে নিজের ভোট দিয়া তাঁহার একখানা ছেঁড়া কাঁথা লইয়া আসিলেন; তাঁহার ত্যাগ দেখিয়া প্রভু সন্তুষ্ট হইলেন। প্রভু দুইমাস পর্য্যন্ত সনাতনকে শিক্ষা দিলেন এবং বৃন্দাবনের লুপ্ততীর্থ উদ্ধার, বৃন্দাবনে সেবা-প্রচারাদি করার এবং বৈষ্ণব স্মৃতি-প্রণয়নের জন্ত আদেশ করিয়া তাঁহাতে শক্তি-সঞ্চার করিয়া তাঁহাকে বৃন্দাবনে পাঠাইলেন। সনাতন বৃন্দাবনে গেলেন; সে-স্থানে স্ববুদ্ধিরায়ের সঙ্গে মিলন হইল। শ্রীরূপের বৃন্দাবন-ত্যাগের পরে শ্রীসনাতন বৃন্দাবনে উপস্থিত হইয়াছিলেন। দুই জন দুই পথে চলিতেছিলেন; তাই তাঁহাদের দেখা-সাক্ষাৎ হয় নাই। বৃন্দাবনে কিছুকাল অপেক্ষা করিয়া ঝরিখণ্ডের পথে সনাতন নীলাচলে আসেন। ঝরিখণ্ডের জলবায়ুর দোষে সনাতনের দেহে কণ্ডু দেখা দিল; কণ্ডু হইতে রস ক্ষরিত হইতেছিল। সনাতনের নির্বেদ উপস্থিত হইল। তিনি সঙ্কল্প করিলেন—নীলাচলে যাইয়া প্রভুর চরণ দর্শন করিয়া জগন্নাথের রথচক্রের নীচে দেহপাত করিবেন; যেহেতু, এই দেহে ভজনও হইবে না, নীলাচলে জগন্নাথ-মন্দিরে যাইয়া জগন্নাথের দর্শনও করিতে পারিবেন না; প্রভু নাকি মন্দিরের নিকটে থাকেন, তাই প্রভুর নিকটে যাইতেও পারিবেন না; সুতরাং এই দেহ রাখিয়া কি লাভ? সনাতন ভক্তি

হইতে উথিত দৈন্যবশতঃ নিজেকে অস্পৃশ্য মনে করিতেন ; তাই জগন্নাথের মন্দিরের নিকটে যাওয়ারও অযোগ্য বলিয়া নিজেকে মনে করিতেন। যাহা হউক, সনাতন নীলাচলে আসিয়া হরিদাসঠাকুরের বাসায় গিয়া উঠিলেন ; সেইখানেই থাকিতেন। সেইখানেই প্রভুর সহিত তাঁহার মিলন হইল। অন্তর্যামী প্রভু সনাতনের দেহত্যাগের সম্বন্ধের কথা জানিয়া দেহত্যাগ করিতে তাঁহাকে নিষেধ করিলেন। সনাতনের আর এক দুঃখ—প্রভু বলপূর্বক তাঁহাকে আলিঙ্গন করেন ; তাহাতে তাঁহার কণ্ঠের রস প্রভুর অঙ্গে লাগে। জগদানন্দ পণ্ডিতের নিকটে তিনি তাঁহার দুঃখের কথা জানাইলেন। জগদানন্দ বলিলেন—রথযাত্রা দর্শন করিয়া তুমি বৃন্দাবনে চলিয়া যাও। একথা শুনিয়া প্রভু জগদানন্দের প্রতি অত্যন্ত রুষ্ট হইলেন—বয়োবৃদ্ধ জ্ঞানবৃদ্ধ সনাতনকে উপদেশ দিতে যাওয়ায় জগদানন্দ-কর্তৃক সনাতনের মর্যাদা লঙ্ঘন করা হইয়াছে বলিয়া। সনাতন তাহাতে আক্ষেপ করিয়া বলিলেন—“প্রভু, জগদানন্দের সৌভাগ্যের এবং আমার দুর্ভাগ্যের কথা আজই জানিলাম। তুমি জগদানন্দকে অতীতজ্ঞানে তিরস্কার কর, আর গৌরববুদ্ধিতে আমাকে সম্মান কর।” প্রভু বলিলেন—“না সনাতন ! মর্যাদা লঙ্ঘন আমি সহ করিতে পারি না। তোমাকে আমি আমার লাল্য জ্ঞান করি ; লাল্যের অমেধ্য গায়ে লাগিলে লালকের ঘৃণা জন্মে না।” প্রভু সনাতনকে আলিঙ্গন করিলেন। সনাতনের কণ্ঠ-আদি তৎক্ষণাৎ দূরীভূত হইল, তাঁহার দিব্য দেহ হইল।

একদিন জ্যৈষ্ঠমাসের প্রথর রৌদ্রে প্রভু সনাতনকে পরীক্ষা করিয়াছিলেন। প্রভু যমেশ্বর-টোটার ভিক্ষা করিবেন ; সনাতনকে আহ্বান করিলেন। জগন্নাথের সেবকদের স্পর্শভয়ে সনাতন মন্দিরের নিকটবর্তী ছায়াচ্ছন্ন সোজা পথে না গিয়া মধ্যাহ্ন-সময়ে তপ্তবালুকাময় সমুদ্রতীরবর্তী পথে যমেশ্বরে গেলেন। তাঁহার পায়ে ফোঁসকা হইয়া ক্ষত হইয়াছিল। প্রভু ডাকিয়াছেন—তাহাতেই পরমানন্দে তিনি চলিয়া গিয়াছেন, ফোঁসকা বা ক্ষতের কথা কিছুই জানিতে পারেন নাই। প্রভু যখন দেখাইয়া দিলেন, তখনই জানিতে পারিলেন।

নীলাচলে প্রভু নিজের সকল পার্শ্বদের নিকটে সনাতনের জন্ত রূপা প্রার্থনা করিলেন। কয়েকমাস অবস্থান করিয়া প্রভুর আদেশে সনাতন বৃন্দাবনে আসিয়া প্রভুর আদেশের অহরূপ কার্যে লিপ্ত হইলেন।

শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতনের বৈরাগ্য, দৈন্ত, ভজননিষ্ঠাদি ছিল অপরের পক্ষে বিস্ময়োৎপাদক।

শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামী যে-সকল গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন, তন্মধ্যে—বৃহদভাগবতামৃত, শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসের টীকা, শ্রীমদভাগবতের বৃহৎ বৈষ্ণবতোষণী টীকা, দশমচরিতাদি বিশেষ প্রসিদ্ধ। মূলগ্রন্থের বিষয়সূচীতে “সনাতনগোস্বামি-প্রসঙ্গ” দ্রষ্টব্য।

সঞ্জয়। মুকুন্দসঞ্জয়। নবদ্বীপবাসী ব্রাহ্মণ। প্রভুর ছাত্র। ইহার গৃহেই প্রভুর চতুষ্পাঠী ছিল। ইহার পুত্রের নাম পুরুষোত্তম ; তিনিও প্রভুর ছাত্র। মুকুন্দসঞ্জয় নবদ্বীপে প্রভুর কীর্তনসঙ্গী ছিলেন ; প্রভুর দর্শনের জন্ত তিনি নীলাচলেও যাইতেন।

সত্যরাজ খান। কুলীন-গ্রামবাসী গুণরাজখানের পুত্র। নাম—লক্ষ্মীনাথ বহু, উপাধি হইল সত্যরাজ খান। মহাপ্রভুর অতি প্রিয়ভক্ত। রামানন্দ বহু ইহারই পুত্র। সত্যরাজ খান ও রামানন্দ বহুর প্রার্থনায় প্রভু ইহাদের নিকটে গৃহস্থবৈষ্ণবের কর্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ, এবং বৈষ্ণব, বৈষ্ণবতর ও বৈষ্ণবতমের সংজ্ঞা প্রকাশ করিয়াছিলেন। রূপা করিয়া প্রভু ইহাদিগকে পট্টভোরীর সেবাও দিয়াছিলেন। (“রামানন্দবহু” দ্রষ্টব্য)।

সদাশিব কবিরাজ। নিত্যানন্দশাখাভুক্ত। ব্রজলীলার চন্দাবলী। বৈষ্ণবংশে আবির্ভূত। পিতা—কংসারি সেন। পুত্র—পুরুষোত্তম দাস (“পুরুষোত্তমদাস” দ্রষ্টব্য) এবং পৌত্রের নাম—কাহুঠাকুর (“কাহুঠাকুর” দ্রষ্টব্য)। ইহার চারিপুরুষ ধরিয়া গৌরপার্বদ।

সনাতনগোস্বামী। “শ্রীসনাতনগোস্বামী” দ্রষ্টব্য।

সার্কর্ভোম ভট্টাচার্য্য। পূর্বে দেবলোকের বৃহস্পতি। ব্রাহ্মণকুলে আবিস্কৃত। পিতা নবদ্বীপবাসী মহেশ্বর বিশারদ। বিদ্যাবচস্পতি ছিলেন সার্কর্ভোমের ভাতা। লোচনদাসের শ্রীচৈতন্যমঙ্গল এবং ভক্তিরসাকর্যের মতে সার্কর্ভোম ভট্টাচার্য্যের নাম ছিল—বাসুদেব; সার্কর্ভোম তাঁহার উপাধি। সর্কশাস্ত্রে—বিশেষতঃ গ্রায় ও বেদান্তে—ইহার বিশেষ পারদর্শিতা ছিল। কথিত আছে—ইনি মিথিলাতে গ্রায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তৎকালে বাংলাদেশে নাকি গ্রায়শাস্ত্র ছিল না। তিনি মিথিলা হইতে গ্রায়শাস্ত্র নকল করিয়া আনিতে চাহিলেন; মিথিলার গৌরব ক্ষুণ্ণ হইবে ভাবিয়া তদ্রূপ গ্রায়-চতুষ্পাঠীর প্রধান অধ্যাপক পঞ্চদশ মিশ্র নাকি তাঁহাকে গ্রায়শাস্ত্র নকল করিতে দিলেন না। তখন বাসুদেব সার্কর্ভোম সমগ্র গ্রায়শাস্ত্র কণ্ঠস্থ করিয়া দেশে আসেন এবং তখন হইতেই নাকি বাংলাদেশে গ্রায়ের চর্চা আরম্ভ হয়। কেহ কেহ এই কিম্বদন্তীতে আস্থা স্থাপন করিতে চাহেন না। তাঁহারা বলেন—খৃষ্টীয় নবম শতাব্দী হইতেই বাংলা দেশে গ্রায়ের চর্চা চলিতেছিল। “গ্রায়কন্দলীর” লেখক শ্রীধরও নাকি বাংলার (রাঢ়ের) লোকই ছিলেন। আবার সার্কর্ভোম ভট্টাচার্য্যের পিতা মহেশ্বর বিশারদও “প্রত্যক্ষমণি-মাহেশ্বরী”-নামে গ্রায়গ্রন্থ “তত্ত্বচিন্তামণির” এক টীকা লিখিয়াছিলেন। সুতরাং সার্কর্ভোমের পক্ষে মিথিলা হইতে গ্রায়শাস্ত্র কণ্ঠস্থ করিয়া আনার কোনও প্রয়োজনই ছিল না।

কেহ কেহ বলেন—শ্রীমন্মহাপ্রভু নাকি নবদ্বীপে সার্কর্ভোমের ছাত্র ছিলেন। কিন্তু ইহার কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না। নীলাচলে প্রভুর সঙ্গে সার্কর্ভোমের যখন মিলন হয়, তখন সার্কর্ভোম প্রভুকে চিনিতে পারেন নাই; গোপীনাথ আচার্য্যের নিকটেই তিনি প্রভুর পরিচয় পাইয়াছিলেন এবং পরিচয় পাওয়ার পরে তিনি প্রভুকে বলিয়াছিলেন—“সহজেই পূজ্য তুমি, আরে ত সন্ন্যাস। অতএব হও তোমার আমি নিজদাস।” ইহাতেই পরিষ্কার ভাবে বুঝা যায়, প্রভু সার্কর্ভোমের ছাত্র ছিলেন না। যদি ছাত্র হইতেন, তাহা হইলে সার্কর্ভোমের পক্ষে তাঁহাকে ভুলিয়া যাওয়া সম্ভব নয়; কোনও কারণে ভুলিয়া গেলেও গোপীনাথ আচার্য্য যখন পরিচয় দিলেন, তখন তাঁহার সে-কথা মনে পড়িত এবং গোপীনাথ আচার্য্যকে তাহা বলিতেন।

সার্কর্ভোম ভট্টাচার্য্য “সন্ন্যাসবাদ”-নামে একখানি গ্রন্থ এবং গ্রায়শাস্ত্র “তত্ত্বচিন্তামণি”-গ্রন্থের “সারাবলী”-নামক একখানা টীকাও লিখিয়াছিলেন। তিনি লক্ষ্মীধরকৃত “অদ্বৈতমকরন্দ”-নামক গ্রন্থেরও একখানি টীকা লিখিয়াছিলেন।

সার্কর্ভোম নবদ্বীপ হইতে নীলাচলে গিয়া সপরিবারে বাস করেন। সে-স্থানে তিনি অদ্বৈতবেদান্তের (মায়াবাদ ভাষ্যের) অধ্যাপনা করিতেন। তিনি বহু সন্ন্যাসীরও “উপকর্তা” ছিলেন; তিনি ছিলেন মায়াবাদী। প্রভুর ভগবত্তা প্রথমে স্বীকার করিতেন না। ইহা লইয়া তাঁহার ভগিনীপতি গোপীনাথ আচার্য্যের সঙ্গে তাঁহার অনেক বাদানুবাদ হইয়াছিল। প্রভুর ভগবত্তা স্বীকার না করিলেও প্রথম দর্শনেই প্রভুর প্রতি তাঁহার একটা আকর্ষণ জন্মিয়াছিল এবং এই পরম-সুন্দর তরুণ সন্ন্যাসীর সন্ন্যাসধর্ম্ম কিরূপে রক্ষা পাইতে পারে, তজ্জন্য তিনি চিন্তিতও হইয়াছিলেন। তিনি সঙ্কল্প করিলেন—বেদান্ত পড়াইয়া এই তরুণ সন্ন্যাসীটিকে তিনি “বৈরাগ্য অদ্বৈতমার্গে” প্রবেশ করাইবেন। একাদিক্রমে সাত দিন পর্য্যন্ত বেদান্ত পড়াইলেন। প্রভু বসিয়া বসিয়া শুনেন; একটা কথাও বলেন না। শেষে তিনি প্রভুকে বলিলেন—“তোমার মনের ভাব তো কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। সাত দিন পর্য্যন্ত বেদান্ত শুনিলে, অথচ একটা কথাও বল না। তুমি বুঝিতে পারিতেছ কিনা, তাহাও তো আমি বুঝিতে পারিতেছি না।” তখন প্রভু বলিলেন—“তুমি বেদান্তের সূত্র যাহা পড়িয়া যাও, তাহা আমি পরিষ্কার বুঝিতে পারি। কিন্তু তোমার ভাষ্য বুঝিতে পারি না। আমার মনে হইতেছে—তোমার ভাষ্য বেদান্তসূত্রের অর্থকে প্রকাশিত না করিয়া বরং আচ্ছাদিত করিয়া রাখিতেছে।” শুনিয়া সার্কর্ভোম স্তম্ভিত হইলেন। পরে বিচার আরম্ভ হইল। প্রভু সূত্রের মূখ্যার্থ বিবৃত করিয়া শঙ্করাচার্য্যের গৌণার্থ খণ্ডন করিলেন। সার্কর্ভোম অনেক বিতর্ক তুলিলেন; প্রভু সমস্ত খণ্ডন করিলেন। সার্কর্ভোম বিন্মিত হইলেন। মায়াবাদ হইতে ভক্তিবাদের দিকে সার্কর্ভোমের মন

টলিতে লাগিল। প্রভু তাঁহাকে ষড়ভুজরূপ দেখাইলেন। এবার সার্কর্ভোমের সমস্ত বিদ্যাগর্ভ চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গেল; তিনি প্রভুর পদানত হইলেন, প্রেমগদগদ কণ্ঠে একশত শ্লোকে প্রভুর স্তুতি করিলেন। অপরোক্ষ অহুভব লাভ করিয়া হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে স্বীকার করিলেন—প্রভু স্বয়ংভগবান্ ব্রজেন্দ্র-নন্দন। তদবধি তিনি হইয়া পড়িলেন প্রভুর একান্ত ভক্ত।

একদিন অতি প্রত্যুষে সার্কর্ভোম সবেমাত্র শয্যাভ্যাগ করিতেছেন, এমন সময়ে প্রভু আসিয়া তাঁহার হাতে মহাপ্রসাদ দিলেন; সার্কর্ভোম তৎক্ষণাৎ তাহা গ্রহণ করিয়া ভোজন করিলেন—যদিও তখনও তাঁহার বাসিমুখ পর্য্যন্ত ধোয়া হয় নাই। প্রভু বলিলেন—“তোমার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণরূপা হইয়াছে; তাহাতেই মহাপ্রসাদে তোমার বিশ্বাস জন্মিয়াছে, বেদধর্মাদি লঙ্ঘন করিয়াও তুমি প্রাপ্তি মাত্রে মহাপ্রসাদ ভোজন করিলে।”

সার্কর্ভোম নিয়মিত ভাবে প্রত্যেক মাসেই নিজের গৃহেই নিমন্ত্রণ করিয়া বিবিধ উপচারে প্রভুকে ভিক্ষা দিতেন। একদিন এই নিমন্ত্রণ উপলক্ষ্যেই সার্কর্ভোমের জামাতা অমোঘ প্রভুর একটু নিন্দা করিয়াছিলেন—“একেলা সন্ন্যাসী এত থায়! এই অম্লে যে দশজন তৃপ্তিলাভ করিতে পারে।” শুনিয়া সার্কর্ভোম লাঠি লইয়া অমোঘকে তাড়া করিয়া গেলেন। অমোঘ ভয়ে পলাইয়া গেলেন। সার্কর্ভোম জামাতার মৃত্যু কামনা করিলেন। সঙ্গীক সেদিন উপবাসী রহিলেন। রাত্রিতে অমোঘের বিস্মটিকা হইল। প্রভুর রূপায় পরদিন অমোঘ বাঁচিয়া গেলেন এবং প্রভুর একান্ত ভক্ত হইয়া পড়িলেন।

প্রভুর মহিমান্বচক দুইটি শ্লোক এক তালপত্রে লিখিয়া সার্কর্ভোম একদিন জগদানন্দ পণ্ডিতের সঙ্গে প্রভুর নিকটে পাঠাইয়াছিলেন। জগদানন্দের হাত হইতে তালপত্র নিয়া শ্লোক পড়িয়া মুকুন্দ ভাবিলেন—প্রভু এই শ্লোক দুইটি দেখিলেই ছিঁড়িয়া নষ্ট করিয়া ফেলিবেন। তাই মুকুন্দ তাহা দেওয়ালে লিখিয়া রাখিয়া তাহার পরে প্রভুর নিকটে দিলেন। প্রভু বাস্তবিকই শ্লোক দুইটি ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। দেওয়ালের লেখা দেখিয়া ভক্তগণ তাহা কণ্ঠস্থ করিলেন। কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—এই শ্লোকদ্বয় “সার্কর্ভোমের কীর্ত্তি ঘোষে ঢকাবাছাকার।”

রাজা প্রতাপরুদ্রও সার্কর্ভোমকে অত্যন্ত শ্রদ্ধাভক্তি করিতেন; প্রভুর সহিত মিলনের উদ্দেশ্যে প্রতাপরুদ্র সার্কর্ভোমেরও শরণাপন্ন হইয়াছিলেন।

মূলগ্রন্থের বিষয়-সূচীতে “সার্কর্ভোম-ভট্টাচার্য্য-প্রসঙ্গ” দ্রষ্টব্য। ২।৬।১২৫ পর্যায়ে টীকাও দ্রষ্টব্য।

শুন্দরানন্দ ঠাকুর। দ্বাদশ গোপালের একতম। ব্রজের হৃদয় সখা। যশোহর জেলার মহেশপুর গ্রামে ব্রাহ্মণকুলে আবির্ভূত। ইনি ছিলেন “শ্রীনিত্যানন্দস্বরূপের পার্শ্ব-প্রধান”; ইনি মহাপ্রেমিক ছিলেন। জারীরের বৃক্ষে কদম্ব ফুল ফুটাইয়াছিলেন এবং প্রেমোন্মত্ত অবস্থায় জলের ভিতর হইতে কুস্তীর ধরিয়া আনিতে। ইহার কোনও কোনও শিষ্য বনের বাঘকে পর্য্যন্ত ধরিয়া আনিয়া কানে হরিনাম দিতেন। ইনি বিবাহ করেন নাই।

সুবুদ্ধিরায়। গোড়ে “অধিকারী” ছিলেন। তখন হুসেন-খাঁ সৈয়দ তাঁহার অধীনে চাকুরী করিতেন। ইনি হুসেন-খাঁর উপরে একটা দীঘি খোদাইবার ভার দেন; কাজের ত্রুটি পাইয়া ইনি হুসেন-খাঁকে চাবুক মারিয়াছিলেন; পরে হুসেন-খাঁ (হুসেন সাহ) গোড়ের রাজা হইলেন এবং সুবুদ্ধিরায়কে “বহু বাড়াইয়াছিলেন।” হুসেন সাহের পত্নী হুসেন সাহের সঙ্গে চাবুকের দাগ দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি সমস্ত খুলিয়া বলিলেন। তখন হুসেন সাহের পত্নী সুবুদ্ধিরায়কে মারিবার জন্ত পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন; কিন্তু হুসেনসাহ বলিলেন—“সুবুদ্ধিরায় আমার পালনকর্ত্তা ছিলেন, আমার পিতৃতুল্য; তাঁহাকে মারিতে পারিব না।” তখন তাঁহার স্ত্রী বলিলেন—“যদি প্রাণে মারিতে না পার, তাহা হইলে তাহার জাতি নষ্ট কর।” হুসেনসাহ বলিলেন—“জাতি নষ্ট করিলে সুবুদ্ধিরায় বাঁচিয়া থাকিবেন না।” উভয় সঙ্কটে পড়িয়া সুবুদ্ধিরায়ের মুখে তিনি করোঁয়ার জল দেওয়াইলেন।

তখন স্ববুদ্ধিরায় কাশীতে আসিয়া পণ্ডিতদের নিকটে প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা চাহিলেন। পণ্ডিতদের মধ্যে কেহ কেহ তপস্বত খাইয়া প্রাণত্যাগের ব্যবস্থা দিলেন; আবার কেহ কেহ বলিলেন—“না, তপস্বত খাইয়া প্রাণত্যাগ সম্ভব নহে; যেহেতু দোষ অল্প।” রায় কিছু স্থির করিতে পারিলেন না। এমন সময় মহাপ্রভু বৃন্দাবন যাওয়ার পথে কাশীতে আসিলেন। স্ববুদ্ধিরায় প্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সমস্ত বিবরণ খুলিয়া বলিলেন এবং তাঁহার উপদেশ প্রার্থনা করিলেন। প্রভু তাঁহাকে বলিলেন—“তুমি বৃন্দাবনে যাও, নিরন্তর কৃষ্ণনাম কীর্তন কর। এক নামাভাসেই তোমার পাপ দূরীভূত হইবে; আর নাম হইতে কৃষ্ণচরণ প্রাপ্তি হইবে।” প্রভুর আদেশ পাইয়া স্ববুদ্ধিরায় প্রয়াগ ও অযোধ্যা হইয়া নৈমিষারণ্যে আসিয়া কিছুকাল অবস্থান করিলেন। এই সময়ের মধ্যে প্রভু বৃন্দাবন হইতে প্রয়াগে আসিয়াছেন। রায় নৈমিষারণ্য হইতে মথুরায় আসিয়া প্রভুর বৃন্দাবন-গমনের সংবাদ পাইলেন। মথুরায় প্রভুর দর্শন না পাওয়াতে তিনি বড়ই দুঃখিত হইলেন। যাহা হউক, তিনি মথুরাতে বাস করিতে লাগিলেন। তিনি বন হইতে গুল্মকাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া মথুরায় আনিয়া বিক্রয় করিতেন। এক এক বোঝা পাঁচ ছয় পয়সায় বিক্রয় হইত। নিজে এক পয়সার চানা খাইয়া জীবিকা নির্বাহ করিতেন; অবশিষ্ট পয়সা দোকানদারের নিকটে গচ্ছিত রাখিতেন; গচ্ছিত পয়সা-দ্বারা তিনি “দুঃখী বৈষ্ণব দেখি তাঁরে করান ভোজন। গোড়ীয়া আইলে দধি, ভাত, তৈলমর্দন ॥” মহাপ্রভুর আদেশে শ্রীরূপগোস্বামী যখন মথুরামণ্ডলে আসিলেন, স্ববুদ্ধিরায় তাঁহার প্রতি বিশেষ শ্রীতি দেখাইলেন, তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া দ্বাদশ বন দর্শন করাষ্টয়াছিলেন। একমাসমাত্র বৃন্দাবনে থাকিয়া শ্রীরূপ যখন নীলাচলে প্রভুর সহিত মিলনের জন্ত বৃন্দাবন হইতে চলিয়া আসিলেন, তখন সনাতন গোস্বামী বৃন্দাবনে গিয়া স্ববুদ্ধি রায়ের সহিত মিলিত হইলেন। স্ববুদ্ধিরায় সনাতনের প্রতিও বিশেষ স্নেহ ও শ্রীতি দেখাইয়াছিলেন।

সূর্য্যদাস সরথেল। পূর্বে বলরামকান্ত রেবতীর পিতা কক্কুদী। ব্রাহ্মণবংশে আবির্ভূত। শ্রীপাট—নবদ্বীপের নিকটবর্তী শালিগ্রামে। “সরথেল” তাঁহার গোড়েশ্বরদত্ত উপাধি। গোবীন্দাস পণ্ডিত ও কৃষ্ণদাস সরথেল ইহার সহোদর। সূর্য্যদাসের দুই কন্যা—বসুধা ও জাহ্নবা, দ্বাপরের বলদেবকান্তা বাকুণী ও রেবতী। এই দুই কন্যাকে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর নিকটে বিবাহ দেওয়া হইয়াছিল।

স্বরূপদামোদর। ব্রজলীলার বিশাখা; ধ্যানচন্দ্রগোস্বামীর মতে ললিতা। ব্রাহ্মণকুলে আবির্ভূত। নবদ্বীপবাসী। পূর্বনাম পুরুষোত্তম আচার্য্য। বাল্যকাল হইতেই মহাপ্রভুর প্রতি অহুরাগী। মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে ইনি উন্নতের মত হইয়া কাশীতে গিয়া নিশ্চিন্তে কৃষ্ণভজনের উদ্দেশ্যে চৈতন্যানন্দের নিকটে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, কিন্তু যোগপট্ট গ্রহণ করিলেন না; তখন তাঁহার নাম হইল “স্বরূপ”। তাঁহার গুরু চৈতন্যানন্দ বেদান্ত অধ্যয়ন এবং অধ্যাপনের জন্ত তাঁহাকে আদেশ করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রভুর বিরহে অধীর হইয়া গুরুর আদেশ নিয়া তিনি নীলাচলে আসিয়া প্রভুর সহিত মিলিত হইলেন—প্রভুর দক্ষিণদেশ হইতে প্রত্যাবর্তনের পরে। তদবধি ইনি নীলাচলেই ছিলেন, একবার কেবল নীলাচল ত্যাগ করিয়া প্রভুর সঙ্গে গোড়ে আসিয়াছিলেন। ইনি ছিলেন মহাপণ্ডিত, কৃষ্ণ-রস-তত্ত্ববেত্তা, প্রেমময়বিগ্রহ, মহাপ্রভুর দ্বিতীয়-স্বরূপ। কাহারও সঙ্গে কথাবার্তা বিশেষ কিছু বলিতেন না; প্রায় নির্জনেই থাকিতেন। প্রভুর মনের ভাব একমাত্র ইনিই জানিতেন। ভক্তিসিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ বা রসাতাসযুক্ত কোনও কথা শুনিতে প্রভুর স্মৃতি হইত না; তাই প্রভু নিয়ম করিয়াছিলেন—কেহ কোনও গ্রন্থ, শ্লোক বা গীত রচনা করিয়া প্রভুকে শুনাইবার জন্ত আনিলে আগে স্বরূপদামোদর তাহা পরীক্ষা করিবেন। ইনি ছিলেন সঙ্গীতে গম্ভীরসম, শাস্ত্রে বৃহস্পতিতুল্য। প্রভুর কৃষ্ণবিরহ-দশায় ইনি বিতাপতি, চণ্ডীদাস, গীতগোবিন্দের পদ কীর্তন করিয়া এবং ভাগবতের শ্লোক পড়িয়া প্রভুর আনন্দ বিধান এবং ভাবপুষ্টি সাধন করিতেন।

রঘুনাথ দাস যখন গৃহত্যাগ করিয়া নীলাচলে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তখন প্রভু তাঁহাকে স্বরূপের হাতে অর্পণ করিয়া দিয়াছিলেন। প্রভুর নিকটে রঘুনাথের বক্তব্য কিছু থাকিলে স্বরূপদামোদরের দ্বারাই তিনি তাহা প্রকাশ করাইতেন।

ইনি মহাপ্রভুর শেষ (মধ্য ও অন্ত্য) লীলা স্মৃত্যাকারে তাঁহার এক কড়চায় লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। এই কড়চার নাম “স্বরূপদামোদরের কড়চা”। এই কড়চা অবলম্বনে কবিরাজগোস্বামী তাঁহার গ্রন্থে প্রভুর অনেক লীলা বর্ণন করিয়াছেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ এই কড়চা এখন পাওয়া যায় না। “স্বরূপদামোদরের কড়চা”-নামে বাজারে এখন যাহা পাওয়া যায়, তাহা কৃত্রিম, গোস্বামিশাস্ত্র-বিরোধী।

মহাপ্রভুর তিরোভাবের পরে ইনি অন্তর্দ্বান প্রাপ্ত হইলেন। মূলগ্রন্থের বিষয়সূচীতে “স্বরূপদামোদর-প্রসঙ্গ” দ্রষ্টব্য।

হরিদাস ঠাকুর। যশোহর জেলার বৃন্দ-গ্রামে যখনকূলে আবির্ভূত (৩৩৯১-পর্যায়ের টীকা দ্রষ্টব্য)। বৃন্দ ত্যাগ করিয়া ইনি বেণাপোলের অরণ্যমধ্যে নির্জন কুটীরে কিছুকাল বাস করেন সে-স্থানে তিনি প্রতিদিন তিন লক্ষ হরিনাম করিতেন, তুলসীসেবা করিতেন; ব্রাহ্মণের গৃহে ভিক্ষা নির্বাহ করিতেন। তিনি সকল লোকেরই বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন; কিন্তু স্থানীয় ভূম্যধিকারী রামচন্দ্রখানের তাহা সহ হইল না। তিনি হরিদাসের কুৎসা ঘটনার উদ্দেশ্যে প্রথমতঃ তাহার দোষের অহুসন্ধান করিতে লাগিলেন; কোনও দোষ না পাইয়া দোষসৃষ্টির জন্ত একটা সুন্দরী যুবতী বেশ্যাকে রাত্রিকালে হরিদাসের কুটীরে পাঠাইলেন। বেশ্যা তাহার চিন্তাকর্ষক হাব-ভাবাদি দ্বারা নানাভাবে হরিদাসকে মুগ্ধ করিতে পর পর তিনরাত্রি পর্য্যন্ত যথাসাধ্য চেষ্টা করিল; কিন্তু তাহার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইল; শেষকালে হরিদাসের মহিমায় বেশ্যাতীরই চিন্তের পরিবর্তন সাধিত হইল, বেশ্যা হরিদাসের চরণে পতিত হইয়া নিজের উদ্ধারের উপায় প্রার্থনা করিল। হরিদাস তাহাকে হরিনাম কীর্তনের উপদেশ দিয়া বেণাপোল ত্যাগ করিলেন। হরিদাসের কৃপায় সেই বেশ্যাটা পরে পরমা বৈষ্ণবী হইয়াছিলেন। যাহা হউক, হরিদাস ঠাকুর বেণাপোল হইতে সপ্তগ্রামের নিকটবর্তী চান্দপুরে আসিয়া হিরণ্যদাস-গোবর্দ্ধনদাসের পুরোহিত বলরাম আচার্য্যের গৃহে কিছুকাল অবস্থান করেন। রঘুনাথ তখন বালক, পাঠশালায় পড়িতেন। রঘুনাথ প্রায়ই হরিদাসের নিকটে আসিতেন; তিনি তখন হরিদাসের কৃপা লাভ করেন। কবিরাজগোস্বামী লিখিয়াছেন—হরিদাস ঠাকুরের এই কৃপাই পরে রঘুনাথের পক্ষে চৈতন্যচরণ-প্রাপ্তির হেতু হইয়াছিল।

অনেক অহুসন-বিনয় করিয়া বলরাম আচার্য্য একদিন হরিদাসকে হিরণ্যদাস-গোবর্দ্ধনদাসের সভায় লইয়া গেলেন। সে-স্থানে পণ্ডিতসমাজ তাহার মুখে নামমহিমা শুনিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে তিনি নামমহিমা-প্রকাশ করেন এবং এই প্রসঙ্গে বলিলেন—নামাভাসেই মুক্তিলাভ হইতে পারে। গোপাল চক্রবর্তী নামে হিরণ্যদাস-গোবর্দ্ধনদাসের এক আশ্রিত ইহা সহ হইল না; চক্রবর্তী হরিদাসের প্রতি কটাক্ষ করিলেন এবং হরিদাসকে বলিলেন—যদি নামাভাসে মুক্তি না হয়, তাহা হইলে তোমার নাক কাটিব। হরিদাস সম্মত হইলেন। ইহাতে সভাস্থ পণ্ডিতমণ্ডলী চক্রবর্তীর প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন, বলরাম আচার্য্য তাহাকে বিস্তর তিরস্কার করিলেন, হিরণ্যদাস-গোবর্দ্ধনদাস তাহাকে কণ্ঠচ্যুত করিলেন। হরিদাস ঠাকুর বলিলেন—“ইনি তর্কনিষ্ঠ; তাই—এ-সকল কথা বলিতেছেন। ইহার বিষয়ে আমার সম্বন্ধে আপনারা মনে কোনও কষ্ট নিবেন না।” হরিদাস বলরাম আচার্য্যের গৃহে চলিয়া গেলেন। কিন্তু আশ্রয়ের বিষয়, তিন দিনের মধ্যে গোপাল চক্রবর্তীর কুটরোগ জন্মিল, হাতের আঙ্গুল কঁোকড়া হইয়া গেল এবং নাক খসিয়া পড়িল। তাহাতে হরিদাস মনে অত্যন্ত দুঃখ পাইয়া শান্তিপুরে চলিয়া আসেন। অষ্টৈতাচার্য্য তাহাকে অত্যন্ত আদরের সহিত স্থান দিলেন; তাহাকে তিনি শ্রাদ্ধপাত্রও খাওয়াইয়া-ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের উদ্দেশ্যে অষ্টৈতাচার্য্য যেমন শ্রীকৃষ্ণপূজা করিয়াছিলেন, শান্তিপুরে অবস্থানকালে হরিদাস ঠাকুরও ঐ একই উদ্দেশ্যে নাম সঙ্কীর্তন করিয়াছিলেন।

বেণাপোলে অবস্থান-কালে রামচন্দ্রখানের প্রেরিত বেশ্যা যেমন হরিদাসকে প্রলুব্ধ করার জন্ত ব্যর্থ চেষ্টা করিয়াছিল, শান্তিপুরে স্বয়ং মায়াদেবীও দিব্য রমণীর বেশে ঠিক তদ্রূপ চেষ্টাই করিয়াছিলেন, কিন্তু ব্যর্থকাম্য হইয়া শেষকালে হরিদাসের নিকটে নাম দীক্ষা প্রার্থনা করিলেন।

এই সময়ে তিনি শাস্তিপুত্রেও থাকিতেন; কখনও কখনও বা নিকটবর্তী ফুলিয়াগ্রামেও থাকিতেন। গঙ্গাস্নান করিতেন। উচ্চস্বরে “কৃষ্ণ কৃষ্ণ” বলিয়া নৃত্য-কীর্ত্তন, হান্ত, যোদন, হুকারাদি করিতেন। যখন কাজীর ইহা সহ্য হইত না—যখন-সন্তান হইয়া হিন্দুর ধর্ম আচরণ করে কেন হরিদাস? কাজী গিয়া মূলুকপতির নিকটে নালিশ করিলেন এবং হরিদাসকে শাস্তি দেওয়ার জন্ত অহরোধ করিলেন। মূলুকপতি হরিদাসকে ডাকাইলেন। হরিদাস গেলেন। মূলুকপতি তাঁহাকে সাদরে ও সম্মানে গ্রহণ করিয়া বসিতে আসন দিলেন; পরে মিষ্ট কথায় স্বীয় শাস্ত্রের কথা জানাইয়া কৃষ্ণনাম ত্যাগ করার জন্ত হরিদাসকে বলিলেন। হরিদাসও তখন বলিলেন—“ঈশ্বর এক; ভিন্ন ভিন্ন ধর্মাবলম্বী তাঁহাকে ভিন্ন ভিন্ন নামে ডাকে। ঈশ্বর যাহাকে যে-ভাবে প্রেরণা দেন, সেই লোক সেই ভাবেই বলে। আমাকে তিনি যে-ভাবে চালাইতেছেন, আমি সেই ভাবেই চলিতেছি।” শুনিয়া সকলে স্থবী হইলেন; কিন্তু দুই কাজী খুসী হইতে পারিলেন না; হরিদাসকে শাস্তি দেওয়ার জন্ত কাজী পুনঃ পুনঃ জেদ করিতে লাগিলেন। মূলুকপতি তখন আবার হরিদাসকে নাম ত্যাগ করিয়া কল্যা পড়ার জন্ত কোমলে-কঠিনে বলিলেন। হরিদাস দৃঢ়তার সহিত বলিলেন—যদি আমার দেহ খণ্ড খণ্ডও করা হয়, তথাপি আমি হরিদাস ছাড়িব না।” কাজীর প্ররোচনায় মূলুকপতি তখন হুকুম করিলেন—বাইশ বাজারে নিয়া নিয়া কঠোর বেত্রাঘাতে হরিদাসকে হত্যা করিতে হইবে। মূলুকপতির পাইকগণ হরিদাসকে লইয়া গেল; একের পর এক—বাইশটা বাজারে তাঁহাকে খুব জোরের সহিত বেত্রাঘাত করিল। হরিদাস মরিলেন না; তাঁহার মুখেও দুঃখের ছায়া পর্য্যন্ত দেখা গেল না। প্রসন্নবদনে তিনি হরিদাস কীর্ত্তন করিতেছেন, আর ভগবানের নিকটে প্রার্থনা করিতেছেন—তাঁহাকে প্রহার করিতেছে বলিয়া যখনদের যেন কোনও অমঙ্গল না হয়। তখন পাইকগণ বিস্মিত হইল; যে-ভাবে তাহারা বেত্রাঘাত করিতেছে, তাহাতে তিন চারি বাজারের আঘাতেই অতি শক্ত লোকও মরিয়া যায়; আর এই হরিদাস বাইশটা বাজারে আঘাত পাইয়াও এমন সুপ্রসন্ন! তাহারা হরিদাসকে বলিল—“ঠাকুর, তুমি তো মরিলে না; কিন্তু আমাদের মরণ নিশ্চিত; তোমাকে মারিতে পারিলাম না বলিয়া মূলুকপতি আমাদের মারিয়া ফেলিবেন।” হরিদাস অম্লানবদনে বলিলেন—“আচ্ছা, তাহা হইলে আমি মরিতেছি।” তিনি তৎক্ষণাৎ শ্রীকৃষ্ণচরণ চিন্তা করিয়া ধ্যানস্থ হইলেন; নিবিড় ধ্যান, শ্বাস নাই, প্রশ্বাস নাই, উদর-স্পন্দন নাই; ঠিক যেন মৃত। পাইকেরা ধরাধরি করিয়া তাঁহাকে মূলুকপতির নিকটে লইয়া গেল। মূলুকপতি কবর দেওয়ার হুকুম দিলেন; কিন্তু সেই কাজী বলিলেন—“না, কবর দিলে এই স্বধর্মবিরোধী লোকটা উদ্ধার পাইয়া যাইবে; উহাকে জলে ডাসাইয়া দেওয়া হউক; যেন চিরকাল কষ্ট পায়।” মূলুকপতি তদনুরূপ হুকুম দিলেন। পাইকগণ হরিদাসকে লইয়া চলিল; হরিদাস উঠিয়া বসিল—কিন্তু দৃশ্যতঃ তখনও মৃত। তাঁহাকে মৃত জ্ঞানে গঙ্গায় ফেলিয়া দেওয়া হইল। কতক্ষণ পরে হরিদাসের ধ্যানভঙ্গ হইল; তিনি গঙ্গা হইতে উঠিয়া আসিলেন। মূলুকপতি বিস্মিত হইয়া তাঁহাকে যথোচিত সম্মান করিলেন। যিনি নামের আশ্রয় গ্রহণ করেন, শ্রীনামই তাঁহাকে রক্ষা করেন। নাম ও নামী যে অভিন্ন।

কিছুকাল পরে বৈষ্ণব-দর্শনের অভিপ্রায়ে হরিদাস নবদ্বীপে আসিলেন। হরিদাসকে পাইয়া তৎকালীন নবদ্বীপবাসী বৈষ্ণবগণ পরমানন্দ প্রাপ্ত হইলেন।

হরিদাস ছিলেন নবদ্বীপে মহাপ্রভুর কীর্ত্তনসঙ্গী। কাজী-দলনের দিনেও নগরকীর্ত্তনে হরিদাস ছিলেন অগ্রবর্তী প্রথম সম্প্রদায়ে। প্রভুর আদেশে শ্রীনিত্যানন্দের সঙ্গে হরিদাস নবদ্বীপের সর্বত্র কৃষ্ণনাম প্রচার করিয়াছিলেন এবং জগাই-মাধাই কর্তৃকও আক্রান্ত হইয়াছিলেন। প্রভুকর্তৃক কৃষ্ণলীলার অভিনয়ে হরিদাস হইয়াছিলেন বৈকুণ্ঠের কোটাল।

সন্ন্যাস-গ্রহণান্তে প্রভু যখন কাটোয়া হইতে শাস্তিপুত্রে আসিয়াছিলেন, তখন শ্রীঅষ্টোত্তাচার্যের গৃহে প্রভুর সহিত হরিদাসের মিলন হইয়াছিল; প্রভুর সহিত একত্রে ভিক্ষা গ্রহণের জন্ত প্রভু তাঁহাকে আহ্বানও জানাইয়া

ছিলেন। প্রভু যখন নীলাচল যাত্রা করেন, তখন হরিদাস কাদিতে কাদিতে বলিলেন—“আমার কি গতি হইবে প্রভু।” প্রভু বলিয়াছিলেন—“তোমার জন্ম আমি নীলাচলচন্দ্রের চরণে প্রার্থনা জানাইব; তোমাকে নীলাচলে লইয়া যাইব।” প্রভুর দক্ষিণ দেশ হইতে প্রত্যাবর্তনের পরে গোড়ীয় ভক্তদের সঙ্গে হরিদাস নীলাচলে গমন করেন। গভীরার নিকটবর্তী এক নিভৃত উজানে প্রভু হরিদাসের বাসা ঠিক করিয়া দিলেন; প্রভুর আদেশে গোবিন্দ প্রতিদিন সে-স্থানে হরিদাসের জন্ম প্রসাদ দিয়া আসিতেন। প্রাতঃকালে জগন্নাথ দর্শন করিয়া প্রভু প্রত্যহ হরিদাসের সঙ্গে মিলিত হইতেন এবং জগন্নাথমন্দিরে যে প্রসাদ পাইতেন, হরিদাসকেও তাহা দিতেন। শ্রীরূপ গোস্বামী এবং তাঁহার পরে শ্রীসনাতন গোস্বামী যখন নীলাচলে গিয়াছিলেন, তখন তাঁহারাও হরিদাস ঠাকুরের সঙ্গেই থাকিতেন। প্রভুর সঙ্গে হরিদাস নীলাচল হইতে গোড়েও আসিয়াছিলেন এবং প্রভুর সঙ্গেই আবার নীলাচলে ফিরিয়া গিয়াছিলেন।

শেষ সময়ে তিনি প্রভুর চরণে নিবেদন করিলেন—“প্রভু, আমার মনে হইতেছে, তুমি শীঘ্রই লীলা অন্তর্ধান করিবে; আমাকে যেন তাহা দেখিতে না হয়। আমার ইচ্ছা—তোমার চরণদ্বয় হৃদয়ে ধারণ করিয়া, নয়নদ্বয় তোমার চন্দ্রবদনে স্থাপন করিয়া, মুখে তোমার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম উচ্চারণ করিতে করিতে তোমার সাক্ষাতেই প্রাণত্যাগ করি। তোমার রূপা হইলেই প্রভু আমার এই ইচ্ছা পূর্ণ হইতে পারে।” ভক্তবৎসল প্রভু তাহা অঙ্গীকার করিলেন এবং প্রভুর পার্শ্ববৃন্দের মুখে নামকীর্তন শুনিতে শুনিতে সেইভাবেই হরিদাস নির্ধান প্রাপ্ত হইলেন। প্রভু হরিদাসের দেহ বক্ষে ধারণ করিয়া প্রেমাবেশে নৃত্য করিলেন। পরে পার্শ্ববৃন্দের সহিত সমুদ্রতীরে তাঁহাকে সমাধিস্থ করিলেন—প্রভু নিজেই সর্বাগ্রে তাঁহাকে বালু দিলেন। পরে প্রভু তাঁহার বিরহ-মহোৎসবও সম্পাদন করিয়াছিলেন।

নামসঙ্কীর্ণনের আচার এবং প্রচার—উভয়েরই হরিদাস ঠাকুর ছিলেন উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত। প্রভুর প্রচারিত উচ্চসঙ্কীর্ণনের প্রভাবে যে স্থাবর-জঙ্গমাди এবং নামাভাসের ফলে যে স্নেহ-যবনাদিও উদ্ধার প্রাপ্ত হইবে—হরিদাস ঠাকুরের মুখেই প্রভু এই তথ্যও প্রকাশ করাইয়াছিলেন।

তাঁহার নির্ধানের পরে প্রভু নিজ মুখেই বলিয়াছেন—“হরিদাস ঠাকুর ছিল পৃথিবীর শিরোমণি। তাঁহা বিনা রত্নশূন্য হইল মেদিনী ॥” মূলগ্রন্থের বিষয়-সূচীতে “হরিদাস ঠাকুর-প্রসঙ্গ” দ্রষ্টব্য।

গৌরগণোদ্দেশদীপিকা বলেন—ঋচীক মূনির পুত্র মহাতেজা ব্রহ্মা প্রহ্লাদের সহিত মিলিত হইয়া হরিদাস-ঠাকুররূপে আবির্ভূত হইয়াছেন; মুরারিগুপ্ত তাঁহার চৈতন্যচরিতামৃতে (কড়চায়) বলিয়াছেন যে, কোনও এক মুনিকুমার তুলসীপত্র আহরণ করিয়া তাহা প্রক্ষালিত না করিয়াই পিতার নিকটে দিয়াছিলেন বলিয়া পিতাকর্তৃক অভিশপ্ত হইয়া যবনতা প্রাপ্ত হইয়া হরিদাসরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন।

স্থান-নদী-পর্বতাদির পরিচয়

অক্রুরতীর্থ। মথুরায়। বৃন্দাবন ও মথুরার মধ্যস্থলে যমুনার একটা ঘাট। এই ঘাটে অক্রুর বৈকুণ্ঠ দর্শন করিয়াছিলেন এবং ব্রজবাসী লোকগণ গোলোক দর্শন করিয়াছিলেন। মহাপ্রভু বৃন্দাবন দর্শনাদি করিয়া অক্রুরতীর্থে আসিয়া ভিক্ষা করিতেন। এই ঘাটে প্রভু একদিন যমুনায় ঝাঁপ দিয়াছিলেন। তীর্থরাজ। হরির অত্যন্ত প্রিয় স্থান।

অনন্ত-পদ্মনাভ-স্থান (অনন্তপুর)। দাক্ষিণাত্যে অনন্তপুর জেলায়। বেলারী হইতে ৫৬ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। বর্তমান নাম ত্রিবান্দ্রম্। এইস্থানে শ্রীঅনন্ত-পদ্মনাভ শ্রীবিগ্রহ আছেন।

অন্নকূট গ্রাম। মথুরায় গোবর্দ্ধন-পর্বতের উপরে স্থিত একটা গ্রাম। অপর নাম “আনিয়ার”। এই স্থানেই গোবর্দ্ধন-পূজার সময় অন্নকূট হইয়াছিল। এখানে গোবর্দ্ধন-পতি শ্রীগোপালদেবের স্থিতি।

অম্বুয়া মুন্সুক। বর্তমান জেলার অন্তর্গত কালনার সংলগ্ন একটা গ্রাম—অম্বিকা। বর্তমান নাম প্যারীগঞ্জ; এখানে নকুল ব্রহ্মচারীর শ্রীপাট ছিল।

অযোধ্য। বর্তমান “আউধ”।

অহোবল-নৃসিংহক্ষেত্র। অহোবল বা অহোবিলম্। দাক্ষিণাত্যে কর্ণুল জেলায় অবস্থিত। এখানে স্তম্ভসিদ্ধ শ্রীনৃসিংহ-বিগ্রহ বিদ্যমান।

আইটোটা। নীলাচলে গুণ্ডিচামন্দিরের নিকটে একটা উত্থান-বিশেষ।

আঠারনালা। শ্রীক্ষেত্রের একটা ক্ষুদ্র নদী। ইহার উপরে একটা সেতু আছে; সেই সেতুতে আঠারটা খিলান আছে; এজন্ত ইহার নাম আঠারনালা। ইহা পুরীর নিকটে। এই সেতুটা পার হইয়াই পুরীতে প্রবেশ করিতে হয়।

আউড়ৈ গ্রাম। প্রয়াগে ত্রিবেণী-সঙ্গমের নিকটে যমুনার অপর তীরের একটা গ্রাম। এই গ্রামে বসন্ত-ভট্ট বাস করিতেন। তিনি প্রয়াগ হইতে প্রভুকে এই গ্রামে স্বগৃহে লইয়া গিয়াছিলেন।

আরিট গ্রাম। অরিট গ্রাম; মথুরামণ্ডলের অন্তর্গত গোবর্দ্ধনে; এই গ্রামেই শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-শ্যামকৃষ্ণ অবস্থিত। এইস্থানে শ্রীকৃষ্ণ অরিষ্টাস্বরকে বধ করিয়াছিলেন।

আগালনাথ। পুরী হইতে ১৪।১৫ মাইল দূরে। শ্রীঙ্গরনাথের অনবদ্যে প্রভু আগালনাথে গিয়া থাকিতেন।

উৎকল। উড়িষ্যা প্রদেশ।

ঋষভ পর্বত। দাক্ষিণাত্যে; দক্ষিণ কর্ণাটে মাহুয়া জেলার এক গ্রামে অবস্থিত। বর্তমানে “পালনি হিল”।

ঋষ্যমুখ পর্বত। অবস্থান-সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন মত আছে। কেহ বলেন, দাক্ষিণাত্যের বেলারী জেলার হাম্পি-গ্রামের নিকট তুঙ্গভদ্রা-নদীর তীরে অপ্রশস্ত গিরিবন্য-টীর পার্শ্ববর্তী পর্বটাই ঋষ্যমুখ পর্বত; ইহা নিজামের রাজ্যে গিয়া পড়িয়াছে। কেহ বলেন, ঋষ্যমুখ পর্বত মধ্যপ্রদেশে অবস্থিত, বর্তমান নাম “রাম্প”। আবার কেহ বলেন, পম্পানদীর উৎপত্তিস্থল যে পর্বত, তাহাই ঋষ্যমুখ।

কটক। উড়িষ্যার গঙ্গাবংশীয় রাজাদের রাজধানী; কাটজুড়ি ও মহানদীর মধ্যবর্তী। দক্ষিণদেশের বিজ্ঞানগর হইতে শ্রীসাক্ষীগোপাল উৎকলরাজ কর্তৃক আনীত হইয়া কটকেই ছিলেন। মহাপ্রভু যখন সন্ন্যাসের পর নীলাচলে গিয়াছিলেন, তখন সাক্ষীগোপাল কটকেই ছিলেন। পরে পুরী হইতে ছয় সাত মাইল দূরে সত্যবাদী বা সাক্ষীগোপাল গ্রামে আসেন।

কমলপুর। পুরীজেলার অন্তর্গত একটি প্রাচীন গ্রাম। এই গ্রাম হইতে পুরীর শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরের ধ্বজা দেখা যায়। পুরী হইতে তিন ক্রোশ।

কাটোয়া। কটকনগর। বর্ধমান জেলার অন্তর্গত। এইস্থানে প্রভু কেশব-ভারতীর নিকটে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন।

কানাইর নাটশালা। গোড়ের নিকটে, রাজমহল হইতে তিন ক্রোশ দূরে।

কাবেরী। নদী। ত্রিচিনপল্লীর নিকটবর্তী শ্রীরঙ্গম কাবেরী নদীর তীরে অবস্থিত। কাবেরী নদীর জলপানে ভগবদ্ভক্তি জন্মে বলিয়া শ্রীমদ্ভাগবতে উল্লেখ আছে। বর্তমান নাম “অর্দ্ধগঙ্গা” নদী।

কামকোষ্ঠীপুরী। দাক্ষিণাত্যে শ্রীশৈল ও মাহুরার মধ্যবর্তী একটি স্থান। তাঞ্জোর জেলার কুন্তকোণম্।

কাম্যবন। ব্রজমণ্ডলের দ্বাদশ বনের একটি বন। কাম্যবনে অনেক তীর্থ আছে।

কালিন্দী। যমুনা নদী।

কাশী। বারাণসী। প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান।

কুমারহট্ট। বর্তমান চব্বিশ পরগণা জেলার হালিসহর। শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর আবির্ভাব-স্থান। মহাপ্রভুর সন্ন্যাসের পরে শ্রীবাসপণ্ডিতও এইস্থানে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন।

কুমুদবন। ব্রজমণ্ডলস্থিত দ্বাদশ বনের একটি বন।

কুরুক্ষেত্র। কলিকাতা হইতে ১০৫১ মাইল দূরে থানেশ্বর স্টেশন। কুরুক্ষেত্রে কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ হইয়াছিল। এই-স্থানেই শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের নিকটে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা প্রকাশ করিয়াছিলেন। ২১১৭১ পয়ারের টীকাপরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

কুলিয়া। নবদ্বীপ গঙ্গার যেই তীরে, তাহার অপর তীরে একটি গ্রাম। প্রাচীন নবদ্বীপের অধিকাংশই গঙ্গাগর্ভে। এখন একদিকের গঙ্গাপ্রবাহ শুকাইয়া খাদ হইয়াছে; অতএব সাতকুলিয়াই বর্তমান কুলিয়া। সাতকুলিয়াও অনেকাংশ ভাসিয়া গিয়াছে।

কুলীন গ্রাম। বর্ধমান জেলায়, গুণরাজখান ও রামানন্দ বসুর বাসস্থান। মহাপ্রভু কুলীনগ্রামের মহিমা বর্ণন করিয়াছেন। শ্রীল হরিদাসঠাকুরও কিছুকাল কুলীনগ্রামে ছিলেন।

কুশাবর্ত্ত। নাসিকের নিকটবর্তী। পশ্চিমঘাট বা মহাদ্রির কুশট্ট-নামক প্রদেশ হইতেই গোদাবরীর উদ্ভব।

কুন্তকর্ক-কপাল-স্থান। দাক্ষিণাত্যে তাঞ্জোর জেলার অন্তর্গত বর্তমান “কুন্তকোণম্”-নগর।

কুর্মক্ষেত্র (কুর্মস্থান)। বর্তমানে “শ্রীকুর্ম” নামে খ্যাত। দাক্ষিণাত্যের গঙ্গাম জেলায় সমুদ্রের ধারে চিকাকোল হইতে ৮ মাইল পূর্বদিকে। কুর্ম-অবতার শ্রীবিষ্ণুর মন্দিরের জন্ম বিখ্যাত।

কুন্তমালা। নদী। বর্তমান নাম ভাইগা (মতান্তরে ভাসাই)। মাহুরা সহর এই নদীর উপরে প্রতিষ্ঠিত। মলয় পর্বত হইতে এই নদী নিঃসৃত হইয়াছে।

কৃষ্ণবেণী। নদী। মহাদ্রি-পর্বতের মহাবলেশ্বর হইতে উদ্ভূত। কৃষ্ণবেণীতীরেই বিষ্ণুমঙ্গল-ঠাকুরের বাসস্থান ছিল। দাক্ষিণাত্যে।

কেশীতীর্থ। শ্রীবৃন্দাবনে যমুনার কেশীঘাট।

কোণার্ক। অর্ক-তীর্থ। বর্তমান নাম “কোণারক”। পুরী হইতে ১২ মাইল উত্তরে, সমুদ্রতীরে। এইস্থানে স্থাপত্য-নৈপুণ্যের অত্যাশ্চর্য্য নিদর্শন-স্বরূপ একটি সূর্য্য-মন্দির আছে।

কোলাপুর। বোম্বাই প্রদেশের অন্তর্গত একটি দেশীয় রাজ্য। উত্তরে সাতারা, দক্ষিণে ও পূর্বে বেলগ্রাম এবং পশ্চিমে রত্নগিরি। কোলাপুরে অনেক মন্দির ছিল।

খণ্ড। শ্রীখণ্ড। বর্ধমান জেলায়। শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুরের শ্রীপাট।

খদির বন। ব্রজমণ্ডলস্থ দ্বাদশ বনের একটি বন।

খেনাভীর্থ। ২১৮।৫২-পয়ালের ঢাকা দ্রষ্টব্য। ব্রজমণ্ডলস্থ একটা ভীর্থ।

গম্ভীরা। পুরীতে মহাপ্রভুর আবাসগৃহ।

গয়া। প্রসিদ্ধ ভীর্থস্থান। ক্ষুদ্রনদীর তীরে অবস্থিত।

গাঁঠুলি গ্রাম। গোবর্দ্ধন পর্বতের নিকটবর্তী, পশ্চিম দিকে একটা গ্রাম।

গুণ্ডিচা মন্দির। পুরীর একটা মন্দির। “সুন্দরাচল” অবস্থিত। রথযাত্রায় শ্রীজগন্নাথদেব “নীলাচল”স্থিত স্বীয় মন্দির হইতে আসিয়া গুণ্ডিচামন্দিরে নবরাত্রি অবস্থান করেন।

গোকর্ণ। বোম্বাই প্রদেশে উত্তর-কানারায়, বর্তমান গোয়ানগরের ৩০।৩২ মাইল দূরে অবস্থিত। শিবমন্দিরের জন্ম প্রসিদ্ধ। বর্তমান নাম “জৈণ্ডিয়া”।

গোকুল। মথুরার দক্ষিণপূর্ব দিকে, যমুনার অপর পারে, মথুরা হইতে ২।৩ ক্রোশ দূরে অবস্থিত।

গোদাবরী। দাক্ষিণাত্যের একটা প্রধান নদী। নাসিক হইতে ২২ মাইল দূরবর্তী ব্রহ্মগিরি পর্বত (মতাস্তরে জটাফটকা পর্বত) হইতে উৎপন্ন। রামানন্দ্রায়েব রাজকাৰ্য্যস্থল বিধানগর ছিল গোদাবরীতীরে।

গোবর্দ্ধন। মথুরা হইতে আট ক্রোশ দূরে অবস্থিত প্রসিদ্ধ পর্বত।

গোবর্দ্ধনগ্রাম। গোবর্দ্ধনপর্বতে একটা গ্রাম।

গোবিন্দকুণ্ড। গোবর্দ্ধন-পর্বত-তটে একটা প্রসিদ্ধ কুণ্ড বা সরোবর।

গোড়। পূর্বকালে প্রায় সমগ্র বঙ্গদেশই “গোড়”-নামে পরিচিত হইত। প্রাচীন গোড়-নগর মালদহের নিকটে, পাঁচ ক্রোশ দূরে অবস্থিত।

গোতমী গঙ্গা। গোদাবরী নদীর একটা শাখা। ইহার তীরে গোতম-ঋষির আশ্রম ছিল বলিয়া নাম হইয়াছে গোতমীগঙ্গা।

কটকপর্বত। পুরীতে সমুদ্রের তীরে যে-সকল বালুর পাহাড় আছে, তাহাদিগকে “কটক পর্বত” বলে।

চতুর্দার। মহানদীর যে-তীরে কটক, তাহার অপর তীরের একটা স্থান। কটক হইতে মহানদী পার হইয়া চতুর্দারে যাইতে হয়। সাধারণ নাম “চৌদার”।

চান্দপুর। হুগলী জেলার ত্রিবেণীর নিকটবর্তী একটা গ্রাম; সপ্তগ্রামের পূর্বদিকে। হিরণ্যদাস-গোবর্দ্ধন-দাসের পুরোহিত বলরাম আচার্য্য এবং দাসগোস্বামীর গুরু যত্ননন্দন আচার্য্য এই চান্দপুরে বাস করিতেন।

চিত্রোৎপলা নদী। মহানদীর যে-অংশ কটকের নিকটে, তাহাকে “চিত্রোৎপলা নদী” বলে।

চীরঘাট। যমুনার একটা ঘাট। এই স্থানে বস্ত্রহরণ-লীলা হইয়াছিল।

ছত্রভোগ। চব্বিশ পরগণা জেলার জয়নগর-মজিলপুর হইতে দুই তিন ক্রোশ দক্ষিণে। এই গ্রামটিকে কেহ কেহ “খাড়ি” বলেন। এ-স্থানে “বৈজুরকা নাথ” (বদরিকানাথ?) নামে অনাদি শিবলিঙ্গ আছেন। কিছুদূরে “দেবী ত্রিপুরাসুন্দরী” আছেন। প্রতি বৎসর চৈত্রমাসেব শুক্লা প্রতিপদে নন্দামান উপলক্ষে মেলা হয়।

জগন্নাথ (ক্ষেত্র)। পুরী; শ্রীজগন্নাথদেবের স্থান।

জগন্নাথ-বল্লভ-উদ্যান। পুরীতে গুণ্ডিচাবাড়ী ও শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরের মধ্যস্থলে একটা উদ্যান।

জীয়ড়-নৃসিংহক্ষেত্র। মাদ্রাজের বিশাখাপত্তন জেলার একটা ভীর্থস্থান। পর্বতের উচ্চপ্রদেশে শ্রীনৃসিংহদেবের মন্দির আছে। ভিজাগাপট্টম্ হইতে পাঁচ মাইল উত্তরে সিংহাবলম্ টেশন।

ঝামটপুর। বর্তমান জেলার কাটোয়ার দুই ক্রোশ উত্তরে নৈহাটী গ্রামের নিকটে একটা গ্রাম। এই স্থানে কবিরাজগোস্বামীর শ্রীপাট।

ঝারিখণ্ড। বাংলাদেশের পশ্চিমে অবস্থিত জঙ্গলময় প্রদেশ। বর্তমান আটগড়, ঢেহানল, আশুল, লাহাবা, কিয়োঙ্গর, বামড়া, বোলাই, গাঙ্গপুর, ছোটনাগপুর, যশপুর, সরগুজা প্রভৃতি পার্শ্বতা অঞ্চল।

তাপী নদী। বর্তমান “তাপ্তী” নদী। “স্বরাট” নগর এই নদীর তীরে। বিদ্যাপাদ (বর্তমান সাতপুরা রেষ) পর্বতের দক্ষিণে প্রবাহিত হইয়া পশ্চিম সাগরে পতিত হইয়াছে।

তাত্তপর্ণী নদী। বর্তমান নাম “টিনিভেলি”। দাক্ষিণাত্যের দক্ষিণসীমায় মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে কন্ঠাকুমারীর নিকটে প্রবাহিত।

তালবন। ব্রজমণ্ডলের দ্বাদশ-বনের একটি বন।

তিরোহিত। প্রাচীন নাম মিথিলা; বর্তমান ত্রিহত জেলা।

তিলকাশী। সম্ভবতঃ বর্তমান “তেলকাশী”। দাক্ষিণাত্যে “তিনেভেলী”র উত্তর-পূর্ব দিকে।

তুঙ্গভদ্রা নদী। স্থানীয় নাম “তুঙ্গুদ্রা”। এই নদীটা “তুঙ্গ” ও “ভদ্রা” এই দুইটা নদীর সম্মিলনে উৎপন্ন। পশ্চিমঘাট পর্বতের “গঙ্গামূল” শিখরের নিম্নদেশে মহীশূর রাজ্যের অন্তর্গত “কদূর” জেলায় “তুঙ্গ” নদীর উৎপত্তি, “ভদ্রা”-নদীর উৎপত্তিও তুঙ্গের নিকটবর্তী স্থানে। উভয়ে আসিয়া “শিমোগা”-জেলায় মিলিত হইয়াছে। সম্মিলিত “তুঙ্গভদ্রা” নদীটা মাদ্রাজ ও নিজামরাজ্যের মধ্যবর্তী সীমা।

ত্রিকাল হস্তীস্থান। দাক্ষিণাত্যে উত্তর আর্কটে তিরুপতি হইতে বাইশ মাইল উত্তর-পূর্ব দিকে স্বর্ণমুখী নদীর তীরে অবস্থিত।

ত্রিকূপ। কোচিন রাজ্যের পশ্চিম উপকূলে ত্রিচূর বা তিরুশিবপুর নগর। মতান্তরে, সরস্বতী নদীর তীরবর্তী কূপ-বিশেষ।

ত্রিপদী। তিরুপতি; তিরুপাট্টুর। উত্তর আর্কটে বেকটাচলের উপত্যকায় অবস্থিত। শ্রীরামচন্দ্রের মন্দির আছে।

ত্রিমল্ল। তিরুমলয়। তাম্বোর জেলায় অবস্থিত।

দণ্ডকারণ্য। উত্তরে “খান্দেশ” হইতে দক্ষিণে “আহম্মদনগর” এবং মধ্যে “নাসিক” ও “আউরঙ্গাবাদ” পর্য্যন্ত গোদাবরী নদীর তীরস্থিত বিস্তৃত ভূখণ্ডে “দণ্ডকারণ্য”-নামক বিস্তৃত বন ছিল।

দক্ষিণ মথুরা। বর্তমান “মাহুরা”। মাদ্রাজ প্রদেশে অবস্থিত।

দুর্বেশন। দাক্ষিণাত্যে, রামনাদ হইতে সাত মাইল পূর্বে সমুদ্রতীরে অবস্থিত।

দ্বারকা। দ্বারাবতী। কাঠিয়াবার প্রদেশে কচ্ছ উপসাগরের উপরে স্থিত। প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান।

দ্বৈপায়নী। দাক্ষিণাত্যে, সম্ভবতঃ গোকর্ণ-তীর্থের নিকটে। শ্রীমদ্ভাগবত হইতে জানা যায়, শ্রীবলদেব গোকর্ণতীর্থে শিবমূর্তি-দর্শন এবং দ্বৈপায়নী-আর্য্য দর্শনের পরে স্থপারকে গমন করেন। “আর্য্য”-দেশের নাম নহে, দেবীর নাম।

ধনুতীর্থ। সেতুবন্ধে। বর্তমান “পন্থম্ প্যাসেজ্”। ভারতবর্ষ ও সিলোনের (প্রাচীন লঙ্কার) মধ্যবর্তী। লঙ্কণের ধনুর অগ্রভাগদ্বারা সমুদ্রের সেতু বিচ্ছিন্ন হওয়ায় “ধনুতীর্থ” নাম হইয়াছে।

ধ্রুবঘাট। মথুরায়, যমুনার একটি ঘাট।

নন্দীশ্বর। মথুরা জেলায়। এ-স্থানে নন্দমহারাজের বাড়ী ছিল।

নবদ্বীপ। নদীয়া জেলার অন্তর্গত প্রসিদ্ধ তীর্থ-স্থান। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-স্থান।

নরেন্দ্র-সরোবর। পুরীর একটি পুষ্করিণী। এই সরোবরে চন্দনযাত্রাদি উৎসব হইয়া থাকে।

নর্মদা। নদী। দাক্ষিণাত্যের একটি প্রসিদ্ধ নদী।

নাসিক। বোম্বাই প্রদেশে নাসিক জেলা; তাহার সদর—নাসিকনগর। গোদাবরীর দক্ষিণতীরে অবস্থিত; অপর তীরে পঞ্চবটী। নাসিক একটি ইতিহাস-প্রসিদ্ধ নগর। এই স্থানে অনেক দেবালয় আছে; মহাপ্রভু এইস্থানে ত্র্যম্বক-মহাদেব দর্শন করিয়াছিলেন।

নির্বিক্ষা। নদী। উজ্জয়িনীর নিকটে। বিষ্ণু পর্বত হইতে উদ্ভূত, চম্বে আসিয়া পড়িয়াছে।

নৈমিষারণ্য। লক্ষ্মী প্রদেশের নিকটে। বর্তমানে “নিমখার বন” বা “নিমসার” নামে পরিচিত। গোমতী নদীর তীরে।

নৈহাটি। বর্তমান জেলার কাটোয়ার নিকটে একটি গ্রাম। প্রাচীন নাম নবহট্ট। কবিরাজ গোস্বামীর আবির্ভাবস্থান ঝামাটপুর নৈহাটির নিকটবর্তী।

পঞ্চবটী। দণ্ডকারণ্যের অন্তর্গত একটি বন। বর্তমান “নাসিক” সহরের নিকটে গোদাবরীর তীরে অবস্থিত। এখানে লক্ষ্মণ সূর্যনখার নাসিকা ছেদন করিয়াছিলেন।

পঞ্চাপ্‌সরাভীর্থ। শাতকর্ণির, মতান্তরে মাণ্ডকর্ণির, মতান্তরে অচ্যুতধ্বনির তপস্যা ভঙ্গ করার জন্য ইন্দ্রকর্তৃক প্রেরিত পাঁচটি অপ্‌সরা অভিযুক্ত হইয়া কুন্তীররূপে একটি সরোবরে বাস করে। অর্জুন তীর্থযাত্রায় আসিলে কুন্তীর-যোনি হইতে অপ্‌সরা পাঁচটিকে উদ্ধার করেন। তদবধি এই সরোবর তীর্থরূপে পরিণত হয়। শ্রীমদ্ভাগবতের “ততঃ ফাল্গুনমাসাং পঞ্চাপ্‌সরসমুত্তমম্ (১০।৭২।১৮)”-শ্লোক হইতে মনে হয়, ইহা “ফাল্গুন” বা “অনন্তপুরের” নিকটবর্তী।

পম্পাসরোবর। হায়দরাবাদের দিকে, অনাগুণ্ডির নিকটে তুঙ্গভদ্রার তীরবর্তী একটি সরোবর। কেহ কেহ বলেন, ত্রিবাঙ্কুরে “পম্পৈ”-নদীই পম্পাসরোবর। আবার কেহ বলেন, বিজয়নগরের প্রাচীন রাজধানীর নামই পম্পা, বর্তমান নাম “হাম্পী”।

পয়স্বিনী নদী। ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে “তিরুবন্তর” নদী।

পয়োক্ষী। নদী। দাক্ষিণাত্যে। কেহ কেহ বলেন, বিষ্ণুপাদ পর্বতের (বর্তমান নাম—সাতপুরারঞ্জ) দক্ষিণে প্রবাহিতা একটি নদী। পশ্চিমবাহিনী হইয়া তাপ্তীনদীর সহিত মিলিত হইয়াছে। বর্তমান নাম “পুষ্টি”। বর্তমান ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে। মতান্তরে, বর্তমান নাম “পারপুণী” নদী। মহাভারত, বনপর্বে ৮৫শ অধ্যায়ের বর্ণনানুসারে কৃষ্ণবেণ্ডাজলোদ্ভূত জাতিস্বর হ্রদের পরে সর্বহ্রদ, তাহার পর পয়োক্ষী, তাহার পরে দণ্ডকারণ্য।

পাণ্ডুপুর। পণ্ডুরপুর। বোম্বাই-প্রদেশের শোলাপুর জেলার অন্তর্গত ; শোলাপুর হইতে ৩৮ মাইল পশ্চিমে। ভীমরথী নদীর তীরে অবস্থিত।

পাণ্ড্যদেশ। দাক্ষিণাত্যে “কেরল” ও “চোল” রাজ্যের মধ্যবর্তী প্রদেশ।

পানাগড়ীতীর্থ। “ত্রিবাঙ্কুরের”-পথে “তিনেভেলি” হইতে ত্রিশ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমকোণে অবস্থিত।

পানানরসিংহ-স্থান। “কৃষ্ণা” জেলার “বেঙ্গওয়াদা” সহরের সাত মাইল দূরে “মঙ্গলগিরির” মধ্যে অবস্থিত। পর্বতের উপরে এ-স্থানে শ্রীনৃসিংহ-বিগ্রহ আছেন। কথিত আছে, এই নৃসিংহদেবকে সরবত ভোগ দিলে তিনি অর্ধেক মাত্র গ্রহণ করেন, বাকী অর্ধেক অবশেষ থাকে।

পানিহাটি। কলিকাতার উত্তরে সাড়ে চারি ক্রোশ দূরে, গঙ্গাতীরে। শ্রীরাঘব পণ্ডিতের শ্রীপাট। এই স্থানে দাস-গোস্বামীর দণ্ডমহোৎসব হইয়াছিল।

পাপনাশন। “কুন্তকোণম্” হইতে আট মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। “তিনেভেলি” জেলার অন্তর্গত “পালম্-কোটা” হইতে ঊনত্রিশ মাইল পশ্চিমেও “পাপনাশন” নামে একটি নগর আছে।

পাবনকুণ্ড। পাবন-সরোবর। নন্দীশ্বরের নিকটে, মথুরা জেলায়।

পিছলদা। তমলুকের নিকটবর্তী রূপনারায়ণ-নদের তীরে একটি গ্রাম।

পুরুষোত্তম। পুরী বা নীলাচল।

প্রয়াগ। বর্তমান এলাহাবাদ। এ-স্থানে ত্রিবেণীসঙ্গম।

বাতাপানি। ভূতপণ্ডি। ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে, নগরকৈলের উত্তরে, তোবল-তালুকের মধ্যে।

বারাণসী। কাশী; প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান।

বিদ্যানগর। গোদাবরী-তীরে; রায়রামানন্দের রাজকার্যস্থল। বিদ্যানগরেই প্রভুর সহিত রায়রামানন্দের প্রথম মিলন হয়। এইস্থানের বড়বিগ্র-ছোটবিগ্রের ভক্তিপ্রভাবেই শ্রীবন্দাবন হইতে সাক্ষীগোপালের আগমন।

বিষ্ণুকাঞ্চী। কঞ্জিভেরাম্ হইতে পাঁচ মাইল দূরে।

বৃদ্ধকাশী। বর্তমান নাম “বৃদ্ধাচলম্”। দক্ষিণ আর্কট জেলায় “ভেলার” নামক নদীর একটা উপনদী “মণিমুখের” তীরে অবস্থিত।

বৃদ্ধকোলতীর্থ। “মহাবলীপুরম্” বা “সপ্তমন্দিরের” অন্তর্গত “বলিপীঠম্” হইতে প্রায় এক মাইল দক্ষিণে।

বৃন্দাবন। অতি প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। মথুরা জেলায়।

বেণাপোল। যশোহর জেলার একটা গ্রাম। বেণাপোলের জঙ্গলে শ্রীল হরিদাস ঠাকুর কিছুকাল ছিলেন।

বেদাবন। “তাঞ্জোর” জেলায়, “তিরুত্তরাইগড়ি” তালুকের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে। তাঞ্জোর হইতে বিশ মাইল উত্তর-পূর্বদিকে।

ভদ্রক। উড়িষ্যার অন্তর্গত।

ভদ্রবন। মথুরা জেলায়; দ্বাদশ বনের একটা বন।

ভবানীপুর। উড়িষ্যায়, পুরীর নিকটবর্তী একটা স্থান।

ভাণ্ডীর বন। ব্রজমণ্ডলস্থ দ্বাদশ বনের একটা বন।

ভার্গানদী। বর্তমানে “দণ্ডভাঙ্গা নদী” নামে খ্যাত। পুরীর তিন ক্রোশ উত্তরে।

ভীমরথী নদী। বোম্বাই প্রদেশে শোলাপুর জেলায়; পাণ্ডুর (পণ্ডরপুর) এই নদীর তীরে অবস্থিত।

ভুবনেশ্বর। পুরী জেলায় প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান।

মণিকর্ণিকা। কাশীতে গঙ্গার একটা ঘাট।

মংশুতীর্থ। কেহ কেহ বলেন, “ভিজাগাপটমের” অন্তর্গত “পদ্ম-তালুকের” মধ্যে “পাদেক” হইতে ছয় মাইল উত্তরদিকে, “মটম”-গ্রামের নিকটে “মাচেক”-নদীর একটা অদ্ভুত আবর্তই মংশুতীর্থ; আবার কেহ কেহ বলেন—“মালাবর” জেলার সমুদ্রতীরে অবস্থিত বর্তমান “মাহে” নগরই মংশুতীর্থ। আবার কেহ কেহ অনুমান করেন, ইহা বর্তমান “মলিবন্দর”।

মথুরা। মথুরী। সুপ্রসিদ্ধ। বর্তমান উত্তর প্রদেশে।

মধুবন। ব্রজমণ্ডলস্থ দ্বাদশ বনের একটা বন।

মল্লেশ্বর। নদ। কলিকাতার অদূরে ডায়মণ্ড হারবারের নিকটবর্তী বৃহৎ নদের নামই মল্লেশ্বর।

মন্দার পর্বত। ভাগলপুর জেলায় বাঁকা সর্পিভিশনের অন্তর্গত প্রসিদ্ধ পর্বত। সমুদ্রমহনের সময় অনন্ত নাগ এই মন্দার-পর্বতকেই বেঁটন করিয়াছিলেন। পর্বতের অঙ্গে এখনও বেঁটন-চিহ্ন বর্তমান।

মলয় পর্বত। মালাবার উপকূলের প্রসিদ্ধ গিরিমালার সর্বদক্ষিণ অংশ। বর্তমান নাম “ওয়েষ্টার্ন ঘাট” বা “পশ্চিম ঘাট।” কেহ কেহ বলেন, কর্ণাট ও দ্রাবিড় দেশে সমস্ত পর্বতকেই “মলয়” বলা হয়। আবার কেহ কেহ বলেন, “নীলগিরি” পর্বতই মলয় পর্বত।

মল্লার দেশ। মালাবার দেশ। উত্তরে দক্ষিণ কানারা, পূর্বে কুর্গ ও মহীশূর, দক্ষিণে কোচিন এবং পশ্চিমে আরব সাগর।

মল্লিকার্জুনতীর্থ। দক্ষিণ ভারতের “কর্ণুলের” সত্তর মাইল নিম্ন প্রদেশে কৃষ্ণানদীর দক্ষিণতীরে অবস্থিত। এখানে মল্লিকার্জুন শিবের মন্দির বিদ্যমান।

মহাবন। ব্রজমণ্ডলে দ্বাদশ বনের একটা বন।

মহেন্দ্রগৈল। গঙ্গা প্রদেশে সমুদ্রের নিকটবর্তী প্রসিদ্ধ পর্বত। বর্তমানে “ইষ্টার্নঘাট” বা পূর্বঘাট।

মানসগঙ্গা। গোবর্দ্ধনে, একটি সরোবর।

মায়াপুর। হরিদ্বার; অতি প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। “হরিদ্বার” ব্রাহ্ম লাইনের “জোয়ালপুর” স্টেশন হইতে “গড়বাল” রাজ্যের অন্তর্গত “তপোবন” নামক স্থান পর্যন্ত সমগ্র ভূখণ্ড “মায়াক্ষেত্র” নামে প্রসিদ্ধ। ইহাতে কনখল, হরিদ্বার, হরীকেশ এবং তপোবন এই চারিটি তীর্থ আছে। “মায়াপুরী” বলিতে সময়ে সময়ে সমস্ত “মায়াক্ষেত্রে” বুঝায়, আবার কখনও কখনও বা জালাপুর, কনখল এবং হরিদ্বার এই তিনটি মাত্র স্থানকেও বুঝায়।

মালজাঠ্যা দণ্ডপাট। উড়িষ্যা, রাজা প্রতাপরুদ্রের রাজ্যমধ্যে একটি প্রদেশ।

মাহিস্মতীপুর। নর্মদানদীর তীরবর্তী বর্তমান “মহেশ্বরপুর”। নামান্তর “চুলি মহেশ্বর”। ইন্দোর রাজ্যের দক্ষিণে অবস্থিত।

মহেশ্বর টোটা। নীলাচলে; টোটা গোপীনাথের মন্দির এই স্থানে।

যাজপুর। উড়িষ্যার বৈতরণী নদীর তীরবর্তী প্রসিদ্ধ স্থান। নাভিগয়াক্ষেত্র। নামান্তর—“যজ্ঞপুর”; “যজ্ঞাতিপুর”।

রাজমহেন্দ্রী। বর্তমান “রাজমহেন্দ্রী” নগর। মাদ্রাজ প্রদেশে। রাজা প্রতাপরুদ্রের শাসনাধীনে ছিল।

রাঢ়দেশ। গঙ্গার পশ্চিমকূলে অবস্থিত বাংলাদেশের অংশকে রাঢ়দেশ বলে।

রামকেলি। মালদহ স্টেশন হইতে আড়াই ক্রোশ দূরে পূর্ব-দক্ষিণ কোণে অবস্থিত।

রামেশ্বর। “সেতুবন্ধ-রামেশ্বর”-নামে প্রসিদ্ধ স্থান। “মাহুয়া” হইতে প্রায় পঞ্চাশ ক্রোশ দক্ষিণ-পূর্ব কোণে অবস্থিত। “পদ্ম”-বন্দর হইতে চারি মাইল উত্তরে রামেশ্বর-শিবের মন্দির।

রেমুণা। বালেখরের পাঁচ মাইল পশ্চিমে। এই স্থানে “ক্ষীরচোরা গোপীনাথ”-বিগ্রহ বিত্তমান।

লঙ্কা। বর্তমান “সিলোন”। ভারতবর্ষের দক্ষিণে।

লৌহবন। ব্রজমণ্ডলের দ্বাদশ-বনের একটি বন।

শান্তিপুর। নদীয়া জেলায়; গঙ্গাতীরে অবস্থিত প্রসিদ্ধ স্থান। শ্রীঅষ্টোতাচার্য্যপ্রভুর শ্রীপাট।

শিবকাষ্ঠী। বর্তমানে “কাঞ্চিভেরাম” নামে প্রসিদ্ধ। দক্ষিণাভ্যে “চেন্নলপুত”-জেলায়, “পেলার” নদীর তীরে, মাদ্রাজ হইতে ছেচল্লিশ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত।

শিবক্ষেত্র। দক্ষিণ-ভারতে “তাঞ্জোর” নগরে অবস্থিত শিবমন্দির।

শিয়ালী-ভৈরবী-স্থান। শিয়ালী-নামক স্থানে যে “ভৈরবীদেবী” আছেন, তাঁহার স্থান। “শিয়ালী” দক্ষিণ ভারতে “তাঞ্জোর” জেলার “তাঞ্জোর”-নগর হইতে আটচল্লিশ মাইল উত্তর-পূর্ব দিকে অবস্থিত একটি প্রধান নগর।

শেষশায়ী। ব্রজমণ্ডলে অবস্থিত; ২১৮।৫৮ পয়্যারের টীকা দ্রষ্টব্য।

শ্রীখণ্ড। “খণ্ড” দ্রষ্টব্য।

শ্রীবন। ব্রজমণ্ডলের দ্বাদশ বনের একটি বন।

শ্রীবৈকুণ্ঠ। শ্রীবৈকুণ্ঠম্। “আলোয়ার তিরুনগরী” হইতে চারি মাইল উত্তরে এবং “তিনেভেলি” হইতে ষোল মাইল দক্ষিণ-পূর্বদিকে তাম্রপর্ণী নদীর তীরে অবস্থিত।

শ্রীরঙ্গক্ষেত্র। শ্রীরঙ্গম্। মাদ্রাজ প্রদেশের অন্তর্গত “ত্রিচিনপল্লীর” উত্তরে কাবেরী নদীর উপরে অবস্থিত। “তাঞ্জোর”-জেলার “কুন্তকোণম্” হইতে পশ্চিম দিকে।

শ্রীশৈল। মলয় পর্বতের উত্তরাংশ। বর্তমানে “পালনি হিলস্” নামে খ্যাত। কেহ কেহ বলেন, বর্তমান “নিজাম রাজ্যের” দক্ষিণ ও মাদ্রাজ প্রদেশের উত্তর।

শ্রীহট্ট। বর্তমান “শিলেট”। পূর্বে আসামের মধ্যে ছিল, এখন পাকিস্থানে।

সত্যভামাপুর। উড়িষ্যাদেশে পুরীর অদূরে একটি গ্রাম।

সপ্তগোদাবরী। মাদ্রাজ প্রদেশে রাজমহেন্দ্রী জেলায়, গোদাবরীর একটি প্রসিদ্ধ তীর্থ। কাহারও কাহারও মতে, অপর নাম—“গৌতমী সঙ্গম”। কেহ কেহ বলেন, গোদাবরীর সাতটি শাখানদী—বাণগঙ্গা, উর্দ্ধা, পাণিগঙ্গা, মঞ্জিরা, পূর্ণা, ইন্দ্রবতী ও গোদাবরী। মহাভারত, বনপর্কের ৮৫তম অধ্যায়ে সপ্তগোদাবরীর উল্লেখ আছে।

সপ্তগ্রাম। কলিকাতা হইতে সাতাইশ মাইল দূরে হুগলী জিলার অন্তর্গত ত্রিশবিঘা ষ্টেশন; ত্রিশবিঘার অতি অল্পদূরে সপ্তগ্রাম। পূর্বে “সপ্তগ্রাম” বলিলে—বাসুদেবপুর, বাঁশবাড়িয়া, কৃষ্ণপুর, নিত্যানন্দপুর, শিবপুর, সপ্তগ্রাম ও শঙ্কনগর—এই সাতটি গ্রামের সমষ্টিকে বুঝাইত। সপ্তগ্রাম সরস্বতী-নদীর তীরে অবস্থিত। রঘুনাথ দাস গোস্বামীর আবির্ভাব-স্থান। পূর্বে ইহা অতি সমৃদ্ধিশালী নগর ও বন্দর ছিল।

সিংহারি-মঠ। শৃঙ্গেরী মঠ। মহীশূরের অন্তর্গত “শিমোগা”-জেলায় “তুঙ্গভদ্রা”-নদীর তীরে “হরিহরপুরের” সাত মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য তাঁহার চারিজন শিষ্যের দ্বারা ভারতবর্ষে চারিটি মঠ স্থাপন করাইয়াছিলেন—বদরিকাশ্রমে জ্যোতির্মঠ, শ্রীক্ষেত্রে গোবর্দ্ধনমঠ, দ্বারকায় সারদামঠ এবং দাক্ষিণাত্যে—শৃঙ্গেরীমঠ।

সিদ্ধিবট। সিদ্ধিবট। দক্ষিণভারতে “কুড়াপা”-নগরের পূর্বেদিকে দশ মাইল দূরে অবস্থিত।

সুমনঃ-সরোবর। গোবর্দ্ধনের কুসুম-সরোবর। “সুমনঃ-শব্দের অর্থ কুসুম—পুষ্প।

সূর্য্যারকতীর্থ। বোম্বাই হইতে ছাঞ্চিশ মাইল উত্তরে “ধানা”-জেলায়-“সোপারা”-নামক স্থান। পূর্বে ইহা কোঙ্কানের রাজধানী ছিল।

সেতুবন্ধ। “রামেশ্বর” দ্রষ্টব্য।

সোরোক্ষেত্র। মথুরার নিকটবর্তী একটি স্থান। গঙ্গার তীরে অবস্থিত।

স্কন্ধক্ষেত্র। হায়দরাবাদের অন্তর্গত একটি তীর্থস্থান। স্কন্দ—কাণ্ডিকেশ্বর।

হাজিপুর। গঙ্গানদীর এবং গওক-নদের সঙ্গমস্থলে পাটনার অপর পারে হাজিপুর।

হিমালয়। ভারতবর্ষের উত্তর সীমায় অতি প্রসিদ্ধ পর্ব্বত।

কেহ যদি কোনওরূপ বন্ধনে আবদ্ধ থাকে, সেই বন্ধন হইতে অব্যাহতি লাভ করিলেই বলা হয় তাহার মুক্তি হইয়াছে। জীবের ভব-বন্ধন হইতে আত্মান্তিক-অব্যাহতিরূপ মুক্তিই এইস্থলে আমাদের আলোচ্য বিষয়।

মুক্তির স্বরূপ। জীব হইলেন স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণের জীবশক্তির অতি ক্ষুদ্রতম অংশ; এই জীবশক্তি হইতেছে চিদ্রূপা; স্ততরাং জীবও হইলেন স্বরূপে শ্রীকৃষ্ণের চিৎকণ অংশ। শ্রীকৃষ্ণের-শক্তি বলিয়া শক্তিমান শ্রীকৃষ্ণের সেবাই হইল তাঁহার স্বরূপানুবন্ধি কর্তব্য। তাই জীব হইলেন স্বরূপতঃ কৃষ্ণের দাস। জীবের সহিত শ্রীকৃষ্ণের—শক্তির সহিত শক্তিমানের—সম্বন্ধ যখন নিত্য, তখন তাঁহার শ্রীকৃষ্ণদাসত্বও হইতেছে নিত্য। তাই শ্রীকৃষ্ণের চিদ্রূপা জীবশক্তির চিৎকণ অংশ বলিয়া স্বরূপে জীব হইলেন কৃষ্ণের নিত্যদাস।

এই জীব আবার দুই শ্রেণীর—এক নিত্যমুক্ত; আর, অনাদিকাল হইতে নিরবচ্ছিন্নভাবে মায়াপাশে আবদ্ধ। ষাঁহার নিত্যমুক্ত, তাঁহার অনাদি কাল হইতে নিরবচ্ছিন্নভাবে শ্রীকৃষ্ণচরণে উন্মুখ; তাঁহার অনাদি কাল হইতেই নিরবচ্ছিন্ন ভাবে পার্শ্বদরূপে শ্রীকৃষ্ণসেবা করিতেছেন এবং সেবাজনিত পরমানন্দ অনুভব করিতেছেন। তাঁহার অনাদিকাল হইতেই তাঁহাদের স্ব-স্বরূপে অবস্থিত; স্ততরাং তাঁহাদের মুক্তির প্রশ্ন উঠিতে পারে না; যেহেতু, কোনও সময়েই স্বরূপ-বিরোধী কোনও বস্তুদ্বারা তাঁহাদের বন্ধন হয় নাই, হইবেও না।

ষাঁহার অনাদিকাল হইতেই মায়াপাশে আবদ্ধ, তাঁহাদেরই মুক্তির প্রশ্ন উঠিতে পারে। জীবের স্বরূপে মায়া নাই বলিয়া (জীবশক্তিতে মায়াশক্তির সংযোগ নাই বলিয়া) এবং জীবশক্তি চিদ্রূপা বলিয়া, কিন্তু বহিরঙ্গা মায়া-শক্তি চিদ্রবিরোধী জড়রূপা বলিয়া, মায়া হইল জীবের স্বরূপবিরোধী একটা বস্তু। এই স্বরূপ-বিরোধী বস্তুদ্বারাই জীব আবদ্ধ। জীবের এই স্বরূপ-বিরোধী বস্তুদ্বারা বন্ধন হইতে অব্যাহতিই হইল তাঁহার মুক্তি।

কিন্তু জীব তাঁহার এই স্বরূপ-বিরোধী বস্তুদ্বারা কেন আবদ্ধ হইলেন? এবং কখন আবদ্ধ হইলেন? তাঁহার এই বন্ধন ছেদনযোগ্য কি না?

পূর্বেই বলা হইয়াছে, জীব স্বরূপতঃ কৃষ্ণের নিত্যদাস; কিন্তু ষাঁহার অনাদি কাল হইতেই কৃষ্ণকে ভুলিয়া অনাদি-বহির্গুণ হইয়া আছেন, তাঁহারাই মায়ার কবলে পতিত হইয়াছেন। “কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি-বহির্গুণ। অতএব মায়া তারে দেয় সংসার দুঃখ ॥ কভু স্বর্গে উঠায় কভু নরকে ডুবায়। দণ্ড্যজনে রাজা যেন নদীতে চুবায ॥” আনন্দস্বরূপ—সুখস্বরূপ—শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে নিত্য অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ আছে বলিয়া স্বরূপতঃই জীবের মধ্যে একটা চিরন্তন সুখবাসনা আছে। কিন্তু অনাদি-বহির্গুণ জীব অনাদি কাল হইতেই সুখস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে পেছনে রাখিয়াছেন বলিয়া সুখের স্বরূপ জানেন না। প্রদীপের আলোককে পশ্চাদিকে রাখিয়া দাঁড়াইলে সম্মুখের দিকে দেখা যায় আলোকের বিরোধী ছায়া বা অন্ধকার। অনাদি-বহির্গুণ জীবও সুখস্বরূপকে পশ্চাদিকে রাখাতে সম্মুখে দেখিয়াছেন—সুখবিরোধী দুঃখময়-বস্তু—প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডের প্রাকৃত রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শাদি ভোগ্যবস্তু এবং ইহাকেই ভ্রান্তিবশতঃ সুখ বলিয়া মনে করিয়া ইহার অধিষ্ঠাত্রী মায়াদেবীর শরণাগত হইয়াছেন—যেন তাঁহার রূপায় ঐ সমস্ত প্রাকৃত বস্তু ভোগ করিতে পারেন। অনাদি-বহির্গুণ জীব মনে করিয়াছেন, ইহাতেই তাঁহার সুখবাসনা তৃপ্তিলাভ করিবে। ইহা যে সুখ নয়, বস্তুতঃ দুঃখ, ভোগ করাইয়া তাহা উপলব্ধি করাইবার অভিপ্রায়ে মায়াও তাঁহাকে অঙ্গীকার করিয়াছেন এবং তাঁহার দেহতে আত্মবুদ্ধি জন্মাইয়া মায়িক ভোগ্যবস্তু ভোগ করাইতেছেন। ইহাই অনাদি-বহির্গুণ জীবের মায়াবন্ধনের হেতু। মায়িক সৃষ্টিপ্রবাহ অনাদি, জীবের বহির্গুণত্বও অনাদি, এই মায়াবন্ধনও অনাদি। কিন্তু অনাদি হইলেও ইহা আগন্তক বস্তু; বিশেষতঃ ইহা জীবের স্বরূপ-বিরোধী বস্তু। স্ততরাং ইহা নিরসনযোগ্য, এই বন্ধন ছেদনযোগ্য।

অনাদিকর্মফল-বশতঃই জীবের অনাদিবহির্গুণত্ব এবং সংসার-বন্ধন। মায়ার প্রভাবজনিত দেহাত্মবুদ্ধিবশতঃ দেহের ও দেহস্থিত ইন্দ্রিয়াদির সুখের জন্ত মায়াবদ্ধ সংসারী জীব অনেক নূতন নূতন কর্ম করিয়া থাকেন। কর্মফল

ভোগের জন্ত কর্মফলভোগের উপযোগী দেহ লাভ করিয়া দেবতা-গন্ধর্ব্ব-মনুষ্য-পশু-পক্ষি-তরু-ভৃগু-শুম্ভাদি নানা যোনিতে ভ্রমণ করিতেছেন, জন্ম-মৃত্যু-জরা, আধি-ব্যাধি, শোক-তাপাদি অশেষ দুঃখ ভোগ করিতেছেন।

কর্মফল ভোগের জন্ত কখনও মানুষের দেহকে, কখনও বা দেবতার দেহকে, কখনও বা স্বাবর-জন্মাদির দেহকে আশ্রয় করিতেছেন এবং সেই সেই দেহকেই নিজের দেহ বা নিজের স্বরূপ বলিয়া মনে করিতেছেন; কিন্তু এই সকল দেহ তাঁহার নিজেরও নয়, তাঁহার নিজের স্বরূপও নয়। কারণ, দেখা যায়, মৃত্যুর দ্বার দিয়া জীব এই সকল দেহকে ত্যাগ করিয়া যান। নিজের দেহ বা নিজের স্বরূপ হইলে তাহা ত্যাগ করিতে হইত না। বিশেষতঃ, এই সকল দেহের কোনও দেহেতেই তাঁহার স্বরূপানুবন্ধি-কৃষ্ণসেবাও হইতেছে না। এই সকল দেহ আবার পঞ্চভূতাত্মক, জড়; জীব স্বরূপে চিন্ময়। চিন্ময় জীবের স্বরূপগত দেহ চিদ্বিরোধী জড় হইতে পারে না। মৃত্যুসময়ে জীব একটা সূক্ষ্ম দেহকে আশ্রয় করিয়া স্থূল জড়দেহকে ত্যাগ করিয়া যান। এই সূক্ষ্ম দেহও প্রাকৃত—জড়; স্ততরাং তাঁহার স্বরূপ-বিরোধী। কর্মফল ভোগের জন্ত আবার স্থূল জড় দেহে জন্মগ্রহণ করেন। এইভাবেই জন্মের পরে মৃত্যু, মৃত্যুর পরে আবার জন্ম—ইত্যাদি ক্রমে চলিতে থাকে। মহাপ্রলয়ে যখন সৃষ্টিক্রিয়া বন্ধ থাকে, তখন জীব স্বীয় কর্মফলকে অবলম্বন করিয়া সূক্ষ্ম রূপে কারণার্ণবশায়ীতে অবস্থান করেন। তখন যে-রূপে জীব অবস্থান করেন, তাহাও তাঁহার স্বরূপ নহে; যেহেতু, তাহাতে তাঁহার কর্মফল বিজড়িত আছে এবং কর্মফল-অনুযায়ী দৈহিক স্বেধের বাসনাদিও আছে। এই কর্মফল এবং দেহ-স্বেধাদির বাসনা জড় বলিয়া তাঁহার স্বরূপ-বিরোধী। মহাপ্রলয়ের পরে আবার যখন সৃষ্টিক্রিয়া আরম্ভ হয়, তখন সেই কর্মফলভোগের উপযোগী দেহ লাভ করিয়া জীব আবার সৃষ্ট ব্রহ্মাণ্ডে আসিয়া থাকেন। এইরূপই চলিতে থাকে।

কেহ হয়তো মনে করিতে পারেন, মহাপ্রলয়ে কারণার্ণবশায়ীতেই জীব যখন অবস্থান করেন, তখনই তাঁহার মুক্তি; যেহেতু, কারণার্ণবশায়ীও তো ভগবানের এক স্বরূপ। তাহা নয়; যেহেতু, তখন জীবের মায়িক উপাধি থাকে। শ্রীমদভাগবতে এই অবস্থানকে “নিরোধ” বলা হইয়াছে; মুক্তি বলা হয় নাই। “নিরোধোহস্তানুশয়ন-মাস্থনঃ সহশক্তিভিঃ। ২।১০।৬॥” টীকাতে শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—“অস্ত আস্থনঃ জীবস্ত হর্যেগোনিদ্রামনু পশ্চাৎ শক্তিভিঃ স্বেপাধিভিঃ সহ শয়নং লয়ঃ নিরোধঃ।” শ্রীজীবগোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—“আস্থনঃ জীবস্ত শক্তিভিঃ স্বেপাধিভিঃ সহ অস্ত হর্যেগোনিদ্রামনু হরিশয়নানুগতত্বেন শয়নং নিরোধ ইত্যর্থঃ। তত্র হরেঃ শয়নং প্রপঞ্চং প্রতি দৃষ্টিনিমীলনং জীবাদীনাম শয়নং তত্র লয় ইতি জ্ঞেয়ম্।” উভয়ের টীকার তাৎপর্য্য একই। টীকানুযায়ী অর্থ হইবে এইরূপ। হরির শয়নের পরে স্বীয় উপাধির সহিত জীব হরিতে শয়ন করে (লয় প্রাপ্ত হয়)। হরির শয়ন বলিতে মায়িক প্রপঞ্চের প্রতি দৃষ্টি-নিমীলন বুঝায়; যখন শ্রীহরি দৃষ্টি-নিমীলন করেন, তখনই মহাপ্রলয়। তাহা হইলে, উক্ত শ্লোকার্ধের তাৎপর্য্য হইল এই—মহাপ্রলয়ে জীব স্বীয় উপাধির (শক্তিভিঃ) সহিত শ্রীহরিতে (কারণার্ণবশায়ীতে) অবস্থান করেন। তখনও মায়িক উপাধি থাকে বলিয়া এবং এই মায়িক উপাধি জীবস্বরূপের বিরোধী বলিয়া উপাধিদ্বারা আবৃত জীব তখন স্বরূপে অবস্থিত থাকেন না, স্বরূপ হইতে ভিন্ন এক রূপেই অবস্থিত থাকেন। স্ততরাং ঐ অবস্থিতিকে মুক্তি বলা যায় না। মহাপ্রলয়ে কারণার্ণবশায়ীতে অবস্থিত জীব যে মুক্ত নহেন, তাহার একটা প্রমাণ এই যে, মহাপ্রলয়ের পরে যখন সৃষ্টি আরম্ভ হয়, তখন তাঁহাকে আবার সৃষ্ট ব্রহ্মাণ্ডে কর্মফল ভোগের জন্ত জন্মগ্রহণ করিতে হয়; কিন্তু মুক্ত জীবকে আর সংসারে আসিতে হয় না। (পরবর্ত্তী আলোচনায় “অস্তিমা মুক্তি” দ্রষ্টব্য)। মুক্তি বলিতে কি বুঝায়, উল্লিখিত শ্লোকার্ধের দ্বিতীয়ার্ধে তাহা বলা হইয়াছে—“মুক্তি-হিত্বাত্মনা রূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ॥” এই শ্লোকার্ধ পরে আলোচিত হইবে।

মায়াজনিত অজ্ঞত্বাদি—নিজের স্বরূপ সম্বন্ধে এবং শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে অজ্ঞত্বাদি—এবং এই অজ্ঞত্বাদির ফলে দেহান্ধ-বুদ্ধি এবং দেহেন্দ্রিয়াদির স্বেধের জন্ত বাসনাদিই হইল জীবের উপাধি। সৃষ্ট ব্রহ্মাণ্ডেই হউক, কিম্বা মহাপ্রলয়ে কারণার্ণবশায়ীতেই হউক, যেখানেই থাকুন না কেন, সর্বত্রই মায়াবদ্ধ জীবের এই উপাধি থাকিবে এবং উপাধিই তাঁহাকে স্বরূপ হইতে ভিন্ন একটা রূপ দিয়া থাকে; সৃষ্ট ব্রহ্মাণ্ডে যখন থাকেন, তখন এই ভিন্ন রূপ হয় স্থূল বা সূক্ষ্ম—

কিন্তু পাঞ্চভৌতিক ; আর কারণার্ণবশায়ীতে যখন থাকেন, তখন এই রূপ হয় উপাধিদ্বারা আবৃত জীবস্বরূপের রূপ। যতদিন পর্য্যন্ত জীব মায়ার কবলে থাকিবেন, ততদিন পর্য্যন্তই তাঁহার মায়িক উপাধি থাকিবে ; সুতরাং ততদিন পর্য্যন্তই তাঁহার স্বরূপ হইতে ভিন্ন একটা রূপ থাকিবে। স্বরূপ হইতে ভিন্ন এই রূপটা দূর হইলেই জীব স্বরূপে অবস্থিত হইতে পারিবেন। এই ভিন্ন রূপটা যখন মায়িক উপাধিরই ফল, এই রূপটা দূরীভূত হইলেই বৃষ্টিতে হইবে, মায়াও তিরোহিত হইয়াছে—সুতরাং জীবও মুক্তিলাভ করিয়াছেন। তাহা হইলেই বুঝা গেল—মায়িক উপাধির ফলে জীব তাঁহার স্বরূপ হইতে যে ভিন্ন রূপ পাইয়া থাকেন, সেই ভিন্ন রূপ ত্যাগ করিয়া জীব যদি স্ব-রূপে অবস্থিত হইতে পারেন, তাহা হইলেই তিনি মুক্ত হইলেন।

শ্রীমদ্ভাগবত হইতেও তাহাই জানা যায়। “মুক্তি হিত্বাত্মা রূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ ॥ ২।১০।৬ ॥—অত্থা রূপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক জীবের যে স্বরূপে অবস্থিতি, তাহাই মুক্তি।” এই শ্লোকটির “অত্থা রূপম্” এর অর্থ শ্রীধর স্বামিপাদ লিখিয়াছেন—অবিগ্নাধ্যাত্মং কর্তৃত্বাদি” ; শ্রীজীবগোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—“অবিগ্নাধ্যাত্মম্ অজ্ঞত্বাদিকম্” এবং শ্রীপাদ বিখনাচক্রবর্তী লিখিয়াছেন—“মায়িকং স্থূলসূক্ষ্মরূপদ্বয়ম্।” সকলের অর্থের তাৎপর্য্যই এক—অবিগ্নার বা মায়ার প্রভাবজনিত অজ্ঞতা, কর্তৃত্বাদি এবং তজ্জনিত স্থূলসূক্ষ্ম মায়িক রূপ। মহাপ্রলয়ে জীব যে-রূপে কারণার্ণবে অবস্থান করেন, তাহাকেও চক্রবর্তিপাদ সূক্ষ্ম রূপই বলিয়াছেন। এই অত্থা রূপ—স্বরূপ হইতে ভিন্ন রূপ—পরিত্যাগ পূর্ব্বক জীবের স্বরূপে অবস্থিতিই হইল তাঁহার মুক্তি। “স্বরূপেণ”—শব্দের টীকায় শ্রীজীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—মুক্তিরিতি স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিরীম স্বরূপসাক্ষাৎকার উচ্যতে। তদবস্থানমাত্রস্ত সংসারদশায়ামপি স্থিতত্বাৎ। অত্থারূপত্বস্ত চ তদজ্ঞানমাত্রার্থত্বেন তদ্বানৌ তজ্জ্ঞান-পর্য্যবসানাৎ। স্বরূপং চাত্র মুখ্যং পরমাত্মলক্ষণমেব। রশ্মিপরিমাণানাং সূর্য্যইব স এব হি জীবানাং পরমোহংশিস্বরূপঃ।” ইহার তাৎপর্য্য এই—‘এস্থলে স্বরূপে ব্যবস্থিতি’ বাক্যে স্বরূপ-সাক্ষাৎকার বুঝাইতেছে ; কেবলমাত্র ‘স্বরূপে অবস্থিতি’ বুঝায় না; যেহেতু, সংসার-দশাতেও জীবের স্বরূপে অবস্থিতি থাকে অর্থাৎ সংসার-দশাতেও তাঁহার চিন্ময়-স্বরূপই থাকে, সেই চিন্ময়-স্বরূপে মায়িক উপাধির যোগ হয় মাত্র। এই মায়িক উপাধি বশতঃ স্বরূপ-সম্বন্ধে যে অজ্ঞান, সেই অজ্ঞানমাত্রই তাঁহাকে অত্থা রূপ দিয়া থাকে। এই অজ্ঞান দূরীভূত হইলেই স্বরূপের জ্ঞান জন্মে। এস্থলে যে স্বরূপ-সাক্ষাৎকার বলা হইল, সেই স্বরূপ হইতেছে জীবস্বরূপের অংশী পরমাত্ম-স্বরূপ। রশ্মির পরিমাণ-সমূহের অংশী যেমন সূর্য্য, তদ্রূপ পরমাত্মাই জীবসমূহের অংশী। এই অংশী পরমাত্মার সাক্ষাৎকারই অংশ-জীবের মুক্তি।” অত্থ প্রমাণেও ইহা জানা যায়। পূর্ব্বের বলা হইয়াছে, মায়িক উপাধির অবসান হইলেই জীবের মুক্তি হইতে পারে। কিন্তু পরমাত্মার সাক্ষাৎকারেই যে মায়িক উপাধি দূরীভূত হইতে পারে, শ্রীমদ্ভাগবতের “ভিগ্নতে হৃদয়-গ্রন্থিচ্ছিত্ত্বন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ। ক্ষায়ন্তে চাস্ত কৰ্ম্মাণি দৃষ্ট এব এরান্ননীশ্বরে ॥ ১।২।২৯ ॥”—শ্লোক হইতেই তাহা জানা যায়। মুণ্ডক-শ্রুতিও এই কথাই বলেন। ২।২।৮ ॥ সুতরাং পরমাত্ম-সাক্ষাৎকারেই জীব সর্ব্ববিধ লেপহীন স্বরূপে অবস্থিত হইতে পারেন।

পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণই পরমাত্মা, পরমেশ্বর। অনন্ত-স্বরূপে তিনি আত্মপ্রকট করিয়া আছেন। এ-সমস্ত স্বরূপের যে-কোনও এক স্বরূপের উপলব্ধিতে বা সাক্ষাৎকারেই পরমাত্ম-সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে। এজতাই “স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ”—বাক্যের অর্থ চক্রবর্তিপাদ লিখিয়াছেন—“স্বরূপেণ শুদ্ধজীবস্বরূপেণ কেবাঞ্চিৎ ভগবৎ-পার্বদরূপেণ চ ব্যবস্থিতি মুক্তিরিতি।—শুদ্ধ জীবস্বরূপে, কাহারও বা ভগবৎ-পার্বদ-স্বরূপে অবস্থিতিই মুক্তি।”

শুদ্ধ জীব-স্বরূপ হইল—চিৎকণ অংশ। ইহার নিৰ্ব্বিশেষ ব্রহ্ম-স্বরূপের সহিত, (কিন্তু সৰ্ব্বিশেষ-স্বরূপের সহিত) সাযুজ্য চাহেন, তাঁহার চিৎকণরূপেই ব্রহ্মানন্দ-সমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া থাকেন (অথবা ভগবৎস্বরূপের মধ্যে অবস্থান করেন)। তাঁহাদের কথাই চক্রবর্তিপাদ বলিয়াছেন—“শুদ্ধজীবস্বরূপেণ”—বাক্যে। আর, ইহার ভগবৎ-পার্বদত্ব কামনা করেন, মুক্ত-অবস্থায় তাঁহার ভগবৎ-পার্বদরূপেই অবস্থান করেন। “কেবাঞ্চিৎ-ভগবৎ-পার্বদরূপেণ চ”—বাক্যে তাঁহাদের কথাই বলা হইয়াছে।

প্রশ্ন হইতে পারে—জীব স্বরূপে হইলেন ভগবানের চিৎকণ অংশ। যিনি পার্শদরূপে অবস্থান করেন, তাঁহার তো পার্শদদেহ থাকিবে; এই পার্শদ-দেহ তো চিৎকণ নয়; এই দেহে চিৎকণ জীব অবস্থান করেন। সুতরাং এই পার্শদদেহ তো হইল জীবের স্বরূপ হইতে অত্থা রূপ বা ভিন্ন রূপ। এই অবস্থায় পার্শদদেহে অবস্থিতিকে স্বরূপে অবস্থিতি কিরূপে বলা যায়? পার্শদদেহে অবস্থিতিকে মুক্তিই বা কিরূপে বলা যায়?

উত্তর—জীবস্বরূপের দুইটা লক্ষণ—ইহা চিৎকণ এবং ইহা কৃষ্ণের নিত্যদাস; চিৎকণরূপে নির্বিশেষ ব্রহ্মানন্দসমুদ্রে, অথবা ভগবদবিগ্রহে যখন জীব অবস্থান করেন, তখন তাঁহার একটীমাত্র স্বরূপগত লক্ষণ অভিব্যক্ত হয়—চিৎকণত্ব; কৃষ্ণদাসত্ব অভিব্যক্ত হয় না। তথাপি তাঁহাকে মুক্ত বলা হয়; যেহেতু, তখন তাঁহাতে মায়াবন্ধন বা মায়িক উপাধি থাকে না। পূর্বে যে আলোচনা করা হইয়াছে, তাহাতে দেখা গিয়াছে, মায়াবন্ধন হইতে অব্যাহতিই মুক্তি।

আর, যিনি পার্শদদেহে অবস্থান করেন, তাঁহাতে জীবস্বরূপের দুইটা লক্ষণই অভিব্যক্ত—চিৎকণত্ব এবং কৃষ্ণদাসত্ব। চিৎকণরূপে জীব পার্শদদেহে অবস্থিত থাকিলেও এবং এই পার্শদদেহটা চিৎকণ না হইলেও, ইহা চিন্ময়; সুতরাং জীবস্বরূপের সঙ্গাতীয়; জীবস্বরূপের বিরোধী জড়দেহ নহে। মায়িক উপাধির ফলস্বরূপ যে পাঞ্চভৌতিক দেহ, তাহা জীবের স্বরূপের জ্ঞানকে এবং তাঁহার কৃষ্ণদাসত্বের ভাবকে আবৃত করিয়া রাখে বলিয়া তাহা হইল জীবস্বরূপের বিরোধী একটা বস্তু। কিন্তু পার্শদদেহ চিন্ময় বলিয়া এবং জীবের স্বরূপগত ধর্ম কৃষ্ণদাসত্বের অনুকূল বলিয়া, কৃষ্ণসেবার সহায়তা করে বলিয়া, ইহা স্বরূপের প্রতিকূল নহে। সুতরাং মায়িক জড়দেহের শ্রায়, চিন্ময় পার্শদদেহ জীবস্বরূপের “অত্থা রূপ”—নিত্য কৃষ্ণদাসজীবের স্বরূপ হইতে ভিন্ন রূপ—নহে। ইহাতে মায়ার স্পর্শও নাই; সুতরাং পার্শদদেহে অবস্থিতিও জীবের মুক্তি; মুক্তিবিরোধী কিছু নহে। নিত্য কৃষ্ণদাস জীবের পক্ষে কৃষ্ণদাসত্বে প্রতিষ্ঠিত হওয়াই তাঁহার স্বরূপে অবস্থিতি; যে মায়াবন্ধনে আবদ্ধ ছিল বলিয়া জীব তাঁহার স্বরূপানুবন্ধিনী কৃষ্ণসেবায় প্রতিষ্ঠিত হইতে পারেন নাই, সেই বন্ধন দূরীভূত হইয়া যায় বলিয়া ইহা তাঁহার মুক্তিই।

সাক্ষাৎকার। সাক্ষাৎকার বলিতে স্বরূপের অপরোক্ষ অনুভূতিকেই বুঝায়। কেবল দর্শনমাত্রই সকলের পক্ষে সাক্ষাৎকার নয়। প্রকটলীলা-কালে ভগবৎ-রূপাতে সকলেরই দর্শন হইয়া থাকে; কিন্তু সকলে তাঁহার স্বরূপের দর্শন পায়েন না। একথা গীতায় শ্রীকৃষ্ণই বলিয়াছেন। “নাহং প্রকাশঃ সর্বশ্চ যোগমায়াসমাবৃতঃ। মুঢ়োহয়ং নাভি-জানাতি লোকোমামজমব্যয়ম্ ॥ ৭।২৫ ॥” প্রকটলীলা-কালে ঐহার দর্শন পায়েন, অথচ স্বরূপের দর্শন পায়েন না, স্বরূপের অপরোক্ষ অনুভব যাহাদের হয় না, তাঁহাদের সাক্ষাৎকারকে বাস্তব সাক্ষাৎকার বলা যায় না; তাহা হইবে সাক্ষাৎকারের আভাস মাত্র। আনন্দস্বরূপ পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের প্রত্যেক প্রকাশই (ব্রহ্ম, পরমাত্মা বা শ্রীনারায়ণাদি রূপস্বরূপই) আনন্দস্বরূপ; সুতরাং যে কোনও স্বরূপের বাস্তব সাক্ষাৎকারেই চিত্তে পরমানন্দের আবির্ভাব হইবে; পরমানন্দের আবির্ভাবে, সূর্য্যোদয়ে অন্ধকারের শ্রায়, দুঃখ-ক্লেশাদি, অহং-মমত্বাদি-জ্ঞান তিরোহিত হইবে। ইহাই বাস্তব-সাক্ষাৎকারের লক্ষণ। সাক্ষাৎকারের আভাসে তাহা হয় না।

কাহার পক্ষে বাস্তব সাক্ষাৎকার সম্ভব? শ্রীমদ্ভাগবতের “ন যশ্চ চিত্তং বহিরর্থবিভ্রমং তমোণ্ডহায়াঞ্চ বিশুদ্ধ-মাবিশং। যদভক্তিযোগানুগৃহীতমঙ্গসা মুনির্বিচিষ্টে নহু তত্র তে গতিন্ ॥ ৪।২৪।৫৯ ॥”—এই শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামি-পাদ লিখিয়াছেন—“তত্ত্বজ্ঞানঞ্চ তদভক্তসঙ্গাদেব ভবতীত্যাহ ন যশ্চেতি। যেসাম্ সতাং ভক্তিযোগেনানুগৃহীতং বিশুদ্ধং সৎ যশ্চ চিত্তং বাহ্যার্থবিক্ৰিপ্তং ন ভবতি, তমোরূপায়াং ওহায়াঞ্চ নাবিশং লয়ং ন প্রাপ, তত্র তদা স মুনিঃ তব গতিং তত্ত্বং পশুতি।” টীকানুসারে উক্ত শ্লোকের তাৎপর্য এই—“সাধুদিগের রূপায় ভক্তির অনুষ্ঠানে ঐহার চিত্ত বিশুদ্ধ হইয়াছে, তাহারই ফলে বাহ্যিক বিষয়ে ঐহার চিত্ত ভ্রান্ত হয় না, তমোণ্ডহাতেও ঐহার চিত্ত প্রবেশ করে না, সেই নির্মলচিত্ত মুনিই ভগবানের গতি—তত্ত্ব—দর্শন করিতে পারেন।” যত দিন পর্যন্ত চিত্ত নির্মল না হয়, তত দিন যে ভগবদর্শন সম্ভব নয়, তাহাও শ্রীমদ্ভাগবতের “অবিপককষায়াণাং দুর্দশোহহং কৃষোগিনাম্ ॥ ১।৬।২২ ॥”—এই ভগব-দুক্তি হইতেও জানা যায়। এই বাক্যে বলা হইয়াছে,—ঐহাদের কষায় (কামাদি দুর্কাসন, মায়ার প্রভাব) দৃঢ়

হয় নাই, তাঁহারা ভগবানের স্বরূপ দর্শন লাভ করিতে পারেন না। “তচ্ছুদ্ধানা মুনয় জ্ঞানবৈরাগ্যযুক্তয়া। পশন্ত্যস্মি চাস্মানং ভক্ত্যা শ্রুতগৃহীতয়া ॥ শ্রীভা. ১।২।১২ ॥” এই শ্লোক হইতে জানা যায়—শ্রদ্ধাবান মূনিগণ জ্ঞান-বৈরাগ্যযুক্ত শ্রুতগৃহীতা (গুরুমুখে শ্রুতা পশ্যৎ গৃহীতা) ভক্তিদ্বারা শুদ্ধচিত্তে আস্মাকে দর্শন করিয়া থাকেন। ইহা হইতে, শ্রদ্ধাপূর্বক ভক্ত্যঙ্গবিশেষের অনুষ্ঠানের কথা জানা গেল। ভক্তির অনুষ্ঠানে ইন্দ্রিয়াদি নির্মল হইলে তত্ত্ব-সাক্ষাৎকার সম্ভব। কিন্তু নির্মল চিত্ততাই অথবা ভক্তির অনুষ্ঠানই তত্ত্ব-সাক্ষাৎকারের মুখ্য হেতু নহে, ইহা একটা আনুষঙ্গিক হেতু মাত্র। ভগবানের শক্তিব্যতীত কেহই তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারে না। “নিত্যাব্যক্তোহপি ভগবানীক্ষ্যতে নিজশক্তিতঃ। তায়ুতে পুণ্ডরীকাক্ষং কঃ পশ্যেতামিতং প্রভুম্ ॥ নারায়ণাধ্যাত্মবচন—ভগবান্ নিত্য অব্যক্ত হইলেও (ভক্তগণ) তাঁহার নিজশক্তিদ্বারাই তাঁহাকে দর্শন করেন। তাঁহার শক্তিব্যতীত সেই পুণ্ডরীকাক্ষ অমিত প্রভুকে কে দেখিতে পাইবে? ” শ্রুতির “যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যন্তশ্চৈষ বিবৃণুতে তনুং স্বাম্ ॥ কঠ ॥ ১।২।২৩ ॥”—এই বাক্যও সে কথাই বলেন। ভগবানের এই শক্তিটি দ্বারাই তিনি নিজেকে প্রকাশ করেন, ইহা তাঁহার স্বপ্রকাশতা-শক্তি। এই স্বপ্রকাশতা-শক্তিই বিশুদ্ধসত্ত্ব। বিশুদ্ধ-সত্ত্ব হইল হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সখিৎ—এই তিনটি বৃত্তিবিশিষ্টা স্বরূপশক্তির বৃত্তি-বিশেষ। “তদেবং তস্তা মূলশক্তে ত্র্যাম্বকত্বে সিদ্ধে যেন স্বপ্রকাশতা-লক্ষণেন তদ্বৃত্তিবেশেষেণ স্বরূপং স্বয়ং স্বরূপশক্তির্ভা বিশিষ্টং বাবির্ভবতি তদ্বিশুদ্ধসত্ত্বম্। ভগবৎ-সন্দর্ভ ॥ ১১৮ ॥—হ্লাদিনী-সন্ধিনী-সংবিদাঙ্গিকা চিহ্নজ্ঞির যে স্বপ্রকাশতা-লক্ষণ-বৃত্তিবেশেষের দ্বারা ভগবান্, তাঁহার স্বরূপ বা স্বরূপশক্তির পরিণতি পরিকরা—বিশেষরূপে প্রকাশিত বা আবির্ভূত হয়েন, সেই বৃত্তিবেশেষকে বিশুদ্ধসত্ত্ব বলে।” হুতরাং বিশুদ্ধসত্ত্বই হইল স্বপ্রকাশতা-শক্তি। এই শক্তিই বাস্তব সাক্ষাৎকারের একমাত্র হেতু। কিন্তু চিত্তে এই শক্তির প্রতিফলনের নিমিত্ত চিত্তশুদ্ধির প্রয়োজন। “তত্তত্তৎকরণ-শুদ্ধ্যপেক্ষাপি তৎশক্তি-প্রতিফলনার্থমেব জ্ঞেয়া। প্রীতিসন্দর্ভঃ ॥ ৭ ॥” এই চিত্তশুদ্ধি বা করণশুদ্ধির নিমিত্তই ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠানের প্রয়োজন। ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠানে চিত্ত নির্মল হইলে সেই নির্মল চিত্তে যখন ভগবানের স্বপ্রকাশতা-শক্তি প্রতিফলিত হয়, তখন সাধকের ইন্দ্রিয়সকল সেই শক্তির সহিত তাদাস্য লাভ করে। এইরূপে ভগবানের স্বপ্রকাশতা-শক্তির সহিত তাদাস্য-প্রাপ্ত ইন্দ্রিয়াদিতেই ভগবান্ উপলব্ধ হয়েন—ভগবানের সাক্ষাৎকার লাভ হয়। “তদেবং তৎপ্রকাশেন নিঃশেষশুদ্ধ-চিত্তত্বে সিদ্ধে, পুরুষকরণানি তদীয়-স্বপ্রকাশতাশক্তিতাদাস্যাপন্নতয়া এব তৎপ্রকাশতাভিমানবন্তি হ্যঃ। প্রীতিসন্দর্ভঃ ॥ ৭ ॥” এই শক্তির চিত্তে প্রতিফলনের নিমিত্ত ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠান যেমন প্রয়োজন, ভগবানের ইচ্ছাও তেমনি প্রয়োজন। তাঁহার ইচ্ছা হইলেই এই শক্তি সাধকের চিত্তে প্রতিফলিত হইতে পারে। এজ্জাই এই শক্তিকে “ইচ্ছাময়-তদীয়-স্বপ্রকাশতাশক্তি” বলা হয়। ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠানদ্বারাই ইহা চিত্তে আবির্ভূত হয় এবং এইরূপে আবির্ভূতা-শক্তির চিত্তে প্রকাশই হইতেছে ভগবৎ-সাক্ষাৎকারের মূল হেতু। “তদ্বৃত্তিবেশেষাবিকৃত-তদিচ্ছাময়-তদীয়-স্বপ্রকাশতাশক্তিপ্রকাশ-এব মূলরূপা। প্রীতিসন্দর্ভঃ ॥ ৭ ॥” এইরূপে সাক্ষাৎকার হইলেই চিত্ত সম্যক্রূপে বিশুদ্ধ হয়। ইহাই যথার্থ সাক্ষাৎকার।

উক্ত আলোচনায় দেখা গিয়াছে—সাধকের ইন্দ্রিয়শুদ্ধির নিমিত্ত ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠানের প্রয়োজন; ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠানে ইন্দ্রিয়শুদ্ধি হইলেই তাহাতে ভগবানের স্বপ্রকাশতা-শক্তি প্রতিফলিত হয়; তখনই সাক্ষাৎকার লাভ হয় এবং সাক্ষাৎকার লাভ হইলেই চিত্ত সম্যক্ বিশুদ্ধ হয়। এখানে দুই স্তরে চিত্তশুদ্ধির কথা জানা গেল—ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠানের পরে এবং সাক্ষাৎকারের পরে। আবার ইহাও জানা গেল যে, সাক্ষাৎকারের পরেই সম্যক্ বিশুদ্ধি। তাহা হইলে বুঝা গেল, ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠানের পরে যে শুদ্ধি, তাহা সম্যক্ শুদ্ধি নহে। এক্ষণে জিজ্ঞাসা জাগে—তাহা কি রকম শুদ্ধি?

২।২৩।৫-পর্যায়ের টীকায় বলা হইয়াছে, শুদ্ধসত্ত্বের (স্বরূপশক্তির) বৃত্তিবেশেষ ভক্তি-সাধকের চিত্তে প্রবেশ করিয়া সত্ত্বকে শক্তিসম্পন্ন করে এবং এই শক্তিসম্পন্ন সত্ত্বদ্বারা রজঃ ও তমঃকে নির্জিত করে। এইভাবে রজঃ ও তমঃ দূরীভূত হইলে চিত্তে থাকে কেবল সত্ত্ব। ভক্তির প্রভাবে এই সত্ত্বও পরে দূরীভূত হয়; তখন চিত্ত সম্যক্রূপে

মায়ানিশুর্জ হইয়া থাকে (২২৩৭-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য) । মায়িক সত্ত্ব স্বচ্ছ, উদাসীন, প্রকাশতাগুণসম্পন্ন (কিন্তু গুণাতীত তত্ত্ববস্তুকে প্রকাশ করিতে পারে না) । রজঃ এবং তমঃই বাহিরের বিষয়ে চিত্তবিক্ষেপ জন্মাইয়া এবং স্বরূপ-জ্ঞানাদিকে আবৃত করিয়া চিত্তের বিশেষ মলিনতা সম্পাদন করিয়া থাকে । রজস্তমো দূরীভূত হইয়া গেলে সেই মলিনতা থাকে না ; স্বচ্ছ এবং উদাসীন বলিয়া সত্ত্ব তাদৃশ মলিনতা জন্মাইতে পারে না । সুতরাং রজস্তমো দূরীভূত হইয়া যাওয়ার পরে চিত্তে যখন কেবলমাত্র সত্ত্ব থাকে, তখনও চিত্তকে বিশুদ্ধ বলা যায় । অবশ্য তখনও চিত্ত সম্যক্ বিশুদ্ধ নহে ; যেহেতু, তখনও মায়িক সত্ত্ব আছে ; সত্ত্ব স্বচ্ছ হইলেও মায়িক গুণ বলিয়া তাহাতে অবিশুদ্ধতা কিছু থাকিবেই । উল্লিখিত আলোচনায় ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠানের পরে যে বিশুদ্ধতার কথা বলা হইয়াছে, তাহা বোধ হয় রজস্তমোহীনতারূপ বিশুদ্ধতা । পূর্বোক্ত “ন যন্ত চিত্তং বহিরর্থবিভ্রমন্” ইত্যাদি শ্রীভা. ৪।২৪।৫২-শ্লোক হইতেও তাহাই যেন জানা যায় । শ্লোকস্থ “তমো গুহায়াধ্ব”-শব্দে স্পষ্টভাবেই তমোগুণের কথা বলা হইয়াছে । আর “বহিরর্থবিভ্রমন্”-শব্দে রজোগুণের কথাই বলা হইয়াছে ; যেহেতু, রজোগুণই ইন্দ্রিয়ভোগ্য বাহ্য বস্তুতে বিক্ষেপাদি জন্মায় । শ্লোকে বলা হইয়াছে—এই দুইটি মায়িকগুণের প্রভাব হইতে যিনি মুক্ত হইয়াছেন, তিনিই তত্ত্ব-সাক্ষাৎকার লাভ করেন ।

যখন সাধক-ভক্তের চিত্তে কেবল সত্ত্বগুণমাত্র থাকে, তখনও একমাত্র ভক্তির প্রভাবেই সেই সত্ত্বও দূরীভূত হইতে পারে এবং চিত্ত সম্যক্ৰূপে বিশুদ্ধ হইতে পারে (২২৩৭-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য) । কিন্তু এইভাবে চিত্ত সম্যক্ৰূপে মায়াগুণাতীত হইয়া গেলেই যে-তত্ত্ব-সাক্ষাৎকার হইবে, তাহা নহে । কারণ, পূর্বেই বলা হইয়াছে—তত্ত্ব-সাক্ষাৎকার একমাত্র ভগবানের স্বপ্রকাশতা-শক্তির উপরই নির্ভর করে । চিত্ত সম্যক্ বিশুদ্ধ হইলেই যে ঐ শক্তি চিত্তে প্রতিফলিত হইবে, তাহাও নহে ; যেহেতু, ইহাও পূর্বে বলা হইয়াছে যে, ভগবানের ইচ্ছা হইলেই তাহা সম্ভব । কিন্তু “লোক নিস্তারিব এই দৈব-স্বভাব” বলিয়া তাঁহার সাক্ষাৎকারের যোগ্যতা-বিধায়িনী এই শক্তিকে সাধকভক্তের চিত্তে প্রতিফলিত বা আবির্ভাবিত করাইতে যে ভগবান্ কখনও অনিচ্ছুক হয়েন, তাহা নহে । বরং এই বিষয়ে তাঁহার কিছু ব্যাকুলতা আছে বলিয়াই যেন মনে হয় । একথা বলার হেতু এই যে, সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন মায়িকগুণের নিরসনের পূর্বেই, রজাস্তমো দূরীভূত হওয়ার পরেই, তিনি তাঁহার স্বপ্রকাশতা-শক্তিকে সাধকভক্তের চিত্তে প্রতিফলিত করিয়া থাকেন ; ভক্তির প্রভাবে সত্ত্বেরও সম্যক্ অপসারণ পর্যন্ত যেন তিনি অপেক্ষা করেন না ।

প্রশ্ন হইতে পারে—চিত্তে মায়িক সত্ত্বগুণ বর্তমান থাকিতে চিহ্নজির বৃত্তিবিশেষ স্বপ্রকাশতা-শক্তি কিরূপে প্রতিফলিত হইতে পারে ? সত্ত্বের স্বচ্ছতা-গুণ আছে বলিয়া তাহা সম্ভব হইতে পারে । বিশেষতঃ, “যদ্বৈষোপরতা দেবী” ইত্যাদি শ্রীভা. ১।৩৩৪-শ্লোকের টীকায় শ্রীজীব লিখিয়াছেন, সত্ত্বগুণময়ী মায়ারূতি হইতেছে স্বরূপশক্তির বৃত্তিভূত বিচার আবির্ভাবের দ্বার । “স্বরূপশক্তিবৃত্তিভূত-বিচারবির্ভাবদ্বারলক্ষণ সত্ত্বময়ী মায়ারূতি ।” যাহাদ্বারা তত্ত্ববস্তুকে জানা যায়, তাহাই বিচার । সুতরাং শ্রীজীবের এই উক্তিভেদে ভগবানের স্বপ্রকাশতা-শক্তিকেই যেন বিচার বলা হইয়াছে বলিয়া মনে হয় । সত্ত্বগুণ মায়িকবস্তু হইলেও ইহা যখন বিচারবির্ভাবের দ্বারস্বরূপ, তখন একমাত্র সত্ত্বগুণের অবস্থিতিকালেও ভগবানের স্বপ্রকাশতাশক্তি সাধকের চিত্তে আবির্ভূত হইতে পারে । সত্ত্বের স্বচ্ছতা এবং উদাসীন বশতঃই বোধ হয় ইহা সম্ভব । নির্মল কাচের ভিতর দিয়াও সূর্য্যরশ্মি প্রবেশ করিতে পারে, নির্মল কাচ সূর্য্যরশ্মি-প্রবেশে বাধাও জন্মায় না । যাহাউক, সত্ত্বগুণের দ্বার দিয়া ভগবানের স্বপ্রকাশতা-শক্তিরূপ বিচার বস্তু চিত্তে প্রকাশিত হইয়া চিত্তকে নিজের সহিত তাদাস্যপ্রাপ্ত করায়, তখন তত্ত্বসাক্ষাৎকার হয় এবং তাহারই ফলে চিত্ত সম্যক্ৰূপে বিশুদ্ধ হয় ; তখন সত্ত্বও তিরোহিত হইয়া যায় । মায়িক সত্ত্বও অস্তিত্বকালে চিত্তকে সম্যক্ শুদ্ধ বলা যায় না ।

এই প্রসঙ্গে আরও একটা কথা বিবেচ্য । অস্বচ্ছ কোনও বস্তুদ্বারা নির্মিত জানালার ভিতর দিয়া জানালার অপর পার্শ্বের বস্তু দৃষ্টিগোচর হয় না ; কিন্তু স্বচ্ছ কাচনির্মিত জানালার ভিতর দিয়া তাহা দৃষ্টিগোচর হয় । তদ্রূপ

অস্বচ্ছ রজস্তমোশুণ্ণদ্বারা চিত্ত যখন আচ্ছন্ন থাকে, তখন তত্ত্ব-দর্শন না হইতে পারে ; কিন্তু রজস্তমঃ অন্তর্হিত হইয়া গেলে কেবল স্বচ্ছ সত্ত্ব যখন থাকে, তখন তাহার ভিতর দিয়া তো তত্ত্বদর্শনাদি হইতে পারে । এইরূপ দর্শনকে তত্ত্ব-সাক্ষাৎকার বলা যায় কিনা ? বোধ হয় ইহাকে তত্ত্বসাক্ষাৎকার বলা যায় না ; যেহেতু, ইহা দর্শন হইলেও আবৃত দর্শনমাত্র, অনাবৃত দর্শন নহে । কাচের আবরণের ভিতর দিয়া যে-বস্তুর দর্শন হয়, তাহা দূরদর্শন ; দর্শন হয় বলিয়া কাচকে আবরণ না বলিয়া আবরণাভাস হয়তো বলা চলে ; তাহা দর্শনের যে ব্যবধান জন্মায়, দর্শন হয় বলিয়া তাহাকে ব্যবধানাভাসও হয়তো বলা চলে, তথাপি দর্শনটী থাকিয়া যায় আবৃত ; এইরূপ দৃষ্ট বস্তুকে স্পর্শ করা যায় না । তদ্রূপ মায়িক সত্ত্বশুণ্ণ স্বচ্ছ বলিয়া তজ্জনিত ব্যবধানকে ব্যবধানাভাস এবং তজ্জনিত আবরণকে আবরণাভাস হয়তো বলা যাইতে পারে ; তথাপি কিন্তু এই আভাসদ্বয়ের সহায়তায় যে দর্শন হয়, তাহা আবৃত, দৃষ্ট তত্ত্ববস্তুর সহিত স্পর্শাদি হয় না ; এজ্ঞ তাহাকে অপরোক্ষ সাক্ষাৎকার বা বাস্তব সাক্ষাৎকার বলা যায় না এবং এইরূপ সাক্ষাৎকারকে মুক্তির হেতুও বলা যায় না । মুক্তি বলিতে সম্যকরূপে মায়ানির্মুক্তিই বুঝায় ; মায়ার একটা অংশও যতক্ষণ থাকিবে, ততক্ষণ সম্যক মায়ানির্মুক্তি হইয়াছে বলা যায় না ।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে, যতদিন পর্য্যন্ত মায়ানির্মিত পাঞ্চভৌতিক দেহ থাকিবে, ততদিন পর্য্যন্ত সম্যক মায়ানির্মুক্তি কি সম্ভব ? উত্তরে বলা যায়—ইহা অসম্ভব নহে । স্পর্শমণি-গ্রায়ে স্বরূপ-শক্তির বৃত্তিবিশেষ ভক্তির স্পর্শে সাধকের পাঞ্চভৌতিক প্রাকৃত দেহও অপ্রাকৃত চিন্ময় হইয়া যায় । “ভক্তানাং সচ্চিদানন্দরূপেদ্বৈতেন্দ্রিয়াশ্চহু । ঘটতে স্বানুরূপেষু বৈকুণ্ঠেহুত্র চ স্তবঃ ॥ রহদ্ভাগবতামৃত ॥ ২।১।১৩৯ ॥” টীকায় শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামী লিখিয়াছেন—“স্বানুরূপেষু স্বস্থাঃ সচ্চিদানন্দবদনরূপায়া ভক্তেঃ সদৃশেষু যতঃ সচ্চিদানন্দরূপেষু অতো দ্বয়োরাপি একরূপত্বেন নোক্তদোষপ্রসঙ্গ ইতি ভাবঃ । পাঞ্চভৌতিকদেহবতামপি ভক্তিস্কৃত্যা সচ্চিদানন্দরূপতায়ামেব পর্য্যবসানাং ।—ভক্তির স্কৃতিতে পাঞ্চভৌতিক দেহধারীদিগের দেহও সচ্চিদানন্দরূপতায় পর্য্যবসিত হয় ।” (৩।৫।৪৭ এবং ২।২।৩৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য) । শ্রীমদমহাপ্রভুও বলিয়াছেন—“বৈষ্ণবের দেহ প্রাকৃত কভু নয় । অপ্রাকৃত দেহ ভক্তের চিদানন্দময় ৩।৫।১৮৩ ॥” শ্রীমদ্ভাগবতের “যত্তেযোপরতা দেবী মায়া বৈশারদী মতিঃ । সম্পন্ন এবতি বিদূর্মহিমি স্নে মহীয়তে ॥ ১।৩।৪৪ ॥”—শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—“অয়ন্তাবঃ । যাবদবিদ্যা আশ্রয়ঃ আবরণ-বিক্ষেপো কৰোতি, তাবনোপরতিঃ । যদা তু সৈব বিদ্যারূপেণ পরিণতা, তদা সদসজপং জীবোপাধিঃ দন্ধা নিরিক্ত-নাগিবং স্বয়মেবোপরমেদিতি ।—যে পর্য্যন্ত অবিদ্যা (রজস্তমঃ) আবরণ ও বিক্ষেপ জন্মায়, সে পর্য্যন্ত মায়া উপরত হয় না । (রজস্তমোরূপ অবিদ্যা অপসারিত হইলে) মায়া যখন বিদ্যারূপে (সত্ত্বশুণ্ণরূপে) পরিণতি লাভ করে, তখন স্থূল-সূক্ষ্মরূপ (সদসজপং) জীবোপাধিকে দন্ধ করিয়া নিরিক্তন অগ্নির গ্রায় নিজেই উপরত হয় ।” তাৎপৰ্য্য—ভক্তির শক্তিতে শক্তিমান হইয়া সত্ত্বশুণ্ণ যখন রজস্তমঃকে অপসারিত করে, তখন থাকে একমাত্র সত্ত্ব (বা বিদ্যা) ; তখন মায়াই বিদ্যারূপে পরিণত হয় (সত্ত্বশুণ্ণময়ী মায়া স্বরূপশক্তির বৃত্তিবিশেষ অপ্রাকৃত বিদ্যার দ্বারস্বরূপ বলিয়া তাহাকে বিদ্যা—প্রাকৃত বিদ্যা) বলা হয় । এই অবস্থায় সত্ত্ব (বা বিদ্যা) মায়িক উপাধিকে দন্ধ করিয়া নিজেই নির্বাপিত হইয়া যায় । যতক্ষণ ইন্ধন পায়, ততক্ষণই আগুন জ্বলিতে থাকে, ইন্ধনকে ধ্বংস করিতে থাকে ; কিন্তু ইন্ধন যখন সম্পূর্ণরূপে দন্ধ হইয়া যায়, তখন আগুন, আপনা-আপনিই নিভিয়া যায় । ভক্তির শক্তিতে শক্তি-সম্পন্ন সত্ত্বশুণ্ণরূপ অগ্নি যখন তাহার ইন্ধনতুল্য রজস্তমঃ এবং মায়িক উপাধিকে দন্ধ করিয়া ধ্বংস করিয়া ফেলে, তখন ইন্ধনের অভাবে নিজেই—ভক্তির শক্তিতে—বিলুপ্ত বা অপসারিত হইয়া যায় (২।২।৩৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য) । শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম শ্লোকের “ধান্না স্নেন নিরন্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি ।”—বাক্যে এবং বৈদিক গায়ত্রীর “ভর্গো দেবস্ত ধীমহি (ভর্গঃ অবিদ্যা-তৎকার্য্যযোৰ্ভজ্ঞানাং ভর্গঃ । সাযনাচার্য্য)”-বাক্য হইতে জানা যায়, ভগবানের স্বরূপ-শক্তি-রূপ তেজই মায়াকে নিঃশেষে দূরীভূত করিতে পারে । ভক্তির সাধনে এই স্বরূপ-শক্তি বা স্বরূপ-শক্তির বৃত্তিরূপা ভক্তি যখন সাধকের মধ্যে প্রবেশ করে, তখন সাধন-পদ্ধতায় মায়া যে সম্যকরূপেই তিরোহিত হইয়া যাইবে, এবং সাধকের যথাবস্থিত-দেহেই যে ইহা হইতে পারে, তাহাতে কোনও সন্দেহ থাকিতে পারে না ।

সাক্ষাৎকার দ্বিবিধ। আত্মসাক্ষাৎকার দুই রকমের—অন্তঃসাক্ষাৎকার এবং বহিঃসাক্ষাৎকার।

চিত্তে ভগবানের আবির্ভাব হইলেই অন্তঃসাক্ষাৎকার লাভ হয়। শ্রীনারদ স্বীয় অন্তঃসাক্ষাৎকারের কথা ব্যাসদেবের নিকটে বলিয়াছেন। “প্রণায়তঃ স্ববীৰ্যাণি তীর্থপাদঃ প্রিয়শ্রবাঃ। আহুত ইব মে শীঘ্রং দর্শনং যাতি চেতসি ॥ শ্রীভা. ১।৬।৩৪ ॥—যাঁহার শ্রীচরণের আবির্ভাবস্থান তীর্থরূপে পরিণত হয়, স্বীয় যশঃকথা শ্রবণে যাঁহার অত্যন্ত প্রীতি, সেই শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহার যশঃকীর্তনসময়ে, আহুতের ভায় আমার চিত্তে আবির্ভূত হইয়া দৃষ্ট হয়েন।”

আর চক্ষুর সাক্ষাতে যে দর্শন, তাহার নাম বহিঃসাক্ষাৎকার। ব্রহ্মার পুত্র সনকাদি ঋষিগণ শ্রীভগবানের বহিঃসাক্ষাৎকার পাইয়াছিলেন। তত্ত্বাগতং প্রতিহতৌপযিকং স্বপুংভিত্তেহচক্ষুতাক্ষবিষয়ং স্বসমাধিভাগ্যম্ ॥ শ্রীভা. ৩।১৫।৩৮ ॥—তাঁহারা ব্রহ্ম-সমাধিরূপ সাধনের ফলস্বরূপ হৃস্পষ্টরূপে অনুভূয়মান শ্রীভগবানকে দর্শন করিলেন। তাঁহাদের সম্মুখে শ্রীভগবান পদব্রজে আগমন করিলেন এবং তাঁহার পরিকরণ সেবায়োগ্য নানা বস্তুদ্বারা তাঁহার সেবা করিতেছিলেন।”

সত্তোমুক্তি ও ক্রমমুক্তি। সাধকের মৃত্যুর পরে মুক্তিলাভের সময়ের দিক্ বিবেচনা করিয়া মুক্তিকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়—সত্তোমুক্তি ও ক্রমমুক্তি। ভক্তিমিশ্র-যোগমার্গের সাধকগণই তাঁহাদের ইচ্ছানুসারে সত্তোমুক্তি বা ক্রমমুক্তি লাভ করেন। দেহত্যাগের অব্যবহিত পরেই অন্তিমামুক্তি লাভ করা হইলে তাকে বলে সত্তোমুক্তি। যাঁহারা সত্তোমুক্তি চাহেন, তাঁহারা অন্তিম সময়ে প্রাণবায়ুকে ব্রহ্মরজে লইয়া থাকেন; তারপর ব্রহ্মরজ ভেদ করিয়া দেহ এবং ইন্দ্রিয় সকল পরিত্যাগ করেন এবং দেহত্যাগের পরে ব্রহ্মধামে (নির্বিশেষ সিদ্ধলোকে বা বৈকুণ্ঠে) গমন করেন। বিশেষ বিবরণ শ্রীভা. ২।২।১৫-২১ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

ভক্তিমিশ্র-যোগমার্গের সাধকদের সত্তোমুক্তির কথাই উপরে বলা হইল। ঐশ্বর্য্যজ্ঞানমিশ্রাভক্তিমার্গের সাধকও যে সত্তোমুক্তি পাইয়া থাকেন, শ্রীনারদের দৃষ্টান্তে তাহা জানা যায়। শ্রীনারদ যে তাঁহার যথাবস্থিত পাঞ্চভৌতিক দেহ-পরিত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই চিন্ময় পার্শ্বদেহ লাভ করিয়া বৈকুণ্ঠে গমন করিয়াছিলেন, ব্যাসদেবের নিকটে নিজমুখেই তিনি তাহা ব্যক্ত করিয়াছিলেন। “প্রযুক্ত্যমানে ময়ি তাং শুদ্ধাং ভাগবতীং তনুম্। আরব্ধকৰ্ম্ম-নিৰ্ব্বাণো ব্রততং পাঞ্চভৌতিকঃ ॥ শ্রীভা. ১।৬।২৯ ॥—শুদ্ধা ভাগবতী তনুর (চিন্ময় পার্শ্বদেহের) প্রতি আমি প্রযুক্ত্যমান হইলে আমার আরব্ধকৰ্ম্ম-নিৰ্ব্বাণ পাঞ্চভৌতিক দেহ নিপতিত হইল।” ঐশ্বর্য্যজ্ঞান-হীন শুদ্ধা ভক্তিমার্গের সাধনেও যে সত্তোমুক্তি লাভ হয় ঐতিহ্য এবং ঋষিচরী গোপীগণই তাহার দৃষ্টান্ত (“অন্তশ্চিন্তিত সিদ্ধদেহ” প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)।

আর যাঁহারা সত্তোমুক্তি চাহেন না, কিন্তু সিদ্ধগণের ক্রীড়াস্থান, অগ্নিমাди ঐশ্বর্য্য, অথবা ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বত্র আধিপত্য লাভের ইচ্ছা করেন, তাঁহারা সত্তোমুক্তিকামীদের ভ্রায় দেহত্যাগ-সময়ে মন ও ইন্দ্রিয় সকলকে পরিত্যাগ করেন না। তাঁহারা মন ও ইন্দ্রিয়গণের সহিতই জ্যোতির্ময়ী সুসুমানাডীকে অবলম্বন করিয়া দেহত্যাগ করেন। যথেষ্টভাবে ব্রহ্মাণ্ডের নানাস্থানের ঐশ্বর্য্যভোগের পরে তাঁহারা ব্রহ্মাণ্ডের অষ্টম্ আবরণ প্রকৃতিতে প্রবেশ করেন। এই স্থানে তাঁহাদের সূক্ষ্ম-দেহোপাধি বিলুপ্ত হয়। পরিশেষে তাঁহারা শুদ্ধজীবস্বরূপে শ্রীবৈকুণ্ঠনাথকে প্রাপ্ত হয়েন। মৃত্যুর পরে ইঁহারা ক্রমে ক্রমে মুক্তির পথে অগ্রসর হয়েন বলিয়া ইঁহাদের মুক্তিকে ক্রম-মুক্তি বলে। বিশেষ বিবরণ শ্রীমদ্ভাগবতের ২।২।২২-৩১ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

জীবমুক্তি। দেহ হইতে প্রাণ উৎক্রান্ত (বা বহির্গত) হইয়া গেলেই, অর্থাৎ মৃত্যুর পরেই, সাধনসিদ্ধ-সাধক মুক্তি পাইয়া শুদ্ধজীবস্বরূপে বা পার্শ্বদেহে অবস্থান করিতে পারেন। তাঁহার মুক্তিকে বলে উৎক্রান্ত-মুক্তি বা অন্তিম মুক্তি। কিন্তু মৃত্যুর পূর্বেও জীব মায়াবদ্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারেন।

পূর্বে বলা হইয়াছে, পরমাত্ম-সাক্ষাৎকারই মুক্তির হেতু। জীবদশাতেই যদি কোনও সাধকের পরমাত্ম-সাক্ষাৎকার হয়, তাহা হইলে তখনই তিনি মায়াবদ্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারেন। তাঁহার জীবদশায় তিনি মুক্ত

হয়েন বলিয়া তখন তাঁহাকে বলা হয় জীবমুক্ত এবং তাঁহার এই মুক্তিকে বলা হয় জীবমুক্তি। “স চ যুক্তিরূপক্রান্ত-দশায়াং জীবদশায়ামপি ভবতি। প্রীতিসন্দর্ভঃ ॥ ১ ॥”

শ্রুতিতেও জীবমুক্তির কথা দেখিতে পাওয়া যায়। “যদা সদগুরুচাক্ষোভবতি তদা ভগবৎকথা-শ্রবণ-ধ্যানাদৌ শ্রদ্ধা জায়তে। তস্মাদ্ হৃদয়স্থিতানাদিদুর্দাসনাগ্রস্থিবিনাশো ভবতি। ততো হৃদয়স্থিতাঃ কামাঃ সর্বের্বিনশন্তি। তস্মাদ্ হৃদয়পুণ্ডরীক-কর্ণিকায়াম্ পরমাস্মাবির্ভাবো ভবতি। ততো দৃঢ়তরা বৈষ্ণবী ভক্তির্জায়তে। ততো বৈরাগ্যমুদেতি। বৈরাগ্যাদ্ বুদ্ধিবিজ্ঞানাবির্ভাবো ভবতি। অভ্যাসাৎ তজ্জ্ঞানং ক্রমেণ পরিপকং ভবতি। পকবিজ্ঞানাং জীবমুক্তো ভবতি। ইতি ত্রিপাদবিভূতিমহানারায়ণোপনিষৎ ॥ পঞ্চমাধ্যায়ঃ ॥—সদগুরুর কৃপাকটাক্ষে ভগবৎ-কথা-শ্রবণ-ধ্যানাদিতে শ্রদ্ধা জন্মে। তাহা হইতে হৃদয়স্থিত অনাদি দুর্দাসনা-গ্রস্থি বিনষ্ট হয়; তাহার ফলে হৃদয়স্থিত সমস্ত কাম দূরীভূত হয়। তখন স্বপ্নপদ্মের কর্ণিকায় পরমাস্মার আবির্ভাব হয়। তাহা হইতে দৃঢ়তরা বৈষ্ণবী ভক্তি জন্মে। ভক্তি হইতে বৈরাগ্যের উদয় হয়। বৈরাগ্য হইতে বুদ্ধিবিজ্ঞানের আবির্ভাব হয়। অভ্যাসবশতঃ সেই জ্ঞান ক্রমশঃ পরিপক হয়। পরিপক-বিজ্ঞান হইতে সাধক জীবমুক্ত হয়েন।” মহোপনিষদের দ্বিতীয় অধ্যায়ে এবং শ্রীমদ্ভাগবতের ৩।৮।৩৫-৩৮ শ্লোকেও জীবমুক্ত সাধকের লক্ষণ দৃষ্ট হয়।

শ্রুতিতে উল্লিখিতরূপ স্পষ্ট উল্লেখ থাকি সত্ত্বেও কিন্তু শ্রীপাদ রামানুজাচার্য্য জীবমুক্তি স্বীকার করেন না। ইহার হেতু বোধ হয় এইরূপ। “তদধিগমে উত্তরপূর্ব্বাঘমোঃ অশ্লেষবিনাশৌ তদ্যাপদেশাং ॥” ৪।১।১৩ ॥—এই বেদান্তসূত্রে বলা হইয়াছে যে, ব্রাহ্মস্বদর্শন বা ব্রহ্মবিদ্যালাভ হইলে সমস্ত পাপ বিনষ্ট হয়। পরবর্ত্তী “ইতরশ্চাপি এবম্ অসংশয়ঃ পাতে তু ॥ ৪।১।১৪ ॥”—এই সূত্রে বলা হইয়াছে যে, ব্রহ্মবিদ্যা লাভ হইলে পাপের ত্রায় পুণ্যেরও ধ্বংস হয়। এখানে শ্রীপাদ রামানুজ বলেন—পুণ্য ধ্বংস হয় বটে; কিন্তু তাহা হয় শরীরপাতের (মৃত্যুর) পরে, পূর্বে নহে। যেহেতু, শরীরপাতের পূর্বে যতদিন সাধক জীবিত থাকেন, ততদিন তাঁহার অন্ন-জলাদির প্রয়োজন হয়। পুণ্যের ফলেই সাধক এই সকল প্রয়োজনীয় বস্তু পাইয়া থাকেন। ব্যঞ্জন এই যে, পুণ্য না থাকিলে সাধক অন্ন-জলাদি পাইতে পারেন না। পুণ্যও পাপেরই ত্রায় মায়াজনিত কর্ম্মের ফল; স্মৃতরাং যতদিন পুণ্য থাকিবে, ততদিন মায়ার প্রভাবও থাকিবে; মায়ার প্রভাব থাকিলে সাধক কিরূপে জীবমুক্ত হইতে পারেন? ইহাই বোধ হয় আচার্য্যপাদের অভিপ্রায়। এ-সম্বন্ধে বক্তব্য এই। প্রথমতঃ, “ভিত্তিতে হৃদয়গ্রস্থিচ্ছিত্তন্তে সর্বসংশয়াঃ। ক্ষীয়ন্তে চাস্ত কৰ্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে ॥ মুণ্ডকশ্রুতিঃ ॥ ২।২।৮ ॥”—এই শ্রুতিবাক্যে কর্ম্মক্ষয়ের কথা জানা যায়। কর্ম্মক্ষয় বলিতে পাপ ও পুণ্য উভয়ের ক্ষয়ই বুঝায়। কেহ হয়তো বলিতে পারেন—উক্ত শ্রুতিবাক্যে কেবল অপ্ৰারব্ধ-কর্ম্মের কথাই বলা হইয়াছে; প্রারব্ধ কর্ম্মের কথা বলা হয় নাই; যেহেতু, শাস্ত্র বলেন, “নাভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম কোটিকল্পশতৈরিপি।” কিন্তু ইহা হইল সাধারণ বিধি; যাহাদের ব্রহ্মবিদ্যা লাভ হয় নাই, তাহাদের জন্যই এই বিধি। কিন্তু ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার লব্ধ সাধকের জন্য যে বিশেষ বিধি আছে, তাহাই উল্লিখিত শ্রুতিবাক্যে দৃষ্ট হয়। ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারে যে-পাপ এবং পুণ্য উভয়ই সম্যক্রূপে বিনষ্ট হয় এবং মায়ার অঞ্জনও সম্যক্রূপে দূরীভূত হয়, শ্রুতিতে তাহার স্পষ্ট উল্লেখও দৃষ্ট হয়। “যদা পশ্যতঃ পশ্যতে রুদ্রবর্ণং কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্। তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমসাম্যমুপৈতি ॥ মুণ্ডকশ্রুতিঃ ॥ ৩।১।৩ ॥” দ্বিতীয়তঃ, সাক্ষাৎকার-প্রাপ্ত সাধক কেবল যে স্বীয় পুণ্যের ফলেই তাঁহার প্রয়োজনীয় অন্ন-জলাদি পাইয়া থাকেন, তাহা বলাও বোধ হয় সম্ভব হয় না। ভগবৎ-কৃপাতেও তিনি তাহা পাইতে পারেন। গীতার শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—“অনন্তাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে। তেষাং নিত্যাত্মিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্ ॥ ৯।২২ ॥—অনন্তনিষ্ঠ হইয়া ঈহারা আমাকে চিন্তা করিতে করিতে আমার ভজন করেন, আমি সেই সকল নিত্যাত্মিযুক্ত (সর্বপ্রকারে মদেকনিষ্ঠ) ব্যক্তিদিগের যোগ ও ক্ষেম বহন করিয়া থাকি।” এই শ্লোকের টীকায় যোগ-শব্দের অর্থে শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—“ধনাদিলাভম্—ধনাদিলাভ।” শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ লিখিয়াছেন—“যোগক্ষেমম্ অন্নাত্মাহরণং তৎসংরক্ষণম্—অন্নাদির আহরণ এবং তৎসংরক্ষণ।” তিনি আরও লিখিয়াছেন—“তৎপোষণভারো

ময়েব বোচব্যঃ গৃহস্থস্তেব কুটুম্বপোষণভার ইতি—শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, গৃহস্থ যেমন কুটুম্ব-পোষণের ভার বহন করে তদ্রূপ আমিও তাঁহাদের পোষণভার বহন করি।” শ্রীপাদ মধুসূদন সরস্বতীও লিখিয়াছেন—“দেহযাত্রামাত্রার্থমপি অপ্রযতমানানাং যোগঞ্চ ক্ষেমঞ্চ অলকস্ত লাভং লক্স্ত পরিরক্ষণং চ শরীরস্থিত্যর্থং যোগক্ষেমকাময়মানানামপি বহামি প্রাপয়ামি অহং সর্বেষ্বরঃ।—তাঁহারা যোগ (অলক বস্তুর লাভ) এবং লক্স-বস্তুর রক্ষণ চাহেন না ; দেহযাত্রা নির্বাহের জ্ঞাতও তাঁহারা কোনও চেষ্টা করেন না ; কিন্তু সর্বেষ্বর আমি তাঁহাদের শরীর-রক্ষার নিমিত্ত তাঁহাদের যোগক্ষেম বহন করি (পাওয়াইয়া থাকি)।” অনন্তচিন্তে ভজন-পরায়ণ ভক্তের জ্ঞাতও ধাঁহার এত করুণা, কৃপা করিয়া সেই ভগবান ধাঁহাকে সাক্ষাৎকার দিয়াছেন, তাঁহার প্রয়োজনীয় অন্নজলাদি যে তিনি তাঁহাকে দিবেন, তাহাতে কোনও সন্দেহই থাকিতে পারে না। গীতার এই উক্তি হইতে জানা যায়, ভগবৎ-কৃপাতেই সাক্ষাৎকার-প্রাপ্ত সাধক নিজের প্রয়োজনীয় অন্নজলাদি লাভ করিতে পারেন ; তজ্জ্ঞাত পূর্বসম্বন্ধিত পুণ্যের প্রয়োজন হয় না। স্মৃতরাং মৃত্যুর পূর্বে তাঁহার পুণ্যের ধ্বংস স্বীকারের বিপক্ষেও কোনও হেতু দেখা যায় না ; বিশেষতঃ শ্রুতিও যখন বলেন— ব্রহ্মসাক্ষাৎকারে পুণ্য ও পাপ উভয়ই সম্যক্রূপে ধ্বংস হয়। শ্রুতিও যে স্পষ্টভাবেই জীবনুজির কথা বলিয়া গিয়াছেন, তাহা পূর্বেই দেখান হইয়াছে। এ-সমস্ত কারণে, জীবনুজির অস্বীকারের মূলে কোনও শাস্ত্রসম্মত প্রমাণ আছে বলিয়া মনে হয় না।

মায়া প্রভাবের জীবের দেহে আত্মবুদ্ধি জন্মে, অহং-মমত্বাদি জ্ঞান জন্মে। এইরূপ অহং মমত্বাদি-জ্ঞান স্বরূপতঃ মিথ্যা। যেহেতু, আমার দেহ বাস্তবিক “আমি” নই, ইহা “আমারও” নয়। এইরূপ জ্ঞান মায়াবল্লিত, মায়ার প্রভাবে জাত। জীবদশাতেই যদি কাহারও পরমাত্ম-সাক্ষাৎকার হয়, তাহা হইলে তিনি বুঝিতে পারেন—এই “অহং-মমত্বাদি-জ্ঞান” মিথ্যা এবং অহং-মমত্বাদি জ্ঞানের ফলে জীবের যে “অন্ত্যরূপ—স্বরূপ হইতে ভিন্ন রূপ,” তাহাও মিথ্যা। তাই তখন আর তাঁহার উপরে মায়া প্রভাব থাকে না বলিয়া তিনি জীবনুজিত। জীবনুজিত-অবস্থায় অহং-মমত্বাদি-জ্ঞান থাকে না বলিয়া দেহাদিতে আবেশ-জনিত দুঃখ-বোধও থাকে না ; আর পরমাত্ম-সাক্ষাৎকার হয় বলিয়া পরমানন্দের অনুভবও হয়। তাই জীবনুজিতও আত্যন্তিক পুরুষার্থ। “জীবতন্তুসাক্ষাৎ-কারণে মায়াবল্লিতস্ত অন্ত্যভাবস্ত মিথ্যাত্বাবভাসাং সৈষা মুক্তিরেবাত্যন্তিকপুরুষার্থতয়োপদিষ্টতে। প্রীতিসন্দর্ভঃ ॥ ১ ॥”

নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধিঃ সাধক ভক্তির সাহচর্য্যে যদি জানমার্গের উপাসনা করেন, তাহা হইলে ভক্তির কৃপায় তিনিও ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারেন এবং ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভ হইলে তাঁহার স্ব-স্বরূপ-সাক্ষাৎকারও লাভ হইতে পারে। তখন অবিষ্টাকর্ষক আত্মাতে আরোপিত সদসজ্ঞপও (স্থূল শরীর এবং সূক্ষ্ম শরীরও) তাঁহার নিকটে মিথ্যা বলিয়া অনুভূত হয়। তখন তিনি জীবনুজিত হয়েন। শ্রীমদ্ভাগবতে এইরূপ ব্রহ্মসাক্ষাৎকার-লক্ষণা জীবনুজির কথা বলা হইয়াছে। “তত্র ব্রহ্মসাক্ষাৎকারলক্ষণাং জীবনুজিমা—যত্রেমে সদসজ্ঞপে প্রতিষিদ্ধে স্বসংবিদা। অবিষ্টায়াত্মনি কৃতে ইতি তদব্রহ্মদর্শনম্ ॥ শ্রীভা. ১০।৩৩ ॥ স্বসংবিদা জীবাত্মনঃ স্বরূপজ্ঞানেন। * * । ব্রহ্মণো দর্শনং সাক্ষাৎকারঃ ; যত্র স্বসংবিদেতুক্ত্যা জীবস্বরূপজ্ঞানমপি তদাশ্রয়মেব ভবতি ইতি, তথা কেবলস্বসংবিদা তে (সদসজ্ঞপে) নিষিদ্ধে ন ভবত ইতি চ জ্ঞাপিতম্। ততশ্চ জীবত এব অবিষ্টাকল্লিতমায়া কার্য্যসম্বন্ধ-মিথ্যাত্ব-জ্ঞাপকজীবস্বরূপসাক্ষাৎকারেণ তাদাত্ম্যাপন্ন-ব্রহ্মসাক্ষাৎকারো জীবনুজিবিষেয ইত্যর্থঃ। প্রীতিসন্দর্ভঃ। ৩ ॥”

শ্রীমদ্ভাগবত বলেন, জ্ঞানমার্গের সাধক যদি ভক্তির সাহচর্য্য গ্রহণ না করেন, তাহা হইলে সাধনের শেষ অবস্থায় তিনি নিজেকে জীবনুজিত বলিয়া মনে করিতে পারেন বটে ; কিন্তু ভগবচ্চরণারবিন্দের অনাদরবশতঃ তাঁহার অধঃপতনই হয় ; স্মৃতরাং তাঁহার জীবনুজি লাভ হয় না। “যেহন্তোরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিনস্বয়ন্তুভাবাদ-বিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ। আকৃষ্ণ কৃষ্ণেণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধোহনাদৃতযুগদজ্ঞয়ঃ ॥ ১০।৩৩ ॥”

এইরূপে, ধাঁহার ভক্তির সাহচর্য্যে যোগমার্গের সাধন করেন, তাঁহাদের জীবদশায় ভক্তির কৃপায় পরমাত্ম-সাক্ষাৎকার লাভ হইলে তাঁহারাও জীবনুজিত হইতে পারেন।

আর, ভক্তিমার্গের উপাসকও তাঁহার জীবদশায় ভগবৎ-সাক্ষাৎকার লাভ করিলে জীবমুক্ত হইতে পারেন।

কোনও কোনও স্থলে জীবমুক্ত পুরুষ তাঁহার দেহভঙ্গ্য পর্য্যন্ত প্রারব্ধ কর্ম ভোগ করেন বটে; কিন্তু সেই ভোগে তাঁহার কোনও রূপ অভিনিবেশ থাকে না। “তস্মাদস্ম প্রারব্ধকর্ম্মাত্রাণামনভিনিবেশেনৈব ভোগঃ ॥ প্রীতিসন্দর্ভঃ ॥ ৪ ॥” তিনি সংসারে থাকেন—পদ্মপত্রে জলের মতন।

জীবমুক্ত মহাপুরুষগণ তাঁহাদের দেহভঙ্গ্যের পরে স্ব-স্ব-সাধনানুসারে কেহ বা শুদ্ধজীবস্বরূপে নির্বিশেষ ব্রহ্মানন্দসমুদ্রে, বা ভগবদ্বিগ্রহে, আবার কেহ বা ভগবৎ-পার্বদরূপে অবস্থান করেন। ইহাই তাঁহাদের অন্তিমা মুক্তি।

অন্তিমা মুক্তি বা উৎক্রান্ত মুক্তি। দেহভঙ্গ্যের পরে সাধক যে-মুক্তি পাইয়া থাকেন, তাহাকেই অন্তিমা মুক্তি বলে। প্রাণ উৎক্রান্ত (বহির্গত) হইয়া যাওয়ার পরে এই মুক্তি লাভ হয় বলিয়া ইহাকে উৎক্রান্ত-মুক্তিও বলা হয়।

অন্তিমা মুক্তি লাভের পরে আর কাহাকেও সংসারে আসিতে হয় না। ব্রহ্মসূত্রও একথা স্বীকার করিয়াছেন। “অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ ॥” ৪।৪।২২ ॥ “ন স পুনরাবর্ত্তত ইতি শ্রুতেঃ। শ্রুতি বলেন—মুক্ত জীবকে আর ফিরিয়া আসিতে হয় না।” ছান্দোগ্য উপনিষদ বলেন—“স খলু এবং বর্ত্তন্থ যাবদায়ুষং ব্রহ্মলোকম্ অভিসম্পত্ততে ন চ পুনরাবর্ত্ততে ৮।১৫।১ ॥” শ্রীমদভগবদ্গীতাও তাহাই বলেন। “আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোহর্জুন। মাং প্রাপ্যেব তু কোন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদুতে ॥ ৮।১৬ ॥—শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, হে অর্জুন! ব্রহ্মলোক (সত্যলোক) সহ স্বর্গাদি সমস্তই অনিত্য। যাহারা এই সকল লোক প্রাপ্ত হয়, তাহাদের পুনর্জন্মের সম্ভাবনা আছে; কিন্তু আমাকে পাইলে আর পুনর্জন্ম হয় না।” গীতায় অত্রও বলা হইয়াছে—“যদ্ গতা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্রাম পরমং মম। ১৫।৬ ॥—যে স্থানে গেলে আর ফিরিয়া আসিতে হয় না, তাহাই আমার (শ্রীকৃষ্ণের) পরমধাম।” গীতা আরও বলেন—“তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্সিসি শাস্বতম্ ॥ ১৮।৬২ ॥—শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলিয়াছেন, ঈশ্বরের প্রসাদে পরমা শান্তি এবং নিত্য স্থান প্রাপ্ত হইবে।” পুরাণাদিতেও এইরূপ বহুপ্রমাণ দৃষ্ট হয়।

পঞ্চবিধা মুক্তি। ঋহারা মুক্তিকামী, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে অত্র কিছুও কামনা করিয়া থাকেন; স্তহারা কামনার প্রকৃতি অনুসারে মুক্তির স্বরূপও ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে, অর্থাৎ মুক্তিও বিভিন্ন রকমের হইয়া থাকে। এইভাবে শাস্ত্রে পাঁচ রকমের অন্তিমা মুক্তির কথা দেখিতে পাওয়া যায়—সায়ুজ্য, সালোক্য, সান্ধি, সাক্ষ্য এবং সামীপ্য। এ-স্থলে এই পঞ্চবিধা মুক্তির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হইতেছে।

সায়ুজ্য। পরতত্ত্ব-বস্তুর কোনও এক প্রকাশের সহিত মিলিত হইয়া যাওয়ার (অর্থাৎ কোনও এক স্বরূপে প্রকাশ করার) নাম সায়ুজ্য। সায়ুজ্য মুক্তি আবার দুই রকমের—নির্বিশেষ ব্রহ্মসায়ুজ্য এবং ঈশ্বর-সায়ুজ্য বা ভগবৎ-সায়ুজ্য।

ঋহারা নিরাকার নির্বিশেষ ব্রহ্মের সঙ্গে মিলিত হইয়া যান, তাঁহাদের মুক্তিকে বলে ব্রহ্মসায়ুজ্য। মিলিত হওয়ার অর্থ—ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন হইয়া যাওয়া নয়; অণুচৈতন্য জীব কখনও বিভূচৈতন্য ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন হইতে পারেন না। সায়ুজ্যমুক্তিতে মিলিত হইয়া যাওয়ার অর্থ—ব্রহ্মের সহিত তাদাস্য প্রাপ্ত হওয়া; ব্রহ্মানন্দ-সমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া আনন্দ-তন্ময়তা লাভ করা। এই আনন্দ-তন্ময়তা বশতঃ সায়ুজ্যপ্রাপ্ত জীব নিজের অস্তিত্বের কথাও যেন ভুলিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহার পৃথক অস্তিত্ব থাকে।

মুখ্য অর্থের সঙ্গতি থাকা সত্ত্বেও অবৈধভাবে শ্রুতিবাক্যের লক্ষণামূলক অর্থ করিয়া মায়াবাদীরা বলেন—জীব ও ব্রহ্ম সর্ব্বতোভাবে অভিন্ন, জীব ব্রহ্মই; মায়াবিজৃম্বিত ব্রহ্মই জীব। ঘট ভাদ্রিয়া গেলে ঘটমধ্যস্থিত আকাশ যেমন পটাকাশ বা বহু আকাশের সঙ্গে মিশিয়া সর্ব্বতোভাবে এক হইয়া যায়, তখন যেমন ঘটাকাশের আর কোনও পৃথক সত্তা থাকে না, তদ্রূপ মায়া-বিজৃম্বিত-ব্রহ্মরূপ জীবের মায়াজনিত অজ্ঞান যখন দূর হইয়া যায়, তখন

জীব মুক্ত হইয়া ব্রহ্মের সঙ্গে মিশিয়া এক হইয়া যান, তখন আর তাঁহার পৃথক অস্তিত্ব থাকে না। ইহা শ্রুতিসম্মত বা দেদান্তসম্মত সিদ্ধান্ত নহে। শ্রুতি-বেদান্ত-মতে জীব হইতেছেন ব্রহ্মের চিহ্নপা শক্তির অংশ। কোনও অবস্থাতেই কোনও বস্তুর স্বরূপগত লক্ষণের ব্যত্যয় হইতে পারে না; সুতরাং মুক্তির পূর্বেও যেমন জীব চিৎকণ, মুক্তির পরেও তেমনি চিৎকণ। কণ-পরিমাণ জীব মুক্ত অবস্থাতেও বিভূ-পরিমাণ ব্রহ্ম হইতে পারেন না। সাযুজ্য মুক্তিতেও জীবের পৃথক অস্তিত্ব থাকে, সূক্ষ্ম শুদ্ধ জীবস্বরূপে। অবশ্য আনন্দ-তন্ময়তাবশতঃ পৃথক অস্তিত্বের জ্ঞান তাঁহার থাকে না। “অয়ং পুরুষঃ প্রাজ্ঞেনাস্তন্য সম্পরিদক্তো না বাহ্যং কিঞ্চন বেদ ॥ বৃহদারণ্যকশ্রুতিঃ ॥ ৪।৩।২১ ॥” তন্ময়তাবশতঃ স্বীয় অস্তিত্বের অনুভব হয় না বলিয়া যে মুক্ত জীবের জ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া যায়, তাহা নহে। যেহেতু, জীব স্বরূপতঃ চেতন বস্তু বলিয়া তাঁহার জ্ঞান ও জ্ঞাতৃত্ব হইবে স্বরূপগত ধর্ম; তাহা বিনষ্ট হইতে পারে না। “যদৈ তন্ন বিজ্ঞানাতি বিজ্ঞানন্ বৈ তন্ন বিজ্ঞানাতি, ন হি বিজ্ঞাতুর্বিজ্ঞাতের্বিপারিলোপো বিঘ্নতেহবিনাশিত্বাৎ ॥ বৃহদারণ্যকশ্রুতি ॥ ৪।৩।৩০ ॥” জীবের স্বরূপগত কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বাদিও সাযুজ্যমুক্তিতে থাকে; তাই জীব ব্রহ্মানন্দ অনুভব করিতে পারেন। মুক্ত জীব আনন্দ হইয়া যান না; মুক্তিতে আনন্দ হইয়া গেলে মুক্তির পুরুষার্থতাই থাকে না; আনন্দ আত্মদান করিতে পারিলেই মুক্তির পুরুষার্থতা। রসং হেবায়ং লক্শ্যদানন্দী ভবতি ॥ তৈত্তিরিয় শ্রুতিঃ ॥

সাযুজ্যমুক্তিপ্রাপ্ত জীবের যে পৃথক অস্তিত্ব থাকে, মায়াবাদ-ভাষ্যকার শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যও তাঁহার নৃসিংহ-তাপনীর ভাষ্যে তাহা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন—“মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে ॥”—এই বাক্যে। শ্রীধরস্বামিপাদ শ্রীমদ্ভাগবতের ১০।৮।৭।২১-শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ শঙ্করের উল্লিখিত ভাষ্যাংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন। উহার তাৎপর্য্য এই—“সাযুজ্যমুক্তিপ্রাপ্ত জীবও ভক্তির রূপায় পৃথক বিগ্রহ ধারণ করিয়া ভগবানের ভজন করিয়া থাকেন।” সাযুজ্য মুক্তিতে জীবের পৃথক অস্তিত্ব থাকে বলিয়াই তাঁহার পক্ষে ভজনের উপযোগী দেহ ধারণ সম্ভব হয়; পৃথক অস্তিত্ব না থাকিলে বিগ্রহ ধারণ করিবে কে? (২।২৪।৩০ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য)।

আর, ষাঁহারা অঘাস্ত্রাদির গ্রায় অস্তিমা মুক্তিতে ভগবদ্বিগ্রহে প্রবেশ করিয়া যান এবং সে-স্থানে সূক্ষ্ম শুদ্ধ জীবস্বরূপে অবস্থান করেন, তাঁহাদের মুক্তিকে বলা হয় ঈশ্বর-সাযুজ্য। ব্রহ্মসাযুজ্যপ্রাপ্ত জীবের গ্রায় ঈশ্বর-সাযুজ্য-প্রাপ্ত জীবেরও পৃথক অস্তিত্ব থাকে, তাঁহার স্বরূপগত কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বাদিও থাকে। আনন্দস্বরূপ ভগবানে প্রবিষ্ট হইয়া আনন্দ-নিমগ্নতার স্ফূর্তিই তাঁহাদের চিত্তে প্রধানরূপে জাগরুক থাকে। “অস্তভগবল্লক্ষণানন্দ-নিমগ্নতাস্ফূর্তিরেব প্রধানম্। শ্রীতিসন্দর্ভঃ ॥ ১৫ ॥” এই আনন্দ-নিমগ্নতা হইল, ব্রহ্মসাযুজ্যমুক্তিপ্রাপ্ত জীবের গ্রায় আন্তরিক ব্যাপার। কখনও কখনও তাঁহাদের বাহ্যানন্দ-উপভোগও হয়। যদি ভগবানের ইচ্ছা হয় এবং ভগবান অনুগ্রহ করিয়া যদি তাঁহাদিগকে বাহ্যানন্দ-ভোগের উপযোগিনী কিঞ্চিৎ শক্তি দান করেন, তাহা হইলে তাঁহারা যথাযোগ্যভাবে ভগবদন্ত তদীয় অপ্রাকৃত ভোগোচ্ছিষ্ট-লেশ অনুভব করিতে পারেন। “কচিদিচ্ছয়া তদনুগ্রহেণ তদীয়তচ্ছক্তিলেশপ্রাপ্ত্যেব যথায়ুক্তং বহিস্তদন্তাপ্রাকৃততদভোগোচ্ছিষ্টলেশমেবানুভবতীত্যেকে ॥ শ্রীতিসন্দর্ভঃ ॥ ১৫ ॥” এই উক্তির সমর্থক শ্রুতিবাক্যও শ্রীতিসন্দর্ভে উদ্ধৃত হইয়াছে। “যদৈনং মুক্তো নু প্রবেশতি মোদতে চ কামাংশৈবানুভবতীতি বৃহৎ-শ্রুতৌ ॥—মুক্ত ব্যক্তি ভগবানে প্রবেশ করেন, আনন্দ অনুভব করেন, কামসকলও অনুভব করেন ॥ বৃহৎ-শ্রুতি ॥ ব্রহ্মাভিসম্পত্ত ব্রহ্মণা পশতি ব্রহ্মণা শৃণোতীত্যাদিমধ্যান্দিনায়ন-শ্রুতৌ ॥—মুক্ত পুরুষ ব্রহ্ম প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মদ্বারা দর্শন করেন, ব্রহ্মদ্বারা শ্রবণ করেন, ইত্যাদি। মধ্যান্দিনায়ন-শ্রুতি ॥”

উল্লিখিত শ্রুতিপ্রমাণের “ব্রহ্মদ্বারা দর্শন করেন, ব্রহ্মদ্বারা শ্রবণ করেন”—ইত্যাদি বাক্য হইতে বুঝা যায়—ভগবৎ-সাযুজ্য প্রাপ্ত জীবের মধ্যে দর্শন-শ্রবণাদির উপযোগী ইন্দ্রিয়াদির অভিব্যক্তি নাই। ভগবান রূপা করিয়া অনুভবাদির জগৎ কিঞ্চিৎ শক্তি দান করিলেই মুক্ত জীব অনুভবাদি লাভ করিতে পারেন। তাঁহাদের এই ভোগও অতি সামান্য।

ভগবানের সম্পূর্ণ আনন্দও তাঁহারা উপভোগ করিতে পারেন না। “মুক্তাঃ প্রাপ্য পরং বিষ্ণু তত্ত্বোগাগ্নেশতঃ কচিং। বহিষ্ঠান ভুঞ্জেত নিত্যং নানন্দাদীন্ কথঞ্চন ॥ মাধ্বভাষ্যধৃত ভবিষ্যৎ-পুরাণ-বচন ॥—মুক্ত পুরুষেরা

পরপুরুষ বিষয়কে প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার ভোগলেশ হইতে কোনও স্থলে বহিঃস্থিত কিঞ্চিৎ ভোগ নিত্য উপভোগ করেন ; কিন্তু বিষয় সম্পূর্ণ আনন্দাদি ভোগ করিতে পারেন না ।”

সামুজ্যপ্রাপ্ত জীবদিগের মধ্যে স্বরূপানুবন্ধী সেবা-সেবক-ভাব বিকাশ লাভ করে না বলিয়া তাঁহাদের পক্ষে সর্বতোভাবে ভগবৎ-প্রাপ্তি হইয়াছে, একথা বলা যায় না । তাই তাঁহাদের সম্বন্ধে ভগবৎ-রূপার বিকাশও হয় অতি সামান্য রূপে ; এ-জন্তই তাঁহারা বাহিরের অপ্রাকৃত ভোগোচ্ছিষ্ট অতি অল্প পরিমাণেই ভোগ করিতে পারেন ; সম্পূর্ণরূপে ভোগ, বা ভগবদানন্দেরও সম্পূর্ণ ভোগ তাঁহাদের পক্ষে অসম্ভব এবং পরিকল্পনের সহিত ভগবানের লীলাদির অনুভব একেবারেই অসম্ভব ।

স্বরূপে অণুচৈতন্য জীবের শক্তিও অণুপরিমিতই ; স্বরূপ-শক্তির রূপাতেই ভগবৎ-সেবাদির জন্ত জীবের শক্তি বিপুলতা লাভ করে । ষাঁহারা জীবের স্বরূপানুবন্ধিনী কৃষ্ণমূর্খক-তাৎপর্যময়ী সেবাপ্রাপ্তির বাসনায় ভক্তি-ধর্মের অনুষ্ঠান করেন, স্বরূপশক্তি তাঁহাদিগকেই পূর্ণরূপে রূপা করেন । কারণ, ভগবানের প্রীতি-বিধানই স্বরূপশক্তির একমাত্র কাম্য বস্তু ; সেবাদ্বারা ভগবানের প্রতিবিধানের জন্ত ষাঁহারা লালায়িত, তাঁহাদের আনুকূল্য করাও স্বরূপশক্তির স্বরূপগত ধর্ম ; যেহেতু, এইরূপ আনুকূল্যদ্বারাই ভগবৎ-সেবা সম্ভব হইতে পারে । কিন্তু ষাঁহারা ভগবৎ-সেবাই চাহেন না, চাহেন ভগবানের বিগ্রহে স্থিতিমাত্র, তাঁহাদিগের প্রতি স্বরূপশক্তির পূর্ণ রূপার কোনও সম্ভাবনাই থাকিতে পারে না । এজন্তই ভগবৎ-সামুজ্যপ্রাপ্ত জীব স্বরূপশক্তির বা ভগবানের পূর্ণ রূপা হইতে বঞ্চিত এবং তাহারই ফলে লীলাদির অনুভব বা ভগবানের আনন্দেরও পূর্ণ অনুভব হইতে বঞ্চিত ।

সালোক্য-মুক্তি । যে মুক্তিতে সমান (একই) লোকে (ধামে) বাস হয়, তাহাকে সালোক্য-মুক্তি বলে । সাধকের উপাস্ত ভগবৎ-স্বরূপের যেই ধাম, মুক্তি লাভ করিয়া সেই ধামে বাস করার বাসনা ষাঁহার থাকে, তিনিই ভগবৎ-রূপায় এই সালোক্যমুক্তি পাইতে পারেন । সালোক্যমুক্তিপ্রাপ্ত জীব ভগবৎ-রূপায় করচরণাদিবিশিষ্ট পার্শদ-দেহ লাভ করেন ; এই পার্শদদেহ চিন্ময়, প্রাকৃত নহে ; ইহা নিত্য । শ্রীনারদ তাঁহার পার্শদদেহ-প্রাপ্তিসম্বন্ধে ব্যাস-দেবের নিকটে বলিয়াছেন—“প্রযুক্ত্যমানে ময়ি তাং শুদ্ধাং ভাগবতীং তনুম্ । আরক্ককর্মনির্কাণো গ্রপতৎ পাঞ্চ-ভৌতিকঃ ॥ শ্রীভা. ১।৬।২২ ।—শুদ্ধা ভাগবতী তনুর প্রতি আমি প্রযুক্ত্যমান হইলে আমার আরক্ককর্মনির্কাণ পাঞ্চ-ভৌতিক দেহ নিপতিত হইল ।” এই শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—“অনেন পার্শদতনুনা মকর্ম্মারক্কং শুদ্ধত্বং নিত্যত্বমিত্যাदि সূচিতং ভবতীত্যেযা ।—ইহাদ্বারা পার্শদতনুসমূহের অকর্ম্মারক্ক, শুদ্ধত্ব, নিত্যত্বাদি সূচিত হইতেছে ।”

সাপ্তিমুক্তি । সাপ্তি অর্থ (সমজাতীয়) ঐশ্বর্য্য । ষাঁহারা উপাস্ত ভগবৎ-স্বরূপের সমজাতীয় ঐশ্বর্য্য কামনা করেন, তাঁহারা এই সাপ্তিমুক্তি পাইয়া থাকেন । তাঁহাদেরও চিন্ময় এবং নিত্য পার্শদদেহ ।

সাপ্তি-মুক্তিপ্রাপ্ত জীবসম্বন্ধে কয়েকটি শ্রুতিপ্রমাণ প্রীতিসন্দর্ভে উদ্ধৃত হইয়াছে । “স তত্র পর্য্যেতি জক্ষন্ ক্রীড়ন্ রমমাণঃ স্ত্রীভির্কা যানৈর্কা জ্ঞাতিভির্কা নোপজনং স্রগ্নিদং শরীরম্ ॥ ছান্দোগ্য ॥ ৮।১২।৩ ॥—সেই মুক্তপুরুষ ব্রহ্মলোকে যাইয়া স্ত্রীপুরুষের সংযোগে জাত এই শরীর স্রবণ না করিয়াই যথেষ্ট ভ্রমণ, ভ্রঞ্জন, ক্রীড়া, স্ত্রীগণের সহিত রমণ, যান-যোগে বিহার, জ্ঞাতিগণের সহিত অবস্থান করেন । আপ্নোতি স্বারাজ্যম্ ॥ তৈত্তিরীয় ॥ ১।৬ ॥—মুক্তপুরুষ অংশভূত ব্রহ্মাদি দেবগণের আধিপত্য লাভ করেন । সর্বৈহৈ দেবা বলিমাহরন্তি ॥ তৈত্তিরীয় ॥ ১।৫ ॥—ব্রহ্মাদি দেবগণ মুক্তপুরুষের জন্ত পূজোপহার আহরণ করেন । তস্ম সর্বৈষু লোকেষু কামাচারো ভবতি ॥ ছান্দোগ্য ॥ ৭।২।৫।২ ॥—মুক্ত পুরুষের সমস্ত লোকে স্বচ্ছন্দ গতি হয় ।” এ-সমস্ত শ্রুতিবাক্যে যদিও মুক্তপুরুষের ঐশ্বর্য্যের কথা বলা হইয়াছে, তথাপি ভগবানের সমান ঐশ্বর্য্য প্রাপ্তি তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব নয় । বেদান্তও বলেন—“জগদব্যাপারবর্জ্জং প্রকরণাৎ অসন্নিহিতত্বাৎ ॥ ৪।৪।১৭ ॥—জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-সামর্থ্য্য মুক্তপুরুষের নাই ।” চরিত্রে, ঔদার্য্যে, কারুণ্যাদি গুণে ভগবানের সমান যে কোথাও কেহ নাই, তাহা ভগবানই দেবকী-বসুদেবের নিকটে কংসকারাগারে আবিস্কৃত

হওয়ার পরে নিজমুখে ব্যক্ত করিয়াছেন। “অদৃষ্টাত্মকং লোকে শীলোদার্য্যগুণৈঃ সমম্। অহং সূতো বামভবং পুশ্ণিগর্ভ ইতি স্বতঃ ॥ শ্রীভা. ১০।৩।৩০ ॥—তোমরা (অংশে) সূতপা ও পুশ্ণিরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া অপত্তা করিয়া আমার মত পুত্র পাওয়ার নিমিত্ত বর প্রার্থনা করিয়াছিলে; কিন্তু চরিত্রে, ঔদার্য্যে, গুণে আমার সমান কেহ, কোথাও নাই বলিয়া আমিই পুশ্ণিগর্ভ-নামে তোমাদের পুত্র হইয়াছি।” ভগবানেব সমান ঐশ্বর্য্যতো দূরে, অগ্নিমাди ঐশ্বর্য্যেরও আংশিক প্রাপ্তি মাত্র হইতে পারে। “অতএবাগ্নিমাди-প্রাপ্তিরপ্যংশেনৈব জ্ঞেয়া ॥ প্রীতিসন্দর্ভঃ ॥ ১৩ ॥” বৃহদ্ভাগবতামৃতের ২।৪।১৯৯ শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামী লিখিয়াছেন—পার্বদগণ অপেক্ষা শ্রীভগবানের অসাধারণ বিশেষত্ব এই যে, ভগবানে স্বাভাবিক (স্বরূপানুবন্ধি) পরম-ঐশ্বর্য্য-বিশেষ বর্তমান এবং অনন্তসাধারণ মধুর মধুর বিচিত্র সৌন্দর্য্যাদি মহিমাবিশেষ বর্তমান। পার্বদগণ অপেক্ষা ভগবানের এই সকল রৈশিষ্ট্য না থাকিলে পার্বদগণের ঐশ্বর্য্যাদি ভগবানের তুল্যই হইলে, পার্বদগণ বিচিত্র ভজনরস অনুভব করিতে পারিতেন না। “এবং পার্বদেভ্যস্তেভ্যোহপি সকাশাং ভগবতা বিধেয়স্বাভাবিকপরমৈশ্বর্য্য-বিশেষাপেক্ষয়া তথানন্তসাধারণমধুরমধুরবিচিত্র-সৌন্দর্য্যাদিমহিমবিশেষদৃষ্ট্য ভগবতো মহান্ বিশেষঃ সিদ্ধ্যভ্যেব। অতথা সদা পরমভাবেন তেষাং তস্মিন্ বিচিত্র-ভজনরসানুপপত্তেরিতি দিক্ ॥” পার্বদগণের ঐশ্বর্য্য যে ভগবানের ঐশ্বর্য্য অপেক্ষা নূন, তাহাই এস্থলে বলা হইল।

সাক্ষ্যমুক্তি। সাক্ষ্য-সমান রূপ-প্রাপ্তি। যিনি যে-ভগবৎ-স্বরূপের উপাসক, তিনি যদি সেই ভগবৎ-স্বরূপের ধামে সেই ভগবৎ-স্বরূপের সমান রূপ প্রাপ্ত হয়েন, অর্থাৎ নারায়ণের উপাসক যদি নারায়ণের গ্রায় চতুর্ভূজ রূপ প্রাপ্ত হয়েন, তাহা হইলে তাঁহার মুক্তিকে সাক্ষ্য-মুক্তি বলা হয়। গজেন্দ্রে ভগবৎ-স্পর্শে অজ্ঞানবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া পীতবসন ও চতুর্ভূজ ভগবানের রূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। “গজেন্দ্রে ভগবৎস্পর্শাদ্বিমুক্তোহজ্ঞানবন্ধনাং। প্রাপ্তো ভগবতো রূপং পীতবাসাচতুর্ভূজঃ ॥ শ্রীভা. ৮।৪।৬ ॥”

সাষ্টমুক্তি-প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে, মুক্তপুরুষের ঐশ্বর্য্য ভগবানের ঐশ্বর্য্য অপেক্ষা নূন। তদ্রূপ, সাক্ষ্যমুক্তিতেও তদ্রূপ ন্যূনতা থাকিবে। ভগবানের অনন্তসাধারণ বিচিত্র সৌন্দর্য্যাদির কথা সাষ্ট-মুক্তি-প্রসঙ্গে উদ্ধৃত বৃহদ্ভাগবতামৃতের টীকাংশে বলা হইয়াছে। সাক্ষ্যে কর-চরণাদির সংখ্যায় এবং বর্ণাদিতেই সাম্য থাকিতে পারে; ভগবানের সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যাদি, সর্বজন-চিত্তাকর্ষকাদি এবং শ্রীবৎস-কৌন্তভ ও করচরণ-চিহ্নাদি মুক্ত জীব পাইতে পারেন না। এ-সমস্ত ভগবানের নিজস্ব বস্তু।

সাক্ষ্য-প্রাপ্ত জীবের পার্বদদেহও চিন্ময়, অপ্রাকৃত এবং নিত্য।

সামীপ্য-মুক্তি। যে-মুক্তিতে ভগবানের সমীপে (নিকটে) থাকা যায়, তাহার নাম সামীপ্য-মুক্তি। সামীপ্য-মুক্তিতেও নিত্য চিন্ময় পার্বদদেহ প্রাপ্তি হয় এবং সেই দেহেই ভগবানের নিকটে থাকা হয়।

সালোক্য, সাষ্ট ও সাক্ষ্য হইল অন্তঃসাক্ষাৎকারময়; কিন্তু সামীপ্য বহিঃসাক্ষাৎকারময়; এজন্ত সালোক্যাদি ত্রিবিধা মুক্তি অপেক্ষা সামীপ্যের আধিক্য। “সালোক্যাদিষু চ সামীপ্যন্তাধিক্যং বহিঃসাক্ষাৎকারময়ত্বাং ॥ প্রীতি সন্দর্ভঃ ॥ ১৬ ॥”

সালোক্যাদি চতুর্বিধা মুক্তি সম্বন্ধে। যাহারা বিধিমাগে ভগবানের ভজন করেন এবং যাহাদের চিত্তে ভগবানের ঐশ্বর্য্যের জ্ঞান প্রাধান্য লাভ করে, তাহারাই স্বয়ং-বাসনানুসারে সালোক্যাদি চতুর্বিধা মুক্তির মধ্যে কোনও একটা মুক্তি পাইতে পারেন। এই চতুর্বিধা মুক্তির স্থান মায়াতীত বৈকুণ্ঠে বা পরব্যোমে। “ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে বিধি ভজন করিয়া। বৈকুণ্ঠেতে যায় চতুর্বিধ মুক্তিপায়া ॥ ১।৩।১৫ ॥ নমো নারায়ণায়ৈতি মন্ত্রোপসাকো বৈকুণ্ঠভূবনং গমিষ্যতি। নারায়ণাথবশির-উপনিষৎ ॥ ৪ ॥” ভক্তিরসামৃতসিন্ধুও তাহাই বলেন। “মাহাত্ম্যজ্ঞানযুক্তশ্চ স্ফূটঃ সর্বতোহধিকঃ। স্নেহোভক্তিরিতি প্রোক্তস্তয়া সাষ্ট্যাদি নাতথা ॥ ১।৪।৮ ॥—যত নারদপঞ্চরাত্রবচন।—মাহাত্ম্য-জ্ঞানযুক্ত, স্ফূট এবং সকল বিষয় হইতে অধিক স্নেহ, তাহাকেই ভক্তি বলে; এতাদৃশী ভক্তিব্যতীত সাষ্ট্যাদি মুক্তি অত্র কিছুতেই পাওয়া যায় না।”

সালোক্যাদি চতুর্বিধা মুক্তিপ্রাপ্ত জীবগণ চিন্ময় এবং নিত্য পার্শ্বদেহে বৈকুণ্ঠে অবস্থান করেন। তাঁহাদিগকে শান্ত ভক্ত বলে। নবযোগেন্দ্র, সনক-সনাতনাদি শান্ত ভক্ত। শম-শব্দের অর্থ—ভগবন্নিষ্ঠতা। শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—“শমো মন্থিষ্ঠতাবুদ্ধেঃ ॥ শ্রীভা. ১১।১২।৩৬ ॥” এইরূপ “শম” ষাঁহাদের আছে, তাঁহারা শান্তভক্ত। এজন্ত শান্তভক্তের একটা লক্ষণ—“কৃষ্ণৈকনিষ্ঠতা” এবং তাহারই ফলে “কৃষ্ণ বিনা তৃষ্ণাত্যাগ”।

শান্তভক্ত কৃষ্ণসম্বন্ধে মমতা-গন্ধহীন—ভগবান্ “আমার আপন-জন” এরূপ জ্ঞান তাঁহাদের জন্মে না; যেহেতু, শান্তভক্তের চিন্তে ভগবানের ঐশ্বর্য্যজ্ঞানই প্রাধান্য লাভ করে। “শান্তের স্বভাব—কৃষ্ণে মমতাগন্ধহীন। পরং ব্রহ্ম পরমাত্মা জ্ঞান প্রবীণ ॥ ২।১২।১৭৭ ॥” শান্তভক্তের ভাব মদীয়তাময় নহে, পরন্তু তদীয়তাময়; “ভগবান্ আমার” এই ভাব তাঁহার নাই; আমি ভগবানের, ভগবান্ অনুগ্রাহক, আমি অনুগ্রাহ—ইত্যাদি ভাবই শান্তভক্তের চিন্তে বলবান্।

শান্তভক্তের নিকটে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার ঐশ্বর্য্যায়ক চতুর্ভূজ-রূপেই স্মৃতিপ্রাপ্ত হইলেন। “শ্যামাকৃতিঃ স্মরতি চতুর্ভূজোহয়ম্ ॥ ভ. র. সি. ৩।১।৫ ॥” তিনি “সচ্চিদানন্দসাম্প্রদায় আত্মারামশিরোমণিঃ। পরমাত্মা পরং ব্রহ্ম শমো দান্তঃ শুচিবর্শী ॥ সদাশ্বরূপসংপ্রাপ্তো হতারিগতিদায়কঃ। বিভূরিত্রাদিগুবানশ্মিনালম্বনো হরিঃ ॥ ভ. র. সি. ৩।১।৫ ॥”

শান্তভক্ত দুই শ্রেণীর—আত্মারাম ও তাপস। কৃষ্ণের বা কৃষ্ণভক্তের রূপাতে যে-সমস্ত আত্মারাম বা তাপস কৃষ্ণভক্তি লাভ করেন, তাঁহারা শান্তভক্ত। “শান্তাঃ স্যুঃ কৃষ্ণ-তৎপ্রের্ষ-কারুণ্যেন রতিং গতাঃ। আত্মারামা তদীয়াদ্বৈতব্রহ্মশ্রদ্ধাশ্রিত তাপসাঃ ॥ ভ. র. সি. ৩।১।৫ ॥” সনক-সনন্দনাদি আত্মারাম শান্তভক্ত। “আত্মারামাস্ত সনক-সনন্দনমুখা মতাঃ ॥ ভ. র. সি. ৩।১।৫ ॥” আর, ভক্তিব্যতীত মুক্তি নির্দিষ্ট হয় না, ইহা ভাবিয়া ষাঁহারা যুক্তবৈরাগ্য স্বীকার করেন, অথচ মুক্তিবাসনা ত্যাগ করেন না, তাঁহাদিগকে তাপস শান্তভক্ত বলে; “মুক্তির্ভক্ত্যেব নির্দিষ্টেত্যাত্ত-যুক্তবিরক্ততাঃ। অনুজ্ঞিতমুমুক্ষা যে ভজন্তে তে তু তাপসাঃ ॥ ভ. র. সি. ৩।১।৫ ॥”

শান্তভক্তগণের প্রায়শঃ নির্বিশেষ ব্রহ্মানন্দজাতীয় সুখই অনুভূত হয়; ভগবানের সর্ব্বচিত্তাকর্ষক গুণের স্বরূপগত ধর্ম্মবশতঃই তাঁহাদের চিন্তে গুণাদি স্মৃতি হইয়া থাকে, সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ ভগবানের স্মৃতিও হইয়া থাকে। কিন্তু নির্বিশেষ-ব্রহ্মানন্দ-জাতীয় সুখ অঘন—তরল; আর সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ ভগবানের অনুভবে যে-আনন্দ, তাহা ঘন, প্রচুরতর। “প্রায়ঃ স্বসুখজাতীয়ং সুখং স্তাদত্র যোগিনান্। কিস্তাস্বসৌখ্যমঘনং ঘনস্বীশময়ং সুখম্ ॥ ভ. র. সি. ৩।১।৪ ॥” এইরূপ অনুভবলব্ধ আনন্দ রসরূপে পরিণত হওয়ার পক্ষে ভগবৎ-স্বরূপের অনুভব (শ্রীবিগ্রহরূপে ভগবৎ-সাক্ষাৎকারই) প্রধানহেতু; ব্রহ্মের দাস্ত্যভাবের ভক্তের গ্রায ভগবানের লীলাদির মনোজ্ঞত্ব ইহার প্রধান কারণ নহে। “তত্রাপীশ্বরূপানুভবশ্চৈবোরুহেতুতা। দাসাদিবন্ মনোজ্ঞতা লীলাদেব তথা মতা ॥ ভ. র. সি. ৩।১।৪ ॥”

সালোক্যাদি চতুর্বিধা মুক্তির প্রত্যেকটাই আবার দুই রকমের—সুখৈশ্বর্য্যোত্তরা এবং প্রেমসেবোত্তরা। “সুখৈশ্বর্য্যোত্তরা সেয়ং প্রেমসেবোত্তরেত্যপি। সালোক্যাদিবিধা তত্র নাগ্না সেবাজুষ্ণা মতা ॥ ভ. র. সি. ৬।২।২৯ ॥” বৈকুণ্ঠের স্বরূপগত ধর্ম্মবশতঃই তাহাতে সুখ এবং ঐশ্বর্য্য বর্ত্তমান। ষাঁহাদের চিন্তে এই সুখ এবং ঐশ্বর্য্য লাভের বাসনাই প্রাধান্য লাভ করে, তাঁহাদের মুক্তি হইল—সুখৈশ্বর্য্যোত্তরা। আর, ষাঁহাদের চিন্তে প্রেমের স্বভাববশতঃ সেবার বাসনাই প্রাধান্য লাভ করে, তাঁহাদের মুক্তি হইল—প্রেমসেবোত্তরা। এই প্রেমসেবা অবশ্য ব্রহ্মের গ্রায মদীয়তাময়ী প্রেমসেবা নহে; যেহেতু, শান্তভক্তের চিন্তে শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে মদীয়তাময় ভাবেরই অভাব; এই প্রেমসেবা হইতেছে—ঐশ্বর্য্যজ্ঞানময়-প্রেমের সেবা, তদীয়তাভাবময়-প্রেমসেবা। ষাঁহারা সেবা চাহেন, তাঁহারা সুখৈশ্বর্য্যোত্তরা মুক্তি গ্রহণ করেন না।

পূর্বেই বলা হইয়াছে—সালোক্য, সাষ্টী ও সাক্ষ্যমুক্তি হইতেছে, অন্তঃসাক্ষাৎকারময়; সালোক্যাদি ত্রিবিধামুক্তিপ্রাপ্ত শান্তভক্তগণ স্ব-স্ব-চিন্তেই ভগবানকে অনুভব করেন; কিন্তু সামীপ্য-মুক্তিতে বহিঃসাক্ষাৎকারও হয়; স্তত্রাং সামীপ্যমুক্তিতেই আনন্দের আধিক্য।

ভগবৎ-প্রাপ্তিলক্ষণা মুক্তি। উল্লিখিত পঞ্চবিধা মুক্তিব্যতীত আরও এক রকমের মুক্তি আছে। ইহা হইতেছে ভগবৎ-প্রাপ্তি; ভগবৎ-প্রাপ্তি হইলে আনুষঙ্গিক ভাবেই মুক্তি হইয়া যায়। এজ্ঞ ইহাকে মুক্তি না বলিয়া সাধারণতঃ প্রাপ্তি বলা হয়। ভগবৎ-প্রাপ্তি বলিতে ভগবৎ-সেবা-প্রাপ্তি বুঝায়। এই সেবা হইতেছে—প্রাণচালা সেবা, কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্যময়ী সেবা, শ্রীকৃষ্ণে মমত্ববুদ্ধি-পূর্ব্বিকা সেবা। এইরূপ সেবার জ্ঞান মুখ্য প্রয়োজনীয় বস্তু হইতেছে কেবলাপ্রীতি, শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক শুদ্ধ প্রেম। প্রেম-শব্দের তাৎপর্য্য হইতেছে—কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা। শ্রীকৃষ্ণ-সেবা-প্রাপ্তিই ঐহাদের একমাত্র লক্ষ্য, তাঁহারা চিন্তে এই প্রেমের আবির্ভাবের অনুকূল সাধন-পন্থা অবলম্বন করেন। এই সাধন হইতেছে—শুদ্ধাভক্তির সাধন, রাগানুগামার্গের সাধন। ঐশ্বর্য্যজ্ঞানমুক্ত বৈধীমার্গের সাধনে শ্রীকৃষ্ণে মমতাবুদ্ধিময় ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন-শুদ্ধপ্রেম বা কেবলাপ্রীতি পাওয়া যায় না। এইরূপ শুদ্ধাভক্তিমার্গের সাধকগণ ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের সেবাই চাহেন। ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ স্বয়ংভগবান্ পরব্রহ্ম হইলেও, স্তূতরাং তাঁহাতে সমগ্র ঐশ্বর্য্যের পূর্ণতম বিকাশ থাকিলেও, ঐশ্বর্য্যের অস্তিত্বের জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দনের মধ্যেও প্রচ্ছন্ন এবং তাঁহার পরিকরগণের মধ্যেও প্রচ্ছন্ন। পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য ব্রজপরিকরদের গাঢ়-প্রীতিরস-সমুদ্রের অতল তলে যেন আত্মগোপন করিয়া থাকে। শ্রুতিতে পরব্রহ্মকে “রসো বৈ সঃ”, “সর্ব্বরসঃ” “রসঘনঃ” বলা হইয়াছে; তিনি পরমতম রসরূপ—রসস্বরূপে পরম আত্মাত্ম এবং রসিকরূপে রসিকেন্দ্র-শিরোমণি; তিনি “সর্ব্বরসঃ”—অনন্ত রসবৈচিত্রীর সমবায়, অশেষ-রসামৃত-বারিধি। স্বয়ংভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দনেই তাঁহার এই সমস্ত বৈশিষ্ট্য পূর্ণতমরূপে অভিব্যক্ত। তাঁহাতে ঐশ্বর্য্যের পূর্ণতম বিকাশ এবং মাধুর্য্যেরও পূর্ণতম বিকাশ। “মাধুর্য্য ভগবত্তা-সার” বলিয়া ঐশ্বর্য্য অপেক্ষা মাধুর্য্যেরই প্রভাব বেশী, ব্রজের ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্যদ্বারা পরিসিদ্ধিত এবং পরিমণ্ডিত হইয়া মাধুর্য্যেরই সেবা—পুষ্টিবিধান—করিয়া থাকে (২১২১১২ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য) মাধুর্য্য-ঘন-বিগ্রহ, রসঘন-বিগ্রহ রসিকশেখর ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় ব্রজপরিকর-ভক্তদের প্রেমরস নির্য্যাস আত্মদান করেন; লীলার ব্যাপদেশেই এই প্রেমরস-নির্য্যাস উৎসারিত হইয়া থাকে। ঐশ্বর্য্যদ্বারা প্রেম সঙ্কচিত হয়; স্তূতরাং প্রেমরস-নির্য্যাসের উচ্ছ্বাসও স্তিমিত, শুক্লীভূত হইয়া যায়। তাহাতে প্রেমরস-নির্য্যাসের আত্মদান ক্ষুণ্ণ হয়, রসিকশেখরদের বিকাশ বিঘ্নিত হয়। ইহা শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যের পক্ষেও অভীষ্ট নয়; যেহেতু, ঐশ্বর্য্য শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তিরই বিলাস বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের সেবা ও প্রীতিবিধান ঐশ্বর্য্যেরও একান্ত কাম্য। তাই ব্রজে পূর্ণতমরূপে বিকাশ-প্রাপ্ত ঐশ্বর্য্যও মাধুর্য্যের অন্তরালে আত্মগোপন করিয়া এবং মাধুর্য্যের দ্বারা পরিমণ্ডিত হইয়াই প্রয়োজন-অনুসারে মাধুর্য্যের পুষ্টিবিধান করিয়া শ্রীকৃষ্ণের রসাত্মকনান্দিকা লীলার আনুকূল্য করিয়া থাকে; নিজের অনাবৃত্তস্বরূপে প্রায়শঃই আত্মপ্রকাশ করে না। তাই শ্রীকৃষ্ণের মধ্যেও যেমন, তেমনি তাঁহার ব্রজপরিকরদের মধ্যেও ঐশ্বর্য্যের জ্ঞান থাকে প্রচ্ছন্ন। ব্রজপরিকরদের শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক প্রেম সম্যকরূপে ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন। তাঁহাদের প্রেমের আর একটা বৈশিষ্ট্য হইতেছে এই যে, তাঁহাদের প্রেমে স্বস্থ-বাসনার গন্ধমাত্রও নাই। তাই তাঁহাদের প্রেম সম্যকরূপে বিশুদ্ধ, নির্ম্মল—তাঁহাদের প্রীতি হইতেছে কেবলা প্রীতি।

ব্রজলীলার পরিকররূপে ঐহারা শ্রীকৃষ্ণসেবা কামনা করেন, তাঁহাদের কাম্যও হইতেছে ঐরূপ কেবলা প্রীতি—স্বস্থ-বাসনার গন্ধলেশশূন্য ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন প্রেম।

বৈকুণ্ঠে শ্রীকৃষ্ণ ঐশ্বর্য্যভাব-প্রধান নারায়ণরূপে লীলা করিয়া থাকেন। তাই সালোক্যাদি চতুর্বিধা মুক্তিপ্রাপ্ত বৈকুণ্ঠ-পরিকরদের চিন্তেও শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যের জ্ঞান প্রাধান্য লাভ করিয়া থাকে। এজ্ঞ শ্রীকৃষ্ণ বা নারায়ণরূপী শ্রীকৃষ্ণে তাঁহাদের মমতাবুদ্ধি জন্মিতে পারে না। ব্রজপরিকরদের ঐশ্বর্য্যজ্ঞান নাই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণে তাঁহাদের মমত্ববুদ্ধি এবং এই মমত্ববুদ্ধিবশতঃই তাঁহাদের পক্ষে প্রাণচালা সেবা সম্ভব।

ভগবৎকৃপাব্যতীত সাযুজ্যাদি পঞ্চবিধা মুক্তির কোনও মুক্তিই সম্ভব নয়। কৃপা উদ্বুদ্ধ করার জ্ঞান ভগবৎ-প্রীতির উন্মেষ প্রয়োজন। তাই আনুষঙ্গিকভাবে সাযুজ্যমুক্তির সাধককেও ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠান করিতে হয়।

কিন্তু সাযুজ্য-মুক্তিকামীরা এই ভগবৎ-প্রীতি উপায়মাত্র, উপেয় নহে। আর, সালোক্যাদি চতুর্বিধা মুক্তির সাধকদের নিকটে ভগবৎ-প্রীতি উপায় এবং উপেয়—উভয়ই। তথাপি, উপেয়রূপা ভগবৎ-প্রীতিতে তাঁহারা প্রাধান্ত দেন না; তাঁহাদের প্রাধান্ত থাকে নিজের মায়া-নিবৃত্তিতে এবং ঐশ্বর্যাদি লাভের বাসনায়। “অথ মুক্তিভ্যো ভগবৎপ্রীতে রাধিক্যং বিদ্রয়তে। তত্র যদপি তৎপ্রীতিং বিনা তা অপি ন সন্ত্যেব, তথাপি কেষাঞ্চিৎ তেষাং স্বস্ত হুঃখহানৌ সামীপ্যাদিলক্ষণ-সম্পত্তাবপি তাৎপর্যং ন তু শ্রীভগবত্যেবেতি তেষু নৃত্যতা। প্রীতিসন্দর্ভঃ ॥ ১৬ ॥”

মুক্তিকামীরা নিজেদের জন্ত কিছু চাহেন—পঞ্চবিধা মুক্তিতে মায়াবন্ধন হইতে অব্যাহতি লাভের কামনা সাধারণ। সালোক্যাদিতে তদতিরিক্তও কিছু কামনা আছে।

কিন্তু ব্রজপ্রেমের উপাসকগণ নিজেদের জন্ত কিছুই চাহেন না; তাঁহাদের একমাত্র কাম্য—কৃষ্ণস্বৈক-তাৎপর্যময়ী সেবা। মুক্তি তাঁহারা চাহেন না; এমন কি, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে মুক্তি দিতে চাহিলেও তাঁহারা তাহা গ্রহণ করেন না। “সালোক্য-সান্ধি-সামীপ্য-সাক্ষিপ্যৈকত্বমপ্যুত। দীযমানং ন গৃহস্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ ॥ শ্রীভা. ৩।২৯। ১৩ ॥—শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, আবার ভক্তগণ আমার সেবাব্যতীত আর কিছুই চাহেন না; আমি যদি তাঁহাদিগকে সালোক্য, সান্ধি, সামীপ্য, সাক্ষিপ্য এবং সাযুজ্য—এই পঞ্চবিধা মুক্তিও দিতে চাহি, তাঁহারা তাহা গ্রহণ করেন না।”

তাঁহাদের মুক্তি না চাওয়ার হেতু এই। জীব স্বরূপতঃ কৃষ্ণের নিত্যদাস। অনাদিবিহির্গুণতাবশতঃ মায়ায় কবলে পতিত হইয়া জীব নিজের স্বরূপের কথা ভুলিয়া আছেন। ভক্তিমার্গের সাধনে এই স্বরূপের জ্ঞান স্মৃতি হইতে পারে এবং স্বরূপের জ্ঞান স্মৃতি হইলে সেবাবাসনাও স্মৃতি হইতে পারে। সাযুজ্যমুক্তিতে কৃষ্ণদাস-স্বরূপের জ্ঞান স্মৃতি হয় না; সুতরাং সেবা-সেবকভাবও স্মৃতি হয় না; যেহেতু, সাযুজ্যকামীদের সাধনই হইতেছে জীব-জ্ঞান স্মৃতি হয় না; সুতরাং সেবা-সেবকভাবও স্মৃতি হয় না; যেহেতু, সাযুজ্যকামীদের সাধনই হইতেছে জীব-ব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞানমূলক। সাযুজ্যমুক্তিতে কৃষ্ণসেবার কোনও অবকাশ নাই বলিয়া ভক্ত তাহা নিতে চাহেন না। আর, সালোক্যাদি চতুর্বিধা মুক্তিতে স্বরূপের জ্ঞান এবং সেবা-সেবকভাবও বিद्यমান থাকে; কিন্তু ঐশ্বর্যজ্ঞান প্রাধান্ত লাভ করে বলিয়া সেবাবাসনার সম্যক স্মরণ হয় না, শ্রীকৃষ্ণ মমত্ববুদ্ধিও জাগে না। তাই প্রাণঢালা সেবার সম্ভাবনা নাই। এজন্ত ভক্ত সালোক্যাদি মুক্তিও কামনা করেন না। ভক্ত “নরক বাঙ্ঘ্যে তবু সাযুজ্য না লয় ॥ ২।৬।২৪১ ॥” এস্থলে সাযুজ্যের উপলক্ষণে পঞ্চবিধা মুক্তিই সূচিত হইতেছে। নরকে কাহাকেও অনন্তকাল থাকিতে হন না। নরকভোগের পরে আবার ব্রহ্মাণ্ডে জন্মাদি হয়। কোনও জন্মে কোনও ভাগ্যে ভজনের উপযোগী মনুষ্যদেহ লাভের সম্ভাবনা থাকে; তখন শ্রীকৃষ্ণসেবাপ্রাপ্তির অনুকূল ভজনের সম্ভাবনাও থাকে। কিন্তু কোনও এক রকমের মুক্তি লাভ হইলে সেই অবস্থাতেই অনন্তকাল পর্য্যন্ত থাকিতে হইবে; শ্রীকৃষ্ণসেবার উপযোগী ভজনের সম্ভাবনা একেবারেই তিরোহিত হইবে। এজন্ত ভক্ত বরং নরকেও যাইতে প্রস্তুত, তথাপি মুক্তি নিতে ইচ্ছুক হয়েন না।

ভক্তচিন্ত-বিনোদনই রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণের একমাত্র ব্রত। তিনি নিজেই বলিয়াছেন—“মদভক্তানাং বিনোদার্থং করোমি বিবিধাঃ ক্রিয়াঃ ॥ পদ্মপুরাণ ॥” শ্রীকৃষ্ণসেবার সৌভাগ্য ঐহাদের লাভ হয়, নিজের জন্ত তাঁহাদের কাম্য কিছু না থাকিলেও স্বীয়মাধুর্য্যাদি আশ্বাদন করাইয়া শ্রীকৃষ্ণ নিজেই তাঁহাদিগকে অপরিসীম আনন্দ দান করিয়া থাকেন। তাঁহার মাধুর্য্য অসমোক্ষ। “যে মাধুরী-উর্দ্ধ আন, নাহি যার সমান, পরব্যোমে স্বরূপের গণে। যৈহো সব অবতারা, পরব্যোমে অধিকারী, এ-মাধুর্য্য নাহি নারায়ণে ॥ তাতে সাক্ষী সেই রমা, নারায়ণের প্রিয়তমা, পতিব্রতাগণের উপাস্তা। তেঁহো যে মাধুর্য্যলোভে, ছাড়ি সব কামভোগে, ব্রত করি করিল তপস্তা ॥ ২।২।১৩৬-১৭ ॥” শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য—“কোটিব্রহ্মাণ্ড পরব্যোম, তাহাঁ যে স্বরূপগণ, বলে হবে তা-সভার মন। পতিব্রতা-শিরোমণি, যারে কহে বেদবাণী, আকর্ষণে সেই লক্ষীগণ ॥ ২।২।১৮৮ ॥” আবার “রূপ দেবি আপনার, কৃষ্ণের হয় চমৎকার, আশ্বাদিতে সাধ উঠে মনে ॥ ২।২।১৮৬ ॥” শ্রীকৃষ্ণের রূপ-গুণাদির এমনই এক অদ্ভুত আকর্ষণী-শক্তি যে, আশ্বাদ্যাম মূনিগণও তাঁহাতে অহৈতুকী ভক্তি করিয়া থাকেন। “আশ্বাদ্যাম শচ মুনয়ো নিগ্রহা অপ্যুক্রমে। কূর্ষন্ত্যহৈতুকী ভক্তি-মিথমন্তু তত্ত্বগো হরিঃ ॥ শ্রীভা. ১।৭।১০ ॥” ক্রতিও বলেন—“মুক্তা অপি হি এনমুপাসত ইতি সৌপর্ণিক্তৌ ॥” কিন্তু

“কর্ম জপ যোগ জ্ঞান, বিধিভক্তি তপ ধ্যান, ইহা হৈতে মাধুর্য্য দুর্লভ । কেবল যে রাগমার্গে, ভজে কৃষ্ণে অনুরাগে, তারে কৃষ্ণমাধুর্য্য হুলাস ॥ ২।২।১০০ ॥”

এই রাগমার্গের ভজনকেই শ্রীমদভাগবতে “প্রোজ্জ্বলিত-কৈতব পরমধর্ম” বলা হইয়াছে এবং ইহাই শ্রীমদভাগবতের প্রতিপাদ্য ধর্ম । “ধর্মঃপ্রোজ্জ্বলিত-কৈতবোহত্র পরমো নির্মৎসরাণাং সতাম্ ॥ ১।১।২ ॥” এই শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—“অত্র শ্রীযতি স্তন্দরে ভাগবতে পরমো ধর্মো বিরূপ্যতে ইতি । পরমত্বে হেতুঃ প্রকর্ষণে উজ্জ্বলিতং কৈতবং ফলাভিসন্ধিলক্ষণং কপটং যস্মিন্ সঃ । প্র-শব্দেন মোক্ষাভিসন্ধিরপি নিরস্তঃ । কেবলমী-শ্বরাদানলক্ষণো ধর্মো বিরূপ্যতে ইতি ।—যে-ধর্মের অনুষ্ঠানে কোনও রূপ ফলাভিসন্ধান থাকিবে না, এমন কি পঞ্চবিধা মুক্তির কোনও রকমের মুক্তির বাসনা পর্যাস্ত থাকিবে না, যাহার একমাত্র লক্ষ্য হইবে ভগবানের আরাধনা বা সেবা (প্ৰীতিবিধান), তাহাই পরমধর্ম ।” স্বামিপাদের এই টীকার কৈতব-শব্দের মর্ম্মই কবিরাজ গোস্বামী এই ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন :—“কৃষ্ণভক্তির বাধক যত শুভাশুভ কর্ম্ম । সেই এক জীবের অজ্ঞান-তমোধর্ম্ম ॥ অজ্ঞান-তমের নাম कहিয়ে কৈতব । ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ বাহ্য আদি সব ॥” এই ধর্ম্মানুষ্ঠানের পর্য্যবসান হয় শ্রীহরির তুষ্টিতে । “স্বনুষ্টিতস্ত ধর্ম্মস্ত সংসিদ্ধির্হরিতোষণম্ ॥ শ্রীভা. ১।২।১৩ ॥” কৃষ্ণকামনা এবং কৃষ্ণভক্তি-কামনা-ব্যতীত আর সকল রকমের কামনাতেই নিজের প্রতি অনুসন্ধান থাকে ; তাই শ্রীমদমহাপ্রভু অত্ৰ কামনাকে দুঃসঙ্গ ও কৈতব বলিয়াছেন । “দুঃসঙ্গ कहিয়ে কৈতব আশ্রয়ধনা । কৃষ্ণ কৃষ্ণভক্তিবিনা অত্ৰ কামনা ॥ ২।২।৭০ ॥

রাগমার্গের ভজনেই কৃষ্ণসেবার উপযোগী এবং কৃষ্ণমাধুর্য্য আশ্বাদনের উপযোগী প্রেম লাভ হইতে পারে । এজন্ত প্রেমকে বলা হয় পঞ্চমপুরুষার্থ বা পরম-পুরুষার্থ । “পঞ্চম পুরুষার্থ এই কৃষ্ণপ্রেম মহাধন ॥ ২।২।৩৫ ॥ পঞ্চম পুরুষার্থ সেই প্রেম মহাধন । কৃষ্ণের মাধুর্য্যরস করায় আশ্বাদন ॥ প্রেমা হৈতে কৃষ্ণ হয় নিজভক্ত-বশ । প্রেমা হৈতে পাই কৃষ্ণসেবাসুখরস ॥ ১।৭।১৩৭-৮ ॥”

ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণের চারি ভাবের পরিকর আছেন—দাস্ত, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর । এই সমস্ত ভাবে উত্তরোত্তর প্রেমের গাঢ়তা এবং উত্তরোত্তর শ্রীকৃষ্ণের প্রেমবশতা । মধুর-ভাবেই শ্রীকৃষ্ণের পরিপূর্ণ-সেবা-প্রাপ্তি এবং শ্রীকৃষ্ণেরও পূর্ণতম-প্রেমবশতা ।

রসস্বরূপ পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ পরম-স্বতন্ত্র হইলেও রসস্বরূপ-স্বভাববশতঃ ভক্তির বশীভূত । “ভক্তিবশঃ পুরুষঃ ॥ মাঠর-ভ্রতি ॥” তিনি শুদ্ধাভক্তির (অর্থাৎ কেবলা প্ৰীতিরই) বশীভূত হয়েন । তিনি নিজেই বলিয়াছেন—“ঐশ্বর্য্য-শিখিল প্রেমে নহে মোর প্ৰীতি ॥ ১।৩।১৪ ॥” একমাত্র ব্রজেই কেবলা প্ৰীতি ; স্তবরং তিনি ব্রজপরিকরদিগের প্রেমেরই সর্ব্বতোভাবে বশীভূত ; তাঁহার ব্রজপরিকরগণ তাঁহাকে নিতান্ত আপন করিয়াই পাইয়া থাকেন । রাগানুগামার্গে ভজন করিয়া ব্রজপরিকররূপে তাঁহার সেবা পাইয়া থাকেন, “রসং শ্বেবায়ং লক্শনান্দী ভবতি”-শ্রুতিবাক্যের পূর্ণ সার্থকতা তাঁহাদেরই মধ্যে ।

ব্রজভাবের সাধক ব্রজের যে-কোনও একভাবের পরিকরদের আনুগত্যে রাগানুগামার্গে ভজন করিয়া পার্শ্বদরূপে সেই ভাবানুকূল-লীলা-বিলাসী শ্রীকৃষ্ণের সেবা লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারেন ।

ব্রজভাবের সাধক মুক্তি চাহেন না বটে ; কিন্তু আনুষঙ্গিক ভাবেই তাঁহার মুক্তি লাভ হইয়া থাকে । শ্রীকৃষ্ণ-কৃপায় সাধনে সিদ্ধি লাভ করিলে যখন তাঁহার অতীষ্ট সেবা লাভ হইবে, তখন ব্রজেই তো তিনি ভাবানুকূল পার্শ্বদেহে শ্রীকৃষ্ণসেবা করিবেন । সংসারবন্ধন ছিন্ন না হইলে ভগবল্লীলাস্থল ব্রজে তিনি যাইবেন কিরূপে ? তাই আনুষঙ্গিক ভাবেই তাঁহার মুক্তি হইয়া যায়, তজ্জন্ত তাঁহাকে কিছু করিতে হয় না । “অনায়াসে ভবক্ষয়, কৃষ্ণের সেবন ॥ ১।৮।২৪ ॥ তাতে কৃষ্ণ ভজে, করে গুরুর সেবন । মায়্যাপাশ ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ ॥ ২।২।১৮ ॥” ভগবৎ-প্রাপ্তির আনুষঙ্গিক ভাবে এই মুক্তি লাভ হয় বলিয়াই ইহাকে “ভগবৎ-প্রাপ্তি-লক্ষণা মুক্তি” বলা যায় ।

মায়াবাদীদের মত। মায়াবাদীরা ব্রহ্ম হইয়া যাওয়াকেই একমাত্র মুক্তি মনে করেন; অন্য কোনওরূপ মুক্তির পারমার্থিকতা স্বীকার করেন না; অর্থাৎ তাঁহাদের মতে সালোক্যাদি মুক্তি হইতেছে অনিত্য; যেহেতু, সালোক্যাদি মুক্তি লাভ করিয়া জীব সবিশেষ ভগবৎ-স্বরূপগণের ধাম বৈকুণ্ঠাদিতেই গমন করেন। তাঁহাদের মতে বৈকুণ্ঠাদি-ভগবদ্ধাম অনিত্য—মায়িক এবং ভগবৎ-স্বরূপগণও তাঁহাদের মতে মায়াময়, মায়িক, অনিত্য। অনিত্য বৈকুণ্ঠাদি-প্রাপ্তি বা অনিত্য ভগবৎ-স্বরূপসমূহের সেবাপ্রাপ্তি কখনও নিত্য হইতে পারে না; সুতরাং সালোক্যাদি মুক্তির নিত্যত্ব নাই। ইহাই মায়াবাদীদের মত। কিন্তু এই মত শাস্ত্রানুমোদিত নহে। ভগবৎ-স্বরূপগণের এবং বৈকুণ্ঠাদি-ভগবদ্ধামের নিত্যত্ব শ্রুতিস্মৃতি একবাক্যে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন; সালোক্যাদি মুক্তির কথাও শ্রুতিস্মৃতিতে দৃষ্ট হয়।

সৃষ্টির পরই নামরূপাদি-বিশিষ্ট মায়িক বস্তুর অস্তিত্ব; সৃষ্টির পূর্বে, মহাপ্রলয়ে, মায়িক বস্তুর অস্তিত্ব থাকে না; সুতরাং সৃষ্টির পূর্বে কোনও বস্তুর অস্তিত্বের কথা যদি শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়, নামরূপ-বিশিষ্ট হইলেও সেই বস্তু যে সৃষ্ট বা মায়িক হইতে পারে না, তাহা সহজেই বুঝা যায়। সৃষ্টি-ব্যাপারটাই হইল মায়িক; সমস্ত সৃষ্ট বস্তুই হইল মায়িক বা প্রাকৃত। সৃষ্ট বস্তুর উৎপত্তি আছে, বিনাশ আছে; সুতরাং তাহা অনিত্য। যাহা সৃষ্ট নহে, মায়িক সৃষ্টির পূর্বে হইতেই যাহার অস্তিত্ব আছে, তাহার উৎপত্তি-বিনাশ থাকিতে পারে না; তাহা নিত্য এবং অপ্রাকৃত। যাহা জড় মায়া বা প্রকৃতি হইতে উদ্ভূত, তাহাও হইবে জড়—চিদ্বিরোধী; আর যাহা প্রকৃতি হইতে উদ্ভূত নয়, যাহা অপ্রাকৃত, তাহা হইবে জড়-বিরোধী—চিৎ, চিন্ময়। সুতরাং সৃষ্টির পূর্বে যে-সমস্ত বস্তুর কথা শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়, সে-সমস্ত অপ্রাকৃত বস্তুও হইবে চিন্ময় এবং চিন্ময় বলিয়া নিত্য।

শ্রীকৃষ্ণ, বাসুদেব, নারায়ণাদিই হইলেন ভগবৎ-স্বরূপ। সৃষ্টির পূর্বেও এ-সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপের অস্তিত্বের কথা শ্রুতিতে দৃষ্ট হয়। “বাসুদেবো বা ইদমগ্র অসীৎ, ন ব্রহ্মা ন চ শঙ্করঃ ॥—সৃষ্টির পূর্বে বাসুদেব ছিলেন, ব্রহ্মাও ছিলেন না, শঙ্করও ছিলেন না।”—এই শ্রুতিবাক্য হইতে জানা যায়, সৃষ্টির পূর্বেও বাসুদেব ছিলেন। মহোপনিষদ্ বলেন—“একো হ বৈ নারায়ণ আসীৎ ন ব্রহ্মা নেশানো নাপো নাগ্নীষোমৌ নেমে দ্বাবাপৃথিবী ন নক্ষত্রাণি ন সূর্য্যো ন চন্দ্রমাঃ ॥—এক নারায়ণই ছিলেন, ব্রহ্মাও ছিলেন না, ঈশানও (শঙ্করও) ছিলেন না, অপ্তেজ আদি ছিল না, স্বর্গও ছিল না, পৃথিবীও ছিল না, নক্ষত্র চন্দ্র-সূর্য্য কিছুই ছিল না।” এই শ্রুতিবাক্যেও সৃষ্টির পূর্বে নারায়ণের অস্তিত্বের কথা জানা যায়। গোপালতাপনী-শ্রুতি শ্রীকৃষ্ণকে পরব্রহ্ম বলিয়াছেন। “ও যোহসৌ পরব্রহ্ম গোপালঃ ও ॥” শ্রীমদ্ভগবদ্-গীতাও শ্রীকৃষ্ণকে পরব্রহ্ম বলিয়াছেন—“পরং ব্রহ্ম পরং ধাম ॥ ১০।১২ ॥” যিনি পরব্রহ্ম, তিনি মায়িক বা সৃষ্ট বস্তু হইতে পারেন না। তাঁহা হইতেই বরং মায়িক বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় হইয়া থাকে। “জন্মান্তর যতঃ”—এই ব্রহ্ম-সূত্রও তাহাই বলিয়াছেন। পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ হইতেই যে জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়, গীতা হইতেও তাহা জানা যায়। “পিতাহমন্ত জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ। বেদ্যং পবিত্রমোঙ্কার ঋক্ সাম যজুরেব চ ॥ পতির্ভর্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং স্তূহৎ। প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্ ॥ ৯।১৭-১৮ ॥ অহং সর্বস্ব প্রভবো মন্তঃ সর্বং প্রবর্ততে ॥ ১০।৮ ॥” এই সমস্ত শ্রুতি-স্মৃতি-প্রমাণ হইতে জানা গেল, শ্রীকৃষ্ণ, বাসুদেব এবং নারায়ণ সৃষ্টির পূর্বেও বিদ্যমান ছিলেন; সুতরাং তাঁহারা মায়িক বা অনিত্য হইতে পারেন না। শ্রীকৃষ্ণ যে সচ্চিদানন্দ-তত্ত্ব, মায়িক বস্তু নহেন, শ্রুতি হইতে তাহাও জানা যায়। “ও সচ্চিদানন্দরূপায় কৃষ্ণায়াক্লিষ্টকারিণে। নমো বেদান্তবেদায়া গুরবে বুদ্ধি-সাক্ষিণে ॥ গোপালতাপনী শ্রুতি ॥” অত্যান্ত ভগবৎ-স্বরূপগণও যে অপ্রাকৃত নিত্য, সচ্চিদানন্দময়, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়।

ভগবৎ-স্বরূপ-সমূহ যখন নিত্য, চিন্ময়, তাঁহাদের ধামও হইবে নিত্য, চিন্ময়। তাহা কখনও মায়িক বা প্রাকৃত হইতে পারে না। ভগবদ্ধাম-সমূহের সাধারণ নাম বৈকুণ্ঠ। বৈকুণ্ঠ-শব্দের অর্থ—যাহাতে কুণ্ঠা (বা মায়া) নাই। প্রবর্ততে যত্র রজস্তুমন্তয়োঃ সৎস্বং মিশ্রং ন চ কালবিক্রমঃ। ন যত্র মায়া কিমূতাপরে হরেরনৃত্যতা যত্র সুরাসুরার্কিতাঃ ॥ শ্রীভা. ৯।১০ ॥” ভগবদ্ধামের কথা শ্রুতিতেও পাওয়া যায়। “ভুবি দিবি ব্রহ্মপুরে হেষ ব্যোমি আত্মা প্রতিষ্ঠিতঃ ॥

মুণ্ডক ॥ ২।২।৭ ॥—আত্ম (ব্রহ্ম) ব্রহ্মপূরে (ব্রহ্মধামে), ব্যোমে (পরব্যোমে) বিরাজ করেন । স ভগবৎ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতঃ ইতি । স্নেহমহিম্নি ইতি ॥ ছান্দোগ্য ॥ ৭।২।১ ॥—ব্রহ্ম কোথায় প্রতিষ্ঠিত ? নিজের মহিমায় ।” নিজের মহিমায় বলিতে তাঁহার স্বরূপশক্তির মহিমাকে বুঝায় । তাঁহার স্বরূপশক্তির বৃত্তিবিশেষই তাঁহার ধাম । “ভেষ্মাং স্থানানাং নিত্যতল্লীলাস্পদেহেন শ্রয়মাণত্বাৎ তদাধারশক্তিলক্ষণস্বরূপবিভূতিমবগম্যতে । শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভঃ । ১৭৪ ॥ (সন্ধিনী-প্রধান-স্বরূপশক্তিকেই আধার-শক্তি বলে) ।” গোপাল-তাপনী ঋতিতে শ্রীকৃষ্ণের ধাম বৃন্দাবনের উল্লেখ আছে । “তমেকং গোবিন্দং সচ্চিদানন্দবিগ্রহং পঞ্চপদং বৃন্দাবন-স্বরূপভূতলাসীনং সততং সমরুদগণোহহং পরম্ময়া স্তুত্যা তোষয়ামি ॥ পূর্বতাপনী । ৩৫ ॥” বৃন্দাবন হইল অপ্রাকৃত গো-গোপাদির স্থান । ঋগ্বেদের “যত্র গাবো ভূমি-শৃঙ্গা অয়াসঃ । অত্রাহ তদুৰুগায়ন্ত কৃষ্ণঃ পরমং পদমবভাতি ভূরি ॥ ১৫৪।৬ ॥”—এই বাক্যে দীর্ঘশৃঙ্গবিশিষ্ট গো-সমূহসম্বিত উরুগায় শ্রীকৃষ্ণের পরমপদের (পরমধামের) কথা জানা যায় । গীতাতেও ধামের উল্লেখ দৃষ্ট হয় । “যদগত্বা না নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥ ১৫।৬ ॥—শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, যে-স্থানে গেলে আর ফিরিয়া আসিতে হয় না, তাহা আমার পরম ধাম । তমেব শরণং গচ্ছ সর্বতোভাবেন ভারত । তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্যস্মি শান্ততম্ ॥—শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলিতেছেন—হে ভারত, তুমি সর্বতোভাবে তাঁহারই (ঈশ্বরেরই) শরণ গ্রহণ কর ; তাঁহার অনুগ্রহে পরমা শান্তি ও নিত্যধাম প্রাপ্ত হইবে ॥ ১৮।৬২ ॥” ধাম এবং ধামের নিত্যভূতসম্বন্ধে এইরূপ আরও বহু প্রমাণ শাস্ত্রে দৃষ্ট হয় ।

উল্লিখিত আলোচনা হইতে জানা গেল, ভগবৎ-স্বরূপ-সমূহ যেমন অপ্রাকৃত, নিত্য, সচ্চিদানন্দময়, তাঁহাদের ধামও অপ্রাকৃত, নিত্য, সচ্চিদানন্দময় । স্তূতরাং ধাঁহার সাধন-ভজন-প্রভাবে ভগবৎ-রূপায় ভগবদ্ধামে গমন করেন, তাঁহাদের মুক্তি যে অনিত্য, এইরূপ অনুমান শাস্ত্রানুমোদিত হইতে পারে না । ভগবদ্ধাম যখন মায়াভীত, সেস্থানে ধাঁহার যাইবেন, তাঁহারাও মায়াভীত (মায়ামুক্ত) হইয়াই যাইবেন ; মায়ার উপাধিকে লইয়া মায়াভীত ধামে যাওয়া সম্ভব নয় । মুক্তি অর্থই হইল মায়ার কবল হইতে অব্যাহতি । অনাদিবহির্গুণতাবশতঃই জীবের মায়াধীনতা । ভগবৎ-রূপায় মায়াধীনতা ঘুচিয়া গেলেই বহির্গুণতাও ঘুচিয়া যায়, তখনই ভগবদ্বিমুক্ততা, ভগবৎ-সান্নিধ্যাদি । তখন কিসের জন্ত আবার মায়াধীনতা জন্মিতে পারে ? বিশেষতঃ, ভগবদ্ধামে তো মায়াই নাই ; ভগবদ্ধামে ধাঁহার যাইবেন, প্রাকৃত-ব্রহ্মাণ্ড-স্থিতা মায়া কিরূপে তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিবে ? মায়া তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে না বলিয়াই তাঁহাদিগকে আর মাযিক ব্রহ্মাণ্ডে আসিতে হয় না, তাঁহারা নিত্যই ভগবদ্ধামে অবস্থান করেন । এজন্তই শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—“যদগত্বা ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ।”

বেদানুগত পুরাণাদিতে বহুস্থলেই সালোক্যাদি মুক্তির উল্লেখ দৃষ্ট হয় । ঋতিতেও দৃষ্ট হয় । নামমাহাত্ম্য-প্রসঙ্গে কলিসত্তরগোপনিষৎ বলেন—“সর্বদা শুচিরশুচির্বা পঠনব্রাহ্মণঃ সলোকতাং সমীপতাং স্বরূপতাং সামুজ্য-তামেতি ।” অত্যাশ্রু ঋতিতেও মুক্তির উল্লেখ আছে । এই অবস্থায় সালোক্যাদি মুক্তিকে অপারমার্গিক বলা কিছুতেই সম্ভব হয় না ।

অন্তর্চিন্তিত সিদ্ধদেহ

রাগানুগা-সাধন-ভক্তি-প্রসঙ্গে শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামীর নিকটে শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

মনে নিজ সিদ্ধদেহ করিয়া ভাবন।

রাত্রিদিনে করে ব্রজে কৃষ্ণের সেবন ॥ চৈ. চ. ২।২২।১০

নিজের সিদ্ধদেহ মনে ভাবনা করিয়া সাধক সেই সিদ্ধদেহে দিবারাত্রি ব্রজে স্বীয়-অভীষ্ট-লীলাবিলাসী শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিবেন। “নিজাভীষ্ট কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ-পাছেত লাগিয়া। নিরন্তর সেবা করে অন্তর্মনা হঞা ॥ চৈ. চ. ২।২২।১১ ॥” স্বীয়-অভীষ্ট-লীলাবিলাসী শ্রীকৃষ্ণের প্রেষ্ঠ যিনি, তাঁহার আনুগত্যে অন্তর্মনা হইয়া (অর্থাৎ মনে নিজের সিদ্ধদেহ চিন্তা করিয়া সেই দেহে অভীষ্ট-লীলায়) নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিবে। বাহিরের বিষয় হইতে মনকে আকর্ষণ করিয়া অন্তর্চিন্তিত সিদ্ধদেহদ্বারা শ্রীকৃষ্ণসেবায় মনকে নিয়োজিত করাই হইল অন্তর্মনা হওয়া। শ্রীকৃষ্ণের প্রেষ্ঠ বলিতে কি বুঝায়? তাহা বলা হইতেছে। যিনি সখ্যভাবের উপাসক, ব্রজে সখ্যাদের সহিত বিলাসবান্ শ্রীকৃষ্ণই হইলেন তাঁহার অভীষ্ট-লীলাবিলাসী কৃষ্ণ; সখ্যভাবের লীলাতে প্রেষ্ঠ (প্রিয়তম পরিকর ভক্ত) হইতেছেন সুবল-মধুমঙ্গলাদি; সুবল-মধুমঙ্গলাদির আনুগত্যেই সাধক অন্তর্চিন্তিত সিদ্ধদেহে সখ্যভাবান্বিতা-লীলাতে শ্রীকৃষ্ণের সেবার চিন্তা করিবেন। এইরূপে বাৎসল্য-ভাবের সাধক শ্রীনন্দ-যশোদার এবং মধুর-ভাবের সাধক শ্রীললিতাদির আনুগত্যে কৃষ্ণসেবার চিন্তা করিবেন। “লুন্ধৈর্বাৎসল্যসখ্যা দৌ ভক্তিঃ কার্য্যাত্ত্র সাধকৈঃ। ব্রজেন্দ্রসুবলাদীনাং ভাবচেষ্টিতমুদয়া ॥ ভ. র. সি. ১।২।১৬০ ॥” একটা কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন; তাহা হইতেছে এই। শ্রীনন্দ-যশোদাদি বা শ্রীরাধা-ললিতাদি সকলেই রাগান্বিতা-ভাবে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়া থাকেন। রাগান্বিতার সেবা হইতেছে স্বাতন্ত্র্যময়ী; কৃষ্ণের নিত্যদাস জীবের স্বাতন্ত্র্যময়ী সেবাতে অধিকার নাই; আনুগত্যময়ী সেবাতেই তাঁহার অধিকার। তাই রাগান্বিতার অনুগত। রাগানুগা ভক্তিতেই তাঁহার অধিকার; রাগানুগা-সেবাই সাধকভক্তের কাম্য। শ্রীকৃষ্ণের নিত্যসিদ্ধ-পরিকরদের মধ্যে রাগানুগার সেবার অধিকারী পরিকরও আছেন। যেমন, মধুর-ভাবের লীলায় শ্রীকৃষ্ণ-মঞ্জরী-আদি হইলেন রাগানুগা সেবার মুখ্য অধিকারিণী। তাঁহাদের কৃপাতেই সাধক-জীব সেবায় নিয়োজিত হইতে পারেন। সাধক গুরুরূপা মঞ্জরীর আনুগত্যে শ্রীকৃষ্ণমঞ্জরীর চরণ আশ্রয় করিলে শ্রীকৃষ্ণমঞ্জরীই কৃপা করিয়া তাঁহাকে ললিতা-বিশাখাদি সখীবর্গের এবং শ্রীমতী বৃষভানুন্দিনীর আনুগত্য দিয়া শ্রীযুগলকিশোরের সেবায় নিয়োজিত করিবেন। মঞ্জরী বলিতে দাসী—শ্রীরাধিকার দাসী বুঝায়। মধুর-ভাবের সাধকের সিদ্ধদেহ হইতেছে মঞ্জরীদেহ। অন্ত্যাত্ম ভাবের সাধকের সিদ্ধদেহও সেই-সেই ভাবের লীলার নিত্যপরিকরদের অনুরূপ দেহ।

শ্রীগুরুকৃপায় এবং শ্রীভগবানের কৃপায় সাধকভক্ত যখন অভীষ্ট-লীলায় প্রবেশ করিবেন, তখন যেই পার্শ্বদ-দেহে তিনি ভাবানুকূল-লীলাবিলাসী শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিবেন, সেই পার্শ্বদ-দেহটাই তাঁহার সিদ্ধদেহ। লীলাতে প্রবেশ করার পূর্বে সাধকের পক্ষে সেই দেহ দুর্লভ। সাধন-কালে মনে মনে সেই দেহের চিন্তা করিতে হয় এবং মনে মনে বা অন্তরে সেই দেহের চিন্তা করা হয় বলিয়াই ইহাকে “অন্তর্চিন্তিত সিদ্ধ দেহ” বলা হয়।

প্রশ্ন হইতে পারে—সিদ্ধদেহটীর কোনওরূপ পরিচয় না পাইলে তাহার চিন্তা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? উত্তর এই। শ্রীগুরুদেব কৃপা করিয়া তাঁহার শিষ্য-সাধককে এই সিদ্ধদেহের পরিচয় জানাইয়া দেন। রাগানুগামার্গের সাধক গুরুদেব তাঁহার শিষ্যকে গুরু-প্রণালিকা যেমন দিয়া থাকেন, সঙ্গ সঙ্গ সিদ্ধ-প্রণালিকাও দিয়া থাকেন। গুরু-প্রণালিকাকে থাকে গুরুবর্গের নাম—সংলিষ্ট শিষ্যের নামও থাকে, আর থাকে তাঁহার গুরু, পরম-গুরু—ইত্যাদি ক্রমে গৌর-পরিকরভুক্ত মূলগুরু (অর্থাৎ নিত্যানন্দ-পরিবার-স্থলে শ্রীনিত্যামন্দের, শ্রীঅদ্বৈত-পরিবার-স্থলে শ্রীঅদ্বৈতের ইত্যাদি) নাম পর্য্যন্ত। আর, সিদ্ধপ্রণালিকাকে থাকে শিষ্যের এবং গুরুবর্গের সিদ্ধদেহের বিবরণ, বর্ণ-বয়স-বেশ-

ভূষা-সেবা-ইত্যাদির বিবরণ। সিদ্ধপ্রণালিকাতে অবশ্য সিদ্ধদেহের দিগ্‌দর্শনমাত্র উল্লিখিত হয়। সিদ্ধপ্রণালিকা-ব্যতীত রাগানুগার ভজনই চলিতে পারে না।

রাগানুগামার্গে অন্তশ্চিন্তিত সিদ্ধদেহে অষ্টকালীয় (রাত্রিদিনব্যাপী)-লীলাস্মরণের বিধান পদ্মপুরাণ পাতাল-খণ্ডের ৫২-অধ্যায়েও দৃষ্ট হয়। তাহাতে মধুর ভাবের সাধক বা সাধিকার অন্তশ্চিন্তিত সিদ্ধদেহের একটা দিগ্‌দর্শনও পাওয়া যায়।

আত্মানং চিন্তয়েত্তত্র তাসাং মধ্যে মনোরমাম্ ।
 রূপযৌবনসম্পন্নাং কিশোরীং প্রমদাকৃতিম্ ॥
 নানানিল্লকলাভিজ্ঞাং কৃষ্ণভোগানুরূপিণীম্ ।
 প্রার্থিতামপি কৃষ্ণেন তত্র ভোগপরাঙ্খীম্ ।
 রাধিকানুচরীং নিত্যং তৎসেবন-পরায়ণাম্ ।
 কৃষ্ণাদপ্যধিকং প্রেম রাধিকায়ং প্রকুর্ষতীম্ ॥
 প্রীত্যানুদীবসং যত্নান্তয়োঃ সঙ্গমকারিণীম্ ।
 তৎসেবনস্থখান্নাদভাবেনাতিস্থনির্বৃত্তাম্ ॥
 ইত্যাত্মানং বিচিন্ত্যেত্ব তত্রসেবাং সমাচরেৎ ॥

—প. পু. পা. ৫২।৭-১১ ॥

—শ্রীসদাশিব নারদের নিকট বলিতেছেন—“ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণের সেবা লাভ করিতে হইলে নিজেকে তাঁহাদের (গোপীগণের) মধ্যবর্তিনী, রূপ-যৌবনসম্পন্না মনোরমা কিশোরী রমণীরূপে চিন্তা করিবে; শ্রীকৃষ্ণের ভোগের (প্রীতির) অনুরূপা নানাবিধ-শিল্পকলাভিজ্ঞা, কৃষ্ণকর্তৃক প্রার্থিতা হইলেও ভোগপরাঙ্খী রমণীরূপে নিজেকে চিন্তা করিবে। সর্বদা শ্রীরাধিকার কিঙ্করীরূপে তাঁহার সেবাপরায়ণরূপে নিজেকে চিন্তা করিবে। শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষাও শ্রীরাধিকাতে অধিক প্রীতিমতী হইবে। প্রীতির সহিত প্রতিদিন শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলন-সংঘটনে যত্নপর হইবে (অবশ্য মানসে, কেবল চিন্তা দ্বারা) এবং তাঁহাদের সেবা করিয়া আনন্দে বিভোর হইয়া থাকিবে নিজেকে এইরূপ চিন্তা করিয়া সর্বদা ব্রজে তাঁহাদের সেবা করিবে।”

যাহাউক, শ্রীগুরুদেব কৃপা করিয়া তাঁহার শিষ্যকে যে-সিদ্ধদেহের পরিচয় দিয়া থাকেন, তাহা তাঁহার কল্পিত নহে। সাধকের মঙ্গলের নিমিত্ত পরম-করুণ শ্রীকৃষ্ণই তাঁহার গুরুদেবের চিন্তে ঐ রূপটী স্মুরিত করেন। “কৃষ্ণ যদি কৃপা করে কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্যামীরূপে শিক্ষায় আপনে ॥ ২।২২।৩০ ॥” “লোক নিস্তারিব এই ঈশ্বর-স্বভাব ॥ ৩।২।৫ ॥”-বশতঃ মায়াবদ্ধ জীবের বহির্গুণতা ঘুচাইয়া তাঁহাকে স্বচরণ-সেবায় প্রতিষ্ঠিত করাইবার নিমিত্ত পরম-করুণ পরব্রহ্ম-শ্রীকৃষ্ণ অনাদিকাল হইতেই তাঁহার নিখাস-রূপ অপৌরুষেয় বেদ-পুরাণাদি প্রকটিত করিয়া রাখিয়াছেন, যুগাবতারাদিক্রমে প্রতিযোগে এবং সময় বিশেষে স্বয়ংরূপেও অবতীর্ণ হইয়া জীবের শ্রেয়োলাভের উপায় বলিয়া দিতেছেন, আবার যাহারা প্রীতিপূর্বক তাঁহার ভজন করেন, তাঁহাকে পাওয়ার উপযোগিনী বুদ্ধিও তাঁহাদিগকে দিয়া থাকেন (গীতা ১০।১০); সুতরাং সাধকের মঙ্গলের উদ্দেশ্যে তিনি যে তাঁহার গুরুদেবের চিন্তে রাগানুগামার্গের ভজনে অপরিহার্য-সিদ্ধদেহের রূপ স্মুরিত করিবেন, ইহা অস্বাভাবিক বা অর্যোক্তিক নহে।

সত্যস্বরূপ শ্রীভগবান্ গুরুদেবের চিন্তে যে-রূপটী স্মুরিত করেন, তাহা আকাশকুসুমের ন্যায় অসত্য হইতে পারে না; তাহা সত্য। শাস্ত্রোক্তধ্যানমন্ত্রে বা স্তবাদিতে বর্ণিত ভগবৎ-স্বরূপের রূপ চিন্তা করিতে গেলে সাধনের প্রথম অবস্থায় সাধকের নিকটে সাধারণতঃ তাহা যেমন অস্পষ্ট বলিয়াই মনে হয়, ভগবৎ-রূপায় সাধনে অগ্রসর হইতে হইতে তাহা যেমন ক্রমশঃ স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইতে থাকে, তদ্রূপ এই অন্তশ্চিন্তিত সিদ্ধদেহও সাধনের প্রথম অবস্থায় সাধকের চিন্তায় অস্পষ্ট হইতে পারে; কিন্তু ক্রমশঃ ভক্তিরাগীরা কৃপা তাঁহার চিন্তে যতই পরিস্ফুট হইবে, অন্তশ্চিন্তিত

দেহটীও ক্রমশঃ ততই উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে। অবশেষে ভক্তিরানীর পূর্ণরূপা পরিম্পূর্ণ হইলে চিত্ত যখন বিশুদ্ধ হইবে, তখন এই অন্তশ্চিন্তিত দেহটীও সাধকের মানস-নেত্রে স্বীয় পূর্ণমহিমায় জাজ্বল্যমান হইয়া উঠিবে। তখন সাধক এই সিদ্ধদেহের সঙ্গে স্বীয় তাদান্ব্য মনন করিয়া সেই দেহেই স্বীয় অভীষ্ট নীলাবিলাসী শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়া তন্ময়তা লাভ করিবেন। ভগবৎ-রূপায় সাধনে সিদ্ধি লাভ করিলে সাধকের দেহ-ভঙ্গের পরে যথাসময়ে ভক্তবৎসল ভগবান্ তাঁহাকে তাঁহার অন্তশ্চিন্তিত দেহের অনুরূপ একটা দেহ দিয়াই সেবায় প্রবিষ্ট করাইয়া থাকেন। শ্রীমদ্ভাগবতের “ত্বং ভক্তিয়োগপরিভাবিত-স্বংসরোজে আসুসে শ্রুতেক্ষিত-পথো ননু নাথ পুংসাম্। যদ্ যদ্ ধিয়া ত উরুগায়-বিভাবয়ন্তি তত্তদ্বপুঃ প্রণয়সে সদনুগ্রহায় ॥ ৩।১।১১ ॥”—শ্লোকের শেষার্দ্ধ হইতেই তাহা জানা যায়। এই শ্লোকের শেষার্দ্ধের টীকায় একরকম অর্থ করিয়া শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী লিখিয়াছেন—“যদ্বা তে সাধকতত্ত্বাঃ স্ব-স্ব-ভাবানুরূপং যদ্ যদ্ ধয়া বিভাবয়ন্তি তত্তদেব বপুঃ তেষাং সিদ্ধদেহান্ প্রণয়সে প্রকর্ষণে তান্ প্রাপয়সি অহো তে স্বভক্তপারবশ্যমিতি ভাবঃ। অথবা (অর্থ্যাৎ এই শ্লোকের এইরূপ তাৎপর্য্যও হইতে পারে যে), সাধক-ভক্তগণ স্ব-স্ব-ভাব অনুসারে নিজেদের যে-যে-রূপ তাঁহারা মনে ভাবনা করেন, ভক্তপরবশ ভগবান্ তাঁহাদিগকে সেই-সেই-রূপ সিদ্ধদেহই প্রকৃষ্টরূপে দিয়া থাকেন।”

প্রশ্ন হইতে পারে—কেবল চিন্তাদ্বারাই কি অন্তশ্চিন্তিত দেহের অনুরূপ একটা দেহ পাওয়া যাইতে পারে? এই প্রশ্নের উত্তর শ্রীমদ্ভাগবত হইতেই পাওয়া যায়। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—“যত্র যত্র মনো দেহী ধারয়েৎ সকলং ধিয়া। স্নেহাদ্বেষাদ্ ভয়াদ্বাপি যাতি তত্ত্বং-স্বরূপতাম্ ॥ কীটঃ পেশস্ততঃ ধ্যান্যন্ কুড্যাং তেন প্রবেশিতঃ। যাতি তৎসাম্ব্যতাং রাজন্ পূর্বরূপমসম্ভাজন্ ॥ ১।১।২২-২৩ ॥—স্নেহবশতঃ, কিস্বা ভয়বশতঃ, কিস্বা দ্বেষবশতঃ যদি কোনও লোক চিন্তা-দ্বারা মনকে কোনও বস্তুতে সাম্যরূপে ধারণ করে, তাহা হইলে সেই লোক সেই বস্তুর স্বরূপতা প্রাপ্ত হয়। একটা কীট পেশকৃৎ-কর্তৃক ধৃত হইয়া যদি পেশকৃতের আলায়ে নীত হয়, তাহা হইলে ভয়বশতঃ সেই পেশকৃতের চিন্তা (ধ্যান) করিতে করিতে স্বীয় পূর্বদেহ ত্যাগ না করিয়াও সেই কীট পেশকৃতের রূপ প্রাপ্ত হয় (কুমারিয়া-পোকা কোনও তেলাপোকাকে ধরিয়া তাহার বাসায় লইয়া গেলে কুমারিয়া-পোকার চিন্তা করিতে করিতে তেলাপোকাটী যে কুমারিয়া-পোকাতে পরিণত হইয়া যায়, এরূপ একটা লোক-প্রসিদ্ধিও আছে)। শ্রীমদ্ভাগবতের অন্তঃপ্রাণে ঠিক এই রূপ উক্তিই দৃষ্ট হয়। “কীটঃ পেশস্ততা রুদ্ধঃ কুড্যায়াং তম্নু-স্মরন্। সংরম্ভভয়যোগেন বিন্দতে তৎস্বরূপতাম্ ॥ ১।১।২৭ ॥” হরিণ-শিশুর প্রতি স্নেহজনিত আসক্তিবশতঃ জন্মান্তরে ভরত-মহারাজের হরিণদেহ-প্রাপ্তির কথাও অতি প্রসিদ্ধ। সুতরাং সিদ্ধদেহের চিন্তাদ্বারা পরিণামে তদনুরূপ একটা ব্বেহপ্রাপ্তি অসম্ভব বা অস্বাভাবিক নহে।

এক্ষণে আবার প্রশ্ন হইতে পারে—কুমারিয়া-পোকার চিন্তা করিতে করিতে তেলাপোকা যে-দেহ পায়, তাহা হইতেছে প্রাকৃত দেহ; হরিণশিশুর চিন্তা করিতে করিতে ভরত-মহারাজ যে-হরিণ-দেহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহাও প্রাকৃত দেহ। সাধক অন্তশ্চিন্তিত সিদ্ধদেহের চিন্তা করিতে করিতে পরিণামে যে-দেহ পাইবেন, তাহাও কি প্রাকৃত দেহ?

উত্তর। সাধক তাঁহার চিন্তার ফলে কি প্রাকৃত দেহ পাইবেন, না কি অপ্রাকৃত চিন্ময় দেহ পাইবেন, তাহা নির্ভর করে তাঁহার চিন্তার স্বরূপের উপরে। তেলাপোকা তাহার প্রাকৃত মনের প্রাকৃত-বুদ্ধিদ্বারা কুমারিয়া-পোকার প্রাকৃত দেহকে চিন্তা করিয়া প্রাকৃত কুমারিয়া-পোকার প্রাকৃত দেহ পায়। ভরতমহারাজ পরম-ভাগবত হইলেও তিনি চিন্তা করিয়াছিলেন প্রাকৃত-হরিণশিশুর প্রাকৃত দেহকে এবং তাঁহার চিন্তাও উদ্ভূত হইয়াছিল মনের প্রাকৃত হইতে। যে-চিন্তার স্বরূপই প্রাকৃত, চিন্তনীয় বিষয়ও প্রাকৃত, তাহার ফলে প্রাপ্ত দেহটীও প্রাকৃতই হইবে।

এক্ষণে সাধক-ভক্তের চিন্তার স্বরূপ-সম্বন্ধে বিবেচনা করা যাউক। সাধক-ভক্ত ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। ভক্তি-অঙ্গ হইল স্বরূপ-শক্তির বৃত্তিবিশেষ এবং দেহ-ইন্দ্রিয়াদিদ্বারা যখন ভক্তি-অঙ্গ অনুষ্ঠিত হয়, তখন দেহ-ইন্দ্রিয়াদিও স্বরূপশক্তির সেই বৃত্তিবিশেষের সহিত তাদান্ব্য প্রাপ্ত হয় (ভক্তিরসায়ত্নে সিদ্ধির “অত্যাভিলাষিতাশূ-মিত্যাদি” ১।১।২-শ্লোকের টীকায় শ্রীজীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—এতচ্চ কৃষ্ণতত্ত্বভূতকৃপ্যৈকলভ্যং শ্রীভগবতঃ স্বরূপ-

শক্তিবৃত্তিরূপমতোহপ্রাকৃতমপি কায়াদিবৃত্তিতাদান্মোহন এব আবিভূতমিতি জ্ঞেয়ম্। শ্রীচৈ. চ. ৩।৪।৬৫-পর্যায়ের
টীকাও দ্রষ্টব্য)। সাধকের ইন্দ্রিয়াদি যখন স্বরূপশক্তির বৃত্তিবিশেষের সহিত তাদান্ম্য প্রাপ্ত হয়, তখন তাঁহার
ইন্দ্রিয়বৃত্তি—চিন্তাও—স্বরূপ-শক্তির সহিত তাদান্ম্য প্রাপ্ত হইয়া যায়; সুতরাং তাঁহার অন্তশ্চিন্তিত দেহের চিন্তাও হইয়া
যায় স্বরূপ-শক্তির সহিত তাদান্ম্য প্রাপ্ত; যেহেতু, এই চিন্তাও সাধন-ভক্তির অঙ্গই। অবশ্য সাধনের প্রথম অবস্থাতেই
যে-সাধকের চিত্তেন্দ্রিয় এবং চিত্তেন্দ্রিয়ের বৃত্তি স্বরূপ-শক্তির সহিত সম্যকরূপে তাদান্ম্য-প্রাপ্ত হয়, তাহা নহে।
বৈষয়িক-ব্যাপারের সংস্রব এইরূপ তাদান্ম্য-প্রাপ্তির পক্ষে বিঘ্ন জন্মায়; কিন্তু বিঘ্ন জন্মাইলেও ভক্তনাঙ্গের অনুষ্ঠান
একেবারে ব্যর্থ হয় না, হইতে পারেও না। ভক্তনাঙ্গের অনুষ্ঠানের আধিক্যে স্বরূপশক্তির বৃত্তিবিশেষের-সহিত
দেহেন্দ্রিয়াদির তাদান্ম্য-প্রাপ্তির আধিক্য—সুতরাং দেহেন্দ্রিয়াদির অপ্রাকৃতত্ব লাভেরও আধিক্য হইয়া থাকে এবং
সঙ্গে সঙ্গে বৈষয়িক ব্যাপারের সংস্রবের ন্যূনতায় দেহেন্দ্রিয়াদির প্রাকৃতত্বেরও ন্যূনতা হইতে থাকে। ভোজ্য বস্তুর
গ্রহণে যেমন দেহের তুষ্টি-পুষ্টির সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুধার অপসরণ হয়—ঠিক তদ্রূপ। সম্পূর্ণভাবে প্রেমোদয় হইলেই
দেহেন্দ্রিয়াদি সম্যকরূপে নিগূর্ণ বা অপ্রাকৃত হইয়া যায় এবং দেহেন্দ্রিয়াদির গুণময়াংশ বা প্রাকৃত-অংশও সম্যকরূপে
নষ্ট হইয়া যায়। শ্রীমদ্ভাগবতের “জহগুণময়ং দেহমিত্যাदि”-১০।২৯।১১-শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্তীও
তাহাই লিখিয়াছেন। “গুরুপদিষ্ট-ভক্ত্যারম্ভদশাত এব ভক্তানাং শ্রবণ-কীর্তন-স্মরণ-দণ্ডবৎপ্রণতি-পরিচর্যাদিময়াং
শুদ্ধভক্তৌ শ্রোত্রাদিষু-প্রবিষ্টায়াং সত্যং নিগূর্ণো মহুপাশ্রয়ঃ” ইতি ভগবদুক্তে ভক্তঃ স্বশ্রোত্রাদিভিঃ ভগবদগুণাদিকং
বিষয়ীকূর্বন্ নিগূর্ণো ভবতি। ব্যবহারিকশব্দাদিকমপি বিষয়ীকূর্বন্ গুণময়োহপি ভবতি ইতি ভক্তদেহস্থ অংশেন
নিগূর্ণত্বং গুণময়ত্বং চ স্তাৎ। ততশ্চ ‘ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তিঃ’ ইতি ‘তুষ্টিঃ ক্ষুদ্রপাযোহনুধাসম্’ ইতি শ্রায়েন
ভক্তিবুদ্ধিতারতম্যেন নিগূর্ণদেহাংশনামাধিক্যাতারতম্যং স্তাৎ তেন চ গুণময়দেহাংশানাং ক্ষীণত্বতারতম্যং স্তাৎ।
সম্পূর্ণ-প্রেমগুণ্যপন্নো তু গুণময়দেহাংশেষু নষ্টেহ সম্যক্ নিগূর্ণ এতদেহঃ স্তাৎ।” ভক্তির রূপায় সাধকের প্রাকৃত
পাক্ষভৌতিক দেহ যে অপ্রাকৃত হইয়া যায়, শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামীও তাঁহার বৃহদভাগবতামৃতে তাহা বলিয়া
গিয়াছেন। কৃষ্ণভক্তি-স্বপাদানাদেহদৈহিকবিশ্বতেঃ। তেষাং ভৌতিকদেহেহপি সচ্চিদানন্দরূপকা ॥ র. ভা. ১।৩।৪৫ ॥
শ্রীচৈ. চ. ৩।৫।৪৭-পর্যায়ের টীকাও, ২৩৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

যাহা হউক, উল্লিখিত আলোচনা হইতে বুঝা গেল,—সাধক-ভক্তের অন্তশ্চিন্তিত দেহের যে-চিন্তা, তাহা
প্রাকৃত গুণময় বস্তু নহে; স্বরূপতঃ তাহা হইল স্বরূপশক্তির বৃত্তিবিশেষ বা বৃত্তিবিশেষের সহিত তাদান্ম্যপ্রাপ্ত;
সাধনের পরিপকতায় তাহা স্বরূপ-শক্তির বৃত্তিবিশেষই হইয়া যায়। আর, যে-সিদ্ধদেহটির চিন্তা করা হয়, তাহাও
প্রাকৃত নহে, তাহাও অপ্রাকৃত—চিন্ময়। একটা অপ্রাকৃত চিন্ময় দেহ-সম্বন্ধে স্বরূপ-শক্তির বৃত্তিবিশেষ চিন্ময়ী চিন্তার
ফলে যে-দেহ প্রাপ্তি হইবে, তাহা প্রাকৃত হইতে পারে না; তাহা হইবে অপ্রাকৃত—চিন্ময়, শুদ্ধসত্ত্বাত্মক।

ভগবৎ-রূপায় সাধনে সিদ্ধি লাভ করিলে সাধক ভগবৎ-পর্ষদদেহে সাক্ষাদভাবেই অভীষ্ট-লীলা-বিনাসী
ভগবানের সেবা করিয়া থাকেন। এই পার্ষদদেহই তাঁহার সিদ্ধ দেহ। অপ্রাকৃত চিন্ময়-ভগবদ্ধামে ভগবানের
অপ্রাকৃত-লীলায় প্রাকৃত দেহের স্থান নাই; যেহেতু, সেখানে প্রকৃতির বা গুণময়ী মায়ার প্রবেশাধিকার নাই।
মায়াতীত বৈকুণ্ঠের পার্ষদগণের সকলের দেহই যে অপ্রাকৃত-শুদ্ধসত্ত্বময়, শ্রীমদ্ভাগবত হইতেই তাহা জানা যায়।
বৈকুণ্ঠবর্ণনায় ব্রহ্মা বলিয়াছেন—“বসন্তি যত্র পুরুষাঃ সর্বের বৈকুণ্ঠমূর্তয়ঃ। যেহনিমিত্ত-নিমিত্তেন ধর্মেণারাদয়ন্
হরিম্ ॥ ৩।১৫।১৪ ॥—নিকাম ধর্মদ্বারা শ্রীহরির আরাধনা করিয়া (সাধনে সিদ্ধিলাভপূর্বক) ঐহারে সেইস্থানে
(মায়াতীত বৈকুণ্ঠে) বাস করেন, তাঁহার সকলেই বৈকুণ্ঠমূর্তি।” এস্থলে “বৈকুণ্ঠ-মূর্তয়ঃ”—শব্দের অর্থ শ্রীধরস্বামীপাদ
লিখিয়াছেন—“বৈকুণ্ঠ হরেরিব মূর্তির্থেষাং তে—ঐহাদের মূর্তি হরির মূর্তির স্যাম (অর্থাৎ সচ্চিদানন্দ)।” আর
শ্রীজীবগোস্বামীচরণ লিখিয়াছেন—“বৈকুণ্ঠ ইব নিত্যানন্দরূপা মূর্তির্থেষাং তে—বৈকুণ্ঠের (অর্থাৎ শ্রীহরির) মূর্তির
স্যামই নিত্যানন্দরূপা মূর্তি ঐহাদের।”

একগে আবার প্রশ্ন হইতে পারে—যে-সিদ্ধদেহটি দিয়া ভগবান্ সাধক-ভক্তকে লীলায় প্রবিষ্ট করাইয়া থাকেন, সেই সিদ্ধদেহটি তিনি ভক্তকে কি ভাবে—বা কোথা হইতে আনিয়া দিয়া থাকেন? নিম্নে এ-সম্বন্ধে আলোচনা করা হইতেছে।

পূর্ববর্তী আলোচনায় শ্রীমদ্ভাগবতের “বসন্তি যত্র পুরুষাঃ সর্বে বৈকুণ্ঠমূর্তয়ঃ। যেহনিমিত্তনিমিত্তেন ধর্মেণারাম্যন হরিম্ ॥ ৩।১৫।১৪ ॥”—শ্লোকটি এবং তদন্তর্গত “বৈকুণ্ঠমূর্তয়ঃ”—শব্দের যে অর্থ শ্রীজীব তাঁহার ক্রমসন্দর্ভ-টীকায় লিখিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতের ক্রমসন্দর্ভ-টীকায় শ্রীজীব সম্পূর্ণ শ্লোকটির যে অর্থ লিখিয়াছেন, তাহাও উদ্ধৃত হইতেছে। “বৈকুণ্ঠশ্চৈব নিত্যানন্দরূপা মূর্তির্ধেয়াঃ তে যত্র বসন্তি। তথা ন বিচ্ছতে নিমিত্তং কারণং যত্র স শ্রীভগবানেব নিমিত্তং ফলং যত্র তেন ধর্মেণ ভাগবতাখ্যেয়ং যে চ হরিমারাম্যন তে চ যত্র বসন্তীত্যর্থঃ। হরি-পদানতিমাত্রদৃষ্টৈরিত্যি যন্ন ব্রহ্মস্বীত্যাদি বক্ষ্যমাণাং ॥” কিরূপ ধর্মদ্বারা শ্রীহরির আরাধনা করিলে আরাধক ভক্ত “বৈকুণ্ঠমূর্তি” হইয়া বৈকুণ্ঠে বাস করিতে পারেন, মূল শ্লোকের দ্বিতীয়ার্ধে তাহা বলা হইয়াছে—“অনিমিত্ত-নিমিত্তেন ধর্মেণ হরিং আরাধ্যন—অনিমিত্ত-নিমিত্ত ধর্মদ্বারা হরির আরাধনা করিয়া। কিন্তু “অনিমিত্ত-নিমিত্ত ধর্ম কি?”—শ্রীজীব তাহা পরিষ্কার করিয়া বলিয়াছেন। তিনি “অনিমিত্ত”—শব্দের অর্থ করিয়াছেন—“ন বিচ্ছতে নিমিত্তং কারণং যত্র স শ্রীভগবানেব—যাহার কোনও নিমিত্ত বা কারণ নাই, তিনি অনিমিত্ত; তিনি শ্রীভগবান্ই; (যেহেতু, ভগবান্ হইলেন সর্বকারণ-কারণ, তাঁহার কোনও কারণ থাকিতে পারে না)।” তারপর তিনি লিখিয়াছেন—“স শ্রীভগবানের নিমিত্তং ফলং যত্র তেন ধর্মেণ ভাগবতাখ্যেয়ং যে চ হরিমারাম্যন—সেই অনিমিত্ত-শ্রীভগবান্ই নিমিত্ত (অর্থাৎ ফল) যাহাতে সেই ধর্মদ্বারা, অর্থাৎ ভাগবত-ধর্মদ্বারা যাহারা হরির আরাধনা করেন (তাহারাই বৈকুণ্ঠমূর্তি হইয়া বৈকুণ্ঠে বাস করেন)।” শ্রীজীবের এই টীকাভাসারে সমগ্র শ্লোকটির অর্থ হইবে এইরূপ—“সর্বকারণ-কারণ বলিয়া যিনি নিজেকে অকারণ (বা কারণহীন), সেই শ্রীভগবান্ই (সেই শ্রীভগবৎ-প্রাপ্তিই) যে ধর্মাহুষ্ঠানের ফল, সেই ভাগবত-ধর্মের দ্বারা যাহারা শ্রীহরির আরাধনা করেন, তাহারাই বৈকুণ্ঠমূর্তি (নিত্যানন্দরূপা মূর্তি) হইয়া সে-স্থানে (বৈকুণ্ঠে) বাস করেন।” চক্রবর্তিপাদ “বৈকুণ্ঠমূর্তয়ঃ”—শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন—“ভগবৎ-সাক্ষ্যবস্তুঃ—ভগবৎ-সাক্ষ্য লাভ করিয়া (তাদৃশ আরাধকগণ বৈকুণ্ঠে বাস করেন)।”

শ্রীমদ্ভাগবতের উল্লিখিত “বসন্তি যত্র পুরুষাঃ”—ইত্যাদি শ্লোকটি শ্রীজীবগোস্বামী আবার তাঁহার প্রীতিসন্দর্ভে উদ্ধৃত করিয়া একটু অল্পরকম অর্থ করিয়াছেন। প্রীতিসন্দর্ভে তিনি যাহা লিখিয়াছেন তাহা এই। “নিমিত্তং ফলং ন নিমিত্তং প্রবর্তকং যস্মিন্ তেন নিষ্কামেনেত্যর্থঃ। ধর্মেণ ভাগবতাখ্যেয়ং।—ফল বা ফলাভিসন্ধান যে ধর্মাহুষ্ঠানের প্রবর্তক নহে, অর্থাৎ যাহা নিষ্কাম, সেই ভাগবত-ধর্মের দ্বারা।” এই অংশের টীকার মর্ম শ্রীধরস্বামিপাদের এবং চক্রবর্তিপাদেরও টীকার অনুরূপ। কিন্তু ইহার পরে শ্রীজীব যাহা লিখিয়াছেন, তাহা স্বামিপাদের বা চক্রবর্তিপাদের, এমন কি শ্রীজীবের ক্রমসন্দর্ভ-টীকারও অনুরূপ নহে। তিনি লিখিয়াছেন—“বৈকুণ্ঠশ্চ ভগবতা জ্যোতিরংশভূতা বৈকুণ্ঠলোকশোভারূপা যা অনন্তা মূর্তয়ঃ তত্র বর্তন্তে তাসামেকস্য সহ মুক্তশৈক্যমূর্তিঃ ভগবতা ক্রিয়ত ইতি বৈকুণ্ঠশ্চ মূর্তিরিব মূর্তির্ধেয়ামিত্যুক্তম্ ॥”—ইহার মর্ম হইল এই। “ভগবানের জ্যোতির অংশভূতা এবং বৈকুণ্ঠলোকের মূর্তিরিব মূর্তির্ধেয়ামিত্যুক্তম্ ॥”—ইহার মর্ম হইল এই। “ভগবানের জ্যোতির অংশভূতা এবং বৈকুণ্ঠলোকের শোভারূপা অনন্ত মূর্তি বৈকুণ্ঠে নিত্য বিরাজিত। সে সমস্ত মূর্তির এক মূর্তির সহিত ভগবান্ মুক্তপুরুষের মূর্তি করেন; একজ্ঞ বৈকুণ্ঠের মূর্তির গায় মূর্তি যাহাদের—একথা বলা হইয়াছে।”

এই উক্তির অব্যবহিত পরেই, বোধ হয় এই উক্তির সমর্থক প্রমাণরূপেই, শ্রীজীব লিখিয়াছেন—“যথৈবাহ—প্রযুক্ত্যমানে ময়ি ত্যং শুদ্ধাং ভাগবতীং তত্ত্বম্। আরম্ভকর্মনির্মাণো ন্যপতং পাঞ্চভৌতিকঃ ॥” ইহা শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোক (১।৬।২২ শ্লোক), ব্যাসদেবের প্রতি নারদের উক্তি। কিরূপে নারদ পার্শ্বদেহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহাই এই শ্লোকে বলা হইয়াছে। সাধুসেবার প্রভাবে ভগবানে নারদের দৃঢ় মতি জন্মিয়াছে দেখিয়া ভগবান্ নারদকে পূর্বে বলিয়াছিলেন—“তুমি এই নিম্ন লোক ত্যাগ করিয়া আমার পার্শ্বদেহ প্রাপ্ত হইবে। সংসেবয়া

দীর্ঘযাপি জাতা ময়া দৃঢ়া মতিঃ। হিষ্টাবচনিমং লোকং গন্তা মজ্জনতামসি ॥ শ্রীভা. ১।৩।২৫ ॥” ভগবৎ-কথিত এই পার্শ্বদেহ নারদ কি-ভাবে পাইলেন, তাহাই তিনি বলিয়াছেন—“প্রযুক্ত্যামানে ময়ি” ইত্যাদি শ্লোকে। “শুদ্ধা ভাগবতী তন্তুর প্রতি আমি প্রযুক্ত্যামান হইলে আমার আরু-কর্ম-নির্বাণ পাঞ্চভৌতিক দেহ নিপতিত হইল।” শ্লোকস্থ “প্রযুক্ত্যামানে”-শব্দের অর্থে শ্রীজীব লিখিয়াছেন “নীতমানে—নীত হইলে।” কোথায় নীত হইলে? “যা তন্তুঃ শ্রীভগবতা দাতুং প্রতিজ্ঞাতা তাং ভাগবতীং ভগবৎশজ্যোতিরংশরূপাং শুদ্ধাং প্রকৃতিস্পর্শশূচাং তন্তুং প্রতি—ভগবৎ-প্রতিশ্রুতা ভাগবতী শুদ্ধা তন্তুর প্রতি ভগবানকর্তৃকই নারদ নীত হইয়াছিলেন।” এস্থলে “ভাগবতী”-শব্দের অর্থ করা হইয়াছে “ভগবৎশ-জ্যোতিরংশরূপা—ভগবানের অংশ যে জ্যোতি, তাহার অংশরূপা”; আর “শুদ্ধা”-শব্দের অর্থ করা হইয়াছে—“প্রকৃতিস্পর্শশূচা।” ভগবানের অংশরূপা জ্যোতি বলিতে তাঁহার স্বরূপশক্তির বৃত্তিবিশেষকেই বুঝায়; তাহার অংশ যাহা, তাহাও স্বরূপশক্তির বা শুদ্ধস্বেরই বৃত্তিবিশেষ, হুতরাং শুদ্ধা—প্রকৃতিস্পর্শশূচা। এতাদৃশ শুদ্ধস্বময় পার্শ্ব-দেহের প্রতিই ভগবান্ নারদকে নিয়া গেলেন এবং নিয়া গিয়া সেই দেহই নারদকে দিলেন। ইহা হইতে বুঝা গেল—সেই দেহ ভগবদ্বামে পূর্বেই বর্তমান ছিল। এইরূপ অনন্ত শুদ্ধস্বময় দেহই যে বৈকুণ্ঠে নিত্য বর্তমান, তাহাও ধ্বনিত হইল। মুক্তজীবকে ভগবান্ এইরূপ কোনও এক দেহে সংযোজিত করিয়াই পার্শ্বদেহ দান করিয়া থাকেন। শ্রীজীব তাঁহার প্রীতিসন্দর্ভে সালোক্যমুক্তি-প্রসঙ্গেই এই কথাগুলি বলিয়াছেন। সালোক্যাদি চতুর্বিধা মুক্তির স্থান ঐশ্বর্য্যাত্মক বৈকুণ্ঠধামে।

প্রীতিসন্দর্ভের উল্লিখিত বিবরণ হইতে কেহ কেহ মনে করেন—ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন-শুদ্ধাভক্তির সাধনে যাহারা শুদ্ধ-মাদুর্ধ্যময় ব্রজধামে ব্রজেন্দ্র-নন্দনের সেবা-লাভের বাসনা করেন, ভগবৎ-রূপায় সিদ্ধিলাভ করিলে, বৈকুণ্ঠের শোভাস্বরূপ এবং ভগবানের জ্যোতির অংশভূত ষে-সকল মূর্তি বা বিগ্রহ বৈকুণ্ঠে নিত্য বিরাজিত, সেই সকল মূর্তির মধ্যে কোনও কোনও মূর্তির সহিত ভগবান্ তাঁহাদিগকে সংযোজিত করিয়া তাঁহাদিগকে ব্রজপরিকরভূক্ত করিয়া থাকেন।

এ-সম্বন্ধে কয়েকটা বিষয়ে বিবেচনার প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হয়। বিষয়গুলি এই।

প্রথমতঃ, ব্রজভাবের কোনও উপাসকও যে সিদ্ধাবস্থায় বৈকুণ্ঠে অবস্থিত অনন্ত মূর্তির মধ্যে কোনও একমূর্তি পাইবেন, একথা শ্রীজীব উল্লিখিত আলোচনায় বলেন নাই; অতএব কোথাও বলিয়াছেন বলিয়াও আমরা জানি না। প্রীতিসন্দর্ভের উল্লিখিত আলোচনায় তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা হইতেছে সালোক্যমুক্তি-সম্বন্ধে এবং তদুপলক্ষণে এরূপ ব্যবস্থা সালোক্যাদি চতুর্বিধা মুক্তি সম্বন্ধেও প্রযুক্ত হইতে পারে বলিয়া মনে করা যায়; এ সমস্ত মুক্তির স্থান বৈকুণ্ঠে। নারদের দৃষ্টান্তেও তাহাই প্রতিপন্ন হয়; নারদ হইতেছেন বৈকুণ্ঠের পরিকর।

দ্বিতীয়তঃ, ঐশ্বর্য্যপ্রধান ধাম বৈকুণ্ঠে অবস্থিত মূর্তিসকল শুদ্ধমাদুর্ধ্যময় ব্রজধামের সেবার উপযোগী কিনা তাহাও বিবেচ্য। বৈকুণ্ঠের লীলা ঐশ্বর্য্যাত্মিকা, দেবলীলা। ব্রজের লীলা শুদ্ধমাদুর্ধ্যাত্মিকা নরলীলা। পরিকরদের দেহও লীলার অমুরূপ এবং তাঁহাদের ভাবের অমুরূপ হওয়াই স্বাভাবিক।

তৃতীয়তঃ, ব্রজভাবের সাধক কখন কোন্ স্থানে এবং কি ভাবে বৈকুণ্ঠস্থিত মূর্তির সহিত সংযোজিত হইতে পারেন, তাহাও বিবেচ্য।

যদি বলা যায়, শ্রীনারদের দ্বায়া দেহভঙ্গের সময়েই ব্রজভাবের সাধকও সিদ্ধদেহ পাইয়া থাকেন, তাহা হইলেও প্রশ্ন জাগে, তখন তাঁহাকে এই সিদ্ধদেহ কে দেন। ভগবানের জ্যোতির অংশভূত বিগ্রহগুলি থাকে বৈকুণ্ঠে—নারায়ণের অধিকারে; হুতরাং ঐ দেহ সাধকভক্তকে নারায়ণই দিয়া থাকেন—এইরূপ অনুমান করা যায়। কিন্তু তাহাতেও আবার এক সমস্যা দেখা দিতে পারে। যিনি সিদ্ধদেহ দেন, সিদ্ধ দেহ দিয়া তিনিই তো সাধককে লীলায় প্রবিষ্ট করাইয়া থাকেন; নারদের দৃষ্টান্তে তাহা জানা যায়। ব্রজভাবের সাধককে যদি নারায়ণই সিদ্ধদেহ দিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি কি সেই সাধককে তাঁহার অভীষ্ট-ব্রজলীলাতে প্রবিষ্ট করাইয়া থাকেন? ইহা সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। যেহেতু, কবিরাজগোস্বামী লিখিয়াছেন—নারায়ণ কেবল সালোক্যাদি-চতুর্বিধা মুক্তিই দিয়া থাকেন।

“পরব্যোম-মধ্যে করি স্বরূপ প্রকাশ। নারায়ণরূপে করে বিবিধ-বিলাস ॥ ১৫১২ ॥ * * * ॥ সালোক্য সামীপ্য সাষ্টি সাক্ষ্য প্রকার। চারি মুক্তি দিয়া করে জীবের নিস্তার ॥ ১৫১৩ ॥” এই চারি রকমের মুক্তি দিয়া নারায়ণ সাধকে বৈকুণ্ঠের লীলাতেই প্রবেশ করাইয়া থাকেন; কিন্তু তিনি যে ব্রজভাবের সাধকেও ব্রজলীলায় প্রবেশ করাইয়া থাকেন, তাহার কোনও প্রমাণ দৃষ্ট হয় না।

ব্রজলীলাতে প্রবেশের পক্ষে একমাত্র সম্বল হইতেছে—কেবল প্রীতি, ব্রজপ্রেম। তাহা যিনি দিতে পারেন, তিনিই সাধকে ব্রজলীলায় প্রবেশ করাইতে পারেন বলিয়া মনে হয়। কিন্তু এই ব্রজপ্রেম স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ-ব্যতীত নারায়ণাদি অপর কোনও ভগবৎ-স্বরূপই দিতে পারেন না। “সন্ত্যবতারা বহবঃ পুঙ্করনাভস্ত সর্কতো ভদ্রাঃ। কৃষ্ণাদন্তঃ কো বা লতাস্বপি প্রেমদো ভবতি ॥” স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণও বলিয়াছেন—“আমা বিনা অন্তে নারে ব্রজপ্রেম দিতে। ১৩১২০ ॥” ইহাতে মনে হয়, ব্রজভাবের সাধকের সিদ্ধদেহ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই দিয়া থাকেন, বা দেওয়াইয়া থাকেন।

কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ কি এই সিদ্ধদেহ বৈকুণ্ঠ হইতে আনিয়া দিয়া থাকেন? তাহাও মনে করিতে বিধা বোধ হয়। কারণ, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংভগবান্ বলিয়া ইহা করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব না হইলেও, লীলাস্বরূপে তিনি যে-সকল বিভিন্ন স্বরূপে আত্মপ্রকটন করিয়া আছেন, সে-সকল স্বরূপের ধামের ব্যাপারে সে-সকল স্বরূপেরই বিশেষ অধিকার থাকা স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়। অপ্রকটে স্বয়ংভগবান্ ব্রজ ছাড়িয়া অন্য কোনও ধামেই যানেন না; প্রকটে দ্বারকা-মথুরায় গমন করেন বটে; কিন্তু কোনও সময়েই তাঁহার বৈকুণ্ঠ-গমনের কথা শুনা যায় না। ব্রজের বা দ্বারকা-মথুরার কোনও ব্যাপারে নারায়ণকে আহ্বান করার বা কোনও নির্দেশ দেওয়ার কথাও শুনা যায় না।

ব্রজভাবের সাধক কিন্তু দেহভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গেই সিদ্ধদেহ পানেন না; পরবর্তী আলোচনায় তাহা দেখা যাইবে।

চতুর্থতঃ, নারদের দৃষ্টান্ত হইতে জানা যায়, বৈকুণ্ঠ-ভাবের সাধক সাধনে সিদ্ধিলাভ করিলে প্রারম্ভ-ভোগান্তে যথাবস্থিত-সাধকদেহ-ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই লিঙ্গদেহ ত্যাগ করিয়া তৎক্ষণাৎই বৈকুণ্ঠস্থিত অনন্ত মূর্তির মধ্যে কোনও এক মূর্তির সহিত সংযোজিত হইয়া থাকেন এবং তখন হইতেই পার্শ্বরূপে বৈকুণ্ঠের উপযোগী সেবাদিতে তাঁহার অধিকার জন্মে। অজ্ঞামিলের বিবরণ হইতেও তাহাই জানা যায়। অজ্ঞামিল—“হিমা কলবরঃ তীর্থে গঙ্গায়াং দর্শনাদহু। সন্তঃ স্বরূপং জগৃহে ভগবৎ-পার্বর্জিনাম্ ॥ সাকং বিহায়সা বিপ্রো মহাপুরুষকিঙ্করৈঃ। হৈমং বিমানমারুহ যযৌ যত্র শ্রিয়ঃ পতিঃ ॥ শ্রীভা. ৬২।৪৩-৪৪ ॥”

কিন্তু ব্রজভাবের সাধকের অবস্থা অন্তরূপ। নারদের গ্রায, দেহভঙ্গের সঙ্গে-সঙ্গেই তিনি সিদ্ধদেহ বা পার্শ্বদেহ পানেন না। নারদাদি বৈকুণ্ঠভাবের উপাসকগণের প্রেম হইতেছে ঐশ্বর্য্য-ভাবাত্মক; ঐশ্বর্য্যভাবাত্মক পরিবেষ্টনের মধ্যে থাকিয়াও এই ভাবের উপাসনা সম্ভব হইতে পারে; ঐশ্বর্য্যভাব এইরূপ উপাসনার প্রতিকূল নহে। মায়িক ব্রহ্মাণ্ডও ঐশ্বর্য্যভাবপূর্ণ। “ঐশ্বর্য্যজ্ঞানেতে সব জগত মিশ্রিত ॥ ১৪১১৬ ॥”; স্বতরাং ঐশ্বর্য্য-ভাবাত্মক বৈকুণ্ঠ-পার্বদত্তের সাধনা এই জগতেই, সাধকের যথাবস্থিত দেহেই, পূর্ণতা লাভ করিতে পারে এবং যথাবস্থিত-দেহভঙ্গের সঙ্গে-সঙ্গেই সাধক পার্বদদেহ (অর্থাৎ সেবোপযোগী সিদ্ধদেহ) লাভ করিতে পারেন।

কিন্তু ব্রজ-ভাবের সাধকের অভীষ্ট ভাব ঐশ্বর্য্যজ্ঞান-হীন; ঐশ্বর্য্যভাব-প্রধান মায়িক ব্রহ্মাণ্ডে, ঐশ্বর্য্যভাবাত্মক আবেষ্টনের মধ্যে, সেই ভাবের সাধন বোধ হয় পূর্ণতা লাভ করিতে পারে না। এই জাতীয় সাধকের অভীষ্ট ভাব হইতেছে—ব্রজপ্রেম।

ব্রজপ্রেম-শক্তি একটি ব্যাপকার্থক শব্দ। ব্রজপ্রেমের অনেক স্তর আছে। ব্রজপ্রেমের প্রথম বিকাশকে বলে—রতি, বা ভাব, বা প্রেমাস্কর। এই রতি ক্রমশঃ গাঢ়তা প্রাপ্ত হইতে হইতে প্রেম, স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অমুরাগ ও ভাবাদি স্তর অতিক্রম করিয়া মহাভাবে পর্য্যবসিত হয়। ব্রজে দাস্ত, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই চারি ভাবের লীলা আছে। ব্রজভাবের সাধক এই চারিটি ভাবের মধ্যে যে কোনও এক ভাবের লীলায় শ্রীকৃষ্ণের সেবা কামনা করেন; সেই ভাবের লীলাতে সেবার উপযোগী ভাব—প্রেমবিকাশের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে যেই স্তর সেই ভাবের লীলায়

উপযোগী, সেই প্রেমসত্ত্ব—প্রাপ্ত হইলেই তাঁহার সাধনা সম্যকরূপে পূর্ণ হইয়াছে বলা যায় এবং তখনই—তাঁহার পূর্বে নহে, ঐ সত্ত্ব প্রাপ্ত হইলেই—তিনি পার্শ্বদত্ত এবং পার্শ্বরূপে সেবোপযোগী সিদ্ধদেহ পাইতে পারেন। দাস্ত-ভাবের প্রেম রাগ পর্যন্ত, সখ্যভাবের প্রেম অমুরাগ পর্যন্ত, বাৎসল্যভাবের প্রেম অমুরাগের শেষসীমা পর্যন্ত এবং মধুর-ভাবের প্রেম মহাভাব পর্যন্ত বর্দ্ধিত হয় (২১২৩৩৪-৩৭ পয়ার এবং ২১১৯১৫৭-৫৮ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য); অর্থাৎ দাস্তভাবের সাধকের প্রেম রাগসত্ত্ব, সখ্যভাবের সাধকের প্রেম অমুরাগসত্ত্ব, বাৎসল্যভাবের সাধকের প্রেম অমুরাগ-সত্ত্বের শেষসীমায় এবং মধুর-ভাবের উপাসকের প্রেম মহাভাব-সত্ত্বের উন্নীত হইলেই সেবোপযোগী সিদ্ধদেহ পাওয়া যাইতে পারে; তাহার পূর্বে নহে।

কিন্তু ব্রজভাবের সাধক যথাবস্থিত দেহে ব্রজপ্রেম-বিকাশের দ্বিতীয় স্তর প্রেম পর্যন্ত পাইতে পারেন, তাঁহার চিত্তে আবির্ভূত কৃষ্ণরতি গাঢ়তা লাভ করিয়া প্রেম-পর্য্যায়েই উন্নীত হইতে পারে; যথাবস্থিত দেহে স্নেহ-মান-প্রণয়াদি-স্তরে উন্নীত হওয়া সম্ভব নয় (২১২১২৪ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)।

ইহার কারণ এইরূপ বলিয়া অনুমিত হয়। ব্রজের ভাব হইল শুদ্ধমাদুর্ধ্যময়, সম্যকরূপে ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন, শ্রীকৃষ্ণে মমত্ববুদ্ধিময়। ঐশ্বর্য্যজ্ঞান-প্রধান জগতে, ঐশ্বর্য্যভাবাত্মক আবেষ্টনে, তাহা বোধ হয় সম্যকরূপে পরিপুষ্ট লাভ করিতে পারে না। স্নেহ-মান-প্রণয়াদির আবির্ভাব এবং পরিপুষ্টির জন্ম ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন শুদ্ধমাদুর্ধ্যময় আবেষ্টনের প্রয়োজন; এইরূপ আবেষ্টন এই জগতে স্নতুল্লভ বলিয়াই বোধ হয় সাধকের যথাবস্থিত দেহে স্নেহ-মানাদির আবির্ভাব হয় না। প্রক্স হইতে পারে—প্রেম পর্যন্ত তাহা হইলে কিরূপে হইতে পারে? প্রেমও তো “মমত্বাতিশয়ান্বিতঃ?” ইহার উত্তর বোধ হয় এই। এই প্রেম হইল রতি বা ভাবের গাঢ় অবস্থা (ভাবঃ স এব সাক্ষাত্মা বৃদ্ধিঃ প্রেমা নিপত্ততে)। আর, ভাব (বা রতি) হইল প্রেমরূপ স্বর্ঘ্যের কিরণ-সদৃশ (প্রেমস্বর্ঘ্যঃ স্তম্যভাক্)। এখানে প্রেম-শব্দে সম্যকবিকাশময় ব্রজপ্রেমই সূচিত হইতেছে—স্বর্ঘ্য-শব্দের ধ্বনি হইতেই তাহা বুঝা যায়। স্বর্ঘ্য যখন মধ্যাহ্ন-গগনে সমুদ্ভাসিত হয়, তখনই তাহার পূর্ণ মহিমা; তদ্রূপ প্রেমেরও পূর্ণ মহিমা তাহার পূর্ণতম-বিকাশে। স্বর্ঘ্য উদ্ভিত হওয়ার পূর্বেই তাহার কিরণ প্রকাশ পায়; তখন অন্ধকার কিছু কিছু দূরীভূত হইলেও সম্যকরূপে তিরোহিত হয় না; তদ্রূপ প্রেমরূপ স্বর্ঘ্যের কিরণ-স্থানীয়া রতির উদয়েও ঐশ্বর্য্যজ্ঞানরূপ অন্ধকার যেন সম্যকরূপে তিরোহিত হয় না। এই রতির বা ভাবের গাঢ়তা প্রাপ্ত অবস্থাই প্রেম—উদীয়মান স্বর্ঘ্যতুল্য। উদীয়মান স্বর্ঘ্য বাহিরের অন্ধকার দূর করে, কিন্তু গৃহমধ্যস্থ অন্ধকার সম্যকরূপে দূর করে না। তদ্রূপ, উদীয়মান স্বর্ঘ্যসদৃশ প্রেমের আবির্ভাবেও বোধহয় সাধকের চিত্ত-কন্দরে কিছু কিছু ঐশ্বর্য্যের ভাব থাকিয়া যায়। এইরূপ অল্পমানের হেতু এই যে, বৈকুণ্ঠ-পার্শ্বদত্তের যে ভাব, তাহার নাম শাস্ত ভাব; শাস্তভাব প্রেম পর্যন্ত বৃদ্ধি পায় (শাস্তরসে শান্তিরতি প্রেম পর্যন্ত হয়। ২১২৩৩৪ ॥); কিন্তু শাস্তভক্তের এই প্রেমে ঐশ্বর্য্যজ্ঞান থাকে। অবশ্য বৈকুণ্ঠভাবের সাধক ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীনতা চাহেন না বলিয়া শাস্তভক্তের প্রেমে ঐশ্বর্য্যজ্ঞান থাকে নিবিড়; তাই তাঁহার চিত্তে ভগবান্ সন্মুখে মমত্ব-বুদ্ধি জগ্নিতে পারে না; কিন্তু ব্রজভাবের সাধকের অভীষ্ট সম্পূর্ণরূপে ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীনতা বলিয়া তাঁহার চিত্তে প্রমোদয়ে কিছু ঐশ্বর্য্যজ্ঞান থাকিলেও তাহা খুবই তরল, ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীনতার বাসনাই এই ঐশ্বর্য্যজ্ঞানের নিবিড়তাপ্রাপ্তির পক্ষে বলবান্ বিঘ্নস্বরূপ হইয়া পড়ে। তাঁহার ঐশ্বর্য্যজ্ঞান খুব তরল বলিয়াই প্রেমের আবির্ভাবে শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধে তাঁহার মমত্ববুদ্ধি জাগ্রত হইতে পারে। জগতের ঐশ্বর্য্যজ্ঞান-প্রধান আবেষ্টন তাঁহার এই তরল-ঐশ্বর্য্যজ্ঞানকে অপসারিত করার অক্ষম নহে বলিয়াই বোধ হয় ব্রজভাবের সাধকের প্রেম গাঢ়তা লাভ করিয়া স্নেহ-মান-প্রণয়াদি-স্তরে উন্নীত হইতে পারে না এবং বোধ হয় এজ্জন্মই তাঁহার যথাবস্থিত দেহে প্রেম পর্যন্তই লাভ হয়। এইরূপ ভক্তকে বলে জাতপ্রেম ভক্ত।

জাতপ্রেম ভক্তের প্রেম আরও গাঢ়তা লাভ করিয়া স্নেহ-মান-প্রণয়াদি-স্তরে উন্নীত হওয়ার পক্ষে অক্ষম আবেষ্টনের—ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন শুদ্ধমাদুর্ধ্য ভাবাত্মক আবেষ্টনের—প্রয়োজন। কিন্তু এই ব্রহ্মাণ্ডে এইরূপ আবেষ্টনের অভাব। তাই জাতপ্রেম ভক্তের দেহভেদের পরে যোগমায়া কৃপা করিয়া তাঁহাকে—তখন যে-ব্রহ্মাণ্ডে শ্রীকৃষ্ণের লীলা প্রকটিত থাকে, সেই ব্রহ্মাণ্ডে—প্রকট-লীলাস্থলে আহিরী-গোপের ঘরে জমাইয়া থাকেন (২১২১২৪ পয়ারের

টীকা দ্রষ্টব্য)। সেই স্থানের আবেষ্টন ঐশ্বর্যজ্ঞানহীন, শুদ্ধমাধুর্যময়। সেইস্থানে নিত্যসিদ্ধ শ্রীকৃষ্ণপরিকরদের সঙ্গের প্রভাবে, তাঁহাদের মুখে শ্রীকৃষ্ণকথা-প্রবণের প্রভাবে, তাঁহার প্রেম ক্রমশঃ গাঢ়তা লাভ করিয়া ভাবানুকূল লীলাবিলাসী শ্রীকৃষ্ণের সেবার উপযোগী স্তর পর্যন্ত উন্নীত হয় এবং তখনই তিনি সেবোপযোগী সিদ্ধদেহ লাভ করিয়া লীলায় প্রবিষ্ট হইলেন। উজ্জলনীলমণির কৃষ্ণবল্লভ-প্রকরণের—“তদ্ভাববদ্ধরাগা যে জনাস্তে সাধনে রতাঃ।” ইত্যাদি ৩১শ শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথচক্রবর্তী এইরূপই লিখিয়াছেন। “* * * নহু য়ে ইদানীন্তনা রাগাহুগীয-সাধনবন্তো নিষ্ঠাকচ্যাসক্তাদি-কক্ষাকচতয়া কস্মিংশিভ্জন্মনি যদি জাতপ্রেমাণঃ স্যন্তে তর্হি ভগবৎসাক্ষাৎসেবাযোগ্যা স্তদেহাস্তক্ষণ এব প্রপঞ্চগোচরপ্রকাশে তৎপরিকরপদবীঃ প্রাপ্ত্যন্তি কিম্বা প্রপঞ্চগোচর-কৃষ্ণাবতার-সময়ে। তত্রোচ্যতে। সাধকদেহে প্রেমপরিণামরূপাণাং স্নেহমান-প্রণয়াদীনাং স্থায়ীভাবানাং আবির্ভাবাসম্ভবাং গোপিকাদেহেষু এব নিত্যসিদ্ধাদিগোপীনাং মহাভাববতীনাং সঙ্গমহিমা দর্শন শ্রবণ-স্মরণ-গুণকীর্তনাদিভিস্তে অবশ্যমেবোপপত্তস্তে তেষামেব অনাধারলক্ষণত্বাৎ তান্ বিনা গোপীত্বাসিদ্ধেঃ। * * *। অতএব প্রপঞ্চগোচরস্ত বৃন্দাবনীয়াস্ত প্রকাশস্ত সাধকানাং প্রাপ্তিকলোকানাঞ্চ তত্র প্রবেশাদর্শনেন সিদ্ধানামেব প্রবেশদর্শনেন চ জ্ঞাপিতাং কেবলসিদ্ধ-ভূমিত্বাৎ স্নেহাদয়োভাবাঃ স্বহ-সাধনৈরপি ন তূর্ণং ফলন্তি। অতো যোগমায়য়া জাতপ্রেমাণো ভক্ত্যন্তে প্রপঞ্চগোচরে বৃন্দাবনস্ত প্রকাশ এক শ্রীকৃষ্ণাবতার-সময়ে তৎ প্রথম-প্রাপণার্থং নীয়াস্তে। তস্ত সাধকানাং নানাবিধ-কস্মিপ্রভৃতি-প্রাপ্তিক-লোকানাঞ্চ সিদ্ধানাঞ্চ তত্র প্রবেশদর্শনেনাহমিতাং সাধকসিদ্ধভূমিত্বাৎ। তত্রোৎপত্ত্যানন্তরমেব শ্রীকৃষ্ণদসঙ্গাৎ পূর্কমেব তদ্ভাবাসিদ্ধ্যর্থমিতি।” ২।২২।২৪-পর্যায়ের টীকা দ্রষ্টব্য।

সাধকের যথাবস্থিত দেহে যে প্রেম পর্যন্তই লাভ হইতে পারে, ভক্তিরসামুতসিদ্ধ, শ্রীমদ্ভাগবত এবং শ্রীমদ্-মহাপ্রভুর উক্তি হইতেও তাহাই মনে হয়। প্রেমবিকাশের ক্রমসম্বন্ধে ভক্তিরসামুতসিদ্ধ বলিয়াছেন—“আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোহথ ভজনক্রিয়া। ততোহনর্থ-নিবৃত্তিঃ শ্রাৎ ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ। অথাসক্তিস্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমা-ভ্যদধিকৃতি। সাধকানাময়ং প্রেমণঃ প্রাণদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ। ১।৪।১১—প্রথমে শ্রদ্ধা, তারপর সাধুসঙ্গ, তারপর ভজন-ক্রিয়া, তারপর অনর্থনিবৃত্তি, তারপর (ভজনাদে) নিষ্ঠা, তারপর ভজনাদে রুচি, তারপর (ভজনাদে) আসক্তি, তারপর ভাব (অর্থাৎ রতি বা প্রীত্যঙ্গুর), তারপর প্রেমের উদয় হয়। সাধকদিগের প্রেমাবির্ভাবে ইহাই ক্রম।” ভক্তিরসামুতসিদ্ধুতে সাধনভক্তি-প্রসঙ্গে ইহার পরে আর কিছু বলা হয় নাই; প্রেমের পরবর্তী স্নেহ, মান, প্রণয়াদি-স্তরের আবির্ভাবের ক্রমসম্বন্ধেও কিছু বলা হয় নাই। সাধন-ভক্তির পরিচয়-প্রদান-প্রসঙ্গেও ভক্তিরসামুতসিদ্ধ বলিয়াছেন—চিন্তে ভাবের (অর্থাৎ প্রেমের) আবির্ভাবই সাধন-ভক্তির লক্ষ্য; প্রেমের পরবর্তী স্নেহ-মান-প্রণয়াদির আবির্ভাব যে সাধনভক্তির লক্ষ্য, তাহা বলা হয় নাই। “কুতিসাধ্যা ভবেৎ সাধ্যাভাবা সা সাধনাভিধা। নিত্যসিদ্ধস্ত ভাবস্ত প্রাকট্যং হৃদি সাধ্যতা।” যথাবস্থিত দেহেই সাধন-ভক্তির অমুষ্ঠান করিতে হয়। ইহাতে মনে হয়, সাধকের যথাবস্থিত দেহে যে প্রেম পর্যন্তই আবির্ভূত হয়, ইহাই ভক্তিরসামুতসিদ্ধুর অভিপ্রায়। শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামীর নিকটে জাতপ্রেমভক্তের লক্ষণ-সম্বন্ধে বলিতে গিয়া শ্রীমদ্মহাপ্রভু শ্রীমদ্ভাগবতের “এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্যা জাতাহ-রাগো জ্ঞতচিত্ত উচৈঃ। হৃদ্যতো রোদিতি রৌতি গায়ত্যান্নাদবমৃত্যুতি লোকবাহঃ। ১।১।২।৪০।”—শ্লোকের উল্লেখ করিয়াছেন। এই শ্লোকে ব্রতরূপে অবলম্বিত নামকীর্তনের মহিমায় সাধকের চিন্তে যে প্রেমের উদয় হয় এবং প্রেমের আবির্ভাবে যে চিন্তদ্রবতা, হাস্ত, রোদন, চীংকার, গীত, উন্মাদবৎ নৃত্য এবং লোকাপেক্ষাহীনতা-দি লক্ষণ প্রকাশ পায়, তাহাই বলা হইয়াছে। স্নেহ-মান-প্রণয়াদির উদয়ে কি কি লক্ষণ প্রকাশ পায়, প্রভু কর্তৃক তাহা বলা হয় নাই। তাহাই বলা হইয়াছে। স্নেহ-মান-প্রণয়াদির উদয়ে কি কি লক্ষণ প্রকাশ পায়, প্রভু কর্তৃক তাহা বলা হয় নাই। ইহাতেও বুঝা যায়, সাধকের যথাবস্থিত দেহে যে প্রেম পর্যন্তই আবির্ভূত হইতে পারে, ইহাই শ্রীমদ্ভাগবতের এবং শ্রীমদ্মহাপ্রভুরও উক্তির অভিপ্রায়। পূর্বোল্লিখিত চক্রবর্তিপাদের উক্তিও এ-সমস্ত শাস্ত্রোক্তিরই অমুরূপ।

যাহা হউক, উজ্জলনীলমণির কৃষ্ণবল্লভা প্রকরণের ৩১-শ্লোকের চক্রবর্তিপাদকৃত আনন্দ-চন্দ্রিকা টীকার যে-অংশ পূর্বে উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার পরে উক্ত টীকাতেই লিখিত হইয়াছে—“রাগাহুগীয-সম্যকসাধননিরতায় উৎপন্নপ্রেমে ভক্তায় চিরসময়বিধৃত-সাক্ষাৎসেবাভিলাষ-মহোৎকর্ষায় কৃপয়া ভগবতা সপরিকর-সদর্শনঃ তদভিলষগীয-সেবাপ্রাপ্ত্যন্ত-

ভাবকমলক-স্নেহাদিপ্রেমভেদায়াপি সাধকদেহেহপি অপ্নেহপি সাক্ষাদপি সন্তুদীয়ত এব। ততশ্চ শ্রীনারদায়েব চিদানন্দ-
ভাবকমলক-স্নেহাদিপ্রেমভেদায়াপি সাধকদেহেহপি অপ্নেহপি সাক্ষাদপি সন্তুদীয়ত এব। ততশ্চ শ্রীনারদায়েব চিদানন্দ-
ময়ী গোপীকাকার-তদ্ভাবভাবিতা তদ্ব্যক্ত দীযতে ততশ্চ বৃন্দাবনীয়-প্রকটপ্রকাশে কৃষ্ণপরিকর-প্রাদুর্ভাবসময়ে সৈব তদ্ব্য-
যোগমায়য়া গোপিকাগর্ভাধুভাব্যতে উক্তন্যায়েন স্নেহাদিপ্রেমভেদসিদ্ধার্থম্।” তাৎপর্যার্থ—“রাগানুগীয়-মার্গে সম্যক
সাধন-নিরত জাতপ্রেম ভক্তের চিত্তে বহুকাল পর্য্যন্ত যখন শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ-সেবালাভের জন্য বলবতী উৎসর্গা জাগিতে
থাকে, সেই ভক্তের চিত্তের তখন পর্য্যন্ত স্নেহাদি-প্রেমভেদ উদ্ভিত না হইয়া থাকিলেও শ্রীকৃষ্ণ তখন দয়া করিয়া সেই
ভক্তের সাধক-দেহেই অপ্নে এবং সাক্ষাৎভাবেও তাঁহাকে সপরিকরে একবার দর্শন দেন। তারপর শ্রীনারদকে ভগবান
যেমন চিদানন্দময় দেহ দিয়াছিলেন তদ্রূপ সেই জাতপ্রেম সাধককেও চিদানন্দময় তদ্ভাব-ভাবিত গোপিকাকার
দেহ দেন। তারপর বৃন্দাবনের প্রকট-প্রকাশে শ্রীকৃষ্ণপরিকরদের আবির্ভাব-সময়ে, স্নেহাদি-প্রেমভেদ সিদ্ধির নিমিত্ত,
সেই দেহই যোগমায়াকর্তৃক গোপিকাগর্ভ হইতে আবির্ভাবিত হয়।” কাস্তাভাবের সাধকসম্বন্ধেই উল্লিখিত কথাগুলি
বলা হইয়াছে বলিয়াই “গোপিকাকার-দেহ” বলা হইয়াছে ; কাস্তাভাবের সাধকের-অন্তশ্চিস্তিত দেহ “গোপিকাকার।”
যদি সখ্যভাবের সাধকের কথা বলা হহত, তাহা হইলে “গোপাকার দেহই” বলিতেন ; যেহেতু, তাঁহার অন্তশ্চিস্তিত
দেহ “গোপাকার—গোপবালকের আকারই” হইবে। যাহা হউক, উক্ত টীকায় বলা হইল—সপরিকরে-ভগবান
জাতপ্রেম ভক্তকে একবার দর্শন দেন। কাস্তাভাবের সাধক শ্রীরাধিকাদি গোপীগণের সহিত লীলাবিলাসী শ্রীকৃষ্ণের
সেবাই অন্তশ্চিস্তিত দেহে চিন্তা করিয়া থাকেন ; শ্রীকৃষ্ণও তাঁহাকে গোপীজন-বল্লভরূপেই শ্রীরাধিকাদি গোপীগণ-
পরিবেষ্টিত হইয়াই দর্শন দিয়া থাকেন। তাহার পরে, সেই জাতপ্রেম ভক্তকে তাঁহার অন্তশ্চিস্তিত গোপিকাকার
একটি দেহ দিয়া থাকেন এবং এই দেহটি চিদানন্দময়। কিন্তু এই চিদানন্দময় গোপীদেহ দেওয়ার তাৎপর্য কি ?
ভক্তের যথাবস্থিত দেহটাই যে গোপীদেহে পর্য্যবসিত হইয়া যায়, তাহা নহে। দেহভঙ্গ পর্য্যন্ত জাতপ্রেম ভক্তেরও
যথাবস্থিত সাধকদেহই থাকে। দেহভঙ্গের পরেই গোপকন্ঠার দেহ পাইয়া থাকেন। প্রসঙ্গ হইতে পারে—তাঁহাই
যদি হইবে, তাহা হইলে কেন বলা হইল, সপরিকরে দর্শন দানের পরে ভগবান সাধককে চিদানন্দময় গোপীদেহ দিয়া
থাকেন ? ইহার উত্তর বোধহয় এইরূপ। জলোকা যেমন একটি তৃণকে অবলম্বন করিয়া আর একটি তৃণকে
পরিভ্রাণ করে, তদ্রূপ জীবও তাহার মৃত্যু-সময়ে যে কর্মফল উদ্ভব হয়, সেই কর্মফলের ভোগোপযোগীদেহকে আশ্রয়
করিয়া, অথবা তাহার সংস্কাররূপ দেহকে আশ্রয় করিয়া তাহার পরে তাহার পূর্বদেহ ত্যাগ করিয়া থাকে (শ্রীভা.
১০।১৩২-৪২)। স্ব-স্ব-সংস্কার অনুসারে দেহত্যাগ-সময়ে যাহা যাহা চিন্তা করা যায়, জীব তাহা তাহাই পাইয়া
থাকে। “যং যং বাপি শ্রবন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্। তং তমেবৈতি কোন্ত্যে সদা তদ্ভাবভাবিতঃ ॥ গীতা।
৮।৬ ॥” ভোগায়তন দেহ, বা সংস্কাররূপ দেহ, কিম্বা অন্তকালে ভাবনার অরূপ দেহ ভগবানই দিয়া থাকেন। এই
দেহকে আশ্রয় করিয়াই জীব পূর্বদেহ ত্যাগ করে। জাতপ্রেম ভক্তের সাধনারূপ বা সংস্কাররূপ দেহ হইতেছে
তাঁহার অন্তশ্চিস্তিত চিদানন্দময় দেহ। দেহভঙ্গ-সময়ে—সপরিকর ভগবদর্শনের পরে দেহভঙ্গ হয় বলিয়া, দর্শনলাভের
পরেই—জাতপ্রেম ভক্ত দেহভঙ্গ-সময়ে তাঁহার সংস্কার-অরূপ এই দেহটি লাভ করিয়া থাকেন এবং এই দেহকে
আশ্রয় করিয়াই তিনি তাঁহার যথাবস্থিত দেহত্যাগ করেন। এই দেহই পরে যথাসময়ে যোগমায় প্রকটলীলাস্থলে
গোপীগর্ভ হইতে আবির্ভাবিত করাইয়া থাকেন।

টীকায় বলা হইয়াছে “শ্রীনারদায় ইব”—নারদকে শ্রীভগবান যেমন চিদানন্দময় দেহ দিয়াছিলেন, তদ্রূপ।
নারদ তাঁহার যথাবস্থিত দেহ ত্যাগ করিয়া চিদানন্দময়-দেহে বৈকুণ্ঠ-পার্বদ লাভ করিয়াছিলেন ; উপরে উল্লিখিত
শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত জলোকার দৃষ্টান্ত-অনুসারে বলা যায়, ভগবদন্ত চিদানন্দময় দেহকে আশ্রয় করিয়াই নারদ তাঁহার
যথাবস্থিত দেহ ত্যাগ করিয়াছিলেন। দেহের চিদানন্দময়ত্বাংশেই নারদের প্রাপ্ত দেহের সঙ্গে জাতপ্রেম ভক্তের প্রাপ্ত
দেহের সাদৃশ্য ; সর্ববিষয়ে সাদৃশ্য নাই। যেহেতু, নারদ যে-দেহ পাইয়াছিলেন, তাহা ছিল বৈকুণ্ঠ-পার্বদের দেহ ;
জাতপ্রেম-ভক্ত দেহভঙ্গের পরে যে-দেহ লাভ করেন, তাহা ব্রজলীলার পার্বদ-দেহ নহে ; প্রেম ক্রমশঃ গাঢ় হইতে
হইতে অতীষ্ট-লীলার শ্রীকৃষ্ণসেবার উপযোগী স্তরে উন্নীত হইলেই ভক্ত পরিকর লাভ করিতে পারেন ; এবং তখন

যে-দেহে তিনি লীলায় প্রবেশ করিবেন, সেই দেহই হইবে তাঁহার পার্শ্বদেহ বা সিদ্ধ-দেহ। জাতপ্রেম ভক্ত যে শ্রীকৃষ্ণদর্শন লাভের পরে এইরূপ সিদ্ধদেহ পাইয়া থাকেন, তাহা চক্রবর্ত্তিপাদ বলেন নাই; তিনি বলিয়াছেন—চিদানন্দময় গোপিকা দেহ পাইয়া থাকেন। এই দেহ যে বৈকুণ্ঠে রক্ষিত ভগবানের জ্যোতির অংশভূত কোনও একটা দেহ, তাহাও অসম্ভব করা যায় না; যেহেতু, বৈকুণ্ঠস্থিত তদ্রূপ দেহগুলির সমস্তই সেবোপযোগী পার্শ্বদেহ বা সিদ্ধদেহ; কিন্তু ভক্ত তখনও সেবোপযোগী পার্শ্বদেহ পাইবার যোগ্যতা লাভ করেন নাই। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণকৃপার অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবেই যে জাতপ্রেম ভক্ত এই দেহটি লাভ করিয়া থাকেন, তাহাই মনে হয়।

এই দেহটির আশ্রয়ে জাতপ্রেম ভক্ত যখন প্রকটলীলা-স্থলে জন্মগ্রহণ করেন, তখন নিত্যসিদ্ধ পরিকরদের সঙ্গে মাহাত্ম্যে, তাঁহাদের মুখে শ্রীকৃষ্ণের রূপ-গুণ-লীলাদির কথা শ্রবণাদির মাহাত্ম্যে, তাঁহার প্রেম ক্রমশঃ গাঢ়তী লাভ করিতে করিতে যখন সেবার উপযোগী স্তরে উন্নীত হয়, তখনই পরিকররূপে তিনি লীলাতে প্রবিষ্ট হয়েন। তাঁহাকে সেই দেহ ত্যাগ করিয়া অপর একটা দেহ আর গ্রহণ করিতে হয় না; সুতরাং বৈকুণ্ঠস্থিত ভগবজ্যোতিরংশভূত কোনও এক দেহের সঙ্গে তাঁহার সংযোজিত হওয়ায় প্রসন্ন ও উষ্ণিতে পারে না। তাঁহাকে সেই দেহ কেন ত্যাগ করিতে হয় না, তাহার হেতুও বোধহয় আছে। সিদ্ধদেহের মোটামোটা এই কয়টা লক্ষণ দেখা যায়—প্রথমতঃ, ইহা সচ্চিদানন্দময়; দ্বিতীয়তঃ, ভাবানুরূপ, অর্থাৎ যিনি কাস্তাভাবের সাধক, তাঁহার সিদ্ধদেহ হইবে গোপীদেহ, ইত্যাদি; তৃতীয়তঃ, ইহাতে থাকিবে ভাবানুরূপ সেবার উপযোগী স্তর পর্য্যন্ত প্রেমের বিকাশ। এক্ষণে, জাতপ্রেম ভক্ত যে-দেহে প্রকটলীলাস্থলে জন্মগ্রহণ করেন, তাহাতে প্রথম দুইটা লক্ষণ বিদ্যমান, বাকী কেবল তৃতীয় লক্ষণটি, অর্থাৎ প্রেমের যথোচিত পুষ্টি। সাধকভক্তের যথাবস্থিত দেহেই যখন রতির আবির্ভাব হয় এবং সেই রতি যখন প্রেম পর্য্যন্ত পুষ্টিলাভ করিতে পারে, তখন প্রকটলীলাস্থলে গোপীগর্ভ হইতে আবির্ভূত ভাবানুরূপ সচ্চিদানন্দময় দেহে নিত্যসিদ্ধ পরিকরদের সঙ্গাদির প্রভাবে যে-সেবার উপযোগী স্তর পর্য্যন্ত প্রেম উন্নীত হইতে পারে, তাহাতে সন্দেহের কোনও অবকাশ থাকিতে পারে না। বিশেষতঃ শ্রীমদ্ভাগবত হইতে জানা যায়, গত দ্বাপরলীলায় যে সমস্ত ঋষিচরী সাধনসিদ্ধ গোপীগণ ব্রজে গোপীগর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের দেহ ছিল “গুণময়”—সচ্চিদানন্দময় ছিল না। যুত্যাব্যতীতই তাঁহাদের এই গুণময় দেহও গুণময় ত্যাগ করিয়া সচ্চিদানন্দময় হইয়াছিল এবং সেবোপযোগী পার্শ্বদেহে পর্য্যবসিত হইয়াছিল। তাঁহাদের গুণময়দেহও যখন সচ্চিদানন্দময় পার্শ্বদেহরূপে পরিণত হইতে পারিয়াছিল, তখন জাতপ্রেম ভক্তের সচ্চিদানন্দময় দেহ কেন পার্শ্বদেহে পর্য্যবসিত হইতে পারিবে না?

প্রশ্ন হইতে পারে, পূর্বে বলা হইয়াছে, জাতপ্রেম ভক্ত সচ্চিদানন্দময়দেহে প্রকটলীলাস্থলে গোপীগর্ভ হইতে আবির্ভূত হয়েন। কিন্তু ঋষিচরী গোপীগণ গুণময় দেহে আবির্ভূত হইলেন কেন? ইহার কারণসম্বন্ধে পরিষ্কার ভাবে কেহ কিছু উল্লেখ করেন নাই। তবে শাস্ত্রে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা হইতে ইহার কারণের একটা অসম্ভব বোধ হয় করা যাইতে পারে। তাই এই।

উজ্জলনীলমণিতে সাধনসিদ্ধা গোপীদিগকে দুইশ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে—যৌথিকী এবং অযৌথিকী। সাধনকালে বহুসাধক এক সঙ্গে মিলিত হইয়া একই ভাবে যদি ভজন করেন, ভিন্ন ভিন্ন দলে অবস্থিত থাকিলেও সম্মিলিত ভাবে তাঁহারা যদি একই যুগ্মে অবস্থিত থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে যৌথিকী বলা হয়। “যৌথিক্য-স্তত্র সংভূয় গণশঃ সাধনে রতাঃ। কৃষ্ণবল্লভ-প্রকরণে ২৮শ শ্লোক। টীকা। যুগ্মভবা যৌথিক্যঃ। সংভূয়ঃ মিলিতা সাধনে নিরতাঃ। কিন্তু গণশঃ গণেন গণেন গণেনেতি অবাস্তরগণা অপি বহুবস্ত্র যুগ্মে তিষ্ঠন্তীত্যর্থঃ। চক্রবর্ত্তী।” আর, ঐরূপ দলবদ্ধভাবে ভজন না করিয়া যাহারা গোপীভাবের প্রতি অসুরাগী হইয়া সাধনে প্রবৃত্ত হয়েন এবং উৎকট রাগানুগী ভক্তের ফলে যাহাদের পরমোৎকর্ষা জাগিয়া উঠে, উৎকর্ষা-অনুসারে তাঁহারা সময়ে সময়ে এক, অথবা দুই, অথবা তিন জন ক্রমে ব্রজে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহাদিগকে অযৌথিকী বলে। “তন্তাববদ্ধরাগা যে জনান্তে সাধনে রতাঃ তদ্ব্যোগ্যমনুরাগোঘং প্রাপ্যোৎকর্ষানুরাগতঃ। তা একশোহথবা বিত্রাঃ কালে কালে ব্রজেহবন্তু।

প্রাচীনশচনবাশচ হ্যরমৌখিক্যন্ততো দ্বিধা ॥ কৃষ্ণবলভাপ্রকরণে ৩:শ শ্লোক ।” পূর্বে যে জাতপ্রেম ভক্তদের কথা বলা হইয়াছে, তাঁহারা অমৌখিকী। যথাবহিতদেহে তাঁহাদের প্রেম পর্য্যন্ত লাভ হয়। আর ঋষিচরীগোপীগণ ছিলেন যৌখিকী।

যৌখিকী ঋষিচরী গোপীগণ সাধনকালে ছিলেন দণ্ডকারণ্যবাসী মুনি। তাঁহারা পূর্ব হইতেই কাস্তাভাবে গোপালের উপাসক ছিলেন। শ্রীরামচন্দ্র বনবাসকালে যখন দণ্ডকারণ্যে আসেন, তখন তাঁহার দর্শনে শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহার কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য দেখিয়া কাস্তাভাবে শ্রীকৃষ্ণসেবা পাওয়ার জন্ম তাঁহাদের বাসনা বলবতী হইয়া উঠে; তখন তাঁহারা মনে মনে শ্রীরামচন্দ্রের নিকটে তদনুকূল বর প্রার্থনা করেন। রামচন্দ্রও মুখে কিছু না বলিয়া মনে মনেই তাঁহাদিগকে তাঁহাদের অভীষ্ট বর প্রদান করেন। পরে যোগমায়া তাঁহাদের সকলকে শ্রীকৃষ্ণের প্রকটলীলা-স্থলে আনিয়া গোপীগর্ভ হইতে গোপকন্ডারূপে আবির্ভাবিত করেন। (শ্রীজীবের টীকা)। ইহা হইয়াই ঋষিচরী গোপী।

যেই দেহে ঋষিচরী গোপীগণ গোপীগর্ভ হইতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সেই দেহ ছিল গুণময়, সচ্চিদানন্দময় ছিল না। বৈষ্ণবতোষণী টীকায়, শ্রীপাদ জীবগোষাথী লিখিয়াছেন, এই ঋষিচরী গোপীগণ ছিলেন “সিদ্ধপূর্ব্ণভাবাঃ ন তু সিদ্ধদেহাঃ—তাঁহাদের ভাব বা রতি পর্য্যন্তই সিদ্ধ হইয়াছিল, কিন্তু দেহ সিদ্ধ (চিন্ময়) হয় নাই।” ব্রজের গোপীগর্ভ হইতে কিরূপে গুণময় দেহের আবির্ভাব হইতে পারে, তাহার বিচার-প্রসঙ্গে শ্রীজীব বৈষ্ণবতোষণীতে লিখিয়াছেন, প্রকট লীলায় প্রাপঞ্চিকের মিশ্রণ থাকে; তাহার প্রমাণ এই যে, প্রকটলীলায় শ্রীদেবকী-দেবীর প্রথম ছয়টা মস্তানের দেহও ছিল প্রাপঞ্চিক। “ন চ বক্তব্যং গোকুলজাতানাং প্রাপঞ্চিকদেহাদিত্তং ন সম্ভবতীতি। অবতারলীলায়াঃ প্রাপঞ্চিকমিশ্রিতাং। শ্রীদেবকীদেব্যামপি ষড়্গর্ভ-সংজ্ঞকানাং জন্ম ক্ষয়তে ইতি।” কিন্তু ঋষিচরীদের দেহ গুণময় বা প্রাপঞ্চিক কেন ছিল? এ-সম্বন্ধে চক্রবর্তিপাদ লিখিয়াছেন—যখন সাধনাতে তাঁহাদের দেহভঙ্গ হয়, তখন তাঁহারা প্রেম পর্য্যন্ত লাভ করিয়াছিলেন না, প্রেমের পূর্ব্ববর্তী গুর রত্নসুর মাত্র লাভ করিয়াছিলেন। এই অবস্থাতেই যোগমায়া তাঁহাদিগকে ব্রজে গোপকন্ডারূপে আবির্ভাবিত করাইয়াছেন। “গোপালোপাসকা ঋষয়ন্তে শ্রীরামমূর্ত্তিমাধুরী-দর্শনাং রাগময়ভক্তে নিষ্ঠাকচ্যাসক্তিরত্যক্ষুর-ভূমিকা আকৃতাঃ সম্যগপরিপক্ককষায়া অপি শ্রীযোগমায়য়া দেব্যা গোকুলমানীয় গোপীগর্ভে জনিতাঃ কন্ডকা বভূবুঃ।” গোপীগর্ভে জন্ম সময়ে তাঁহারা ছিলেন “সম্যক্ অপরিপক্ক-কষায়া”—গুণময়রূপ কষায় তখনও তাঁহাদের ছিল। তারপর, তাঁহাদের মধ্যে যাহারা নিত্যসিদ্ধগোপীদের সঙ্গলাভের সৌভাগ্য পাইয়াছিলেন, ঐ সঙ্গের এবং নিত্যসিদ্ধ গোপীদের মুখে শ্রীকৃষ্ণকথাদি শ্রবণের প্রভাবে বয়ঃসন্ধিদশা হইতেই তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণে পূর্ণানুরাগ জন্মে এবং স্মৃতিতে শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গসঙ্গও তাঁহাদের হইয়াছিল; তাহারই ফলে তাঁহাদের কষায় সম্যকরূপে দূরীভূত হয়, তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণরতিও প্রেম-স্নেহাদি ভূমিকায় আকৃত হয়। এই অবস্থায় গোপদিগের সহিত তাঁহাদের বিবাহ হইয়া থাকিলেও পতিস্মৃতিদির অঙ্গসঙ্গাদি হইতে যোগমায়া তাঁহাদিগকে রক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের দেহ চিন্ময়ীভূত হইয়া গিয়াছিল বলিয়া রাসরঙ্গনীতে শ্রীকৃষ্ণের বেণুবাদন-সময়েই পতিস্মৃতিদের দ্বারা নিবারিত হওয়া সত্ত্বেও যোগমায়ার রূপায় নিত্যসিদ্ধ গোপীদের সঙ্গেরই তাঁহারা অভিসার করিয়া শ্রীকৃষ্ণসমীপে উপনীতা হইয়াছিলেন। “ভাসামেব মধ্যে কাস্তিমিত্যসিদ্ধগোপীসঙ্গভূয়া বয়ঃসন্ধিদশামারভ্য এব লক্ষপূর্ণানুরাগাঃ স্মৃতিপ্রাপ্তকৃষ্ণসঙ্গাঃ দম্ভসম্যক্ কষায়াঃ প্রেমস্নেহাদিভূমিকা আকৃতাঃ গোপৈবৃতা অপি যোগমায়ৈব তদঙ্গস্পর্শদোষা-দ্রহিতাঃ চিন্ময়দেহীভূতাঃ কৃষ্ণোপভূক্তান্তাঃ রাজৌ বেণুবাদন-সময়ে পতিভির্বার্যমাণা অপি যোগমায়াসাহায্য-প্রসাদাং নিত্যসিদ্ধগোপীভিঃ সহিতা এব প্রেষ্ঠমভিসঙ্গাঃ।” শ্রীমদভাগবতের—“তা-বীর্ঘমাণাঃ পতিভিঃ পিতৃভিঃ পিতৃভিঃ। গোবিন্দাপিতৃভ্যাং ন চ বর্তন্ত মোহিতাঃ ॥ ১০।২০।৮ ॥”—শ্লোকে ইহাদের কথাই বলা হইয়াছে।

আর, নিত্যসিদ্ধাঙ্গি-গোপীদের সঙ্গলাভের সৌভাগ্য যাহাদের হয় নাই, তাঁহাদের প্রেম লাভও হয় নাই; স্তবরাং তাঁহাদের কষায়ও (গুণময়ও) দূরীভূত হয় নাই। গোপদিগের সহিত তাঁহাদেরও বিবাহ হইয়াছিল; তাঁহারা পতিকর্ষক উপভুক্ত হইয়াছিলেন এবং অপত্যবতীও হইয়াছিলেন। তাহার পরে নিত্যসিদ্ধাঙ্গি-গোপীদের সহিত তাঁহাদের সঙ্গ হইয়াছিল; তাহার ফলে কৃষ্ণাঙ্গ-সঙ্গের জন্ম তাঁহাদের লালসা জাগিয়াছিল, তাহারা পূর্ব্বরাগবতীও

হইয়াছিলেন। নিত্যসিদ্ধাদি-গোপীদের রূপাপাত্রী হওয়া সত্ত্বেও তাঁহাদের দেহ কৃষ্ণাঙ্গ-সঙ্গের অযোগ্য ছিল বলিয়া যোগমায়া তাঁহাদের সাহায্য করেন নাই। শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি-শ্রবণকালে তাঁহারা গৃহমধ্যে ছিলেন; পূর্বরাগবতী ছিলেন বলিয়া বংশীধ্বনি-শ্রবণে তাঁহারাও শ্রীকৃষ্ণসমীপে যাওয়ার জন্ম চেষ্টিত হইয়াছিলেন; কিন্তু যোগমায়ার সাহায্য না পাওয়ায় তাঁহারা তাঁহাদের পতিগণকর্তৃক নিবারিতা হইয়া গৃহমধ্যেই আবদ্ধ হইয়া রহিলেন, বাহির হইতে পারিলেন না। মহাবিপদগ্রস্তা হইয়া তাহারা যেন মরণদশায় উপনীত হইলেন, পতি-আদিকে মহাশত্রু মনে করিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণকেই স্ব-স্ব-প্রাণৈকবন্ধু মনে করিয়া তীব্রভাবে শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান (স্মরণ) করিতে লাগিলেন। “কাস্চিচ্চু নিত্যসিদ্ধাদিগোপীসঙ্গ-ভাগ্যাতাবাদলরূপে মনোহরদম্ভকযায়া গোপৈর্বৃত্তা গোপোপভুক্তা অপত্যবত্যো বভূবুঃ। তাঃ খলু তদন্তরমেব নিত্যসিদ্ধাদিগোপীসঙ্গভূমা কৃষ্ণাঙ্গসঙ্গস্পৃহোদ্রেকাং পূর্বরাগবত্যঃ তাসাং রূপাপাত্রী-ভবন্ত্যেহপি কৃষ্ণাঙ্গসঙ্গাযোগ্যদেহেভ্যে যোগমায়াসাহায্যাকরণাং পতিভির্বারিতাঃ কৃষ্ণমতিসর্গু মক্ষমা মহাবিপদগ্রস্তাঃ পতি-ভ্রাতৃপিতৃাদীন্ স্বপ্রাণবৈরিভ্যে ন পশ্যন্তো মরণদশায়ামুপস্থিতায়াং সত্যং যথাস্তা মাত্ৰাদিশ্ববন্ধুজনং স্মরন্তি তথৈব স্বপ্রাণৈকবন্ধুং কৃষ্ণং সন্মরুতিত্যাং অন্তরিতা।” তীব্রধ্যান-কালে শ্রীকৃষ্ণবিরহের ফলে তাঁহাদের যে-জালাময় উৎকট দুঃখের উদয় হইয়াছিল, তাহা যেমন ছিল অতুলনীয়, আবার ক্ষুণ্ণিতে শ্রীকৃষ্ণাঙ্গ-সঙ্গের ফলে যে-অনির্কচনীয় আনন্দের অভ্যুদয় হইয়াছিল, তাহাও ছিল তেমনি অতুলনীয়। ইহারই কালে তাঁহাদের সমস্ত অন্তরায় দূরীভূত হইয়া গেল, পতিকর্তৃক উপভুক্ত তাঁহাদের গুণময় দেহও গুণময়ত্ব ত্যাগ করিয়া চিন্ময় লাভ করিল, শ্রীকৃষ্ণসঙ্গের উপযোগী হইয়া পড়িল। কৃষ্ণসেবার উপযোগী এই সচ্চিদানন্দময় দেহেই তাঁহারা কেহ কেহ বা সেই দিন, কেহ কেহ বা পরের দিন রাসলীলায় প্রবেশ করিয়াছিলেন। শ্রীমদভাগবতে—“অন্তর্গৃহগতাঃ কাস্চিদ্ গোপোহলকবিনির্গমাঃ। কৃষ্ণং তদ-ভাবনাযুক্তা দধুমালিনিতলোচনাঃ ॥ দুঃসহশ্রেষ্ঠবিরহতীব্রতাপধৃতাভুতাঃ। ধ্যানপ্রাপ্তাচ্যুতান্বেষনিবৃত্তা ক্ষীণমল্লনাঃ। তমেব পরমাত্মনাং জারবুদ্ধ্যাপি সঙ্গতাঃ। জহগুণময়ং দেহং সত্ত্বঃ প্রক্ষীণবন্ধনাঃ ॥ ১০।২০।২-১১ ॥”—লোকো ইহাদের কথাই বলা হইয়াছে।

উল্লিখিত ঋষিচরী গোপীদিগের মধ্যে “তাঃ বার্ষ্যমাণাঃ পতিভিঃ—”ইত্যাদি লোকোক্ত প্রথম শ্রেণীভুক্ত গোপীদের সম্বন্ধে টীকাকারগণ যাহা বলিয়াছেন, তাহা হইতে জানা যায়—যেই গুণময় দেহে তাঁহারা ব্রজে গোপীগর্ভ হইতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, নিত্যসিদ্ধগোপীদের সঙ্গের প্রভাবে তাঁহাদের সেই গুণময় দেহই সচ্চিদানন্দময় পার্শ্বদেহে পরিণত হইয়াছিল; তাঁহাদিগকে সেই গুণময় দেহ পরিত্যাগ করিয়া অগ্ন সচ্চিদানন্দময় দেহ গ্রহণ করিতে হয় নাই—শ্রীকৃষ্ণের যথাবস্থিত সাধকদেহ যেমন বৈকুণ্ঠ-পার্শ্বদেহে পরিণত হইয়াছিল, তদ্রূপ। আর “অন্তর্গৃহগতাঃ কাস্চিৎ”—ইত্যাদি লোকোক্ত পতিকর্তৃক উপভুক্তা যে-ঋষিচরী গোপীদের কথা বলা হইয়াছে, তাঁহাদের সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, তাঁহারা “জহ গুণময়ং দেহম্—গুণময় দেহ ত্যাগ করিয়াছিলেন।” এই গুণময়-দেহত্যাগসম্বন্ধে শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামী তাঁহার বৃহৎবৈষ্ণব-তোষণীতে লিখিয়াছেন—“গুণময়ং দেহং জহঃ। গুণাঃ ভাবাঃ। তত্র আস্তরা ভাবাঃ আর্জব-স্বৈর্য্য-মার্দব-বহির্নিষ্ক্রমোণায়াজ্ঞতা গুরুজ্ঞানাদিসঙ্কোচাদয়ঃ। বাহ্যঃ সন্তপ্ততা-গৃহাস্তঃস্থতা-বদ্ধতাদয়ঃ। তন্ময়ং তৎপ্রধানং দেহং জহরীতি। তদ্ভাবত্যাগ এবাত্র দেহত্যাগ উক্তঃ।—গুণ অর্থ ভাব। ভাব দুই রকমের—অন্তরের ও বাহিরের। অন্তরের ভাব—সরলতা, স্বৈর্য্য, মুহূর্ত্তা, বহির্গত হওয়ায় উপায়-বিষয়ে অজ্ঞতা, গুরুজ্ঞানাদি হইতে সঙ্কোচাদি। আর বাহিরের ভাব—সন্তপ্ততা, গৃহাস্তঃস্থিততা, বদ্ধতাদি। এ-সমস্ত ভাবময় দেহ ত্যাগ করিয়াছিলেন। এস্থলে সেই সেই ভাবের ত্যাগকেই দেহত্যাগ বলা হইয়াছে।” ইহাতে বুঝা যায়—গোপীগণের দেহ হইতে কতকগুলি ভাবই দূরীভূত হইয়াছিল, তাঁহাদের মুহূর্ত্তা হয় নাই। তাঁহাদের গুণময় দেহের গুণময়ত্বই দূরীভূত হইয়াছিল, সেই দেহই সচ্চিদানন্দময় লাভ করিয়াছিল। শ্রীপাদ বিখনাথ চক্রবর্তী লিখিয়াছেন—মরণব্যতীতই ক্রবাদের দেহের স্তায় তাঁহাদের দেহ গুণময়ত্ব ত্যাগ করিয়া চিন্ময় লাভ করিয়াছিল। “মরণবশাৎ দেহপাত এব তাসামিতি তু ন ব্যাখ্যেয়ম্। * *। তাসাং গুণময়দেহা গুণময়ত্বং পরিত্যজ্য চিন্ময়ত্বং ক্রবাদীনামিব প্রাপুরেব এব দেহত্যাগঃ।” শ্রীবৈগোবামী তাঁহার বৈষ্ণব-তোষণীতে লিখিয়াছেন—“গুণময়ঃ

বিরহভাবময়ঃ দেহম্ আবেশমিত্যর্থঃ । তথা তৃতীয়ে সৃষ্টিপ্রসঙ্গে ব্রহ্মণো দর্শিতম্ । — বিরহভাবময় আবেশ ত্যাগ করিয়াছিলেন । শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয়স্কন্ধে সৃষ্টিপ্রসঙ্গে ব্রহ্মারও কেবল পূর্বভাবের আবেশ ত্যাগ দর্শিত হইয়াছে ।” শ্রীজীব এস্থলে “গুণময়ত্ব” ত্যাগের কথাই বলিলেন ; মৃত্যুর কথা বলেন নাই । কিন্তু অপর এক রকম অর্থে তিনি লিখিয়াছেন—“তন্মায়য়া এব ত্যাক্তানাং দেহানামন্তর্দাপনং তৎসদৃশীনামন্তানাং ক্ষেপারণঞ্চ গম্যতে । — গোপীদিগের পরিত্যক্ত দেহ শ্রীকৃষ্ণমায়াই অন্তর্দাপিত করিয়াছিলেন এবং তৎসদৃশ অত্র দেহ প্রকটিত করিয়াছিলেন ।” ইহা হইতে বুঝা যায়, তাঁহারা যেন বাস্তবিকই দেহত্যাগ করিয়াছিলেন এবং পরে তদনুরূপ সচ্চিদানন্দময় দেহ পাইয়াছিলেন । এই সচ্চিদানন্দময় দেহও শ্রীকৃষ্ণমায়াই প্রকটিত করিয়াছিলেন । এস্থলে শ্রীকৃষ্ণমায়্যা-শব্দে শ্রীকৃষ্ণশক্তি যোগমায়াকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে ; বহিরঙ্গামায়া কৃষ্ণসেবার উপযোগী সচ্চিদানন্দময় দেহ দিতে পারেন না । শ্রীপাদ বলদেব বিজ্ঞানভূষণও লিখিয়াছেন—“পরয়া হরিশক্ত্যা আবির্ভাবিত-তদুপভোগযোগ্য বিজ্ঞানানন্দময়-দেহাঃ সত্য ইতি লভ্যতে । — শ্রীরির পরাশক্তির দ্বারাই কৃষ্ণের উপভোগ্য বিজ্ঞানানন্দময়-দেহ আবির্ভাবিত হইয়াছিল ।”

উল্লিখিত আলোচনা হইতে বুঝা যায়—ঋষিচরী-গোপীদিগের গুণময়-দেহই, ধ্রুবের যথাবস্থিত দেহের স্থায়, সচ্চিদানন্দময় পার্শ্বদেহে (অর্থাৎ সিদ্ধদেহে) পরিণত হইয়াছিল । আর, যদি তাঁহাদের বাস্তব দেহত্যাগ (বা মৃত্যু) স্বীকারও করা যায়, তাহা হইলেও দেহত্যাগের পরে বা সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা যে সচ্চিদানন্দময় দেহ পাইয়াছিলেন, তাহাও শ্রীকৃষ্ণশক্তিকর্তৃকই আবির্ভাবিত হইয়াছিল । বৈকুণ্ঠ অবস্থিত ভগবানের জ্যোতির অংশভূত মূর্তি-সকলের মধ্যে কোনও কোনও মূর্তির সহিত যে ঋষিচরী গোপীগণ সংযোজিত হইয়াছিলেন, এইরূপ কথা কেহই বলেন নাই, এমন কি শ্রীজীবগোস্বামীও বলেন নাই ।

যাহারা সালোক্যাদি মুক্তি পাইয়া বৈকুণ্ঠ-পার্শ্বদেহ লাভ করিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের সকলকেই যে বৈকুণ্ঠস্থিত ভগবজ্যোতির অংশভূত মূর্তির সহিত সংযোজিত হইতে হইবে, একথাও শ্রীতি-সন্দর্ভে শ্রীজীব বলেন নাই । ধ্রুবাদির স্থায় কাহারও কাহারও প্রাকৃতদেহও যে ভগবানের অচিন্ত্যশক্তিতে চিন্নয় পার্শ্বদেহে পরিণত হইয়া যায়, তাহাও শ্রীজীব লিখিয়াছেন । “কচিং প্রাকৃত্যপি মূর্তিরচিন্ত্যয়া ভগবচ্ছক্ত্যা তাদৃশত্বমাপত্ততে । যথোক্তঃ শ্রীধ্রুবমুদ্ভিষ্টঃ চিদ্রূপং হিরণ্যমিতি । তদেব রূপং হিরণ্যং বিভ্রদিতি টীকা চ । শ্রীতিসন্দর্ভে ॥ ১৩ ॥” শ্রীধ্রুবের বিবরণটি এই । শ্রীধ্রুবকে বৈকুণ্ঠে লইয়া যাইবার জন্ত দুইজন বিষ্ণুপার্শ্বদেহ রথ লইয়া উপস্থিত হইলে, ধ্রুব সেই রথকে প্রদক্ষিণ ও পূজা করিয়া বিষ্ণু-পার্শ্বদেহকে প্রণাম করিলেন । তারপর হিরণ্যরূপ ধারণ করিলেন এবং রথে আরোহণ করিলেন । “পবীত্যাভার্য্য বিষ্ণ্যাং পার্শ্বদাবভিবন্দ্য চ । ইযেব তদধিষ্ঠাতুং বিভ্রদ্রূপং হিরণ্যম্ ॥ শ্রীভা, ৪।১২।২২ ॥” শ্রীধরস্বামিপাদ লিখায় লিখিয়াছেন—“তদেবরূপং হিরণ্যং বিভ্রদিতি—ধ্রুবের যে-রূপ (বা দেহ) পূর্বে ছিল, তাহাই হিরণ্য (বা চিন্নয়) হইল ।”

এই প্রসঙ্গে কেহ হয়তো বলিতে পারেন—বৈকুণ্ঠে যে-সকল ভগবজ্যোতির অংশভূত মূর্তি বিরাজিত, তাহারা নিত্য ; তাহাদের সহিত সংযোজিত হইয়া পার্শ্বদেহ লাভ করিলে সেই পার্শ্বদেহের নিত্যত্বসম্বন্ধে কোনও সন্দেহ থাকে না । কিন্তু ভগবানের অচিন্ত্যশক্তিতে যে-গুণময় দেহ সচ্চিদানন্দময়, তাহার নিত্যত্বসম্বন্ধে আশঙ্কা আছে ; যেহেতু, এই সচ্চিদানন্দময় হইতেছে আগন্তুক । ইহার উত্তরে বলা যায়—ভগবানের অচিন্ত্যশক্তিদ্বারা আবির্ভাবিত চিন্নয় দেহের চিন্নয়ত্ব আগন্তুক বলিয়া যদি অনিত্যত্বের আশঙ্কা হইতে পারে, তাহা হইলে বৈকুণ্ঠস্থিত ভগবজ্যোতির অংশভূত দেহের সহিত সংযোজিত সাধকের পার্শ্বদেহের অনিত্যত্বের আশঙ্কাও থাকিতে পারে ; যেহেতু, বৈকুণ্ঠস্থিত মূর্তি নিত্য হইলেও তাহার সহিত সাধকের সংযোজন আগন্তুক । আগন্তুক বলিয়া কোনও সময়ে এই সংযোগ নষ্টও হইয়া যাইতে পারে । বস্তুতঃ, বৈকুণ্ঠস্থ মূর্তির সহিত সংযোগ, কিম্বা ভগবচ্ছক্তিতে আবির্ভাবিত দেহের চিন্নয়ত্ব, আগন্তুক বলিয়া তাহার অনিত্যত্বের আশঙ্কা বিচারসহ নহে । ভগবানের রূপাধার ধ্রুবের যথাবস্থিত দেহ যে চিন্নয়ত্ব লাভ করিয়াছিল, তাহা কখনও নষ্ট হইবে না । ভগবানের স্বরূপশক্তির অচিন্ত্য-প্রভাবেরই ইহা ফল । জীবের স্বরূপে তো স্বরূপ-শক্তি নাই । শ্রীকৃষ্ণের বা কৃষ্ণভক্তের রূপাধার ভক্তব্রজের অহুষ্ঠানের ফলে স্বরূপশক্তি সাধকের চিত্তে

আবির্ভূত হইয়া ভক্তি-প্রেমাদিরূপে আত্মপ্রকাশ করেন। স্বরূপ-শক্তির আবির্ভাব এবং তজ্জাত ভক্তি-প্রেমাদি হইল আগন্তুক; আগন্তুক বলিয়া কি তাহা কখনও অন্তর্হিত হইবে? অন্তর্হিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকিলে তো সাধন-ভজনেরই কোনও সার্থকতা থাকে না। জীব কৃষ্ণের নিত্যদাস। অনাদিবহির্ভূত যাবৎ জীবকে তাহার কৃষ্ণদাসত্বে প্রতিষ্ঠিত করার জন্ত “লোকনিষ্ঠারিব এই দৈব-স্বভাব”-বশতঃ শ্রীকৃষ্ণ সর্বদাই চেষ্টা করিতেছেন; ইহারই ফলে জীবচিত্তে স্বরূপ-শক্তির আবির্ভাব; স্বরূপশক্তি রূপা করিয়া জীবচিত্তে আসেন—তাহাকে শ্রীকৃষ্ণসেবার উপযোগী করিয়া তাঁহাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণসেবা করাইবার উদ্দেশ্যে, চলিয়া যাওয়ার জন্ত তিনি আসেন না; যে-মুহূর্ত্তে চলিয়া যাইবেন, সেই মুহূর্ত্তেই তো জীব শ্রীকৃষ্ণসেবা হইতে বঞ্চিত হইবেন। ইহা স্বরূপ-শক্তির কিসা শ্রীকৃষ্ণেরও অভিপ্রেত হইতে পারে না। জীব স্বরূপতঃ কৃষ্ণদাস বলিয়া এবং স্বরূপশক্তির রূপাব্যতীত কৃষ্ণসেবা হইতে পারে না বলিয়া জীবস্বরূপের সহিত স্বরূপ-শক্তির এমনই একটা স্বাভাবিক সম্বন্ধ বর্ত্তমান, যাহাতে স্বরূপ-শক্তি কোনও জীবকে একবার রূপা করিলে সেই রূপা হইতে সেই জীব আর কখনও বঞ্চিত হইতে পারেন না। স্বরূপশক্তির বা স্বরূপ-শক্তির বৃত্তি ভক্তির স্বরূপগত ধর্ম্মই এইরূপ। শ্রীমদ্ভাগবতের “ভ্যক্তা স্বধর্ম্মং চরণাঙ্ঘ্র্যং হরের্ভজরূপকৌথ পতেত্ততো যদি। যত্র ক বাভদ্রমভূদমুশ্রু কিং কোবার্থ আশ্বেহভজতাং স্বধর্ম্মতঃ ॥ ১।৫।১৭ ॥”—শ্লোকের টীকায় শ্রীজীব এবং চক্রবর্ত্তিপাদ উভয়েই ভক্তির এরূপ অবিচ্ছিন্ন-ধর্ম্মের কথা বলিয়া গিয়াছেন। “ভক্তিবাসনায় স্ববিচ্ছিন্নধর্ম্মাৎ—শ্রীজীব। ভক্তি-বাসনায় স্বহৃচ্ছিত্তিধর্ম্মাৎ স্বস্বরূপেণ তদাপি সন্তাৎ—চক্রবর্ত্তী।” গীতার “ন মে ভক্তঃ প্রণশ্চতি”—এই শ্রীকৃষ্ণোক্তিভেদেও সে-কথাই ধ্বনিত হইতেছে। সুতরাং কৃষ্ণশক্তি বা কৃষ্ণের রূপা আগন্তুকী বলিয়া অনিত্যত্বের প্রশংসা উঠিতে পারে না।

যাহা হউক, উপরে ঋষিচরী গোপীদিগের প্রসঙ্গে যাহা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাতে জানা গেল—তাঁহাদের সাধক-দেহ-ভঙ্গ-সময়ে তাঁহারা “জাতরত্নসুর” ছিলেন, “জাতপ্রেম” ছিলেন না। উজ্জলনীলমণিতেও তাঁহাদের সম্বন্ধে একথাই বলা হইয়াছে—“লব্ধভাবা ব্রজে গোপ্যো জাতাঃ পান্ন ইতীরিতম্ ॥ কৃষ্ণবল্লভ-প্রকরণ ॥ ২৯ ॥—পদ্ম-পূরণ অনুসারে জানা যায়, ‘লব্ধভাবা’ হইয়া তাঁহারা ব্রজে গোপীরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।” ভাব ও রতি—একার্থক শব্দ। সুতরাং লব্ধভাব অর্থ জাতভাব বা জাতরতি। জাতরতিত্বের অবস্থাতেই যোগমায়া কেন তাঁহাদিগকে ব্রজে গোপকন্ডারূপে আবির্ভাবিত করাইলেন? পূর্বে বলা হইয়াছে—ঋষিচরী গোপীগণ ছিলেন যৌথিকী; যৌথিকী বলিয়াই কি তাঁহারা জাতপ্রেম হইতে পারেন নাই? তাহা মনে হয় না; কারণ, উজ্জল-নীলমণি হইতে জানা যায়, ঋষিচরী গোপীগণও ছিলেন যৌথিকী এবং জাতপ্রেম হইয়াই তাঁহারা গোপকন্ডারূপে ব্রজে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। উপনিষদগণ “তপাংসি শ্রদ্ধয়া কৃষা প্রেমাঢ্যা জজিরে ব্রজে ॥ কৃষ্ণবল্লভ-প্রকরণ ॥ ৩০ ॥”

ঋষিচরী এবং ঋষিচরী—উভয়েই যৌথিকী। তথাপি রতিপর্যায়মাত্র উদ্বুদ্ধ হওয়ার পরই যোগমায়াদেবী ঋষিচরীদিগকে ব্রজে আনিয়া জন্ম দেওয়াইলেন; কিন্তু ঋষিচরীদিগকে প্রেমপর্যায়-লাভ পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইল। দণ্ডকারণ্যবাসী মুনিদিগের প্রতি পুরোজিহিত শ্রীরাামচন্দ্রের রূপাই তাঁহাদের প্রতি যোগমায়া এই রূপাবৈশিষ্ট্যের হেতু কিনা বলা যায় না।

যাহা হউক, ঋষিচরী গোপীদিগেরই ব্রজে জাত দেহের গুণময়ত্বের কথা বলা হইয়াছে। ঋষিচরীদিগের সম্বন্ধে এরূপ কোনও কথা শ্রীমদ্ভাগবতে দৃষ্ট হয় না। ইহাতে মনে হয়—ঋষিচরী গোপীগণ জাতপ্রেম হইয়া ব্রজে জন্মগ্রহণ করেন নাই বলিয়াই তাঁহাদের দেহ প্রথম হইতেই চিন্ময় ছিল না, প্রথমে ছিল গুণময়। এজন্যই তাঁহাদের জন্মগ্রহণ করেন নাই বলিয়াই তাঁহাদের দেহ প্রথম হইতেই চিন্ময় ছিল না, প্রথমে ছিল গুণময়। এজন্যই তাঁহাদের মধ্যে কাহাকেও কাহাকেও পতিকর্ষক উপভুক্ত্যও হইতে হইয়াছে, নিত্যসিদ্ধ গোপীদের সঙ্গে অভিসার করা হইতেও বাধাপ্রাপ্ত হইতে হইয়াছে। কিন্তু ঋষিচরী গোপীগণ জাতপ্রেম হইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া নিত্যসিদ্ধাদি গোপীদের সঙ্গে প্রভাবে বয়ঃসন্ধি অবস্থা হইতেই তাঁহাদের প্রেম ক্রমশঃ পরিপুষ্ট লাভ করিয়া মহাভাব-পর্যায়ে উন্নীত হইয়াছিল; এবং এজন্যই তাঁহারা নিত্যসিদ্ধ গোপীদের সঙ্গেই অভিসারবতী হওয়ার সৌভাগ্য পাইয়াছিলেন।

উল্লিখিত আলোচনা হইতে ইহাও জানা গেল—সাধকের যথাবস্থিত দেহে প্রেম পর্যন্ত লাভই সাধারণ নিয়ম।

কাস্তাভাবের সাধনের কথা বর্ণন-প্রসঙ্গে রায়রামানন্দ শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকটে যে দণ্ডকারণ্যবাসী ঋষিদের দৃষ্টান্তের পরিবর্তে শ্রুতিগণের দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্যও ইহাই বলিয়া মনে হয় যে, গোপীদের আত্মগতো যিনি রাগাহুগীয় ভজনের অচুষ্ঠান করিবেন শ্রুতিগণের জায় তিনিও যথাবস্থিত সাধক-দেহে প্রেম পর্য্যন্ত লাভ করিতে পারিবেন। দণ্ডকারণ্যবাসী-মুনিগণের (ঋষিচরী-গোপীগণের) পক্ষে—সম্ভবতঃ শ্রীরামচন্দ্রের কুপার ফলেই—রতি-পর্য্যায় পর্য্যন্ত লাভের পরেই যোগমায়া কর্তৃক তাঁহাদের ব্রজে আনয়ন একটা বিশেষ ব্যবস্থা, সাধারণ বিধির ব্যতিক্রম।

যাহাহউক, উল্লিখিত আলোচনা হইতে ব্রজভাবের সাধকদের সিদ্ধদেহ-প্রাপ্তিসম্বন্ধে, বৈষ্ণবাচার্য্য গোস্বামি-পাদগণের অভিপ্রায় এইরূপ বলিয়া মনে হয় :—ব্রজভাবের সাধক তাঁহার যথাবস্থিত দেহে প্রেম পর্য্যন্ত লাভ করিলেই তাঁহার দেহভঙ্গের পরে,—তখন যে-ব্রজাণ্ডে শ্রীকৃষ্ণের প্রকট-লীলা চলিতে থাকে, সেই ব্রজাণ্ডে—যোগমায়া তাঁহাকে নিয়া আহিরী গোপীগর্ভ হইতে আবির্ভাবিত করাইবেন ; যেই দেহে তিনি লীলাস্থলে জন্মগ্রহণ করিবেন, তাহা হইবে সচ্চিদানন্দময় এবং তাঁহার অন্তর্নিহিত সিদ্ধদেহের অনুরূপ (অর্থাৎ তিনি যদি কাস্তাভাবের সাধক হয়েন, তিনি গোপকন্যা-দেহ পাইবেন, তিনি যদি সখ্যভাবের সাধক হয়েন, তিনি গোপ-বালক-দেহ পাইবেন ; ইত্যাদি)। তারপর, তাঁহার ভাবানুকূল নিত্যসিদ্ধ পরিকরদের সঙ্গে মাহাত্ম্যে এবং তাঁহাদের মুখে শ্রীকৃষ্ণকথা-শ্রবণাদির মাহাত্ম্যে তাঁহার প্রেম ক্রমশঃ গাঢ়তা লাভ করিতে করিতে যখন অভীষ্ট-কৃষ্ণসেবার উপযোগী স্তরে উন্নীত হইবে, তখনই তাঁহার সেই দেহ সিদ্ধদেহে—পার্ষদদেহে—পরিণত হইবে এবং তখনই তিনি নিত্যসিদ্ধ পরিকরদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণপরিকররূপে (সাধনসিদ্ধ পরিকররূপে) স্বীয় অভীষ্ট লীলায় প্রবেশ করিয়া শ্রীকৃষ্ণসেবার অধিকারী হইবেন। যে-সচ্চিদানন্দময় দেহে তিনি ব্রজে আহিরী গোপের গৃহে জন্মগ্রহণ করিবেন, শ্রীকৃষ্ণের অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবেই তিনি তাহা পাইবেন ; এবং নিত্যসিদ্ধ-পরিকরদের সঙ্গে ফলে তাঁহার সেই দেহই যে-পার্ষদদেহে পরিণত হইবে, তাহাও শ্রীকৃষ্ণের শক্তিতেই। তিনি যদি কাস্তাভাবের সাধক হয়েন, গোপকন্যারূপে চিন্ময় দেহে ব্রজে জন্মগ্রহণ করিলে নিত্যসিদ্ধ গোপীদের সৌভাগ্য তাঁহার লাভ হইবে। কারণ, জাতপ্রেম বলিয়া শ্রীকৃষ্ণে তাঁহার মমত্যাতিশয় জন্মিবে, তাঁহার মনও হইবে—সম্যাকরূপে মন্থিত। তাঁহার এতাদৃশ প্রেমই তাঁহাকে নিত্যসিদ্ধ গোপীদের সঙ্গে নিমিত্ত ঔৎসুক্য দান করিবে ; তাঁহার দেহে গুণময়ত্ব থাকিবে না বলিয়া শ্রীকৃষ্ণব্যতীত অন্য কোনও বিষয়েও তাঁহার মন যাইবে না। নিত্যসিদ্ধ গোপীদের সঙ্গে প্রভাবে তাঁহার প্রেম ক্রমশঃ মহাভাব-পর্য্যয়ে উন্নীত হইবে, তিনি শ্রীকৃষ্ণে পূর্ব্বরাগবতীও হইবেন এবং ক্ষুণ্ণভিত্তে শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্গ লাভও তাঁহার হইবে। তথাপি পরকীয়াত্ব-সিদ্ধির নিমিত্ত কোনও গোপের সঙ্গে তাঁহার বিবাহ হইবে ; কিন্তু পতিমন্ত্রের অঙ্গস্পর্শাদি হইতে যোগমায়াই তাঁহাকে রক্ষা করিবেন। যথাসময়ে নিত্যসিদ্ধ গোপীদের সঙ্গেই তিনি শ্রীকৃষ্ণলীলায় প্রবিষ্ট হইবেন।

নবদ্বীপের সিদ্ধদেহ-প্রাপ্তিও অনুরূপ ভাবেই হইয়া থাকে।

শ্রীশ্রীগৌরতত্ত্ব-সম্বন্ধে

(১)

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় মূলগ্রন্থের গৌরকৃপা-তরঙ্গিণীটীকাতে এবং ভূমিকাতেও গৌরতত্ত্ব-সম্বন্ধে আমরা কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছি। সৰ্ব্বদাই আমরা গোস্বামিশাস্ত্রের সহিত সঙ্গতি-রক্ষার চেষ্টা করিয়াছি। সেই আলোচনায় শ্রীল স্বরূপদামোদর-গোস্বামীর এবং শ্রীল কবিরাজগোস্বামীর উক্তি অহুসারে আমরা বলিয়াছি—শ্রীরাধা এবং শ্রীকৃষ্ণের মিলিত স্বরূপই শ্রীশ্রীগৌরহৃন্দর।

শুনা যাইতেছে, কেহ কেহ নাকি বলেন—শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ এই উভয়ে মিলিত হইয়াই যে গৌর হইয়াছেন, তাহা নয় ; ইহা সম্ভব হইতে পারে না। এক জন কখনও আর একজনের সঙ্গে এই ভাবে মিলিয়া যাইতে পারে না। আসল কথা হইতেছে এই যে, শ্রীরাধার ভাব এবং কাস্তি নইয়াই শ্রীকৃষ্ণ গৌর হইয়াছেন ; উভয়ের দেহের একত্র মিলন উৎপ্রেক্ষ্যাত্মক, অর্থাৎ শ্রীরাধার ভাব-কাস্তি নইয়া শ্রীকৃষ্ণ গৌর হইয়াছেন বলিয়াই বলা হয়. যেন উভয়ে মিলিয়াই গৌর হইয়াছেন।

এ-সম্বন্ধে আমাদের নিবেদন এই। পরম্পর হইতে ভিন্ন দুই ব্যক্তির মধ্যে এক জনের দেহ যে অপর জনের দেহের সহিত সম্পূর্ণরূপে মিলিয়া এক হইয়া যাইতে পারে না, ইহা অতি সত্য কথা। কিন্তু এইরূপ দুই ব্যক্তির মধ্যে এক জনের ভাব এবং কাস্তিও অপর জন গ্রহণ করিতে পারে না। অন্তের কথা ছাড়িয়া দিয়া পিতামাতার দৃষ্টান্ত ধরিয়াই আলোচনা করা যাউক। পিতা এবং মাতা উভয়েরই সম্ভানের প্রতি বাৎসল্য আছে ; কিন্তু উভয়ের বাৎসল্য সৰ্ব্বতোভাবে একরূপ নহে ; পিতা অপেক্ষা মাতার বাৎসল্য তীব্রতর। বাহাইউক. সম্ভানের প্রতি উভয়েরই বাৎসল্য থাকা সত্ত্বেও পিতা চেষ্টা করিলেও মাতার মত বাৎসল্যের অধিকারী হইতে পারেন না। এক জনের রূপ বা কাস্তিও আর এক জন গ্রহণ করিতে পারেন না। সাধনে সিদ্ধিলাভের ফলে কোনও কোনও স্থলে সাক্ষ্যপালাভের কথা শুনা যায় ; কিন্তু তাহা হয়—সাধকের দেহত্যাগের পরে ; বিশেষতঃ সেই সাক্ষ্যে কেবল কাস্তিমাত্রের লাভই হয় না—ভিতরে এক রকম বর্ণ, বাহিরে আর এক রকম কাস্তি থাকে না ; সেই সাক্ষ্যে একটা মাত্র বর্ণই থাকে, বাহা বাহিরে দেখা যায়। শ্রীকৃষ্ণ সৰ্বদাই শ্রীরাধার রূপ চিন্তা করিয়া থাকেন সত্য ; কিন্তু তাঁহার দেহত্যাগের কথা কল্পনাও করা যায় না ; যেহেতু, তিনি অজ্ঞ, শাস্ত, নিত্য ; হুতরাং সাধকের জায় দেহত্যাগের পরে শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে রাধারূপ চিন্তার ফলে রাধার বর্ণপ্রাপ্তির কল্পনা করা যায় না। যদি বলা যায়—দেহত্যাগব্যতীতও শ্রীরাধার রূপ চিন্তা করিতে করিতেই শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার কাস্তি পাইতে পারেন। তাহাই যদি হইত, তাহা হইলে ব্রজলীলাতেই শ্রীকৃষ্ণ গৌরবর্ণ হইয়া যাইতেন, তাঁহার কৃষ্ণবর্ণ আর থাকিত না। তাহা যখন হয় না, তখন কেবল রাধারূপ চিন্তার ফলে শ্রীকৃষ্ণ গৌর হইয়াছেন, একথাও বলা যায় না।

দুই জন বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে এক জন আর এক জনের ভাব গ্রহণ করিতে পারে না সত্য ; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ যে শ্রীরাধার ভাব গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাও সত্য। কিরূপে শ্রীকৃষ্ণ তাহা করিলেন, তাহা বর্ণনা করিতে যাইয়া স্বরূপদামোদরের আত্মগতোই কবিরাজ গোস্বামী দেখাইয়াছেন—শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধা তত্ত্বতঃ ভিন্ন বস্তু নহেন ; তাঁহারা স্বরূপতঃ একই—“রাধা কৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ । ১।৪।৮৫ ॥” কিরূপে তাঁহারা একই স্বরূপ হইলেন ? ইহার উত্তর কবিরাজ গোস্বামীর উক্তিতেই পাওয়া যায়। “রাধা পূর্ণ শক্তি, কৃষ্ণ পূর্ণ শক্তিমান্। দুই বস্তু ভেদ নাহি শাস্ত্র পরমাণ ॥ যুগমদ, তার গন্ধ বৈছে অবিচ্ছেদ। অগ্নি জালাতে বৈছে নাহি কত ভেদ ॥ রাধা কৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ । লীলা-রস আশ্বাদিতে ধরে দুই রূপ ॥ ১।৪।৮৬-৫ ॥” শ্রীল স্বরূপদামোদরও একথাই বলিয়াছেন। “রাধা কৃষ্ণপ্রণয়-বিকৃতিহ্লাদিনী শক্তিরসদেকাআনাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গর্তো তৌ ॥” শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে

তাবিক সম্বন্ধ হইল অচিন্ত্যভেদাভেদ-সম্বন্ধ ; যেহেতু, শ্রীরাধা হইলেন শক্তি, আর শ্রীকৃষ্ণ হইলেন শক্তিমান। শক্তি ও শক্তিমানের মধ্যে সম্বন্ধই হইল ভেদাভেদ-সম্বন্ধ। অগ্নি ও অগ্নির দাহিকাশক্তির জ্বায় তাঁহারা পরস্পর হইতে অবিচ্ছেদ্য হইলেও লীলারস আন্বাদনের জন্ত অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবে অনাদিকাল হইতেই দুইরূপে বিদ্যমান। একথা নারদপঞ্চরাত্রও বলিয়াছেন। “দ্বিভূজঃ সোহপি গোলোকে বভ্রাম রাসমণ্ডলে। গোপবেশশ্চ তরুণো জলদশামহুন্দরঃ ॥ ২।৩।২১ ॥ এক ঈশঃ প্রথমতো দ্বিধারূপো বভুব সঃ। একা স্ত্রী বিষ্ণুমায়া যা পূমানেকঃ স্বয়ং বিভূঃ ॥ স চ স্বেচ্ছামহঃ শ্রামঃ সগুণো নিগুণঃ স্বয়ম্। তাং দৃষ্ট্বা হুন্দরীং লোলাং রতিং কৰ্ত্তুং সমুত্ততঃ ॥ ২।৩।২৪-৫ ॥” শ্রীরাধা যে শ্রীকৃষ্ণের তুল্যই ব্রহ্মরূপ, তাহাও নারদপঞ্চরাত্র বলিয়াছেন। “যথা ব্রহ্মরূপশ্চ শ্রীকৃষ্ণঃ প্রকৃতেঃ পরঃ। তথা ব্রহ্মরূপা চ নিলিপ্তা প্রকৃতেঃ পরা ॥ ২।৩।৫১ ॥” শ্রীরাধায় ও শ্রীকৃষ্ণে যে তত্ত্বতঃ কোন ভেদ নাই, পদ্মপুরাণ পাতালখণ্ড হইতেও তাহা জানা যায়। শ্রীশিব নারদকে বলিতেছেন—“রাধিকা পরদেবতা। * *। সা তু সাক্ষ্যমহালক্ষ্মী কৃষ্ণো নারায়ণঃ প্রভুঃ। নৈতর্যোর্বিষ্মতে ভেদঃ স্বল্লোহপি মুনিসত্তম ॥ ৫।১।৫৩-৫ ॥” আবার স্বয়ং শ্রীরাধাও নারদকে বলিয়াছেন—“অহং চ বাহুদেবাখ্যো নিত্যং কামকলাত্মকঃ। * * *। আবহোরন্তরং নাস্তি সত্যং সত্যং হি নারদ ॥ ৪।৪।৪৬-৬ ॥” শ্রীরাধা এবং শ্রীকৃষ্ণ বাস্তবিক একই স্বরূপ ; প্রাকৃত জগতের দুই ব্যক্তির মত তাঁহারা ভিন্ন নহেন। তাঁহারা একেই দুই, আবার দুইয়েও এক। এই জটাই শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধা উভয়ে মিলিয়া এক হইতে পারিয়াছেন। তাহাই কবিরাজ-গোস্বামী বলিয়াছেন—“রাধা কৃষ্ণ এক আত্মা দুই দেহ ধরি। অত্মোত্তে বিলসে রস আন্বাদন করি ॥ সেই দুই এক এবে চৈতন্যগোসাঞি। রস আন্বাদিতে দৌহে হৈলা এক ঠাই। ১।৪।৪২-৫০ ॥” এক জাতীয় রসবৈচিত্র্য আন্বাদনের উদ্দেশ্যে একই দুই হইয়াছেন ; আর এক জাতীয় রস-বৈচিত্র্য আন্বাদনের জন্ত দুইই এক হইয়াছেন। উভয়ই অনাদিকালে। শ্রীরাধার সহিত মিলিত হইতে পারিয়াছেন বলিয়াই শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে শ্রীরাধার ভাব ও কাস্তি গ্রহণ সম্ভব হইয়াছে, তিনি “রাধাভাবদ্ব্যতিস্ববলিত” হইতে পারিয়াছেন। একথাই শ্রীল স্বরূপদামোদরও বলিয়াছেন। “চৈতন্যাত্ম্যং প্রকটমধুনা তদ্ব্যবক্যমাশুং রাধাভাবদ্ব্যতি-স্ববলিতং নোমি কৃষ্ণস্বরূপম্ ॥” ইহাতেই তিনি “রসরাজ মহাভাব দুই একরূপ” হইতে পারিয়াছেন। গৌরাঙ্গী শ্রীরাধার প্রতি গৌর অঙ্গদ্বারা স্বীয় প্রতি শ্রাম অঙ্গে স্পৃষ্ট (আলিঙ্গিত) হইয়াই যে শ্রীকৃষ্ণ গৌর হইয়াছেন, শ্রীমদমহাপ্রভু রায়রামা-নন্দের নিকটে তাহা স্পষ্টভাবেই ব্যক্ত করিয়াছেন। “গৌর অঙ্গ নহে যৌর রাধাঙ্গ-স্পর্শন। গোপেন্দ্রহৃত বিনা তেঁহো না স্পর্শে অঙ্গ জন ॥ তার ভাবে ভাবিত আমি করি আত্মমন। তবে নিজ মাধুর্য্যরস করি আন্বাদন।” শ্রীমদভাগবতের “কৃষ্ণবর্ণং ত্রিষাকৃষ্ণম্”-শ্লোকের মর্ম্মও ইহাই। যে-খানেই গৌরতত্ত্বের কথা বলা হইয়াছে সে-খানেই শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের একীভূতত্বের কথাই বলা হইয়াছে, উৎপ্রেক্ষার ভাব (যেন শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ একত্রিতই হইয়াছেন, এইরূপ ভাব) কোনও স্থলেই ব্যক্ত হয় নাই।

স্বরূপতঃ এক এবং অভিন্ন তত্ত্ব বলিয়াই তাঁহাদের পক্ষে এক হওয়া সম্ভব হইয়াছে এবং এইভাবে এক হওয়াতেই শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে শ্রীরাধার ভাব এবং কাস্তি গ্রহণ সম্ভব হইয়াছে। উভয়ে মিলিয়া এক না হইলে শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে শ্রীরাধার ভাব এবং কাস্তি গ্রহণ সম্ভব হইত না। কারণ, দুইজন স্বরূপতঃ এক তত্ত্ব হইলেও এক জনের কেবল ভাব বা কেবল কাস্তি, অথবা ভাব এবং কাস্তি, অপর জনের পক্ষে গ্রহণ সম্ভব নয় ; যেহেতু, কোনও স্বরূপের ভাব এবং কাস্তি সেই স্বরূপ হইতে অবিচ্ছেদ্য। বস্তুতঃ, ভাবই স্বরূপের বৈশিষ্ট্য ; স্বরূপ ভাবেরই মূর্ত্ত রূপ। একই স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কেবল ভাবভেদেই বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপ রূপে বিরাজিত। একই শ্রীরাধা কেবল ভাবভেদেই বিভিন্ন কাস্ত্যশক্তিরূপে বিরাজিত। ভাবকে বাদ দিয়া স্বরূপের কল্পনা করাও চলে না। স্বরূপকে বাদ দিয়া ভাবকেও গ্রহণ করা চলে না। স্বরূপকে গ্রহণ করিলেই স্বরূপের ভাব এবং কাস্তিকেও গ্রহণ করা সম্ভব হইতে পারে। স্বরূপকে বাদ দিয়া যদি কেবল ভাবগ্রহণ সম্ভব হইত, ব্রজলীলাতেই শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাধার পৃথক সত্ত্বা রক্ষা করিয়া তাঁহার ভাব এবং কাস্তি গ্রহণ করিয়া স্বীয় মাধুর্য্যরস আন্বাদন করিতে পারিতেন ; তাহাতে এক ব্রজের বিষয়জাতীয় এবং আশ্রয়-জাতীয় এই উভয় জাতীয় রসই শ্রীকৃষ্ণ আন্বাদন করিতে পারিতেন। তাহা সম্ভব নয় বলিয়াই শ্রীরাধার ভাব গ্রহণের জন্ত

শ্রীকৃষ্ণকে শ্রীরাধার সহিত মিলিত হইয়া এক হইতে হইয়াছে ; শ্রীরাধার প্রতি নবগৌরচনা-গৌর অঙ্গদ্বারা স্বীয় প্রতিশ্রাম অর্থে আলিঙ্গিত হইয়া শ্রামসুন্দরকে গৌরসুন্দর হইতে হইয়াছে এবং আশ্রয়-জাতীয় রস আশ্বাদনের জগ্ন শ্রীরাধার ভাবে শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয়-মনকে (দেহেন্দ্রিয়-চিন্তকে) বিভাবিত করিতে হইয়াছে ।

কোনও কোনও স্থলে অবশ্য বলা হইয়াছে—শ্রীরাধার ভাব-কান্তি অঙ্গীকার করিয়াই শ্রীকৃষ্ণ গৌর হইয়াছেন । এ-সকল স্থলে কান্তি-অঙ্গীকারের দ্বারাই উভয়ের একীভূতত্ব সূচিত হইতেছে । স্বীয় মাধুর্য আশ্বাদনই শ্রীকৃষ্ণের মুখ্য উদ্দেশ্য ; গৌরাদ হওয়াই তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য নহে । স্বীয় মাধুর্য আশ্বাদনের জগ্ন শ্রীরাধার ভাবগ্রহণই অত্যাৱশ্যক, গৌরাদ হওয়ার—সুতরাং শ্রীরাধার কান্তি গ্রহণের—অত্যাৱশ্যকতা নাই । শ্রীরাধার সহিত একীভূত না হইলে শ্রীরাধার ভাবগ্রহণ সম্ভব নয় বলিয়াই শ্রীকৃষ্ণকে শ্রীরাধার সহিত মিলিত হইয়া এক হইতে হইয়াছে ; তাহাতেই শ্রীরাধার কান্তিও গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে গৌর হইতে হইয়াছে । উভয়ে মিলিত হইয়া একীভূত না হইলে কান্তিগ্রহণও সম্ভব নয় । তাই কান্তি অঙ্গীকারের দ্বারা (অর্থাৎ শ্রীরাধার ভাব-কান্তি অঙ্গীকারের দ্বারা) শ্রীরাধাকৃষ্ণের একীভূত হওয়াই সূচিত হইতেছে ।

গৌরতত্ত্বের মূল প্রমাণেই শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের একত্ব প্রাপ্তির কথাই দৃষ্ট হয় এবং একত্ব-প্রাপ্তিবশতঃই রাধাভাব-হ্র্যতি-স্ববলিতত্ত্বের কথা দৃষ্ট হয় । “চৈতন্যখ্যং প্রকটমধুনা তদ্ব্যকৈক্যমাখং রাধাভাবহ্র্যতিস্ববলিতং নোমি কৃষ্ণস্বরূপম্ ।”

কেহ কেহ নাকি আবার বলেন—শ্রীকৃষ্ণ যে রাধিকাস্বরূপ হইতে চাহিয়াছিলেন, তাহার কোনও প্রমাণ নাই । এ-বিষয়ে আমাদের নিবেদন এই যে—ইহার প্রমাণ যথেষ্ট আছে । কবিরাজগোস্বামী লিখিয়াছেন—শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, “রাধিকাস্বরূপ হইতে তবে মন ধায় ॥ ১৪।১২৭ ॥” শ্রীকৃষ্ণগোস্বামীও তাঁহার ললিতমাধৱে শ্রীকৃষ্ণের কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন—“সরভসমুপভোক্তুং কাময়ে রাধিকেব ॥ ৮।৩২ ॥” এবং “চেতঃ কেলিকুতূহলোত্তরলিতং সত্যং সখে মামকং যশ প্রেক্ষ্য স্বরূপতাং ব্রজবধূসারূপ্যমন্নিচ্ছতি ॥ ৪।১৯ ॥”

(২)

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের উক্তি হইতে জানা যায়, স্বয়ংভগবানের ব্রজলীলা অপেক্ষা নবদ্বীপ-লীলার অনেক বিষয়ে বৈশিষ্ট্য আছে । প্রথমতঃ কৃপার বৈশিষ্ট্য । দ্বাপর-লীলায় শ্রীকৃষ্ণরূপে তিনি অস্বরদিগকে সংহার করিয়াছেন, কলিতে শ্রীগৌরানুরূপে কাহাকেও প্রাণে মারেন নাই, অস্বরদিগের অস্বরত্বের বিনাশ করিয়াছেন । দ্বাপরলীলায় অস্বরদিগকে নিহত করিয়াও ব্রজপ্রেম দেন নাই ; কিন্তু নবদ্বীপলীলায় সকলকেই ব্রজপ্রেম দিয়াছেন । দ্বাপরলীলায় শ্রীকৃষ্ণ নিজে উপযাচক হইয়া আপামর সাধারণকে ব্রজপ্রেম দান করেন নাই ; কিন্তু কলি-লীলায় শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর অবতীর্ণ হইয়াছেন—নির্বিচারে আপামর-সাধারণকে অনর্গল প্রেমভক্তি বিতরণের উদ্দেশ্যে এবং নিজেও বিতরণ করিয়াছেন, তাঁহার পার্শ্বদবৃন্দের দ্বারাও বিতরণ করাইয়াছেন । দ্বাপরলীলায় ভজনের আদর্শ স্থাপন করেন নাই, কলির লীলায় তাহাও করিয়াছেন । শ্রীরাধার প্রেমমহিমা গৌররূপে যেভাবে (দীর্ঘাকৃতি-কুর্মাাকৃতি-ধারণাদি লীলা প্রকটিত করিয়া) অভিব্যক্ত করিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণরূপে সেভাবে করেন নাই । তাই পদকর্তা বলিয়াছেন—“যদি গৌর না হইত, কেমন হইত, কেমনে ধরিতাম দে । রাধার মহিমা, প্রেমরস-সীমা, জগতে জানাত কে ॥ মধুরবৃন্দাবিনিন-মাধুরী প্রবেশ চাতুরী-সার । বরজ যুবতী ভাবের আরতি শক্তি হইত কার ॥” এইরূপে দেখা যায়, শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ অপেক্ষা শ্রীগৌর-স্বরূপেই স্বয়ংভগবানের করুণাবিকাশের উৎকর্ষ ।

দ্বিতীয়তঃ, মাধুর্যের বৈশিষ্ট্য । গোদাবরী-তীরে ভাগ্যবান্ রায়রামানন্দ শ্রামসুন্দর বংশীবদনের সাক্ষাতে কাঞ্চন-পঞ্চালিকাসদৃশা শ্রীশ্রীরাধারাগীর দর্শন পাইয়াছেন ; শ্রীশ্রীরাধারাগীর অঙ্গকান্তিতে শ্রামসুন্দরের সর্ব-অঙ্গকে আচ্ছাদিত হইতেও দেখিয়াছেন । ইহা মদনমোহনরূপ—বরু মদনমোহনরূপ অপেক্ষাও একটা বৈশিষ্ট্যময়রূপ । একথা বলার হেতু এই যে, শ্রীরাধার সান্নিধ্যেই শ্রীকৃষ্ণের মদনমোহনরূপের বিকাশ হয় সত্য ; কিন্তু শ্রীরাধার সান্নিধ্যে শ্রীরাধার অঙ্গকান্তিতে শ্রামসুন্দরের অঙ্গ সকল-সময়েই কি আচ্ছাদিত হয় ? শ্রীরাধার সান্নিধ্যে শ্রীকৃষ্ণের যে-অপূর্ব মাধুর্যের বিকাশ, তাহাতেই তিনি মদনমোহন । সেই মদনমোহনরূপের উপরে শ্রীরাধার অঙ্গকান্তির প্রলেপ

মদনমোহনরূপের যে একটা বৈশিষ্ট্য দান করে, তাহা অস্বীকার করা যায় না—ইহা যেন আনন্দঘন-বিগ্রহের সর্বত্র একটা তরল আনন্দের প্রলেপ। এই অপূর্ণ রূপের দর্শনে রায়রামানন্দ অবশ্যই এক অনির্বচনীয় আনন্দ অহুভব করিয়াছিলেন; কিন্তু এই আনন্দের আশ্বাদনজনিত উন্মাদনা তিনি সধরণ করিতে পারিয়াছিলেন; তখন আনন্দাধিক্যে তিনি মুচ্ছিত হয়েন নাই। রায়রামানন্দ হইলেন ব্রজের বিশাখা। ব্রজলীলায়—ললিতা-বিশাখাদি নিত্যই মদনমোহনরূপ দর্শন করিয়া থাকেন; মুচ্ছিত হইয়া পড়িলে তাঁহাদের পক্ষে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের তৎকালীন সেবা তো সম্ভব হয় না। মদনমোহনরূপের আশ্বাদনজনিত আনন্দের উন্মাদনা সধরণ করার সামর্থ্য তাঁহাদের আছে। তাই বিশাখাস্বরূপ রায়রামানন্দ শ্রীরাধার হেমকান্তিধারা আচ্ছাদিত শ্রামহন্বরের দর্শনজনিত আনন্দোন্মাদনা সধরণ করিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু প্রভু কৃপা করিয়া যখন তাঁহাকে স্বীয়-স্বরূপ—রসরাজ-মহাভাব ছুই একরূপ—দেখাইলেন, তখন এই রূপের দর্শনজনিত আনন্দোন্মাদনা রায়রামানন্দ সধরণ করিতে পারিলেন না; আনন্দের আধিক্যে তিনি মুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন। মদনমোহনরূপ অপেক্ষাও এই অপূর্ণ রূপে যে এক অপূর্ণ অনির্বচনীয় মাধুর্যাতিশয়ের বিকাশ, ইহাই তাহার প্রমাণ। ইহাতেই শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ অপেক্ষা শ্রীশ্রীগৌরস্বরূপের মাধুর্যের উৎকর্ষ স্থচিত হইতেছে।

তৃতীয়তঃ, লীলার বৈশিষ্ট্য। কবিরাজগোস্বামী বলেন, শ্রীচৈতন্যলীলারূপ অক্ষয়সরোবর হইতেই কৃষ্ণলীলামৃত-সারের শত শত ধারা সর্ষদিকে প্রবাহিত হইতেছে। “কৃষ্ণলীলামৃতসার, তার শত শত ধার, দশদিকে বহে যাহা হৈতে। সে চৈতন্যলীলা হয়, সরোবর অক্ষয়, মনোহর চরাহ তাহাতে ॥ ২১৫১২২৩ ॥”; কবিরাজগোস্বামী আরও লিখিয়াছেন, কৃষ্ণভক্তিসঙ্গীয় সিদ্ধান্তসমূহ এবং প্রেম-রসসমূহ শ্রীচৈতন্যলীলারূপ অক্ষয় সরোবরেই প্রক্ষুণ্ণিত কমল-কুমুদের ছায়া বিরাজিত। কৃষ্ণভক্তি-সিদ্ধান্তগণ, যাতে প্রফুল্ল পদ্মবন, তার মধু কর আশ্বাদন। প্রেমরস-কুমুদ-বনে প্রফুল্লিত রাক্ষসিনী, তাতে চরাও মনোভুগণ ॥ ২১৫১২২৫ ॥” কবিরাজগোস্বামী আরও লিখিয়াছেন—চৈতন্য-লীলা অমৃতের সমুদ্রতুল্য এবং কৃষ্ণলীলা স্বরূপতুল্য; কর্পূর-সংযোগে অমৃতের আশ্বাদনজনিত উন্মাদনা বর্জিত হয়, মাধুর্যের প্রাচুর্য ক্ষুরিত হয়; তেমনি, কৃষ্ণলীলামৃতায়িত চৈতন্যলীলার আশ্বাদনেও মাধুর্য-প্রাচুর্যের অহুভব হইতে পারে। “চৈতন্যলীলামৃতপূর, কৃষ্ণলীলা কর্পূর, দৌহে যেমি হয় স্বমাধুর্য। সাধুগুরু-প্রসাদে, তাহা যৈই আশ্বাদে, সে-ই জানে মাধুর্য-প্রাচুর্য ॥ যে লীলা অমৃত বিনে, খায় যদি অহুপানে (পাঠান্তর—অমপানে) তত্বে ভক্তের দুর্লব জীবন। যার একবিন্দু পানে, উৎফুল্ল তনুমনে, হাসে গায় করয়ে নর্তন ॥ ২১৫১২২৯-৩০ ॥”

কবিরাজগোস্বামীর উল্লিখিত বর্ণনা হইতে বুঝা যায়, শ্রীকৃষ্ণরূপ অপেক্ষা শ্রীশ্রীগৌরস্বরূপে করুণার, রূপের এবং লীলার এক অপূর্ণ বৈশিষ্ট্য আছে। এই বৈশিষ্ট্যের হেতুও বোধ হয় আছে। ব্রজলীলায় শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ এই উভয়েরই বৈশিষ্ট্য পৃথকভাবে অভিব্যক্ত; যেহেতু, ব্রজলীলায় একাত্ম হইয়াও তাঁহারা পৃথকরূপে অবস্থিত; কিন্তু নবদ্বীপলীলায় তাঁহারা উভয়ে মিলিয়া এক হইয়া গৌর হইয়াছেন; স্বতরাং একই গৌরস্বরূপে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের বৈশিষ্ট্যের সম্মিলন। ব্রজলীলায় পূর্ণশক্তিমান শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণা স্বরূপশক্তি আছেন অমূর্তরূপে; আর মূর্তা পূর্ণা স্বরূপশক্তি আছেন পৃথকরূপে—শ্রীরাধারূপে। কিন্তু নবদ্বীপলীলায় শ্রীশ্রীগৌরে পূর্ণশক্তিমান শ্রীকৃষ্ণ আছেন, পূর্ণা অমূর্তা স্বরূপশক্তিও আছেন, অধিকন্তু আছেন পূর্ণা মূর্তা স্বরূপশক্তি শ্রীরাধা। ইহাই বোধ হয় গৌরস্বরূপের করুণাদির বৈশিষ্ট্যের হেতু।

শ্রীমদমহাপ্রভু বলিয়াছেন, মাধুর্যই ভগবতার সার। শ্রীকৃষ্ণরূপ অপেক্ষা শ্রীগৌররূপেই যখন করুণামাধুর্যের, রূপমাধুর্যের এবং লীলামাধুর্যের অপূর্ণ বৈশিষ্ট্যময় বিকাশ দৃষ্ট হয়, তখন ইহাও মনে হইতে পারে, সর্ববিধ-মাধুর্যের অপূর্ণ-বৈশিষ্ট্যময় বিকাশবশতঃ গৌরস্বরূপে ভগবতার, বা পরব্রহ্মের, বা রসস্বরূপত্বেরও অপূর্ণ-বৈশিষ্ট্যময়-বিকাশ। এক্ষণেই বোধ হয় স্বরূপমোদর বলিয়াছেন—“ন চৈতন্যং কৃষ্ণজগতি পরতত্ত্বং পরমিহ। —শ্রীচৈতন্যকৃষ্ণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পরতত্ত্ব আর নাই।”

কেহ কেহ হয়তো মনে করিতে পারেন—শ্রীশ্রীগৌরহন্বন-সম্বন্ধে উল্লিখিতরূপ কথা বলিলে শ্রীকৃষ্ণকে খর্ব করা হয়; তাহাতে অপরাধের আশঙ্কা আছে।

এ-সম্বন্ধে আমাদের নিবেদন এই। একই রস-স্বরূপ পরব্রহ্ম স্বয়ংভগবান্ রসবৈচিত্রী আশ্বাদনের জগৎ অনাদি কাল হইতে নারায়ণ-রাম-নৃসিংহাদি অনন্ত ভগবৎ-স্বরূপরূপে আত্মপ্রকট করিয়া বিরাজিত। এই সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপ রসস্বরূপ-পরব্রহ্ম-স্বয়ংভগবান্ হইতে স্বরূপতঃ অভিন্ন হইলেও শক্তির বিকাশে, ভাববৈচিত্রীর বিকাশে এবং রসবৈচিত্রীর বিকাশে তাঁহাদের মধ্যে তারতম্য আছে। তারতম্য না থাকিলে বৈচিত্রীই সম্ভব হয় না। এই সমস্ত অনন্ত ভগবৎ-স্বরূপের লীলা—বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপরূপে স্বয়ংভগবানেরই লীলা। ইহা মনে করিলে ঈশ্বরত্বে ভেদ মনন করা হয়; শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—“ঈশ্বরত্বে ভেদ মানিলে হয় অপরাধ।” পদকর্ত্তা গৌর-সম্বন্ধে বলিয়াছেন—“রাম আদি অবতারে, ক্রোধে নানা অস্ত্র ধ’রে, অস্ত্রেরে করিলে সংহার। এবে অস্ত্র না ধরিলে, প্রাণে কারে না মারিলে, চিত্তশুদ্ধি করিলে সভার ॥” —একথা শুনিয়া কেহ যদি বলেন, পদকর্ত্তা এস্থলে শ্রীরামচন্দ্রের ধর্মতা খ্যাপন করিয়াছেন, তাহা হইলে ইহা সঙ্গত হইবে না; যেহেতু, শ্রীরামচন্দ্র শ্রীগৌর হইতে পৃথক্ তত্ত্ব নহেন; শ্রীরামচন্দ্রের ধর্মতা খ্যাপনে শ্রীগৌরেরই ধর্মতা খ্যাপিত হয়। পদকর্ত্তার উক্তির তাৎপর্য্য হইতেছে এই যে, শ্রীশ্রীগৌরহৃদয়ের শ্রীরামচন্দ্রাদিরূপে যে কৃপাবৈচিত্রী প্রকাশ করেন নাই, গৌররূপে তাহা করিয়াছেন। কবিরাজগোস্বামী লিখিয়াছেন—শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্য—“কোটব্রহ্মাণ্ড পরব্যোম, তাঁহা। যে স্বরূপগণ, বলে হরে তা-সভার মন ॥”-ইহাতেও শ্রীনারায়ণাদি পরব্যোমস্থ ভগবৎ-স্বরূপগণের তাত্ত্বিক ধর্মতা খ্যাপিত হয় নাই। নারায়ণের বঙ্কোবিলাসিনী লক্ষ্মীদেবী যে শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্য আশ্বাদনের জগৎ উৎকট তপস্তা করিয়াছিলেন, তাহাতেও শ্রীনারায়ণের তাত্ত্বিক ধর্মতা খ্যাপিত হয় নাই। এ-সমস্ত উক্তির তাৎপর্য্য এই যে, নারায়ণাদি-স্বরূপেও স্বয়ংভগবানের যে মাধুর্য্য-বৈচিত্রী বিকশিত হয় নাই, শ্রীকৃষ্ণরূপে তাহা বিকশিত। শ্রীনারায়ণাদি শ্রীকৃষ্ণ হইতে যদি পৃথক্ তত্ত্ব হইতেন, তাহা হইলেই উল্লিখিত উক্তিভেদে তাঁহাদের তাত্ত্বিক ধর্মতা খ্যাপিত হইত। এইরূপ উৎকর্ষ বা অপকর্ষ হইতেছে ভাবের, স্বরূপের নহে।

ব্রজো ভাবের উৎকর্ষ-অপকর্ষ আছে। দাস্ত্র অপেক্ষা সখ্যর, সখ্য অপেক্ষা বাৎসল্যের এবং বাৎসল্য অপেক্ষা মধুর-ভাবের উৎকর্ষ অবিসংবাদিত। ভাবোৎকর্ষের তারতম্যানুসারে শ্রীকৃষ্ণের প্রেম-বস্ত্রতার এবং ভাবানুকূল লীলা-বিলাসাদিরূপ তারতম্য হইয়া থাকে। সখ্যভাবের লীলা অপেক্ষা বাৎসল্যভাবের লীলা এবং বাৎসল্যভাবের লীলা অপেক্ষা মধুরভাবের লীলা অধিকতর মাধুর্য্যময়ী। সুতরাং সখ্যভাবের লীলাবিলাসী কৃষ্ণ অপেক্ষা বাৎসল্য-ভাবের লীলাবিলাসী কৃষ্ণের এবং বাৎসল্যভাবের লীলাবিলাসী কৃষ্ণ অপেক্ষা মধুরভাবের লীলাবিলাসী কৃষ্ণের বৈশিষ্ট্য স্বীকার করিতেই হয়। বিভিন্ন ভাবের লীলায় শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যাদির বৈশিষ্ট্য বিভিন্ন ভাবে বিকশিত হইলেও শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু একই এবং অভিন্নই। মাধুর্য্যাদির বৈশিষ্ট্য বিভিন্ন বৈচিত্রীতে বিকাশিত হয় বলিয়া গোপীজন-বল্লভ কৃষ্ণ অপেক্ষা যশোদা-সুতপাত্রী কৃষ্ণ বা স্থবল-সখা কৃষ্ণ যে ধর্ম বা ছোট, তাহা বলা সঙ্গত হইবে না—কৃষ্ণ একই। তাই, শ্রীরাধার প্রেমরূপ গুরু শিষ্ঠ-নটরূপ-কৃষ্ণের ভাবের উৎকর্ষ-খ্যাপনে যশোদাসুতপাত্রীলুপ কৃষ্ণের বা স্থবল-সখা কৃষ্ণের অপকর্ষ বা ধর্মতা খ্যাপিত হয় না।

ঠিক এইভাবেই, শ্রীশ্রীগৌরহৃদয়ের করুণা-রূপ লীলাদির উৎকর্ষ-খ্যাপনে শ্রীশ্রীশ্রামহৃদয়ের অপকর্ষ বা ধর্মতা খ্যাপিত হয় না। যদি তাঁহারা পৃথক্ তত্ত্ব হইতেন, তাহা হইলে একের উৎকর্ষ-খ্যাপনে অপরের অপকর্ষ খ্যাপিত হইত; কিন্তু তাঁহারা পৃথক্ তত্ত্ব নহেন; একই অদ্বয়তত্ত্ব—বিষয়-প্রধানরূপে শ্রামহৃদয়ের এবং আশ্রয় প্রধানরূপে গৌরহৃদয়ের। গৌরহৃদয়ের মহিমা শ্রামহৃদয়ের মহিমা হইতে ভিন্ন নহে; শ্রামহৃদয়ের মহিমাও গৌরহৃদয়ের মহিমা হইতে ভিন্ন নহে। বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপের লীলাও অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব-রসস্বরূপ-পরব্রহ্মের লীলা হইতে ভিন্ন নহে। পূর্বেই বলা হইয়াছে, বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপরূপে অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব পরব্রহ্মই লীলা করিতেছেন; তাঁহাদের লীলাও সেই অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্বের লীলারই বৈচিত্রীমাত্র। গৌরলীলা এবং কৃষ্ণলীলাও একই পরতত্ত্ববস্তুর—একই রসস্বরূপের—রসোৎসারিণী লীলার দুইটি বৈচিত্রীমাত্র। লীলাবিলাসী-তত্ত্ব এক এবং অভিন্ন বলিয়া লীলাবৈচিত্রীর পার্থক্য তত্ত্বের পার্থক্য স্মৃতিত করে না। সুতরাং এক স্বরূপের লীলাদির উৎকর্ষ-খ্যাপনে অপার স্বরূপের নিকটে অপরাধের প্রায়ই উঠিতে পারে না।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্ম ও সন্ন্যাস

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্মের মধ্যে সন্ন্যাসের স্থানসম্বন্ধে কেহ কেহ প্রশ্ন করিয়া থাকেন ; তাই এখানে এই সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা হইতেছে।

কোন অবস্থায় সন্ন্যাস গ্রহণ করা উচিত, তাহাই প্রথমে বিবেচনা করা যাউক। মৈত্রেয়ী-উপনিষৎ বলেন—
“যদা মনসি বৈরাগ্যং জাতং সর্কেষু বস্তৃষু। তদৈব সংহ্রসেদ্ বিদ্বানন্যথা পতিতো ভবেৎ ॥ ২।১৯ ॥ —যখন (ব্যবহারিক) সমস্ত-বস্তুবিষয়ে মনে বৈরাগ্য জন্মে, তখনই সন্ন্যাস গ্রহণ করা উচিত ; বৈরাগ্য জন্মিবার পূর্বে সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে পতিত হইতে হয়।” সেই উপনিষৎ আরও বলিয়াছেন—“দ্রব্যার্থমন্নবস্ত্রার্থং যঃ প্রতিষ্ঠার্থমেব বা। সংহ্রসেদুভয়-ভ্রষ্টঃ স মুক্তিং নাপ্নুর্মহিতি ॥ ২।২০ ॥ —অর্থের জন্ত, অন্নবস্ত্রাদির জন্ত, কিম্বা প্রতিষ্ঠার জন্ত যিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, তিনি ইহকাল-পরকাল হইতে ভ্রষ্ট হয়েন, তিনি মুক্তি পাওয়ার যোগ্য নহেন।”

কিন্তু কলিযুগে যে সন্ন্যাসের বিধান নাই, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের প্রমাণ উল্লেখ করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুই তাহা বলিয়া গিয়াছেন। “অশ্বমেধং গবালম্ভং সন্ন্যাসং পলপৈত্রিকম্। দেবরেন স্ততোৎপত্তিং কলৌ পঞ্চ বিবর্জয়েৎ ॥ ১।১৭।৭ শ্লো ॥” ইহা হইতে জানা যায়, উল্লিখিত শ্রুতিপ্রোক্ত লক্ষণ যাহার আছে, তাহার পক্ষেও কলিকালে সন্ন্যাস প্রশস্ত নহে।

বারাণসীতে মহারাষ্ট্রীয় বিপ্লের গৃহে শ্রীমন্মহাপ্রভুর মুখে বেদান্তস্বত্বের মুখ্যার্থ-প্রবণের পরে শ্রীপাদ প্রকাশ-নন্দসরস্বতীর এক মুখ্য শিষ্য নিজেদের আশ্রমে বসিয়া প্রভুর বেদান্ত-ব্যাখ্যা আলোচনা করিতে করিতে বলিয়াছিলেন—
“শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যবাক্য দৃঢ় সত্য মানি। কলিকালে সন্ন্যাসের সংসার নাহি জিনি ॥ ২।২৫।২৭ ॥” ইহা হইতেও কলিকালে সন্ন্যাসের অমুপযোগিতার কথাই জানা যায়।

কিন্তু উপরে যাহা বলা হইল, তাহা হইতেছে সাধারণ বিধি। কোনও বিশেষ বিধি শ্রীমন্মহাপ্রভুর উক্তি হইতে উল্লিখিত হইয়াছে কিনা, তাহা দেখা যাউক।

বারাণসীতে শ্রীপাদ সনাতন-গোস্বামীর নিকটে অভিধেয়-তত্ত্ব-বর্ণন-প্রসঙ্গে বৈষ্ণবের আচার-সম্বন্ধে শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—“অসংসদ্যোগ্য এই বৈষ্ণব-আচার। দ্বীপদ্বী এক অসাধু কৃষ্ণভক্ত আর ॥ এসব ছাড়িয়া আর বর্ণাশ্রমধর্ম। অকিঞ্চন হঞা লয় কৃষ্ণকরণ ॥ ২।২২।৪২ ৫০ ॥” মহাপ্রভুর এই উপদেশ বৈষ্ণবের পক্ষে বর্ণাশ্রম-ধর্ম ত্যাগের কথা পাওয়া যায়। বর্ণাশ্রম-ধর্ম বলিতে বর্ণধর্ম এবং আশ্রম-ধর্ম বুঝায়। শাস্ত্রে চারিটা আশ্রমের বিধান দৃষ্ট হয়—ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস। সন্ন্যাস হইল চতুর্থ আশ্রমধর্ম। যাহারা ভক্তিমার্গের সাধক, তাহাদের পক্ষে ইহাও বর্জনীয় বলিয়া মহাপ্রভু বলিয়া গিয়াছেন। বর্ণাশ্রমধর্ম ত্যাগ বৈষ্ণবের একটা আচারের মধ্যে পরিগণিত।

চৌষটি-অঙ্গ সাধন-ভক্তি-প্রসঙ্গেও প্রভু সন্ন্যাসের উপদেশ দেন নাই ; বরং বলিয়াছেন—“জ্ঞান বৈরাগ্য ভক্তির কড় নহে অঙ্গ ॥ ২।২২।৮২ ॥”

শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরণাঙ্গুত শ্রীকৃপাদিগোস্বামিগণই বৈষ্ণবধর্মের ভজনের আদর্শ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন এবং ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু-আদি ভজন-পথ-প্রদর্শক গ্রন্থাদি প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। তাহাদের গ্রন্থে কোনও স্থলেই সন্ন্যাসের উপদেশ দৃষ্ট হয় না। তাহারাও কেহ সন্ন্যাস গ্রহণ করেন নাই। তাহারা নিষ্কিঞ্চনের বেশমাত্র ধারণ করিয়াছিলেন। শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামী বারাণসীতে শ্রীপাদ তপনমিশ্রের নিকট হইতে একখানা পুরাতন বস্ত্র পাইয়া তাহা দ্বারা কোপীন-বহির্কাস করিলেন। ইহাই নিষ্কিঞ্চনের বেশ।

শ্রীপাদ জগদানন্দ যখন বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন, তখন এক দিন তিনি আহারের জন্ত শ্রীপাদ সনাতনকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। মুকুন্দসরস্বতী নামক কোনও এক সন্ন্যাসী শ্রীপাদ সনাতনকে একখানা বহির্কাস দিয়াছিলেন। সনাতন সেই বহির্কাস মাথায় বাঁধিয়া জগদানন্দের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আসিলেন। তখন “রাতুল বস্ত্র দেখি পণ্ডিত

কেহ হয়তো বলিতে পারেন—রামানুজ-সম্প্রদায়, কি মধ্বাচার্য্য-সম্প্রদায়ও তো বৈষ্ণব ; কিন্তু এই সকল সম্প্রদায়েও তো সন্ন্যাসী দেখা যায়। ইহার উত্তরে বলা যায়, প্রত্যেক সাধক-সম্প্রদায়ের আচরণ হয় সেই সম্প্রদায়ের লক্ষ্যবস্তু-প্রাপ্তির অহুকূল। রামানুজ-সম্প্রদায়ের, কি মধ্বাচার্য্য-সম্প্রদায়ের লক্ষ্য এবং গোড়ীয়-সম্প্রদায়ের লক্ষ্য একরূপ নহে। এই দুই সম্প্রদায়ের উপাস্ত্র—পরব্যোমাদ্বিগতি নারায়ণ ; গোড়ীয়-সম্প্রদায়ের উপাস্ত্র—ব্রজে ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ। এই দুই সম্প্রদায়ের ভাব—বৈকুণ্ঠের ঐশ্বর্য্যাত্মক ভাব ; গোড়ীয়-সম্প্রদায়ের ভাব—ব্রজের ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন শ্রীকৃষ্ণ। এই দুই সম্প্রদায়ের কাম্য—সালোক্যাদি মুক্তি ; গোড়ীয়-সম্প্রদায়ের কাম্য—ব্রজে কৃষ্ণহৃদৈক-তাৎপর্য্যময়ী সেবা। মুক্তিকামনা হইল গোড়ীয়-সম্প্রদায়ের ভাব-বিরোধী, ভজন-বিরোধী। এই সম্প্রদায়ের নিকট—“কৃষ্ণভক্তির বাধক যত শুভাশুভ কর্ম। সেহ এক জীবের অজ্ঞান-তমোদর্শ ॥ অজ্ঞানতমের নাম कहिये कैतव। ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ-বাঞ্ছা আদি সব।” শ্রীমদ্ভাগবতের “প্রোজ্জ্বলিত-কৈতব পরম-ধর্মই” গোড়ীয়-সম্প্রদায়ের অহুষ্ঠেয় ধর্ম। বর্ণাশ্রম-ধর্মের অহুষ্ঠান সালোক্যাদি মুক্তি-প্রাপ্তির অহুকূল। এজন্ত মুক্তিকামীরা বর্ণাশ্রমধর্মের অহুষ্ঠান করেন। শ্রীপাদ মধ্বাচার্য্যের অহুগত তত্ত্ববাদী আচার্য্য তাঁহার সম্প্রদায়ের সাধ্য-সাধন-সম্বন্ধে শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকটে বলিয়াছিলেন—“—বর্ণাশ্রম ধর্ম কৃষ্ণে সমর্পণ। এই হয় কৃষ্ণভক্তের শ্রেষ্ঠ সাধন ॥ পঞ্চবিধ মুক্তি পাঞা বৈকুণ্ঠে গমন। সাধ্যশ্রেষ্ঠ হয় এই শাস্ত্র-নিরূপণ ॥ ২৯২৩৮ ৩৯ ॥” শ্রীপাদ রামানুজাচার্য্যও তাঁহার ব্রহ্মসূত্র ভাষ্যে এবং গীতাভাষ্যে বর্ণাশ্রমধর্মের অহুষ্ঠানের কথা বলিয়া গিয়াছেন। পূর্বেই বলা হইয়াছে, সন্ন্যাস হইল বর্ণাশ্রম-ধর্মের অন্ততুর্জিত। মুক্তিকামী রামানুজ-সম্প্রদায় এবং মধ্ব-সম্প্রদায় বর্ণাশ্রম ধর্মের আচরণ করেন বলিয়া তাঁহাদের পক্ষে সন্ন্যাস-গ্রহণ অবিধেয় নহে। ইহা তাঁহাদের জন্ত বিশেষ-বিধি। কিন্তু গোড়ীয়-সম্প্রদায় মুক্তিকামী নহেন ; বর্ণাশ্রম-ধর্ম এবং তদন্তঃপাতী সন্ন্যাসও তাঁহাদের ভজনের অহুকূল নহে। বৈদিক শাস্ত্রে যে-সন্ন্যাসের কথা দেখা যায়, তাহা হইতেছে চতুর্থাশ্রমের সন্ন্যাস ; অতরূপ সন্ন্যাসের কথা বৈদিকশাস্ত্রে দৃষ্ট হয় না। বেদবিরোধী বৌদ্ধসম্প্রদায়ে যে-সন্ন্যাস প্রবর্তিত হইয়াছিল তাহা বৈদিকশাস্ত্রবিহিত সন্ন্যাস নহে। শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য অনেককে বৌদ্ধদের অহুকরণেই দশনামী সন্ন্যাসি-সম্প্রদায়ের প্রবর্তন করিয়াছেন ; গিরি, পুরী, বন, ভারতী প্রভৃতি দশনামী সন্ন্যাসীদের উপাধি বৈদিকশাস্ত্রাহুগত সন্ন্যাসীদের মধ্যে প্রচলিত ছিল বলিয়া জানা যায় না। পরবর্তী কালেও কেহ কেহ অনেকটা শ্রীপাদ শঙ্করের সন্ন্যাসীদের মধ্যে প্রচলিত ছিল বলিয়া জানা যায় না। পরবর্তী কালেও কেহ কেহ অনেকটা শ্রীপাদ শঙ্করের অহুকরণেই সন্ন্যাস-প্রথা অবলম্বন করিয়াছেন, কিন্তু শঙ্কর-সম্প্রদায়ের উপাধি গ্রহণ করেন নাই। তাঁহাদের সন্ন্যাস বৈদিক শাস্ত্রবিহিত সন্ন্যাস কিনা, তাহা স্থধীবর্গের বিবেচনার বিষয়।

প্রশ্ন হইতে পারে—“আপনি আচারি ধর্ম শিক্ষাইমু সভার।” -এই সঙ্কল্প লইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু অবতীর্ণ

হইয়াছেন। এই অবস্থায়, সম্যাস যদি কলিতে নিষিদ্ধই হয় এবং সম্যাস যদি শুদ্ধ-ভক্তিমার্গের সাধনের প্রতিকূল হয়, তাহা হইলে প্রভু নিজে সম্যাস গ্রহণ করিলেন কেন?

ইহার উত্তর এই। প্রথমতঃ, কলিতে সম্যাসের নিষিদ্ধতা-সম্বন্ধে। কলিতে সম্যাস নিষিদ্ধ জীবের পক্ষে। শ্রীমন্মহাপ্রভু জীবতত্ত্ব নহেন, সাধনোদ্যোগে সম্যাস-গ্রহণেরও তাঁহার কোনও প্রয়োজন নাই। তিনি স্বয়ংভগবান্ ব্রজেন্দ্র-নন্দন; স্বতরাং তিনি বিধি-নিষেধের অতীত। জীবের জন্তই বিধি-নিষেধ। স্বাপরে ব্যাসদেবের নিকটে স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বলিয়াছিলেন—কোনও বিশেষ কলিতে তিনি নিজেই সম্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়া কলিহত নরদিগকে হরিভক্তি (প্রেমভক্তি) গ্রহণ করাইয়া থাকেন। “অহমেব কচিদ্ ব্রহ্মন্ সম্যাসাশ্রমমাস্রিতঃ। হরিভক্তিং গ্রাহয়ামি কলৌ পাপহতান্ নরান্ ॥ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ধৃত পুরাণবচন ॥” মহাভারতেও অমুরূপ উক্তি পাওয়া যায়। “স্ববর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দাদদী। সম্যাসকৃৎ শমঃ শাস্তঃ নিষ্ঠাশাস্তি-পরায়ণঃ ॥” এসকল শাস্ত্রবাক্য-সিদ্ধির নিমিত্তই গৌরকৃষ্ণের সম্যাস গ্রহণ। ইহা তাঁহার লীলা। কি উদ্দেশ্যে তিনি এই সম্যাস-লীলা প্রকটিত করিয়াছেন, তাহা তিনি নিম্ন মুখেই বলিয়া গিয়াছেন। “যত অধ্যাপক আর তাঁর শিষ্যগণ। ধর্মী কর্মী তপোনিষ্ঠ নিম্নুক দুর্জনে ॥ এই সব মোর নিন্দা অপরাধ হৈতে। আমি না লওয়াইলে ভক্তি না পারে লইতে ॥ নিস্তারিতে আইলাও আমি হৈল বিপরীত। এ-সব দুর্জনের কৈছে হইবেক হিত ॥ ১।১৭।২৫৩-৫৫ ॥ এ-সব জীবের অবস্থা করিব উদ্ধার ॥ অতএব অবস্থা আমি সম্যাস করিব। সম্যাসীর বুদ্ধ্যে মোরে প্রণত হইব ॥ প্রণতিতে হবে ইহার অপরাধ ক্ষয়। নিম্নল হৃদয়ে ভক্তি করিব উদয় ॥ ১।১৭।২৫৭-৫৯ ॥”

দ্বিতীয়তঃ, ভজনাদর্শ-সম্বন্ধে। প্রভুর মধ্যে দুইটা ভাবের প্রকাশ—ঈশ্বর-ভাব ও ভক্তভাব। ঈশ্বর-ভাবে জীব-উদ্ধারের জন্ত তিনি সম্যাস-গ্রহণ করিয়াছেন। ভক্তভাবে তিনি নিজেও ভক্তের আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন এবং তাঁহার পার্শ্বদর্শনের দ্বারাও তাহা করাইয়াছেন। সম্যাস যদি তাঁহার উপদিষ্ট ভক্তের অমুরূপ হইত, তাহা হইলে প্রভু তাঁহার পার্শ্বদর্শনকেও সম্যাস গ্রহণের উপদেশ দিতেন এবং চৌষটি-অঙ্গ সাধনভক্তির বিবৃতি-প্রসঙ্গে সম্যাসের কথাও বলিতেন। প্রভু তাহা করেন নাই এবং তাঁহার পার্শ্বদর্শনের মধ্যেও কেহ সম্যাস গ্রহণ করেন নাই। ঈশ্বর-ভাবে জীব-উদ্ধারের জন্ত সম্যাস গ্রহণ করিয়া থাকিলেও ভক্তভাবে প্রভু বলিয়াছেন—“কি কার্য সম্যাসে মোর প্রেম নিষ্পন্ন। যে কালে সম্যাস কৈল ছন্ন হৈল মন ॥ ২।১৫।৫২ ॥ (ছন্ন—জীব-উদ্ধারের ভাবে আবিষ্ট)।” প্রভুর এই বাক্যের ধ্বনি বোধ হয় এই যে, প্রেম-প্রাপ্তির সাধনে সম্যাসের কোনও প্রয়োজন নাই। শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে জানা যায়, সম্যাস যে ভক্তিমার্গের ভক্তের প্রতিকূল, শ্রীপাদ সার্কর্ভোম ভট্টাচার্যের মুখে মহাপ্রভু তাহাও প্রকাশ করাইয়াছেন (শ্রীচৈতন্যভাগবত, অষ্টমস্কন্ধ তৃতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

আরও একটি কথা বিবেচ্য। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—“ঈশ্বরাত্মাং বচঃ সত্যং তথৈবাচরণং কচিৎ। তেষাং যৎ স্ববচোযুক্তং বুদ্ধিমান্তং সমাচরেৎ ॥ ১০।৩৩।৩১ ॥” এই শ্লোকের বৈষ্ণবতোষণী-টীকা বলেন—“বচ আত্মা সত্যং প্রমাণত্বেন গ্রাহ্যং স্ববচনেন অবিরুদ্ধমিতি স্বপদেন তেষামেব তথা বিচারাদাজ্ঞায়া বলবত্তরং ব্যঞ্জিতম্। বুদ্ধিমানিতি তত্তদ্বিচার্য ইত্যর্থঃ। অত্রথা নির্ভূ কীরেব ইতি ভাবঃ।” এই টীকানুসারে শ্লোকটির তাৎপর্য হইতেছে এইরূপ।—ঈশ্বরের উপদেশই প্রমাণরূপে গ্রহণ এবং অহুসরণ করিবে। তাঁহার আচরণসম্বন্ধে বিচার করিয়া দেখিবে; ঈশ্বরের যে-আচরণ তাঁহার উপদেশের সহিত সঙ্গতিযুক্ত, সেই আচরণেরই অহুসরণ করিবে, অত্র আচরণের অহুসরণ করিবে না। অহুসরণের পক্ষে ঈশ্বরের আচরণ অপেক্ষা আদেশই বলবত্তর।” শ্রীউজ্জলনীলমণিও বলেন—“বর্ত্তিতব্যং শমিচ্ছন্তিভক্তবস্তু কৃষ্ণবৎ। ইত্যেবং ভক্তিশাস্ত্রাণাং তাৎপর্যম্। কৃষ্ণবস্তুপ্রকরণ। ১২ ॥—যাঁহারা মঙ্গল কামনা করেন, তাঁহারা ভক্তবৎ আচরণই (ভক্তের আচরণের অহুসরণই) করিবেন, কখনও কৃষ্ণবৎ আচরণ (শ্রীকৃষ্ণের আচরণের অহুসরণ) করিবেন না। এইরূপই সমস্ত ভক্তিশাস্ত্রের নিশ্চিত তাৎপর্য।” শ্রীমন্মহাপ্রভু হইলেন স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, গৌর কৃষ্ণ। তিনি সম্যাস গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়াই যদি তাঁহার চরণাভুগত কোনও ভক্ত তাঁহার আদর্শের দোহাই দিয়া সম্যাস গ্রহণ করেন, তাহা হইলে তাহা হইবে ভক্তিশাস্ত্র-বিরোধী

কর্ম। যেহেতু, সম্যাস-গ্রহণ হইতেছে মহাপ্রভুর আচরণ এবং এই আচরণের সহিত তাঁহার উপদেশের সঙ্গতি নাই; তাঁহার উপদেশে প্রভু কোথায়ও সম্যাস-গ্রহণের কথা বলেন নাই; বরং কলিতে সম্যাস বর্জনীয় বলিয়া এবং বর্ণাশ্রম-ধর্ম ত্যাগের কথায় সম্যাস-ত্যাগের ইঙ্গিত দিয়া তিনি সম্যাসের বিরুদ্ধেই উপদেশ দিয়াছেন। এক্ষণে যদি কেহ বলেন—প্রভু স্বয়ংভগবান্ বলিয়া তাঁহার সম্যাস-গ্রহণরূপ আচরণের অনুসরণ না হয় অকর্তব্য হইতে পারে; কিন্তু তাঁহার চরণাঙ্গত কোনও ভক্ত যদি সম্যাস-গ্রহণ করেন, সেই ভক্তের আচরণের অনুসরণে সম্যাস-গ্রহণে তো কোনও দোষ থাকিতে পারে না; যেহেতু, শাস্ত্র তো ভক্তবৎ আচরণের উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। ইহার উত্তরে বক্তব্য এই—যদি কোনও ভক্ত সম্যাস-গ্রহণ করেন, তাহা হইলে তাঁহার এই সম্যাস-গ্রহণই হইবে অশাস্ত্রীয়; অশাস্ত্রীয়-আচরণের অনুকরণ বিধেয় হইতে পারে না। উপরে উদ্ধৃত উজ্জলনীলমণি-শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী বিচারপূর্বক সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন—সিদ্ধভক্তই হউন, কি সাধকভক্তই হউন, ভক্তের যে-আচরণ ভক্তিশাস্ত্র-সম্মত, তাহাই অনুসরণীয় অত্র আচরণ অনুসরণীয় নহে (১৪৪-শ্লোকের টীকা প্রথ্য)।

যদি কেহ বলেন—শ্রীমদ্বৈতানন্দও তো সম্যাস গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা হইলে বক্তব্য এই যে, শ্রীমদ্বৈতানন্দ হইতেছেন ঈশ্বরতত্ত্ব, ব্রজলীলার বলদেব। ঈশ্বরের সকল আচরণ যে অনুসরণীয় নহে, তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। শ্রীমদ্বৈতানন্দের সম্যাসও হইতেছে তাঁহার লীলাবিশেষ। আবার নবদ্বীপে আসার পরে তিনি নিজ হাতেই তাঁহার দণ্ড-কমণ্ডলু ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছিলেন এবং মহাপ্রভু সেই ভাঙ্গা দণ্ড-কমণ্ডলু গদ্যায় বিসর্জন দিয়াছিলেন। মহাপ্রভুর সম্যাসের পরে নীলাচল-গমনের পথে শ্রীমদ্বৈতানন্দ মহাপ্রভুর দণ্ডও ভাঙ্গিয়া নদীতে ফেলিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহারা কেহই আর সম্যাসাশ্রমের দণ্ড ব্যবহার করেন নাই।

আবার প্রশ্ন হইতে পারে—মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্শ্বদ্বীপ শ্রীপুরুষোত্তম আচার্য্যও তো সম্যাস গ্রহণ করিয়া স্বরূপদামোদর নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। তিনি পূর্বে হইতেই ভক্তিমার্গাবলম্বী ছিলেন। তথাপি তিনি সম্যাস গ্রহণ করিলেন কেন? উত্তরে বক্তব্য এই:—ভক্তিসাধনের আচর্য্য-বিধায়ক বলিয়া তিনি সম্যাস গ্রহণ করেন নাই। তিনি যখন শুনিলেন, প্রভু সম্যাস গ্রহণ করিয়াছেন, তখন ভাবিলেন—“আমার প্রাণকোটিপ্রিয় প্রভু সম্যাসাশ্রমের দুঃখ ভোগ করিবেন, আর আমি গৃহস্থ ভোগ করিব? ইহা কিছুতেই হইতে পারে না; আমিও সংসারস্থে জলাঞ্জলি দিব, সম্যাস গ্রহণ করিব।” এইরূপ ভাবিয়া প্রভুর সম্যাসাশ্রমোচিত কঠোরতার চিন্তায় অধীর হইয়া উন্নতের আশ্রয় ছুটিয়া গিয়া তিনি কালীতে সম্যাস গ্রহণ করিলেন। তাহাও পুরোপুরি সম্যাস নহে; তিনি যোগপট্ট নেন নাই, দণ্ড-কমণ্ডলুও গ্রহণ করেন নাই। বিশেষতঃ, তিনি ছিলেন নিত্যসিদ্ধ পরিকর ভক্ত; সিদ্ধভক্তদের সকল আচরণও যে অনুসরণীয় নহে, তাহাও পূর্বে বলা হইয়াছে।

আবার কেহ কেহ বলিতে পারেন—পরমানন্দরপুরী, রঙ্গপুরী, ব্রহ্মানন্দভারতী প্রভৃতি সম্যাসিগণও প্রভুর সঙ্গে ছিলেন; প্রভু তাঁহাদের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাভক্তিও প্রদর্শন করিতেন। সম্যাস প্রভুর অনুমোদিত না হইলে তিনি এইরূপ করিলেন কেন? উত্তরে বক্তব্য এই। এই সমস্ত সম্যাসী পূর্বে শঙ্করসম্প্রদায়ে সম্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন; পরে তাঁহারা ভক্তিমার্গে প্রবেশ করিয়াছিলেন। ভক্তিমার্গে প্রবেশ করিলেও তাঁহাদের নাম এবং বেশ পূর্ববৎই ছিল। ভক্তিমার্গে প্রবেশ করার পরে তাঁহারা সম্যাস গ্রহণ করেন নাই। তাঁহাদের প্রতি মর্যাদাজ্ঞানবশতঃই মহাপ্রভু তাঁহাদের পূর্বনাম ও বেশ পরিত্যাগের জন্য তাঁহাদিগকে আদেশ করেন নাই। এই প্রসঙ্গে আর একটা কথাও বিবেচ্য। যে-সকল সম্প্রদায়ে সম্যাস-প্রথা প্রচলিত আছে, তাহাদের প্রত্যেক সম্প্রদায়েই সম্যাসাশ্রমোচিত বিশেষ উপাধি আছে। এক সম্প্রদায় ত্যাগ করিয়া কোন সম্যাসী অন্যসম্প্রদায়ে প্রবেশ করিলে পূর্ব উপাধি পরিত্যাগ করিতে এবং নূতন সম্প্রদায়ের উপাধি গ্রহণ করিতে তাঁহাকে বাধ্য করা হয়। গৌড়ীয় সম্প্রদায়ে সম্যাস-প্রথা প্রচলিত নাই বলিয়া সম্যাসাশ্রমোচিত উপাধিও এই সম্প্রদায়ে নাই; হতরাং অত্র সম্প্রদায়ের কোনও সম্যাসী গৌড়ীয় সম্প্রদায়ে প্রবেশ করিলে পূর্ব উপাধিত্যাগের জন্য তাঁহাকে বাধ্য করার প্রশ্নও থাকিতে পারে না।

শ্রীলব্ধাবনদাস ঠাকুরের শ্রীচৈতন্যভাগবত (অন্য। তৃতীয় অধ্যায়) হইতে জানা যায়, শ্রীমদ্বৈতপ্রভু

নিজেকে উপলক্ষ্য করাইয়া শ্রীপাদ সার্বভৌম ভট্টাচার্যের মুখে সম্যাসের ভক্তিধর্মবিরোধিতার কথা প্রকাশ করাইয়াছেন।
প্রভুর মায়ায় মুগ্ধ হইয়া সার্বভৌম ঋতুকে বলিয়াছিলেন—

বড়ই কৃষ্ণের কৃপা হইয়াছে তোমারে ।
পরম তবু তুমি হইয়া আপনে ।
বুঝ দেখি বিচারিয়া কি আছে সম্যাসে ।
দণ্ড ধরি মহাজ্ঞানী হয় আপনারে ।
যার পদধূলি লৈতে বেদের বিহিত ।
সন্ন্যাসীর ধর্ম বা বলিব সেহো নহে ।
'প্রণমেদগুবন্ধমাখচাণালগোথুরম্ ।
ব্রাহ্মণাদি কৃষ্ণর চণ্ডাল অন্ত করি ।
এই যে বৈষ্ণবধর্ম—সভারে প্রণতি ।
শিখানুশ্রুত বুচাইয়া সবে এই লাভ ।

সবে একখানি করিয়াছ অব্যাভারে ॥
তবে তুমি সম্যাস করিলা কি কারণে ॥
প্রথমেই বন্ধ হয়, অহঙ্কার-পাশে ॥
কাহারেও বোল হস্ত জোড় নাহি করে ॥
হেন জন নমস্করে, তবু নহে ভীত ॥
বুঝ এই ভাগবতে যেন মত্ত কহে ॥
ঈশ্বরো জীবকলয়া প্রবিষ্টো ভগবানীতি ॥
দণ্ডবত করিবেক বহু মাগু করি ॥
সেই ধর্মধরী, যার ইথে নাহি রতি ॥
নমস্কার করে আসি মহা মহা ভাগ ॥

বৈষ্ণব ভক্তদের নামের অন্তে থাকে “দাস”। কিন্তু সম্যাস গ্রহণকারীর নামের পূর্বে থাকে “স্বামী” এবং পরে থাকে “মহারাজ”। শ্রীমদ্রূপ প্রভু বলিয়াছেন—“তুণাদপি স্তনীচেন তরোরিব সহিসুনা। অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ।” কিন্তু সম্যাস প্রভুর এই উপদেশ পালনের পাথেও অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায় এবং “নাহং বর্ণী ন চ নরপতিঃ—ইত্যাদি ঋতুকথিত সাধকের পরিচায়ক শ্লোকেরও বিরোধী হইয়া দাঁড়ায়।

এ-সমস্ত আলোচনায় দেখা গেল, শ্রীমদ্রূপ প্রভুর চরণাঙ্গুত গোড়ীয় বৈষ্ণবদের পক্ষে সম্যাস-গ্রহণ শাস্ত্রানুগোদিত নহে।

তিনিতে পাওয়া যায়, কেহ কেহ নাকি বলেন—সম্যাস গ্রহণ না করিলে ভজনই সম্ভব নহে। ইহাও এক অদ্ভুত কথা! মহাপ্রভু তাঁহার যে-সমস্ত পার্শ্বদভক্তের দ্বারা ভক্তনের আদর্শ স্থাপন করাইয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের প্রায় সকলেই ছিলেন গৃহস্থাত্মক; শ্রীকৃষ্ণ-সনাতন, রঘুনাথদাস, রঘুনাথভট্ট প্রভৃতি গৃহস্থাত্মক না থাকিলেও তাঁহাদের কেহই সম্যাস গ্রহণ করেন নাই।

বস্তুতঃ মহাপ্রভুর সম্যাস হইতেছে তাঁহার একটি স্বরূপাত্মবন্ধিনী লীলা। য. শ্রী.। ২।৩-৪ অনুচ্ছেদে এ-সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা দ্রষ্টব্য।

ইতি গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা-সম্বলিত শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের

চতুর্থসংস্করণের পরিশিষ্ট সমাপ্ত।

বহুমুখ
পুস্তক ও ধর্মগ্রন্থ বিক্রেতা
প্রোগ-সত্তোষ কামর সাহা
পোড়ামাডল রোড এরদীল
মহাপ্রভুপাদার স্মরণে মিকট,
মোঃ-১৭২৩৩৩৩৩৩৩

নিবেদন

অজ্ঞানতিমিরাক্রান্ত জ্ঞানাজন-শলাকয়া ।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥

শ্রীগৌরহৃদয় মোরে যে কহান বাণী ।
তাহা বিনা ভালমন্দ কিছুই না জানি ॥

জয় গৌরনিত্যানন্দ জয়াবৈতচন্দ্র ।
গদাধর শ্রীবাসাদি গৌর-ভক্তবৃন্দ ॥

সব ভক্তগণের করি চরণ বন্দন ।
কৃপা করি কর মোর অপরাধ মার্জন ॥
তোমাদের শ্রীচরণ ধর মোর শিরে ।
কৃপা করি উদ্ধারহ এ-অপরাধীরে ॥

বাহ্যাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিকূভ্য এব চ ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ ॥

কৃপাপ্রার্থী
শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ



বহু কাল পর আবার প্রকাশিত হইয়াছে শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান

শ্রীহরিদাস দাস কর্তৃক সংকলিত

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্বকাল হইতে প্রায় চারিশত বৎসর যাবৎ লিখিত
গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন, কাব্য, নাটক, স্মৃতি, অলঙ্কার, ছন্দ, ব্যাকরণ, পদাবলী, চরিতাবলী, ভাষা,
টীকা, অনুবাদাদি বিবিধ সাহিত্য-বিষয়ক শব্দাবলীর অর্থ-প্রদর্শন- সহ বিচার বিশ্লেষণাত্মক কোষগ্রন্থ।

ইহাতে বহুমুখী প্রভূত তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। গ্রন্থখানি পাঠ করিলে হরিদাস মহাশয়ের
অক্লান্ত পরিশ্রম, অমরত্ব প্রতিভা ও পাণ্ডিত্যের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়।

দুই খণ্ড—১৫০০ টাকা

শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জীবন

প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড একত্রে

শ্রীহরিদাস দাস কর্তৃক সংকলিত

শ্রীমন্ মহাপ্রভু হইতে শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ পর্য্যন্ত
প্রায় তিনশত বৎসরের পার্শদ, কবি এবং প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ মহাজনগণের ইতিবৃত্ত।

মূল্য : ৪০০ টাকা

ষট্‌সন্দর্ভ, তদ্বৎসন্দর্ভ, ভগবৎসন্দর্ভ, পরমাত্মসন্দর্ভ,
শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ, ভক্তিসন্দর্ভ এবং প্রীতিসন্দর্ভ

মূল্য : ৯০০ টাকা।

সংস্কৃত বুক ডিপো

২৮/১, বিধান সরণী, কলকাতা-৭০০ ০০৬

ফোন : ০৩৩-২২১৯৩১০০/৯৪৩২২২৬২২০

বৃন্দাবনের ছয় গোস্বামী - নরেশচন্দ্র জানা মূল্য :- ৪০০ টাকা

